মুসলিম শরীফ

তৃতীয় খণ্ড

ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ
আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র)

সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত এবং সম্পাদিত

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

মুসলিম শরীফ (৩য় খণ্ড)
ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র)
সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত এবং সম্পাদিত
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৪৯২

ইফা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ৯৫
ইফা প্রকাশনা : ১৬৭৯/২
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২৪৩
ISBN : 989-06-0008-9

প্রথম প্রকাশ
জুন ১৯৯১

তৃতীয় সংস্করণ
মে ২০০৪

চতুর্থ সংস্করণ
জুন ২০১০
জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭
জমাদিউস সানি ১৪৩১

প্রকাশক
নুরুল ইসলাম মানিক
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

কম্পিউটার কম্পোজ
মডার্ণ কম্পিউটার প্রিন্টার্স
২০৫ ফকিরাপুল (১ম লেন), ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ শিল্পী
আবদুল ওদুদ

মুদ্রণ ও বাঁধাই
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মূল্য ঃ ২৩০.০০ টাকা

MUSLIM SHARIF (3rd Vol.) : Compilation of Hadith by Imam Abul Hussain Muslim Ibnul Hazzaz Al Kushaire An Nishapuri (Rh), translated and edited by the Sihah Sittah Editorial Board and published by Director, Publication, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207 June 2010
Website : www.islamicfoundation-org.bd.
E-mail : islamicfoundation@yahoo.com
Price : Tk 230.00; US Dollar : 7.00

মহাপরিচালকের কথা

মধ্য এশিয়ার খোরাসানের বিশ্ববিখ্যাত হাফিযুল হাদীস হযরত আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ নিশাপুরী (র) মুসলিম শরীফের এ সংকলন প্রণয়ন করেন। তিনি মক্কা, মদীনা, সিরিয়া, ইরাক, মিসর প্রভৃতি দেশে ব্যাপক সফর করে সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করে পবিত্র হাদীসসমূহ সংগ্রহ করেন। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) তাঁর অন্যতম উস্তাদ ছিলেন এবং ইমাম তিরমিযী (র) ছিলেন তাঁর অন্যতম ছাত্র। তিনি তাঁর সংগৃহীত তিন লক্ষ হাদীসের মধ্য থেকে নিবীড়ভাবে যাচাই বাছাই করে প্রায় চার হাজার হাদীস (পুনরাবৃত্তি ছাড়া) তাঁর সহীহ সংকলনে লিপিবদ্ধ করেন।

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে শরী'আতের প্রামাণ্য উৎস এ সকল হাদীস সংগ্রহ এবং পরিশুদ্ধতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হওয়ার পর এগুলো বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে বিষয়ানুক্রমিকভাবে বিন্যাস করা ছিল এক কঠিন শ্রম ও মেধাসাধ্য কাজ। কিন্তু মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে সুদীর্ঘ অধ্যাবসায় ও অসাধারণ প্রতিভা কাজে লাগিয়ে তিনি যে সংকলনটি উপহার দেন, ইসলামী শরী'আতের প্রয়োজনীয় প্রায় প্রতিটি বিষয়ের উল্লেখযোগ্য হাদীসগুলো তাতে স্থান পেয়েছে। বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা ও হাদীসের তত্ত্বগত দিক বিবেচনা করে তিনি একটি বিশেষ ধারায় হাদীসগুলো বিন্যাস করেন, যা হাদীসবেত্তাদের বিচক্ষণ পর্যালোচনায় উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা লাভ করে। এ মূল্যবান গ্রন্থটি প্রতিটি যুগেই ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অবিস্মরণীয় উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে এবং অনাগত দিনেও এর প্রয়োজন কখনো ফুরাবে না।

বস্তুত ইসলামী শরী'আতের মৌলিক দু'টি উৎস পবিত্র কুরআন ও হাদীসের মধ্যে এ সংকলনটি এক অনিবার্য অনুসঙ্গ। মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকভাবে গৃহীত এ গ্রন্থটি বাংলাদেশেও মাদরাসার উচ্চ শ্রেণীগুলোতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে পাঠ্য তালিকাভুক্ত হওয়ায় কেবল বিশেষ শিক্ষিত মধ্যেই এর অধ্যয়ন সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ শিক্ষিত সর্বস্তরের পাঠকদের জন্য বোধগম্য করার লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক দেশের প্রথিতযশা আলিমদের দিয়ে এর বাংলা অনুবাদ করিয়ে ১৯৯৪ সালে প্রথম প্রকাশ করা হয়। এক্ষণে এর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

মহান আল্লাহ আমাদের এ শ্রম কবুল করুন এবং পবিত্র হাদীস ও সুন্নাহ অনুসারে জীবন গড়ার তৌফিক দিন। আমিন।

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের কথা

ইসলামী শরীয়তের মূল উৎস হিসেবে মহান আল্লাহ্র বাণী-পবিত্র কুরআনের পর মহানবী ﷺ -এর বাণী-পবিত্র হাদীসের স্থান। মহানবী ﷺ-এর কথা, কাজ ও সম্মতিকে হাদীস বলা হয়। তাঁর এইসব হাদীস বা সুন্নাহকে সংগ্রহ করে যাঁরা লিপিবদ্ধভাবে সংকলন করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হচ্ছেন ইমাম মুসলিম (র)।

ইমাম মুসলিম (র) তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ স্থানে ব্যাপক সফর করে মূল্যবান হাদীস সংগ্রহ করেন। হাফেজ আবূ বকর আল খতীব বাগদাদী বর্ণনা করেন যে, ইমাম মুসলিম (র) তাঁর সংগৃহীত প্রায় ৩ লক্ষ হাদীস থেকে চয়ন করে প্রায় চার হাজার হাদীস সম্বলিত (পুনরাবৃত্তি বাদে) এই 'সহীহ' সংকলনটি প্রণয়ন করেন।

সহীহ মুসলিমের পর আজ পর্যন্ত এর চেয়ে উত্তম কোন হাদীস সংকলন কেউ প্রণয়ন করতে সক্ষম হননি। তাই যুগে যুগে এটি গবেষক ও পাঠকদের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেছে। এই সংকলনে ইমাম মুসলিম (র) বুখারী শরীফের মত ঈমান, ইল্ম, তাহারাত, পঞ্চ রুকন, তাফসীর, আদাব, ব্যবসা ইত্যাদি প্রায় প্রতিটি প্রয়োজনীয় বিষয় ধারাবাহিক- ভাবে বিন্যাস করেন এবং অতি সহজভাবে আন্তঃঅধ্যায় ও অনুচ্ছেদে বিভক্ত করেন। এ কারণে অনুসন্ধিৎসু পাঠক মুসলিম শরীফের হাদীস সূত্র এবং ভাষ্য অধ্যয়নে অধিক আগ্রহী হন।

এই সংকলনটি ইসলামী উলূম ও ফুনূন তথা জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। এটি বাংলা ভাষায় অনূদিত হওয়ার পর মাদ্রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে গবেষক ও আগ্রহী পাঠক সাধারণের মধ্যে বিপুল সাড়া পড়ে যায়।

আমাদের সম্মানিত পাঠক মহলের ক্রমবর্ধমান আগ্রহের প্রেক্ষিতে আমরা এবার তৃতীয় খণ্ডের পুনঃ সম্পাদনাকৃত চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করলাম। চতুর্থ সংস্করণকালে এটি পুনঃ সম্পাদনা করেছেন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ ইসমাঈল। ইতোমধ্যে এর সব কয়টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে এবং যথাসময়ে এগুলো পুনর্মুদ্রণের মাধ্যমে পুরো সেট সরবরাহের আমরা সচেষ্ট রয়েছি। এবার পাঠক মহলের ক্রয়ের সুবিধার্থে পুস্তকটি সাত খণ্ডের স্থলে ছয় খণ্ডে প্রকাশ করা হলো।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মহানবী ﷺ-এর আদর্শকে সঠিকভাবে জেনে নিজেদের জীবন গড়ার তাওফীক দিন। আমীন।

নুরুল ইসলাম মানিক
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

সূচিপত্র

সম্পাদনা পরিষদ

كِتَابُ الصِّيَامُ

অধ্যায় : সিয়াম

١- بَابُ فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ

১. পরিচ্ছেদ : রমযান মাসের ফযীলত

٢٣٦٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِىْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ-

২৩৬৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আয়্যুব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজর (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, রমযান মাস এলে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানকে শিকলবন্দী করা হয়।

٢٣٦٧- حَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ اَنَسٍ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذَا كَانَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ اَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ-

২৩৬৭. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, রমযান আরম্ভ হলে রহমতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানকে শিকলে আবদ্ধ করা হয়।

٢٣٦٨- حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَالْحُلْوَانِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِىْ نَافِعُ بْنُ اَبِىْ اَنَسٍ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ بِمِثْلِهِ-

২৩৬৮. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ও হুলওয়ানী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন রমযান আসে..... এরপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢-بَابُ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ لِرُؤْيَةِ الْهِلاَلِ وَالْفِطْرِ لِرُؤْيَةِ الْهِلاَلِ وَاَنَّهُ اِذَا غُمَّ فِيْ اَوَّلِهِ اَوْ اٰخِرِهِ اُكْمِلَتْ عِدَّةُ الشَّهْرِ ثَلاَثِيْنَ يَوْمًا

২. পরিচ্ছেদ : চাঁদ দেখার পর সওম ফরয এবং চাঁদ দেখার পর ঈদ করা ফরয; মাসের প্রথম ও শেষ তারিখে যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তবে ত্রিশ দিনে মাস পূর্ণ হবে

٢٣٦٩-حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لاَ تَصُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوُا الْهِلاَلَ وَلاَ تُفْطِرُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ فَاِنْ اُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ.

২৩৬৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... ইব্ন উমর (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি রমযান সম্পর্কে আলোচনা করে বললেন, তোমরা চাঁদ না দেখে সওম পালন করো না এবং চাঁদ না দেখা পর্যন্ত ইফতার (ঈদ) করো না। আর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে ত্রিশ দিন পূর্ণ কর।

٢٣٧٠-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَقَالَ الشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا ثُمَّ عَقَدَ اِبْهَامَهُ فِى الثَّالِثَةِ فَصُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَاِنْ اُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ ثَلاَثِيْنَ.

২৩৭০. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রমযান মাসের কথা আলোচনা করলেন। তারপর তিনি তাঁর উভয় হাতদ্বারা ইংগিত প্রদান করে বললেন, মাস তো এতো দিনে আর এতো দিনে হয়। তৃতীয় দফায় তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলীটি বন্ধ করে নিলেন। এরপর বললেন, তোমরা চাঁদ দেখে সওম পালন করবে এবং চাঁদ দেখে ইফতার (ঈদ) করবে। যদি আকাশ মেঘে ঢাকা থাকে, তবে ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে।

٢٣٧١- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا ثَلاَثِيْنَ نَحْوَ حَدِيْثِ اَبِيْ اُسَامَةَ.

২৩৭১. ইব্ন নুমায়র (র)...... উবায়দুল্লাহ (র) থেকে এ সনদে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেন, যদি আকাশ মেঘে ঢাকা থাকে, তবে ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে। হাদীসটি আবূ উসামা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

٢٣٧٢- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَمَضَانَ فَقَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ الشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا وَقَالَ فَاقْدُرُوْا لَهُ وَلَمْ يَقُلْ ثَلاَثِيْنَ.

২৩৭২. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র)...... উবায়দুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রমযান মাসের কথা আলোচনা করে বললেন, মাস ঊনত্রিশ দিনেও হয়। এ সময় তিনি তাঁর দু' হাতের আঙ্গুলদ্বারা ইংগিত

করে বললেন, মাস এতো দিনে হয়, মাস এতো দিনে হয়, মাস এতো দিনে হয়। তারপর বললেন, তোমরা সংখ্যা পূর্ণ কর। কিন্তু ত্রিশ দিনের কথা উল্লেখ করেননি।

٢٣٧٣– وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ فَلاَ تَصُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ وَلاَ تُفْطِرُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهٗ.

২৩৭৩. যুহায়র ইব্ন হারব (র)...... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মাস উনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে। তাই তোমরা চাঁদ না দেখে সওম আরম্ভ করবে না এবং চাঁদ না দেখে ইফতার (ঈদ) করবে না। যদি আকাশ মেঘে ঢাকা থাকে, তবে সংখ্যা পূর্ণ করবে।

٢٣٧٤–وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ فَاِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُوْمُوْا وَاِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَاَفْطِرُوْا فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهٗ.

২৩৭৪. হুমায়দ ইব্ন মাসআদা বাহিলী (র)...... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মাস উনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে। যখন চাঁদ দেখবে তখন তোমরা সওম আরম্ভ করবে এবং যখন তোমরা চাঁদ দেখবে তখন ইফতার (ঈদ) করবে। তবে আকাশ মেঘে ঢাকা থাকলে (মাস) পূর্ণ করবে।

٢٣٧٥–حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوْا وَاِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَاَفْطِرُوْا فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهٗ.

২৩৭৫. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তোমরা যখন চাঁদ দেখবে, তখন সওম আরম্ভ করবে এবং যখন চাঁদ দেখবে, তখন ইফতার (ঈদ) করবে। তবে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে।

٢٣٧٦–حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَيَحْيَى بْنُ اَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ اَنَّهٗ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ لَيْلَةً لاَتَصُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ وَلاَ تُفْطِرُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ اِلاَّ اَنْ يُغَمَّ عَلَيْكُمْ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهٗ.

২৩৭৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আয়্যূব, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও ইব্ন হুজর (র)...... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মাস উনত্রিশ রাত্রবিশিষ্ট হয়ে থাকে। তাই

তোমরা চাঁদ না দেখে সওম আরম্ভ করবে না এবং চাঁদ না দেখে ইফতার (ঈদ) করবে না। হ্যাঁ, যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন না থাকে। যদি আকাশ মেঘে ঢাকা থাকে তবে (ত্রিশ দিন) পূর্ণ করবে।

٢٣٧٧- حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ اِسْحٰقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اَلشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَقَبَضَ اِبْهَامَهُ فِى الثَّالِثَةِ.

২৩৭৭. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, মাস এরূপ, এরূপ ও এরূপ। তৃতীয়বারে তিনি তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলীটি বন্ধ করে রাখলেন।

٢٣٧٨- حَدَّثَنِىْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا حَسَنُ الْاَشْيَبُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى قَالَ وَاَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَلشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ.

২৩৭৮. হাজ্জাজ ইব্‌ন শাইর (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, মাস ঊনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে।

٢٣٧٩- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَكَّائِىُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَلشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا عَشْرًا وَعَشْرًا وَتِسْعًا.

২৩৭৯. সাহল ইব্‌ন উসমান (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাস এরূপ, এরূপ ও এরূপ । প্রথম তিনি দশ আঙ্গুলে, দ্বিতীয়বার দশ আঙ্গুলে এবং তৃতীয়বার নয় আঙ্গুল ইশারা করলেন।

٢٣٨٠- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلشَّهْرُ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ بِكُلِّ اَصَابِعِهِمَا وَنَقَصَ فِى الصَّفْقَةِ الثَّالِثَةِ اِبْهَامَ الْيُمْنٰى اَوِ الْيُسْرٰى.

২৩৮০. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মু'আয (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মাস এতে দিনে, এতো দিনে এবং এতো দিনে হয়ে থাকে; তিনি তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করলেন এবং আঙ্গুলগুলো উঠিয়ে রাখলেন। তারপর তৃতীয়বার ইংগিত করার সময় ডান অথবা বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলটি গুটিয়ে রাখলেন।

٢٣٨١- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُقْبَةَ وَهُوَ ابْنُ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ وَطَبَّقَ شُعْبَةُ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ وَكَسَرَ الْاِبْهَامَ فِى الثَّالِثَةِ قَالَ عُقْبَةُ وَاَحْسِبُهُ قَالَ اَلشَّهْرُ ثَلَاثُوْنَ وَطَبَّقَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ.

২৩৮১. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)...... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মাস উনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে। এ সময় বর্ণনাকারী শু'বা (র) তাঁর উভয় হাতদ্বারা তিনবার ইংগিত করলেন এবং তৃতীয়বার একটি বৃদ্ধাঙ্গুল গুটিয়ে রাখলেন। উকবা বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছেন, মাস ত্রিশ দিনে হয়ে থাকে। এ সময় তিনি তাঁর উভয় হস্ত তিনবার মিলিয়ে ইংগিত করলেন।

٢٣٨٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَسْوَدِبْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّا اُمَّةٌ اُمِّيَّةٌ لاَنَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ الشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا وَعَقَدَ الْاِبْهَامَ فِى الثَّالِثَةِ وَالشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا يَعْنِى تَمَامَ ثَلاَثِيْنَ.

২৩৮২. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশশার (র)...... ইব্ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উম্মী জাতি। লিখতে জানি না, হিসাব-নিকাশও করতে জানি না। তবে মাস এরূপ, এরূপ ও এরূপ। তৃতীয়বার ইংগিতের সময় তিনি তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলটি গুটিয়ে নেন। এরপর (আবার বললেন) মাস এরূপ, এরূপ ও এরূপ । অর্থাৎ পূর্ণ ত্রিশ দিনে।

٢٣٨٣- وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ لِلشَّهْرِ الثَّانِى ثَلاَثِيْنَ.

২৩৮৩. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র)...... আসওয়াদ ইব্ন কায়স (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। তবে দ্বিতীয় মাসটি ত্রিশ দিনে হয়ে থাকে, এ কথাটি এ হাদীসে উল্লেখ নেই।

٢٣٨٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلاً يَقُوْلُ اللَّيْلَةُ لَيْلَةُ النِّصْفِ فَقَالَ لَهُ مَا يُدْرِيْكَ اَنَّ اللَّيْلَةَ النِّصْفُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَلشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَاَشَارَ بِاَصَابِعِهِ الْعَشْرِ مَرَّتَيْنِ وَهٰكَذَا فِى الثَّالِثَةِ وَاَشَارَ بِاَصَابِعِهِ كُلِّهَا وَحَبَسَ اَوْخَنَسَ اِبْهَامَهُ.

২৩৮৪. আবূ কামিল জাহদারী (র)...... সা'দ ইব্ন 'উবায়দা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন 'উমর (রা) এক ব্যক্তির নিকট শুনলেন, তিনি বলছেন, এ রাত অর্ধমাসের রাত। তখন তিনি তাকে বললেন, কিসে তোমাকে জানালো এ রাত অর্ধমাসের রাত? অথচ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট শুনেছি, তিনি দুইবার দুই হাতের দশ আঙ্গুল দিয়ে ইংগিত করে বললেন, মাস এতো দিনে হয়, মাস এতো দিনে হয়। এরপর তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলীটিকে গুটিয়ে রেখে তৃতীয়বার বললেন, মাস এভাবেও হয়ে থাকে।

٢٣٨٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَاَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُوْمُوْا وَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَاَفْطِرُوْا فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُوْمُوْا ثَلاَثِيْنَ يَوْمًا.

২৩৮৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা চাঁদ দেখবে তখন সওম আরম্ভ করবে এবং যখন চাঁদ দেখবে তখন ইফতার (ঈদ) করবে। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তবে ত্রিশ দিন সিয়াম পালন করবে।

٢٣٨٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَلاَّمٍ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ يَعْنِى ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَاِنْ غُمِّىَ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوْا الْعَدَدَ.

২৩৮৬. 'আবদুর রহমান ইব্ন সাল্লাম জুমাহী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, চাঁদ দেখে সিয়াম পালন শুরু করবে এবং চাঁদ দেখে ইফতার (ঈদ) করবে। যদি মেঘে আকাশ ঢেকে যায়, তবে সংখ্যা পূর্ণ করবে।

٢٣٨٧- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَاِنْ غُمِّىَ عَلَيْكُمَ الشَّهْرُ فَعُدُّوْا ثَلاَثِيْنَ.

২৩৮৭. উবায়দুল্লাহ ইব্ন মু'আয (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, চাঁদ দেখে সওম আরম্ভ করবে এবং চাঁদ দেখে ইফতার (ঈদ) করবে। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে যায় তবে ত্রিশ দিন পূরা করবে।

٢٣٨٨- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِىُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْهِلاَلَ فَقَالَ اِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوْا وَاِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَاَفْطِرُوْا فَاِنْ اُغْمِىَ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوْا ثَلاَثِيْنَ.

২৩৮৮. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নূতন চাঁদের কথা আলোচনা করে বললেন, তোমরা যখন চাঁদ দেখবে তখন সওম আরম্ভ করবে এবং যখন চাঁদ দেখবে তখন ইফতার (ঈদ) করবে। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তবে ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে।

٣- بَابُ لاَتُقَدِّمُوْا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلاَيَوْمَيْنِ

৩. পরিচ্ছেদ : রমযানের আগের এক বা দু'দিন রোযা না রাখার নির্দেশ

٢٣٨٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عَلِىْ بْنِ مُبَارَكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَقَدَّمُوْا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ اِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ.

২৩৮৯. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা রমযানের একদিন বা দুইদিন পূর্বে (নফল) সওম পালন করবে না। হ্যাঁ, যদি কোন ব্যক্তি এ সময় সওম পালন করতে অভ্যস্ত থাকে, তবে সে সওম পালন করতে পারে।

٢٣٩٠- وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ الْحُرَيْرِىُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِى ابْنَ سَلاَّمٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ اَبِى عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ ح وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ.

২৩৯০. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বিশর হুরায়রী, ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন আবূ উমর এবং যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবূ কাসীর (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤- بَابُ الشَّهْرِ يَكُوْنُ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ

৪. পরিচ্ছেদ : মাস ঊনত্রিশ দিনেও হয়

٢٣٩١- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَقْسَمَ اَنْ لاَيَدْخُلَ عَلٰى اَزْوَاجِهٖ شَهْرًا قَالَ الزُّهْرِىُّ فَاَخْبَرَنِى عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ لَيْلَةً اَعُدُّهُنَّ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ بَدَأَبِىْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ اَقْسَمْتَ اَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَاِنَّكَ دَخَلْتَ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِيْنَ اَعُدُّهُنَّ فَقَالَ اِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ.

২৩৯১. 'আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)...... যুহরী (র) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ শপথ করলেন যে, তিনি একমাস পর্যন্ত তাঁর স্ত্রীদের কাছে যাবেন না। যুহরী (র) উরওয়া (র)-এর সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, যখন ঊনত্রিশ রাত্র অতিবাহিত হয়ে গেল, আমি তা হিসাব রাখছিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট আসলেন এবং আমার থেকেই আরম্ভ করলেন। এ সময় আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো একমাস পর্যন্ত আমাদের নিকট না আসার শপথ করেছেন অথচ আপনি ঊনত্রিশ তারিখের পরই চলে এলেন, আমি তো গুণে রেখেছি। তখন তিনি বললেন, মাস ঊনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে।

٢٣٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاللَّفْظُ لَهٗ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّهٗ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِعْتَزَلَ نِسَاءَهٗ شَهْرًا فَخَرَجَ اِلَيْنَا فِىْ تِسْعٍ وَعِشْرِيْنَ فَقُلْنَا اِنَّمَا الْيَوْمُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ فَقَالَ اِنَّمَا الشَّهْرُ وَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَحَبَسَ اِصْبَعًا وَاحِدَةً فِى الْاٰخِرَةِ.

২৩৯২. মুহাম্মদ ইব্‌ন রুমহ ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একমাসের জন্য তাঁর স্ত্রীদের থেকে পৃথক হয়ে গেলেন। এরপর উনত্রিশ দিন পর তিনি আমাদের নিকট বের হয়ে এলেন। আমরা বললাম, আজ তো উনত্রিশতম দিবস। তখন তিনি তাঁর উভয় হাত দিয়ে তিনবার ইশারা করে শেষবার একটি আঙ্গুল গুটিয়ে রেখে বললেন, মাস তো এভাবেও হয়ে থাকে।

٢٣٩٣- حَدَّثَنِي هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِي اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ اعْتَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءَهُ شَهْرًا فَخَرَجَ اِلَيْنَا صَبَاحَ تِسْعٍ وَعِشْرِيْنَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا اَصْبَحْنَا لِتِسْعٍ وَعِشْرِيْنَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ الشَّهْرَ يَكُوْنُ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ ثُمَّ طَبَّقَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدَيْهِ ثَلاَثًا مَرَّتَيْنِ بِاَصَابِعِ يَدَيْهِ كُلِّهَا وَالثَّالِثَةَ بِتِسْعٍ مِنْهَا.

২৩৯৩. হারূন ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ ও হাজ্জাজ ইব্‌ন শাইর (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর স্ত্রীদের থেকে এক মাসের জন্য পৃথক হয়ে গেলেন। তারপর উনত্রিশতম দিবসে ভোরবেলা তিনি আমাদের নিকট আসলেন। কেউ কেউ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আজ তো উনত্রিশতম দিনের ভোরবেলা। নবী ﷺ বললেন, মাস উনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে। এরপর নবী ﷺ উভয় হাতের সমস্ত আঙ্গুল খুলে দুইবার ইংগিত করলেন এবং তৃতীয়বার ইংগিত করলেন নয় আঙ্গুল দ্বারা।

٢٣٩٤- حَدَّثَنِي هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ اَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ اَخْبَرَهُ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَلَفَ اَنْ لاَ يَدْخُلَ عَلٰى بَعْضِ اَهْلِهِ شَهْرًا فَلَمَّا مَضٰى تِسْعَةٌ وَعِشْرُوْنَ يَوْمًا غَدَا عَلَيْهِمْ اَوْرَاحَ فَقِيْلَ لَهُ حَلَفْتَ يَانَبِيَّ اللّٰهِ اَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا قَالَ اِنَّ الشَّهْرَ يَكُوْنُ تِسْعَةً وَعِشْرِيْنَ يَوْمًا.

২৩৯৪. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র)...... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর কতক স্ত্রীর নিকট একমাস পর্যন্ত যাবেন না বলে শপথ করলেন। এরপর যখন উনত্রিশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেল, তখন তিনি সকাল বা বিকালে তাদের নিকট আগমন করলেন। তখন তাঁকে বলা হয়, হে আল্লাহর নবী ! আপনি তো একমাস পর্যন্ত আমাদের নিকট আসবেন না বলে শপথ করেছিলেন। তিনি বললেন, মাস উনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে।

٢٣٩٥- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرٰهِيْمَ اَخْبَرَنَا رَوْحٌ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي اَبَا عَاصِمٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ.

২৩৯৫. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)...... ইব্‌ন জুরায়জ (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٣٩٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِىْ خَالِدٍ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ ضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ عَلَى الْاُخْرٰى فَقَالَ اَلشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا ثُمَّ نَقَصَ فِى الثَّالِثَةِ اِصْبَعًا.

২৩৯৬. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এক হস্ত অপর হস্তের উপর মেরে বললেন, মাস এভাবে এভাবে হয়ে থাকে। তৃতীয়বার তিনি একটি আঙ্গুল গুটিয়ে রাখলেন।

٢٣٩٧- وَحَدَّثَنِى الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَلشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَ عَشْرًا عَشْرًا وَتِسْعًا مَرَّةً.

২৩৯৭. কাসিম ইব্‌ন যাকারিয়া (র)...... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বললেন, মাস এরূপ, এরূপ ও এরূপ-দশ, দশ ও নয় দিন।

٢٣٩٨- وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُهْزَاذَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيْقٍ وَسَلَمَةُ ابْنُ سُلَيْمَانَ قَالاَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِىْ خَالِدٍ فِىْ هٰذَا الْاِسْنَادِ بِمَعْنٰى حَدِيْثِهِمَا.

২৩৯৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন কুহ্‌যায (র)...... ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ খালিদ (র) থেকে এ সনদে উপরোক্ত দুটো হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥- بَابُ بَيَانِ اَنَّ لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ وَاَنَّهُمْ اِذَا رَأَوُا الْهِلاَلَ بِبَلَدٍ لاَيَثْبُتُ حُكْمُهُ لِمَا بَعُدَ عَنْهُمْ

৫. পরিচ্ছেদ : প্রত্যেক দেশের অধিবাসীদের জন্য তাদের চাঁদ দেখা তাদের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য, অন্য দেশী মানুষের জন্য নয়। সুতরাং কোন দেশের লোক যদি চাঁদ দেখে, তবে এ হুকুম তাদের থেকে দূরবর্তী দেশীয় লোকদের জন্য প্রযোজ্য হবে না

٢٣٩٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَيَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ اَبِىْ حَرْمَلَةَ عَنْ كُرَيْبٍ اَنَّ اُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ اِلٰى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتُهِلَّ عَلَىَّ رَمَضَانُ وَاَنَا بِالشَّامِ فَرَاَيْتُ الْهِلاَلَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فِىْ اٰخِرِ الشَّهْرِ فَسَاَلَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلاَلَ فَقَالَ مَتٰى رَاَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَقُلْتُ رَاَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ اَنْتَ رَاَيْتَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ وَرَاٰهُ النَّاسُ وَصَامُوْا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ لٰكِنَّا رَاَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلاَنَزَالُ نَصُوْمُ حَتّٰى نُكْمِلَ ثَلاَثِيْنَ اَوْنَرَاهُ فَقُلْتُ اَوَلاَ تَكْتَفِىْ بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ فَقَالَ لاَ هٰكَذَا اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَشَكَّ يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى فِىْ نَكْتَفِىْ اَوْ تَكْتَفِىْ.

২৩৯৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আয়্যূব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজর (র)..... কুরায়ব (র) থেকে বর্ণিত যে, উম্মুল ফযল বিনত হারিস তাকে সিরিয়ায় মুআবিয়া (রা)-এর নিকট পাঠালেন। (কুরায়ব বলেন) আমি সিরিয়ায় পৌঁছলাম এবং তার প্রয়োজনীয় কাজটি সমাধা করে নিলাম। আমি সিরিয়া থাকা অবস্থায়ই রমযানের চাঁদ দেখা গেল। জুমু'আর দিন সন্ধ্যায় আমি চাঁদ দেখলাম। এরপর রমযানের শেষভাগে আমি মদীনায় ফিরলাম। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) আমার নিকট জিজ্ঞেস করলেন এবং চাঁদ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোন দিন চাঁদ দেখেছ? আমি বললাম, আমরা তো জুমুআর দিন সন্ধ্যায় চাঁদ দেখেছি। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি নিজে দেখেছ কি? আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি দেখেছি এবং লোকেরাও দেখেছে। তারা সিয়াম পালন করেছে এবং মু'আবিয়া (রা)-ও সওম পালন করেছেন। তিনি বললেন, আমরা কিন্তু শনিবার সন্ধ্যায় চাঁদ দেখেছি। আমরা সিয়াম পালন করতে থাকব, শেষ পর্যন্ত ত্রিশ দিন পূর্ণ করব অথবা চাঁদ দেখব। আমি বললাম, মু'আবিয়া (রা)-এর চাঁদ দেখা এবং তাঁর সওম পালন করা আপনার জন্য যথেষ্ট নয় কি? তিনি বললেন, না, যথেষ্ট নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এরূপ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

٦- بَابُ بَيَانِ اَنَّهُ لاَ اِعْتِبَارَ بِكِبَرِ الْهِلاَلِ وَصِغَرِهِ وَاَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى اَمَدَّهُ لِلرُّؤْيَةِ فَاِنْ غُمَّ فَلْيُكْمَلْ ثَلاَثُوْنَ.

৬. পরিচ্ছেদ : চাঁদ বড়-ছোট হওয়ার বিষয়টি ধর্তব্য নয়; দেখার সুবিধার্থে আল্লাহ তাকে বর্ধিত আকারে উদিত করেন, যদি চাঁদ মেঘে ঢেকে যায় তবে ত্রিশ দিন পূর্ণ করা হবে

٢٤٠٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِى الْبَخْتَرِىِّ قَالَ خَرَجْنَا لِلْعُمْرَةِ فَلَمَّا نَزَلْنَا بِبَطْنِ نَخْلَةَ قَالَ تَرَاءَيْنَا الْهِلاَلَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ قَالَ فَلَقِيْنَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ اِنَّا رَأَيْنَا الْهِلاَلَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ فَقَالَ اَىُّ لَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوْهُ قَالَ قُلْنَا لَيْلَةَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مَدَّهُ لِلرُّؤْيَةِ فَهُوَ لِلَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوْهُ.

২৪০০. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)..... আবুল বাখতারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উমরা করার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম এবং বাতনে নাখলা নামক স্থানে উপস্থিত হলাম, তখন আমরা (রমযানের) চাঁদ দেখতে পেলাম। এ সময় কেউ কেউ বলতে লাগলো, এ তো তিন তারিখের চাঁদ। আবার কেউ কেউ বলল এ তো দুই তারিখের চাঁদ। তারপর আমরা ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম এবং বললাম, আমরা তো চাঁদ দেখেছি কিন্তু আমাদের কেউ কেউ বলছে, এ তৃতীয় রাত্রির চাঁদ। আবার কেউ কেউ বলছে, এ দ্বিতীয় রাত্রির চাঁদ। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোন রাত্রে চাঁদ দেখেছ? আমরা বললাম, অমুক অমুক রাত্রে। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দেখার সুবিধার্থে আল্লাহ একে বর্ধিত করে দিয়েছেন। মূলত এ ঐ রাত্রিরই চাঁদ যে রাত্রে তোমরা দেখেছ।

٢٤٠١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْبَخْتَرِىِّ قَالَ اَهْلَلْنَا

رَمَضَانَ وَنَحْنُ بِذَاتِ عِرْقٍ فَأَرْسَلْنَا رَجُلاً اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَمَدَّهُ لِرُؤْيَتِهِ فَاِنْ اُغْمِىَ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوا الْعِدَّةَ.

২৪০১. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশশার (র)...... আবুল বাখতারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'যাতু ইরক' নামক স্থানে অবস্থানকালে আমরা রমযানের চাঁদ দেখতে পেলাম। তখন আমরা এক ব্যক্তিকে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট পাঠালাম, তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, চাঁদ দেখার সুবিধার্থে আল্লাহ তা'আলা তাকে বর্ধিত করে দিয়েছেন। চাঁদ যদি মেঘে ঢাকা থাকে, তবে তোমরা ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে।

٧- بَابُ بَيَانِ مَعْنى قَوْلِهِ شَهْرَا عِيْدٍ لاَيَنْقُصَانِ

৭. পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী - ঈদের দু' মাস হ্রাস পায় না

٢٤٠٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِى بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ شَهْرَا عِيْدٍ لاَ يَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ.

২৪০২. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... আবূ বাকরা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ঈদের মাস দু'টিতে ঘাটতি হয় না।[১] এ মাস দু'টি হল, রমযান ও যুলহিজ্জাহ।

٢٤٠٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ سُوَيْدٍ وَخَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى بَكْرَةَ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ شَهْرَا عِيْدٍ لاَيَنْقُصَانِ فِىْ حَدِيْثِ خَالِدٍ شَهْرَا عِيْدٍ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ.

২৪০৩. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর নবী ﷺ বলেছেন, ঈদের মাস দু'টি হ্রাস পায় না। খালিদের হাদীসে আছে, ঈদের মাস দুটো হল, রমযান ও যুলহিজ্জাহ।

٨- بَابُ بَيَانِ اَنَّ الدُّخُوْلَ فِىْ الصَّوْمِ يَحْصُلُ بِطُلُوْعِ الْفَجْرِ وَاَنَّ لَهُ الْاَكْلُ وَغَيْرُهُ حَتّٰى يَطْلُعَ الْفَجْرُ وَبَيَانِ صِفَةِ الْفَجْرِ الَّذِىْ تَتَعَلَّقُ بِهِ الْاَحْكَامُ مِنَ الدُّخُوْلِ فِى الصَّوْمِ وَدُخُوْلِ وَقْتِ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ.

৮. পরিচ্ছেদ : সুবহে সাদিকের পূর্বে পানাহার করা বৈধ; সুবহে সাদিকের সাথে সাথেই সওম আরম্ভ হয়ে যায়; কুরআনে বর্ণিত 'ফজর'-এর ব্যাখ্যা, যার সাথে সওমের সূচনা এবং ফজরের সালাতের সময় শুরু হওয়া প্রভৃতি বিধি-বিধান সম্পৃক্ত

٢٤٠٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ **حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ**

---

১. অর্থাৎ সওয়াব কমে না, যদিও দিন কম হয় এবং মাস ঊনত্রিশ দিনে শেষ হয়ে যায়।

قَالَ لَهُ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اَجْعَلُ تَحْتَ وِسَادَتِيْ عِقَالَيْنِ عِقَالاً اَبْيَضَ وَعِقَالاً اَسْوَدَ اَعْرِفُ اللَّيْلَ مِنَ النَّهَارِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ وِسَادَتَكَ لَعَرِيْضٌ اِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ.

২৪০৪. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)....... আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ "তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ ভোরের কালো রশ্মি হতে সাদা রশ্মি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে (অর্থাৎ রাত্রির কৃষ্ণরেখা হতে উষার শুভ্ররেখা সুস্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত হয়)-নাযিল হল, তখন আদী (র) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আমার বালিশের নিচে একটি কালো ও একটি সাদা রংয়ের রশি রেখে দিয়েছি। যাতে এর দ্বারা আমি রাত্র ও দিনের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার বালিশ তো খুব চওড়া। এ-তো রাতের অন্ধকার এবং ভোরের আলো।

٢٤٠٥–حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيُّ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَازِمٍ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الاٰيَةُ **وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الاَسْوَدِ** قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَأْخُذُ خَيْطًا اَبْيَضَ وَخَيْطًا اَسْوَدَ فَيَأْكُلُ حَتّٰى يَسْتَبِيْنَهُمَا حَتّٰى اَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ **مِنَ الْفَجْرِ** فَبَيَّنَ ذٰلِكَ.

২৪০৫. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর কাওয়ারীরি (র)....... সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الاَسْوَدِ "তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ কালো রশ্মি (অর্থাৎ রাত্রির কৃষ্ণরেখা) হতে উষার সাদা রশ্মি (অর্থাৎ শ্রভ্ররেখা) সুস্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়"-নাযিল হ'ল, তখন লোকেরা একটি কালো এবং একটি সাদা রশি রাখত। তারা উভয় রশি সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত না হওয়া পর্যন্ত খেতে থাকত। এরপর আল্লাহ তা'আলা مِنَ الْفَجْرِ বাক্যটি নাযিল করে বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করে দিলেন।

٢٤٠٦–حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيْمِيُّ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اِسْحٰقَ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ غَسَّانَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الاٰيَةُ **وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الاَسْوَدِ** قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ اِذَا اَرَادَ الصَّوْمَ رَبَطَ اَحَدُهُمْ فِيْ رِجْلَيْهِ الْخَيْطَ الاَسْوَدَ وَالْخَيْطَ الاَبْيَضَ فَلاَ يَزَالُ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُ رِئْيُهُمَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ بَعْدَ ذٰلِكَ **مِنَ الْفَجْرِ** فَعَلِمُوْا اَنَّمَا يَعْنِيْ بِذٰلِكَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

২৪০৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন সাহল তামীমী ও আবূ বকর ইব্‌ন ইসহাক (র)...... সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الاَسْوَدِ "তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ কালো রশ্মি হতে সাদা রশ্মি পরিস্ফুট না হয় (অর্থাৎ উষার শ্রভ্র রেখা) সুস্পষ্টরূপে তোমাদের

নিকট প্রতিভাত না হয়"- নাযিল হ'ল, তখন লোকেরা সওম পালন করতে চাইলে প্রত্যেকেই দু' পায়ে কালো ও সাদা সুতা বেঁধে নিত এবং সাদা ও কালো বর্ণ সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত না হওয়া পর্যন্ত পানাহার করতে থাকত। এরপর আল্লাহ তা'আলা مِنَ الْفَجْرِ বাক্যটি নাযিল করলেন। তখন সকলেই জানতে পারল যে, সাদা ও কালো রেখার অর্থ হল, রাত (-এর অন্ধকার) ও দিন (-এর আলো)।

٢٤٠٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا تَأْذِينَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ.

২৪০৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, মুহাম্মদ ইব্ন রুম্হ্ ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)...... আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বিলাল (রা) রাত্রে আযান দেন। তোমরা ইব্ন উম্মে মাকতূমের আযান না শোনা পর্যন্ত পানাহার কর।

٢٤٠٨- حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ مَكْتُومٍ.

২৪০৮. হারমালা ইব্ন ইয়াহইয়া (র)....... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, বিলাল (রা) রাত্রের আযান দেন। সুতরাং ইব্ন মাকতূমের আযান না শোনা পর্যন্ত পানাহার কর।

٢٤٠٩- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُؤَذِّنَانِ بِلاَلٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلاَّ أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا.

২৪০৯. ইব্ন নুমায়র (র)...... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দু'জন মুয়াযযিন ছিল—বিলাল (রা) এবং ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা) যিনি ছিলেন অন্ধ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, বিলাল তো রাত্রে আযান দেয় সুতরাং ইব্ন উম্মে মাকতূম আযান না দেয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার কর। রাবী বলেন, তাদের দু'জনের আযানের মধ্যে তেমন ব্যবধান ছিল না। শুধু এতটুকু ব্যবধান ছিল যে, বিলাল (রা) নামতেন এবং ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা) উঠতেন।

٢٤١٠- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

২৪১০. ইব্ন নুমায়র (র)...... আয়েশা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٤١١-وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ ح وحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ ح وحَدَّثَنَا اَبْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بِالْاِسْنَادِيْنَ كِلَيْهِمَا نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ نُمَيْرٍ.

২৪১১. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইসহাক ও ইব্‌ন মুসান্না (র)...... উবায়দুল্লাহ (র)-এর সূত্রে এ সনদে ইব্‌ন নুমায়রের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٤١٢-حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَمْنَعَنَّ اَحَدًا مِنْكُمْ اَذَانُ بِلاَلٍ اَوْقَالَ نِدَاءُ بِلاَلٍ مِنْ سَحُوْرِهِ فَاِنَّهُ يُؤَذِّنُ اَوْ قَالَ يُنَادِىْ بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُوْقِظَ نَائِمَكُمْ وَقَالَ لَيْسَ اَنْ يَّقُوْلَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَصَوَّبَ يَدَهُ. وَرَفَعَهَا حَتّٰى يَقُوْلَ هٰكَذَا وَفَرَّجَ بَيْنَ اِصْبَعَيْهِ.

২৪১২. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বিলালের আযান বা আহবান যেন তোমাদের কাউকে সেহরী থেকে বিরত না রাখে। কেননা সে তো আযান দেয় বা আহবান করে রাতে, যাতে রাতের মুসুল্লীরা বাড়ি ফিরে যায় এবং ঘুমন্ত লোকেরা জাগ্রত হয়। এরপর তিনি হস্ত উত্তোলন করত আঙ্গুলসমূহ মিলিয়ে রেখে বললেন, ফজরের সময় এরূপ নয়। তারপর আঙ্গুলগুলো প্রশস্ত করে বললেন, যতক্ষণ না এরূপ হবে।

٢٤١٣- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ يَعْنِى الاَحْمَرَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ الْفَجْرَ لَيْسَ الَّذِىْ يَقُوْلُ هٰكَذَا وَجَمَعَ اَصَابِعَهُ ثُمَّ نَكَسَهَا اِلَى الْاَرْضِ وَلٰكِنِ الَّذِىْ يَقُوْلُ هٰكَذَا وَوَضَعَ الْمُسَبِّحَةَ عَلَى الْمُسَبِّحَةِ وَمَدَّ يَدَيْهِ.

২৪১৩. ইব্‌ন নুমায়র (র)...... সুলায়মান তায়মী (র)-এর সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এতে আছে যে, নবী ﷺ হাত উত্তোলন করে আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখা অবস্থায় বললেন, এটা ফজরের সময় নয়। তারপর তিনি মাটির দিকে হাত নামিয়ে ফেললেন। এরপর তিনি শাহাদাত অঙ্গুলীকে শাহাদাত অঙ্গুলীর উপর রেখে উভয় হাত সম্প্রসারিত করে বললেন, এ হ'ল ফজরের সময়।

٢٤١٤- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ وَالْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ كِلاَهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَانْتَهٰى حَدِيْثُ الْمُعْتَمِرِ عِنْدَ قَوْلِهِ يُنَبِّهُ نَائِمَكُمْ وَيَرْجِعُ قَائِمَكُمْ وَقَالَ اِسْحٰقُ قَالَ جَرِيْرٌ فِىْ حَدِيْثِهِ وَلَيْسَ اَنْ يَقُوْلَ هٰكَذَا وَلٰكِنْ يَقُوْلُ هٰكَذَا يَعْنِى الْفَجْرَ هُوَالْمُعْتَرِضُ وَلَيْسَ فَالْمُسْتَطِيْلِ.

২৪১৪. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র)..... সুলায়মান তায়মী (র)-এর সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। মু'তামিরের হাদীস রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী يُنَبِّهُ نَائِمَكُمْ وَيَرْجِعُ قَائِمَكُمْ পর্যন্ত এসে শেষ হয়েছে। তবে ইসহাক বলেন, জারীরের হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইশারা করে বললেন, এ ফজরের সময় নয়; বরং ফজরের সময় হচ্ছে এই। অর্থাৎ পূর্বাকাশে বিস্তৃত রেখা প্রতিভাত হওয়ার সময় ফজরের ওয়াক্ত হয়; লম্বা রেখা উদ্ভাসিত হবার সময় নয়।

٢٤١٥- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِىِّ حَدَّثَنِى وَالِدِىْ اَنَّهُ سَمِعَ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَغُرَّنَّ اَحَدَكُمْ نِدَاءُ بِلاَلٍ مِنَ السَّحُوْرِ وَلاَ هٰذَا الْبَيَاضُ حَتّٰى يَسْتَطِيْرَ.

২৪১৫. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র)...... সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুহাম্মদ ﷺ এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেন, বিলালের আহবান যেন তোমাদেরকে সেহরী খাওয়া থেকে ধোঁকায় না ফেলে এবং এ শুভ্র রেখাও; যতক্ষণ না তা বিস্তৃত হয়।

٢٤١٦- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَوَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَغُرَّنَّكُمْ اَذَانُ بِلاَلٍ وَلاَ هٰذَا الْبَيَاضُ لِعَمُوْدِ الصُّبْحِ حَتّٰى يَسْتَطِيْرَ هٰكَذَا.

২৪১৬. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র.)...... সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, বিলালের আযান যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে এবং এ শুভ্ররেখাও, যা স্তম্ভের মত দেখা যায়, যতক্ষণ না তা এভাবে বিস্তৃত হবে।

٢٤١٧-وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِىُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَغُرَّنَّكُمْ مِنَّ سَحُوْرِكُمْ اَذَانُ بِلاَلٍ وَلاَ بَيَاضُ الْاُفُقِ الْمُسْتَطِيْلُ هٰكَذَا حَتّٰى يَسْتَطِيْرَ هٰكَذَا وَحَكَاهُ حَمَّادٌ بِيَدَيْهِ قَالَ يَعْنِىْ مُعْتَرِضًا.

২৪১৭. আবুর রাবী যাহরানী (র)...... সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বিলালের আযান এবং আকাশ প্রান্তে এ লম্বা রেখা যেন তোমাদেরকে সেহরী খাওয়ার ব্যাপারে ধোঁকায় না ফেলে যতক্ষণ পর্যন্ত না এ শুভ্র রেখা পূর্বাকাশে এভাবে বিস্তৃত হয়। হাম্মাদ (র) বলেন, এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উভয় হাতদ্বারা আড়াআড়িভাবে ইংগিত করেছেন।

٢٤١٨- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَوَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ وَهُوَ يَخْطُبُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لاَ يَغُرَنَّكُمْ نِدَاءُ بِلاَلٍ وَلاَ هٰذَا الْبَيَاضُ حَتّٰى يَبْدُ وَالْفَجْرُ اَوْ قَالَ حَتّٰى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ.

২৪১৮. উবায়দুল্লাহ ইব্ন মু'আয (র)...... সামুরা ইব্ন জুনদুব (র) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, বিলালের আযান এবং এ শুভ্ররেখা যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে যতক্ষণ পর্যন্ত না সুবহে সাদিক সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়।

٢٤١٩-وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ اَخْبَرَنِىْ سَوَادَةُ بْنُ حَنْظَلَةَ الْقُشَيْرِىُّ قَالَ سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ هٰذَا.

২৪১৯. ইবনুল মুসান্না (র)...... সামুরা ইব্ন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুরূপ আলোচনা করেছেন।

٩- بَابُ فَضْلِ السَّحُوْرِ وَتَأْكِدِ اسْتِحْبَابِهٖ وَاسْتِحْبَابِ تَأْخِيْرِهٖ وَتَعْجِيْلِ الْفِطْرِ

৯. পরিচ্ছেদ : সেহরীর ফযীলত, সেহরী খওয়া মুস্তাহাব, সেহরী বিলম্বে খাওয়া এবং ইফতার তাড়াতাড়ি করা মুস্তাহাব

٢٤٢٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَسَحَّرُوْا فَاِنَّ فِى السَّحُوْرِ بَرَكَةً.

২৪২০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্য়া, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্ন হারব ও কুতায়ব ইব্ন সাঈদ (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমার সেহরী খাও, সেহরীতে বরকত রয়েছে।

٢٤٢١-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُلَىٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ قَيْسٍ مَوْلٰى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ اَهْلِ الْكِتَابِ اَكْلَةُ السَّحَرِ.

২৪২১. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)...... আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমাদের ও কিতাবীদের সিয়ামের মধ্যে পার্থক্য হ'ল সেহ্রী খাওয়া।

٢٤٢٢-وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ جَمِيْعًا عَنْ وَكِيْعٍ ح وَحَدَّثَنِيْهِ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ كِلاَهُمَا عَنْ مُوْسَى ابْنِ عُلَيَّه بِهٰذَا الْاِسْنَادِ.

২৪২২. ইয়াহ্য়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ তাহির (র)...... মূসা ইব্ন উলায়্যা (র)-এর সূত্রে এ সনদে এ অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٤٢٣–حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قُمْنَا اِلَى الصَّلاَةِ قُلْتُ كَمْ كَانَ قَدْرُ مَا بَيْنَهُمَا قَالَ خَمْسِيْنَ اٰيَةً.

২৪২৩. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সেহরী খেয়ে সালাতে দাঁড়াতাম। [রাবী আনাস (রা) বলেন] আমি যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, সেহরী ও আযানের মধ্যে কত সময়ের ব্যবধান ছিল? তিনি বললেন, পঞ্চাশ আয়াত পড়ার মত সময়ের।

٢٤٢٤–وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ اَخْبَرَنَا هَمَّامٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوْحٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ كِلاَهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ.

২৪২৪. আমরুন নাকিদ ও ইব্‌ন মুসান্না (র)....... কাতাদা (র)-এর সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٤٢٥–حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ.

২৪২৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যতদিন মানুষ বিলম্ব না করে ইফতার করবে, ততদিন তারা কল্যাণের উপর থাকবে।

٢٤٢٦–وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ ح وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ سُفْيَانَ كِلاَهُمَا عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

২৪২৬. কুতায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٤٢٧–حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالاَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِىْ عَطِيَّةَ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَمَسْرُوْقٌ عَلٰى عَائِشَةَ فَقُلْنَا يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَجُلاَنِ مِنْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ اَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْاِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلاَةَ وَالْاٰخَرُ يُؤَخِّرُ الْاِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ الصَّلاَةَ قَالَتْ اَيُّهُمَا الَّذِىْ يُعَجِّلُ الْاِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلاَةَ قَالَ قُلْنَا عَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ مَسْعُوْدٍ قَالَتْ كَذٰلِكَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَادَ اَبُوْ كُرَيْبٍ وَالْاٰخَرُ اَبُوْ مُوْسٰى.

২৪২৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ও আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল আলা (র)...... আবূ আতিয়্যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও মাসরূক (র) আয়েশা (রা)-এর নিকট গেলাম এবং তাঁকে বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন!

মুহাম্মদ ﷺ-এর সাহাবীদের দুই ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তি ইফতার ও সালাত ত্বরান্বিত করেন এবং অন্য এক ব্যক্তি ইফতার ও সালাত বিলম্ব করেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সে কোন্ ব্যক্তি যে ইফতার ও সালাত ত্বরান্বিত করে? আমরা বললাম, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপই করতেন। আবূ কুরায়ব বলেন, অপরজন হলেন আবূ মূসা (রা)।

٢٤٢٨–وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ اَبِىْ عَطِيَّةَ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَمَسْرُوْقٌ عَلٰى عَائِشَةَ فَقَالَ لَهَا مَسْرُوْقٌ رَجُلَانِ مِنْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ كِلَاهُمَا لَا يَأْلُوْا عَنِ الْخَيْرِ اَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْمَغْرِبَ وَالْاِفْطَارَ وَالْاٰخَرُ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَالْاِفْطَارَ فَقَالَتْ مَنْ يُّعَجِّلُ الْمَغْرِبَ وَالْاِفْطَارَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَقَالَتْ هٰكَذَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ.

২৪২৮. আবূ কুরায়ব (র)...... আবূ 'আতিয়্যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও মাসরূক আয়েশা (রা)-এর নিকট গেলাম। এরপর মাসরূক তাঁকে বললেন, মুহাম্মদ ﷺ-এর সাহাবীদের মধ্যে দুই ব্যক্তি যারা কল্যাণজনক কাজে কোন প্রকার অবহেলা করেন না, তাঁদের একজন মাগরিব এবং ইফতারের মধ্যে ত্বরা করেন। আর অপরজন মাগরিব ও ইফতারে বিলম্ব করেন। তিনি বললেন, কে মাগরিব ও ইফতারে ত্বরা করেন? তিনি বললেন, তিনি আবদুল্লাহ (র)। আয়েশা (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপই করতেন।

١٠– بَابُ بَيَانِ وَقْتِ اِنْقِضَاءِ الصَّوْمِ وَخُرُوْجِ النَّهَارِ

১০. পরিচ্ছেদ : সওমের সময় পূর্ণ হওয়া এবং দিবস সমাপ্ত হওয়া

٢٤٢٩–حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَاتَّفَقُوْا فِىْ اللَّفْظِ قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ وَقَالَ اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ جَمِيْعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَقْبَلَ اللَّيْلُ وَاَدْبَرَ النَّهَارُ وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ اَفْطَرَ الصَّائِمُ لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ نُمَيْرٍ فَقَدْ.

২৪২৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ কুরায়ব ও ইব্‌ন নুমায়র (র)...... উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছন, যখন রাত আসে, দিন চলে যায় এবং সূর্য অদৃশ্য হয়ে যায়, তখন সিয়াম পালনকারী ইফতার করবে। ইবন নুমায়র (র) فَقَدْ শব্দটি উল্লেখ করেননি।

٢٤٣٠–وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِىْ اَوْفٰى قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فِىْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ يَا فُلَانُ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ فَنَزَلَ فَجَدَحَ فَاَتَاهُ بِهٖ فَشَرِبَ النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهٖ اِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ هٰهُنَا وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هٰهُنَا فَقَدْ اَفْطَرَ الصَّائِمُ.

২৪৩০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... 'আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযান মাসে কোন এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গী ছিলাম। সূর্য ডুবে গেলে তিনি বললেন, হে অমুক! অবতরণ কর এবং আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখনো দিন রয়ে গেছে। পুনরায় তিনি বললেন, অবতরণ কর এবং আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। তখন সে অবতরণ করল এবং ছাতু গুলিয়ে তাঁর নিকট পেশ করল। নবী ﷺ পান করলেন এবং হাতদ্বারা ইংগিত করে বললেন, সূর্য যখন এদিক থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং রাত্র যখন এদিক থেকে ঘনিয়ে আসবে, তখন সিয়াম পালনকারী ইফতার করবে।

٢٤٣١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبَّادُ ابْنُ الْعَوَّامِ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنِ ابْنِ اَبِىْ اَوْفٰى قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِرَجُلٍ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ اَمْسَيْتَ قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ اِنَّ عَلَيْنَا نَهَارًا فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ فَشَرِبَ ثُمَّ قَالَ اِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ اَقْبَلَ مِنْ هٰهُنَا وَاَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَقَدْ اَفْطَرَ الصَّائِمُ.

২৪৩১. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... ইব্ন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। যখন সূর্য অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন তিনি এক ব্যক্তিকে বললেন, অবতরণ কর এবং আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি সন্ধ্যা হতে দিতেন। পুনরায় তিনি বললেন, অবতরণ কর এবং আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে বলল, দিন আমাদের আরো বাকী রয়েছে। এরপর সে অবতরণ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য ছাতু গুলিয়ে আনল। তিনি পান করলেন এবং হাতদ্বারা পূর্বদিকে ইংগিত করে বললেন; যখন তোমরা দেখবে যে, এদিক থেকে রাত্র ঘনিয়ে আসছে, তখন সিয়াম পালনকারীর ইফতারের সময় হবে।

٢٤٣٢- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِىُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ اَوْفٰى يَقُوْلُ سِرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ يَا فُلاَنُ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا مِثْلَ حَدِيْثِ ابْنِ مُسْهِرٍ وَعَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ.

২৪৩২.আবূ কামিল (র)...... 'আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ভ্রমণ করলাম। এ সময় তিনি সওমরত ছিলেন। যখন সূর্য অদৃশ্য হয়ে গেল তখন তিনি বললেন, হে অমুক! তুমি অবতরণ কর এবং আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। এরপর তিনি ইব্ন মুসহির এবং আব্বাদ ইব্ন 'আওয়ামের অনুরূপ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٤٣٣-وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عُمَرَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ كِلاَهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنِ ابْنِ اَبِىْ اَوْفٰى ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنِ ابْنِ اَبِىْ اَوْفٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمَعْنٰى

حَدِيْثِ ابْنِ مُسْهِرٍ وَعَبَّادٍ وَعَبْدِ الْوَاحِدِ وَلَيْسَ فِىْ حَدِيْثِ اَحَدٍ مِّنْهُمْ فِىْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَلاَ قَوْلُهُ وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هٰهُنَا الاَّ فِىْ رِوَايَةِ هُشَيْمٍ وَحْدَهُ.

২৪৩৩. ইব্‌ন আবূ উমর, ইসহাক, উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মু'আয ও ইব্‌ন মুসান্না (র)...... ইব্‌ন আবূ আওফা (র)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে ইব্‌ন মুসহির, আব্বাদ ও আবদুল ওয়াহিদ (র) -এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁদের কারো হাদীসের মধ্যে রমযান মাসের কথা উল্লেখ নেই। অনুরূপভাবে হুশায়ম ব্যতীত তাঁদের বর্ণনায় "এবং যখন রাত্র এদিক থেকে ঘনিয়ে আসে" এ কথাটিও উল্লেখ নেই।

١١- بَابُ النَّهْىِ عَنِ الْوِصَالِ فِى الصَّوْمِ

১১. পরিচ্ছেদ : সওমে বিসাল বা রাতেও পানাহার না করে অবিরত সওম পালন করা নিষিদ্ধ

٢٤٣٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْوِصَالِ قَالُوْا اِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ اِنِّى لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ اِنِّىْ اُطْعَمُ وَاُسْقٰى.

২৪৩৪. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ সওমে বিসাল করতে নিষেধ করেছেন। সাহাবীগণ বললেন, আপনি তো সওমে বিসাল করে থাকেন। তিনি বললেন, আমার অবস্থা তোমাদের মত নয়। আমাকে খাওয়ান ও পান করান হয়।

٢٤٣٥- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاصَلَ فِىْ رَمَضَانَ فَوَاصَلَ النَّاسُ فَنَهَاهُمْ قِيْلَ لَهُ اَنْتَ تُوَاصِلُ قَالَ اِنِّى لَسْتُ مِثْلَكُمْ اِنِّىْ اُطْعَمُ وَاُسْقٰى.

২৪৩৫. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শাযবা ও ইব্‌ন নুমায়র (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান মাসে সওমে বিসাল আরম্ভ করলেন। তা দেখে সাহাবীগণও সওমে বিসাল আরম্ভ করলেন। তিনি তাদেরকে সওমে বিসাল করতে নিষেধ করলেন। এতে তাঁকে প্রশ্ন করা হ'ল, আপনি তো সওমে বিসাল করছেন। উত্তরে তিনি বললেন, আমি তো তোমাদের মত নই। আমাকে তো খাওয়ান হয় এবং পান করান হয়।

٢٤٣٦- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهٖ وَلَمْ يَقُلْ فِىْ رَمَضَانَ.

২৪৩৬. আবদুল ওয়ারিস ইব্‌ন আবদুস সামাদ (র)...... ইব্‌ন উমর (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ এতে রমযান মাসের কথা উল্লেখ নেই।

٢٤٣٧- حَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ

الْمُسْلِمِيْنَ فَانَّكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تُوَاصِلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَيُّكُمْ مِثْلِىْ اِنِّىْ اَبِيْتُ يُطْعِمُنِىْ رَبِّىْ وَيَسْقِيْنِىْ فَلَمَّا اَبَوْا اَنْ يَنْتَهُوْا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَأَوُا الْهِلاَلَ فَقَالَ لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلاَلُ لَزِدْتُكُمْ كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ حِيْنَ اَبَوْا اَنْ يَّنْتَهُوْا.

২৪৩৭. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সওমে বিসাল করতে নিষেধ করেছেন। তখন মুসলমানদের এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি তো সওমে বিসাল করে থাকেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে আমার মত কে আছে? আমি রাত্রি যাপন করি এমতাবস্থায় যে, আমার প্রতিপালক আমাকে খাওয়ান এবং আমাকে পান করান। সাহাবীগণ যখন সওমে বিসাল থেকে নিবৃত্ত হলেন না, তখন তিনি তাদের সাথে একদিন এবং পরে আরেক দিন সওমে বিসাল করলেন। এরপর তারা চাঁদ দেখলেন, তখন তিনি বললেন, চাঁদ আরো দেরীতে দেখা গেলে আমিও সওমে বিসাল দীর্ঘয়িত করতাম। তারা সওমে বিসাল থেকে বিরত থাকতে অস্বীকার করলে তিনি শাস্তি স্বরূপ এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

٢٤٣٨- وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاِسْحٰقُ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ قَالُوْا فَانَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنَّكُمْ لَسْتُمْ فِىْ ذٰلِكَ مِثْلِىْ اِنِّىْ اَبِيْتُ يُطْعِمُنِىْ رَبِّىْ وَيَسْقِيْنِىْ فَاكْلَفُوْا مِنَ الْاَعْمَالِ مَاتُطِيْقُوْنَ.

২৪৩৮. যুহায়র ইব্ন হারব ও ইসহাক (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা সওমে বিসাল থেকে বিরত থাক। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি তো সওমে বিসাল করে থাকেন? তিনি বললেন, এ ব্যাপারে তোমরা তো আমার মত নও। আমি এমতাবস্থায় রাত্রি যাপন করি যে, আমার প্রতিপালক আমাকে পানাহার করান। তাই তোমরা তোমাদের সামর্থ্যে যতটুকু কুলায়, ততটুকু আমল করবে।

٢٤٣٩- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَاكْلَفُوْا مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ.

২৪৩৯. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এতে فَاكْلَفُوْا مِنَ الْاَعْمَالِ مَاتُطِيْقُوْنَ-এর স্থলে فَاكْلَفُوْا مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ বাক্যটি বর্ণিত আছে (অর্থ একই অর্থাৎ তোমাদের সাধ্যানুযায়ী আমল করবে)।

٢٤٤٠- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى عَنِ الْوِصَالِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ عُمَارَةَ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ.

২৪৪০. ইব্ন নুমায়র (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি সওমে বিসাল করতে নিষেধ করেছেন। এরপর বর্ণনাকারী আবূ যুরআ (র) থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٤٤١- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ فَجِئْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ وَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَامَ أَيْضًا حَتَّى كُنَّا رَهْطًا فَلَمَّا حَسَّ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّا خَلْفَهُ جَعَلَ يَتَجَوَّزُ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ دَخَلَ رَحْلَهُ فَصَلَّى صَلَاةً لَا يُصَلِّيهَا عِنْدَنَا قَالَ قُلْنَا لَهُ حِينَ أَصْبَحْنَا أَفَطِنْتَ لَنَا اللَّيْلَةَ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ ذَاكَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَى الَّذِي صَنَعْتُ قَالَ فَأَخَذَ يُوَاصِلُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَذَلِكَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَأَخَذَ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يُوَاصِلُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا بَالُ رِجَالٍ يُوَاصِلُونَ لَنَكُمْ أَسْتُمْ مِثْلِي أَمَا وَاللهِ لَوْ تَمَادَّ لِيَ الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وِصَالًا يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ.

২৪৪১. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আনাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযান মাসে একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায় করছিলেন। আমি তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালাম। এরপর অন্য এক ব্যক্তি এসেও তাঁর পাশে দাঁড়ালেন। এভাবে আমরা এক দল লোক হয়ে গেলাম। এরপর নবী ﷺ যখন বুঝতে পারলেন যে, আমরা তাঁর পেছনে আছি, তখন তিনি সালাত সংক্ষেপ করে ফেললেন। তারপর তিনি আপন গৃহে চলে গেলেন এবং এমন (দীর্ঘ) সালাত আদায় করলেন যে, এভাবে তিনি আমাদের সাথে সালাত আদায় করতেন না। সকালে আমরা তাঁকে বললাম, রাত্রে আপনি আমাদের সম্পর্কে বুঝতে পেরেছিলেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, সেটাই তো আমাকে ঐ কাজে অনুপ্রাণিত করেছে যা আমি করেছি। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযানের শেষভাগে আবার সওমে বিসাল করতে আরম্ভ করলেন। তা দেখে কতিপয় সাহাবীও সওমে বিসাল শুরু করলেন। তখন নবী ﷺ বললেন, লোকদের কি হ'ল, তারা যে সওমে বিসাল আরম্ভ করেছে! তোমরা আমার মত নও। আল্লাহর শপথ! যদি মাস দীর্ঘায়িত হতো, তবে আমি এমনভাবে সওমে বিসাল করতাম যার ফলে সীমালংঘনকারীগণ সওমে বিসাল করা ছেড়ে দিত।

٢٤٤٢- حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ وَاصَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَوَاصَلَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَوْ مُدَّلَنَا الشَّهْرُ لَوَاصَلْنَا وِصَالًا يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ إِنَّكُمْ لَسْتُمْ مِثْلِي أَوْ قَالَ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَظَلُّ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي.

২৪৪২. 'আসিম ইব্‌ন নযর তায়মী (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযান মাসের প্রথমাংশে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সওমে বিসাল আরম্ভ করলেন। তা দেখে মুসলমানদের কতিপয় লোক সওমে বিসাল আরম্ভ করে দিলেন। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পৌঁছার পর তিনি বললেন, যদি আমাদের জন্য মাস দীর্ঘায়িত করে দেয়া হতো, তবে আমি এমনভাবে সওমে বিসাল করতাম যাতে সীমালংঘনকারীগণ তাদের সীমালংঘন করা ছেড়ে দিত। এরপর তিনি বললেন, তোমরা তো আমার মত নও অথবা বললেন, আমি তো তোমাদের মত নই। কারণ আমার প্রতিপালক তো আমাকে পানাহার করান।

٢٤٤٣- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدَةَ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَهَاهُمُ النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ فَقَالُوْا اِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ اِنِّىْ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ اِنِّىْ يُطْعِمُنِىْ رَبِّىْ وَيَسْقِيْنِىْ.

২৪৪৩. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ দয়াবশত সবাইকে সওমে বিসাল করতে নিষেধ করেছেন। সাহাবীগণ বললেন, আপনি তো সওমে বিসাল করেন। তিনি বললেন, আমি তো তোমাদের মত নই । আমাকে তো আমার প্রতিপালক পানাহার করান।

١٢- بَابُ بَيَانِ اَنَّ الْقُبْلَةَ فِى الصَّوْمِ لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً عَلٰى مَنْ لَّمْ تُحَرِّكْ شَهْوَتَهُ

১২. পরিচ্ছেদ : যার কামোদ্দীপনা জাগে না, সওমের অবস্থায় স্ত্রীকে চুমু দেওয়া তার জন্য হারাম নয়

٢٤٤٤- حَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُ اِحْدٰى نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ تَضْحَكُ.

২৪৪৪. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সওমের অবস্থায় তাঁর কোন এক স্ত্রীকে চুমু দিতেন। তারপর তিনি হেসে দিলেন।

٢٤٤٥- حَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِىُّ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ أَسَمِعْتَ اَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ فَسَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ نَعَمْ.

২৪৪৫. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র সা'দী ও ইব্‌ন আবূ 'উমর (র)...... সুফয়ান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুর রহমান ইব্‌ন কাসিম (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি তোমার আব্বাকে আয়েশা (রা) থেকে এ কথা বর্ণনা করতে শুনেছ যে, নবী ﷺ সওমের অবস্থায় তাঁকে চুমু দিতেন? তিনি কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, হ্যাঁ, শুনেছি।

٢٤٤٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُنِىْ وَهُوَ صَائِمٌ وَاَيُّكُمْ يَمْلِكُ اِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْلِكُ اِرْبَهُ.

২৪৪৬. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সওমের অবস্থায় আমাকে চুমু দিতেন। তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে, যে নিজের কামোদ্দীপনাকে আয়ত্তে রাখতে পারে, যেমন আয়ত্তে রাখতে সক্ষম ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কামোদ্দীপনাকে।

٢٤٤٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى اَخْبَرَنَا وَقَالاَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ ح وَحَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِى زَائِدَةَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَلٰكِنَّهُ اَمْلَكُكُمْ لاِرْبِهِ.

২৪৪৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও সুজা ইব্ন মাখলাদ (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সওমের অবস্থায় (স্ত্রীদেরকে) চুম্বন ও স্পর্শ করতেন। তবে প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখায় তোমাদের সবার চেয়ে তিনি অধিকতর শক্তিশালী ছিলেন।

٢٤٤٨- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ اَمْلَكَكُمْ لاِرْبِهِ.

২৪৪৮. আলী ইব্ন হুজ্র ও যুহায়র ইব্ন হারব (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সওমের অবস্থায় চুমু দিতেন। তিনি তাঁর প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে তোমাদের সকলের চেয়ে অধিকতর ক্ষমতাবান ছিলেন।

٢٤٤٩- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ.

২৪৪৯. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্নাও ইব্ন বাশ্শার (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ সওমের অবস্থায় (স্ত্রীদেরকে) স্পর্শ করতেন।

٢٤٥٠- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَوْنٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ انْطَلَقْتُ اَنَا وَمَسْرُوْقٌ اِلٰى عَائِشَةَ فَقُلْنَا لَنَا أَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَتْ نَعَمْ وَلٰكِنَّهُ كَانَ اَمْلَكَكُمْ لاِرْبِهِ اَوْ مِنْ اَمْلَكِكُمْ لاِرْبِهِ شَكَّ اَبُوْ عَاصِمٍ.

২৪৫০. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)...... আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও মাসরূক (র) আয়েশা (রা)-এর নিকট গেলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম যে, সওমের অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ কি তাঁর স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, করতেন। তবে তিনি তাঁর প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যাপারে তোমাদের সকলের চেয়ে অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন অথবা বললেন, তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে তার প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম ? এ ব্যাপারে আবূ আসিম সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

٢٤٥١- وَحَدَّثَنِيْهِ يَعْقُوْبُ الدَّوْرَقِىُّ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ وَمَسْرُوْقٍ اَنَّهُمَا دَخَلاَ عَلٰى اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ يَسْاَلاَنِهَا فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

২৪৫১. ইয়াকূব আদ-দাওরাকী (র)...... আসওয়াদ এবং মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। একদা তাঁরা দু'জন এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করার জন্য আয়েশা (রা)-এর নিকট গমন করলেন। এরপর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٤٥٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اَخْبَرَهُ اَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَائِشَةَ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ.

২৪৫২. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সওমের অবস্থায় তাঁকে চুমু দিতেন।

٢٤٥٣- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ الْحَرِيْرِىُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِى ابْنَ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ.

২৪৫৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বিশ্র হারীরী (র)...... ইয়াহ্ইয়া ইব্ন কাসীর (র)-এর সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٤٥٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُ فِىْ شَهْرِ الصَّوْمِ.

২৪৫৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, কুতায়াবা ইব্ন সাঈদ ও আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সিয়ামের মাসেও (স্ত্রীদেরকে) চুমু দিতেন।

٢٤٥٥- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ اَسَدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ النَّهْشَلِىُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُ فِىْ رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ.

২৪৫৫. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযান মাসে সওমের অবস্থায় নবী ﷺ (তাঁর স্ত্রীদেরকে) চুমু দিতেন।

٢٤٥٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ.

২৪৫৬. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ সওমের অবস্থায় (স্ত্রীদেরকে) চুমু দিতেন।

٢٤٥٧- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ.

২৪৫৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)...... হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সওমের অবস্থায় চুমু দিতেন।

٢٤٥٨- وَحَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ جَرِيْرٍ كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

২৪৫৮. আবুর-রাবী যাহরানী, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)...... হাফসা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٤٥٩- حَدَّثَنِى هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهٖ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ الْحِمْيَرِىِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِى سَلَمَةَ اَنَّهُ سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ سَلْ هٰذِهٖ لِاُمِّ سَلَمَةَ فَاَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ ذٰلِكَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَا وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَتْقَاكُمْ لِلّٰهِ وَاَخْشَاكُمْ لَهٗ.

২৪৫৯. হারূন ইব্ন সাঈদ আয়লী (র)...... উমর ইব্ন আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, সওম পালনকারী ব্যক্তি চুম্বন করতে পারে কি? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত উম্ম সালামা (র)-এর প্রতি ইশারা করে বললেন, একে জিজ্ঞেস কর। (তাঁকে জিজ্ঞেস করলে) তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করেন। এরপর তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তো আপনার পূর্বাপর সমুদয় গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, শোন, আল্লাহর শপথ! আমি আল্লাহ তা'আলাকে তোমাদের সকলের চেয়ে অধিক ভয় করি।

١٣- بَابُ صِحَّةِ صَوْمِ مَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ

১৩. পরিচ্ছেদ : জানাবাত অবস্থায় কারো প্রভাত হলে তার সওম শুদ্ধ হবে

٢٤٦٠- حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لَهٗ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِى بَكْرِ بْنِ

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِیْ بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُصُّ يَقُوْلُ فِیْ قَصَصِهِ مَنْ اَدْرَكَهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فَلاَ يَصُمْ قَالَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ لاَبِيْهِ فَاَنْكَرَ ذٰلِكَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتّٰى دَخَلْنَا عَلٰى عَائِشَةَ وَاُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَهُمَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ ذٰلِكَ قَالَ فَكِلْتَا هُمَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ ثُمَّ يَصُوْمُ قَالَ فَانْطَلَقْنَا حَتّٰى دَخَلْنَا عَلٰى مَرْوَانَ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ مَرْوَانُ عَزَمْتُ عَلَيْكَ اِلاَّ مَا ذَهَبْتَ اِلٰى اَبِیْ هُرَيْرَةَ فَرَدَدْتَ عَلَيْهِ مَا يَقُوْلُ قَالَ فَجِئْنَا اَبَا هُرَيْرَةَ وَاَبُوْ بَكْرٍ حَاضِرُ ذٰلِكَ كُلِّهِ قَالَ فَذَكَرَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ أَهُمَا قَالَتَاهُ لَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ هُمَا اَعْلَمُ ثُمَّ رَدَّ اَبُوْ هُرَيْرَةَ مَا كَانَ يَقُوْلُ فِیْ ذٰلِكَ اِلَى الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ ذٰلِكَ مِنَ الْفَضْلِ وَلَمْ اَسْمَعْهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَرَجَعَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَمَّا كَانَ يَقُوْلُ فِیْ ذٰلِكَ قُلْتُ لِعَبْدِ الْمَلِكِ أَقَالَتَا فِیْ رَمَضَانَ قَالَ كَذٰلِكَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ ثُمَّ يَصُوْمُ.

২৪৬০. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র)...... আবূ বকর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (র)-কে ওয়ায করতে শুনলাম, তিনি তার ওয়াযে বলছিলেন, জানাবাত[১] অবস্থায় কারো ভোর হলে তার সওম হবে না। এরপর এ কথাটি আমি আবদুর রহমান ইব্‌ন হারিস (রা)-এর নিকট বর্ণনা করলাম। কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করলেন। তাঁরপর আবদুর রহমান চললেন। আমিও তাঁর সাথে সাথে চললাম। আমরা আয়েশা এবং উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট গেলাম। আবদুর রহমান তাঁদের উভয়কে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। তাঁরা বললেন, নবী ﷺ জানাবাতের অবস্থায়—যা স্বপ্নদোষের কারণে হত না— ভোর করতেন এবং সওম পালন করতেন। তারপর আমরা মারওয়ানের নিকট আসলাম এবং আবদুর রহমান তার সাথে এ নিয়ে আলোচনা করলেন। এরপর মারওয়ান বললেন, আমি তোমাকে কসম দিয়ে বলছি, তুমি আবূ হুরায়রার নিকট যাও এবং তার কথাটি রদ করে দাও। এরপর আমি আবূ হুরায়রার নিকট গেলাম। এ সময় আবূ বকর আবদুর রহমানের সাথে ছিলেন। আবদুর রহমান এ নিয়ে আবূ হুরায়রার সঙ্গে আলোচনা করলেন। আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, তোমার নিকট তাঁরা উভয়েই কি এ কথা বলেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাঁরা উভয়েই এ কথা বলেছেন। তখন আবূ হুরায়রা (র) বললেন, বস্তুত তাঁরাই সর্বাধিক অবগত। তারপর আবূ হুরায়রা (রা) তাঁর এ কথাটিকে ফযল ইব্‌ন আব্বাসের প্রতি সম্পর্কিত করে বললেন, আমি এ কথাটি ফযলের (ইব্‌ন আব্বাস) থেকে শুনেছিলাম, নবী ﷺ থেকে শুনিনি। রাবী বলেন, এরপর আবূ হুরায়রা (রা) এ বিষয়ে তাঁর মত পরিবর্তন করেন। বর্ণনাকারী কলেন, আমি আবদুল মালিককে জিজ্ঞেস করলাম, তারা রমযানের কথা বলেছেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, অনুরূপই। নবী ﷺ জানাবাত অবস্থায় ভোর করতেন যা স্বপ্নদোষের কারণে হত না (বরং স্ত্রীমিলনের কারণে হত) এরপর সওম পালন করতেন ।

---

১. বীর্যপাত বা সংগমজনিত অপবিত্রতা, যে জন্য গোসল ফরয হয়।

٢٤٦١- وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَاَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ قَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِىْ رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُوْمُ.

২৪৬১. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... নবী ﷺ-এর সমধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযান মাসে নবী ﷺ-এর জানাবাত অবস্থায়, যা স্বপ্নদোষের কারণে হত না—ফজরের সালাতের সময় হয়ে যেত। তখন তিনি গোসল করতেন এবং সওম পালন করতেন।

٢٤٦٢- وَحَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ الْحِمْيَرِىِّ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ حَدَّثَهُ اَنَّ مَرْوَانَ اَرْسَلَهُ اِلٰى اُمِّ سَلَمَةَ يَسْاَلُ عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنُبًا اَيَصُوْمُ فَقَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ لَامِنْ حُلُمٍ ثُمَّ لَا يُفْطِرُ وَلَا يَقْضِىْ.

২৪৬২. হারূন ইব্ন সাঈদ আয়লী (র)...... আবূ বকর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মারওয়ান তাকে উম্মু সালামা (রা)- এর নিকট পাঠালেন ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য যার জানাবাত অবস্থায় ভোর হলো, সে সওম পালন করতে পারবে কি? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জানাবাত অবস্থায় ভোর হত যা স্ত্রী সহবাসের কারণে হত, স্বপ্নদোষের কারণে নয়। এরপর তিনি রোযা ভাঙ্গতেন না এবং সওমের কাযাও করতেন না।

٢٤٦٣- حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَاْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ وَاُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَىِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُمَا قَالَتَا اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ فِىْ رَمَضَانَ ثُمَّ يَصُوْمُ.

২৪৬৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা এবং উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ই বলেন, রমযান মাসে স্বপ্নদোষের কারণে নয়, বরং স্ত্রী সহবাসের কারণে জানাবাতের অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভোর হতো, এরপর তিনি সওম পালন করতেন।

٢٤٦٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ ابْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَهُوَ ابْنُ مَعْمَرِ بْنِ حَزْمٍ الْاَنْصَارِىُّ اَبُوْ طُوَالَةَ اَنَّ اَبَا يُوْنُسَ مَوْلٰى عَائِشَةَ اَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَجُلًا جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ يَسْتَفْتِيْهِ وَهِىَ تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تُدْرِكُنِى الصَّلَاةُ وَاَنَا جُنُبٌ اَفَاَصُوْمُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا تُدْرِكُنِى الصَّلَاةُ وَاَنَا جُنُبٌ فَاَصُوْمُ فَقَالَ لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ فَقَالَ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَاَعْلَمَكُمْ بِمَا اَتَّقِىْ.

২৪৬৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আয়্যুব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজর (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতওয়া জিজ্ঞেস করার জন্য এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এল। এ সময় তিনি দরজার পেছন থেকে কথাগুলো শুনছিলেন। লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! জানাবাতের অবস্থায় আমার ফজরের সালাতের সময় হয়ে যায়, এমতাবস্থায় আমি সওম পালন করতে পারি কি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, জানাবাতের অবস্থায় আমারও ফজরের সালাতের সময় হয়ে যায়, আমি তো সওম পালন করি। এরপর লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো আমাদের মত নন। আল্লাহ তা'আলা আপনার পূর্বাপর সমুদয় গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমার আশা, আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে সর্বাধিক ভয় করি এবং আমি সর্বাধিক অবগত ঐ বিষয় সম্পর্কে, যা থেকে আমার বিরত থাকা আবশ্যক।

٢٤٦٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ اَنَّهُ سَأَلَ اُمَّ سَلَمَةَ عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنُبًا أَيَصُوْمُ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلاَمٍ ثُمَّ يَصُوْمُ.

২৪৬৫. আহমদ ইব্ন উসমান নাওফেলী (র)....... সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উম্মু সালামা (রা)-কে প্রশ্ন করলেন, জানাবাতের অবস্থায় যার ভোর হয়, সে সওম পালন করবে কি? তিনি বললেন, জানাবাতের অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভোর হতো যা স্বপ্নদোষের কারণে হত না—অতঃপর তিনি সওম পালন করতেন।

١٤- بَابُ تَغْلِيْظِ تَحْرِيْمِ الْجِمَاعِ فِىْ نَهَارِ رَمَضَانَ عَلَى الصَّائِمِ وَوُجُوْبِ الْكَفَّارَةِ الْكُبْرٰى فِيْهِ وَبَيَانِهَا وَاَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْمُوْسِرِ وَالْمُعْسِرِ وَتَثْبُتُ فِىْ ذِمَّةِ الْمُعْسِرِ حَتّٰى يَسْتَطِيْعَ

১৪. পরিচ্ছেদ : রমযানের দিনে সওমরত অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা কঠোর হারাম; কেউ যদি এ ধরনের কাজ করে তবে তার উপর বড় ধরনের কাফ্ফারা ওয়াজিব; চাই সে বিত্তশালী হোক বা বিত্তহীন; তবে বিত্তহীন ব্যক্তির পক্ষে যখন সম্ভব হয়, তখন এ কাফ্ফারা আদায় করতে হবে

٢٤٦٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ هَلَكْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَمَا اَهْلَكَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلٰى امْرَأَتِىْ فِىْ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً قَالَ لاَ قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لاَ قَالَ فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَ لاَ قَالَ ثُمَّ جَلَسَ فَأُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ فَقَالَ تَصَدَّقْ بِهٰذَا قَالَ اَفْقَرَ مِنَّا فَمَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا اَهْلُ بَيْتٍ اَحْوَجُ اِلَيْهِ مِنَّا فَضَحِكَ النَّبِىُّ ﷺ حَتّٰى بَدَتْ اَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَاَطْعِمْهُ اَهْلَكَ.

২৪৬৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্ন হারব ও ইব্ন নুমায়র (র)...... আবূ হুরায়ারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছি। তিনি বললেন, কিসে তোমাকে ধ্বংস করেছে? সে বলল, আমি রমযানে সওমরত অবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি। তিনি বললেন, তোমার কি গোলাম আযাদ করার মত সামর্থ্য রয়েছে? সে বলল, না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ক্রমাগত দুই মাস সওম পালন করতে পারবে? সে বলল, না। পুনরায় নবী ﷺ বললেন, তুমি ষাটজন মিসকীনকে খওয়াতে পারবে কি? সে বলল, না। তারপর সে বসে গেল। এরপর নবী ﷺ-এর নিকট এক টুকরি খেজুর আনা হ'ল। তিনি লোকটিকে বললেন, এগুলো সদকা করে দাও। তখন সে বলল, আমার চেয়েও অভাবী লোককে সদকা করে দিব? (মদীনার) দু'টি কংকরময় ভূমির মধ্যস্থিত স্থানে আমার পরিবারের চেয়ে অভাবী পরিবার আর একটিও নেই। এ কথা শুনে নবী ﷺ হেসে দিলেন। এমনকি তাঁর সামনের দাঁতগুলো প্রকাশ হয়ে পড়ল। তখন তিনি বললেন, তাহলে যাও, এগুলো তোমার পরিবারকে খেতে দাও।

٢٤٦٧- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَ رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَقَالَ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ وَهُوَ الزِّنْبِيْلُ وَلَمْ يَذْكُرْ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى بَدَتْ اَنْيَابُهُ.

২৪৬৭. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)...... মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম যুহরী (র)-এর সূত্রে ইব্ন উয়ায়না (র)-এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসের মধ্যে بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ এরপর وَهُوَ الزِّنْبِيْلُ শব্দটি উল্লেখ রয়েছে এবং এতে নবী ﷺ-এর হাসির কথা উল্লেখ নেই।

٢٤٦٨- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً وَقَعَ بِامْرَاَتِهِ فِيْ رَمَضَانَ فَاسْتَفْتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً قَالَ لاَ قَالَ وَهَلْ تَسْتَطِيْعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ قَالَ لاَ قَالَ فَاَطْعِمْ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا.

২৪৬৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ্ ও কুতায়বা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রমযান মাসে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট প্রশ্ন করল। তখন তিনি বললেন, তোমার কোন দাস আছে কি? সে বলল, না। তিনি আবার বললেন, তুমি দুই মাস সওম পালন করতে পারবে কি? সে বলল, না। তখন তিনি বললেন, তাহলে ষাটজন মিসকীনকে আহার করাও।

٢٤٦٩- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ عِيْسٰى اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ اَنَّ رَجُلاً اَفْطَرَ فِيْ رَمَضَانَ فَاَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

২৪৬৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র)...... যুহরী (র) থেকে এ সনদে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রমযানের সওম ভেংগে ফেলার কারণে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে এর কাফ্‌ফারা হিসেবে একটি গোলাম আযাদ করার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তিনি ইব্‌ন উয়ায়নার অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٢٤٧٠- حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَ رَجُلاً اَفْطَرَ فِىْ رَمَضَانَ اَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً اَوْ يَصُوْمَ شَهْرَيْنِ اَوْ يُطْعِمَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا.

২৪৭০. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রমযানের সওম ভেংগে ফেলার কারণে নবী ﷺ তাকে নির্দেশ দিলেন, হয় তো সে একটি গোলাম আযাদ করবে অথবা দুই মাস সওম পালন করবে অথবা ষাটজন মিসকীনকে খানা খাওয়াবে।

٢٤٧١- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

২৪৭১. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)...... যুহরী (র) থেকে এ সনদে ইব্‌ন উয়ায়নার অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٤٧٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ احْتَرَقْتُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِمَ قَالَ وَطِئْتُ امْرَأَتِى فِىْ رَمَضَانَ نَهَارًا قَالَ تَصَدَّقْ تَصَدَّقْ قَالَ مَا عِنْدِىْ شَيْئٌ فَاَمَرَهُ اَنْ يَّجْلِسَ فَجَاءَهُ عَرَقَانِ فِيْهِمَا طَعَامٌ فَاَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّتَصَدَّقَ بِهِ.

২৪৭২. মুহাম্মদ ইব্‌ন রুমহ ইব্‌ন মুহাজির (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আমি জ্বলে গিয়েছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, কেন? সে বলল, রমযানের দিনে আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি। তিনি বললেন, তাহলে সদকা দাও, সদকা দাও। সে বলল, আমার নিকট কিছুই নেই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বসার জন্য নির্দেশ দিলেন। এমতাবস্থায় দুই টুকরি ভর্তি খাদ্য আসল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে এগুলো সদকা করে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন।

٢٤٧٣- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ يَقُوْلُ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُوْلُ اَتٰى رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ وَلَيْسَ فِىْ اَوَّلِ الْحَدِيْثِ تَصَدَّقْ تَصَدَّقْ وَلاَ قَوْلُهُ نَهَارًا.

২৪৭৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আসলেন। অতঃপর বর্ণনকারী হাদীসটি বর্ণনা করলেন। তবে এ হাদীসের প্রথমে تَصَدَّقْ تَصَدَّقْ শব্দ দুটো উল্লেখ নেই এবং এতে দিনের কথাটিও উল্লেখ নেই।

٢٤٧٤- حَدَّثَنِيْ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُوْ بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ اَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُوْلُ اَتٰى رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ فِىْ رَمَضَانَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِحْتَرَقْتُ اِحْتَرَقْتُ فَسَأَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا شَأْنُهُ فَقَالَ اَصَبْتُ اَهْلِىْ قَالَ تَصَدَّقْ فَقَالَ وَاللّٰهِ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ مَالِىْ شَىْءٌ وَمَا اَقْدِرُ عَلَيْهِ قَالَ اِجْلِسْ فَجَلَسَ فَبَيْنَا هُوَ عَلٰى ذٰلِكَ اَقْبَلَ رَجُلٌ يَسُوْقُ حِمَارًا عَلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيْنَ الْمُحْتَرِقُ اٰنِفًا فَقَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَصَدَّقْ بِهٰذَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَغَيْرَنَا فَوَاللّٰهِ اِنَّا لَجِيَاعٌ مَالَنَا شَيْءٌ قَالَ فَكُلُوْهُ.

২৪৭৪. আবুত-তাহির (র)...... নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রমযান মাসে মসজিদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো জ্বলে গিয়েছি, আমি তো জ্বলে গিয়েছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার, কি হয়েছে তার? সে বলল, আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি। তিনি বললেন, তাহলে সদকা কর। সে বলল, আল্লাহর শপথ! হে আল্লাহর নবী! আমার কিছুই নেই এবং এ ব্যাপারে আমি সক্ষম হই। তিনি বললেন, বস। সে বসল। লোকটি বসা থাকতেই এক ব্যক্তি গাধা হাঁকিয়ে আসল। এর উপর ছিল খাদ্য। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, ঐ অগ্নিদগ্ধ লোকটি কোথায়, যে কিছুক্ষণ পূর্বে এসেছিল? লোকটি দাঁড়াল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এগুলো সদকা করে দাও। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের ছাড়া অন্য লোকদেরকে সদকা করে দিব? আল্লাহর শপথ! আমরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত, আমাদের কিছুই নেই। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাহলে এগুলো তোমরা খেয়ে ফেল।

١٥- بَابُ جَوَازِ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِىْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ فِىْ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ اِذَا كَانَ سَفَرُهُ مَرْحَلَتَيْنِ فَاَكْثَرَ وَاَنَّ الْاَفْضَلَ لِمَنْ اَطَاقَهُ بِلاَ ضَرَرٍ اَنْ يَصُوْمَ وَلِمَنْ شَقَّ عَلَيْهِ اَنْ يُفْطِرَ

১৫. পরিচ্ছেদ : অবৈধ নয় এমন কাজে রমযান মাসে সফরকারী ব্যক্তির জন্য সাওম পালন করা এবং ইফতার করা উভয়ই জায়েয যদি দুই বা ততোধিক মঞ্জিলের উদ্দেশ্যে সফর করা হয়; অবশ্য সক্ষম ব্যক্তির জন্য সওম পালন করা উত্তম এবং অক্ষম ব্যক্তির জন্য সওম হতে বিরত থাকা উত্তম

٢٤٧٥- حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِىْ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتّٰى بَلَغَ الْكَدِيْدَ ثُمَّ اَفْطَرَ قَالَ وَكَانَ صَحَابَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَتَّبِعُوْنَ الْاَحْدَثَ فَالاَ حْدَثَ مِنْ اَمْرِهٖ.

২৪৭৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ্ ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (মক্কা) বিজয়ের বছর রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সওমরত অবস্থায় সফরে বের হলেন। অতঃপর কাদীদ নামক স্থানে পৌঁছাবার পর তিনি সওম ভেংগে ফেললেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণ পর্যায়ক্রমে তাঁর সর্বাপেক্ষা নতুন নির্দেশ অনুসরণ করতেন।

٢٤٧٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهٗ قَالَ يَحْيَى قَالَ سُفْيَانُ لاَ اَدْرِىْ مِنْ قَوْلِ مَنْ هُوَ يَعْنِىْ وَكَانَ يُؤْخَذُ بِالْاٰخِرِ مِنْ قَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

২৪৭৬. ইয়াহ্ইয়া ইয়াহ্ইয়া, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, আমরুন-নাকিদ ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)...... যুহরী (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইয়াহ্ইয়া বলেন, সুফয়ান (র) বলেছেন যে, আমি জানি না এটি কার কথা অর্থাৎ "তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শেষোক্ত কথাটি গ্রহণ করতেন।"

٢٤٧٧- حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ قَالَ الزُّهْرِىُّ وَكَانَ الْفِطْرُ اٰخِرَ الْاَمْرَيْنِ وَاِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ اَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالاٰخِرِ فَالْاٰخِرِ قَالَ الزُّهْرِىُّ فَصَبَّحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَكَّةَ لِثَلاَثَ عَشَرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ.

২৪৭৭. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)...... যুহরী (র) থেকে এ সনদের সাথে বর্ণনা করেছেন। যুহরী (র) বলেন, সওম পালন না করা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সর্বশেষ কাজ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর শেষোক্ত কাজকেই গ্রহণ করা হতো। তিনি বলেন, রমযানের তের দিন অতিবাহিত হবার পর ভোরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কায় প্রবেশ করেন।

٢٤٧٨- وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيْثِ اللَّيْثِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانُوْا يَتَّبِعُوْنَ الاَحْدَثَ فَالاَحْدَثَ مِنْ اَمْرِهٖ وَيَرَوْنَهُ النَّاسِخَ الْمُحْكَمَ.

২৪৭৮. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... ইব্ন শিহাব (র) থেকে এ সনদে লায়সের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইব্ন শিহাব (র) বলেন, সাহাবীগণ তাঁর প্রত্যেকে নবীনতম বিষয়ের অনুরসণ করতেন এবং তারা একে রহিতকারী ও চূড়ান্ত বলে মনে করতেন।

٢٤٧٩-وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَافَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتّٰى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِاِنَاءٍ فِيْهِ شَرَابٌ

فَشَرِبَه نَهَارًا لِيَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ اَفْطَرَ حَتّٰى دَخَلَ مَكَّةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَصَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ اَفْطَرَ.

১৪৭৯. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় রমযান মাসে সওমরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সফরে বের হলেন। যখন তিনি 'উসফান নামক স্থানে পৌছলেন তখন তিনি পানি ভর্তি একটি পাত্র আনার জন্য বললেন এবং লোকদেরকে দেখাবার জন্য দিনেই তা পান করে সওম ভেংগে ফেললেন এবং এ অবস্থায় তিনি মক্কা প্রবেশ করলেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (সফরে কখনো) সওম পালন করেছেন আবার কখনো ছেড়ে দিয়েছেন, তাই কেউ ইচ্ছা করলে সওম পালন করতে পারে আবার কেউ ইচ্ছা করলে সওম পালন ছেড়েও দিতে পারে।

٢٤٨٠- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَاتَعِبْ عَلٰى مَنْ صَامَ وَلَا عَلٰى مَنْ اَفْطَرَ قَدْ صَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى السَّفَرِ وَاَفْطَرَ.

২৪৮০. আবূ কুরায়ব (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সওম পালন করে তার প্রতি দোষারোপ করো না এবং তার প্রতিও না যে সওম ছেড়ে দেয়। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সফরের অবস্থায় (কখনো) সিয়াম পালন করেছেন (আবার কখনও) সওম ছেড়ে দিয়েছেন।

٢٤٨١- حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الْمَجِيْدِ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ اِلٰى مَكَّةَ فِىْ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتّٰى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيْمِ فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتّٰى نَظَرَ النَّاسُ اِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيْلَ لَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ اِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ اُولٰئِكَ الْعُصَاةُ اُوْلٰئِكَ الْعُصَاةُ.

২৪৮১. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের বছর রমযান মাসে সওমরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কার উদ্দেশ্যে বের হলেন। যখন তিনি কুরাউল গামীম নামক স্থানে পৌছলেন, তখন লোকেরাও সওমরত ছিল। তিনি একটি পানির পাত্র চাইলেন। এমনকি লোকেরা তাঁর দিকে তাকাতে লাগল। তিনি পানি পান করলেন। তাঁকে বলা হ'ল, কতিপয় লোক সওমরত রয়েছে। তিনি বললেন, তারা অবাধ্য, তারা অবাধ্য।

٢٤٨٢- وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى الدَّرَاوَرْدِىَّ عَنْ جَعْفَرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَزَادَ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ وَاِنَّمَا يَنْظُرُوْنَ فِيْمَا فَعَلْتَ فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ.

২৪৮২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... জাফর (র) থেকে এ সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, অতঃপর তাঁকে বলা হ'ল, মানুষের জন্য সওম পালন করা কষ্টাতীত হয়ে পড়েছে। আপনি কি করেন, তারা সেদিকে তাকিয়ে আছে। একথা শুনে তিনি আসরের পর একপাত্র পানি চাইলেন।

٢٤٨٣- حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنَ بَشَّارٍ جَمِيْعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِى سَفَرٍ فَرَأٰى رَجُلاً قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَ قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَالَهُ قَالُوا رَجُلٌ صَائِمٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ اَنْ تَصُومُوا فِى السَّفَرِ

২৪৮৩. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন এক সফরে ছিলেন। এসময় তিনি এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন, লোকেরা তার কাছে জটলা করে আছে এবং তাকে ছায়া করে আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তার কি হয়েছে? তারা বললেন, লোকটি সিয়াম পালনকারী। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সফরে তোমাদের সওম পালন করা কোন নেকীর কাজ নয়।

٢٤٨٤- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهَ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ يُحَدِّثُ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُولُ رَأٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً بِمِثْلِهِ-

২৪৮৪. 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয (র)...... জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখলেন। এরপর তিনি অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٤٨٥- وَحَدَّثَنَاهُ اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ وَ زَادَ قَالَ شُعْبَةُ وَ كَانَ يَبْلُغُنِى عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ اَنَّهُ كَانَ يَزِيْدُ فِى هٰذَا الْحَدِيْثِ وَ فِى هٰذَا الْاِسْنَادِ اَنَّهُ قَالَ عَلَيكُمْ بِرُخْصَةِ اللّٰهِ الَّذِىْ رَخَّصَ لَكُمْ فَلَمَّا سَأَلْتُهُ لَمْ يَحْفَظْهُ-

২৪৮৫. আহমদ ইব্‌ন উসমান নাওফেলী (র)...... শু'বা (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। শু'বা বলেন, এ সনদে ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবূ কাসীরের মাধ্যমে অতিরিক্ত এ কথাও আমার নিকট পৌঁছেছে যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে যে সুবিধা দিয়েছেন তা গ্রহণ করা তোমাদের জন্য অপরিহার্য। অতঃপর আমি যখন তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তখন তিনি এটা স্মরণ রাখতে পারেননি।

٢٤٨٦- حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَبِى نَضْرَةَ عَنْ اَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِسِتَّ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَ مِنَّا مَنْ اَفْطَرَ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ-

২৪৮৬. হাদ্দাব ইব্‌ন খালিদ (র)...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযানের ষোল দিন অতিবাহিত হবার পর আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। এ সময় আমাদের কেউ

সিয়াম পালন করেছিলেন, আবার কেউ তা ছেড়ে দিচ্ছিলেন। কিন্তু এতে সওম পালনকারী সওম ভঙ্গকারীকে কোন দোষারোপ করেননি এবং সওম ভঙ্গকারীও সওম পালনকারীকে কোন প্রকার দোষারোপ করেননি।

٢٤٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ التَّيْمِىِّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمِرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوْحٍ ح حَدَّثَنَا عُمَرُ يَعْنِى ابْنَ عَامِرٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ هَمَّامٍ غَيْرَ اَنَّ فِى حَدِيْثِ التَّيْمِىِّ وَعُمَرَ بْنِ عَامِرٍ وَهِشَامٍ لِثَمَانَ عَشْرَةَ خَلَتْ وَفِى حَدِيْثِ سَعِيْدٍ فِىْ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ وَشُعْبَةُ لِسَبْعَ عَشْرَةَ اَوْ تِسْعَ عَشْرَةَ.

২৪৮৭. মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর মুকাদ্দামী, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না. উমর ইব্ন আমির ও আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... কাতাদা (র) থেকে এ সনদে হাম্মামের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তায়মী, উমর ইব্ন আমির ও হিশামের বর্ণনায় "রমযানের আঠার দিন অতিবাহিত হয়েছে" কথাটি বর্ণিত আছে। সাঈদের বর্ণনায় বারই রমযান এবং শু'বার বর্ণনায় সতের অথবা উনিশ রমযানের কথা উল্লেখ রয়েছে।

٢٤٨٨- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ الْجَهْضَمِىُّ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِى ابْنَ مُفَضَّلٍ عَنْ اَبِىْ مَسْلَمَةَ عَنْ اَبِى نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ رَمَضَانَ فَمَا يُعَابُ عَلَى الصَّائِمِ صَوْمُهُ وَلَا عَلَى الْمُفْطِرِ اِفْطَارُهُ.

২৪৮৮. নাসর ইব্ন আলী জাহযামী (র)...... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে রমযান মাসে সফর করতাম কিন্তু সওম পালনকারীকে তার সওমের কারণে দোষারোপ করা হতো না এবং সওম ভঙ্গকারীকেও তার সওম ভঙ্গের কারণে দোষারোপ করা হতো না।

٢٤٨٩- حَدَّثَنِىْ عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ رَمَضَانَ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ فَلَا يَجِدُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ يَرَوْنَ اَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فَاِنَّ ذٰلِكَ حَسَنٌ وَيَرَوْنَ اَنَّ مَنْ وَجَدَ ضُعْفًا فَاَفْطَرَ فَاِنَّ ذٰلِكَ حَسَنٌ.

২৪৮৯. আমরুন-নাকিদ (র)...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযান মাসে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতাম। এ সময় অমাদের কেউ সওম পালন করেছেন, আবার কেউ সওম ছেড়েও দিয়েছেন। কিন্তু সওম পালনকারী সওম ভঙ্গকারীকে খারাপ মনে করতেন না এবং সওম ভঙ্গকারীও সওম পালনকারীকে খারাপ মনে করতেন না। তারা মনে করতেন, যার সামর্থ্য আছে সে-ই সওম পালন করছে, এটাই তার জন্য উত্তম। আর যে দুর্বল সে সওম ছেড়ে দিয়েছে, এটাও তার জন্য উত্তম।

٢٤٩٠- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْاَشْعَثِىُّ وَسَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ وَحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ كُلُّهُمْ عَنْ مَرْوَانَ قَالَ سَعِيْدُ اَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ سَافَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَصُوْمُ الصَّائِمُ وَيُفْطِرُ الْمُفْطِرُ فَلاَ يَعِيْبُ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ.

২৪৯০. সাঈদ ইবন আমর আশ'আসী, সাহ্ল ইব্ন উসমান, সুওয়ায়দ ইব্ন সাঈদ ও হুসায়ন ইব্ন হুরায়স (র)...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) ও জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়েই বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে সফর করেছি। এমতাবস্থায় সওম পালনকারী সওম পালন করেছেন এবং সওম যারা ছাড়তে চেয়েছেন, তারা ছেড়ে দিয়েছেন কিন্তু এতে কেউ একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করেননি।

٢٤٩١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ اَنَسٌ عَنْ صَوْمِ رَمَضَانَ فِى السَّفَرِ فَقَالَ سَافَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.

২৪৯১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... হুমায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযান মাসে সফরকালে সওমের বিধান কি? এ সম্বন্ধে আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করার পর তিনি বললেন, রমযান মাসে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে সফর করেছি। এ সময় সওম পালনকারী ব্যক্তি সওম ভঙ্গকারী ব্যক্তির কোন নিন্দা করেনি এবং সওম ভঙ্গকারী ব্যক্তিও সওম পালনকারীর কোন নিন্দা করেনি।

٢٤٩٢- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ خَرَجْتُ فَصُمْتُ فَقَالُوْا لِىْ اَعِدْ قَالَ فَقُلْتُ اِنَّ اَنَسًا اَخْبَرَنِىْ اَنَّ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانُوْا يُسَافِرُوْنَ فَلاَ يَعِيْبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ فَلَقِيْتُ ابْنَ اَبِىْ مُلَيْكَةَ فَاَخْبَرَنِىْ عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ.

২৪৯২. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... হুমায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সফরের উদ্দেশ্যে বের হলাম এবং সিয়াম পালন করলাম। লোকেরা আমাকে বলল, তুমি পুনরায় সওম পালন কর। তখন আমি বললাম, আনাস (রা) আমাকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণ সফরকালে সওম পালনকারী সওম ভঙ্গকারীকে কোন দোষারোপ করেনি। অনুরূপভাবে সওম ভঙ্গকারীও সওম পালনকারীকে কোন প্রকার দোষারোপ করেনি। অতঃপর আমি ইব্ন আবূ মুলায়কা (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম। তিনি আয়েশা (রা) থেকে আমাকে অনুরূপ হাদীস শোনালেন।

٢٤٩٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُوَرِّقٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِى السَّفَرِ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ قَالَ فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فِىْ يَوْمٍ حَارٍّ اَكْثَرُنَا

ظِلاًّ صَاحِبُ الْكِسَاءِ وَمِنَّا مَنْ يَتَّقِى الشَّمْسَ بِيَدِهِ قَالَ فَسَقَطَ الصُّوَّامُ وَقَامَ الْمُفْطِرُوْنَ فَضَرَبُوْا الْاَبْنِيَةَ وَسَقَوُا الرِّكَابَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَهَبَ الْمُفْطِرُوْنَ الْيَوْمَ بِالْاَجْرِ.

২৪৯৩. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর সাথে আমরা সফরে ছিলাম। আমাদের কেউ সওম পালন করেছেন, আবার কেউ ছেড়ে দিয়েছেন। এরপর প্রচন্ড গরমের সময় আমরা এক প্রান্তরে অবতরণ করলাম। চাদরবিশিষ্ট লোকেরাই আমাদের মধ্যে সর্বাধিক ছায়া লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের কেউ কেউ হাতদ্বারা সূর্যের কিরণ থেকে নিজেকে রক্ষা করছিলেন। অবশেষে সওম পালনকারীরা ক্লান্ত হয়ে পড়লেন এবং সওম ত্যাগকারীরা সুস্থ থাকল। এরপর তারা তাঁবু খাটালেন এবং উটকে পানি পান করালেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আজ সওম পরিত্যাগকারীরা সওয়াব অর্জন করে নিল।

٢٤٩٤- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ مُوَرِّقٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَصَامَ بَعْضٌ وَاَفْطَرَ بَعْضٌ فَتَحَزَّمَ الْمُفْطِرُوْنَ وَعَمِلُوْا وَضَعُفَ الصُّوَّامُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ قَالَ فَقَالَ فِىْ ذٰلِكَ ذَهَبَ الْمُفْطِرُوْنَ الْيَوْمَ بِالْاَجْرِ.

২৪৯৪. আবূ কুরায়ব (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন এক সফরে ছিলেন। তখন কেউ কেউ সওম পালন করলেন কেউ কেউ সওম ছেড়ে দিলেন। এরপর যারা সওম ছেড়ে দিয়েছিলেন তারা শক্তিমত্তার সাথে কাজ করলেন এবং সওম পালনকারী ব্যক্তিগণ কাজে দুর্বল হয়ে পড়লেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আজ সওম পরিত্যাগকারীরা নেকী অর্জন করে নিল।

٢٤٩٥- حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ رَبِيْعَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ قَزَعَةُ قَالَ اَتَيْتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ وَهُوَ مَكْثُوْرٌ عَلَيْهِ فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ قُلْتُ اِنِّىْ لاَ اَسْاَلُكَ عَمَّا يَسْاَلُكَ هٰؤُلاَءِ عَنْهُ سَاَلْتُه عَنِ الصَّوْمِ فِى السَّفَرِ فَقَالَ سَافَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى مَكَّةَ وَنَحْنُ صِيَامٌ قَالَ فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ اَقْوٰى لَكُمْ فَكَانَتْ رُخْصَةً فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ اَفْطَرَ ثُمَّ نَزَلْنَا مَنْزِلاً اُخَرَ فَقَالَ اِنَّكُمْ مُصَبِّحُوْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ اَقْوٰى لَكُمْ فَاَفْطِرُوْا وَكَانَتْ عَزْمَةً فَاَفْطَرْنَا ثُمَّ قَالَ لَقَدْ رَاَيْتُنَا نَصُوْمُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى السَّفَرِ.

২৪৯৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র)...... কাযাআ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর নিকট গেলাম। তাঁর নিকট মানুষের খুব ভীড় ছিল। যখন লোকজন পৃথক হয়ে এদিক ওদিক চলে গেল, তখন আমি বললাম, আমি আপনার নিকট ঐসব কথা জিজ্ঞেস করব না যা লোকেরা জিজ্ঞেস করেছে। আমি তাঁকে সফরের অবস্থায় সওম পালন করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে সওমরত অবস্থায় মক্কার দিকে রওয়ানা করলাম। এরপর একস্থানে আমরা অবতরণ করলাম।

তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এখন তোমরা শত্রুদের নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছ। এখন সওম ছেড়ে দেওয়া তোমাদের জন্য শক্তিশালী থাকার উপায় এবং এটা তোমাদের জন্য বিশেষ এক অবকাশ। তখন আমাদের কতক লোক সওম পালন করল, আবার কতক লোক ছেড়ে দিল। এরপর আমরা অন্য এক স্থানে অবতরণ করলাম। তখন তিনি বললেন, ভোরেই তোমরা শত্রুর মুকাবিলা করবে। সুতরাং সওম ছেড়ে দেওয়াই তোমাদের জন্য শক্তি বর্ধক। তাই তোমরা তা ছেড়ে দাও। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এ ছিল নির্দেশ অবশ্য পালনীয়। তাই আমরা সকলেই রোযা ছেড়ে দিলাম। এরপর আমরা দেখেছি, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে সফরের অবস্থায় সওম পালন করতাম।

٢٤٩٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ سَأَلَ حَمْزَةُ بْنُ عَمْرٍو الأَسْلَمِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ.

২৪৯৬. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হামযা ইব্‌ন আমর আসলামী (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সফরের অবস্থায় সওম পালন করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে সওম পালন কর, আর যদি ইচ্ছা হয় তবে সওম ছেড়ে দাও।

٢٤٩٧- وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ قَالَ صُمْ إِنْ شِئْتَ وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ.

২৪৯৭. আবুর-রাবী যাহরানী (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হামযা ইব্‌ন আমর আসলামী (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তো অনবরত সওম পালন করি। সফরের অবস্থায়ও সওম পালন করব কি? তিনি বললেন, যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে সওম পালন কর আর যদি ইচ্ছা হয়, তবে ছেড়ে দাও।

٢٤٩٨- وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ.

২৪৯৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... হিশাম (র) থেকে এ সনদে হাম্মাদ ইব্‌ন যায়দের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন (তিনি বলেন,) আমি সর্বদা সওম পালন করি।

٢٤٩٩- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ كِلاَهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ أَنَّ حَمْزَةَ قَالَ إِنِّي رَجُلٌ أَصُومُ أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ.

২৪৯৯. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)...... হিশাম (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসের মধ্যে اِنِّىْ رَجُلٌ اَسْرُدُ الصَّوْمَ -এর স্থলে اِنِّىْ رَجُلٌ اَصُوْمُ বাক্যটি বর্ণিত রয়েছে। অর্থাৎ আমি সর্বদা সওম পালন করি। সুতরাং সফরে আমি কি সওম পালন করব?

٢٥٠٠- وَحَدَّثَنِىْ اَبُو الطَّاهِرِ وَهٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِىُّ قَالَ هٰرُوْنُ حَدَّثَنَا وَقَالَ اَبُو الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِىْ مُرَاوِحٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْاَسْلَمِىِّ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَجِدُ بِىْ قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِى السَّفَرِ فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هِىَ رُخْصَةٌ مِنَ اللّٰهِ فَمَنْ اَخَذَبِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَصُوْمَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ قَالَ هٰرُوْنُ فِىْ حَدِيْثِهٖ هِىَ رُخْصَةٌ وَلَمْ يَذْكُرْ مِنَ اللّٰهِ.

২৫০০. আবুত-তাহির ও হারুন ইব্ন সাঈদ আয়লী (র)...... হামযা ইব্ন আমর আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ। সফরের অবস্থায় সিয়াম পালনের ক্ষমতা আমার রয়েছে। এ সময় সিয়াম পালন করলে আমার কোন গুনাহ হবে কি? তিনি বলনে, এটা আল্লাহর পক্ষ হতে এক বিশেষ অবকাশ, যে তা গ্রহণ করবে, তার জন্য উত্তম। আর যদি কেউ সিয়াম পালন করতে চায়, তবে তার কোন গুনাহ হবে না। হারুন তার হাদীসের মধ্যে هِىَ رُخْصَةٌ "এটা অবকাশ" কথাটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু مِنَ اللّٰهِ "আল্লাহর পক্ষ হতে" কথাটি উল্লেখ করেন নি।

٢٥٠١- حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِىْ حَرٍّ شَدِيْدٍ حَتّٰى اِنْ كَانَ اَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلٰى رَأْسِهٖ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِيْنَا صَائِمٌ اِلَّا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ.

২৫০১. দাউদ ইব্ন রুশায়দ (র)...... আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক প্রচন্ড গরমের দিনে রমযান মাসে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে সফরে বের হলাম। গরম এত প্রচন্ড ছিল যে, আমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ হাত মাথার উপর তুলে ধরেছিল। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা) ব্যতীত আমাদের মাঝে কেউই সওম পালনকারী ছিল না।

٢٥٠٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَيَّانَ الدِّمَشْقِىِّ عَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ قَالَ اَبُو الدَّرْدَاءِ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَعْضِ اَسْفَارِهٖ فِىْ يَوْمٍ شَدِيْدِ الْحَرِّ حَتّٰى اِنَّ الرَّجُلَ لَيَضَعُ يَدَهُ عَلٰى رَأْسِهٖ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا مِنَّا اَحَدٌ صَائِمٌ اِلَّا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ.

২৫০২. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা কা'নাবী (র)...... উম্মু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। আবূ দারদা (রা) বলেছেন, যে, প্রচন্ড গরমের দিনে কোন এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। গরম এত প্রচন্ড ছিল যে, লোকেরা নিজ নিজ হাত মাথার উপরে রেখে দিয়েছিল। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) ব্যতীত আমাদের মাঝে কেউই সওম পালনকারী ছিল না।

١٦- بَابُ اِسْتِحْبَابِ الْفِطْرِ لِلْحَاجِّ بِعَرَفَاتٍ يَوْمَ عَرَفَةَ

১৬. পরিচ্ছেদ : হাজীদের জন্য আরাফার দিন আরাফাতের ময়দানে সিয়াম পালন না করা মুস্তাহাব

٢٥٠٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ اَبِي النَّضْرِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ اَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صِيَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَاَرْسَلْتُ اِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلٰى بَعِيْرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَهُ.

২৫০৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম উমায়র সূত্রে উম্মুল ফযল বিনতে হারিস (রা) থেকে বর্ণিত যে, লোকেরা আরাফার দিন তার নিকট রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সিয়াম পালন (করা না করা) সম্পর্কে আলোচনা করছিল। তাদের কেউ কেউ বলল, তিনি সওমরত আর কেউ বলল, তিনি সওমরত নন। কাজেই আমি তাঁর নিকট এক পেয়ালা দুধ পাঠালাম তিনি উটের উপর বসা ছিলেন। তিনি তা পান করলেন।

٢٥٠٤- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَابْنُ اَبِيْ عُمَرَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِي النَّضْرِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلٰى بَعِيْرِهِ وَقَالَ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلٰى اُمِّ الْفَضْلِ.

২৫০৪. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও ইব্‌ন আবূ 'উমর (র)...... সুফয়ান ইব্‌ন উয়ায়না আবূ নযর (র) থেকে এ সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এতে "উটের উপর বসা ছিলেন" কথাটি উল্লেখ করা হয়নি। আর আবূ উমায়রকে উম্মুল ফযলের আযাদকৃত গোলাম বলা হয়েছে।

٢٥٠٥- وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَالِمٍ اَبِي النَّضْرِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَقَالَ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلٰى اُمِّ الْفَضْلِ.

২৫০৫. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... সালিম আবুন-নাযর (র) থেকে এ সনদে ইব্‌ন উয়ায়নার অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এখানেও উমায়রকে উম্মুল ফযলের আযাদকৃত গোলাম বলা হয়েছে।

٢٥٠٦- وَحَدَّثَنِيْ هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو اَنَّ اَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ اَنَّ عُمَيْرًا مَوْلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اُمَّ الْفَضْلِ تَقُوْلُ شَكَّ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ

ﷺ فِى صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَنَحْنُ بِهَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَعْبٍ فِيْهِ لَبَنٌ وَهُوَ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَهُ.

২৫০৬. হারুন ইব্ন সাঈদ আয়লী (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম উমায়র বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী ﷺ-এর স্ত্রী মায়মূনা (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কতিপয় সাহাবী আরাফার দিন তাঁর সিয়াম পালনের ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। [উম্মুল ফযল (রা) বলেন] আমরাও সেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। এ সময় আমি তাঁর নিকট এক পেয়ালা দুধ পাঠিয়ে দিলাম। তখন তিনি আরাফার ময়দানে ছিলেন। তিনি তা পান করে নিলেন।

٢٥٠٧- وَحَدَّثَنِىْ هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى عَمْرُو عَنْ بُكَيْرِبْنِ الْاَشَجِّ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ اِنَّ النَّاسَ شَكُّوْا فِىْ صِيَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ فَاَرْسَلَتْ اِلَيْهِ مَيْمُوْنَةُ بِحِلاَبِ اللَّبَنِ وَهُوَ وَاقِفٌ فِى الْمَوْقِفِ فَشَرِبَ مِنْهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ.

২৫০৭. হারুন ইব্ন সাঈদ আয়লী (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম কুরায়ব সূত্রে নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা আরাফার দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সওম পালন করার ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। তখন মায়মূনা (রা) তাঁর নিকট একপাত্র দুধ পাঠিয়ে দিলেন। এ সময় তিনি 'মাওকাফ'-এ অবস্থান করছিলেন। তিনি তা পান করে নিলেন। আর লোকেরা তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল।

١٧- بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ

১৭. পরিচ্ছেদ : আশূরা দিবসে সিয়াম পালন করা

٢٥٠٨- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصُوْمُ عَاشُوْرَاءَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُهُ فَلَمَّا هَاجَرَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ صَامَهُ وَاَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ-

২৫০৮. যুহায়র ইব্ন হারব (র)...... 'আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, কুরায়শরা জাহিলী যুগে আশূরার দিন সিয়াম পালন করত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-ও এ দিন সওম পালন করতেন। যখন তিনি মদীনায় হিজরত করলেন, তখনও তিনি আশূরার সওম পালন করেছেন এবং লোকদেরকে তা পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর যখন রমযানের সিয়ামকে ফরয করা হল, তখন যার ইচ্ছা সে আশূরা সওম পালন করত আর যার ইচ্ছা সে তা ছেড়ে দিত।

٢٥٠٩- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِىْ اَوَّلِ الْحَدِيْثِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُهُ وَقَالَ فِىْ اٰخِرِ

الْحَدِيْثِ وَتَرَكَ عَاشُوْرَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ كَرِوَايَةِ جَرِيْرٍ–

২৫০৯. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রা)...... ইব্‌ন নুমায়র থেকে এবং তিনি হিশাম (রা) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে ইব্‌ন নুমায়র এ হাদীসের প্রথমাংশে "রাসূল ﷺ-ও এ সওম পালন করতেন" এ কথাটির উল্লেখ করেননি। অবশ্য এ হাদীসের শেষাংশে বলেছেন, "তিনি আশূরা ছেড়ে দেন। সুতরাং যার ইচ্ছা সে এ দিন সওম পালন করত এবং যার ইচ্ছা সে তা ছেড়ে দিত" এবং তিনি বর্ণনাকারী জারীরের মত এ কথাটিকে নবী ﷺ-এর বাণীর অন্তর্ভুক্ত করেননি।

٢٥١٠– وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ كَانَ يُصَامُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ الْاِسْلاَمُ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ–

২৫১০. আমরুন-নাকিদ (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, জাহিলী যুগে আশূরার দিন সওম পালন করা হতো। এরপর যখন ইসলামের আবির্ভাব হ'ল, তখন যার ইচ্ছা সে এ দিনে সওম পালন করত, আর যার ইচ্ছা সে তা ছেড়ে দিত।

٢٥١١– حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُ بِصِيَامِهٖ قَبْلَ اَنْ يُّفْرَضَ رَمَضَانُ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَمَنْ شَاءَ اَفْطَرَ–

২৫১১. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযানের সিয়াম ফরয হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আশূরার দিনে সিয়াম পালন করার নির্দেশ দিতেন। যখন রমযানের সিয়াম ফরয করা হল, তখন যার ইচ্ছা সে আশূরার দিনে সওম পালন করত, আর যার ইচ্ছা সে তা ছেড়ে দিত।

٢٥١٢– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ جَمِيْعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ابْنُ رُمْحٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِي حَبِيْبٍ اَنَّ عِرَاكًا اَخْبَرَهُ اَنَّ عُرْوَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُوْمُ عَاشُوْرَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِصِيَامِهٖ حَتّٰى فُرِضَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْهُ–

২৫১২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রুমহ (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরায়শরা জাহিলী যুগে আশূরার দিন সওম পালন করত। রমযানের সিয়াম ফরয হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও এদিন সওম পালন করার নির্দেশ দিতেন। রমযানের সওম ফরয হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যার ইচ্ছা সে এদিন সওম পালন করবে, আর যার ইচ্ছা সে তা ছেড়ে দেবে।

٢٥١٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا اَبِى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ اَخْبَرَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اَنَّ اَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوْا يَصُوْمُوْنَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَاَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَامَهُ وَالْمُسْلِمُوْنَ قَبْلَ اَنْ يُّفْتَرَضَ رَمَضَانُ فَلَمَّا افْتُرِضَ رَمَضَانُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ عَاشُوْرَاءَ يَوْمٌ مِنْ اَيَّامِ اللّٰهِ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ-

২৫১৩. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন নুমায়র (র)...... 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, জাহিলী যুগে লোকেরা আশূরার দিন সিয়াম পালন করত। রমযানের সিয়াম ফরয হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ -ও এদিন সিয়াম পালন করেছেন এবং মুসলমানগণও। যখন রমযানের সিয়াম ফরয হ'ল তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আশূরার দিন আল্লাহর দিনসমূহের একটি দিন। সুতরাং যার ইচ্ছা সে এ দিন সিয়াম পালন করবে, আর যার ইচ্ছা সে তা ছেড়ে দেবে।

٢٥١٤- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَهُوَ الْقَطَّانُ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ كِلاَهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بِمِثْلِهِ فِى هٰذَا الْاِسْنَادِ-

২৫১৪. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......'উবায়দুল্লাহ্ (র) থেকে এ সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٥١٥- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَوْمًا يَصُوْمُهُ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ اَحَبَّ مِنْكُمْ اَنْ يَّصُوْمَهُ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَرِهَ فَلْيَدَعْهُ.

২৫১৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও ইব্‌ন রুমহ (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আশূরার দিন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আলোচনা করা হলে তিনি বললেন, এ দিনে জাহিলী যুগে লোকেরা সিয়াম পালন করত। তোমাদের মধ্যে যে এ দিনে সিয়াম পালন করতে আগ্রহী, সে এ দিনে সিয়াম পালন করতে পারে। আর যে অপসন্দ করে, সে ছেড়ে দিতে পারে।

٢٥١٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ يَعْنِى ابْنَ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِى نَافِعٌ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِى يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ اِنَّ هٰذَا يَوْمٌ كَانَ يَصُوْمُهُ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّصُوْمَهُ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ لاَ يَصُوْمُهُ اِلاَّ اَنْ يُّوَافِقَ صِيَامَهُ.

২৫১৬. আবূ কুরায়ব (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আশূরার দিন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছেন যে, জাহিলী যুগে লোকেরা এ দিনে সিয়াম পালন করত। যদি কেউ এ দিনে সওম পালন করতে চায়, সে এ দিনে সিয়াম পালন করবে। আর কেউ যদি এ দিনে সওম পালন না করতে চায়, সে সওম পালন করবে না। আবদুল্লাহ (রা) তাঁর অভ্যস্ত দিনে না হলে আশূরার সওম পালন করতেন না।

٢٠١٧- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ اَبِىْ خَلَفٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَالِكٍ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ الْاَخْنَسِ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ صَوْمُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيْثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ سَوَاءً.

২৫১৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন আবূ খালফ (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট আশূরার দিবসের সিয়াম সম্পর্কে কথা তোলা হ'ল। তারপর রাওহ (র) লায়স ইব্‌ন সা'দ (র)-এর অনুরূপই বর্ণনা করেছেন।

٢٠١٨- وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الْعَسْقَلاَنِىُّ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ فَقَالَ ذٰلِكَ يَوْمٌ كَانَ يَصُوْمُهُ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

২৫১৮. আহমদ ইব্‌ন উসমান নাওফালী (র)....... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আশূরার দিবস সম্পর্কে কথা তোলা হলে তিনি বললেন, এ দিনে জাহিলী যুগে লোকেরা সিয়াম পালন করত। যার ইচ্ছা সে এ দিনে সওম পালন করবে, আর যার ইচ্ছা সে সওম পালন করবে না।

٢٠١٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ جَمِيْعًا عَنْ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ دَخَلَ الْاَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ وَهُوَ يَتَغَدّٰى فَقَالَ يَا اَبَا مُحَمَّدٍ اُدْنُ اِلَى الْغَدَاءِ فَقَالَ أَوَلَيْسَ الْيَوْمُ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ قَالَ وَهَلْ تَدْرِىْ مَا يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ قَالَ وَمَا هُوَ قَالَ اِنَّمَا هُوَ يَوْمٌ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُهُ قَبْلَ اَنْ يَنْزِلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَلَمَّا نَزَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ تُرِكَ وَقَالَ اَبُوْ كُرَيْبٍ تَرَكَهُ.

২৫১৯. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)...... আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আশ'আস ইব্‌ন কায়স (র) আবদুল্লাহ্ (রা)-এর নিকট গেলেন। তখন তিনি দুপুরের খাবার খাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, হে আবূ মুহাম্মদ! তুমি খাবারের কাছে এসো। তিনি বললেন, আজ কি আশূরার দিন নয়? তিনি বললেন, তুমি কি জানো আশূরা দিবস কি? আশ'আস (র) বললেন, সে আবার কি? তিনি বললেন, রমযানের সিয়াম ফরয হওয়ার পূর্বে এ দিনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সিয়াম পালন করতেন। যখন রমযানের সিয়াম ফরয হ'ল, তখন তা ছেড়ে দেয়া হ'ল। রাবী আবূ কুরায়ব (র) تُرِكَ এর স্থলে تَرَكَهُ বলেছেন।

٢٥٢. وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالاَ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تَرَكَهُ.

২৫২০. যুহায়র ইব্ন হারব ও উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... আ'মাশ (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁরা বলেছেন, فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تَرَكَهُ "যখন রমযানের বিধান নাযিল হ'ল তখন তিনি তা ছেড়ে দেন।"

٢٥٢١- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِىْ زُبَيْدُ الْيَامِىُّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَنٍ اَنَّ الْاَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ دَخَلَ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَهُوَ يَأْكُلُ فَقَالَ يَا اَبَا مُحَمَّدٍ اُدْنُ فَكُلْ قَالَ اِنِّىْ صَائِمٌ قَالَ كُنَّا نَصُوْمُهُ ثُمَّ تُرِكَ.

২৫২১. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র)...... কায়স ইব্ন সাকান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আশূরার দিন আশ'আস ইব্ন কায়স (র) আবদুল্লাহ (রা)-এর কাছে এলেন। এ সময় তিনি আহার করছিলেন। তিনি আশ'আসকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আবূ মুহাম্মদ! নিকটে এসো, খানা খাও। তিনি বললেন, আমি তো সওম পালন করছি। এ কথা শুনে আবদুল্লাহ্ (রা) বললেন, আমরা এ সওম পালন করতাম। পরে তা ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

٢٥٢٢- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ دَخَلَ الْاَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ عَلٰى ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَهُوَ يَأْكُلُ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَقَالَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ فَقَالَ قَدْ كَانَ يُصَامُ قَبْلَ اَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تُرِكَ فَاِنْ كُنْتَ مُفْطِرًا فَاطْعَمْ-

২৫২২. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র)...... আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আশ'আস ইব্ন কায়স (র) ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিকট গেলেন। সেটা আশূরার দিন ছিল। তখন তিনি খানা খাচ্ছিলেন। এ দেখে আশ'আস (র) বললেন, হে আবূ আবদুর রহমান! আজ তো আশূরার দিন। তিনি বললেন, রমযানের সিয়াম ফরয হওয়ার পূর্বে এ দিনে সিয়াম পালন করা হতো। কিন্তু রমযানের সিয়াম ফরয হলে এ দিনের সিয়াম পালন ছেড়ে দেয়া হয়। এখন তুমি যদি সওম না রেখে থাক তবে খাও।

٢٥٢٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا شَيْبَانُ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ اَبِى الشَّعْثَاءِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ اَبِىْ ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ وَيَحُثُّنَا عَلَيْهِ وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ وَلَمْ يَتَعَاهَدْنَا عِنْدَهُ.

২৫২৩. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)....... জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আশূরার দিন আমাদেরকে সিয়াম পালনের নির্দেশ দিতেন। তিনি এ ব্যাপারে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করতেন এবং এ বিষয়ে তিনি আমাদের খোঁজ-খবর নিতেন। কিন্তু যখন রমযানের সিয়াম ফরয হ'ল, তখন তিনি আমাদেরকে আদেশও করেননি, নিষেধও করেননি এবং কোন খোঁজ-খবর আর নেন নি।

٢٥٢٤- حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ اَبِي سُفْيَانَ خَطِيْبًا بِالْمَدِيْنَةِ يَعْنِي فِي قَدْمَةٍ قَدِمَهَا خَطَبَهُمْ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَقَالَ اَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لِهٰذَا الْيَوْمِ هٰذَا يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ وَلَمْ يَكْتُبِ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَاَنَا صَائِمٌ فَمَنْ اَحَبَّ مِنْكُمْ اَنْ يَصُوْمَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يُفْطِرَ فَلْيُفْطِرْ.

২৫২৪. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... ইউনুস (র) ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে এবং তিনি হুমায়দ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একদিন মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফয়ান (রা)-কে মদীনায় ভাষণ দিতে শুনলেন, অর্থাৎ যখন তিনি মদীনায় এসেছিলেন, তখন আশূরার দিবসে তিনি তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন, হে মদীনাবাসী! তোমাদের আলিমগণ কোথায়? আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এদিন সম্পর্কে বলতে শুনেছি যে, এ হ'ল আশূরা দিবস। তোমাদের উপর এদিনের সওম ফরয করেন নি। তবে আমি সওম পালন করছি। তাই তোমাদের মধ্যে যে সওম পালন করতে পসন্দ করে, সে পালন করবে আর যে পসন্দ করেনি, সে করবে না।

٢٥٢٥- حَدَّثَنِي اَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي هٰذَا الْاِسْنَادِ بِمِثْلِهِ.

২৫২৫. আবুত তাহির (র)...... ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٥٢٦- وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ اَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ فِي مِثْلِ هٰذَا الْيَوْمِ اِنِّي صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ اَنْ يَصُوْمَ فَلْيَصُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ بَاقِي حَدِيْثِ مَالِكٍ وَيُوْنُسَ.

২৫২৬. ইব্‌ন আবূ উমর (র)....... যুহরী (র) থেকে এ সনদে বর্ণনা করেন, তিনি নবী ﷺ-কে এ দিন সম্পর্কে বলতে শুনেছেন যে, আমি সওম পালনকারী। যে সওম পালনের ইচ্ছা করে, সে যেন সওম পালন করে, অতঃপর তিনি মালিক এবং ইউনুস বর্ণিত হাদীসের অবশিষ্ট অংশ উল্লেখ করেন নি।

٢٥٢٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ اَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ فَوَجَدَ الْيَهُوْدَ يَصُوْمُوْنَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَسُئِلُوْا عَنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْا

هٰذَا الْيَوْمُ الَّذِىْ اَظْهَرَ اللّٰهُ فِيْهِ مُوْسٰى وَبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى فِرْعَوْنَ فَنَحْنُ نَصُوْمُهُ تَعْظِيْمًا لَهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ نَحْنُ اَوْلٰى بِمُوْسٰى مِنْكُمْ فَاَمَرَ بِصَوْمِهِ.

২৫২৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (হিজরত করে) মদীনায় এলেন এবং তিনি ইয়াহূদীদেরকে আশূরার দিন সিয়াম পালন করতে দেখতে পেলেন। তাদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তারা বলল, এ সে দিন, যে দিন আল্লাহ মূসা (আ) ও বনী ইসরাঈলকে ফির'আউনের উপর বিজয়ী করেছেন। তাই এর সম্মানার্থে আমরা সওম পালন করে থাকি। তখন নবী ﷺ বললেন, আমরা তোমাদের চেয়েও মূসা (আ)-এর অধিক নিকটবর্তী। অতঃপর তিনি এ দিনে সওম পালন করার নির্দেশ দিলেন।

٢٥٢٨- وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ بَشَّارٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ جَمِيْعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ بِهٰذَا الاِسْنَادِ وَقَالَ فَسَأَلَهُمْ عَنْ ذٰلِكَ.

২৫২৮. ইব্ন বাশ্শার ও আবূ বকর ইব্ন নাফি' (র)......আবূ বিশর (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে হাদীসে فَسُئِلُوْا عَنْ ذٰلِكَ (তাদেরকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হল) এ স্থলে فَسَأَلَهُمْ عَنْ ذٰلِكَ (তিনি তাদেরকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন) বাক্যটি বর্ণিত আছে।

٢٥٢٩- وَحَدَّثَنِىْ ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَوَجَدَ الْيَهُوْدَ صِيَامًا يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا هٰذَا الْيَوْمُ الَّذِىْ تَصُوْمُوْنَهُ فَقَالُوْا هٰذَا يَوْمٌ عَظِيْمٌ اَنْجَى اللّٰهُ فِيْهِ مُوْسٰى وَقَوْمَهُ وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فَصَامَهُ مُوْسٰى شُكْرًا فَنَحْنُ نَصُوْمُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَنَحْنُ اَحَقُّ وَاَوْلٰى بِمُوْسٰى مِنْكُمْ فَصَامَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَمَرَ بِصِيَامِهِ.

২৫২৯. ইব্ন আবূ 'উমর (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় এসে ইয়াহূদীদেরকে আশূরার দিন সওম পালনরত দেখতে পেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এটা কোন্ দিনের সওম পালন করছ? তারা বলল, এ মহান দিনে আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ) ও তাঁর সম্প্রদায়কে মুক্তি দিয়েছেন এবং ফির'আউন ও তার কওমকে ডুবিয়ে দিয়েছেন। মূসা (আ) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার লক্ষ্যে এ দিনে সওম পালন করেছেন। তাই আমরাও এ দিনে সওম পালন করছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমরা তো তোমাদের থেকে মূসা (আ)-এর অধিক নিকটবর্তী এবং হকদার। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সওম পালন করলেন এবং সওম পালন করার জন্য সকলকে নির্দেশ দিলেন।

٢٥٣٠- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ عَنِ ابْنِ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ لَمْ يُسَمِّهِ.

২৫৩০. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র)...... আয়্যুব (র) থেকে এ সনদের সাথে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) ইব্‌ন সাঈদের নাম উল্লেখ করেননি।

٢٥٣١- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ اَبِى عُمَيْسٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ كَانَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ يَوْمًا تُعَظِّمُهُ الْيَهُوْدُ وَتَتَّخِذُهُ عِيْدًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صُوْمُوْهُ اَنْتُمْ.

২৫৩১. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন নুমায়র (র)...... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহূদী সম্প্রদায় আশূরা দিবসের সম্মান প্রদর্শন করত এবং তারা এ দিনকে ঈদ বলে গণ্য করত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরাও এ দিনে সওম পালন কর।

٢٥٣٢- وَحَدَّثَنَاهُ اَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ اُسَامَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْعُمَيْسِ اَخْبَرَنِى قَيْسٌ فَذَكَرَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ قَالَ اَبُوْ اُسَامَةَ فَحَدَّثَنِىْ صَدَقَةُ بْنُ اَبِىْ عِمْرَانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ كَانَ اَهْلُ خَيْبَرَ يَصُوْمُوْنَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ يَتَّخِذُوْنَهُ عِيْدًا وَيُلْبِسُوْنَ نِسَاءَهُمْ فِيْهِ حُلِيَّهُمْ وَشَارَتَهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصُوْمُوْهُ اَنْتُمْ.

২৫৩২. আহমদ ইবনুল মুনযির (র)...... কায়স (র)-এর সূত্রে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বরের ইয়াহূদীরা আশূরার দিন সওম পালন করত। তারা এ দিনকে ঈদরূপে পালন করত এবং তারা তাদের মহিলাদেরকে অলংকার ও উত্তম পোশাকে সুসজ্জিত করত। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরাও এদিনে সওম পালন কর।

٢٥٣٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ جَمِيْعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى يَزِيْدَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ فَقَالَ مَا عَلِمْتُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَامَ يَوْمًا يَطْلُبُ فَضْلَهُ عَلَى الْاَيَّامِ اِلاَّ هٰذَا الْيَوْمَ وَلاَ شَهْرًا اِلاَّ هٰذَا الشَّهْرَ يَعْنِىْ رَمَضَانَ.

২৫৩৩. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আমরুন-নাকিদ (র)...... 'উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে আশূরার দিনে সিয়াম পালন করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পর তিনি বললেন, এ দিন ব্যতীত রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন দিনকে অন্য দিনের তুলনায় উত্তম মনে করে সেদিনে সিয়াম পালন করেছেন বলে আমার জানা নেই। অনুরূপভাবে রমযান ব্যতীত রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন মাসকে অন্য মাসের তুলনায় শ্রেষ্ঠ মনে করে সিয়াম পালন করেছেন বলেও আমার জানা নেই।

٢٥٣٤- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ اَبِىْ يَزِيْدَ فِىْ هٰذَا الْاِسْنَادِ بِمِثْلِهِ.

২৫৩৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি (র)....... উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ ইয়াযীদ (র)-এর সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٨- بَابٌ اَىُّ يَوْمٍ يُصَامُ فِىْ عَاشُوْرَاءَ

১৮. পরিচ্ছেদ : আশূরায় কোন দিন রোযা রাখা হবে

٢٥٣٥- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ حَاجِبِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْاَعْرَجِ قَالَ انْتَهَيْتُ اِلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِىْ زَمْزَمَ فَقُلْتُ لَهُ اَخْبِرْنِىْ عَنْ صَوْمِ عَاشُوْرَاءَ فَقَالَ اِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ وَاَصْبِحْ يَوْمَ التَّاسِعِ صَائِمًا قُلْتُ هٰكَذَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُهُ قَالَ نَعَمْ.

২৫৩৫. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... হাজিব ইবন 'উমর হাকাম ইব্‌ন আ'রাজ (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর কাছে পৌঁছলাম। এ সময় তিনি যমযমের কাছে চাদর বিছানো অবস্থায় বসা ছিলেন। তখন আমি তাঁকে বললাম, আমাকে আশূরা দিবসের সিয়াম পালন সম্পর্কে সংবাদ দিন। উত্তরে তিনি বললেন, মুহররম মাসের চাঁদ দেখার পর তুমি এর তারিখগুলো গুণে রাখবে। এরপর নবম তারিখে সওম অবস্থায় তোমার যেন ভোর হয়। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি সেদিন সিয়াম পালন করেছেন? তিনি বললেন হ্যাঁ, করেছেন।

٢٥٣٦- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنِى الْحَكَمُ بْنُ الْاَعْرَجِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ عِنْدَ زَمْزَمَ عَنْ صَوْمِ عَاشُوْرَاءَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ حَاجِبِ بْنِ عُمَرَ.

২৫৩৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র)...... মুআবিয়া ইবন 'আম্‌র হাকাম ইব্‌ন আ'রাজ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, যমযমের কাছে ইব্‌ন আব্বাস (রা) চাদর বিছিয়ে বসে থাকা অবস্থায় আমি তাঁকে আশূরার দিবসে সওম পালন করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। এরপর তিনি হাজিব ইব্‌ন উমর (র)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٥٣٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْحُلْوَانِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوبَ حَدَّثَنِىْ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اُمَيَّةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا غَطْفَانَ بْنَ طَرِيْفٍ الْمُرِّىَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ حِيْنَ صَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَاَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ قَالَ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتّٰى تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

২৫৩৭. হাসান ইব্‌ন আলী হুলওয়ানী (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আশূরার দিন সিয়াম পালন করেন এবং লোকদেরকে সিয়াম পালনের নির্দেশ দেন, তখন সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইয়াহূদী এবং নাসারারা এ দিনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ইনশাআল্লাহ আগামী বছর আমরা নবম তারিখেও সিয়াম পালন করব। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আগামী বছর আসতে পারেনি, ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইনতিকাল হয়ে যায়।

٢٥٣٨- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِبْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَيْرٍ لَعَلَّهُ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَئِنْ بَقِيْتُ اِلٰى قَابِلٍ لاَ صُوْمَنَّ التَّاسِعَ وَفِىْ رِوَايَةِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ يَعْنِىْ يَوْمَ عَاشُرَاءَ.

২৫৩৮. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)...... আবদুল্লাহ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি যদি আগামী বছর বেঁচে থাকি তবে মুহররমের নবম তারিখে সিয়াম পালন করব। আবূ বকর (র) বলেন, তিনি আশূরা দিবসের কথা বলছিলেন।

١٩- بَابُ مَنْ اَكَلَ فِىْ عَاشُوْرَاءَ فَلْيَكُفَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ

১৯. পরিচ্ছেদ : 'আশূরার দিন কেউ ভোরে খেয়ে ফেললে অবশিষ্ট সময় সে পানাহার থেকে বিরত থাকবে

٢٥٣٩- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِىْ ابْنَ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الاَكْوَعِ اَنَّهُ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً مِنْ اَسْلَمَ عَاشُوْرَاءَ فَاَمَرَهُ اَنْ يُؤَذِّنَ فِى النَّاسِ مَنْ كَانَ لَمْ يَصُمْ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ اَكَلَ فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ اِلَى اللَّيْلِ.

২৫৩৯. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)....... সালামা ইব্‌ন আকওয়া (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আশূরার দিন আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন, সে যেন লোকদের মধ্যে এ কথা ঘোষণা করে যে, যে সিয়াম পালন করেনি, সে যেন সিয়াম পালন করে এবং যে আহার করেছে, সে যেন রাত পর্যন্ত তার সওম পূর্ণ করে।

٢٥٤٠- وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِىُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ بْنِ لاَحِقٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ ابْنُ ذَكْوَانَ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ اَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَدَاةَ عَاشُوْرَاءَ اِلٰى قُرَى الاَنْصَارِ الَّتِىْ حَوْلَ الْمَدِيْنَةِ مَنْ كَانَ اَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَمَنْ كَانَ اَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ فَكُنَّا بَعْدَ ذٰلِكَ نَصُوْمُهُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ وَنَذْهَبُ اِلَى الْمَسْجِدِ فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ فَاِذَا بَكٰى اَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ اَعْطَيْنَاهَا اِيَّاهُ عِنْدَ الاِفْطَارِ.

২৫৪০. আবূ বকর ইব্‌ন নাফি' আবদী (র)...... রুবায়্যি' বিনত মুয়াওবিয ইব্‌ন 'আফরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আশূরার দিন ভোরে এক ব্যক্তিকে মদীনার পার্শ্ববর্তী আনসারী সাহাবীদের জনপদে এ নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন, সে যেন এ ঘোষণা করে দেয় যে, সিয়ামরত অবস্থায় যার ভোর হয়েছে, সে যেন তার সওম পূর্ণ করে। আর যার ভোর হয়েছে সওমবিহীন অবস্থায়, সে যেন তার দিনের অবশিষ্ট অংশ পানাহার থেকে বিরত থাকে। এরপর আমরা এ দিন সওম পালন করতাম এবং আমাদের ছোট ছোট সন্তানদেরকেও আল্লাহ্ চাহে তো সওম পালনে অভ্যস্ত করে তুলতাম। আমরা তাদেরকে মসজিদে নিয়ে যেতাম এবং তাদের জন্য পশমের খেলনা বানিয়ে দিতাম। যখন তারা খাওয়ার জন্য কাঁদত, তখন আমরা তাদেরকে সে খেলনা প্রদান করতাম। এমনি করে ইফতারের সময় হয়ে যেত।

٢٥٤١- وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْشَرٍ الْعَطَّارُ عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذٍ عَنْ صَوْمِ عَاشُوْرَاءَ قَالَتْ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رُسُلَهُ فِىْ قُرَى الْاَنْصَارِ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ بِشْرٍ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ وَنَصْنَعُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ فَنَذْهَبُ بِهِ مَعَنَا فَاِذَا سَأَلُوْنَا الطَّعَامَ اَعْطَيْنَا هُمُ اللُّعْبَةَ تُلْهِيْهِمْ حَتّٰى يُتِمُّوا صَوْمَهُمْ.

২৫৪১. ইয়াহইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... খালিদ ইব্‌ন যাকওয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রুবায়্যি বিনত মুয়াওবিয (রা) থেকে আশূরার দিন সওম পালন করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারীদের জনপদে তাঁর দূতগণকে প্রেরণ করলেন। এরপর তিনি বিশর (র)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসে অতিরিক্ত আছে যে, আমরা তাদের জন্য পশমের খেলনা তৈরি করতাম এবং আমরা তা আমাদের সাথে নিয়ে যেতাম। তারা যখন আমাদের কাছে খাবার চাইত তখন তাদেরকে আমরা সে খেলনা প্রদান করতাম, যা তাদেরকে ভুলিয়ে রাখত। এমনিভাবে তারা তাদের সওম পূর্ণ করত।

٢٠- بَابُ تَحْرِيْمِ صَوْمِ يَوْمَيِ الْعِيْدَيْنِ

২০. পরিচ্ছেদ : দু'ঈদের দিনে সিয়াম পালন করা হারাম

٢٥٤٢- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدٍ مَوْلٰى ابْنِ اَزْهَرَ اَنَّهُ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَجَاءَ فَصَلّٰى ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ اِنَّ هٰذَيْنِ يَوْمَانِ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْاٰخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُوْنَ فِيْهِ مِنْ نُسُكِكُمْ.

২৫৪২. ইয়াহইয়া ইব্‌ন ইয়াহইয়া (র)...... ইব্‌ন আযহারের গোলাম আবূ 'উবায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈদের দিন আমি 'উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর সংগে উপস্থিত ছিলাম। তিনি ঈদগাহে এসে সালাত আদায় করলেন এবং লোকদের দিকে মুখ করে ভাষণ দিলেন। তাতে বললেন, এ দু'টি এমন দিন যে দু'দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ সিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন। এক হ'ল, ঈদুল ফিতরের দিন, আর দ্বিতীয় হ'ল ঐ দিন, যে দিন তোমরা কুরবানীর গোশত খেয়ে থাক।

٢٥٤٣- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْ مَيْنِ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ.

২৫৪৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'দিন সিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন। এক হ'ল কুরবানীর দিন, আর দ্বিতীয় হ'ল ঈদুল ফিতরের দিন।

٢٥٤٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ وَهُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيْثًا فَأَعْجَبَنِي فَقُلْتُ لَهُ أَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَأَقُوْلُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَالَمْ أَسْمَعْ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ لَا يَصْلُحُ الصِّيَامُ فِي يَوْ مَيْنِ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ.

২৫৪৪. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)....... কাযাআ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ সাঈদ (রা) থেকে একটি হাদীস শ্রবণ করেছি। হাদীসটি আমার কাছে খুবই ভাল লেগেছে। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন, যে কথা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনিনি এমন কথা তাঁর দিকে সম্বোধন করে আমি বলতে পারি কি? আমি শুনেছি তিনি বলেছেন, দু'দিন সিয়াম পালন করা শুদ্ধ নয় : ঈদুল আযহার দিন এবং ঈদুল ফিতরের দিন।

٢٥٤٥- وَحَدَّثَنَا أَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ.

২৫৪৫. আবূ কামিল জাহদারী (র)...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'দিন অর্থাৎ ঈদুল ফিতরের দিন এবং কুরবানীর দিন সিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন।

٢٥٤٦- وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَصُوْمَ يَوْمًا فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْفِطْرٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَمَرَ اللّٰهُ تَعَالَى بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ هٰذَا الْيَوْمِ.

২৫৪৬. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... যিয়াদ ইব্ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট এসে বললেন, আমি একদিন সিয়াম পালন করার মান্নত করেছিলাম। ঘটনাক্রমে তা ঈদুল আযহা বা ঈদুল ফিতরের দিন হয়ে গেছে। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা মান্নত পূরা করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এ দিন সিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন।

٢٥٤٧- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيْدٍ أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى.

২৫৪৭. ইব্‌ন নুমায়র (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহা এ দু'দিন সিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন।

٢١- بَابُ تَحْرِيمِ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

২১. পরিচ্ছেদ : আইয়্যামে তাশরীকে সিয়াম পালন করা হারাম

٢٥٤٨- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ.

২৫৪৮. সুরায়জ ইব্‌ন ইউনুস (র)...... নুবায়শা হুযালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আইয়্যামে তাশরীক পানাহারের দিন।

٢٥٤٩- وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ حَدَّثَنِي أَبُو قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ خَالِدٌ فَلَقِيتُ أَبَا الْمَلِيحِ فَسَأَلْتُهُ فَحَدَّثَنِي بِهِ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ هُشَيْمٍ وَزَادَ فِيهِ وَذِكْرٍ لِلَّهِ.

২৫৪৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র (র)...... নুবায়শা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খালিদ বলেছেন, আমি আবুল মালীহ-এর সাথে সাক্ষাত করে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করি। তিনি আমাকে নবী ﷺ থেকে হুশায়মের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসে অতিরিক্ত রয়েছে যে, "এদিন আল্লাহকে স্মরণ করার দিন।"

٢٥٥٠- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَهُ وَأَوْسَ بْنَ الْحَدَثَانِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَنَادَى أَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ مُؤْمِنٌ وَأَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ.

২৫৫০. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... মালিক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'ব ও আউস ইব্‌ন হাদসান (রা)-কে আইয়্যামে তাশরীকের সময় পাঠালেন এবং বলে দিলেন, তোমরা ঘোষণা করে দাও যে, মুমিনগণই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং আইয়্যামে মিনা (আইয়্যামে তাশরীক) পানাহার করার দিন।

٢٥٥١- وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَنَادَيَا.

২৫৫১. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)...... ইবরাহীম ইব্‌ন তাহমান (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসের মধ্যে فَنَادَى এর স্থলে فَنَادَيَا বর্ণিত আছে। অর্থাৎ একবচনের স্থলে দ্বিবচনের সাথে কথাটি বর্ণিত আছে।

٢٢- بَابُ كَرَاهَةِ اِفْرَادِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ لاَ يُوَافِقُ عَادَتَهُ

২২. পরিচ্ছেদ : নিয়মিত সওম পালনের দিনে না পড়লে শুধু জুমু'আর দিন সিয়াম পালন করা মাকরূহ

٢٥٥٢- حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ وَهُوَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ أَنَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ نَعَمْ وَرَبِّ هٰذَا الْبَيْتِ.

২৫৫২. আমরুন-নাকিদ (র)...... মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন জা'ফর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা)-কে বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফরত অবস্থায় জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমু'আর দিন সিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন কি? তিনি বললেন হ্যাঁ, আমি এ ঘরের মালিকের শপথ করে বলছি।

٢٥٥٣- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ اَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بِمِثْلِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

২৫৫৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র)....... মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন জা'ফর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, এরপর উক্তরূপ হাদীস নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

٢٥٥٤- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاللَّفْظُ لَهُ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَصُمْ اَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِلاَّ اَنْ يَصُوْمَ قَبْلَهُ اَوْ يَصُوْمَ بَعْدَهُ.

২৫৫৪. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন শুধু জুমু'আর দিন সিয়াম পালন না করে। (যদি সওম পালন করতে চায়) তবে জুমু'আর আগে বা পরে যেন একদিন যোগ করে সিয়াম পালন করে।

٢٥٥٥- وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ يَعْنِى الْجُعْفِيَّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تَخْتَصُّوْا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِى وَلاَ تَخُصُّوْا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْاَيَّامِ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ فِي صَوْمٍ يَصُوْمُهُ اَحَدُكُمْ.

২৫৫৫. আবূ কুরায়ব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, রাতসমূহের মাঝে তোমরা কেবল জুমু'আর রাতকে সালাত ও জাগ্রত থাকার জন্য নির্দিষ্ট করে নিও না। অনুরূপভাবে দিনসমূহের মধ্যে কেবল জুমু'আর দিনকে সিয়াম পালনের জন্য নির্দিষ্ট করে নিও না। তবে তা যদি তার নিয়মিত সওম পালন করার দিনে পড়ে, তাহলে সে সওম পালন করতে পারবে।

٢٣- بَابُ بَيَانِ نَسْخِ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى "وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ

২৩. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : "যারা সওম পালন করতে সক্ষম তাদের জন্য ফিদয়া হচ্ছে খাদ্যদান"-এই নির্দেশ রহিত

٢٥٥٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا بَكْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الاٰيَةُ **وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ** " كَانَ مَنْ اَرَادَ اَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ حَتّٰى نَزَلَتِ الْاٰيَةُ الَّتِيْ بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا.

২৫৫৬. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (রা)...... সালামা ইব্ন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন..... وَعَلَى الَّذِيْنَ "যারা সওম পালন করতে সক্ষম তাদের জন্য ফিদয়া হচ্ছে মিসকীনের খাদ্য দান"-এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর যার ইচ্ছা সওম ছেড়ে দিত এবং ফিদয়া প্রদান করত। এরপর পরবর্তী আয়াত নাযিল হলে এ আয়াত রহিত হয়ে যায়।

٢٥٥٧- وَحَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ اَنَّهُ قَالَ كُنَّا فِيْ رَمَضَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ اَفْطَرَ فَافْتَدَى بِطَعَامِ مِسْكِيْنٍ حَتّٰى اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الاٰيَةُ **فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ.**

২৫৫৭. 'আমর ইব্ন সাওয়াদ আমিরী (র)....... সালামা ইব্ন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে রমযান মাসে আমাদের অবস্থা এ-ই ছিল যে, আমাদের যে ইচ্ছা করত সে সওম পালন করত। আর যে ইচ্ছা করত, সে সওম ছেড়ে দিত এবং ফিদয়া প্রদান করত। এরপর فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ। "তোমাদের মধ্যে যারা এই মাস পাবে, তারা যেন এই মাসে সিয়াম পালন করে" এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

٢٤- بَابُ جَوَازِ تَاخِيْرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ مَالَمْ يَجِيُ رَمَضَانُ اٰخَرُ لِمَنْ اَفْطَرَ بِعُذْرٍ كَمَرَضٍ وَسَفَرٍ وَحَيْضٍ وَنَحْوِ ذٰلِكَ

২৪. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি রমযানের সিয়াম পালন করেনি ওযরের কারণে যথা : রোগ, সফর ও মাসিক ঋতু ইত্যাদি, তবে তার জন্য রমযানের কাযা পরবর্তী রমযান না আসা পর্যন্ত বিলম্বে আদায় করা জায়েয

٢٥٥٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ كَانَ يَكُوْنُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا اَسْتَطِيْعُ اَنْ اَقْضِيَهُ اِلاَّ فِيْ شَعْبَانَ الشُّغْلُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَوْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

২৫৫৮. আহমদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন ইউনুস (র)...... আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমার উপর রমযানের সওম কাযা থেকে যেত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে শা'বান মাস ব্যতীত আমি তা আদায় করতে পারতাম না।

٢٥٥٩- وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِىُّ حَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ وَذٰلِكَ لِمَكَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

২৫৫৯. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)...... ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ (র)-এর সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসের মধ্যে রয়েছে যে, “এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপস্থিতির কারণে শাবানের পূর্বে আমার জন্য তা পালন সম্ভব হতো না।”

٢٥٦٠- وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ قَالَ فَظَنَنْتُ اَنَّ ذٰلِكَ لِمَكَانِهَا مِنَ النَّبِىِّ ﷺ يَحْيٰى يَقُوْلُهُ.

২৫৬০. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)...... ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এতে রয়েছে যে, ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন, আমার ধারণা, এ বিলম্ব করা মূলত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে থাকার কারণেই হয়েছিল।

٢٥٦١- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلاَهُمَا عَنْ يَحْيٰى بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرَا فِى الْحَدِيْثِ الشُّغْلُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

২৫৬১. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও আমরুন-নাকিদ (র)...... ইয়াহ্ইয়া (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে লিপ্ত থাকার কথা উল্লেখ নেই।

٢٥٦٢- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ عُمَرَ الْمَكِّىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِىُّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ اِنْ كَانَتْ اِحْدَانَا لَتُفْطِرُ فِىْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَا تَقْدِرُ عَلٰى اَنْ تَقْضِيَهُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى يَأْتِىَ شَعْبَانُ.

২৫৬২. মুহাম্মদ ইব্ন আবূ উমর মাক্কী (র)........ আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের মাঝে এমন অনেকে আছেন যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে রমযানের সিয়াম পালন করতে পারতেন না। অতঃপর শা'বান না আসা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে থাকার কারণে তার পক্ষে কাযা আদায় করাও সম্ভব হতো না।

٢٥- بَابُ قَضَاءِ الصِّيَامِ عَنِ الْمَيِّتِ

২৫. পরিচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে সওমের কাযা আদায় করা

٢٥٦٣- وَحَدَّثَنِى هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِىُّ وَاَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

২৫৬৩. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী ও আহমদ ইব্‌ন ঈসা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রমযানের কাযা দায়িত্বে থাকা অবস্থায় যদি কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে, তার পক্ষ হতে তার অভিভাবকগণ সিয়াম পালন করবে।

٢٥٦٤- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ اِمْرَاَةً اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ اِنَّ اُمِّىْ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ فَقَالَ اَرَاَيْتِ لَوْكَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ اَكُنْتِ تَقْضِيْنَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللّٰهِ اَحَقُّ بِالْقَضَاءِ.

২৫৬৪. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র)....... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, আমার মা মৃত্যুবরণ করেছেন। তার এক মাসের সওম কাযা আছে। এ কথা শুনে তিনি বললেন, যদি তার উপর কোন ঋণ থাকত তাহলে তুমি কি তা পরিশোধ করতে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র ঋণ পরিশোধ করার অধিক উপযুক্ত।

٢٥٦٥- وَحَدَّثَنِى اَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكِيْعِىُّ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمِّىْ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ اَفَاَقْضِيْهِ عَنْهَا فَقَالَ لَوْ كَانَ عَلٰى اُمِّكَ دَيْنٌ اَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللّٰهِ اَحَقُّ اَنْ يُقْضٰى قَالَ سُلَيْمَانُ فَقَالَ الْحَكَمُ وَسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ جَمِيْعًا وَنَحْنُ جُلُوْسٌ حِيْنَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ فَقَالاَ سَمِعْنَا مُجَاهِدًا يَذْكُرُ هٰذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

২৫৬৫. আহমদ ইব্‌ন 'উমর আল ওয়াকিঈ (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার মা মৃত্যুবরণ করেছেন। তার উপর রয়েছে এক মাসের সওমের কাযা। আমি তার পক্ষ হতে এ সওমের কাযা আদায় করতে পারি কি? তিনি বললেন, যদি তোমার মায়ের উপর কোন ঋণ থাকত তাহলে তুমি তা পরিশোধ করতে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তিনি বললেন, তাহলে

আল্লাহর ঋণ পরিশোধের অধিক হকদার। সুলায়মান (র) বলেন, হাকাম ও সালামা ইব্ন কুহায়ল উভয়ে বলেছেন, যখন মুসলিম (র) হাদীসটি বর্ণনা করেছিলেন, তখন আমরা সকলে সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তারা বললেন, আমরা ঐ হাদীসটি মুজাহিদ (র)-কে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি।

٢٥٦٦- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدِ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ وَمُسْلِمِ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ.

২৫৬৬. আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٥٦٧-وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَابْنُ اَبِىْ خَلَفٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ عَبْدٌ حَدَّثَنِىْ زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِىٍّ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِىْ اُنَيْسَةَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمِّىْ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ أَفَاَصُوْمُ عَنْهَا قَالَ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلٰى اُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيْهِ أَكَانَ يُؤَدِّىْ ذٰلِكِ عَنْهَا قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَصُوْمِىْ عَنْ اُمِّكِ.

২৫৬৭. ইসহাক ইব্ন মানসূর, ইব্ন আবূ খালফ ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ রাসূল! আমার মা মৃত্যুবরণ করেছেন। তার উপর মান্নতের সওমের কাযা রয়েছে। আমি তার পক্ষ হতে এ সওম আদায় করতে পারি কি? তখন তিনি বললেন, যদি তোমার মায়ের কোন ঋণ থাকত এবং তুমি তা পরিশোধ করে দিতে, তবে তা তার পক্ষ হতে আদায় হতো কি? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমার মায়ের পক্ষ হতে তুমি সিয়াম পালন কর।

٢٥٦٨- وَحَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ اَبُو الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ بَيْنَا اَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ اَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ اِنِّىْ تَصَدَّقْتُ عَلٰى اُمِّىْ بِجَارِيَةٍ وَاِنَّهَا مَاتَتْ قَالَ فَقَالَ وَجَبَ اَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيْرَاثُ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَاَصُوْمُ عَنْهَا قَالَ صُوْمِىْ عَنْهَا قَالَتْ اِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَاَحُجُّ عَنْهَا قَالَ حُجِّىْ عَنْهَا.

২৫৬৮. আলী ইব্‌ন হুজর সা'দী (র)...... বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় জনৈকা মহিলা এসে বললেন, আমি আমার মায়ের জন্য একটি দাসী সদকা করেছিলাম। তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। একথা শুনে তিনি বললেন, তুমি তো তোমার সওয়াব পেয়ে গিয়েছ। তবে উত্তরাধিকার তোমার নিকট তা ফিরিয়ে দিয়েছে। তখন ঐ মহিলা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তার উপর একমাসের সওমের কাযা রয়েছে। আমি তার পক্ষ হতে ঐ সওম আদায় করতে পারি কি? তিনি বললেন, তুমি তার পক্ষ হতে সওম পালন কর। অতঃপর মহিলা বললেন, তিনি তো তখন হজ্জও আদায় করেননি, আমি তার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করতে পারি কি? তিনি বললেন, তুমি তার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় কর।

٢٥٦٩– وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ مُسْهِرٍ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ صَوْمُ شَهْرَيْنِ.

২৫৬৯. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। অতঃপর তিনি ইব্‌ন মুসহির (র)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। তবে তিনি বলেছেন, দুই মাসের সওম।

٢٥٧٠– وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا الثَّوْرِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ جَاءَتْ اِمْرَأَةٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ وَقَالَ صَوْمُ شَهْرٍ.

২৫৭০. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)...... বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক মহিলা নবী ﷺ-এর নিকট এলেন। অতঃপর তিনি অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক মাসের সওম।

٢٥٧١– وَحَدَّثَنِيْهِ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ سُفْيَانَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ صَوْمُ شَهْرَيْنِ.

২৫৭১. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র)...... সুফয়ান (র) থেকে এ সনদে (অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন) তবে এ হাদীসের মধ্যে দুই মাসের সওমের কথা বর্ণিত আছে।

٢٥٧٢– وَحَدَّثَنِىْ ابْنُ اَبِىْ خَلَفٍ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَطَاءٍ الْمَكِّىِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَتِ امْرَاَةٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِهِمْ وَقَالَ صَوْمُ شَهْرٍ.

২৫৭২. ইব্‌ন আবূ খালাফ (র)...... বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা নবী ﷺ-এর নিকট এলেন। তাদের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন এবং বলেন, এক মাসের সওম।

٢٦- بَابُ نُدْبِ الصَّائِمِ اِذَا دُعِيَ اِلَى الطَّعَامِ وَلَمْ يُرِدِ الاِفْطَارَ اَوْشُوْتِمَ اَوْ قُوْتِلَ اَنْ يَقُوْلَ اِنِّى صَائِمُ

২৬.পরিচ্ছেদ : সিয়াম পালনকারী ব্যক্তিকে যদি খাবার জন্য আহ্বান করা হয় এবং সে সওম ভাঙার ইচ্ছা না করে অথবা যদি তাকে গালমন্দ করা হয় বা তার সাথে কেউ ঝগড়া-বিবাদ করতে উদ্যত হয়, তখন তার জন্য বলা মুস্তাহাব যে, আমি সিয়াম পালন করছি

٢٥٧٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ رِوَايَةً وَقَالَ عَمْرُوْ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىِّ ﷺ وَقَالَ زُهَيْرُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا دُعِىَ اَحَدُكُمْ اِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمُ فَلْيَقُلْ اِنِّى صَائِمٌ.

২৫৭৩. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আমরুন-নাকিদ ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের সিয়ামরত কোন ব্যক্তিকে যদি খানা খাওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়, তবে তার বলা উচিত, আমি সওম পালনকারী।

٢٥٧٤- وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رِوَايَةً اِذَا اَصْبَحَ اَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ فَاِنِ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ اَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّى صَائِمُ اِنِّى صَائِمُ.

২৫৭৪. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের কারও যদি কোন দিন সওম পালনরত অবস্থায় ভোর হয়, তবে সে যেন স্ত্রী সম্ভোগ ও অন্যায় আচরণ না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় বা ঝগড়া-বিবাদ করে, তবে সে যেন বলে আমি সওম পালনকারী, আমি সওম পালনকারী।

٢٧- بَابُ فَضْلِ الصِّيَامِ

২৭. পরিচ্ছেদ : সিয়ামের ফযীলত

٢٥٧٥- وَحَدَّثَنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيْبِىُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِى سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ لَهُ اِلاَّ الصِّيَامَ هُوَ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهِ فَوَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلْفَةُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ.

২৫৭৫. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া তুজীবী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আদম সন্তানের যাবতীয় আমল তার নিজের জন্য কিন্তু সিয়াম, তা আমারই জন্য এবং আমিই তার প্রতিদান দিব। (রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন) যাঁর

হাতে মুহাম্মদ-এর প্রাণ, তাঁর শপথ! সিয়াম পালনকারী ব্যক্তির মুখের গন্ধ আল্লাহ্র নিকট মিশকের সুগন্ধি হতেও উৎকৃষ্ট।

٢٥٧٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ وَهُوَ الْحِزَامِيُّ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصِّيَامُ جُنَّةٌ.

২৫৭৬. আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কা'নাব ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সিয়াম হ'ল ঢাল।

٢٥٧٧- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ عَنْ اَبِيْ صَالِحِ الزَّيَّاتِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ لَهُ اِلاَّ الصِّيَامَ فَاِنَّهُ لِيْ وَاَنَا اَجْزِيْ بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ فَاِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلاَ يَسْخَبْ فَاِنْ سَابَّهُ اَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّيْ امْرُؤٌ صَائِمٌ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا اِذَا اَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَاِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ.

২৫৭৭. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আদম সন্তানের যাবতীয় আমল তার নিজের জন্য কিন্তু সিয়াম, তা আমারই জন্য। আমিই এর প্রতিদান দেব। সিয়াম হ'ল ঢাল। তোমাদের কারো সিয়াম পালনের দিন সে যেন স্ত্রীর সাথে উপগত না হয় এবং শোরগোল না করে। যদি কেউ তাকে গালমন্দ করে অথবা কেউ যদি তার সাথে ঝগড়া-বিবাদ করে, তবে সে যেন বলে, আমি একজন সওম পালনকরী। যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, তাঁর শপথ! সিয়াম পালনকারী ব্যক্তির মুখের গন্ধ কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট মিশকের সুগন্ধির চেয়েও অধিক উত্তম। সিয়াম সাধনাকারী ব্যক্তির খুশির বিষয় দু'টি, যখন সে ইফতার করলো তখন ইফতার-এর কারণে সে আনন্দ লাভ করল এবং যখন সে তার রবের সাথে মিলিত হবে, তখন সে তার সওমের কারণে আনন্দিত হবে।

٢٥٧٨- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اِلاَّ الصَّوْمَ فَاِنَّهُ لِيْ وَاَنَا اَجْزِيْ بِهٖ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ اَجْلِيْ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهٖ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهٖ وَلَخُلُوْفُ فِيْهِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ.

২৫৭৮. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আদম সন্তানের প্রতিটি আমল দশ গুণ থেকে সাতশত গুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, কিন্তু সওম; সওম আমার জন্য এবং আমিই এর প্রতিদান দিব। কারণ সে আমারই জন্য তার কামাচার এবং পানাহার বর্জন করে। সওম পালনকারী ব্যক্তির জন্য খুশির বিষয় দু'টি। একটি খুশি ইফতারের সময়, আরকটি খুশি তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষতের সময়। তার মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর কাছে মিশকের সুগন্ধির চেয়েও অধিক উৎকৃষ্ট।

٢٥٧٩- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِيْ سِنَانٍ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَاَبِيْ سَعِيْدٍ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُوْلُ اِنَّ الصَّوْمَ لِيْ وَاَنَا اَجْزِيْ بِهٖ اِنَّ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَيْنِ اِذَا اَفْطَرَ فَرِحَ وَاِذَا لَقِيَ اللّٰهَ فَرِحَ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ.

২৫৭৯. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ হুরায়রা ও আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ ত'আলা ইরশাদ করেন, সওম আমারই জন্য এবং আমিই এর প্রতিদান দিব। সওম পালনকারী ব্যক্তির খুশির সময় দু'টি। যখন ইফতার করবে, তখন খুশি হবে এবং যখন আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত করবে, তখন খুশি হবে। যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, তাঁর শপথ! সওম পালনকারী ব্যক্তির মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশকের সুগন্ধির চেয়েও অধিক উত্তম।

٢٥٨٠- وَحَدَّثَنِيْهِ اِسْحٰقُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَلِيْطٍ الْهُذَلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِيْ ابْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ وَهُوَ اَبُوْ سِنَانٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ قَالَ وَقَالَ اِذَا لَقِيَ اللّٰهَ فَجَزَاهُ فَرِحَ.

২৫৮০. ইসহাক ইব্‌ন উমর ইব্‌ন সুলায়ত হুযালী (র)...... সিনানের পিতা যিরার ইব্‌ন মুররা (রা)-এর সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। তবে এ হাদীসে আছে, "যখন সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে, তখন আল্লাহ তাকে প্রতিদান দিবেন; এতে সে আনন্দিত হবে।"

٢٥٨١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ وَهُوَ الْقَطَوَانِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ بِلاَلٍ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ اَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ اَيْنَ الصَّائِمُوْنَ فَيَدْخُلُوْنَ مِنْهُ فَاِذَا دَخَلَ اٰخِرُهُمْ اُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ اَحَدٌ.

২৫৮১. আবূ বকর ইাব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জান্নাতের মধ্যে রায়্যান নামক একটি দরজা আছে। কিয়ামতের দিন এটি দিয়ে সিয়াম পালনকারী লোকেরা (জান্নাতে) প্রবেশ করবে। তাদের ছাড়া আর কেউ তাদের সঙ্গে এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। তাদেরকে বলা হবে- সিয়াম পালনকারী লোকেরা কোথায়? অতঃপর তারা সে দরজা দিয়ে

(জান্নাতে) প্রবেশ করাবে। তাদের শেষ লোকটি প্রবেশ করার পরই দরজাটি বন্ধ করে দেওয়া হবে। এরপর আর কেউ প্রবেশ করবে না

٢٨- بَابُ فَضْلِ الصِّيَامِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لِمَنْ يُّطِيْقُهٗ بِلاَضَرَرٍ وَلاَ تَفْوِيْتِ حَقٍّ

২৮. পরিচ্ছেদ : ক্ষতিগ্রস্থ না হলে এবং কারও হক নষ্ট না হলে জিহাদের অভিযানে সামর্থ্যবান ব্যক্তির সিয়াম পালন করার ফযীলত

٢٥٨٢- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ اَبِىْ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُوْمُ يَوْمًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِلاَّ بَاعَدَ اللّٰهُ بِذٰلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهٗ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا.

২৫৮২. মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ্ ইব্ন মুহাজির (র)...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর পথে (জিহাদ অভিযানে) একদিন সওম পালন করে, তবে সেই দিনের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তার মুখমন্ডলকে জাহান্নামের আগুন থেকে সত্তর বছরের দূরত্ব রাখবেন।

٢٥٨٣- وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى الدَّرَ اوَرْدِىَّ عَنْ سُهَيْلٍ بِهٰذَا الاِسْنَادِ.

২৫৮৩. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)...... সুহায়ল (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন।

٢٥٨٤- وَحَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ وَسُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ اَنَّهُمَا سَمِعَا النُّعْمَانَ بْنَ اَبِىْ عَيَّاشٍ الزُّرَقِىَّ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بَاعَدَ اللّٰهُ وَجْهَهٗ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا.

২৫৮৪. ইসহাক ইব্ন মানসূর ও আবদুর রহমান ইব্ন বিশ্র আবদী (র)...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে (জিহাদ অভিযানে) একদিন সওম পালন করবে, আল্লাহ তা'আলা তার মুখমন্ডলকে জাহান্নামের আগুন থেকে সত্তর বছরের ব্যবধানে রাখবেন।

٢٩- بَابُ جَوَازِ صَوْمِ النَّافِلَةِ بِنِيَّةٍ مِّنَ النَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَجَوَازِ فِطْرِ الصَّائِمِ نَفْلاً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ.

২৯. পরিচ্ছেদ : নফল সিয়াম পালনকারী ব্যক্তির জন্য দ্বিপ্রহরের পূর্বে সওমের নিয়্যত করা বৈধ। নফল সওম পালনকারী ব্যক্তির জন্য বিনা ওযরে সওম ভঙ্গ করা জায়েয। অবশ্য সওম পূর্ণ করা তার জন্য উত্তম

٢٥٨٥- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّثَتْنِىْ عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

ذَاتَ يَوْمٍ يَا عَائِشَةُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ قَالَ فَإِنِّيْ صَائِمٌ قَالَتْ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَأُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ قَالَتْ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ وَقَدْ خَبَأْتُ لَكَ شَيْئًا قَالَ مَا هُوَ قُلْتُ حَيْسٌ قَالَ هَاتِيْهِ فَجِئْتُ بِهِ فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ قَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِمًا قَالَ طَلْحَةُ فَحَدَّثْتُ مُجَاهِدًا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ ذَاكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا.

২৫৮৫. আবূ কামিল ফুযায়ল ইব্ন হুসায়ন (র)...... উম্মুল মুমিনীন 'আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, হে আয়েশা! তোমার নিকট (খাওয়ার মত) কোন কিছু আছে কি? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার নিকট কিছুই নেই। তখন তিনি বললেন, তাহলে আমি সিয়াম পালন করছি। আয়েশা (রা) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বাইরে চলে গেলেন। ইত্যবসরে আমাদের নিকট কিছু হাদিয়া আসল কিংবা তিনি বলেছেন, দর্শনার্থী কতিপয় লোক আমাদের নিকট আসলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিরে আসলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কিছু হাদিয়া দেয়া হয়েছে কিংবা তিনি বলেছেন, কতিপয় দর্শনার্থী আমাদের নিকট এসেছেন। আমি আপনার জন্য কিছু খাবার সযত্নে রেখে দিয়েছি। তিনি বললেন, তা কি? আমি বললাম, হায়স (অর্থৎ ঘি এবং পণির মিশ্রিত খেজুর)। তিনি বললেন, নিয়ে আস। তখন আমি তা নিয়ে এলাম। তিনি তা খেলেন। তারপর বললেন, আমি ভোরে সিয়াম পালনের নিয়্যত করেছিলাম। বর্ণনাকারী তালহা (র) বলেন, আমি এ হাদীস মুজাহিদ (র)-এর নিকট বর্ণনা করার পর তিনি বললেন, এ কাজটি ঐ ব্যক্তির মত, যে তার মাল থেকে সদকা আলাদা করল। সে ইচ্ছা করলে তা দান করতে পারে, আর ইচ্ছা করলে রেখেও দিতে পারে।

٢٥٨٦- وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيٰى عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَقُلْنَا لَا قَالَ فَإِنِّيْ إِذَنْ صَائِمٌ ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ أَرِيْنِيْهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكَلَ.

২৫৮৬. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ আমার নিকট এসে বললেন, তোমাদের নিকট কোন কিছু আছে কি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তাহলে আমি সিয়াম পালন করছি। এরপর আরেক দিন তিনি আমাদের কাছে এলেন। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের জন্য হায়স (ঘি এবং পণির মিশ্রিত খেজুরা) হাদিয়া পাঠান হয়েছে। তিনি বললেন, তুমি তা আমাকে দেখাও, আমার তো ভোর হয়েছে সায়েম অবস্থায়। তারপর তিনি তা আহার করলেন।

٣٠- بَابُ اَكْلِ النَّاسِيْ وَشُرْبِهٖ وَجِمَاعِهٖ لَا يُفْطِرُ

৩০. পরিচ্ছেদ : ভুলক্রমে পানাহার ও স্ত্রী সম্ভোগে সওম ভঙ্গ হবে না

٢٥٨٧- وَحَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هِشَامٍ الْقُرْدُوْسِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَاَكَلَ اَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهٗ فَاِنَّمَا اَطْعَمَهُ اللّٰهُ وَسَقَاهُ.

২৫৮৭. 'আমর ইব্‌ন মুহাম্মদ নাকিদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সিয়াম পালনকারী যদি ভুলক্রমে খায় বা পান করে, তবে সে তার সওম পূর্ণ করবে। কেননা আল্লাহ তা'আলাই তাকে আহার করিয়েছেন ও পান করিয়েছেন।

٣١- بَابُ صِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ غَيْرِ رَمَضَانَ وَاسْتِحْبَابِ اَلاَّ يَخْلِيَ شَهْرٌ مِنْ صَوْمٍ

৩১. পরিচ্ছেদ : রমযান ব্যতীত অন্য মাসেও নবী ﷺ-এর সওম পালন এবং কোন মাস সওম পালন থেকে খালি না থাকা মুস্তাহাব

٢٥٨٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ هَلْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصُوْمُ شَهْرًا مَعْلُوْمًا سِوٰى رَمَضَانَ قَالَتْ وَاللّٰهِ اِنْ صَامَ شَهْرًا مَعْلُوْمًا سِوٰى رَمَضَانَ حَتّٰى مَضٰى لِوَجْهِهٖ وَلَا اَفْطَرَهٗ حَتّٰى يُصِيْبَ مِنْهُ.

২৫৮৮. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)....... আবদুল্লাহ ইবন শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, নবী ﷺ রমযান ব্যতীত অন্য কোন সময়ে পূর্ণ মাস সাওম পালন করছেন কি? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! রমযান ব্যতীত অন্য সময়ে তিনি পূর্ণ মাস সাওম পালন করেননি। পরিশেষে এভাবেই তিনি ইনতিকাল করেছেন। আবার কিছু সওম পালন ব্যতীত তিনি পূর্ণ মাস সওম ভংগও করেননি।

٢٥٨٩- وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا كَهْمَسُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ شَهْرًا كُلَّهٗ قَالَتْ مَا عَلِمْتُهٗ صَامَ شَهْرًا كُلَّهٗ اِلاَّ رَمَضَانَ وَلَا اَفْطَرَهٗ كُلَّهٗ حَتّٰى يَصُوْمَ مِنْهُ حَتّٰى مَضٰى لِسَبِيْلِهٖ ﷺ.

২৫৮৯. 'উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মু'আয (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি পূর্ণ মাস সওম (নফল) পালন করেছেন? তিনি বললেন, আমার জানামতে তিনি রমযান ব্যতীত পূর্ণ মাস সওম পালন করেননি এবং তিনি কিছু সওম পালন না করে পূর্ণ মাস সওমবিহীনও থাকেননি। পরিশেষ এভাবেই তিনি ইন্তিকাল করেছেন।

٢٥٩٠- وَحَدَّثَنِى اَبُوْ الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ وَهِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ حَمَّادٌ وَاَظُنُّ اَيُّوْبَ قَدْ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ يَصُوْمُ حَتّٰى نَقُوْلَ قَدْ صَامَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتّٰى نَقُوْلَ قَدْ اَفْطَرَ قَدْ اَفْطَرَ قَالَتْ وَمَا رَأَيْتُهُ صَامَ شَهْرًا كَامِلاً مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ رَمَضَانَ .

২৫৯০. আবুর-রাবী যাহরানী (র)...... আবদুল্লাহ ইব্ন শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর কাছে নবী ﷺ-এর সওম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তিনি সওম পালন করতেন, এমনকি আমরা বলতাম, তিনি সওম পালন করেই যাবেন। আবার তিনি সওমবিহীন থাকতেন, এমনকি আমরা বলাবলি করতাম, তিনি সিয়াম ভংগ করেই যাবেন (আর সিয়াম পালন করবেন না)। তিনি (আরও) বলেন, মদীনায় আগমনের পর থেকে আমি তাঁকে রমযান ব্যতীত পূর্ণ মাস সওম পালন করতে দেখিনি।

٢٥٩١- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِى الْاِسْنَادِ هِشَامًا وَلاَ مُحَمَّدًا .

২৫৯১. কুতায়বা (র)...... আবদুল্লাহ ইব্ন শাকীক (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ কিন্তু তিনি এই সনদে হিশাম ও মুহাম্মদের নাম উল্লেখ করেন নি।

٢٥٩٢- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ اَبِى النَّضْرِ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ حَتّٰى نَقُوْلَ لاَ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتّٰى نَقُوْلَ لاَ يَصُوْمُ وَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ اِلاَّ رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِىْ شَهْرٍ اَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِىْ شَعْبَانَ .

২৫৯২. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একাধারে (নফল) সওম পালন করে যেতেন। এমনকি আমরা বলাবলি করতাম, হয়ত তিনি সওম ছাড়বেন না। আবার কখনও তিনি একাধারে (দীর্ঘদিন) সওমবিহীন থাকতেন। এমনকি আমরা বলাবলি করতাম, হয়ত তিনি আর সওম পালন করবেন না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একমাত্র রমযান মাস ছাড়া কখনও পূর্ণ মাস সওম পালন করতে দেখিনি। আমি তাঁকে শা'বান মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসে অধিক সংখ্যক (নফল) সওম পালন করতেও দেখিনি।

٢٥٩٣- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَبِيْدٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ يَصُوْمُ حَتّٰى نَقُوْلَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتّٰى نَقُوْلَ قَدْ اَفْطَرَ وَلَمْ اَرَهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرٍ قَطُّ اَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ كُلَّهُ كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ اِلاَّ قَلِيْلاً .

২৫৯৩. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আমরুন-নাকিদ (র)...... আবূ সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সওম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একাধারে সওম পালন করে যেতেন, এমনকি আমরা বলতাম, তিনি সওম পালন করেছেন (আর কখনও ভংগ করবেন না)। আবার কখনও তিনি সওম ছেড়ে দিতেন, এমনকি আমরা বলতাম, তিনি সওম ছেড়ে দিয়েছেন (আর কখনও সওম পালন করবেন না)। আমি তাঁকে শা'বান মাস ছাড়া অন্য কোন মাসে এত অধিক (নফল) সওম পালন করতে দেখিনি। তিনি যেন গোটা শা'বান মাসই সওম পালন করতেন। তিনি সামান্য (কয়টি দিন) ব্যতীত গোটা শাবান মাস সওম পালন করতেন।

٢٥٩٤- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الشَّهْرِ مِنَ السَّنَةِ اَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِىْ شَعْبَانَ وَكَانَ يَقُوْلُ خُذُوْا مِنَ الْاَعْمَالِ مَا تُطِيْقُوْنَ فَاِنَّ اللّٰهَ لَنْ يَّمَلَّ حَتّٰى تَمَلُّوْا وَكَانَ يَقُوْلُ اَحَبُّ الْعَمَلِ اِلَى اللّٰهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهٗ وَاِنْ قَلَّ.

২৫৯৪. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ শা'বান মাস ব্যতীত বছরের অন্য কোন মাসে এত অধিক সওম পালন করতেন না। তিনি বলতেন : "তোমরা যথাসাধ্য অধিক পরিমাণে ভাল কাজ কর। কারণ আল্লাহ তা'আলা সওয়াব দিতে কখনও ক্লান্ত হন না, বরং তোমরাই আমল করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়।" তিনি আরও বলতেন : "বান্দা যে কাজ নিরবচ্ছিন্নভাবে করতে পারে, তাই আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়—তা পরিমাণে কম হলেও।"[১]

٢٥٩٥- حَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا صَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَهْرًا كَامِلاً قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ وَكَانَ يَصُوْمُ اِذَا صَامَ حَتّٰى يَقُوْلَ الْقَائِلُ لاَ وَاللّٰهِ لاَ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ اِذَا اَفْطَرَ حَتّٰى يَقُوْلَ الْقَائِلُ لاَ وَاللّٰهِ لاَ يَصُوْمُ.

২৫৯৫. আবুর-রাবী 'যাহরানী (র)...... 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একমাত্র রমযান মাস ব্যতীত কখনও পূর্ণমাস সওম পালন করেন নি। তিনি যখন (নফল) সওম পালন করতেন তা একাধারে করে যেতেন। এমনকি লোক মনে করত; না, আল্লাহর শপথ! তিনি আর সওম ছাড়বেন না। আবার কখনও তিনি সওম পালন করা হতে বিরত থাকতেন। যাতে লোকেরা মনে করত; না, আল্লাহ শপথ ! তিনি হয়ত আর সওম পালন করবেন না।

---

১. কেবল রমযানের পূর্ণ মাস সওম পালন করার জন্য মুসলমানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মহানবী ﷺ প্রতি মাসেই কয়েক দিন করে নফল সওম পালন করতেন। কিন্তু শা'বান মাসে সর্বাধিক সংখ্যক সওম পালন করতেন। কারণ শা'বান মাস হচ্ছে রমযান মাসের জন্য প্রস্তুতি নেয়ার মাস ।

٢٥٩٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاَبُوْا بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ غُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِى بِشْرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ.

২৫৯৬. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার ও আবূ বকর ইব্ন নাফি' (র)........ আবূ বিশর (র) এই সনদ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন ও বলেছেন, "তিনি মদীনায় আসার পর থেকে কখনও একাধারে পূর্ণ মাস সওম পালন করেন নি।"

٢٥٩٧- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ الْاَنْصَارِىُّ قَالَ سَأَلْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ صَوْمِ رَجَبٍ وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ فِىْ رَجَبٍ فَقَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ حَتّٰى نَقُوْلَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتّٰى نَقُوْلَ لَا يَصُوْمُ.

২৫৯৭. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও ইব্ন নুমায়র (র)....... উসমান ইব্ন হাকীম আনসারী (র) বলেন, আমি সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র)-এর কাছে রজব মাসে সওম পালন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তখন ছিল রজব মাস। তিনি উত্তরে বললেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ সওম পালন করে যেতেন-এমনকি আমরা মনে করতাম, তিনি হয়ত আর সওম ছাড়বেন না। আবার কখনও তিনি সওম থেকে বিরত থাকতেন—এমনকি আমরা মনে করতাম, তিনি হয়ত আর সওম পালন করবেন না।

٢٥٩٨- وَحَدَّثَنِيْهِ عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ كِلَاهُمَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ فِىْ هٰذَا الْاِسْنَادِ بِمِثْلِهِ.

২৫৯৮. আলী ইব্ন হুজ্র ও ইবরাহীম ইব্ন মূসা (র)...... উসমান ইব্ন হাকীম (র)-এর সূত্রে এই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে ।

٢٥٩٩- وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ اَبِىْ خَلَفٍ قَالَا حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ ح وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَصُوْمُ حَتّٰى يُقَالَ قَدْ صَامَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتّٰى يُقَالَ قَدْ اَفْطَرَ قَدْ اَفْطَرَ.

২৫৯৯. যুহায়র ইব্ন হারব, ইব্ন আবূ খালাফ ও আবূ বকর ইব্ন নাফি' (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সওম পলন করে যেতেন, এমনকি বলা হতো তিনি সওম পালন করে যাচ্ছেন, তিনি সওম পালন করে যাচ্ছেন। আবার তিনি সওম পালন হতে বিরত থাকতেন, এমনকি বলা হতো, তিনি বিরত থাকছেন, তিনি বিরত থাকছেন।

٣٢- بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ لِمَنْ تَضَرَّرَ بِهِ أَوْفَوْتِ بِهِ حَقًّا أَوْ لَمْ يُفْطِرِ الْعِيْدَيْنِ وَالتَّشْرِيْقَ وَبَيَانِ تَفْضِيْلِ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ.

৩২. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তির পক্ষে ক্ষতির আশংকা থাকে অথবা কারো হক নষ্ট করার আশংকা থাকে অথবা উভয় ঈদ ও তাকবীরে তাশরীকের দিনগুলোতে সওম ছাড়ে না, এরূপ ব্যক্তির পক্ষে সারা বছর সওম পালন করা নিষেধ এবং একদিন সওম পালন করা ও একদিন পালন না করার ফযীলত

٢٦٠٠- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ وَهْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ح وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ أُخْبِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ يَقُوْلُ لَأَقُوْمَنَّ اللَّيْلَ وَلَأَصُوْمَنَّ النَّهَارَ مَا عِشْتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْتَ الَّذِيْ تَقُوْلُ ذٰلِكَ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ قُلْتُهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيْعُ ذٰلِكَ فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَنَمْ وَقُمْ وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَذٰلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ قَالَ قُلْتُ فَإِنِّيْ أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ قَالَ قُلْتُ فَإِنِّيْ أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا وَذٰلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ قَالَ قُلْتُ فَإِنِّيْ أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو لَأَنْ أَكُوْنَ قَبِلْتُ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامَ الَّتِيْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِيْ وَمَالِيْ.

২৬০০. আবুত -তাহির ও হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (রা)...... 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অবহিত করা হল যে, তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, আমি অবশ্য সারারাত সালাত আদায় করব এবং দিনে সওম পালন করব- যতদিন জীবিত থাকি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি একথা বলেছ? আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমিই একথা বলেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি তা করতে সক্ষম হবে না। অতএব তুমি সওম পালন কর ও ছেড়ে দাও এবং ঘুমাও, আবার জেগে ইবাদত কর। তুমি প্রতি মাসে তিন দিন সওম পালন কর। কারণ প্রতিটি নেকীর বিনিময়ে তার দশগুণ সওয়াব রয়েছে। আর এটা পূর্ণ বছর সওম পালন করার সমতুল্য। আমি বললাম, আমার এর চেয়েও অধিক পরিমাণ করার সামর্থ্য আছে। তিনি বললেন, তাহলে একদিন সওম পালন করে দুইদিন ছেড়ে দাও। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এর চেয়েও অধিক করার সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন, তাহলে তুমি একদিন সওম পালন কর, একদিন ছেড়ে দাও। আর এটাই হচ্ছে দাউদ (আ)-এর সওম এবং তা সর্বোত্তম সওম। আমি বললাম, আমি আরও অধিক করতে সক্ষম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এর চেয়ে উত্তম কিছু নেই। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন, আমি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথামত প্রতি মাসে তিন দিন সওম পালন করার নিয়ম গ্রহণ করতাম, তবে তা আমার জন্য পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের তুলনায় অধিক পসন্দনীয় হতো।

٢٦٠١- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوْمِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ انْطَلَقْتُ اَنَا وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ حَتّٰى نَأْتِيَ اَبَا سَلَمَةَ فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهِ رَسُوْلاً فَخَرَجَ عَلَيْنَا وَاِذَا عِنْدَ بَابِ دَارِهِ مَسْجِدٌ قَالَ فَكُنَّا فِي الْمَسْجِدِ حَتّٰى خَرَجَ اِلَيْنَا فَقَالَ اِنْ تَشَاءُوْا اَنْ تَدْخُلُوْا وَاِنْ تَشَاءُوْا اَنْ تَقْعُدُوْا هٰهُنَا قَالَ فَقُلْنَا لاَ بَلْ نَقْعُدُ ههُنَا فَحَدِّثْنَا قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ كُنْتُ اَصُوْمُ الدَّهْرَ وَاَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كُلَّ لَيْلَةٍ قَالَ فَاِمَّا ذُكِرْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَاِمَّا اَرْسَلَ اِلَيَّ فَاَتَيْتُهُ فَقَالَ لِيْ اَلَمْ اُخْبَرْ اَنَّكَ تَصُوْمُ الدَّهْرَ وَتَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فَقُلْتُ بَلٰى يَانَبِيَّ اللّٰهِ وَلَمْ اُرِدْ بِذٰلِكَ اِلاَّ الْخَيْرَ قَالَ فَاِنَّ بِحَسْبِكَ اَنْ تَصُوْمَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اِنِّيْ اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَاِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا قَالَ فَصُمْ صَوْمَ دَاودَ نَبِيِّ اللّٰهِ (عَلَيْهِ السَّلاَمِ) فَاِنَّهُ كَانَ اَعْبَدَ النَّاسِ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ وَمَا صَوْمُ دَاودَ قَالَ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ وَاقْرَإِ الْقُرْاٰنَ فِيْ كُلِّ شَهْرٍ قَالَ قُلْتُ يَانَبِيَّ اللّٰهِ اِنِّيْ اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَاقْرَأْهُ فِيْ كُلِّ عِشْرِيْنَ قَالَ قُلْتُ يَانَبِيَّ اللّٰهِ اِنِّيْ اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَاقْرَأْهُ فِيْ كُلِّ عَشْرٍ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اِنِّيْ اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَاقْرَأْهُ فِيْ كُلِّ سَبْعٍ وَلاَ تَزِدْ عَلٰى ذٰلِكَ فَاِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا قَالَ فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ قَالَ وَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ اِنَّكَ لاَ تَدْرِيْ لَعَلَّكَ يَطُوْلُ بِكَ عُمْرٌ قَالَ فَصِرْتُ اِلَى الَّذِيْ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا كَبِرْتُ وَدِدْتُ اَنِّيْ كُنْتُ قَبِلْتُ رُخْصَةَ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ .

২৬০১. আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ রূমী (র)...... ইয়াহ্‌য়া (র) বলেন, আমি ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াযীদ রওনা হয়ে আবূ সালামার নিকট গেলাম। আমরা তাঁর কাছে একজন লোক পাঠালাম। তিনি বের হয়ে আমাদের নিকট এলেন। তাঁর বাড়ির সামনেই ছিল মসজিদ এবং আমরা সেখানেই তাঁর অপেক্ষায় ছিলাম। তিনি বললেন, তোমরা ইচ্ছা করলে আমার বড়িতেও যেতে পার, আর চাইলে এখানেও বসতে পার। আমরা বললাম, না, বরং আমরা এখানেই বসি এবং আপনি আমাদের (হাদীস) বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, আমার কাছে আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা) বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমি সারা বছর সওম পালন করতাম এবং সারারাত কুরআন পাঠ করতাম। একথা হয় নবী ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করা হয়েছে অথবা তিনি বলেছেন : (অধঃস্তন রাবীর সন্দেহ) আমাকে ডেকে পাঠান হয়েছে। আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে বললেন, আমাকে অবহিত করা হয়েছে যে, তুমি সারা বছর সওম পালন কর এবং সারারাত কুরআন পাঠ কর? আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! হ্যাঁ, এবং আমি এরদ্বারা কল্যাণ লাভেরই প্রত্যাশী। তিনি বললেন, তাহলে প্রতি মাসে তিন দিন সওম পালন করাই তোমার জন্য যথেষ্ট। আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমি এর চেয়েও অধিক সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন :

তোমার উপর তোমার স্ত্রীর অধিকার রয়েছে, তোমার সাক্ষাতপ্রার্থীর তোমার উপর অধিকার রয়েছে এবং তোমার দেহেরও তোমার উপর অধিকার রয়েছে। অতএব আল্লাহর নবী দাঊদ (আ)-এর সওম পালন কর। কারণ তিনি ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বাধিক ইবাদতকারী। আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! দাঊদ (আ)-এর সওম কি? তিনি বললেন : তিনি একদিন সওম পালন করতেন, একদিন ছেড়ে দিতেন। তিনি আরও বললেন, তুমি প্রতি মাসে একবার (পূর্ণ) কুরআন তিলাওয়াত খতম কর। আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমি এর চেয়েও অধিক পড়তে সক্ষম। তিনি বললেন : তাহলে প্রতি বিশ দিনে একবার কুরআন খতম কর। আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমি এর চেয়েও অধিক পড়তে সক্ষম। তিনি বললেন, তাহলে দশদিনে একবার কুরআন খতম কর। আমি বললাম : হে আল্লাহর নবী! আমি এর চেয়েও বেশি পড়তে সক্ষম। তিনি বললেন : তাহলে সপ্তাহে একবার কুরআন খতম কর, এর অধিক নয়। কারণ তোমার উপর তোমার স্ত্রীর অধিকার আছে, তোমার দেহেরও অধিকার আছে। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি নিজের উপর কঠোরতা করেছি, ফলে আমি কঠোরতায় নিক্ষিপ্ত হয়েছি। নবী ﷺ আমাকে আরও বললেন, "তুমি জান না, হয়ত তুমি দীর্ঘজীবি হবে।" অতএব নবী ﷺ আমাকে যা বলেছেন আমি তা গ্রহণ করলাম। আমি যখন বার্ধক্যে উপনীত হলাম, তখন আকাঙ্ক্ষা করলাম : আহা, আমি যদি নবী ﷺ-এর দেয়া অবকাশ গ্রহণ করতাম!

٢٦٠٢- وحَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِيْهِ بَعْدَ قَوْلِهِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا فَذَٰلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ وَقَالَ فِي الْحَدِيْثِ قُلْتُ وَمَا صَوْمُ نَبِيِّ اللّٰهِ دَاوُدَ قَالَ نِصْفُ الدَّهْرِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيْثِ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ شَيْئًا وَلَمْ يَقُلْ وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلٰكِنْ قَالَ وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا.

২৬০২. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আবূ কাসীর (র) থেকে এই সনদে পূর্বোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে এই সূত্রে "প্রতি মাসে তিন দিন সাওম পালন কর" কথার পর আরও আছে, "কেননা তোমার জন্য প্রতিটি ভাল কাজের পরিবর্তে তার দশগুণ প্রতিদান রয়েছে। অতএব তা একবছর সাওম পালনের সমানই হল।" এই হাদীসে আরও উল্লেখ আছ, "আমি (আবদুল্লাহ) বললাম, আল্লাহর নবী দাঊদ (আ)–এর সওম কিরূপ ছিল? তিনি বললেন, অর্ধ বছর (সাওম পালন করা)।" এই সূত্রে কুরআন তিলাওয়াত সর্ম্পকে কিছু উল্লেখ নাই এবং নবী ﷺ-এর একথাও উল্লেখ নাই, "তোমার স্ত্রীরও অধিকার রয়েছে।" বরং এতে উল্লেখ আছে,"তোমার উপর তোমার সন্তানেরও অধিকার রয়েছে।"

٢٦٠٣- حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلٰى بَنِيْ زُهْرَةَ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ وَأَحْسِبُنِيْ قَدْ سَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اقْرَأِ الْقُرْاٰنَ فِيْ كُلِّ شَهْرٍ قَالَ قُلْتُ إِنِّيْ أَجِدُ قُوَّةً قَالَ فَاقْرَأْهُ فِيْ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً قَالَ قُلْتُ إِنِّيْ أَجِدُ قُوَّةً قَالَ فَاقْرَأْهُ فِيْ سَبْعٍ وَلَا تَزِدْ عَلٰى ذٰلِكَ.

২৬০৩. কাসিম ইব্‌ন যাকারিয়া (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন, তুমি প্রতি মাসে একবার কুরআন খতম কর। আমি বললাম, আমার এর অধিক সামর্থ্য আছে। তিনি বললেন, প্রতি বিশ দিনে একবার কুরআন খতম কর। আমি বললাম, আমার এর অধিক সামর্থ্য আছে। তিনি বললেন, তাহলে প্রতি সপ্তাহে একবার কুরআন খতম কর, এর অধিক নয়।

٢٦٠٤– وَحَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْاَزْدِىُّ حَدَّثَنَا عَمْرُوْ بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ قِرَاءَةً قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ ابْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللّٰهِ لاَ تَكُنْ بِمِثْلِ فُلاَنٍ كَانَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ.

২৬০৪. আহমদ ইব্‌ন ইউসূফ আযদী (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইবনুল আস (র) থেকে বণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হে আবদুল্লাহ! তুমি অমুক ব্যক্তির মত হয়ো না, যে সারা রাত জেগে ইবাদত করত, পরে তা পরিত্যাগ করে।

٢٦٠٥– وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يَزْعُمُ اَنَّ اَبَا الْعَبَّاسِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُوْلُ بَلَغَ النَّبِىَّ ﷺ اَنِّىْ اَصُوْمُ اَسْرُدُ وَاُصَلِّى اللَّيْلَ فَاِمَّا اَرْسَلَ اِلَىَّ وَاِمَّا لَقِيْتُهُ فَقَالَ اَلَمْ اُخْبَرْ اَنَّكَ تَصُوْمُ وَلاَ تُفْطِرُ وَتُصَلِّى اللَّيْلَ فَلاَ تَفْعَلْ فَاِنَّ لِعَيْنِكَ حَظًّا وَلِنَفْسِكَ حَظًّا وَلاَهْلِكَ حَظًّا فَصُمْ وَاَفْطِرْ وَصَلِّ وَنَمْ وَصُمْ مِنْ كُلِّ عَشْرَةِ اَيَّامٍ يَوْمًا وَلَكَ اَجْرُ تِسْعَةٍ قَالَ اِنِّىْ اَجِدُنِىْ اَقْوٰى مِنْ ذٰلِكَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ قَالَ فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ (عَلَيْهِ السَّلاَمُ) قَالَ وَكَيْفَ كَانَ دَاوُدُ يَصُوْمُ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ قَالَ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلاَ يَفِرُّ اِذَا لاَقٰى قَالَ مَنْ لِىْ بِهٰذِهِ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ قَالَ عَطَاءٌ فَلاَ اَدْرِىْ كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الْاَبَدِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَصَامَ مَنْ صَامَ الْاَبَدَ لاَصَامَ مَنْ صَامَ الْاَبَدَ لاَصَامَ مَنْ صَامَ الْاَبَدَ.

২৬০৫. মুহম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইবনুল আস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর কাছে একথা পৌঁছল যে, আমি একাধারে সওম পালন করে যাচ্ছি এবং রাতে সালাত আদায় করে চলছি। অতএব তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন অথবা (রাবীর সন্দেহ) আমি তাঁর সাথে সাক্ষাত করলাম। তিনি বললেন, আমাকে আবহিত করা হয়েছে যে, তুমি সওম পালন করে যাচ্ছ এবং তা ছাড়ছ না এবং রাত্রব্যাপী সালাত আদায় করে চলেছ? তুমি (এরূপ) করো না। কেননা তোমার চোখের একটি প্রাপ্য রয়েছে, তোমার দেহের প্রাপ্য রয়েছে এবং তোমার স্ত্রীর প্রাপ্য রয়েছে। অতএব সওম পালন কর এবং ছেড়ে দাও, সালাত আদায় কর আবার ঘুমাতে যাও। প্রতি দশ দিনে একদিন সওম পালন কর, এতে তুমি নয় দিন সওম পালনের সাওয়াব পাবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমি নিজেকে এর চেয়ে বেশি সামর্থ্যবান মনে করি। তিনি বললেন, তাহলে দাউদ (আ)-এর মত সওম পালন কর। আমি বললাম, দাউদ (আ) কিভাবে সওম পালন করতেন? তিনি বললেন, তিনি

একদিন সওম পালন করতেন, একদিন ছেড়ে দিতেন এবং (যুদ্ধক্ষেত্র থেকে) পলায়ন করতেন না যখন (শত্রু বাহিনীর) সম্মুখীন হতেন। আবদুল্লাহ (র) বললেন, হে আল্লাহর নবী! কে আমার জন্য এসবের যামিন হবে? অধঃস্তন রাবী আতা (র) বলেন, একাধারে সওমের কথা কীভাবে উল্লেখ করেছেন, তা আমি জানি না। নবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি সর্বদা সওম পালন করে, সে মূলত সওম পালন করেনি। যে সর্বদা সওম পালন করল, সে মূলত সওম পালন করেনি, যে ব্যক্তি সর্বদা সওম পালন করল, সে মূলত সওম পালন করেনি।

٢٦٠٦- وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ اِنَّ اَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ اَخْبَرَهُ قَالَ مُسْلِمٌ اَبُوْ الْعَبَّاسِ السَّائِبُ بْنُ فَرُّوْخَ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ ثِقَةٌ عَدْلٌ.

২৬০৬. মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম (র)...... ইব্ন জুরায়জ (র) থেকে এই সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং তিনি বলেছেন, আবূ আব্বাস শায়র (র) তাকে অবহিত করেছেন। ইমাম মুসলিম বলেন, তিনি হলেন আবূ আব্বাস আস-সায়েব ইব্ন ফাররূখ। তিনি মক্কার অধিবাসী এবং বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য ছিলেন।

٢٦٠٧- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيْبٍ سَمِعَ اَبَا الْعَبَّاسِ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو اِنَّكَ لَتَصُوْمُ الدَّهْرَ وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ وَاِنَّكَ اِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ وَنَهِكَتْ لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الْاَبَدَ صَوْمُ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ صَوْمُ الشَّهْرِ كُلِّهِ قُلْتُ فَاِنِّيْ اُطِيْقُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلاَ يَفِرُّ اِذَا لاَقٰى.

২৬০৭. উবায়দুল্লাহ ইব্ন মু'আয (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, হে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর! তুমি তো একাধারে সওম পালন করে যাচ্ছ। সারারাত ইবাদতে দাঁড়িয়ে থাক। তুমি এরূপ করলে তাতে তোমার চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলবে। যে ব্যক্তি সর্বদা সওম পালন করল, সে মূলত সওম পালন করল না। মাসে তিন দিন সওম পালন করা পূর্ণ মাস সওম পালনের সমতূল্য। আমি বললাম, আমি এর চেয়েও বেশি সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন, তাহলে দাঊদ (আ)-এর ন্যায় সওম পালন কর। তিনি একদিন সওম পালন করতেন এবং একদিন ছেড়ে দিতেন এবং পলায়ন করতেন না যখন শত্রুর সম্মুখীন হতেন।

٢٦٠٨- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ حَدَّثَنَا حَبِيْبُ بْنُ اَبِيْ ثَابِتٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ وَنَفِهَتِ النَّفْسُ.

২৬০৮. আবু কুরায়ব (র)...... হাবীব ইব্ন আবূ সাবিত (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এতে আরও আছে, "এবং তুমি শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে পড়বে।"

٢٦٠٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ اَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَمْ اُخْبَرْ اَنَّكَ تَقُوْمُ اللَّيْلَ وَتَصُوْمُ النَّهَارَ قُلْتُ

اِنِّىْ اَفْعَلُ ذٰلِكَ قَالَ فَاِنَّكَ اِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ هَجَمَتْ عَيْنَاكَ وَنَفِهَتْ نَفْسُكَ لِعَيْنِكَ حَقٌّ وَلِنَفْسِكَ حَقٌّ وَلاَهْلِكَ حَقٌّ قُمْ وَنَمْ وَصُمْ وَاَفْطِرْ.

২৬০৯. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন, আমাকে তোমার সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে যে, তুমি সারারাত দাঁড়িয়ে সালাত আদায় কর এবং দিনের বেলা রোযা রাখ? আমি বললাম, আমি অবশ্য করি। তিনি বলেন, তুমি এরূপ করতে গেলে অনিদ্রার কারণে তোমার চোখ কোটরাগত হবে এবং তুমি দুর্বল হয়ে পড়বে। তোমার চোখের হক রয়েছে, তোমার দেহের হক রয়েছে এবং তোমার পরিবার-পরিজনের হক রয়েছে। অতএব তুমি রাতে ইবাদতও করবে এবং নিদ্রাও যাবে। সওম পালন করবে, আবার তা বাদও দেবে।

٢٦١٠- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَحَبَّ الصِّيَامِ اِلَى اللّٰهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَاَحَبَّ الصَّلاَةِ اِلَى اللّٰهِ صَلاَةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَكَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا.

২৬১০. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হারব (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় সওম হচ্ছে দাঊদ (আ)-এর সওম এবং তাঁর নিকট পছন্দনীয় সালাত হচ্ছে দাঊদ (আ)-এর সালাত। তিনি অর্ধরাত ঘুমাতেন। অতঃপর এক-তৃতীয়াংশ রাত ইবাদতে থাকতেন। অতঃপর এক-ষষ্ঠাংশ রাত ঘুমাতেন। তিনি একদিন সওম পালন করতেন এবং একদিন বাদ দিতেন।

٢٦١١- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ اَنَّ عَمْرَو بْنَ اَوْسٍ اَخْبَرَه عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَحَبُّ الصِّيَامِ اِلَى اللّٰهِ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ يَصُوْمُ نِصْفَ الدَّهْرِ وَاَحَبُّ الصَّلاَةِ اِلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ صَلاَةُ دَاوُدَ (عَلَيْهِ السَّلاَمُ) كَانَ يَرْقُدُ شَطْرَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُوْمُ ثُمَّ يَرْقُدُ اٰخِرَه يَقُوْمُ ثُلُثَ اللَّيْلِ بَعْدَ شَطْرِه قَالَ قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ أَعَمْرُو بْنُ اَوْسٍ كَانَ يَقُوْمُ ثُلُثَ اللَّيْلِ بَعْدَ شَطْرِه قَالَ نَعَمْ.

২৬১১. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)...... আবদুল্লাহ্ ইবন আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন, আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় সওম হচ্ছে দাঊদ (আ)-এর সওম। তিনি বছরে অর্ধেককাল সওম পালন করতেন। মহান আল্লাহর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় সালাত হচ্ছে দাঊদ (আ)-এর সালাত। তিনি অর্ধরাত ঘুমাতেন, অতঃপর সালাতে দাঁড়াতেন, অতঃপর শেষরাতে ঘুমিয়ে যেতেন। তিনি অর্ধ রাত অতিক্রান্ত হওয়ার পর এক-তৃতীয়াংশ রাত ইবাদত করতেন। রাবী ইব্ন জুরায়জ (র) বলেন, আমি আমর ইব্ন দীনারকে বললাম, আমর ইবনুল আস (রা)

কি একথা বলতেন যে, তিনি অর্ধরাত অতিক্রান্ত হওয়ার পর এক-তৃতীয়াংশ রাত ইবাদতে থাকতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

٢٦١٢- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَلِيحِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ ذُكِرَ لَهُ صَوْمِي فَدَخَلَ عَلَيَّ فَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ فَجَلَسَ عَلَى الأَرْضِ وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَقَالَ لِي أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ خَمْسًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ سَبْعًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ تِسْعًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ أَحَدَ عَشَرَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ شَطْرُ الدَّهْرِ صِيَامُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ.

২৬১২. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র)...... আবূ কিলাবা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আবুল মালীহ (র) অবহিত করেছেন : তিনি বলেছেন, আমি তোমার পিতার সাথে আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা)-এর কাছে গেলাম। তিনি আমাদের নিকট বললেন, যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আমার সওম সম্পর্কে উল্লেখ করা হলে তিনি আমার কাছে এলেন। আমি তাঁর জন্য একটি চামড়ার তাকিয়া পেতে দিলাম। যাতে খেজুরগাছের আঁশ ভর্তি ছিল। তিনি মাটির উপর বসে গেলেন এবং তাকিয়া তাঁর ও আমার মাঝে পড়ে থাকল। তিনি আমাকে বললেন, প্রতি মাসে তিন দিন সওম পালন করা কি তোমার জন্য যথেষ্ট নয়? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (আমি এর অধিক সওম পালন করতে সক্ষম)! তিনি বললেন, তাহলে পাঁচদিন। আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ (আমি এর চেয়ে বেশি সামর্থ্য রাখি)। তিনি বললেন, তাহলে সাতদিন। আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (আমি এর অধিক সামর্থ্য রাখি) তিনি বললেন, তাহলে নয় দিন! আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ (আমি এর অধিক সামর্থ্য রাখি)। তিনি বললেন, তাহলে এগার দিন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (আমি এর অধিক সামর্থ্য রাখি) নবী ﷺ বললেন, দাউদ (আ)-এর সওম-এর উপর কোন সওম নেই। তিনি বছরের অর্ধেক অর্থাৎ একদিন যদি সওম পালন করতেন, আরেক দিন বাদ দিতেন।

٢٦١٣- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُ صُمْ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ صُمْ يَوْمَيْنِ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ صُمْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ صُمْ أَفْضَلَ الصِّيَامِ عِنْدَ اللّٰهِ صَوْمَ دَاوُدَ (عَلَيْهِ السَّلاَمُ) كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا.

২৬১৩. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বলেন, তুমি একদিন সওম পালন করলে পরের দিনের সওয়াব পাবে। তিনি বলেন, আমি আরও অধিক রাখতে সক্ষম। তিনি বলেন, তুমি দুই দিন সওম পালন কর। তাহলে অবশিষ্ট দিনগুলোর সাওয়াব পাবে। তিনি বললেন, আমি আরও অধিক সওম রাখতে সক্ষম। তিনি বললেন, তুমি তিন দিন সওম পালন কর তাহলে অবশিষ্ট দিনগুলোরও সওয়াব পাবে। তিনি বললেন, আমি আরও অধিক রাখতে সক্ষম। তিনি বললেন, তুমি চার দিন সওম পালন কর, তাহলে অবশিষ্ট দিনগুলোরও সওয়াব লাভ করবে। তিনি বললেন, আমি আরও অধিক রাখতে সক্ষম। তিনি বললেন, তুমি দাঊদ (আ)-এর সওম পালন কর যা আল্লাহার কাছে সর্বোত্তম সওম। তিনি একদিন সওম পালন করতেন এবং পরের দিন বাদ দিতেন।

٢٦١٤- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ لِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو بَلَغَنِي اَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ فَلَا تَفْعَلْ فَاِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَظًّا وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَظًّا وَاِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَظًّا صُمْ وَاَفْطِرْ صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ فَذٰلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ بِي قُوَّةً قَالَ فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) صُمْ يَوْمًا وَاَفْطِرْ يَوْمًا فَكَانَ يَقُوْلُ يَالَيْتَنِي اَخَذْتُ بِالرُّخْصَةِ.

২৬১৪. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র)...... 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, হে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর! আমি জানতে পেরেছি যে, তুমি দিনের বেলা সওম পালন কর এবং রাতের বেলা সালাতে থাক। তুমি এরূপ করো না। কারণ তোমার উপর তোমার দেহের একটি অংশ (হক) রয়েছে, তোমার উপর চোখের অংশ রয়েছে এবং তোমার উপর তোমার স্ত্রীর অংশ রয়েছে। তুমি সওমও পালন কর এবং বাদও দাও। প্রতি মাসে তিন দিন করে সওম পালন কর এবং এটাই হ'ল সারা বছরের সওম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার আরও শক্তি আছে। তিনি বললেন, তাহলে দাঊদ (আ)-এর সওম-এর মত সওম পালন কর। একদিন সওম পালন কর এবং একদিন বাদ দাও। আবদুল্লাহ্ (রা) বলতেন, হায় ! আমি যদি সহজটার উপর আমল করতাম!

٣٣- بَابُ اِسْتِحْبَابِ صِيَامِ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ وَالْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ

৩৩. পরিচ্ছেদ : প্রতি মাসে তিন দিন, আরাফাতের দিন, আশূরার দিন, সোম ও বৃহস্পতিবার সওম পালনের ফযীলত

٢٦١٥- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ قَالَ حَدَّثَتْنِي مُعَاذَةُ الْعَدَوِيَّةُ اَنَّهَا سَاَلَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

ثَلاَثَةَ قَالَتْ نَعَمْ فَقُلْتُ لَهَا مِنْ اَيِّ اَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُوْمُ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ يُبَالِى مِنْ اَىِّ اَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُوْمُ.

২৬১৫. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র)...... মু'আযাহ আল-আদাবিয়্যাহ (র) নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা)-এর কাছে জানতে চাইলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি প্রতি মাসে তিন দিন সওম পালন করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি পুনরায় তাকে জিজ্ঞেস করলাম, মাসের কোন্ কোন্ দিন তিনি সওম পালন করতেন? আয়েশা (রা) বললেন, তিনি মাসের যে কোন দিন সওম করতে দ্বিধা করতেন না।

٢٦١٦- وَحَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ الضُّبَعِىُّ حَدَّثَنَا مَهْدِىٌّ وَهُوَ اَبْنُ مَيْمُوْنٍ حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيْرٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَهٗ اَوْ قَالَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَسْمَعُ يَافُلاَنُ أَصُمْتَ مِنْ سُرَّةِ هٰذَا الشَّهْرِ قَالَ لاَ قَالَ فَاِذَا اَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ.

২৬১৬. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আসমা যুবাঈ (র)...... ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাকে বললেন অথবা (অধঃস্তন রাবীর সন্দেহ) তিনি কোন ব্যক্তিকে বলেছেন এবং তিনি তা শুনছিলেন, হে অমুক! তুমি কি এ মাসের মধ্যভাগে সওম পালন করেছিলে? সে বলল, না। তিনি বললেন, যখন তুমি তা ভংগ করলে তখন দুই দিন সওম পালন কর।

٢٦١٧- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِىُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلاَنَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزَّمَّانِىِّ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ رَجُلٌ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ كَيْفَ تَصُوْمُ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ قَوْلِهٖ فَلَمَّا رَاٰى عُمَرُ غَضَبَهٗ قَالَ رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلاَمِ دِيْنًا وَّ بِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ وَغَضَبِ رَسُوْلِهٖ فَجَعَلَ عُمَرُ يُرَدِّدُ هٰذَا الْكَلاَمَ حَتّٰى سَكَنَ غَضَبُهٗ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ بِمَنْ يَّصُوْمُ الدَّهْرَ كُلَّهٗ قَالَ لاَ صَامَ وَلاَ اَفْطَرَ اَوْ قَالَ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ قَالَ كَيْفَ مَنْ يَّصُوْمُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ وَيُطِيْقُ ذٰلِكَ اَحَدٌ قَالَ كَيْفَ مَنْ يَّصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ ذَاكَ صَوْمُ دَاوُدَ (عَلَيْهِ السَّلاَمُ) قَالَ كَيْفَ مَنْ يَّصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ قَالَ وَدِدْتُ اَنِّى طُوِّقْتُ ذٰلِكَ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ اِلٰى رَمَضَانَ فَهٰذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّه صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ اَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُّكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِىْ قَبْلَهٗ وَالسَّنَةَ الَّتِىْ بَعْدَهٗ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ اَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُّكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِىْ قَبْلَهٗ.

২৬১৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া তামীমী ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনি কিভাবে সওম পালন করেন? তার এই কথায়

contents

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অসন্তুষ্ট হলেন। উমর (রা) তাঁর অসন্তোষ লক্ষ্য করে বললেন, "আমরা আল্লাহর উপর (আমাদের) প্রতিপালক হিসেবে, ইসলামের উপর (আমাদের) দীন হিসেবে এবং মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর আমাদের নবী হিসেবে সন্তুষ্ট। আমরা আল্লাহর কাছে তাঁর ও তাঁর রাসূলের অসন্তোষ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।" উমর (রা) কথাটি বার বার আওড়াতে থাকলেন, এমনকি শেষ পর্যন্ত রাসূল ﷺ-এর অসন্তোষের ভার দূরীভূত হ'ল। তখন উমর (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যে ব্যক্তি সারা বছর সওম পালন করে তার অবস্থা কিরূপ? তিনি বললেন, সে সওম পালন করেনি এবং ছেড়েও দেয়নি। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, যে পর্যায়ক্রমে দুই দিন সওম পালন করে ও একদিন সওম ত্যাগ করে, তার অবস্থা কিরূপ? তিনি বললেন, এই সামর্থ্য কার আছে? তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, যে ব্যক্তি একদিন পর একদিন সওম পালন করে, তার অবস্থা কিরূপ? তিনি বললেন, এটা দাউদ (আ)-এর সওম। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, যে একদিন সওম পালন করে ও দু'দিন করে না, তার অবস্থা কিরূপ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমি আশা করি যে, আমার এতটা শক্তি হোক। তিনি পুনরায় বললেন, প্রতি মাসে তিন দিন সওম পালন করা এবং রমযান মাসের সওম এক রমযান থেকে পরবর্তী রমযান পর্যন্ত সারা বছর সওম পালনের সমান। আর আরাফাত দিবসের সওম সম্পর্কে আমি আল্লাহর কাছে আশাবাদী যে, তাতে পূর্ববর্তী বছর ও পরবর্তী বছরের গুনাহর ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে। আর আশূরার সওম সম্পর্কে আমি আল্লাহর কাছে আশাবাদী যে, তাতে পূর্ববর্তী বছরের গুনাহসমূহের কাফ্ফারা হয়ে যাবে।

٢٦١٨- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنّٰى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيْرٍ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيَّ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ الْاَنْصَارِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ صَوْمِهِ قَالَ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا وَبِبَيْعَتِنَا بَيْعَةً قَالَ فَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ فَقَالَ لَاصَامَ وَلَا اَفْطَرَ اَوْ مَا صَامَ وَمَا اَفْطَرَ قَالَ فَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ وَاِفْطَارِ يَوْمٍ قَالَ وَمَنْ يُّطِيْقُ ذٰلِكَ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ وَاِفْطَارِ يَوْمَيْنِ قَالَ لَيْتَ اَنَّ اللّٰهَ قَوَّانَا لِذٰلِكَ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ وَاِفْطَارِ يَوْمٍ قَالَ ذٰلِكَ صَوْمُ اَخِيْ دَاوُدَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ قَالَ ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيْهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ اَوْ اُنْزِلَ عَلَيَّ فِيْهِ قَالَ فَقَالَ صَوْمُ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانَ اِلٰى رَمَضَانَ صَوْمُ الدَّهْرِ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ فَقَالَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَفِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ فَسَكَتْنَا عَنْ ذِكْرِ الْخَمِيْسِ لَمَّا نُرَاهُ وَهْمًا.

২৬১৮. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)...... আবূ কাতাদা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সওম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অসন্তুষ্ট হলেন। তখন উমর (রা) বললেন, আমরা আল্লাহর উপর (আমাদের) প্রতিপালক হিসেবে, ইসলামের উপর (আমাদের) দীন হিসেবে,

মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর (আমাদের) রাসূল হিসেবে এবং বায়'আত হিসেবে আমাদের কৃত বায়'আতের উপর সন্তুষ্ট। অতঃপর সারা বছর সওম পালন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেন, সে সওম পালন করেনি এবং সওমহীনও থাকেনি। অতঃপর একাধারে দুই দিন সওম পালন করা ও একদিন সওম ত্যাগ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'ল। তিনি বললেন, এভাবে সওম পালনের সামর্থ্য কার আছে? অতঃপর একদিন সওম পালন ও দুই দিন সওম ত্যাগ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'ল। তিনি বললেন, আল্লাহ যেন আমাদের এরূপ সওম পালনের সামর্থ্য দান করেন। অতঃপর একদিন সওম পালন করা ও একদিন না করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'ল। তিনি বললেন, তা আমার ভাই দাউদ (আ)–এর সওম। অতঃপর সোমবারের সওম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, এই দিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং এই দিনই আমি নবূওয়াতপ্রাপ্ত হয়েছি বা আমার উপর (কুরআন) নাযিল করা হয়েছে। তিনি আরও বললেন, প্রতি মাসে তিন দিন এবং গোটা রমযান মাস সওম পালন করাই হ'ল সারা বছর সওম পালনের সমতুল্য। অতঃপর আরাফাত দিবসের সওম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, তাতে পূর্ববর্তী বছর ও পরবর্তী বছরের গুনাহের কাফ্ফারা হয়ে যাবে। অতঃপর আশূরার সওম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, তাতে বিগত বছরের গুনাহের কাফ্ফারা হয়ে যাবে। এই হাদীসে শু'বার বর্ণনায় আরও আছে, অতঃপর সোমবার ও বৃহস্পতিবারের সওম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'ল। কিন্তু আমাদের মতে বৃহস্পতিবারের কথা ভুলবশত বর্ণিত হয়েছে, তাই আমরা তার উল্লেখ থেকে বিরত থাকলাম।

٢٦١٩- وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ

২৬১৯. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয, আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)...... শু'বা (র)-এর সূত্রে এই সনদে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٢٦٢٠- وَحَدَّثَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِىُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا اَبَانُ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيْرٍ فِىْ هٰذَا الْاِسْنَادِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ شُعْبَةَ غَيْرَ اَنَّهُ ذَكَرَ فِيْهِ الْاِثْنَيْنِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْخَمِيْسَ.

২৬২০. আহমদ ইব্ন সাঈদ আদ-দারিমী (র)...... গায়লান ইব্ন জারীর (র)-এর সূত্রে এই সনদে শু'বার সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই সূত্রে তিনি (গায়লান) সোমবারের উল্লেখ করেছেন, বৃহস্পতিবারের উল্লেখ করেননি।

٢٦٢١- وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ حَدَّثَنَا مَهْدِىُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ عَنْ غَيْلَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِىِّ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ الْاَنْصَارِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ الْاِثْنَيْنِ فَقَالَ فِيْهِ وُلِدْتُ وَفِيْهِ اُنْزِلَ عَلَىَّ.

২৬২১. যুহায়র ইব্ন হারব (র)...... আবূ কাতাদা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে সোমবারের সওম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ঐদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং ঐদিন আমার উপর (কুরআন) নাযিল হয়েছে।

٣٤- بَابُ صَوْمِ سَرَرِ شَعْبَانَ

৩৪. পরিচ্ছেদ : শা'বান মাসের সওম

٢٦٢٢- حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ مُطَرِّفٍ وَلَمْ اَفْهَمْ مُطَرِّفًا مِنْ هَدَّابٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُ اَوْ لاٰخَرَ أَصُمْتَ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ قَالَ لاَ قَالَ فَاِذَا اَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ.

২৬২২. হাদ্দাব ইব্‌ন খালিদ (র)...... ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে অথবা অপর কাউকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি শা'বান মাসের মধ্যভাগে সওম পালন করেছিলে? তিনি বললেন, না। তখন রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যখন তুমি রমযানের সিয়াম সমাপন করবে, তখন দুই দিন সওম পালন করে নিও।

٢٦٢٣- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ اَبِى الْعَلاَءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ هَلْ صُمْتَ مِنْ سَرَرِ هٰذَا الشَّهْرِ شَيْئًا قَالَ لاَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا اَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ.

২৬২৩. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এ মাসের মধ্যেভাগে কোন সওম পালন করেছিলে? সে বলল, না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি তার বদলে রমযানের সিয়াম শেষ করে দুই দিন সিয়াম পালন করবে।

٢٦٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ابْنِ اَخِىْ مُطَرِّفِ بْنِ الشِّخِّيْرِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ هَلْ صُمْتَ مِنْ سِرَرِ هٰذَا الشَّهْرِ شَيْئًا يَعْنِىْ شَعْبَانَ قَالَ لاَ قَالَ فَقَالَ لَهُ اِذَا اَفْطَرْتَ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمًا اَوْ يَوْمَيْنِ شُعْبَةُ الَّذِىْ شَكَّ فِيْهِ قَالَ وَاَظُنُّهُ قَالَ يَوْمَيْنِ.

২৬২৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)...... ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে বললেন, তুমি কি এ মাসের অর্থাৎ শা'বান মাসের মধ্যেভাগে কোন সিয়াম পালন করেছ? সে বলল, না। তিনি তাকে বললেন, রমযানের সওম পালন শেষ করে তুমি এক দিন বা দুই দিন সওম পালন কর। এ সম্পর্কে শু'বার সন্দেহ রয়েছে এবং রাবী বলেন, আমার ধারণা যে, তিনি দুই দিনের কথা বলেছেন।

٢٦٢٥- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ وَيَحْيَى اللُّؤْلُؤِىُّ قَالاَ اَخْبَرَنَا النَّضْرُ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ هَانِئٍ ابْنِ اَخِىْ مُطَرِّفٍ فِىْ هٰذَا الْاِسْنَادِ بِمِثْلِهِ.

২৬২৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন কুদামা ও ইয়াহ্ইয়া লু'লুই (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হানী মুতারিরিফের ভ্রাতুষ্পুত্র (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٥- بَابُ فَضْلِ صَوْمِ الْمُحَرَّمِ

৩৫. পরিচ্ছেদ : মুহাররমের সওমের ফযীলত

٢٦٢٦- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِى بِشْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِىِّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللّٰهِ الْمُحَرَّمُ وَاَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ.

২৬২৬. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, রমযানের সিয়ামের পর সর্বোত্তম সওম হচ্ছে আল্লাহর মাস মুহাররমের সওম এবং ফরয সালাতের পর সর্বোত্তম হচ্ছে রাতের সালাত।

٢٦٢٧- وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ سُئِلَ اَىُّ الصَّلاَةِ اَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوْبَةِ وَاَىُّ الصِّيَامِ اَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ اَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَلاَةِ الْمَكْتُوْبَةِ الصَّلاَةُ فِىْ جَوْفِ اللَّيْلِ وَاَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ صِيَامُ شَهْرِ اللّٰهِ الْمُحَرَّمِ.

২৬২৭. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞেস করা হ'ল, ফরয সালাতসমূহের পর কোন্ সালাত এবং রমযান মাসের সিয়ামের পর কোন্ সওম সর্বোত্তম? তিনি বললেন, ফরয সালাতসমূহের পর গভীর রাতের সালাত সর্বোত্তম এবং রমযান মাসের সিয়ামের পর আল্লাহর মাস মুহাররমের সওম সর্বোত্তম।

٢٦٢٨- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ فِىْ ذِكْرِ الصِّيَامِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

২৬২৮. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবদুল মালিক ইব্‌ন উমায়র (রা) থেকে এই সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٣٦- بَابُ اِسْتِحْبَابِ صَوْمِ سِتَّةِ اَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ اِتْبَاعًا لِرَمَضَانَ

৩৬. পরিচ্ছেদ : রমযানের রোযার পর শাওয়াল মাসে ছয় দিন রোযা রাখার ফযীলত

٢٦٢٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَعَلِىُّ بْنُ حَجْرٍ جَمِيْعًا عَنْ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ابْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنِى سَعْدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الْحَارِثِ

الْخَزْرَجِيِّ عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ.

২৬২৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আয়্যুব, কুতরায়বা ও আলী ইব্‌ন হুজর (র)...... আবূ আয়্যুব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি রমযান মাসের সিয়াম পালন করল। তারপর শাওয়াল মাসে ছয় দিনকে তার অনুগামী করল, সে যেন সারা বছর রোযা রাখল।

٢٦٣٠- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيْدٍ اَخُوْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ اَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ثَابِتٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بِمِثْلِهِ.

২৬৩০. ইব্‌ন নুমায়র (র) ...... আবূ আয়্যুব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি, পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٢٦٣١- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اَيُّوْبَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِهِ.

২৬৩১. আবূ বকর ইব্‌ন শায়বা (র) ...... আবূ আয়্যুব (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত।

٣٧- بَابُ فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَالْحَثُّ عَلَى طَلَبِهَا وَبَيَانِ مَحَلِّهَا وَاَرْجَى اَوْقَاتِ طَلَبِهَا

৩৭. পরিচ্ছেদ : লায়লাতুল কদরের ফযীলত, এর অনুসন্ধানের প্রতি উৎসাহ দান, তা কখন হবে তার বর্ণনা এবং তার অনুসন্ধানের আশাব্যঞ্জক সময়

٢٦٣٢- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رِجَالاً مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ اُرُوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ.

২৬৩২. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, যে নবী ﷺ-এর কতিপয় সাহাবীকে স্বপ্নে দেখান হ'ল যে, (রমযানের) শেষ সাত দিনের মধ্যে কদরের রাত নিহিত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমি দেখছি যে, শেষের সাতদিন সম্পর্কে তোমাদের সকলের স্বপ্ন মিলে গেছে। অতএব যে ব্যক্তি তা অন্বেষণ করবে, সে যেন রমযানের শেষ সাতদিনের রাতগুলোতে অন্বেষণ করে।

٢٦٣٣- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ.

২৬৩৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (রমযানের) শেষ সাতদিনের রাতগুলোতে লায়লাতুল কদর অন্বেষণ কর।

٢٦٣٤- وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ زُهَيْرُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَى رَجُلٌ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَرَى رُؤْيَاكُمْ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَاطْلُبُوهَا فِي الْوِتْرِ مِنْهَا.

২৬৩৪. আমরুন-নাকিদ ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)......সালিম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (পিতা) বলেন, এক ব্যক্তি (রমযানের) ২৭তম রাতে লায়লাতুল কদর দেখতে পেল। নবী ﷺ বললেন, আমাকেও তোমাদের মত স্বপ্ন দেখান হয়েছে যে, তা রমযানের শেষ দশকে নিহিত আছে। অতএব এর বেজোড় রাতগুলোতে তা অনুসন্ধান কর।

٢٦٣٥- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِلَيْلَةِ الْقَدْرِ إِنَّ نَاسًا مِنْكُمْ قَدْ أُرُوا أَنَّهَا فِي السَّبْعِ الْأُوَلِ وَأُرِيَ نَاسٌ مِنْكُمْ أَنَّهَا فِي السَّبْعِ الْغَوَابِرِ فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ.

২৬৩৫. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... সালিম ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমর (র) থেকে বর্ণিত, তার পিতা [আবদুল্লাহ্ (রা)] বলেছেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে লায়লাতুল কদর সম্পর্কে বলতে শুনেছি, তোমাদের কতিপয় লোককে দেখান হ'ল যে, তা রমযানের প্রথম সাতদিনের মধ্যে, আবার কতিপয় লোককে দেখান হয়েছে যে, তা শেষ সাতদিনের মধ্যে। অতএব (রমযানের) শেষ দশকের মধ্যে তা অন্বেষণ কর।

٢٦٣٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُقْبَةَ وَهُوَ ابْنُ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ فَلَا يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي.

২৬৩৬. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)....... 'উকবা ইবন হুরায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন 'উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা (রমযানের) শেষ দশ দিনে কদরের রাত অনুসন্ধান কর। তোমাদের কেউ যদি দুর্বল অথবা অপারগ হয়ে পড়ে, তবে সে যেন শেষের সাত রাতে অলসতা না করে।

٢٦٣٧- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ كَانَ مُلْتَمِسَهَا فَلْيَلْتَمِسْهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ.

২৬৩৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)...... জাবালা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন 'উমর (রা)-কে নবী ﷺ-এর থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি কদরের রাত অনুসন্ধান করতে চায়, সে যেন (রমযানের) শেষ দশকে তা অনুসন্ধান করে।

٢٦٣٨- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ جَبَلَةَ وَمُحَارِبٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَحَيَّنُوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ اَوْ قَالَ فِى السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ.

২৬৩৮. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা (রমযানের) শেষ দশকে কদরের রাত অনুসন্ধান কর অথবা তিনি বলেছেন, শেষের সাত রাতে।

٢٦٣٩- حَدَّثَنَا اَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحيٰى قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُرِيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ اَيْقَظَنِىْ بَعْضُ اَهْلِىْ فَنُسِّيْتُهَا فَالْتَمِسُوْهَا فِى الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ وَقَالَ حَرْمَلَةُ فَنَسِيْتُهَا.

২৬৩৯. আবুত তাহির ও হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আমাকে (স্বপ্নে) কদরের রাত দেখান হয়েছিল। অতঃপর আমার পরিবারের কেউ আমাকে ঘুম থেকে জাগানোর ফলে আমাকে তা ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা তা শেষ দশকে অন্বেষণ কর। রাবী হারমালা (র)-এর বর্ণনায় আছে, "আমি তা ভুলে গেছি।"

٢٦٤٠- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا بَكْرٌ وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِى الْعَشْرِ الَّتِىْ فِىْ وَسَطِ الشَّهْرِ فَاِذَا كَانَ مِنْ حِيْنِ يَمْضِىْ عِشْرُوْنَ لَيْلَةً وَيَسْتَقْبِلُ اِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ يَرْجِعُ اِلَى مَسْكَنِهٖ وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ ثُمَّ اِنَّهُ اَقَامَ فِىْ شَهْرٍ جَاوَرَ فِيْهِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ الَّتِىْ كَانَ يَرْجِعُ فِيْهَا فَخَطَبَ النَّاسَ فَاَمَرَهُمْ بِمَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ اِنِّىْ كُنْتُ اُجَاوِرُ هٰذِهِ الْعَشْرَ ثُمَّ بَدَا لِىْ اَنْ اُجَاوِرَ هٰذِهِ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِىْ فَلْيَبِيْتْ فِىْ مُعْتَكَفِهٖ وَقَدْ رَأَيْتُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ فَاُنْسِيْتُهَا فَالْتَمِسُوْهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ فِىْ كُلِّ وِتْرٍ وَقَدْ رَأَيْتُنِىْ اَسْجُدُ فِىْ مَاءٍ وَطِيْنٍ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىُّ مُطِرْنَا لَيْلَةَ اِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فِىْ مُصَلّٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنَظَرْتُ اِلَيْهِ وَقَدِ انْصَرَفَ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَوَجْهُهُ مُبْتَلٌّ طِيْنًا وَمَاءً.

২৬৪০. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (রমযানের) মাঝের দশকে ইতিকাফ করেন। অতঃপর ২০তম দিন অতিবাহিত হওয়ার পর এবং ২১তম দিনের সূচনাতে তিনি নিজ বাসস্থানে ফিরে আসেন এবং তাঁর সঙ্গে যারা ইতিকাফ করেন, তারাও নিজ নিজ আবাসে প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর একবার রমযান মাসের মাঝের দশকে তিনি ইতিকাফ করলেন। যে রাতে তাঁর ইতিকাফ হতে ফিরে আসার কথা, সে রাতে (পুনরায়) ইতিকাফ আরম্ভ করলেন ও লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন এবং তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি বললেন, আমি সাধারণত এই (মধ্যম) দশকে

ইতিকাফ করতাম। এরপর শেষ দশকেও ইতিকাফ করা আমার কাছে সমীচীন মনে হ'ল। অতএব যে ব্যক্তি আমার সাথে ইতিকাফ করতে চায়, সে যেন নিজ ইতিকাফের স্থানে অবস্থান করে। আমি এই (কদরের) রাত স্বপ্নে দেখেছিলাম কিন্তু আমাকে তা ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। অতএব তোমরা শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে তা অনুসন্ধান কর। আমি স্বপ্নে নিজেকে পানি ও কাদার মধ্যে সিজদা করতে দেখেছি। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, ২১তম রাতে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়। তিনি যখন ফজরের সালাত থেকে ফিরলেন, তখন আমি তাঁর মুখমন্ডল কাদা ও পানিতে সিক্ত দেখলাম।

٢٦٤١- وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِىْ الدَّرَاوَرْدِىَّ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِىْ رَمَضَانَ الْعَشْرَ الَّتِىْ فِىْ وَسَطِ الشَّهْرِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَلْيَثْبُتْ فِىْ مُعْتَكَفِهِ وَقَالَ وَجَبِيْنُهُ مُمْتَلِئًا طِيْنًا وَمَاءً.

২৬৪১. ইব্ন আবূ উমর (র)...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রমযান মাসের মাঝের দশকে ইতিকাফ করতেন। অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ। তবে এই বর্ণনায় আছে, "সে যেন তার ইতিকাফের স্থানে অবস্থান করে।" তিনি আরো বলেন, "তাঁর কপাল কাদা ও পানিতে সিক্ত ছিল।"

٢٦٤٢- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ الْاَنْصَارِىُّ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اِبْرَاهِيْمَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْاَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْاَوْسَطَ فِىْ قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ عَلٰى سُدَّتِهَا حَصِيْرٌ قَالَ فَاَخَذَ الْحَصِيْرَ بِيَدِهِ فَنَحَّاهَا فِىْ نَاحِيَةِ الْقُبَّةِ ثُمَّ اَطْلَعَ رَأْسَهُ فَكَلَّمَ النَّاسَ فَدَنَوْا مِنْهُ فَقَالَ اِنِّىْ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْاَوَّلَ اَلْتَمِسُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ عْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْاَوْسَطَ ثُمَّ اُتِيْتُ فَقِيْلَ لِىْ اِنَّهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ فَمَنْ اَحَبَّ مِنْكُمْ اَنْ يَّعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ فَاعْتَكَفَ النَّاسُ مَعَهُ قَالَ وَاِنِّىْ اُرِيْتُهَا لَيْلَةَ وِتْرٍ وَاَنِّىْ اَسْجُدُ صَبِيْحَتَهَا فِىْ طِيْنٍ وَمَاءٍ فَاَصْبَحَ مِنْ لَيْلَةِ اِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ وَقَدْ قَامَ اِلَى الصُّبْحِ فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ فَوَاكَفَ الْمَسْجِدُ فَاَبْصَرْتُ الطِّيْنَ وَالْمَاءَ فَخَرَجَ حِيْنَ فَرَغَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَجَبِيْنُهُ وَرَوْثَةُ اَنْفِهِ فِيْهِمَا الطِّيْنُ وَالْمَاءُ وَاِذَا هِىَ لَيْلَةُ اِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ مِنَ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ.

২৬৪২. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আলা (র)...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান মাসের প্রথম দশকে ইতিকাফ করলেন। এরপর তিনি মাঝের দশকেও একটি তাঁবুর মধ্যে ইতিকাফ করলেন এবং তাঁবুর দরজায় একটি চাটাই ঝুলান ছিল। রাবী বলেন, তিনি নিজ হাতে চাটাই ধরে তা তাঁবুর কোণে রাখলেন, এরপর নিজের মাথা বাইরে এনে লোকদের সাথে কথা বললেন এবং তারাও তাঁর নিকট এগিয়ে এল। তিনি বললেন, এই রাতের অনুসন্ধানকল্পে আমি (রমযানের) প্রথম দশকে ইতিকাফ করলাম। অতঃপর মাঝের

দশকে ইতিকাফ করলাম। এরপর আমার নিকট একজন আগন্তুক (ফেরেশতা) এসে আমাকে বলল, লায়লাতুল কদর শেষ দশকে নিহিত আছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ইতিকাফ করতে চায়, সে যেন ইতিকাফ করে। লোকেরা তাঁর সঙ্গে (শেষ দশকে) ইতিকাফ করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরও বললেন, স্বপ্নে আমাকে তা কোন এক বেজোড় রাতে দেখান হয়েছে এবং আমি যেন সেই রাতে কাদা ও পানির মধ্যে ফজরের সিজদা করছি। (রাবী বলেন), তিনি ২১তম রাতের ভোরে উপনীত হয়ে ফজরের সালাতে দাঁড়ালেন এবং আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হল। ফলে ছাদ থেকে মসজিদে পানি বর্ষিত হল এবং আমি কাদা ও পানি দেখতে পেলাম। তিনি ফজরের সালাত শেষে যখন বের হয়ে এলেন, তখন তাঁর কপাল ও নাকের ডগা সিক্ত ও কর্দমাক্ত ছিল। আর তা ছিল রমযানের শেষ দশকের প্রথম (বা ২১তম) রাত।

٢٦٤٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ تَذَاكَرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَاَتَيْتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ وَكَانَ لِىْ صَدِيْقًا فَقُلْتُ أَلاَتَخْرُجُ بِنَا اِلَى النَّخْلِ فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ خَمِيْصَةٌ فَقُلْتُ لَهُ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَالَ نَعَمْ اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْعَشْرَ الْوُسْطٰى مِنْ رَمَضَانَ فَخَرَجْنَا صَبِيْحَةَ عِشْرِيْنَ فَخَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ أُرِيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَاِنِّىْ نَسِيْتُهَا اَوْ أُنْسِيْتُهَا فَالْتَمِسُوْهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ كُلِّ وِتْرٍ وَاِنِّىْ أُرِيْتُ اَنِّىْ اَسْجُدُ فِىْ مَاءٍ وَطِيْنٍ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلْيَرْجِعْ قَالَ فَرَجَعْنَا وَمَا نَرٰى فِى السَّمَاءِ قَزَعَةً قَالَ وَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمُطِرْنَا حَتّٰى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ مِنْ جَرِيْدِ النَّخْلِ وَاُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْجُدُ فِى الْمَاءِ وَالطِّيْنِ قَالَ حَتّٰى رَأَيْتُ اَثَرَ الطِّيْنِ فِىْ جَبْهَتِهِ.

২৬৪৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)...... আবূ সালামা (রা) বলেন, আমরা পরস্পর কদরের রাত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। এরপর আমি আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর নিকট এলাম এবং তিনি ছিলেন আমার বন্ধু। আমি তাকে বললাম, আপনি কি আমাদের সাথে খেজুর বাগানে যাবেন না? তিনি একটি চাদর পরিহিত অবস্থায় বের হলেন। আমি তাকে বললাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে লায়লাতুল কাদর সম্পর্কে কিছু বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমরা রমযান মাসের মাঝের দশকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ইতিকাফ করলাম। আমরা ২১তম দিন ভোরে (ইতিকাফ থেকে) বের হলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে বললেন, আমাকে স্বপ্নযোগে কদরের রাত দেখান হয়েছিল। কিন্তু আমি তা ভুলে গেছি অথবা আমাকে তা ভুলানো হয়েছে। তোমরা শেষ দশ দিনের প্রতিটি বেজোড় রাতে তা অন্বেষণ কর। আমি আরও দেখেছি যে, আমি কাদা ও পানির মধ্যে সিজদা করছি। অতএব যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ইতিকাফ করেছে, সে যেন পুনরায় তার ইতিকাফে ফিরে যায়। আবূ সাঈদ (রা) বলেন, আমরা (ইতিকাফের অবস্থায়) ফিরে গেলাম। আমরা আকাশে কোন মেঘ দেখতে পাইনি। ইতিমধ্যে একখন্ড মেঘ এল এবং আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হল, এমনকি মসজিদের ছাদ হতে পানি প্রবাহিত হল। মসজিদের ছাদ খেজুর ডাটার ছাউনিযুক্ত ছিল। ফজরের সালাত আদায় করা হ'ল এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কাদা ও পানির মধ্যে সিজদা দিতে দেখলাম, এমনকি আমি তাঁর কপালে কাদার চিহ্ন দেখতে পেলাম।

٢٦٤٤- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ اَخْبَرَنَا اَبُو الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ وَفِىْ حَدِيْثِهِمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ انْصَرَفَ وَعَلٰى جَبْهَتِهٖ وَاَرْنَبَتِهٖ اَثَرُ الطِّيْنِ.

২৬৪৪. 'আবদ ইব্ন হুমায়দ, 'আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান দারিমী (র)...... ইয়াহ্ইয়া আবূ কাসীর (র) থেকে এই সনদ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই সূত্রে উভয়ের (মা'মার ও আওযাঈ) বর্ণনায় আছে : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাত শেষ করে ফিরলেন তখন আমি তাঁর কপালে ও নাকের ডগায় কাদার চিহ্ন দেখতে পেলাম।

٢٦٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ اعْتَكَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعَشْرَ الْاَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ يَلْتَمِسُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَبْلَ اَنْ تُبَانَ لَهُ فَلَمَّا انْقَضَيْنَ اَمَرَ بِالْبِنَاءِ فَقُوِّضَ ثُمَّ اُبِيْنَتْ لَهُ اَنَّهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ فَاَمَرَ بِالْبِنَاءِ فَاُعِيْدَ ثُمَّ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّهَا كَانَتْ اُبِيْنَتْ لِىْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَاِنِّىْ خَرَجْتُ لِاُخْبِرَكُمْ بِهَا فَجَاءَ رَجُلَانِ يَحْتَقَّانِ مَعَهُمَا الشَّيْطَانُ فَنُسِّيْتُهَا فَالْتَمِسُوْهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ الْتَمِسُوْهَا فِى التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ قَالَ قُلْتُ يَا اَبَا سَعِيْدٍ اِنَّكُمْ اَعْلَمُ بِالْعَدَدِ مِنَّا قَالَ اَجَلْ نَحْنُ اَحَقُّ بِذٰلِكَ مِنْكُمْ قَالَ قُلْتُ مَا التَّاسِعَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ قَالَ اِذَا مَضَتْ وَاحِدَةٌ وَعِشْرُوْنَ فَالَّتِىْ تَلِيْهَا ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِيْنَ وَهِىَ التَّاسِعَةُ فَاِذَا مَضَتْ ثَلَاثٌ وَعِشْرُوْنَ فَالَّتِىْ تَلِيْهَا السَّابِعَةُ فَاِذَا مَضٰى خَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ فَالَّتِىْ تَلِيْهَا الْخَامِسَةُ وَقَالَ ابْنُ خَلَّادٍ مَكَانَ يَحْتَقَّانِ يَخْتَصِمَانِ.

২৬৪৫. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও আবূ বকর ইব্ন খাল্লাদ (র)...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কদরের রাত অন্বেষণের উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে সুস্পষ্ট হওয়ার পূর্বে, রমযানের মাঝের দিকে দশ দিন ইতিকাফ করলেন। দশদিন অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি তাঁবু তুলে ফেলার নির্দেশ দিলেন। অতএব তা গুটিয়ে ফেলা হ'ল। অতঃপর তিনি জানতে পারলেন যে, তা শেষ দশ দিনের মধ্যে আছে। তাই তিনি পুনরায় তাঁবু খাটানোর নির্দেশ দিলেন। তা খাটান হ'ল। এরপর তিনি লোকদের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, হে লোক সকল! আমাকে কদরের রাত সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল এবং আমি তোমাদের তা জানানোর জন্য বের হয়ে এলাম। কিন্তু দুই ব্যক্তি পরস্পর ঝগড়া করতে করতে উপস্থিত হ'ল এবং তাদের সাথে ছিল শয়তান। ফলে আমি তা ভুলে গেছি। অতএব তোমরা তা রমযান মাসের শেষ দশ দিনে অন্বেষণ কর। তোমরা তা ৯ম, ৭ম ও ৫ম রাতে অন্বেষণ কর। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আবূ সাঈদ! আপনি সংখ্যা সম্পর্কে আমাদের তুলনায় অধিক জ্ঞানী। তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমরাই এ বিষয়ে তোমাদের চেয়ে অধিক হকদার। আমি বললাম ৯ম, ৭ম ও ৫ম

সংখ্যাগুলো কি? তিবি বললেন, যখন ২১তম রাত অতিবাহিত হয়ে যায় এবং ২২তম রাত শুরু হয়-এই হচ্ছে ৯ম তারিখ, ২৩ রাত অতিক্রান্ত হওয়ার পরবর্তী রাত হচ্ছে ৭ম তারিখ এবং ২৫তম রাত অতিবাহিত হওয়ার পরের দিনটি হচ্ছে ৫ম তারিখ। ইব্ন খাল্লাদের বর্ণনায় يَحْتَقَّانِ-এর স্থলে يَخْتَصِمَانِ শব্দের উল্লেখ আছে (অর্থ একই)।

٢٦٤٦- وَحَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَهْلِ بْنِ اسْحٰقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ الْكِنْدِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ ضَمْرَةَ حَدَّثَنِيْ الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ وَقَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ اَبِى النَّضْرِ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُنَيْسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُرِيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ اُنْسِيْتُهَا وَاَرَانِىْ صَبِيْحَتَهَا اَسْجُدُ فِىْ مَاءٍ وَطِيْنٍ قَالَ فَمُطِرْنَا لَيْلَةَ ثَلاَثٍ وَّعِشْرِيْنَ فَصَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَانْصَرَفَ وَاِنَّ اَثَرَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ عَلٰى جَبْهَتِهٖ وَاَنْفِهٖ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُنَيْسٍ يَقُوْلُ ثَلاَثٍ وَّعِشْرِيْنَ-

২৬৪৬. সাঈদ ইব্ন 'আমর ইব্ন সাহল ইব্ন ইসহাক ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আশআস ইব্ন কায়স আল-কিনদী ও আলী ইব্ন খাশরাম (র)....... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উনায়স (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আমাকে কদরের রাত দেখান হয়েছিল। অতঃপর তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। আমাকে ঐ রাতের ভোর সম্পর্কে (স্বপ্নে) আরও দেখান হয়েছে যে, আমি পানি ও কাদার মধ্যে সিজদা করছি। রাবী বলেন, অতএব ২৩তম রাতে বৃষ্টি হ'ল এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের সাথে (ফজরের) সালাত আদায় করে যখন ফিরলেন, তখন আমরা তাঁর কপাল ও নাকের ডগায় কাদা ও পানির চিহ্ন দেখতে পেলাম। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উনায়স (রা) বলতেন, তা ছিল ২৩তম।

٢٦٤٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَوَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ اِلْتَمِسُوْا وَقَالَ وَكِيْعٌ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ-

২৬৪৭. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, রমযান মাসের শেষ দশ দিনে তোমরা কদরের রাত (ইব্ন নুমায়রের বর্ণনায়) অন্বেষণ কর এবং (ওয়াকী-এর বর্ণনায়) সন্ধানে সচেষ্ট হও।

٢٦٤٨- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدَةَ وَعَاصِمِ بْنِ اَبِى النَّجُوْدِ سَمِعَا زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ يَقُوْلُ سَأَلْتُ اُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ فَقُلْتُ اِنَّ اَخَاكَ ابْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ مَنْ يَّقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَالَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَرَادَ اَنْ لاَّ يَتَّكِلَ النَّاسُ اَمَا اِنَّهُ قَدْ عَلِمَ اَنَّهَا فِىْ رَمَضَانَ وَاَنَّهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ وَاَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ

وَّعِشْرِيْنَ ثُمَّ حَلَفَ لاَ يَسْتَثْنِى اَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ فَقُلْتُ بِاَىِّ شَيْئٍ تَقُوْلُ ذٰلِكَ يَا اَبَا الْمُنْذِرِ قَالَ بِالْعَلاَمَةِ اَوْ بِالْاٰيَةِ الَّتِى اَخْبَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهَا تَطْلُعُ يَوْ مَئِذٍ لاَ شُعَا عَ لَهَا-

২৬৪৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম ও ইব্‌ন আবূ 'উমর (র)...... যির ইব্‌ন হুবায়শ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)-কে বললাম, আপনার ভাই 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন, যে ব্যক্তি গোটা বছর রাত জাগরণ করে, সে কদরের রাতের সন্ধান পাবে। তিনি (উবাই) বললেন, আল্লাহ্ তাকে রহম করুন আসলে এরদ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, লোকেরা যেন কেবল একটি রাতের উপর ভরসা করে বসে না থাকে। তিনি অবশ্যই জানেন যে, তা রমযান মাসে শেষের দশ দিনের মধ্যে এবং ২৭তম রজনী। অতঃপর তিনি শপথ করে বললেন, তা ২৭তম রজনী। তিনি ইনশাআল্লাহ বললেন না। আমি (যির) বললাম, হে আবুল মুনযির! আপনি কিসের ভিত্তিতে তা বলছেন? তিনি বললেন, বিভিন্ন আলামত ও নিদর্শনের ভিত্তিতে—যে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের অবহিত করেছেন। যেমন, সেদিন সূর্য উঠবে কিন্তু তার আলোতে তেজ থাকবে না।

٢٦٤٩- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَةَ بْنَ اَبِى لُبَابَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زِرِّبْنِ حُبَيْشٍ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ اُبَىٌّ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لاَعْلَمُهَا قَالَ شُعْبَةُ وَاَكْبَرُ عِلْمِىْ هِىَ اللَّيْلَةُ الَّتِىْ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقِيَامِهَا هِىَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ وَاِنَّمَا شَكَّ شُعْبَةُ فِىْ هٰذَا الْحَرْفِ هِىَ اللَّيْلَةُ الَّتِىْ اَمَرَنَا بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَحَدَّثَنِىْ بِهَا صَاحِبٌ لِىْ عَنْهُ-

২৬৪৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)...... উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) কদরের রাত সম্পর্কে বলেন, আল্লাহর শপথ! কদরের রাত সম্পর্কে আমি খুব ভাল করেই জানি। শু'বা বলেন, আমার জানামতে তা হচ্ছে সেই রাত যে রাতে জেগে ইবাদত করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। তা হচ্ছে রমযানের ২৭তম রজনী। "তা হচ্ছে সেই রাত, যে রাতে আমাদেরকে ইবাদত করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন।" এই বাক্যটুকু সম্পর্কে শু'বা সন্দেহে পতিত হয়েছেন এবং বলেছেন, আমার এক বন্ধু তার শায়খের সূত্রে আমার নিকট ঐ কথা বর্ণনা করেছেন।

٢٦٥٠- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ وَهُوَ الْفَزَارِىُّ عَنْ يَزِيْدَ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ تَذَاكَرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَيُّكُمْ يَذْكُرُ حِيْنَ طَلَعَ الْقَمَرُ وَهُوَ مِثْلُ شِقِّ جَفْنَةٍ-

২৬৫০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্বাদ ও ইব্‌ন আবূ উমর (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে কদরের রাত সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করছিলাম। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কে সেই (রাত) স্মরণ রাখবে, যখন চাঁদ উদিত হবে থালার একটি টুকরার ন্যায়।

كِتَابُ الْاِعْتِكَافِ

অধ্যায় : ইতিকাফ

٢٦٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ عَنْ مُوسٰى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ-

২৬৫১. মুহাম্মদ ইব্‌ন মিহ্‌রান রাযী (র)...... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ রমযান মাসের শেষ দশ দিন ইতিকাফ করতেন।

٢٦٥٢- وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ اَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ نَافِعٌ وَقَدْ اَرَانِيْ عَبْدُ اللّٰهِ الْمَكَانَ الَّذِيْ كَانَ يَعْتَكِفُ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْمَسْجِدِ-

২৬৫২. আবুত-তাহির (র)...... 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রমযান মাসের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন। নাফি'(র) বলেন, মসজিদের যে স্থানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইতিকাফ করতেন, 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমর (রা) তা আমাকে দেখিয়েছেন।

٢٦٥٣- وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُوْنِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ-

২৬৫৩. সাহল ইব্‌ন উসমান (র)....... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান মাসের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন।

٢٦٥٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ اَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ جَمِيْعًا عَنْ هِشَامٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُمَا قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ-

২৬৫৪. ইয়াহইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া, সাহল ইব্‌ন 'উসমান. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ রযমানের শেষ দশ দিন ইতিকাফ করতেন।

٢٦٥٥- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ اعْتَكَفَ اَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ-

২৬৫৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত রমযানের শেষ দশকেই ইতিকাফ করতেন। তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর সহধর্মিণীগণও ইতিকাফ করতেন।

٢٦٥٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ وَاِنَّهُ اَمَرَ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ اَرَادَ الْاِعْتِكَافَ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَاَمَرَتْ زَيْنَبُ بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ وَاَمَرَ غَيْرُهَا مِنْ اَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ فَلَمَّا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْفَجْرَ نَظَرَ فَاِذَا الْاَخْبِيَةُ فَقَالَ آلْبِرَّ تُرِدْنَ فَاَمَرَ بِخِبَائِهِ فَقُوِّضَ وَتَرَكَ الْاِعْتِكَافَ فِىْ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتّٰى اعْتَكَفَ فِى الْعَشْرِ الْاَوَّلِ مِنْ شَوَّالٍ-

২৬৫৬. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)....... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইতিকাফ করার ইচ্ছা করলে ফজরের সালাত আদায়ের পর ইতিকাফের স্থানে প্রবেশ করতেন। একবার তিনি (মসজিদের অভ্যন্তরে) তাঁবু খাটানোর নির্দেশ দিলেন এবং তদনুযায়ী তা খাটান হ'ল। তিনি রমযানের শেষ দশকে ইতিকাফ করার সংকল্প করলেন। উম্মুল মুমিনীন যায়নাব (রা)-ও তাঁর তাঁবু খাটানোর নির্দেশ দিলেন এবং তা খাটানো হ'ল। অতঃপর নবী ﷺ-এর অপরাপর স্ত্রীগণও নিজ নিজ তাঁবু খাটানোর নির্দেশ দিলেন এবং তা খাটানো হ'ল। ফজরের সালাত শেষে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকিয়ে তাঁবুগুলো দেখতে পেলেন এবং বললেন, তোমরা কি পুণ্যার্জনের ইচ্ছা করছ? অতঃপর তিনি তাঁবুগুলো খুলে ফেলার নির্দেশ দিলেন এবং তা খুলে ফেলা হ'ল। তিনি রমযানের ইতিকাফ ভঙ্গ করলেন এবং শাওয়াল মাসের প্রথম দশকে এর কাযা করলেন।

٢٦٥٧- وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ اَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ ح وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا اَبِى عَنْ ابْنِ اِسْحَاقَ كُلُّ هٰؤُلَاءِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيْثِ اَبِى مُعَاوِيَةَ وَفِى حَدِيْثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَابْنِ اِسْحَاقَ ذِكْرُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ اَنَّهُنَّ ضَرَبْنَ الْاَخْبِيَةَ لِلْاِعْتِكَافِ-

২৬৫৭. ইব্‌ন আবূ 'উমর, 'আমর ইব্‌ন সাওয়াদ, মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি', সালামা ইব্‌ন শাবীব ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে আবূ মু'আবিয়া (র) বর্ণিত হাদীসের মর্মার্থানুযায়ী বর্ণিত হয়েছে। ইব্‌ন উয়ায়না, 'আমর ইবনুল হারিস ও ইব্‌ন ইসহাকের বর্ণনায় আয়েশা (রা), হাফসা (রা) ও যায়নাব (রা) সম্পর্কে উল্লেখ আছে যে, তাঁরা ইতিকাফের উদ্দেশ্যে তাঁবু খাটিয়েছিলেন।

١- بَابُ الْاِجْتِهَادِ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

১. পরিচ্ছেদ : রমযানের শেষ দশকে (ইবাদতের জন্য) সচেষ্ট হওয়া

٢٦٥٨- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِىُّ وَابْنُ اَبِى عُمَرَ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ اِسْحَاقُ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِى يَعْفُوْرٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ اَحْيَا اللَّيْلَ وَاَيْقَظَ اَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ-

২৬৫৮. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম হানযালী ও ইব্‌ন আবূ 'উমর (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযানের শেষ দশক শুরু হওয়ার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সারারাত জেগে থাকতেন ও নিজ পরিবারের সদস্যদের ঘুম থেকে জাগাতেন এবং তিনি নিজেও ইবাদতের জন্য জোর প্রস্তুতি নিতেন।

٢٦٥٩-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِىُّ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ اِبْرَاهِيْمَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ الْاَسْوَدَ بْنَ يَزِيْدَ يَقُوْلُ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مَالَا يَجْتَهِدُ فِىْ غَيْرِهِ-

২৬৫৯. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও আবূ কামিল জাহদারী (র)...... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অন্যান্য সময়ের তুলনায় রমযানের শেষ দশকে অধিক পরিমাণে সচেষ্ট থাকতেন যেমনটি অন্য সময়ে থাকতেন না।

٢- بَابُ صَوْمِ عَشْرِ ذِى الْحِجَّةِ

২. পরিচ্ছেদ : যিলহজ্জ মাসের (প্রথম) দশকের সওম

٢٦٦٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَاِسْحَاقُ قَالَ اِسْحَاقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَائِمًا فِى الْعَشْرِ قَطُّ-

২৬৬০. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও ইসহাক (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কখনও (যিলহজ্জের) দশ দিন সওম পালন করতে দেখিনি।

٢٦٦١- وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمْ يَصُمِ الْعَشْرَ-

২৬৬১. আবূ বকর ইব্‌ন নাফি' আবদী (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ (যিলহজ্জের) দশ দিন সওম পালন করেননি।

كِتَابُ الْحَجِّ

অধ্যায় : হজ্জ

١- بَابُ مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ لُبْسُهُ وَمَا لاَ يُبَاحُ وَبَيَانِ تَحْرِيمِ الطِّيبِ عَلَيْهِ

১. পরিচ্ছেদ : হজ্জ ও উমরার ইহরাম অবস্থায় কি ধরনের পোশাক পরিধান করা জায়েয ও কি ধরনের পোশাক নাজায়েয এবং ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধির ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়া প্রসঙ্গ

٢٦٦٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَالْوَرْسُ -

২৬৬২. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জানতে চাইল যে, মুহরিম ব্যক্তি কি ধরনের পোশাক পরবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, মুহরিম ব্যক্তি জামা, পাগড়ী, পায়জামা, টুপি ও মোজা পরিধান করতে পারবে না। তবে কোন ব্যক্তি চপ্পল না পেলে সে মোজা পরিধান করবে তবে তা টাখনুর নিচ থেকে কেটে ফেলবে। তোমরা এমন কাপড় পরিধান কর না যা জাফরান বা ওয়ার্‌স-এর রঙে রঞ্জিত করা হয়েছে।

٢٦٦٣- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ قَالَ لاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلاَ زَعْفَرَانٌ وَلاَ الْخُفَّيْنِ إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ -

২৬৬৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আমরুন-নাকিদ ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) ..... সালিম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হ'ল যে, মুহরিম ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় কী পরিধান করবে? তিনি বললেন, মুহরিম ব্যক্তি জামা, পাগড়ী, টুপী, পায়জামা, জাফরান বা ওয়ার্‌স দ্বারা রঞ্জিত কাপড় এবং মোজা পরিধান করবে না। কিন্তু চপ্পল না পেলে সে টাখনুর নিচ থেকে মোজা কেটে তা পরিধান করতে পারবে।

٢٦٦٤- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا بِزَعْفَرَانٍ اَوْ وَرْسٍ وَقَالَ مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ -

২৬৬৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহরিম ব্যক্তিকে জাফরান বা ওয়ার্‌স দ্বারা রঞ্জিত কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, কারও চপ্পল না থাকলে সে মোজা পরিধান করবে এবং টাখনুর নিচ থেকে তা কেটে ফেলবে।

٢٦٦٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُوْلُ السَّرَاوِيْلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْاِزَارَ وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ يَعْنِى الْمُحْرِمَ -

২৬৬৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আবুর-রবী যাহরানী ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) .....হাম্মাদ ইব্ন যায়দ 'আম্র [ইব্ন দীনার] থেকে তিনি জাবির ইব্ন যায়দ এবং তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর ভাষণে বলতে শুনেছি. মুহরিম ব্যক্তির কাপড় না থাকলে সে পায়জামা পরতে পারবে এবং তার চপ্পল না থাকলে সে মোজা পরতে পারবে।

٢٦٦٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ غَسَّانَ الرَّازِىُّ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالاَ جَمِيْعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ فَذَكَرَ هٰذَا الْحَدِيْثَ -

২৬৬৬. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার ও আবূ গাস্সান রাযী (র) ..... শু'বা (র) আমর ইব্ন দীনার (র) থেকে এই সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, ইব্ন আব্বাস (রা) নবী ﷺ-কে আরাফাতের ময়দানে ভাষণ দিতে শুনেছেন– এরপর তিনি উপরোক্ত কথাগুলো বর্ণনা করেন।

٢٦٦٧- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ كُلُّ هٰؤُلاَءِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ بِهٰذَا الاِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ اَحَدٌ مِنْهُمْ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ غَيْرُ شُعْبَةَ وَحْدَهُ -

২৬৬৭. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা সুফ্য়ান ইব্ন 'উয়ায়না থেকে, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, হুশায়ম থেকে, আবূ কুরায়ব ওয়াকীর সুফয়ান থেকে, আলী ইব্ন খাশরম ঈসা ইব্ন ইউনুসের মধ্যস্থতায় ইব্ন জুরায়জ থেকে

আলী ইব্‌ন হুজর (র) ইসমাঈলের মধ্যস্থতায় আয়্যূব থেকে আর তারা সকলেই আমর ইব্‌ন দীনারের সূত্রে এই সনদে পূর্বোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু শু'বা ছাড়া তাদের কারও বর্ণনায় নবী ﷺ "আরাফাতে ভাষণ দিয়েছেন" কথাটির উল্লেখ নাই।

٢٦٦٨- وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ اِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيْلَ -

২৬৬৮. আহমদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউনুস (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যার কাপড় নাই সে পায়জামা পরিধান করতে পারে, আর যার চপ্পল নাই সে মোজা পরতে পারে।

٢٦٦٩- وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهَا خَلُوْقٌ اَوْ قَالَ اَثَرُ صُفْرَةٍ فَقَالَ كَيْفَ تَاْمُرُنِىْ اَنْ اَصْنَعَ فِىْ عُمْرَتِىْ قَالَ وَاُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الْوَحْىُ فَسُتِرَ بِثَوْبٍ وَكَانَ يَعْلَى يَقُوْلُ وَدِدْتُ اَنِّىْ اَرَى النَّبِيَّ ﷺ وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْىُ قَالَ فَقَالَ اَيَسُرُّكَ اَنْ تَنْظُرَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ اُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْىُ قَالَ فَرَفَعَ عُمَرُ طَرَفَ الثَّوْبِ فَنَظَرْتُ اِلَيْهِ لَهُ غَطِيْطٌ قَالَ وَاَحْسِبُهُ قَالَ كَغَطِيْطِ الْبَكْرِ قَالَ فَلَمَّا سُرِّىَ عَنْهُ قَالَ اَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ اَغْسِلْ عَنْكَ اَثَرَ الصُّفْرَةِ اَوْ قَالَ اَثَرَ الْخَلُوْقِ وَاخْلَعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ وَاصْنَعْ فِىْ عُمْرَتِكَ مَا اَنْتَ صَانِعٌ فِىْ حَجِّكَ -

২৬৬৯. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র) ..... সাফওয়ান ইব্‌ন ইয়ালা ইব্‌ন উমায়্যা (রা) তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি খাল্‌ক (সুগন্ধিবিশেষ)-যুক্ত অথবা বলেন, হলুদ রং-এর চিহ্নযুক্ত জুব্বা পরিহিত অবস্থায় জি'রানা নামক স্থানে নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, উমরা পালনের সময় আপনি আমাকে কি করার নির্দেশ দেন? এই সময় নবী ﷺ-এর উপর ওহী নাযিল হচ্ছিল এবং তিনি একটি কাপড় আচ্ছাদিত অবস্থায় ছিলেন। ইয়ালা (রা) বলতেন যে, নবী ﷺ-এর উপর ওহী নাযিল হওয়া অবস্থায় যদি আমি তাঁকে দেখতে পেতাম! উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন, ওহী নাযিল হওয়ার মুহূর্তে তুমি নবী ﷺ-কে দেখার আগ্রহ রাখ কি? ইয়ালা (রা) বলেন, এরপর উমর (রা) কাপড়ের এক কোণ উন্মুক্ত করলেন এবং আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম যে, তাঁর মুখ দিয়ে যুবা উটের আওয়াযের মত আওয়ায বের হচ্ছে। যখন তাঁর এ অবস্থা কেটে গেল, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, উমরা সম্বন্ধে প্রশ্নকারী কোথায়? তিনি বললেন, তোমার দেহ থেকে হলুদ রং ধুয়ে ফেল, অথবা বললেন, সুগন্ধির চিহ্ন। তোমার জুব্বা খুলে ফেল। অতঃপর তুমি তোমার হজ্জে যা করতে, উমরার জন্য তাই কর।

٢٦٧٠- وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ وَاَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ يَعْنِىْ جُبَّةً وَهُوَ

مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوْقِ فَقَالَ اِنِّىْ اَحْرَمْتُ بِالْعُمْرَةِ وَعَلَىَّ هٰذَا وَاَنَا مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوْقِ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ مَا كُنْتَ صَانِعًا فِىْ حَجِّكَ قَالَ اَنْزِعُ عَنِّىْ هٰذِهِ الثِّيَابَ وَاَغْسِلُ عَنِّىْ هٰذَا الْخَلُوْقَ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ مَا كُنْتَ صَانِعًا فِىْ حَجِّكَ فَاصْنَعْهُ فِىْ عُمْرَتِكَ ـ

২৬৭০. ইব্‌ন আবূ উমর (র) ..... ইয়ালা ইব্‌ন উমায়্যা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এল। তখন তিনি জি'রানা নামক স্থানে ছিলেন এবং আমি নবী ﷺ-এর কাছেই ছিলাম। লোকটি খালূক (জাতীয় সুগন্ধি) যুক্ত একটি জুব্বা পরিহিত ছিল। সে বলল, আমি উমরার ইহরাম বেঁধেছি এবং আমার পরিধানে এই জুব্বা রয়েছে এবং আমি খালূক ব্যবহার করেছি। নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি হজ্জের ইহরামে থাকলে কি করতে? সে বলল, আমি নিজের এই কাপড় খুলে ফেলতাম এবং নিজের দেহ থেকে এই সুগন্ধি ধুয়ে ফেলতাম। নবী ﷺ তাকে বললেন, তুমি হজ্জের যা করতে, উমরার জন্য তাই কর।

٢٦٧١ـ وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَطَاءٌ اَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلٰى بْنِ اُمَيَّةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ يَعْلٰى كَانَ يَقُوْلُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَيْتَنِىْ اَرٰى نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ فَلَمَّا كَانَ النَّبِىُّ ﷺ بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَى النَّبِىِّ ﷺ ثَوْبٌ قَدْ اُظِلَّ بِهِ عَلَيْهِ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِهِ فِيْهِمْ عُمَرُ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوْفٍ مُتَضَمِّخٌ بِطِيْبٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَرٰى فِىْ رَجُلٍ اَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِىْ جُبَّةٍ بَعْدَ مَا تَضَمَّخَ بِطِيْبٍ فَنَظَرَ اِلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ سَاعَةً ثُمَّ سَكَتَ فَجَاءَهُ الْوَحْىُ فَاَشَارَ عُمَرُ بِيَدِهِ اِلٰى يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ تَعَالَ فَجَاءَ يَعْلٰى فَاَدْخَلَ رَأْسَهُ فَاِذَا النَّبِىُّ ﷺ مُحْمَرُّ الْوَجْهِ يَغِطُّ سَاعَةً ثُمَّ سُرِّىَ عَنْهُ فَقَالَ اَيْنَ الَّذِىْ سَاَلَنِىْ عَنِ الْعُمْرَةِ اٰنِفًا فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ فَجِىْءَ بِهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَمَّا الطِّيْبُ الَّذِىْ بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَاَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا ثُمَّ اصْنَعْ فِىْ عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِىْ حَجِّكَ ـ

২৬৭১. যুহায়র ইব্‌ন হারব, আবদ ইব্‌ন হুমায়দ ও আলী ইব্‌ন খাশরম (র) ..... ইয়ালা ইব্‌ন উমায়্যা (রা) উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে বলতেন, আহা! নবী ﷺ-এর উপর যখন ওহী নাযিল হয়, আমি যদি সেই অবস্থায় তাঁকে দেখতে পেতাম! একদা নবী ﷺ জি'রানায় অবস্থান করছিলেন এবং একটি কাপড়ের সাহায্যে তাঁর উপর ছায়া বিস্তার করা হয়েছিল। তাঁর সংগে তাঁর কিছু সংখ্যক সাহাবীও ছিলেন– যাঁদের মধ্যে উমর (রা)-ও ছিলেন। এই সময় এক ব্যক্তি সুগন্ধিযুক্ত জুব্বা পরিহিত অবস্থায় তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এক ব্যক্তি জুব্বায় সুগন্ধি মেখে তা পরিহিত অবস্থায় উমরার ইহরাম বেঁধেছে, তার সম্পর্কে আপনার কী অভিমত? নবী ﷺ তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন, অতঃপর নীরব রইলেন। এই সময় তাঁর উপর ওহী আসল। উমর (রা) হাতের ইশারায় ইয়ালা ইব্‌ন উমায়্যা (রা)-কে বললেন, এদিকে আস। ইয়ালা (রা) এসে নিজের মাথা (কাপড়ের

মধ্যে) ঢুকিয়ে দিলেন (এবং দেখলেন) নবী ﷺ-এর চেহারা লাল বর্ণ ধারণ করেছে এবং তাঁর মুখ দিয়ে আওয়ায বেরুচ্ছে। অতঃপর এই অবস্থা দূরীভূত হ'ল এবং তিনি বললেন, এইমাত্র যে ব্যক্তি আমার নিকট উমরা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছিল– সে কোথায়? লোকটিকে খুঁজে এনে তাঁর নিকট উপস্থিত করা হ'ল। নবী ﷺ বললেন, তোমার সুগন্ধি তিনবার ধুয়ে ফেল এবং জুব্বা খুলে ফেল। অতঃপর যে নিয়মে হজ্জ কর, ঠিক সেই নিয়মে উমরা কর।

٢٦٧٢- وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ رَافِعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسًا يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ اَبِيهِ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ قَدْ اَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَهُوَ مُصَفِّرٌ لِحْيَتَهُ وَرَأْسَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَحْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ وَاَنَا كَمَا تَرٰى فَقَالَ انْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَاغْسِلْ عَنْكَ الصُّفْرَةَ وَمَا كُنْتَ صَانِعًا فِىْ حَجِّكَ فَاصْنَعْهُ فِىْ عُمْرَتِكَ -

২৬৭২. উকবা ইব্‌ন মুকরাম আম্মী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) ..... ইয়ালা ইব্‌ন উমায়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি জি'রানা নামক স্থানে নবী ﷺ-এর নিকট আসল। লোকটি উমরার জন্য ইহরাম বাঁধা অবস্থায় ছিল। তার দাঁড়ি ও মাথার চুল হলুদ রং-এ রঞ্জিত ছিল এবং তার পরনে ছিল একটি জুব্বা। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি উমরা করার জন্য ইহরাম বেঁধেছি এবং আমি কি অবস্থায় আছি তা আপনি দেখছেন। তিনি বললেন, তুমি জুব্বা খুলে ফেল এবং হলুদ রং ধুয়ে ফেল। অতঃপর হজ্জে যা কিছু করতে, উমরাতেও তাই কর।

٢٦٧٣- وَحَدَّثَنِىْ اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَلِيٍّ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْمُجِيْدِ حَدَّثَنَا رَبَاحُ بْنُ اَبِىْ مَعْرُوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ اَخْبَرَنِى صَفْوَانُ بْنُ يَعْلٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَاهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةٌ بِهَا اَثَرٌ مِنْ خَلُوْقٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَحْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ فَكَيْفَ اَفْعَلُ فَسَكَتَ عَنْهُ فَلَمْ يَرْجِعْ اِلَيْهِ وَكَانَ عُمَرُ يَسْتُرُهُ اِذَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْىُ يُظِلُّهُ فَقُلْتُ لِعُمَرَ اِنِّىْ اُحِبُّ اِذَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْىُ اَنْ اُدْخِلَ رَأْسِىْ مَعَهُ فِىْ الثَّوْبِ فَلَمَّا اُنْزِلَ عَلَيْهِ خَمَّرَهُ عُمَرُ بِالثَّوْبِ فَجِئْتُهُ فَاَدْخَلْتُ رَأْسِىْ مَعَهُ فِى الثَّوْبِ فَنَظَرْتُ اِلَيْهِ فَلَمَّا سُرِّىَ عَنْهُ قَالَ اَيْنَ السَّائِلُ اٰنِفًا عَنِ الْعُمْرَةِ فَقَامَ اِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ انْزِعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ وَاغْسِلْ اَثَرَ الْخَلُوْقِ الَّذِىْ بِكَ وَافْعَلْ فِىْ عُمْرَتِكَ مَا كُنْتَ فَاعِلاً فِىْ حَجِّكَ -

২৬৭৩. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) ..... সাফওয়ান তার পিতা সূত্রে (ইব্‌ন উমায়্যা) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে ছিলাম। তাঁর নিকট এক ব্যক্তি জুব্বা পরিহিত অবস্থায় উপস্থিত হ'ল। তাতে খালূক (জাতীয় সুগন্ধি)-এর চিহ্ন ছিল। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি উমরার ইহরাম বেঁধেছি, আমাকে কি করতে হবে? তিনি তার কথার কোন উত্তর না দিয়ে নীরব থাকলেন। যখন তাঁর উপর ওহী নাযিল হত

তখন উমর (রা) তাঁকে ছায়া দেওয়ার জন্য একখণ্ড কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতেন। আমি (ইয়ালা) উমর (রা)-কে বলেছিলাম, তাঁর উপর যখন ওহী নাযিল হয় তখন আমি তাঁর সংগে কাপড়ের অভ্যন্তরভাগে আমার মাথা ঢুকাতে চাই। যখন ওহী নাযিল হ'ল, উমর (রা) তাঁকে একখণ্ড কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলেন। আমি তাঁর নিকট এসে কাপড়ের ভিতরে মাথা ঢুকিয়ে দিলাম এবং তাঁকে দেখলাম। এই অবস্থা দূরীভূত হলে তিনি বললেন, এইমাত্র উমরা সম্পর্কে প্রশ্নকারী কোথায়? লোকটি তাঁর সামনে দাঁড়াল। তিনি বললেন, তোমার পরিধানের জুব্বা খুলে ফেল এবং সুগন্ধির চিহ্ন ধুয়ে ফেল। অতঃপর তুমি হজ্জে যা করতে, তোমার 'উমরায় তাই কর।[১]

٢ـ بَابُ مَوَاقِيْتِ الْحَجِّ

২. পরিচ্ছেদ : হজ্জের মীকাতসমূহের বর্ণনা

٢٦٧٤ـ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَاَبُو الرَّبِيْعِ وَقُتَيْبَةُ جَمِيْعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَّتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلاَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلاَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلاَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ قَالَ فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ اَتٰى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ اَهْلِهِنَّ مِمَّنْ اَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُوْنَهُنَّ فَمِنْ اَهْلِهِ وَكَذَا فَكَذٰلِكَ حَتّٰى اَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّوْنَ مِنْهَا ـ

২৬৭৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, খালফ ইব্ন হিশাম, আবুর-রবী ও কুতায়বা (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনাবাসীদের জন্য যুল-হুলায়ফা, সিরিয়াবাসীদের জন্য আল-জুহফা, নাজদবাসীদের জন্য কারনুল-মানাযিল, ইয়েমেনবাসীদের জন্য ইয়ালামলামকে মীকাত হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। তিনি আরো বলেন, এগুলো ঐসব এলাকার লোকদের মীকাত এবং এর বাইরের যে সব লোক হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে ঐসব এলাকা হয়ে আসবে, তাদের মীকাত। আর যেসব লোক উল্লেখিত মীকাতসমূহের অভ্যন্তরে বসবাস করে, তারা স্বস্থান থেকে ইহরাম বাঁধবে, এভাবে যারা আরো ভিতরে, তারা সে স্থান হতে। এমনকি মক্কাবাসীগণ মক্কা থেকে ইহরাম বাঁধবে।

٢٦٧٥ـ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ طَاوُوْسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَّتَ لاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلاَهْلِ الشَّامِ

---

১. হজ্জ শব্দের আভিধানিক অর্থ 'সংকল্প করা', 'দর্শনের উদ্দেশ্যে কোন স্থানে গমন করা।' শরীআতের পরিভাষায় এর অর্থ "কতিপয় নির্দিষ্ট কার্যক্রম সহকারে একটি নির্দিষ্ট ইহরাম অবস্থায় বায়তুল্লাহ (কা'বা) শরীফ যিয়ারত করার সংকল্প করা।" হজ্জের কার্যক্রম হচ্ছে (১০ যিলহজ্জ তারিখে) বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করা, সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাঈ করা, আরাফাতের ময়দানে (৯ যিলহজ্জ) অবস্থান করা, মাথা কামানো বা চুল ছোট করা, ১০ যিলহজ্জের পর দুই বা তিন দিন মিনায় অবস্থান করা এবং জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করা।

الْجُحْفَةَ وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَقَالَ هُنَّ لَهُمْ وَلِكُلِّ اٰتٍ اَتٰى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ اَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُوْنَ ذٰلِكَ فَمِنْ حَيْثُ اَنْشَاَ حَتّٰى اَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ ـ

২৬৭৫. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনার অধিবাসীদের জন্য যুল-হুলায়ফা, সিরিয়ার অধিবাসীদের জন্য আল-জুহফা, নাজদবাসীদের জন্য কারনুল-মানাযিল এবং ইয়েমেনবাসীদের জন্য ইয়ালামলামকে মীকাত নির্ধারণ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, এগুলো উল্লেখিত এলাকার লোকদের মীকাত এবং বাইরের যেসব লোক হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে ঐ সব এলাকা হয়ে আসবে, তাদের মীকাত। আর যেসব লোক মীকাতের অভ্যন্তরে বসবাস করে, তারা যে স্থান থেকে ইহরাম বাঁধতে ইচ্ছা করে, সে স্থান হতে। এমনকি মক্কাবাসীগণ মক্কা থেকে ইহরাম বাঁধবে।

٢٦٧٦ـ وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُهِلُّ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَاَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَاَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَبَلَغَنِىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَيُهِلُّ اَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ ـ

২৬৭৬. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মদীনাবাসীগণ যুল-হুলায়ফা থেকে, সিরিয়াবাসীগণ আল-জুহফা থেকে এবং নাজদবাসীগণ কারন্ থেকে ইহরাম বাঁধবে। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমার কাছে খবর পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইয়েমেনবাসীগণ ইয়ালামলাম থেকে ইহরাম বাঁধবে।

٢٦٧٧ـ وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مُهَلُّ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ وَمُهَلُّ اَهْلِ الشَّامِ مَهْيَعَةُ وَهِىَ الْجُحْفَةُ وَمُهَلُّ اَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَزَعَمُوْا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ اَسْمَعْ ذٰلِكَ مِنْهُ قَالَ وَمُهَلُّ اَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ ـ

২৬৭৭. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, মদীনাবাসীদের ইহরাম বাঁধার স্থান যুল-হুলায়ফা, সিরিয়াবাসীদের ইহরাম বাঁধার স্থান মুহায়আ অর্থাৎ আল-জুহফা এবং নাজদবাসীদের ইহরাম বাঁধার স্থান কারন্। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, লোকেরা বলে ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইয়েমেনবাসীদের ইহরাম বাঁধার স্থান ইয়ালামলাম, কিন্তু আমি তা তাঁর নিকট থেকে শুনিনি।

٢٦٧٨ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَيَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الاٰخَرُوْنَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ

اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ اَنْ يُهِلُّوْا مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَاَهْلَ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَاَهْلَ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَاُخْبِرْتُ اَنَّهُ قَالَ وَيُهِلُّ اَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ ـ

২৬৭৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আয়্যুব, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও 'আলী ইব্ন হুজ্‌র (র) ..... ইব্ন দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইব্ন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনাবাসীদের যুল-হুলায়ফা থেকে, সিরিয়ার অধিবাসীদেরকে আল-জুহফা থেকে এবং নাজদবাসীদেরকে কারন্ থেকে ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দিয়েছেন। আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন, আমাকে অবহিত করা হয়েছে যে, তিনি আরও বলেছেন, ইয়েমেনবাসীগণ ইয়ালামলাম থেকে ইহরাম বাঁধবে।

٢٦٧٩ـ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنِ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يُسْأَلُ عَنِ الْمُهَلِّ فَقَالَ سَمِعْتُ ثُمَّ انْتَهٰى فَقَالَ اُرَاهُ يَعْنِى النَّبِىَّ ﷺ ـ

২৬৭৯. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ..... আবূ যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট ইহরাম বাঁধার স্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে শুনেছেন। এরপর তিনি হাদীসটি শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন। আবূ যুবায়র (র) বলেন, আমি মনে করি যে, জাবির (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে সরাসরি এই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٦٨٠ـ وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُهِلُّ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَيُهِلُّ اَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَيُهِلُّ اَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَذُكِرَ لِىْ وَلَمْ اَسْمَعْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَيُهِلُّ اَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ ـ

২৬৮০. যুহায়র ইব্ন হারব ও ইব্ন আবূ উমর (র) ..... সালিম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মদীনাবাসীগণ যুল-হুলায়ফা থেকে এবং সিরিয়াবাসীগণ আল-জুহফা থেকে, নাজদবাসীগণ কারন্ থেকে ইহরাম বাঁধবে। ইব্ন উমর (রা) বলেন, আমার নিকট উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেছেন, "ইয়ামেনবাসীগণ ইয়ালামলাম থেকে ইহরাম বাঁধবে," কিন্তু একথা আমি সরাসরি তাঁর নিকট থেকে শুনিনি।

٢٦٨١ـ وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلاَهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ قَالَ عَبْدٌ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يُسْأَلُ عَنِ الْمُهَلِّ فَقَالَ سَمِعْتُ اَحْسِبُهُ رَفَعَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ مُهَلُّ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَالطَّرِيْقُ الْاٰخَرُ الْجُحْفَةُ وَمُهَلُّ اَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ وَمُهَلُّ اَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ وَمُهَلُّ اَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ ـ

২৬৮১. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম ও আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা)-কে ইহরাম বাঁধার স্থান সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি (রাবীর ধারণায় তিনি এই হাদীস তাঁর সাথে সংযুক্ত করেছেন) : মদীনাবাসীদের ইহরাম বাঁধার স্থান যুল-হুলায়ফা, অপর একটি পথ হচ্ছে আল-জুহফা, ইরাকবাসীদের ইহরাম বাঁধার স্থান হচ্ছে যাতু ইরাক, নাজদবাসীদের ইহরাম বাঁধার স্থান হচ্ছে কারন্ এবং ইয়েমেনবাসীদের ইহরাম বাঁধার স্থান হচ্ছে ইয়ালামলাম।

٣- بَابُ التَّلْبِيَةِ وَصِفَتِهَا وَوَقْتِهَا

৩. পরিচ্ছেদ : তালবিয়া-এর বর্ণনা এবং এর সময়

٢٦٨٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنِ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَزِيْدُ فِيْهَا لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ اِلَيْكَ وَالْعَمَلُ -

২৬৮২. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া তামীমী (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তালবিয়া নিম্নরূপ ছিল :

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ -

"আমি তোমার নিকট হাযির হে আল্লাহ!, তোমার কাছে হাযির, আমি তোমার কাছে হাযির। তোমার কোন শরীক নাই, আমি তোমার কাছে হাযির। যাবতীয় প্রশংসা ও নি'আমত তোমারই এবং সার্বভৌম কর্তৃত্ব তোমার। তোমার কোন শরীক নাই।" নাফি' (র) বলেন, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) নিজের তরফ থেকে তালবিয়ার সাথে আরও যোগ করতেন : "আমি তোমার কাছে হাযির, তোমার কাছে হাযির, তোমার খিদমতের সৌভাগ্য লাভ করেছি। সমস্ত কল্যাণ তোমার হাতে, আমি তোমার কাছে হাযির, সমস্ত আকর্ষণ তোমার প্রতি এবং সকল কাজ তোমারই জন্য।"

٢٦٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِى ابْنَ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَنَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللّٰهِ وَحَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اسْتَوَتْ بِهٖ رَاحِلَتُهٗ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِى الْحُلَيْفَةِ اَهَلَّ فَقَالَ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ قَالُوْا وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ هٰذِهٖ تَلْبِيَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَافِعٌ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَزِيْدُ مَعَ هٰذَا لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ اِلَيْكَ وَالْعَمَلُ -

২৬৮৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্বাদ (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যুল-হুলায়ফার মসজিদের নিকট যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উষ্ট্রী তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াত, তখন তিনি তালবিয়া পাঠ শুরু করতেন। তিনি বলতেন, "লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা ..... লা শারীকা লাকা।" আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বলতেন, এই হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তালবিয়া।

নাফি' (র) বলেন, আবদুল্লাহ (রা)-এর সাথে আরও যোগ করতেন : "লাব্বাইকা লাব্বাইকা ... ওয়াল আমালু।"

٢٦٨٤- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَحْيٰى يَعْنِى ابْنَ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَلَقَّفْتُ التَّلْبِيَةَ مِنْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِهِمْ -

২৬৮৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখে তালবিয়া শিখেছি ..... অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٢٦٨٥- وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ فَاِنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَخْبَرَنِىْ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُهِلُّ مُلَبِّدًا يَقُوْلُ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ لاَ يَزِيْدُ عَلٰى هٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ وَاَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْكَعُ بِذِىْ الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اِذَا اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِى الْحُلَيْفَةِ اَهَلَّ بِهٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ يَقُوْلُ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يُهِلُّ بِاِهْلاَلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ هٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ وَيَقُوْلُ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِىْ يَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ اِلَيْكَ وَالْعَمَلُ -

২৬৮৫. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মাথার চুল জমাট করা অবস্থায় তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, "লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা ..... লা শারীকা লাকা।" তিনি এর সাথে আর কোন কথা যোগ করতেন না। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুল-হুলায়ফায় দু'রাক'আত সালাত আদায় করতেন। অতঃপর তার উষ্ট্রী যখন তাঁকে নিয়ে যুল-হুলায়ফার মসজিদের সামনে দন্ডায়মান হতো তখন তিনি ঐসব শব্দ সহকারে তালবিয়া পাঠ শুরু করতেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) আরও বলতেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই তালবিয়া পাঠ করতেন এবং বলতেন, "লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা...ওয়ার রাগবাউ ইলাইকা ওয়াল আমালু।"

٢٦٨٦- وَحَدَّثَنِىْ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْيَمَامِىُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ يَعْنِى ابْنَ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ زُمَيْلٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْمُشْرِكُوْنَ يَقُوْلُوْنَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ قَالَ فَيَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَيْلَكُمْ قَدْ قَدْ فَيَقُوْلُوْنَ اِلاَّ شَرِيْكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا وَهُمْ يَطُوْفُوْنَ بِالْبَيْتِ -

২৬৮৬. আব্বাস ইব্‌ন আবদুল আযীম আম্বারী (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুশরিকরা বলত, "লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা।" তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন, সাবধান, ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও (সামনে আর বলো না)। কিন্তু তারা আরও বলত, "কিন্তু হে আল্লাহ! তোমার আরও একজন শরীক আছে– তুমিই যার মালিক এবং সে কিছুরই মালিক নয় (অথবা অর্থ হবে, সে যা কিছুর মালিক তারও মালিক তুমিই)।" তারা এই কথা বলত আর বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করত।

٤- بَابُ اَمْرِ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ بِالْاِحْرَامِ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِى الْحُلَيْفَةِ

৪. পরিচ্ছেদ : মদীনাবাসীদেরকে যুল-হুলায়ফার মসজিদের নিকট ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে

٢٦٨٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهٗ سَمِعَ اَبَاهُ يَقُوْلُ بَيْدَاؤُكُمْ هٰذِهِ الَّتِىْ تَكْذِبُوْنَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْهَا مَا اَهَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ يَعْنِى ذَا الْحُلَيْفَةِ -

২৬৮৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতা সূত্রে বর্ণিত। তিনি তার পিতাকে বলতে শুনেছেন, তোমাদের এই বায়দা নামক স্থান সম্পর্কে তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সম্পৃক্ত করে ভুল বর্ণনা করে থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবলমাত্র যুল-হুলায়ফার মসজিদের নিকটেই ইহরাম বাঁধতেন।

٢٦٨٨- وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِى ابْنَ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا قِيْلَ لَهُ الْاِحْرَامُ مِنَ الْبَيْدَاءِ قَالَ اَلْبَيْدَاءُ الَّتِىْ تَكْذِبُوْنَ فِيْهَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا اَهَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَّا مِنْ عِنْدِ الشَّجَرَةِ حِيْنَ قَامَ بِهِ بَعِيْرُهُ -

২৬৮৮. কুতাইবা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... সালিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন উমর (রা)-কে যখন বলা হ'ল, বায়দা নামক স্থানে ইহরাম বাঁধতে হবে- তখন তিনি বললেন, এই বায়দাকে কেন্দ্র করেই তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সম্পৃক্ত করে ভুল বর্ণনা করে থাক। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই গাছের নিকট ইহরাম বেঁধে লাব্বাইকা ধ্বনি উচ্চারণ করতেন– যেখান থেকে তাঁর উট তাঁকে নিয়ে রওনা হতো।[১]

---

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ ঠিক কোন্ স্থানে ইহরাম বেঁধে তালবিয়া পাঠ শুরু করতেন– এ সম্পর্কে হাদীসের বর্ণনায় কিছুটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সুনানে আবূ দাউদ ও মুসতাদরাকে হাকিম–এ ইব্‌ন আব্বাস সূত্রে বর্ণিত হাদীসের সাহায্যে এই পার্থক্য দূরীভূত হয়ে যায়। তাতে আছে, "রাসূলুল্লাহ ﷺ যুল-হুলায়ফার মসজিদে দু'রাক'আত পড়ার পর ইহরাম বেঁধে তালবিয়া উচ্চারণ করেন। কতিপয় লোক তাঁর এই তালবিয়া শুনতে পায়। অতঃপর তিনি বাহনে উঠে রওনা হয়ে পুনর্বার তালবিয়া উচ্চারণ করেন। কতিপয় লোক তাঁর এই তালবিয়া শুনতে পায়। কেননা লোকেরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাতায়াত করছিল। অতঃপর তিনি (যুল-হুলায়ফার) অনতিদূরে বায়দার উচ্চভূমিতে আরোহণের সময় পুনরায় তালবিয়া পাঠ করেন। কতিপয় লোক তাঁর এই তালবিয়া শুনতে পায় এবং মনে করে যে, তিনি এখান থেকেই তালবিয়া পাঠ শুরু করেছেন। আল্লাহর শপথ! নবী ﷺ যেখানে দু'রাকআত সালাত আদায় করেছেন, সেখানেই তালবিয়া শুরু করেছেন।"

٥- بَابُ بَيَانِ اَنَّ الاَفْضَلَ اَنْ يُحْرِمَ حِيْنَ تَنْبَعِثُ بِهٖ رَاحِلَتُهُ مُتَوَجِّهًا اِلٰى مَكَّةَ لاَعَقْبَ الرَّكْعَتَيْنِ ـ

৫. পরিচ্ছেদ : দু'রাক'আত সালাত আদায়ের পর কোন ব্যক্তির উট যখন মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হয়, তখনই ইহরাম বাঁধা উত্তম

٢٦٨٩- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ اَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ اَرْبَعًا لَمْ اَرَ اَحَدًا مِنْ اَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا قَالَ مَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ رَأَيْتُكَ لاَ تَمَسُّ مِنَ الاَرْكَانِ الاَّ الْيَمَانِيَيْنِ وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ وَرَأَيْتُكَ اِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ اَهَلَّ النَّاسُ اِذَا رَأَوُا الْهِلاَلَ وَلَمْ تُهْلِ اَنْتَ حَتّٰى يَكُوْنَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اَمَّا الاَرْكَانُ فَاِنِّى لَمْ اَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَمَسُّ الاَّ الْيَمَانِيَيْنِ وَاَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَاِنِّى رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِىْ لَيْسَ فِيْهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيْهَا فَاَنَا اُحِبُّ اَنْ اَلْبَسَهَا وَاَمَّا الصُّفْرَةُ فَاِنِّىْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَصْبُغُ بِهَا فَاَنَا اُحِبُّ اَنْ اَصْبُغَ بِهَا وَاَمَّا الاِهْلاَلُ فَاِنِّىْ لَمْ اَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُهِلُّ حَتّٰى تَنْبَعِثَ بِهٖ رَاحِلَتُهُ ـ

২৬৮৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... সাঈদ ইবন আবূ সাঈদ মাকবূরী 'উবায়দ ইব্ন জুরায়জ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-কে বললেন, হে আবূ আবদুর রহমান! আমি আপনাকে এমন চারটি কাজ করতে দেখছি– যা আপনার সঙ্গী-সাথীদের কাউকে করতে দেখিনি। তিনি বললেন, হে ইব্ন জুরায়জ! সেগুলো কি কি? তিনি বললেন, আমি দেখেছি আপনি রুকনে হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী ব্যতীত আর কোন রুক্ন স্পর্শ করেন না। আমি আরও লক্ষ্য করেছি যে, আপনি পশমবিহীন চামড়ার স্যান্ডেল পরিধান করেন। আমি আরও দেখেছি যে, আপনি হলুদ বর্ণ ব্যবহার করেন। আমি আরও লক্ষ্য করেছি যে, আপনি মক্কায় অবস্থানকালে (যিলহজ্জ মাসের) আট তারিখে ইহরাম বাঁধেন। অথচ লোকেরা নতুন চাঁদ দেখার সাথে সাথে ইহরাম বাঁধে। আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বললেন, রুকনসমূহের ব্যাপারে কথা হচ্ছে এই যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রুকনে হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী ছাড়া অন্য কোন রুকন স্পর্শ করতে দিতে দেখিনি। আর পশমবিহীন স্যান্ডেলের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পশমবিহীন চামড়ার স্যান্ডেল পরিধান করতে দেখেছি। তিনি তা পায়ে দিয়ে উযূও করতেন। আমিও তাই এ ধরনের স্যান্ডেল পসন্দ করি। হলুদ রং–এর সম্পর্কে কথা হচ্ছে এই যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এই রং ব্যবহার করতে দেখেছি। অতএব আমিও এই রং পসন্দ করি। ইহরাম সম্পর্কে বলতে হয় যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তখনি তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি যখন তাঁর উট যাত্রা শুরু করেছে।

٢٦٩٠- حَدَّثَنِىْ هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الاَيْلِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ صَخْرٍ عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَجَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ مَرَّةً فَقُلْتُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكَ اَرْبَعَ خِصَالٍ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِهٰذَا الْمَعْنٰى اِلاَّ فِىْ قِصَّةِ الْاِهْلاَلِ فَاِنَّهُ خَالَفَ رِوَايَةَ الْمَقْبُرِىِّ فَذَكَرَهُ بِمَعْنًى سِوٰى ذِكْرِهِ اِيَّاهُ -

২৬৯০. হারুন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী (র) .....ইব্‌ন কুসায়ত উবায়দ ইব্‌ন জুরায়জ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা)-এর সঙ্গে হজ্জ ও উমরা মিলিয়ে ১২ বার করেছি।.আমি বললাম, হে আবূ আবদুর রহমান! আমি আপনাকে চারটি কাজ করতে দেখেছি ..... অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্বোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক। কিন্তু তালবিয়া পাঠ প্রসঙ্গে রাবী (ইব্‌ন কুসায়ত) সাঈদ মাকবূরীর বিপরীত বর্ণনা করেছেন, তবে তার উল্লেখ ব্যতীত আর সব বর্ণনায় কোন বিরোধ হয়নি।

٢٦٩١- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِى الْغَرْزِ وَانْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً اَهَلَّ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ -

২৬৯১. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন পাদানীতে পা রাখতেন এবং তাঁর বাহন দাঁড়িয়ে সোজা হয়ে রওনা করত, তখন তিনি যুল-হুলায়ফায় ‘লাব্বাইকা’ পাঠ করতেন।

٢٦٩٢- وَحَدَّثَنِىْ هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَهَلَّ حِيْنَ اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمَةً -

২৬৯২. হারুন ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বর্ণনা করতেন, নবী ﷺ -এর উষ্ট্রী যখন তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াত, তখন তিনি তালবিয়া পাঠ করতেন।

٢٦٩٣- وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ بِذِى الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ يُهِلُّ حِيْنَ تَسْتَوِىْ بِهِ قَائِمَةً -

২৬৯৩. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে তাঁর বাহনে আরোহণ করলেন, অতঃপর তা যখন তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, তখন তিনি তালবিয়া পাঠ করলেন।

٢٦٩٤- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا وَقَالَ حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ بَاتَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مَبْدَأَهُ وَصَلَّى فِي مَسْجِدِهَا -

২৬৯৪. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ও আহমদ ইব্ন ঈসা (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন, হজ্জের অনুষ্ঠানাদি শুরু করার প্রারম্ভে রাসূলুল্লাহ ﷺ যুল-হুলায়ফায় রাত যাপন করেন এবং এখানকার মসজিদে সালাত আদায় করেন।

٦- بَابُ اِسْتِحْبَابِ الطِّيْبِ قَبْلَ الْاِحْرَامِ فِى الْبَدَنِ وَاِسْتِحْبَابِهِ بِالْمِسْكِ وَاَنَّهُ لَابَاسَ بِبَقَاءِ وَبِيْصِهِ وَهُوَ بَرِيْقُهُ وَلُمْعَانُهُ

৬. পরিচ্ছেদ : ইহরামের পূর্বে দেহে সুগন্ধি ব্যবহার করা মুস্তাহাব এবং তাতে মিশ্ক ব্যবহার করা মুস্তাহাব হওয়া। আর সুগন্ধির ঝিলিক অবশিষ্ট থাকা দূষণীয় না হওয়া

٢٦٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ -

২৬৯৫. মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইহরাম বাঁধার সময় এবং (হজ্জ সমাপনান্তে) ইহরামমুক্ত হওয়ার পর বায়তুল্লাহ তাওয়াফের পূর্বেও আমি তাঁকে সুগন্ধি মেখে দিয়েছি।

٢٦٩٦- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ بِيَدَيَّ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ حِينَ حَلَّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ -

২৬৯৬. আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কা'নাব (র) ..... নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর ইহরাম বাঁধার প্রাক্কালে এবং ইহরামমুক্ত হওয়ার পর বায়তুল্লাহ তাওয়াফের পূর্বে সুগন্ধি মেখে দিয়েছি।

٢٦٩٧- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ لِاِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ -

২৬৯৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (রা) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহরাম বাঁধার জন্য ইহরামের পোশাক পরিধান করার পূর্বে এবং ইহরামমুক্ত হওয়ার পর বায়তুল্লাহ তাওয়াফের পূর্বে আমি তাঁকে সুগন্ধি মেখে দিতাম।

٢٦٩٨- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِحِلِّهِ وَلِحُرْمِهِ -

২৬৯৮. ইব্ন নুমায়র (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর ইহরাম বাঁধার সময় এবং ইহরামমুক্ত হওয়ার পর সুগন্ধি মেখে দিয়েছি।

٢٦٩٩- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ قَالَ عَبْدٌ اَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُرْوَةَ اَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ وَالْقَاسِمَ يُخْبِرَانِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِىْ بِذَرِيْرَةٍ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلْحِلِّ وَالْاِحْرَامِ -

২৬৯৯. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বিদায় হজ্জের সময় নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যারীরা (ভারতীয় সুগন্ধি) মেখে দিয়েছি– ইহরামমুক্ত হওয়ার সময় এবং ইহরাম বাঁধার সময়।

٢٧٠٠- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ بِاَىِّ شَىْءٍ طَيَّبْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ حُرْمِهِ قَالَتْ بِاَطْيَبِ الطِّيْبِ -

২৭০০. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) ..... উসমান ইব্ন উরওয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইহরাম বাঁধার সময় তাঁকে কি জিনিস দিয়ে সুগন্ধিযুক্ত করেছিলেন? তিনি বললেন, সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধি দ্রব্যের (কস্তুরীর) সাহায্যে।

٢٧٠١- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِاَطْيَبِ مَا اَقْدِرُ عَلَيْهِ قَبْلَ اَنْ يُحْرِمَ ثُمَّ يُحْرِمُ -

২৭০১. আবূ কুরায়ব (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যতদূর সম্ভব সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধির সাহায্যে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ইহরাম বাঁধার পূর্বে সুগন্ধিযুক্ত করতাম, অতঃপর তিনি ইহরাম বাঁধতেন।

٢٧٠٢- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ اَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ اَبِى الرِّجَالِ عَنْ اُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِحُرْمِهِ حِيْنَ اَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ اَنْ يُفِيْضَ بِاَطْيَبِ مَا وَجَدْتُ -

২৭০২. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যতদূর সম্ভব সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধি দ্রব্যের সাহায্যে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর ইহরাম বাঁধার প্রাক্কালে এবং ইহরামমুক্ত হওয়ার পর কিন্তু তাওয়াফে ইফাযা[1] করার পূর্বে, সুগন্ধিযুক্ত করেছি।

٢٧٠٣- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَلَمْ يَقُلْ خَلَفٌ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَلَكِنَّهُ قَالَ وَذَاكَ طِيبُ إِحْرَامِهِ-

২৭০৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া, সাঈদ ইব্‌ন মানসূর, আবুর-রবী, খালফ ইব্‌ন হিশাম ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথার সিঁথিতে কস্তুরীর ঔজ্জ্বল্য দেখতে পাচ্ছি, অথচ তিনি তখন ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। রাবী খালফের বর্ণনায়, "তিনি তখন ইহরামাবস্থায় ছিলেন" কথার উল্লেখ নাই। তবে তাঁর বর্ণনায় আছে, "এটা ছিল তাঁর ইহরামের সময়কার সুগন্ধি।"

٢٧٠٤- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُهِلُّ-

২৭০৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথার সিঁথিতে কস্তুরীর ঔজ্জ্বল্য দেখতে পাচ্ছি, তিনি তখন তালবিয়া পাঠ করছিলেন।

٢٧٠٥- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُلَبِّي-

২৭০৫. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ (র) .....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথার সিঁথিতে সুগন্ধির ঔজ্জ্বল্য দেখতে পাচ্ছি, তিনি তখন তালবিয়া পাঠ করছিলেন।

---

১. হাজীদের মোট তিনবার কা'বা শরীফ তাওয়াফ করতে হয়। প্রথমে মক্কা মু'আজ্জামায় পৌঁছেই, এটাকে বলে তাওয়াফে কুদূম বা আগমণী তাওয়াফ, তা সুন্নাত। দ্বিতীয়বার ১০ যিলহজ্জ মিনা থেকে ফিরে এসে। এটাকে বলে তাওয়াফে যিয়ারত বা তাওয়াফে ইফাযা, এই তাওয়াফ ফরয। তৃতীয়বার হজ্জশেষে নিজ নিজ বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানার প্রাক্কালে, এটাকে বলে তাওয়াফে ওদা' বা বিদায়ী তাওয়াফ। মক্কার বাইরের লোকদের জন্য এই তাওয়াফ ওয়াজিব। কিন্তু মক্কা ও তার আশেপাশের এলাকার লোকদের জন্য তাওয়াফে ওদা' বাধ্যতামূলক নয়।

٢٧٠٦- وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ وَعَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ -

২৭০৬. আহমদ ইব্‌ন ইউনূস (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন দেখতে পাচ্ছি ..... ওয়াকী' (র)-এর হাদীসের অনুরূপ।

٢٧٠٧- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ -

২৭০৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথার সিঁথিতে তাঁর ইহরামের অবস্থায় সুগন্ধির ঔজ্জ্বল্য দেখতে পাচ্ছি।

٢٧٠٨- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كُنْتُ لأَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ -

২৭০৮. ইব্‌ন নুমায়র (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সিঁথিতে তাঁর ইহরামের অবস্থায় সুগন্ধির ঔজ্জ্বল্য দেখছি।

٢٧٠٩- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَهُوَ السَّلُولِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ وَهُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعَ ابْنَ الأَسْوَدِ يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ يَتَطَيَّبُ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ ثُمَّ أَرَى وَبِيصَ الدُّهْنِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ -

২৭০৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ইহরাম বাঁধার সংকল্প করতেন তখন তিনি যথাসাধ্য সর্বোত্তম সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। অতঃপর আমি তাঁর মাথায় ও দাঁড়িতে তৈলের চাকচিক্য দেখতে পেতাম।

٢٧١٠- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ -

২৭১০. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... আয়েশা (রা) বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সিথিতে তাঁর ইহরামের অবস্থায় কস্তুরীর চাকচিক্য দেখতে পাচ্ছি।

٢٧١١- وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

২৭১১. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ..... হাসান ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ (র) থেকে এ সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٢٧١٢- وَحَدَّثَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ وَيَعْقُوْبُ الدَّوْرَقِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اُطَيِّبُ النَّبِىَّ ﷺ قَبْلَ اَنْ يُحْرِمَ وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ اَنْ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ بِطِيْبٍ فِيْهِ مِسْكٌ ـ

২৭১২. আহমদ ইব্‌ন মানী' ও ইয়াকূব দাওরাকী (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে তাঁর ইহরাম বাঁধার পূর্বে এবং কুরবানীর দিন বায়তুল্লাহ তাওয়াফের পূর্বে কস্তুরী মিশ্রিত সুগন্ধি মেখে দিতাম।

٢٧١٣- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَاَبُوْ كَامِلٍ جَمِيْعًا عَنْ اَبِىْ عَوَانَةَ قَالَ سَعِيْدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَاَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَطَيَّبُ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا فَقَالَ مَا اُحِبُّ اَنْ اُصْبِحَ مُحْرِمًا اَنْضَخُ طِيْبًا لاَنْ اَطَّلِىَ بِقَطِرَانٍ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اَفْعَلَ ذٰلِكَ فَدَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَاَخْبَرْتُهَا اَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ مَا اُحِبُّ اَنْ اُصْبِحَ مُحْرِمًا اَنْضَخُ طِيْبًا لاَنْ اَطَّلِىَ بِقَطِرَانٍ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اَفْعَلَ ذٰلِكَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ اَنَا طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ اِحْرَامِهِ ثُمَّ طَافَ فِىْ نِسَائِهِ ثُمَّ اَصْبَحَ مُحْرِمًا ـ

২৭১৩. সাঈদ ইব্‌ন মানসূর ও আবূ কামিল (র) ..... ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুনতাশির (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (মুহাম্মদ) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা)-কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম – যে সুগন্ধি মেখেছে, অতঃপর তার ভোর হয় মুহরিম অবস্থায়। তিনি বললেন, আমি এটা পসন্দ করি না যে, আমি ইহরাম অবস্থায় থাকব আর আমার শরীর থেকে সুবাস ছড়াবে। এই কাজ (সুগন্ধি লাগানো) অপেক্ষা আমি আমার দেহে আলকাতরা মাখানোকে অধিক পসন্দনীয় মনে করি। অতঃপর আমি (মুহাম্মদ) আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম এবং তাঁকে অবহিত করলাম যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, "আমি এটা পসন্দ করি না যে, আমি ইহরাম অবস্থায় থাকব আর আমার শরীর থেকে সুবাস ছাড়াবে। এই কাজ (সুগন্ধি লাগানো) অপেক্ষা আমি আমার দেহে আলকাতরা মাখানোকে অধিক শ্রেয় মনে করি।" তখন আয়েশা (রা) বললেন, আমি নিজে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর ইহরাম বাঁধার সময় সুগন্ধি মেখে দিয়েছি।এরপর তিনি তাঁর স্ত্রীদের নিকট চক্কর দিলেন, এরপর ভোরবেলা ইহরাম বাঁধলেন।[১]

---

১. ইহরাম বাঁধার পূর্বে সুগন্ধি মাখা মুস্তাহাব এবং ইহরাম বাঁধার পর তা অবশিষ্ট থাকায় কোন দোষ নেই। কিন্তু ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অধিকাংশ সাহাবী, তাবিঈ, মুহাদ্দিস ও ফিকহবিদের এই মত; তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা), ইব্‌ন আব্বাস (রা), ইব্‌ন যুবায়র (রা), মু'আবিয়া (রা), আয়েশা (রা), উম্মু হাবীবা (রা) ইমাম আবূ হানীফা, ঈমাম শাফিঈ, আহমদ, সুফিয়ান সাওরী, আবূ ইউসুফ, আবূ দাউদ (র) প্রমুখ; ইমাম যুহরী, মালিক, মুহাম্মদ ইবনুল হাসান

٢٧١٤- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ يَطُوْفُ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَخُ طِيبًا ـ

২৭১৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব হারিসী (র) ..... আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দেহে সুগন্ধি মেখে দিতাম। এরপর তিনি তাঁর স্ত্রীদের নিকট চক্কর দিতেন, অতঃপর ভোরবেলা তিনি ইহরাম বাঁধতেন। আর তখন তার দেহ থেকে সুবাস ছড়াত।

٢٧١٥- وَحَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ لَأَنْ أُصْبِحَ مُطَّلِيًا بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا بِقَوْلِهِ فَقَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَطَافَ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا ـ

২৭৫১. আবূ কুরায়ব (র) ..... ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মুনতাশির (র)-এর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি : সুগন্ধি ছড়ানো অবস্থায় মুহরিম হওয়া অপেক্ষা দেহে আলকাতরা মাখানো অবস্থায় থাকা আমার নিকট অধিক পসন্দনীয়। রাবী বলেন, এরপর আমি আয়েশা (রা)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে ইব্ন উমরের উক্তি সম্পর্কে অবহিত করলাম। তখন তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দেহে খোশবু লাগিয়েছি। এরপর তিনি তাঁর স্ত্রীদের কাছে গেলেন। অতঃপর তিনি ইহরাম অবস্থায় ভোর করলেন।

٧- بَابُ تَحْرِيمِ الصَّيْدِ الْمَأْكُوْلِ الْبَرِّيِّ أَوْ مَا فِي أَصْلِهِ ذٰلِكَ عَلَى الْمُحْرِمِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ بِهِمَا

৭. পরিচ্ছেদ : হজ্জ, উমরা অথবা উভয় উদ্দেশ্যে ইহরামকারীর জন্য স্থলের হালাল জন্তু অথবা যে জন্তু মূলত স্থলের, তা শিকার করা নিষিদ্ধ

٢٧١٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُ أَهْدٰى لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ

আশ্‌-শায়বানী এবং একদল সাহাবী ও তাবিঈর মতে ইহরাম বাঁধার পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার জায়েয নয়। অনুরূপভাবে জামরাতুল আকাবায় পাথর নিক্ষেপ ও মাথা কামানোর পরে তাওয়াফে ইফাযার পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার জায়েয, কিন্তু ইমাম মালিকের মতে তা জায়েয নয়। যেসব হাদীসে ইহরাম বাঁধার পূর্বেই সুগন্ধির চিহ্ন দূর করার নির্দেশ রয়েছে, সে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ আলিমগণ বলেন, তা সুগন্ধি ছিল না; বরং তা ছিল জাফরানের রং– তাই তা মুছে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে, নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত নির্দেশটি ৮ম হিজরীতে দেওয়া হয় এবং অনুমতি সম্পর্কিত নির্দেশটি ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জের সময়কার। অতঃপর পূর্বোক্ত নির্দেশ শেষোক্ত নির্দেশ দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। (আন-নববী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৩, ৩৭৮; ফাতহুল মুলহিম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৮)।

بِالْاَبْوَاءِ اَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَلَمَّا اَنْ رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا فِىْ وَجْهِىْ قَالَ اِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ اِلَّا اَنَّا حُرُمٌ ـ

২৭১৬. ইয়হ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) মালিক (র) থেকে ..... সা'ব ইব্ন জাস্সামা লায়সী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বন্য গাধা (গোশত) হাদিয়া দিলেন। আর তিনি তখন আবওয়া অথবা ওয়াদ্দান নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তিনি তাকে তা ফেরত দিলেন। সা'ব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার চেহারা মলিন দেখে বললেন, আমরা তোমাকে তা ফেরত দিতাম না, কিন্তু আমরা যে ইহ্রাম অবস্থায় আছি।

٢٧١٧ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ وَقُتَيْبَةُ جَمِيْعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِىُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ اَهْدَيْتُ لَهُ حِمَارَ وَحْشٍ كَمَا قَالَ مَالِكٌ وَفِىْ حَدِيْثِ اللَّيْثِ وَصَالِحٍ اَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ اَخْبَرَهُ ـ

২৭১৭.ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ ও কুতায়বা, লায়স ইব্ন সা'দ থেকে, আবদ ইব্ন হুমায়দ আবদুর রাযযাকের মধ্যস্থতায় মা'মার থেকে, ইয়াকূবের মধ্যস্থতায় সালিহ থেকে এবং সকলে হাসান হুলওয়ানী (র) ..... যুহরী (র) থেকে উপরিউক্ত সনদে সা'ব ইব্ন জাস্সামা (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি (সা'বা) তাঁকে বন্য গাধার গোশত হাদিয়া দিয়েছিলাম। ইমাম মালিক (র) যেরূপ বর্ণনা করেছেন। লাইস ও সালিহ এর বর্ণনায় রয়েছে– সা'ব ইব্ন জাস্সামা (রা) তাকে অবহিত করেছেন।

٢٧١٨ـ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ اَهْدَيْتُ لَهُ مِنْ لَحْمِ حِمَارِ وَحْشٍ ـ

২৭১৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ বকর ইব্ন শায়বা ও আমরুন-নাকিদ (র) ..... যুহরী (র) থেকে উক্ত সনদে উল্লেখ আছে, তিনি (সা'ব) বলেন, আমি তাঁকে বন্য গাধার গোশত হাদিয়া দিয়েছিলাম।

٢٧١٩ـ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ لَوْ لاَ اَنَّا مُحْرِمُوْنَ لَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ ـ

২৭১৯. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'ব ইব্ন জাস্সামা (রা) নবী ﷺ-এর জন্য বন্য গাধার গোশত উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন। আর তিনি তখন ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। রাবী বলেন, তাই তিনি এই উপঢৌকন তাকে ফেরত দিলেন এবং বললেন, আমরা যদি ইহরাম অবস্থায় না থাকতাম তবে তোমার এই উপঢৌকন অবশ্যই গ্রহণ করতাম।

٢٧٢. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُوْرًا يُحَدِّثُ عَنِ الْحَكَمِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَمِيْعًا عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِىْ رِوَايَةِ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْحَكَمِ اَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ رِجْلَ حِمَارِ وَحْشٍ وَفِىْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَجُزَ حِمَارِ وَحْشٍ يَقْطُرُ دَمًا وَفِىْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيْبٍ اُهْدِىَ لِلنَّبِىِّ ﷺ شِقُّ حِمَارِ وَحْشٍ فَرَدَّهُ ـ

২৭২০. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া.... মানসূর (র) হাকাম (র) থেকে মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না, ইব্‌ন বাশ্শার ও শু'বা (র) হাকাম (র) থেকে ও উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মু'আয (র) .... শু'বা (র) হাবীব (র) থেকে তারা সকলে সা'ঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) থেকে এবং তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, সা'ব ইব্‌ন জাস্‌সামা (রা) নবী ﷺ -কে বন্য গাধার পায়ের গোশত হাদিয়া দেন। তখন তা থেকে রক্ত ঝরছিল। আর হাকামের সূত্রে শু'বা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে বন্য গাধার পেছনের অংশের কথা উল্লেখ আছে। আর হাবীবের সূত্রে শু'বা কর্তৃক অপর বর্ণনায় আছে, তিনি (সা'ব) বন্য গাধার উরুর পার্শ্বের গোশত নবী ﷺ -এর জন্য উপঢৌকন পাঠান। কিন্তু তিনি তা ফেরত দেন।

٢٧٢١. وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ زَيْدُ بْنُ اَرْقَمَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذْكِرُهُ كَيْفَ اَخْبَرْتَنِىْ عَنْ لَحْمِ صَيْدٍ اُهْدِىَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ حَرَامٌ قَالَ قَالَ اُهْدِىَ لَهُ عُضْوٌ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ فَرَدَّهُ فَقَالَ اِنَّا لاَنَاْكُلُهُ اِنَّا حُرُمٌ ـ

২৭২১. যুহায়র ইব্‌ন হারব (রা) .... তাউস (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) তাঁর নিকট এলেন। তখন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ইহরাম অবস্থায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে শিকার করা জন্তুর গোশত উপঢৌকন দেওয়া হয়েছিল, সে সম্পর্কে আপনি আমার কাছে যেন কী রকম বর্ণনা করেছিলেন? রাবী (তাউস) বলেন, তিনি বললেন, তাঁকে শিকারকৃত জন্তুর একটি অঙ্গ হাদিয়া দেওয়া হয়েছিল, তিনি তা ফেরত দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, আমরা এই গোশত খেতে পারি না, কারণ আমরা ইহরাম অবস্থায় আছি।

٢٧٢٢. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا مُحَمَّدٍ مَوْلٰى اَبِىْ قَتَادَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا قَتَادَةَ يَقُوْلُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِالْقَاحَةِ فَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَمِنَّا غَيْرُ

الْمُحْرِمِ اِذْ بَصُرْتُ بِاَصْحَابِىْ يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا فَنَظَرْتُ فَاِذَا حِمَارُ وَحْشٍ فَاَسْرَجْتُ فَرَسِىْ وَاَخَذْتُ رُمْحِىْ ثُمَّ رَكِبْتُ فَسَقَطَ مِنِّىْ سَوْطِىْ فَقُلْتُ لاَصْحَابِىْ وَكَانُوْا مُحْرِمِيْنَ نَاوِلُوْنِىْ السَّوْطَ فَقَالُوْا وَاللّٰهِ لاَنُعِيْنُكَ عَلَيْهِ بِشَىْءٍ فَنَزَلْتُ فَتَنَاوَلْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُ فَاَدْرَكْتُ الْحِمَارَ مِنْ خَلْفِهِ وَهُوَ وَرَاءَ اَكَمَةٍ فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِىْ فَعَقَرْتُهُ فَاَتَيْتُ بِهِ اَصْحَابِىْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ كُلُوْهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ تَاْكُلُوْهُ وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ اَمَامَنَا فَحَرَّكْتُ فَرَسِىْ فَاَدْرَكْتُهُ فَقَالَ هُوَ حَلاَلٌ فَكُلُوْهُ ـ

২৭২২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও ইব্‌ন আবূ উমর (র) .... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে রওনা হলাম, এমনকি 'কাহা' নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছলাম। আমাদের কতক ইহরাম অবস্থায় এবং কতক ইহরামবিহীন অবস্থায় ছিল। আমি লক্ষ্য করলাম, আমার সঙ্গীরা একটা কিছুর দিকে তাকাচ্ছে। আমি তাকিয়ে দেখলাম, তা একটি বন্য গাধা। অতএব আমি আমার ঘোড়ার জীন বাঁধলাম এবং বল্লম তুলে নিলাম। এরপর ঘোড়ার পিঠে চেপে বসলাম। এ অবস্থায় আমার চাবুক নিচে পড়ে গেল। আমি আমার সঙ্গীদের তা তুলে দিতে বললাম, তারা ইহরাম অবস্থায় ছিল। তাই তারা আল্লাহর শপথ করে বলল, আমরা তোমাকে এ ব্যাপারে কিছুমাত্র সাহায্য করতে পারব না। অতঃপর আমি নিচে নেমে এসে তা তুললাম। তারপর ঘোড়ায় চড়ে গাধার পশ্চাদ্ধাবন করলাম। তা ছিল একটি টিলার আড়ালে। আমি বল্লমের আঘাতে এটাকে হত্যা করলাম। অতঃপর আমার সঙ্গীদের কাছে নিয়ে এলাম। তাদের কতক বলল, তা খাও, আর কতক বলল, খেও না। নবী ﷺ আমাদের সম্মুখভাগে ছিলেন। আমি ঘোড়া হাঁকিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তা হালাল, অতএব তোমরা তা খাও।

٢٧٢٣ـ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ فِيْمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ نَافِعٍ مَوْلٰى اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيْقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ اَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِيْنَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَاٰى حِمَارًا وَحْشِيًّا فَاسْتَوٰى عَلٰى فَرَسِهِ فَسَاَلَ اَصْحَابَهُ اَنْ يُنَاوِلُوْهُ سَوْطَهُ فَاَبَوْا عَلَيْهِ فَسَاَلَهُمْ رُمْحَهُ فَاَبَوْا عَلَيْهِ فَاَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَاَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَاَبٰى بَعْضُهُمْ فَاَدْرَكُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلُوْهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنَّمَا هِىَ طُعْمَةٌ اَطْعَمَكُمُوْهَا اللّٰهُ ـ

২৭২৩. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ও কুতায়বা (র) .... আবূ নায্‌র নাফি' (র) থেকে এবং তিনি আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন। মক্কার একটি পথে যখন আমরা পৌঁছলাম তখন তিনি তার কতিপয় মুহরিম সঙ্গীসহ নবী ﷺ-এর পেছনে পড়ে গেলেন। তিনি ছিলেন ইহরাম ছাড়া। তিনি একটি বন্য গাধা দেখতে পেয়ে নিজের ঘোড়ায় চেপে বসলেন এবং সঙ্গীদেরকে তার চাবুকটি তুলে দিতে বললেন। তারা তা তুলে দিতে রাজী হলেন না। তিনি তাদেরকে নিজের বল্লমটি তুলে দিতে বললেন, এবারও তারা তার কথায় রাজী হলেন না। এরপর তিনি নিজেই তা তুলে নিলেন এবং ঘোড়া হাঁকিয়ে গাধাটি

শিকার করলেন। নবী ﷺ এর কতিপয় সাহাবী তার গোশত খেলেন এবং কতক তা প্রত্যাখ্যান করলেন। অতএব তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট পৌছে তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, এতো খাদ্য, আল্লাহ তোমাদের তা দান করেছেন।

٢٧٢٤- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِي حِمَارِ الْوَحْشِ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ -

২৭২৪. কুতায়বা (র) ....যায়দ ইব্ন আসলাম (র) 'আতা ইব্ন ইয়াসার (র) থেকে এবং তিনি আবূ কাতাদা (রা) থেকে। বন্য গাধা সম্পর্কিত হাদীসটি এ সূত্রেও আবূ নাযর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু যায়দ ইব্ন আসলামের বর্ণনায় আরো আছে, রাসূলুল্লাহ্ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, এর কিছু গোশত তোমাদের সাথে আছে কি?

٢٧٢٥- وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مِسْمَارٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ انْطَلَقَ أَبِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ وَحُدِّثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ عَدُوًّا بِغَيْقَةَ فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِهِ يَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ إِذْ نَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِحِمَارِ وَحْشٍ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَطَعَنْتُهُ فَأَثْبَتُّهُ فَاسْتَعَنْتُهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ فَانْطَلَقْتُ أَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُرَفِّعُ فَرَسِي شَأْوًا وَأَسِيرُ شَأْوًا فَلَقِيتُ رَجُلاً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَقُلْتُ أَيْنَ لَقِيتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَرَكْتُهُ بِتَعْهِنَ وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْيَا فَلَحِقْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَصْحَابَكَ يَقْرَأُونَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُقْتَطَعُوا دُونَكَ انْتَظِرْهُمْ فَانْتَظَرَهُمْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اصْطَرْتُ وَمَعِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْقَوْمِ كُلُوا وَهُمْ مُحْرِمُونَ -

২৭২৫. সালিহ ইব্ন মিসমার সুলামী (র) .... আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা হুদায়বিয়ার বছর রাসূলুল্লাহ্ﷺ-এর সঙ্গে গেলেন। তাঁর সঙ্গীগণ ইহরাম বাঁধলেন, কিন্তু আবূ কাতাদা (রা) ইহরাম বাঁধলেন না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে অবহিত করা হ'ল যে, শত্রুরা গাইকা নামক স্থানে ওঁত পেতে আছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর যাত্রা অব্যাহত রাখলেন। আবূ কাতাদা (রা) বলেন, আমি তাঁর সাহাবীগণের সঙ্গে ছিলাম, তাদের কতক আমার দিকে চেয়ে হাসছিল। আমি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে একটি বন্য গাধা দেখতে পেলাম। আমি সেটিকে ধাওয়া করলাম এবং বর্শা ছুড়ে সেটিকে বিদ্ধ করলাম। তারপর সাহাবীদের সাহায্য চাইলাম। কিন্তু তারা আমাকে সাহায্য করতে অস্বীকৃতি জানালেন। আমরা এর গোশত খেলাম এবং রাসূলুল্লাহ্

ﷺ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার আশংকাবোধ করলাম। অতএব আমি তাঁর সন্ধানে চললাম। কখনো ঘোড়া দ্রুত হাঁকাচ্ছিলাম, আবার কখনো সাধারণভাবে চালাচ্ছিলাম। মধ্যরাতে গিফার গোত্রের এক ব্যক্তির সাক্ষাত পেলাম এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কোথায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাক্ষাত পেয়েছে? সে বলল, আমি তাঁকে তা'হিন নামক স্থানে ছেড়ে এসেছি এবং তিনি সুক্‌য়া নামক স্থানে দুপুরের সময়টা যাত্রা বিরতি করার মনস্থ করেছেন। আমি (আবূ কাতাদা) তাঁর সাথে মিলিত হয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার সাহাবীগণ আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং আপনার জন্য আল্লাহর রহমত কামনা করেছেন। তারা আপনার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার আশংকা করছেন। অতএব আপনি তাদের জন্য অপেক্ষা করুন। অতএব তিনি তাদের জন্য অপেক্ষা করলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একটি শিকার ধরেছি এবং তার কিছু অংশ আমার কাছে অবশিষ্ট আছে। নবী ﷺ লোকদের বললেন, তোমরা খাও। তারা ইহরাম অবস্থায় ছিলেন।

٢٧٢٦- حَدَّثَنِيْ اَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَاجًّا وَخَرَجْنَا مَعَهُ قَالَ فَصَرَفَ مِنْ اَصْحَابِهِ فِيْهِمْ اَبُوْ قَتَادَةَ فَقَالَ خُذُوْا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتّٰى تَلْقَوْنِيْ قَالَ فَاَخَذُوْا سَاحِلَ الْبَحْرِ فَلَمَّا انْصَرَفُوْا قِبَلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَحْرَمُوْا كُلُّهُمْ اِلاَّ اَبَا قَتَادَةَ فَاِنَّهُ لَمْ يُحْرِمْ فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيْرُوْنَ اِذْ رَاَوْا حُمُرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا اَبُوْ قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا اَتَانًا فَنَزَلُوْا فَاَكَلُوْا مِنْ لَحْمِهَا قَالَ فَقَالُوْا اَكَلْنَا لَحْمًا وَنَحْنُ مُحْرِمُوْنَ قَالَ فَحَمَلُوْا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الْاَتَانِ فَلَمَّا اَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا كُنَّا اَحْرَمْنَا وَكَانَ اَبُوْ قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ فَرَاَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا اَبُوْ قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا اَتَانًا فَنَزَلْنَا فَاَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا فَقُلْنَا نَاْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُوْنَ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا فَقَالَ هَلْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اَمَرَهُ اَوْ اَشَارَ اِلَيْهِ بِشَيْئٍ قَالَ قَالُوْا لاَ قَالَ فَكُلُوْا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا-

২৭২৬. আবূ কামিল জাহ্‌দারী (র) ....আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ কাতাদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন এবং আমরাও তাঁর সফরসঙ্গী হলাম। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ভিন্ন পথ ধরলেন এবং আবূ কাতাদা (রা) সহ কতিপয় সাহাবীকে (অন্য পথ অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়ে) বললেন, তোমরা আমার সঙ্গে সাক্ষাত না করা পর্যন্ত সমুদ্র তীরবর্তী পথ ধরে অগ্রসর হও। আবূ কাতাদা (রা) বলেন, অতএব তারা সমুদ্র উপকূল বরাবর পথ ধরলেন। তারা যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পথে মোড় নিলেন, তখন আবূ কাতাদা (রা) ছাড়া আর সকলে ইহরাম বাঁধলেন, তিনি ইহরাম বাঁধলেন না। এই অবস্থায় পথ চলতে চলতে তারা কতকগুলো বন্য গাধা দেখতে পেলেন এবং আবূ কাতাদা (রা) এগুলোকে আক্রমণ করে একটি গাধী শিকার করলেন। তারা যাত্রা বিরতি দিয়ে গাধীর গোশত খেলেন। আবূ কাতাদা (রা) বলেন, তারা বললেন, আমরা ইহরাম অবস্থায় শিকারের গোশত খেলাম। এরপর তারা এর অবশিষ্ট গোশত সঙ্গে নিয়ে

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা ইহরাম বেঁধেছি কিন্তু আবূ কাতাদা (রা) ইহরাম বাঁধেন নি। এই অবস্থায় আমরা কয়েকটি বন্য গাধা দেখতে পেলাম। আবূ কাতাদা (রা) এগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে একটি গাধী শিকার করেন। আমরা যাত্রা বিরতি দিয়ে এর গোশত খেয়েছি। অতঃপর আমরা পরস্পর বললাম, আমরা ইহরাম অবস্থায় শিকারকৃত পশুর গোশত আহার করব কি, অথচ আমরা মুহরিম? আমরা অবশিষ্ট গোশত সাথে করে নিয়ে এসেছি। নবী ﷺ বললেন, তোমাদের কেউ কি তা শিকার করার নির্দেশ অথবা ইঙ্গিত করেছে? তারা বললেন, না। তিনি বললেন, তাহলে অবশিষ্ট গোশতও খেতে পার।

٢٧٢٧- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْبَانَ جَمِيعًا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ فِي رِوَايَةِ شَيْبَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ قَالَ أَشَرْتُمْ أَوْ أَعَنْتُمْ أَوْ أَصَدْتُمْ قَالَ شُعْبَةُ لاَ أَدْرِي قَالَ أَعَنْتُمْ أَوْ أَصَدْتُمْ ـ

২৭২৭. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ... শু'বা (র) থেকে ও কাসিম ইব্ন যাকারিয়া (র) শায়বান থেকে এবং তারা উভয়ে .....উসমান ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন মাওহাব (র) থেকে উপরোক্ত সনদ সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। শায়বানের বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের কেউ কি তাকে গাধীটি আক্রমণ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছে অথবা এর প্রতি ইঙ্গিত করেছে?" আর শু'বার বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কি (শিকারের দিকে) ইঙ্গিত করেছিলে অথবা সাহায্য করেছিলে" অথবা "শিকার করেছিলে"– শু'বা বলেন রাসূলল্লাহ ﷺ এই 'সাহায্য করেছিলে' বলেছেন না 'শিকার করেছিলে' বলেছেন, তা আমি জানি না।

٢٧٢٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلاَّمٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ فَأَهَلُّوا بِعُمْرَةٍ غَيْرِي قَالَ فَاصْطَدْتُ حِمَارَ وَحْشٍ فَأَطْعَمْتُ أَصْحَابِي وَهُمْ مُحْرِمُونَ ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَنْبَأْتُهُ أَنَّ عِنْدَنَا مِنْ لَحْمِهِ فَاضِلَةً فَقَالَ كُلُوهُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ ـ

২৭২৮. আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান আদ্-দারিমী (র) .... আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তার পিতা তাকে অবহিত করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে হুদায়বিয়ার অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, আমি ছাড়া আর সকলেই উমরার ইহরাম বেঁধেছিলেন। আমি একটি বন্য গাধা শিকার করলাম এবং আমার মুহরিম সংগীদের এর গোশত খাওয়ালাম। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে অবহিত করলাম যে, শিকারের অবশিষ্ট গোশত আমাদের সাথে আছে। তিনি বললেন, "তোমরা তা খাও"; তখন তারা ছিলেন মুহরিম।

٢٧٢٩ـ وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّمَيْرِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُمْ خَرَجُوْا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُمْ مُحْرِمُوْنَ وَاَبُوْ قَتَادَةَ مُحِلٌّ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ وَفِيْهِ فَقَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ قَالُوْا مَعَنَا رِجْلُهُ قَالَ فَاَخَذَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَكَلَهَا ـ

২৭২৯. আহমদ ইব্‌ন আবদা যাব্বী (র) .... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ কাতাদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত যে, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে (সফরে) রওনা হলেন। তারা সবাই ইহ্‌রাম অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু আবূ কাতাদা (রা) হালাল অবস্থায় ছিলেন। হাদীসের অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্ববৎ। তবে এই বর্ণনায় আরও আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তার কিছু গোশত তোমাদের সাথে আছে কি? তারা বললেন, তার পা আমাদের সাথে আছে। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা নিয়ে খেলেন।

٢٧٣٠ـ وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَاِسْحَاقُ عَنْ جَرِيْرٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ قَتَادَةَ قَالَ كَانَ اَبُوْ قَتَادَةَ فِيْ نَفَرٍ مُحْرِمِيْنَ وَاَبُوْ قَتَادَةَ مُحِلٌّ وَاقْتَصَّ الْحَدِيْثَ وَفِيْهِ قَالَ هَلْ اَشَارَ اِلَيْهِ اِنْسَانٌ مِنْكُمْ اَوْ اَمَرَهُ بِشَيْءٍ قَالُوْا لَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَكُلُوْا ـ

২৭৩০. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, কুতায়বা ও ইসহাক (র) .... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ কাতাদা (রা) ইহ্‌রামকারী একটি দলের সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু তিনি ইহ্‌রাম ছাড়া ছিলেন। হাদীসের পরবর্তী বর্ণনা পূর্ববৎ। এতে আছে : রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কেউ কি শিকারের দিকে ইঙ্গিত করেছে অথবা কোনরূপ নির্দেশ দিয়েছে? তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, না। তিনি বললেন, তাহলে এটা খেতে পার।

٢٧٣١ـ حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَنَحْنُ حُرُمٌ فَاُهْدِيَ لَهُ طَيْرٌ وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ فَمِنَّا مَنْ اَكَلَ وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ وَفَّقَ مَنْ اَكَلَهُ وَقَالَ اَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ـ

২৭৩১. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) .... মু'আয ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন উসমান তায়মী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইহ্‌রাম অবস্থায় তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। তাকে (শিকার করা) পাখির গোশত উপঢৌকন দেয়া হল। এ সময় তিনি ঘুমে ছিলেন। আমাদের কতক তা খেল এবং কতক বিরত থাকল। তালহা (রা) ঘুম থেকে উঠে গোশত আহারকারীদের অনুকূলে মত প্রকাশ করলেন এবং বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে (ইহ্‌রাম অবস্থায়) তা (শিকার করা প্রাণীর গোশত) খেয়েছি।

٨- بَابُ مَا يَنْدُبُ لِلْمُحْرِمِ وَغَيْرِهِ قَتْلُهُ مِنَ الدَّوَابِّ فِى الْحِلِّ وَالْحَرَمِ

৮. পরিচ্ছেদ : হারাম এবং হারামের বাইরে ইহরাম কিংবা ইহরামমুক্ত অবস্থায় কোন্ কোন্ জন্তু হত্যা করা জায়েয

٢٧٣٢- وَحَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الاَيْلِىُّ وَاَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ مِقْسَمٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ تَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَرْبَعٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِى الْحِلِّ وَالْحَرَمِ اَلْحِدَاَةُ وَالْغُرَابُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ قَالَ فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ أَفَرَأَيْتَ الْحَيَّةَ قَالَ تُقْتَلُ بِصُغْرٍ لَهَا -

২৭৩২. হারূন ইব্ন সাঈদ আয়লী ও আহমদ ইব্ন ঈসা (র) .... 'উবাদুল্লাহ ইব্ন মিকসাম (র) কাসিম (র) থেকে এবং তিনি নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : এমন চার প্রকার দুষ্ট জন্তু ক্ষতিকর, তা হারাম এবং হারামের বাইরে নিধন করা যায় : চিল (এবং শকুন), কাক, ইঁদুর এবং হিংস্র কুকুর। তিনি (উবায়দুল্লাহ) বলেন, আমি কাসিমকে জিজ্ঞাসা করলাম, সাপের বিষয়ে আপনার মত কি? তিনি বললেন, তা হীনভাবে হত্যা করতে হবে।

٢٧٣٣- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِى الْحِلِّ وَالْحَرَمِ اَلْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الاَبْقَعُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ وَالْحُدَيَّا -

২৭৩৩. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন, পাঁচ প্রকার দুষ্ট জন্তুকে হারাম এবং হারামের বাইরে নিধন করা যায় : সাপ, আবকা' (যার বুক ও পিঠ সাদা বর্ণের) কাক, ইঁদুর, হিংস্র কুকুর এবং চিল।

٢٧٣٤- وَحَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِى الْحَرَمِ الْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ -

২৭৩৪. আবুর-রবী যাহরানী (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পাঁচটি অনিষ্টকর প্রাণীকে হারামের ভিতর হত্যা কারা যায় : বিচ্ছু, ইঁদুর, কাক, চিল ও হিংস্র কুকুর।

٢٧٣٥- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهٰذَا الاِسْنَادِ -

২৭৩৫. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) .... হিশাম (র) থেকে এ সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٧٣٦- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِىُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِىْ الْحَرَمِ الْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحُدَيَّا وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ -

২৭৩৬. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উমর কাওয়ারীরী (র) .... ইয়াযীদ ইব্‌ন যুরায় (র) মা'মার (র) থেকে, তিনি যুহরী (র) থেকে, তিনি 'উরওয়া থেকে এবং তিনি আয়েশা (রা) থেকে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পাঁচটি দুষ্ট জন্তু হারামের মধ্যেও হত্যা করা হবে : ইঁদুর, বিচ্ছু, কাক, চিল এবং হিংস্র কুকুর।

٢٧٣٧- وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الاِسْنَادِ قَالَتْ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِىْ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ يَزِيْدَ بْنِ زُرَيْعٍ -

২৭৩৭. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র) .... 'আবদুর রাযযাক (র) মা'মার থেকে, তিনি যুহরী (র) থেকে পূর্বোক্ত সনদে। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঁচটি অনিষ্টকর জন্তু হারাম ও হারামের বাইরে নিধনের নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীসের অবশিষ্ট অংশ ইয়াযীদ ইব্‌ন যুরায় (র)-এর বর্ণনার অনুরূপ।

٢٧٣٨- وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَوَاسِقُ تُقْتَلُ فِى الْحَرَمِ اَلْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ -

২৭৩৮. আবুত–তাহির ও হারমালা (র) ....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পাঁচটি জন্তুর প্রতিটিই অনিষ্টকর। ইহরাম অবস্থায় তা হত্যা করা যাবে : কাক, চিল, হিংস্র কুকুর, বিচ্ছু ও ইঁদুর।

٢٧٩٣- وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَمْسٌ لاَ جُنَاحَ عَلٰى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِى الْحَرَمِ وَالاِحْرَامِ الْفَارَةُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ وَقَالَ ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ فِىْ رِوَايَتِهِ فِى الْحُرُمِ وَالاِحْرَامِ -

২৭৩৯. যুহায়র ইব্ন হারব ও ইব্ন আবূ উমর (র) .... সালিম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি পাঁচটি জন্তু, হারামের ভিতরে ও ইহরাম অবস্থায় হত্যা করবে, তার কোন অপরাধ হবে না : ইঁদুর, কাক, চিল, বিচ্ছু ও হিংস্র কুকুর।

٢٧٤٠- حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَتْ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَاسِقٌ لاَ حَرَجَ عَلٰى مَنْ قَتَلَهُنَّ اَلْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ -

২৭৪০. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (রা) .... নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী হাফসা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পাঁচটি জন্তুর প্রত্যেকটিই অনিষ্টকর, কেউ তা হত্যা করলে তার কোন দোষ হবে না : বিচ্ছু, কাক, চিল, ইঁদুর ও হিংস্র কুকুর।

٢٧٤١- وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ ابْنَ عُمَرَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ فَقَالَ اَخْبَرَتْنِيْ اِحْدٰى نِسْوَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ اَمَرَ اَوْ اُمِرَ اَنْ يُقْتَلَ الْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحِدَأَةَ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ وَالْغُرَابُ -

২৭৪১. আহমদ ইব্ন ইউনুস (র) .... যায়দ ইব্ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি ইব্ন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করল, মুহরিম ব্যক্তি কোন্ কোন্ জন্তু হত্যা করতে পারে? তিনি বললেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জনৈকা সহধর্মিণী অবহিত করেছেন যে, নবী ﷺ ইঁদুর, বিচ্ছু, চিল, হিংস্র কুকুর ও কাক হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন অথবা রাবী বলেন, নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

٢٧٤٢- وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَاَلَ رَجُلٌ ابْنَعُمَرَ مَا يَقْتُلُ الرَّجُلُ مِنَ الدَّوَابِّ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ حَدَّثَتْنِيْ اِحْدٰى نِسْوَةِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَاْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُوْرِ وَالْفَارَةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَبِ وَالْحَيَّةِ قَالَ وَفِى الصَّلاَةِ اَيْضًا -

২৭৪২. শায়বান ইব্ন ফাররূখ (র) .... যায়দ ইব্ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইব্ন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করল, মুহরিম ব্যক্তি কোন্ কোন্ জন্তু হত্যা করতে পারে? তিনি বললেন, নবী ﷺ-এর জনৈকা সহধর্মিণী বলেছেন যে, তিনি হিংস্র কুকুর, ইঁদুর, বিচ্ছু, চিল, কাক ও সাপ হত্যা করার নির্দেশ দিতেন, এমনকি সালাতরত অবস্থায়ও।

٢٧٤٣- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِىْ قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ اَلْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ -

২৭৪৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) .... মালিক (র) নাফি‘ (র) থেকে এবং তিনি ইব্‌ন উমর (রা) থেকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এমন পাঁচটি জন্তু আছে যা মুহরিম ব্যক্তি হত্যা করলে কোন দোষ হবে না : কাক, চিল, বিচ্ছু, ইঁদুর এবং হিংস্র কুকুর।

٢٧٤٤- وَحَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَاذَا سَمِعْتَ ابْنَ عُمَرَ يُحِلُّ لِلْحَرَامِ قَتْلَهُ مِنَ الدَّوَابِّ فَقَالَ لِىْ نَافِعٌ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ جُنَاحَ عَلٰى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِىْ قَتْلِهِنَّ الْغُرَابُ وَالْحِدَاَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ -

২৭৪৪. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) .... ইব্‌ন জুরায়জ (র) বলেন, আমি নাফি‘ (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি ইব্‌ন উমর (রা)-কে মুহরিম ব্যক্তির জন্য কোন্ কোন্ প্রাণী হত্যার বৈধতা ঘোষণা করতে শুনেছেন? নাফি‘ (র) আমাকে বললেন, আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, এমন পাঁচ প্রকারের প্রাণী আছে, কোন ব্যক্তি তা হত্যা করলে তার কোন গুনাহ হবে না : কাক, চিল, বিচ্ছু, ইঁদুর ও হিংস্র কুকুর।

٢٧٤٥- وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ يَعْنِىْ ابْنَ حَازِمٍ جَمِيْعًا عَنْ نَافِعٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ جَمِيْعًا عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ح وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ كُلُّ هٰؤُلاَءِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مَالِكٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ وَلَمْ يَقُلْ اَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ اِلاَّ ابْنُ جُرَيْجٍ وَحْدَهُ وَقَدْ تَابَعَ ابْنَ جُرَيْجٍ عَلٰى ذٰلِكَ ابْنُ اِسْحَاقَ -

২৭৪৫. কুতায়বা ও ইব্‌ন রুমহ, লায়স ইব্‌ন সা'দ থেকে, শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ, জারীর থেকে এবং তারা উভয়ে নাফি‘ থেকে, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... ‘উবায়দুল্লাহ থেকে, ইব্‌ন নুমায়র... ‘উবায়দুল্লাহ থেকে, আবূ কামিল ... আয়্যুব থেকে ও ইব্‌ন মুসান্না (র) ....ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ থেকে, তারা সকলে নাফি‘ থেকে এবং তিনি ইব্‌ন উমর (রা) থেকে। এই সূত্রে নবী ﷺ থেকে ইব্‌ন মালিক (র) ও ইব্‌ন জুরায়জের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে একমাত্র ইব্‌ন জুরায়জ (র) ব্যতীত আর কেউ নাফি’ থেকে ইব্‌ন উমর (রা)-এর এই উক্তি বর্ণনা করেননি যে, “আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি।” অবশ্য ইব্‌ন ইসহাক (র)-ইব্‌ন জুরায়জের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٧٤٦- وَحَدَّثَنِيْهِ فَضْلُ بْنُ سَهْلٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ وَعُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ خَمْسٌ لاَ جُنَاحَ فِىْ قَتْلِ مَا قُتِلَ مِنْهُنَّ فِى الْحَرَمِ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ -

২৭৪৬. ফযল ইব্ন সাহল (র) .... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি, পাঁচ ধরনের প্রাণী, এর কোন একটি হারাম শরীফে বা ইহরাম অবস্থায় হত্যা করা হলে কোন দোষ নেই .... পূর্বের হাদীসের অনুরূপ।

٢٧٤٧- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسٌ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ حَرَامٌ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيهِنَّ الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ وَالْحُدَيَّا وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى بْنِ يَحْيَى -

২৭৪৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আয়্যুব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজর (র) ....'আবদুল্লাহ ইব্ন দীনার (র) আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এমন পাঁচ ধরনের প্রাণী আছে, ইহরাম অবস্থায় কোন ব্যক্তি সেগুলো হত্যা করলে তাতে তার কোন গুনাহ হবে না : বিচ্ছু, ইঁদুর, হিংস্র কুকুর, কাক ও চিল। হাদীসের মূল পাঠ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়ার বর্ণনা থেকে নেয়া হয়েছে।

٩- بَابُ جَوَازِ حَلْقِ الرَّأْسِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا كَانَ بِهِ أَذًى وَوُجُوبِ الْفِدْيَةِ لِحَلْقِهِ وَبَيَانِ قَدْرِهَا

৯. পরিচ্ছেদ : কোন অসুবিধার কারণে ইহরাম অবস্থায় মাথা কামানো জায়েয, মাথা কামালে ফিদয়া দেয়া ওয়াজিব এবং ফিদয়ার পরিমাণ

٢٧٤٨- وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ قَالَ الْقَوَارِيرِيُّ قِدْرٍ لِي وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ بُرْمَةٍ لِي وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً قَالَ أَيُّوبُ فَلاَ أَدْرِي بِأَيِّ ذٰلِكَ بَدَأَ -

২৭৪৮. উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমর কাওয়ারীরি ও আবুর-রবী' (র) .... আয়্যুব মুজাহিদ থেকে, তিনি আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা হতে এবং তিনি কা'ব ইব্ন উজরা (রা) থেকে। তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে এলেন এবং আমি তখন চুলায় আমার হাঁড়ি বা পাতিলের নিচে আগুন জ্বালাচ্ছিলাম—আর উকুন আমার চেহারার উপর গড়িয়ে পড়ছিল। নবী ﷺ বললেন, তোমার মাথার পোকাগুলো কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে মাথা মুড়িয়ে ফেল এবং তিন দিন সওম পালন কর অথবা ছয়জন মিসকীনকে আহার করাও অথবা একটি কুরবানী কর। আয়্যুব (র) বলেন, আমার মনে নেই তিনি (মুজাহিদ) কোন্‌টি আগে বলেছেন।

٢٧٤٩- حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَيَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ فِيْ هٰذَا الْاِسْنَادِ بِمِثْلِهِ -

২৭৪৯. আলী ইব্ন হুজর সা'দী, যুহায়র ইব্ন হারব ও ইয়াকূব ইব্ন ইবরাহীম (র) .... আয়্যুব (র) থেকে এই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٢٧٥٠- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ فِيَّ اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ « فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ بِهٖ اَذًى مِنْ رَأْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ » قَالَ فَاَتَيْتُهُ فَقَالَ ادْنُهْ فَدَنَوْتُ فَقَالَ ادْنُهْ فَدَنَوْتُ فَقَالَ ﷺ اَيُؤْذِيْكَ هَوَامُّكَ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ وَاَظُنُّهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاَمَرَنِيْ بِفِدْيَةٍ مِنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ مَا تَيَسَّرَ -

২৭৫০. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) .... ইব্ন 'আওন মুজাহিদ থেকে, তিনি আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা হতে এবং তিনি কা'ব ইব্ন উজরা (রা) থেকে। তিনি বলেন, আমার সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে : "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হবে অথবা যার মাথায় কোন অসুখ হবে এবং এ কারণে সে মাথা মুড়িয়ে ফেলে, তবে তাকে ফিদয়া হিসেবে সওম পালন করতে হবে অথবা সদকা দিতে হবে অথবা কুরবানী করতে হবে" (সূরা বাকারা : ১৯৬)। রাবী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলাম এবং তিনি বললেন, আরও নিকটে আস। অতএব আমি নিকটবর্তী হলাম এবং তিনি বললেন, পোকাগুলো কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? ইব্ন আওন (র) বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ। কা'ব (রা) বলেন, নবী ﷺ আমাকে সওম অথবা সদকা অথবা সাধ্যানুযায়ী কুরবানীর মাধ্যমে ফিদয়া আদায়ের নির্দেশ দিলেন।

٢٧٥١- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُوْلُ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِيْ لَيْلٰى حَدَّثَنِيْ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَفَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ يَتَهَافَتُ قَمْلاً فَقَالَ اَيُؤْذِيْكَ هَوَامُّكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاحْلِقْ رَأْسَكَ قَالَ فَفِيَّ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ « فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ بِهٖ اَذًى مِّنْ رَأْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ » فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ اَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ اَوِ انْسُكْ مَا تَيَسَّرَ -

২৭৫১. ইব্ন নুমায়র (র) .... কা'ব ইব্ন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার নিকট দাঁড়ালেন এবং তখন তার মাথা থেকে উকুন ঝড়ে পড়ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এগুলো কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে তোমার মাথা কামিয়ে ফেল। রাবী বলেন, অতএব আমার সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হয় : "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হবে অথবা যার মাথায় কোন অসুখ হবে (এবং এই কারণে মাথা মুড়িয়ে ফেলবে) তবে তাকে ফিদয়া হিসেবে সওম পালন করতে হবে অথবা সদকা দিতে হবে অথবা

কুরবানী করতে হবে"– (সূরা বাকারা : ১৯৬)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, তুমি তিন দিন সওম পালন কর অথবা এক ফারাক (তিন সা') খাদ্য ছয়জন মিসকীনকে দান কর অথবা কুরবানী কর– যা সহজলভ্য হয়।

٢٧٥٢- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِيْ نَجِيْحٍ وَأَيُّوْبَ وَحُمَيْدٍ وَعَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِيْ لَيْلٰى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِهِ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَهُوَ يُوْقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ وَالْقَمْلُ يَتَهَافَتُ عَلٰى وَجْهِهِ فَقَالَ أَيُؤْذِيْكَ هَوَامُّكَ هٰذِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاحْلِقْ رَأْسَكَ وَأَطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةُ أَصُعٍ أَوْصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوِ انْسُكْ نَسِيْكَةً قَالَ ابْنُ أَبِيْ نَجِيْحٍ أَوِ اذْبَحْ شَاةً -

২৭৫২. মুহাম্মদ ইব্ন আবূ উমর (র) .... ইব্ন আবূ নাজীহ, আয়্যুব, হুমায়দ ও আবদুল কারীম মুজাহিদ হতে, তিনি আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা হতে এবং তিনি কা'ব ইব্ন উজরা (রা) থেকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ হুদায়বিয়ায় তার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন–মক্কায় প্রবেশের পূর্বে–তিনি যখন ইহরাম অবস্থায় ছিলেন এবং নিজের হাঁড়ির নিচে আগুন জ্বালাচ্ছিলেন। এই অবস্থায় তার (মাথা থেকে) মুখমণ্ডলে উকুন ঝরে পড়ছিল। নবী ﷺ বললেন, এগুলো কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে তোমার মাথা মুড়িয়ে ফেল এবং ছয়জন মিসকীনকে এক ফারাক খাদ্য দান কর (এক ফারাক – এ তিন সা'), অথবা তিনদিন সাওম পালন কর অথবা একটি কুরবানী কর। ইব্ন আবূ নাজীহ–এর বর্ণনায় আছে, "অথবা একটি বকরী কুরবানী কর।"

٢٧٥٣- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلٰى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّبِهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَقَالَ لَهُ أَذَاكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ احْلِقْ رَأْسَكَ ثُمَّ اذْبَحْ شَاةً نُسُكًا أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ ثَلَاثَةَ أَصُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلٰى سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ -

২৭৫৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) .... কা'ব ইব্ন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ হুদায়বিয়ায় তার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, পোকাগুলো কি তোমার মাথায় উপদ্রব করছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। নবী ﷺ তাকে বললেন, মাথা মুড়িয়ে ফেল। অতঃপর একটি বকরী কুরবানী কর অথবা তিন দিন সওম পালন কর অথবা ছয়জন মিসকীনকে তিন সা' খেজুর খেতে দাও।

٢٧٥٤- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ قَعَدْتُ إِلٰى كَعْبٍ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هٰذِهِ الْآيَةِ «فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» فَقَالَ كَعْبٌ نَزَلَتْ فِيَّ كَانَ بِيْ

اَذًى مِنْ رَأْسِى فَحُمِلْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلٰى وَجْهِى فَقَالَ مَا كُنْتُ اُرٰى اَنَّ الْجَهْدَ بَلَغَ مِنْكَ مَا اَرٰى اَتَجِدُ شَاةً فَقُلْتُ لاَ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ « فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ » قَالَ صَوْمُ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ اَوْ اِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ نِصْفَ صَاعٍ طَعَامًا لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ قَالَ فَنَزَلَتْ فِىَّ خَاصَّةً وَهِىَ لَكُمْ عَامَّةً ـ

২৭৫৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... আবদুল্লাহ ইব্‌ন মা'কিল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মসজিদে কা'ব ইব্‌ন উজরা (রা)-এর নিকট বসলাম। অতঃপর আমি তাকে আয়াত. "ফিদয়া হিসেবে সওম পালন করতে হবে অথবা সদকা দিতে হবে অথবা কুরবানী করতে হবে" সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। কা'ব (রা) বললেন, এটা আমার সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আমার মাথায় কিছু কষ্ট ছিল। আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট নিয়ে যাওয়া হ'ল এবং তখন আমার মুখমণ্ডলে উকুন গড়িয়ে পড়ছিল। নবী ﷺ বললেন, আমি যা দেখছি এ পর্যায়ে যে তোমার কষ্ট পৌঁছে গেছে তা আমি চিন্তা করিনি। তুমি কি একটি বকরী সংগ্রহ করতে সক্ষম হবে? আমি বললাম, না। তখন এই আয়াত নাযিল হয়, "ফিদয়া হিসেবে সওম পালন করতে হবে, সদকা করতে হবে অথবা কুরবানী করতে হবে।" নবী ﷺ বললেন, তিন দিন সওম পালন কর অথবা ছয়জন মিসকীনের প্রত্যেককে অর্ধ সা' করে খাদ্য দান কর। কা'ব (রা) বলেন, আয়াতটি বিশেষভাবে আমার প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে কিন্তু এর নির্দেশ সাধারণভাবে তোমাদের সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

٢٧٥٥ـ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْاَصْبَهَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَعْقِلٍ حَدَّثَنِىْ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ اَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ مُحْرِمًا فَقَمِلَ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ ﷺ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ فَدَعَا الْحَلاَّقَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ هَلْ عِنْدَكَ نُسُكٌ قَالَ مَا اَقْدِرُ عَلَيْهِ فَاَمَرَهُ اَنْ يَصُوْمَ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ اَوْ يُطْعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ صَاعٌ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهِ خَاصَّةً « فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ بِهِ اَذًى مِنْ رَأْسِهِ » ثُمَّ كَانَتْ لِلْمُسْلِمِيْنَ عَامَّةً ـ

২৭৫৫. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ....কা'ব ইব্‌ন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইহরাম অবস্থায় নবী ﷺ -এর সাথে রওনা হলেন। তার মাথা ও দাঁড়িতে উকুন ধরে যায়। নবী ﷺ তা জানতে পেরে তাকে ডেকে পাঠালেন এবং একজন নাপিতও ডাকলেন। সে তার মাথা মুড়িয়ে দিল। অতঃপর তিনি বললেন, তোমার সাথে কুরবানীর পশু আছে কি? তিনি বললেন, আমি তা সংগ্রহ করতে সক্ষম নই। অতঃপর নবী ﷺ তাকে তিন দিন সওম পালনের অথবা ছয়জন মিসকীনের প্রত্যেককে এক সা' করে খাদ্য দান করার নির্দেশ দিলেন। আল্লাহ তা'আলা বিশেষ করে তার প্রসঙ্গে নাযিল করলেন : "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হবে অথবা যার মাথায় কোন অসুখ হবে ....।" অতঃপর এই আয়াতের নির্দেশ সাধারণভাবে সকল মুসলমানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

١٠- بَابُ جَوَازِ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ

১০. পরিচ্ছেদ : ইহরাম অবস্থায় শিংগা লাগান জায়েয

٢٧٥٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحَاقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ -

২৭৫৬. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইহরাম অবস্থায় শিংগা লাগিয়ে ছিলেন।

٢٧٥٧- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ اَبِىْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِحْتَجَمَ بِطَرِيْقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَسَطَ رَأْسِهِ -

২৭৫৭. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... ইব্‌ন বুহায়না (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইহরাম অবস্থায় মক্কায় যাওয়ার পথে নিজের মাথার মধ্যস্থলে শিংগা লাগিয়েছিলেন।

١١- بَابُ جَوَازِ مُدَاوَاةِ الْمُحْرِمِ عَيْنَيْهِ

১১. পরিচ্ছেদ : ইহরাম অবস্থায় চোখের চিকিৎসা করান জায়েয

٢٧٥٨- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ اَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِمَلَلٍ اشْتَكٰى عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَيْنَيْهِ فَلَمَّا كُنَّا بِالرَّوْحَاءِ اشْتَدَّ وَجَعُهُ فَاَرْسَلَ اِلٰى اَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَسْاَلُهُ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ اَنِ اضْمِدْهُمَا بِالصَّبِرِ فَاِنَّ عُثْمَانَ حَدَّثَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الرَّجُلِ اِذَا اشْتَكٰى عَيْنَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ضَمَّدَهُمَا بِالصَّبِرِ -

২৭৫৮. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আমরুন-নাকিদ ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) .... নুবাইহ ইব্‌ন ওয়াহব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (ইহরাম অবস্থায়) আবান ইব্‌ন উসমান (র)-এর সাথে রওনা হলাম। আমরা মালাল নামক স্থানে পৌঁছলে উমর ইব্‌ন উবায়দুল্লাহর চোখে পীড়া দেখা দিল। রাওহা নামক স্থানে পৌঁছে তার চোখের ব্যথা আরও তীব্রতর হ'ল। তিনি (নুবাইহ্) আবান ইব্‌ন উসমান (র)-এর কাছে (কি করতে হবে তা) জিজ্ঞাসা করার জন্য একজনকে পাঠালেন। তিনি বলে পাঠালেন, চোখে মুসব্বরের প্রলেপ দাও, কারণ উসমান (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইহরাম অবস্থায় এক ব্যক্তির চক্ষুরোগ দেখা দিলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার চোখে মুসব্বরের প্রলেপ দেন।

٢٧٥٩- وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنِيْ نُبَيْهُ بْنُ وَهْبٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْمَرٍ رَمِدَتْ عَيْنُهُ فَاَرَادَ اَنْ يَكْحُلَهَا فَنَهَاهُ اَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَاَمَرَهُ اَنْ يُضَمِّدَهَا بِالصَّبِرِ وَحَدَّثَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ فَعَلَ ذٰلِكَ -

২৭৫৯. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম হানযালী (র) .... নুবাইহ ইব্ন ওয়াহব (র) থেকে বর্ণিত। উবায়দুল্লাহ ইব্ন মা'মার-এর পুত্র উমরের চোখ প্রদাহগ্রস্থ হলে তিনি সুরমা লাগানোর ইচ্ছা করলেন। কিন্তু আবান ইব্ন উসমান (র) তাকে চোখে সুরমা লাগাতে নিষেধ করলেন এবং মুসব্বরের প্রলেপ দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে এও বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ এরূপ করেছেন।

١٢- بَابُ جَوَازِ غَسْلِ الْمُحْرِمِ بَدَنَهُ وَرَأْسَهُ

১২. পরিচ্ছেদ : মুহরিম ব্যক্তির জন্য শরীর ও মাথা ধৌত করা জায়েয

٢٧٦٠- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَهٰذَا حَدِيْثُهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ فِيْمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ اَنَّهُمَا اخْتَلَفَا بِالْاَبْوَاءِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَقَالَ الْمِسْوَرُ لَا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ فَاَرْسَلَنِيْ ابْنُ عَبَّاسٍ اِلٰى اَبِيْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ اَسْاَلُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَوَجَدْتُهُ يَغْسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يَسْتَتِرُ بِثَوْبٍ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هٰذَا فَقُلْتُ اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حُنَيْنٍ اَرْسَلَنِيْ اِلَيْكَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ اَسْاَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوَضَعَ اَبُوْ اَيُّوْبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأْطَأَهُ حَتّٰى بَدَالِيْ رَأْسُهُ ثُمَّ قَالَ لِاِنْسَانٍ يَصُبُّ اصْبُبْ فَصَبَّ عَلٰى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَاَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُهُ ﷺ يَفْعَلُ -

২৭৬০. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, আমরুন-নাকিদ, যুহায়র ইব্ন হারব ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) .... ইবরাহীম ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন হুনায়ন (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস ও মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা) আবওয়া নামক স্থানে পরস্পর মতবিরোধে লিপ্ত হলেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, মুহরিম ব্যক্তি মাথা ধৌত করতে পারবে, কিন্তু মিসওয়ার (রা) বললেন, সে মাথা ধৌত করতে পারবে না। ইব্ন আব্বাস (রা) আমাকে (অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইব্ন হুনায়নকে) এ সম্পর্কিত মাসআলা জানার জন্য আবূ

আয়্যুব আনসারী (রা)-এর নিকট পাঠালেন। আমি তাকে কূপের দুই খুঁটির মাঝে গোসলরত অবস্থায় পেলাম। তিনি একখণ্ড কাপড় টাঙ্গিয়ে নিজেকে আড়াল করে নিয়েছিলেন। আমি তাকে সালাম করলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কে? আমি বললাম, আবদুল্লাহ ইব্‌ন হুনায়ন–আমাকে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) আপনার নিকট এই কথা জিজ্ঞাসা করার জন্য পাঠিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহরাম অবস্থায় কিভাবে মাথা ধৌত করতেন? আবূ আয়্যুব (রা) তার হাত টানানো কাপড়ের উপর রাখলেন এবং তা (সামান্য) নিচু করলেন–যাতে তার মাথা আমার দৃষ্টিগোচর হ'ল। অতঃপর তিনি তার গোসলে সাহায্যকারী ব্যক্তিকে পানি ঢালতে বললেন। অতএব সে তার মাথায় পানি ঢালল। এরপর তিনি উভয় হাত সামনে ও পিছনে সঞ্চালন করে নিজের মাথা মললেন। এরপর তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ করতে দেখেছি।

٢٧٦١- وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ بِهٰذَا الاِسْنَادِ وَقَالَ فَاَمَرَّ اَبُوْ اَيُّوْبَ بِيَدَيْهِ عَلٰى رَأْسِهِ جَمِيْعًا عَلٰى جَمِيْعِ رَأْسِهِ فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَاَدْبَرَ فَقَالَ الْمِسْوَرُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ لاَاُمَارِيْكَ اَبَدًا -

২৭৬১. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও আলী ইব্‌ন খাশরম (র) .... যায়দ ইব্‌ন আসলাম (রা) থেকে এ সনদে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, আবূ আয়্যুব (রা) তার উভয় হাত সামনে-পেছনে সঞ্চালন করে সম্পূর্ণ মাথা ভালভাবে মললেন। এরপর মিসওয়ার (রা) ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বললেন, আমি আর কখনও আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হব না।

١٣- بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْرِمِ اِذَا مَاتَ

১৩. পরিচ্ছেদ : ইহরাম অবস্থায় মারা গেলে তার বিধান

٢٧٦٢- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَعِيْرِهِ فَوُقِصَ فَمَاتَ فَقَالَ اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْهِ وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا -

২৭৬২. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তার উটের পিঠ থেকে পড়ে গেল। ফলে তার ঘাড় ভেঙ্গে গেল এবং মারা গেল। নবী ﷺ বললেন, তাকে কুলপাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল দাও, তার দুই কাপড়েই কাফন দাও এবং তার মাথা অনাবৃত রাখ। কারণ আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠাবেন।

٢٧٦٣- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ وَاَيُّوْبَ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِعَرَفَةَ اِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ قَالَ اَيُّوْبُ فَاَوْقَصَتْهُ اَوْ قَالَ فَاَقْعَصَتْهُ وَقَالَ عَمْرٌو فَوَقَصَتْهُ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ

وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِىْ ثَوْبَيْنِ وَلاَ تُحَنِّطُوْهُ وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ قَالَ اَيُّوْبُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا وَقَالَ عَمْرٌو فَاِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّىْ ـ

২৭৬৩. আবুর-রবী যাহরানী (র) হাম্মাদ থেকে, তিনি 'আম্‌র ইব্‌ন দীনার ও আয়্যুব থেকে, তিনি সা'ঈদ ইব্‌ন জুবায়র থেকে এবং তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি আরাফাতের ময়দানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে উকূফরত ছিল। হঠাৎ সে তার বাহন থেকে নিচে পড়ে গেল। এতে তার ঘাড় মটকে গেল এবং সে মারা গেল। নবী ﷺ-কে তা অবহিত করা হলে তিনি বললেন, তাকে কুলপাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল দাও, তার দুই কাপড় দিয়েই তাকে কাফন করাও, তাকে সুগন্ধি লাগিও না এবং তার মাথাও আবৃত কর না। আয়্যুব বলেন, কারণ আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠাবেন। আমর (র) বলেছেন, এ অবস্থায় উঠাবেন যে, সে তালবিয়া পড়ছে।

٢٧٦٤ـ وَحَدَّثَنِيْهِ عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَيُّوْبَ قَالَ نُبِّئْتُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً كَانَ وَاقِفًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَذَكَرَ نَحْوَ مَا ذَكَرَ حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ ـ

২৭৬৪. আমরুন-নাকিদ (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি ইহ্‌রাম অবস্থায় নবী ﷺ-এর সাথে উকূফ করছিল। .... অবশিষ্ট বর্ণনা হাম্মাদ.... আয়্যুবের হাদীসের অনুরূপ।

٢٧٦٥ـ وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى يَعْنِى ابْنَ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَقْبَلَ رَجُلٌ حَرَامًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَخَرَّ مِنْ بَعِيْرِهِ فَوُقِصَ وَقْصًا فَمَاتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاَلْبِسُوْهُ ثَوْبَيْهِ وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ فَاِنَّهُ يَأْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّىْ ـ

২৭৬৫. আলী ইব্‌ন খাশরম (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইহ্‌রাম অবস্থায় নবী ﷺ-এর সঙ্গে এসেছিল। সে উট থেকে পড়ে গেল এবং তার ঘাড় মটকে গেল। ফলে সে মারা গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাকে কুলপাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল করাও এবং তার পরনের দুই কাপড়ে তাকে কাফন দাও এবং তার মাথার চুল আবৃত করো না। কারণ সে কিয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উপস্থিত হবে।

٢٧٦٦ـ وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِىُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ اَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَقْبَلَ رَجُلٌ حَرَامٌ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَاِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا وَزَادَ لَمْ يُسَمِّ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ حَيْثُ خَرَّ ـ

২৭৬৬. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র) .... সা'ঈদ ইব্ন জুবায়র ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে এসেছিল.... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে এই বর্ণনায় আছে, "তাকে কিয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠান হবে।" এতে আরও আছে, কোথায় সে উটের পিঠ থেকে পড়ে গেল তা সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) উল্লেখ করেননি।

٢٧٦٧- وَحَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً أَوْ قَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ وَلاَ وَجْهَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا-

২৭৬৭. আবূ কুরায়ব (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তিকে ইহরাম অবস্থায় তার বাহন পিঠ থেকে ফেলে দিয়ে তার ঘাড় ভেঙ্গে দিল, ফলে সে মারা গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে কুলপাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল করাও, তার পরিধেয় বস্ত্র দু'টি দিয়ে তার কাফন দাও, কিন্তু তার মুখমণ্ডল ও মাথা অনাবৃত রাখ। কারণ তাকে কিয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠান হবে।

٢٧٦٨- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُوْ بِشْرٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُحْرِمًا فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلاَ تُمَسُّوْهُ بِطِيْبٍ وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا-

২৭৬৮. মুহাম্মদ ইব্নুস্ সাব্বাহ ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র).... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিল। তার উষ্ট্রী তার ঘাড় ভেঙ্গে দিল, ফলে সে মারা গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে কুলপাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল করাও, তার পরিধেয় বস্ত্র দু'খানা দিয়ে তাকে কাফন পরাও, কিন্তু তার দেহে সুগন্ধি মাখিও না এবং তার মাথাও আবৃত করো না। কারণ তাকে কিয়ামতের দিন মাথার চুল জমাট করা অবস্থায় উঠান হবে।

٢٧٦٩- وَحَدَّثَنِيْ أَبُوْ كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً وَقَصَهُ بَعِيْرُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَأَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُغْسَلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَلاَ يُمَسَّ طِيْبًا وَلاَ يُخَمَّرَ رَأْسُهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا-

২৭৬৯. আবূ কামিল ফুযায়ল ইব্ন হুসায়ন জাহদারী (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তিকে তার উট নিচে ফেলে দিলে তার ঘাড় ভেঙ্গে যায় (এবং সে মারা যায়)। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ইহরাম অবস্থায় ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে কুলপাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল করাতে, সুগন্ধি না লাগাতে এবং মাথা অনাবৃত রাখতে নির্দেশ দেন। কারণ কিয়ামতের দিন তাকে মাথার চুল জমাট করা অবস্থায় পুনরুত্থিত করা হবে।

٢٧٧٠- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ ابْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بِشْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوَقَعَ مِنْ نَاقَتِهِ فَاقْعَصَتْهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُغْسَلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَأَنْ يُكَفَّنَ فِيْ ثَوْبَيْنِ وَلاَ يُمَسَّ طِيْبًا خَارِجٌ رَأْسُهُ قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ حَدَّثَنِيْ بِهِ بَعْدَ ذٰلِكَ خَارِجٌ رَأْسُهُ وَوَجْهُهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا -

২৭৭০. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার ও আবূ বকর ইব্‌ন নাফি' (র).... শু'বা বলেন, আমি আবূ বিশ্‌রকে সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বর্ণনা করতে শুনেছেন, এক ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় নবী ﷺ -এর নিকট এসে উপস্থিত হ'ল। হঠাৎ সে তার উষ্ট্রীর পিঠ থেকে পড়ে গেল এবং সেটি তার ঘাড় মটকে দিল। নবী ﷺ তাকে কুলপাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল করাতে, তার পরিধেয় দু'খণ্ড বস্ত্রে কাফন দিতে, সুগন্ধি না লাগাতে এবং মাথা কাফনের বাইরে রাখতে নির্দেশ দিলেন। শু'বা (র) বলেন, পরবর্তীতে আবূ বিশ্‌র আমার কাছে এভাবে বর্ণনা করলেন যে, তাকে এভাবে কাফন পরাও যাতে তার মাথা ও মুখমণ্ডল বাইরে থাকে। কারণ তাকে কিয়ামতের দিন মাথার চুল জমাট করা অবস্থায় উঠান হবে।

٢٧٧١- حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُوْلُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَصَتْ رَجُلاً رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَأَمَرَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَأَنْ يَكْشِفُوْا وَجْهَهُ حَسِبْتُهُ قَالَ وَرَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ يُهِلُّ -

২৭৭১. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) .... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, এক ব্যক্তিকে তার বাহন নিচে ফেলে দিলে ঘাড় মটকে সে মারা যায়। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংগে ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ উপস্থিত লোকদের আদেশ দিলেন যেনতাকে কুলপাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল করায় এবং তার মুখমণ্ডল খোলা রাখে, রাবী বলেন, আমার ধারণা তিনি বলেছেন এবং তার মাথাও। কারণ কিয়ামতের দিন তাকে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় পুনরুত্থিত করা হবে।

٢٧٧٢- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَجُلٌ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ فَمَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اغْسِلُوْهُ وَلاَ تُقَرِّبُوْهُ طِيْبًا وَلاَ تُغَطُّوْا وَجْهَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُلَبِّيْ -

২৭৭২. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র).... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর সাথে ছিল। তার উষ্ট্রী তাকে পিঠ থেকে ফেলে দেওয়ায় তার ঘাড় ভেঙ্গে যায়, এতে সে মারা যায়। নবী ﷺ বললেন, তাকে গোসল দাও, তার দেহে সুগন্ধি মাখিও না এবং তার মুখমণ্ডলও ঢেকে দিও না। কারণ তাকে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠান হবে।

١٤- بَابُ جَوَازِ اِشْتِرَاطِ الْمُحْرِمِ التَّحَلُّلَ بِعُذْرِ الْمَرَضِ وَنَحْوِهِ -

১৪. পরিচ্ছেদ : রোগ-ব্যাধি বা অন্য কোন অক্ষমতার কারণে শর্ত সাপেক্ষে ইহরাম বাঁধা জায়েয

٢٧٧٣ - حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا اَرَدْتِ الْحَجَّ قَالَتْ وَاللّٰهِ مَا اَجِدُنِيْ اِلاَّ وَجِعَةً فَقَالَ لَهَا حُجِّيْ وَاشْتَرِطِيْ وَقُوْلِيْ اَللّٰهُمَّ مَحِلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ -

২৭৭৩. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্‌নুল আলা হামদানী (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুবাআহ বিনত যুবায়র (রা)-এর নিকট গেলেন এবং তাকে বললেন, তুমি হজ্জের ইচ্ছা পোষণ করেছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! কিন্তু আমি প্রায়ই অসুস্থ থাকি। তখন তিনি তাকে বললেন, তুমি হজ্জ কর এবং শর্ত রাখ ও বল, হে আল্লাহ! তুমি যেখানে আমাকে আটকিয়ে দেবে (সেখানে আমি ইহরাম খুলব)। তিনি মিকদাদ (রা)-এর স্ত্রী ছিলেন।

٢٧٧٤- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اُرِيْدُ الْحَجَّ وَاَنَا شَاكِيَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ حُجِّيْ وَاشْتَرِطِيْ اَنَّ مَحِلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ -

২৭৭৪. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যুবায়র ইব্‌ন আবদিল মুত্তালিব কন্যা যুবাআহ (রা)-এর নিকট আসলেন। তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি হজ্জের সংকল্প করেছি-কিন্তু আমি অসুস্থ। নবী ﷺ বললেন, তুমি হজ্জের ইহরাম বাঁধ এবং এই শর্ত কর যে, আল্লাহ! তুমি যেখানে আমাকে আটকিয়ে দেবে সেখানে আমি ইহরাম খুলব।

٢٧٧٥- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ -

২৭৭৫. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র).... আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٢٧٧٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ وَاَبُوْ عَاصِمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لَهُ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ طَاؤُسًا وَعِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ اِنِّيْ امْرَاَةٌ ثَقِيْلَةٌ وَاِنِّيْ اُرِيْدُ الْحَجَّ فَمَا تَاْمُرُنِيْ قَالَ اَهِلِّيْ بِالْحَجِّ وَاشْتَرِطِيْ اَنَّ مَحِلِّيْ حَيْثُ تَحْبِسُنِيْ قَالَ فَاَدْرَكَتْ -

২৭৭৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, যুবায়র ইব্‌ন আবদিল মুত্তালিব কন্যা যুবাআহ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে বললেন, আমি একজন পীড়িত মহিলা এবং আমি হজ্জের সংকল্প রাখি। আপনি আমাকে কি নির্দেশ দেন? তিনি বললেন, তুমি হজ্জের ইহরাম বাঁধ এবং শর্ত কর যে, আল্লাহ! তুমি আমাকে যেখানে আটকিয়ে দেবে সেখানে আমি ইহরাম খুলব। রাবী বলেন, তিনি হজ্জের অনুষ্ঠানাদি পালনে সক্ষম হয়েছিলেন।

٢٧٧٧- حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِىُّ حَدَّثَنَا حَبِيْبُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ ضُبَاعَةَ اَرَادَتِ الْحَجَّ فَاَمَرَهَا النَّبِىُّ ﷺ اَنْ تَشْتَرِطَ فَفَعَلَتْ ذٰلِكَ عَنْ اَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

২৭৭৭. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, যুবাআহ (রা) হজ্জের ইরাদা করলেন। নবী ﷺ তাকে শর্ত সাপেক্ষে ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নির্দেশ মুতাবিক তাই করলেন।

٢٧٧٨- وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاَبُوْ اَيُّوْبَ الْغَيْلاَنِىُّ وَاَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ قَالَ اِسْحَاقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ وَهُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا رَبَاحٌ وَهُوَ ابْنُ اَبِىْ مَعْرُوْفٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِضُبَاعَةَ حُجِّىْ وَاشْتَرِطِىْ اَنَّ مَحِلِّىْ حَيْثُ تَحْبِسُنِىْ وَفِىْ رِوَايَةِ اِسْحَاقَ اَمَرَ ضُبَاعَةَ -

২৭৭৮. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম, আবূ আয়্যুব গায়লানী ও আহমদ ইব্‌ন খিরাশ (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যুবাআহ (রা)-কে বললেন, তুমি হজ্জ কর এবং শর্ত রাখ যে, আল্লাহ! তুমি যেখানে আমাকে থামিয়ে দেবে, সেখানে আমি ইহরাম খুলব। ইসহাকের বর্ণনায় আছে, নবী ﷺ যুবাআহ (রা)-কে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন।

١٥- بَابُ صِحَّةِ اِحْرَامِ النُّفَسَاءِ وَاسْتِحْبَابِ اغْتِسَالِهَا لِلْاِحْرَامِ وَكَذَا الْحَائِضُ

১৫. পরিচ্ছেদ : হায়য–নিফাস অবস্থায় ইহরাম বাঁধা জায়েয এবং ইহরাম বাঁধার পূর্বে গোসল করা মুস্তাহাব

٢٧٧٩- وَحَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نُفِسَتْ اَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبَا بَكْرٍ يَاْمُرُهَا اَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ -

২৭৭৯. হান্নাদ ইবনুস্ সারী, যুহায়র ইব্ন হারব ও উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আসমা বিনত উমায়স (রা) আশ-শাজার নামক স্থানে আবূ বকর (রা)-এর পুত্র মুহাম্মদকে প্রসব করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বকর (রা)-এর মাধ্যমে তাকে গোসল করে ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দিলেন।

٢٧٨٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ فِيْ حَدِيْثِ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ حِيْنَ نُفِسَتْ بِذِى الْحُلَيْفَةِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ اَبَا بَكْرٍ فَاَمَرَهَا اَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ -

২৭৮০. আবূ গাস্সান মুহাম্মদ ইব্ন আমর (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। আসমা বিনত উমায়স (রা) যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে সন্তান প্রসব করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বকর (রা)-কে নির্দেশ দিলেন এবং তিনি তদনুযায়ী তাকে গোসল করে ইহরাম বাঁধতে বললেন।

١٦- بَابُ بَيَانِ وُجُوْهِ الْاِحْرَامِ وَاَنَّهُ يَجُوْزُ اِفْرَادُ الْحَجِّ وَالتَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَجَوَازُ اِدْخَالِ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ وَمَتَى يَحِلُّ الْقَارِنُ مِنْ نُسُكِه

১৬. পরিচ্ছেদ : ইহরামের প্রকারভেদ, ইফরাদ, কিরান ও তামাত্তু হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধা জায়েয, একত্রে উমরা ও হজ্জের ইহরাম বাঁধাও জায়েয এবং কিরান হজ্জ পালনকারী কখন ইহরামমুক্ত হবে

٢٧٨١- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَاَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لاَ يَحِلُّ حَتّٰى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا قَالَتْ فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَاَنَا حَائِضٌ لَمْ اَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذٰلِكَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ انْقُضِىْ رَأْسَكِ وَامْتَشِطِىْ وَاَهِلِّىْ بِالْحَجِّ وَدَعِى الْعُمْرَةَ قَالَتْ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ اَرْسَلَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ هٰذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ فَطَافَ الَّذِيْنَ اَهَلُّوْا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوْا ثُمَّ طَافُوْا طَوَافًا اٰخَرَ بَعْدَ اَنْ رَجَعُوْا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَانُوْا جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَاِنَّمَا طَافُوْا طَوَافًا وَاحِدًا -

২৭৮১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া তামীমী (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বিদায় হজ্জের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে রওনা হলাম। আমরা উমরার জন্য ইহরাম বাঁধলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যার সাথে হাদী (অর্থাৎ কুরবানীর পশু) আছে সে যেন একত্রে উমরার সাথে হজ্জের ইহরাম বাঁধে, অতঃপর উমরা ও হজ্জের অনুষ্ঠান শেষ না করে যেন ইহরামমুক্ত না হয়। আয়েশা (রা) বললেন, আমি হায়য

অবস্থায় মক্কায় পৌঁছলাম। তাই আমি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে এবং সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাঈ করতে পারিনি। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তোমার চুলের বেণী খুলে ফেল এবং চিরুণী কর, হজ্জের ইহরাম বাঁধ এবং উমরা পরিত্যাগ কর। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তাই করলাম। আমাদের হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে (আমার ভাই) আবদুর রহমানের সাথে তানঈমে পাঠালেন। আমি সেখান থেকে ইহরাম বেঁধে উমরা পালন করি। নবী ﷺ বললেন, এটা তোমার (ইহরাম বাঁধার) স্থান। যেসব লোক শুধু উমরার ইহরাম বেঁধেছিল, তারা বায়তুল্লাহর তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাঈ করার পর ইহরামমুক্ত হয়ে গেল। অতঃপর তারা মিনা থেকে ফিরে এসে পুনরায় তাদের হজ্জের তাওয়াফ করল আর যারা উমরা ও হজ্জের জন্য একত্রে ইহরাম বেঁধেছিল, তারা একবার তাওয়াফ করল।

٢٧٨٢ـ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ جَدِّيْ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِحَجٍّ حَتّٰى قَدِمْنَا مَكَّةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ فَلْيَحْلِلْ وَمَنْ اَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَاَهْدٰى فَلَا يَحِلُّ حَتّٰى يَنْحَرَ هَدْيَهُ وَمَنْ اَهَلَّ بِحَجٍّ فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَحِضْتُ فَلَمْ اَزَلْ حَائِضًا حَتّٰى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَلَمْ اُهْلِلْ اِلَّا بِعُمْرَةٍ فَاَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اَنْقُضَ رَأْسِيْ وَاَمْتَشِطَ وَاُهِلَّ بِحَجٍّ وَاَتْرُكَ الْعُمْرَةَ قَالَتْ فَفَعَلْتُ ذٰلِكَ حَتّٰى اِذَا قَضَيْتُ حَجَّتِيْ بَعَثَ مَعِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِيْ بَكْرٍ وَاَمَرَنِيْ اَنْ اَعْتَمِرَ مِنَ التَّنْعِيْمِ مَكَانَ عُمْرَتِيْ الَّتِيْ اَدْرَكَنِيْ الْحَجُّ وَلَمْ اَحْلِلْ مِنْهَا ـ

২৭৮২. আবদুল মালিক ইব্‌ন শু'আয়ব ইব্‌ন লায়স (র) ..... নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বিদায় হজ্জের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে রওনা হলাম। আমাদের কেউ শুধু উমরার ইহরাম বাঁধল, আর কেউ শুধু হজ্জের ইহরাম বাঁধল। এভাবে আমরা মক্কায় পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যারা উমরার ইহরাম বেঁধেছে কিন্তু কুরবানীর পশু আনেনি, তারা যেন ইহরাম খুলে ফেলে। আর যারা উমরার ইহরাম বেঁধেছে এবং সাথে কুরবানীর পশুও এনেছে, তারা কুরবানী করার পরই কেবল ইহরামমুক্ত হবে। আর যারা হজ্জের ইহরাম বেঁধেছে, তারা যেন হজ্জ পূর্ণ করে। আয়েশা (রা) বলেন, আমার হায়য শুরু হয়ে গেল এবং আরাফাত দিবস পর্যন্ত তা চলতে থাকল। আমি উমরার ইহরাম বেঁধেছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে মাথার চুল খুলে ফেলতে, তাতে চিরুণী করতে, হজ্জের ইহরাম বাঁধতে এবং উমরা পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দিলেন। আমি তাই করলাম এবং হজ্জের অনুষ্ঠানাদি পূর্ণ করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার সাথে (আমার ভাই) আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকরকে পাঠালেন এবং তিনি আমাকে তানঈম থেকে ইহরাম বেঁধে উমরা করার নির্দেশ দিলেন– যেহেতু আমি উমরার ইহরাম পরিত্যাগ করে হজ্জের ইহরাম বেঁধেছিলাম; অথচ আমি উক্ত উমরা সমাপ্ত করতে পারি নাই।

٢٧٨٣- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ أَكُنْ سُقْتُ الْهَدْىَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ عُمْرَتِهِ ثُمَّ لاَ يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا قَالَتْ فَحِضْتُ فَلَمَّا دَخَلَتْ لَيْلَةُ عَرَفَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِحَجَّتِي قَالَ انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَمْسِكِي عَنِ الْعُمْرَةِ وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ قَالَتْ فَلَمَّا قَضَيْتُ حَجَّتِي أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْدَفَنِي فَأَعْمَرَنِي مِنَ التَّنْعِيمِ مَكَانَ عُمْرَتِي الَّتِي أَمْسَكْتُ عَنْهَا -

২৭৮৩. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র) .....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বিদায় হজ্জের বছর নবী ﷺ-এর সঙ্গে রওনা হলাম। আমি উমরার ইহরাম বাঁধলাম এবং সাথে কুরবানীর পশু নিইনি। নবী ﷺ বললেন, যার সাথে কুরবানীর পশু আছে সে যেন তার উমরার সাথে হজ্জের ইহরামও বাঁধে এবং উভয়ের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করার পূর্বে যেন ইহরাম না খোলে। আয়েশা (রা) বলেন, আমার ঋতু শুরু হয়ে গেল। আরাফাতের রাত শুরু হলে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি উমরার ইহরাম বেঁধেছিলাম, অতএব আমি কিভাবে হজ্জ করব? তিনি বললেন, তোমরা চুল খুলে ফেল এবং চিরুণী কর, উমরা স্থগিত রাখ এবং হজ্জের ইহরাম বাঁধ। আয়েশা (রা) বলেন, আমি যখন হজ্জ সমাপ্ত করলাম, তখন তিনি (আমার ভাই) আবদুর রহমানকে নির্দেশ দিলেন এবং তিনি তদনুযায়ী আমাকে তার বাহনের পেছন দিকে বসিয়ে তানঈম থেকে উমরা করালেন– এটা সেই উমরার বদলে, (ঋতুর কারণে) আমি যা পালন থেকে বিরত থেকে ছিলাম।

٢٧٨٤- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحَجٍّ وَأَهَلَّ بِهِ نَاسٌ مَعَهُ وَأَهَلَّ نَاسٌ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ وَأَهَلَّ نَاسٌ بِعُمْرَةٍ وَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ -

২৭৮৪. ইব্‌ন আবূ উমর (র) ..... আয়েশা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে রওনা হলাম। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি একত্রে হজ্জ ও উমরার ইহরাম বাঁধতে চায়, সে যেন তাই করে। আর যে ব্যক্তি শুধু হজ্জের ইহরাম বাধতে চায়, সেও যেন তাই করে। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধু হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন এবং তাঁর সাথের লোকেরাও তাই করল। কতিপয় লোক উমরা ও হজ্জের ইহরাম বাঁধল এবং কতিপয় লোক শুধু উমরার ইহরাম বাঁধল। আমি উমরার উদ্দেশ্যে ইহরামকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।

٢٧٨٥- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مُوَافِينَ لِهِلاَلِ ذِي الْحِجَّةِ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ

اللّٰه ﷺ مَنْ اَرَادَ مِنْكُمْ اَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلْ فَلَوْلاَ اَنِّىْ اَهْدَيْتُ لاَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ قَالَتْ فَكَانَ مِنَ الْقَوْمِ مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ اَهَلَّ بِالْحَجِّ قَالَتْ فَكُنْتُ اَنَا مِمَّنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَخَرَجْنَا حَتّٰى قَدِمْنَا مَكَّةَ فَاَدْرَكَنِيْ يَوْمُ عَرَفَةَ وَاَنَا حَائِضٌ لَمْ اَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِىْ فَشَكَوْتُ ذٰلِكَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ دَعِىْ عُمْرَتَكِ وَانْقُضِىْ رَأْسَكِ وَامْتَشِطِىْ وَاَهِلِّىْ بِالْحَجِّ قَالَتْ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ وَقَدْ قَضَى اللّٰهُ حَجَّنَا اَرْسَلَ مَعِىْ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِىْ بَكْرٍ فَاَرْدَفَنِىْ وَخَرَجَ بِىْ اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَقَضَى اللّٰهُ حَجَّنَا وَعُمْرَتَنَا وَلَمْ يَكُنْ فِىْ ذٰلِكَ هَدْىٌ وَلاَ صَدَقَةٌ وَلاَ صَوْمٌ ـ

২৭৮৫. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (রা) 'আব্‌দা ইবন সুলায়মান থেকে ..... আয়েশা (রা) বলেন, বিদায় হজ্জের বছর যিলহজ্জ মাসের নতুন চাঁদ উদয়ের প্রাক্কালে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে (মক্কা) রওনা হলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উমরার ইহরাম বাঁধতে চায়, সে তা করতে পারে। আমার সংগে হাদী বা কুরবানীর পশু না থাকলে আমি উমরার ইহরাম বাঁধতাম। আয়েশা (রা) বলেন, লোকদের মধ্যে কতক উমরার ইহরাম বাঁধল এবং কতক হজ্জের ইহরাম বাঁধল। তিনি বললেন, আমি উমরার উদ্দেশ্যে ইহরামকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। আমরা রওনা হলাম, অতঃপর মক্কায় পৌঁছে গেলাম। আরাফাত দিবস পর্যন্ত আমার মাসিক ঋতু অব্যাহত থাকল এবং উমরা করে ইহরাম খোলার সুযোগ পেলাম না। এ সংকটের বিষয়ে আমি নবী ﷺ -কে অবহিত করলে তিনি বললেন, তুমি তোমার উমরা পরিত্যাগ কর, চুলের বাঁধন খুলে ফেল এবং তাতে চিরুণী কর আর হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধ। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তাই করলাম। অতঃপর যখন মুহাসসাবের রাত এল এবং আল্লাহ তা'আলা আমাদের হজ্জ সমাপন করার তৌফিক দিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার সাথে আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর (রা)-কে পাঠালেন এবং তিনি আমাকে তার বাহনের পেছনে বসিয়ে তানঈমে রওনা হলেন। অতঃপর আমি উমরার ইহরাম বাঁধলাম। এভাবে আল্লাহ তা'আলা আমাদের হজ্জ ও উমরা সমাপনের তৌফিক দান করলেন। তাতে কোন হাদী (কুরবানী), সদকা বা সাওম কোনটিই পালন করতে হয়নি।

٢٧٨٦ـ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مُوَافِيْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِهِلاَلِ ذِى الْحِجَّةِ لاَ نَرٰى اِلاَّ الْحَجَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ مِنْكُمْ اَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ عَبْدَةَ ـ

২৭৮৬. আবূ কুরায়ব (র) ইব্‌ন নুমায়র থেকে ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যিলহজ্জ মাসের নতুন চাঁদ উদয়ের প্রাক্কালে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে রওনা হলাম। হজ্জ করা ছাড়া আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উমরার ইহরাম বাঁধতে চায়, সেই তাই করুক..... হাদীসের অবশিষ্ট অংশ আবদা' (র)-এর বর্ণনার অনুরূপ।

٢٧٨٧ـ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُوَافِيْنَ لِهِلاَلِ ذِى الْحِجَّةِ مِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ

اَهَلَّ بِحَجَّةٍ فَكُنْتُ فِيمَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِنَحْوِ حَدِيْثِهِمَا وَقَالَ فِيْهِ قَالَ عُرْوَةُ فِىْ ذٰلِكَ اِنَّهُ قَضَى اللّٰهُ حَجَّهَا وَعُمْرَتَهَا قَالَ هِشَامٌ وَلَمْ يَكُنْ فِىْ ذٰلِكَ هَدْىٌ وَلاَ صِيَامٌ وَلاَ صَدَقَةٌ ـ

২৭৮৭. আবূ কুরায়ব (র) .....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যিলহজ্জ মাসের নতুন চাঁদ উদয়ের প্রাক্কালে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংগে রওনা হলাম। আমাদের মধ্যে কতক উমরার, কতক হজ্জ ও উমরা উভয়ের এবং কতক শুধু হজ্জের ইহরাম বাঁধল। আমি উমরার উদ্দেশ্যে ইহ্রামকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। ..... অবশিষ্ট বর্ণনা (পূর্বোক্ত) উভয়ের (আবদা ও নুমায়রের) হাদীসের অনুরূপ। তবে এতে আছে, 'উরওয়া সে সম্পর্কে বলেন, "আল্লাহ তা'আলা আয়েশা (রা)-কে তার হজ্জ ও উমরা সমাপনের তৌফিক দিলেন।" আর হিশাম বলেন, "এজন্য (উমরার ইহরাম পরিত্যাগ করে হজ্জের ইহরাম বাঁধার কারণে তাকে) কুরবানীও করতে হয়নি, সাওমও পালন করতে হয়নি, সদকাও দিতে হয়নি।"

٢٧٨٨ـ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِالْحَجِّ وَاَهَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْحَجِّ فَاَمَّا مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ وَاَمَّا مَنْ اَهَلَّ بِحَجٍّ اَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوْا حَتّٰى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ ـ

২৭৮৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বিদায় হজ্জের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে রওনা হলাম। আমাদের মধ্যে কতক উমরার ইহরাম বাঁধল, কতক হজ্জ ও উমরা উভয়ের ইহরাম বাঁধল এবং কতক শুধু হজ্জের ইহরাম বাঁধল। রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবল হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন। যারা উমরার জন্য ইহরাম বেঁধেছিল, তারা (উমরা সমাপনান্তে) হালাল হয়ে গেল। আর যারা শুধু হজ্জের বা হজ্জ ও উমরা উভয়ের ইহরাম বেঁধেছিল, তারা কুরবানী দিবসের পূর্ব পর্যন্ত হালাল হতে পারে নি।

٢٧٨٩ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ وَلاَ نَرٰى اِلاَّ الْحَجَّ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِسَرِفَ اَوْ قَرِيْبًا مِنْهَا حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ ﷺ وَاَنَا اَبْكِىْ فَقَالَ اَنَفِسْتِ يَعْنِى الْحَيْضَةَ قَالَتْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اِنَّ هٰذَا شَىْءٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلٰى بَنَاتِ اٰدَمَ فَاقْضِىْ مَا يَقْضِى الْحَاجُّ غَيْرَ اَنْ لاَ تَطُوْفِىْ بِالْبَيْتِ حَتّٰى تَغْتَسِلِىْ قَالَتْ وَضَحّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ ـ

২৭৮৯. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, আমরুন-নাকিদ, যুহায়র ইব্ন হারব (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একমাত্র হজ্জের উদ্দেশ্যে নবী ﷺ -এর সঙ্গে রওনা হলাম। সারিফ নামক স্থানে বা এর কাছাকাছি পৌঁছলে আমার ঋতু শুরু হয়ে যায়। নবী ﷺ আমার নিকট এলেন এবং আমি তখন কাঁদছিলাম।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি হায়য হয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা এটা আদম (আ)-এর কন্যাদের জন্য অবধারিত করে দিয়েছেন। অতএব তুমি হজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠান পূর্ণ কর, শুধু (হায়যকাল শেষ হওয়ার পর) গোসল না করা পর্যন্ত বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করবে না। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সহধর্মিণীগণের পক্ষ থেকে গরু কুরবানী করেন।

٢٧٩٠- حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ أَبُوْ أَيُّوبَ الْغَيْلاَنِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُوْنُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَ نَذْكُرُ إِلاَّ الْحَجَّ حَتَّى جِئْنَا سَرِفَ فَطَمِثْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ خَرَجْتُ الْعَامَ قَالَ مَالَكِ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هٰذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي قَالَتْ فَلَمَّا قَدِمْتُ مَكَّةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لأَصْحَابِهِ اجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَأَحَلَّ النَّاسُ إِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ قَالَتْ فَكَانَ الْهَدْيُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَذَوِي الْيَسَارَةِ ثُمَّ أَهَلُّوا حِينَ رَاحُوا قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَهَرْتُ فَأَمَرَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَأَفَضْتُ قَالَتْ فَأُتِيَنَا بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هٰذَا فَقَالُوا أَهْدَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَرْجِعُ النَّاسُ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَرْجِعُ بِحَجَّةٍ قَالَتْ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْدَفَنِي عَلَى جَمَلِهِ قَالَتْ فَإِنِّي لأَذْكُرُ وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ أَنْعُسُ فَيُصِيبُ وَجْهِي مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ حَتَّى جِئْنَا إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلَلْتُ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ جَزَاءً بِعُمْرَةِ النَّاسِ الَّتِي اعْتَمَرُوا -

২৭৯০. সুলায়মান ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ আবূ আয়্যুব গায়লানী (র) ..... 'আবদুল 'আযীয ইব্‌ন আবূ সালামা মাজিশূন (র) 'আবদুর রহমান ইব্‌ন কাসিম হতে, তিনি নিজ পিতা হতে এবং তিনি আয়েশা (রা) থেকে। তিনি বলেন, আমরা কেবল হজ্জের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে রওনা হলাম। আমরা যখন সারিফ নামক স্থানে পৌঁছলাম, আমার ঋতু শুরু হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট এলেন এবং আমি তখন কাঁদছিলাম। তিনি বললেন, তুমি কাঁদছ কেন? আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি যদি এ বছর হজ্জ করতে না আসতাম! তিনি বললেন, কি হয়েছে তোমার? সম্ভবত তুমি ঋতুমতী হয়েছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা এটা আদম (আ)-এর কন্যাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তুমি হজ্জ পালনকারীগণ যা করে, তাই কর কিন্তু পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করো না। আয়েশা (রা.) বলেন, আমি যখন মক্কায় পৌঁছলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদের বললেন, তোমরা উমরার জন্য ইহরাম বাঁধ। যাদের সাথে হাদী বা কুরবানীর পশু ছিল, তারা ব্যতীত সকলে উমরার ইহরাম বাঁধল। আয়েশা (রা) বলেন, নবী ﷺ আবূ বকর (রা), উমর (রা) ও

অন্যান্য স্বচ্ছল লোকদের সাথে কুরবানীর পশু (হাদী) ছিল, তারা (ইতিপূর্বে যারা ইহরাম খুলে ফেলেছিল, মিনার দিকে) অগ্রসর হওয়ার প্রাক্কালে পুনরায় (হজ্জের) ইহরাম বাঁধল। তিনি বলেন, আমি কুরবানীর দিন পবিত্র হলাম এবং আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশে তাওয়াফে ইফাযা[১] করলাম। আমাদের জন্য গরুর গোশত পাঠান হ'ল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এগুলো কি? তারা বলল, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সহধর্মিণীদের পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী করেছেন। যখন হাসবার[২] রাত এল, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! লোকেরা হজ্জ ও উমরা পালন করে প্রত্যাবর্তন করছে, আর আমি শুধু হজ্জ করে প্রত্যাবর্তন করছি। রাবী বলেন, তিনি বলেন, তিনি আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর (রা)-কে নির্দেশ দিলেন এবং তদনুযায়ী তিনি আমাকে তার উটের পেছনদিকে বসিয়ে রওনা হলেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি ছিলাম অল্পবয়স্কা এবং আমার মনে আছে যে, তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে আমার মাথা বারবার পালানের খুঁটির সাথে আঘাত খাচ্ছিল। এভাবে আমরা তানঈম পৌঁছলাম। সেখান থেকে আমি আবার ইহরাম বাঁধলাম– যা লোকেরা ইতিপূর্বে আদায় করেছে।

٢٨٩١- وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ اَيُّوْبَ الْغَيْلاَنِىُّ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا اَبْكِىْ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِنَحْوِ حَدِيْثِ الْمَاجِشُوْنِ غَيْرَ اَنَّ حَمَّادًا لَيْسَ فِىْ حَدِيْثِهٖ فَكَانَ الْهَدْىُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَذَوِى الْيَسَارَةِ ثُمَّ اَهَلُّوْا حِيْنَ رَاحُوْا وَلاَ قَوْلُهَا وَاَنَا جَارِيَةٌ حَدِيْثَةُ السِّنِّ اَنْعُسُ فَيُصِيْبُ وَجْهِىْ مُؤْخِرَةَ الرَّحْلِ -

২৭৯১. আবূ আয়্যুব গায়লানী (র) ..... হাম্মাদ (র) আবদুর রহমান হতে তিনি নিজ পিতা হতে, এবং তিনি আয়েশা (রা) হতে যে, তিনি বলেন, আমরা হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধলাম। আমরা যখন সারিফ নামক স্থানে পৌঁছলাম তখন আমি ঋতুমতী হলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট এলেন– আমি তখন কাঁদছিলাম .....অবশিষ্ট বর্ণনা (পূর্ববর্তী) মাজিশূনের হাদীসের অনুরূপ। তবে হাম্মাদের বর্ণনায় নিম্নোক্ত কথার উল্লেখ নাই : "নবী ﷺ আবূ বকর (রা), উমর (রা) ও অন্যান্য স্বচ্ছল লোকদের সাথে (হাদী) কুরবানীর পশু ছিল, তাঁরা অগ্রসর হওয়ার প্রাক্কালে পুনরায় (হজ্জের) ইহরাম বাঁধলেন।" তার বর্ণনায় আয়েশা (রা)-এর নিম্নোক্ত কথারও উল্লেখ নাই : "আমি ছিলাম অল্পবয়স্কা এবং আমার উত্তমরূপে মনে আছে যে, তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় আমার মাথা বারংবার পালানের খুঁটির সাথে টক্কর খাচ্ছিল।"

٢٧٩٢- وَحَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِىْ اُوَيْسٍ حَدَّثَنِىْ خَالِىْ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَفْرَدَ الْحَجَّ -

---

১. তাওয়াফে যিয়ারাত, যা ১০ই যিলহজ্জ অন্যথায় ১১ ও ১২ তারিখে আদায় করতে হয়। এটি ফরয ও হজ্জের একটি রুকন।
২. মিনা হতে মক্কার গমন-পথে একটি স্থানের নাম।

২৭৯২. ইসমাঈল ইব্ন আবূ উওয়ায়েস ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইফরাদ হজ্জ করেছিলেন।

٢٧٩٣- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَفْلَحَ بْنِ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُهِلِّيْنَ بِالْحَجِّ فِيْ اَشْهُرِ الْحَجِّ وَفِيْ حُرُمِ الْحَجِّ وَلَيَالِي الْحَجِّ حَتّٰى نَزَلْنَا بِسَرِفَ فَخَرَجَ اِلٰى اَصْحَابِهِ فَقَالَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مِنْكُمْ هَدْىٌ فَاَحَبَّ اَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلاَ فَمِنْهُمُ الْاٰخِذُ بِهَا وَالتَّارِكُ لَهَا مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ فَاَمَّا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَكَانَ مَعَهُ الْهَدْىُ وَمَعَ رِجَالٍ مِنْ اَصْحَابِهِ لَهُمْ قُوَّةٌ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا اَبْكِيْ فَقَالَ مَا يُبْكِيْكِ قُلْتُ سَمِعْتُ كَلاَمَكَ مَعَ اَصْحَابِكَ فَسَمِعْتُ بِالْعُمْرَةِ [فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ] قَالَ وَمَالَكِ قُلْتُ لاَ اُصَلِّيْ قَالَ فَلاَ يَضُرُّكِ فَكُوْنِيْ فِيْ حَجِّكِ فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَرْزُقَكِيْهَا وَاِنَّمَا اَنْتِ مِنْ بَنَاتِ اٰدَمَ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ قَالَتْ فَخَرَجْتُ فِيْ حَجَّتِيْ حَتّٰى نَزَلْنَا مِنًى فَتَطَهَّرْتُ ثُمَّ طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَنَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُحَصَّبَ فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِيْ بَكْرٍ فَقَالَ اخْرُجْ بِاُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ لْتَطُفْ بِالْبَيْتِ فَاِنِّيْ اَنْتَظِرُكُمَا هٰهُنَا قَالَتْ فَخَرَجْنَا فَاَهْلَلْتُ ثُمَّ طُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَجِئْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِيْ مَنْزِلِهِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَقَالَ هَلْ فَرَغْتِ قُلْتُ نَعَمْ فَاٰذَنَ فِيْ اَصْحَابِهِ بِالرَّحِيْلِ فَخَرَجَ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ -

২৭৯৩. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হজ্জের মাসসমূহে, হজ্জের মাওসুমে ও হজ্জের স্থানসমূহে (অথবা হজ্জের সময়কার বিধি-নিষেধ অনুসরণ করে) এবং হজ্জের রাতসমূহে ইহরাম বেঁধে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে রওনা হলাম। আমরা যখন সারিফ নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, তোমাদের মধ্যে যার সাথে কুরবানীর পশু নাই, সে যদি চায় তবে সে এই হজ্জকে উমরায় পরিবর্তিত করে নিক। আর যার সাথে কুরবানীর পশু (হাদী) আছে, সে যেন এরূপ না করে। তাদের মাঝে কিছু সংখ্যক এটা গ্রহণ করল এবং কিছু সংখ্যক-যাদের সাথে কুরবানীর পশু ছিল না, তারা উমরা করল না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর স্বচ্ছল সাহাবীদের সঙ্গে কুরবানীর পশু ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট প্রবেশ করলেন এবং আমি তখন কাঁদছিলাম। তিনি বললেন, তুমি কাঁদছ কেন? আমি বললাম, আমি আপনার সাহাবীদের উদ্দেশ্যে আপনার কথাবার্তা শুনেছি যে, আপনি উমরা করার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু আমি তা করতে পারছি না। তিনি বললেন, কেন, তোমার কি হয়েছে? আমি বললাম, আমি সালাত আদায় করতে পারছি না। তিনি বললেন, এতে তোমার কোন ক্ষতি নেই, তুমি হজ্জের অনুষ্ঠানাদি পালন কর। আশা করি আল্লাহ তা'আলা তোমাকে উমরা পালনের সুযোগ দেবেন। তুমি আদম (আ)-এর

নিকটবর্তী হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিলেন, যার সাথে কুরবানীর পশু নেই, সে বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করার পর ইহরাম ভঙ্গ করবে। আয়েশা (রা) বলেন, কুরবানীর দিন কেউ আমাদের জন্য গরুর গোশত নিয়ে এল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম এ কি? বলা হ'ল, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সহধর্মিণীদের পক্ষ থেকে কুরবানী করেছেন। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র) বলেন, আমি এই হাদীস কাসিম ইব্ন মুহাম্মদের নিকট উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! তিনি (আমরাহ) তোমার নিকট হাদীসটি সঠিকভাবে বর্ণনা করেছেন।

٢٧٩٧ـ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ يَقُوْلُ أَخْبَرَتْنِىْ عَمْرَةُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ ح وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ ـ

২৭৯৭. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন আবূ উমর (রা) এই সনদেও পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٢٧٩٨ـ وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ ح وَعَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَصْدُرُ بِنُسُكٍ وَاحِدٍ قَالَ انْتَظِرِىْ فَاِذَا طَهَرْتِ فَاخْرُجِىْ اِلَى التَّنْعِيْمِ فَأَهِلِّىْ مِنْهُ ثُمَّ الْقَيْنَا عِنْدَ كَذَا وَكَذَا قَالَ أَظُنُّهُ قَالَ غَدًا وَلٰكِنَّهَا عَلٰى قَدْرِ نَصَبِكِ أَوْ قَالَ نَفَقَتِكِ ـ

২৭৯৮. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও কাসিম (র) ..... উম্মুল মুমিনীন [আয়েশা (রা)] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! লোকেরা দু'টি ইবাদতসহ (হজ্জ ও উমরা) প্রত্যাবর্তন করছে, আর আমি একটিমাত্র ইবাদতসহ (হজ্জ) ফিরে যাচ্ছি। তিনি বলেন, অপেক্ষা কর। তুমি পাক হয়ে যাওয়ার পর তানঈম চলে যাও এবং সেখানে ইহরাম বাঁধ, অতঃপর অমুক অমুক সময়ে আমাদের সঙ্গে মিলিত হও। রাবী বলেন, আমার মনে হয় তিনি ভোরবেলার কথা বলেছেন এবং তুমি তোমার পরিশ্রম অথবা খরচ অনুযায়ী (এই উমরার সাওয়াব পাবে)।

٢٧٩٩ـ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِىْ عَدِىٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ وَاِبْرَاهِيْمَ قَالَ لَاأَعْرِفُ حَدِيْثَ أَحَدِهِمَا مِنَ الْاٰخَرِ أَنَّ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ ـ

২৭৯৯. ইব্ন মুসান্না (র) ..... উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকেরা দু'টি ইবাদতের সওয়াব নিয়ে ফিরে যাচ্ছে ..... অতঃপর অবশিষ্ট হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٢٨٠٠ـ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا وَقَالَ اِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَا نُرٰى اِلَّا أَنَّهُ

الْحَجُّ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْىَ اَنْ يَحِلَّ قَالَتْ فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْىَ وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ الْهَدْىَ فَاَحْلَلْنَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَحِضْتُ فَلَمْ اَطُفْ بِالْبَيْتِ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَاَرْجِعُ اَنَا بِحَجَّةٍ قَالَ اَوَمَا كُنْتِ طُفْتِ لَيَالِىَ قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَتْ قُلْتُ لاَ قَالَ فَاذْهَبِى مَعَ اَخِيْكِ اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاَهِلِّى بِعُمْرَةٍ ثُمَّ مَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ صَفِيَّةُ مَا اُرَانِىْ اِلاَّ حَابِسَتَكُمْ قَالَ عَقْرٰى حَلْقٰى اَوَ مَا كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ بَلٰى قَالَ لاَ بَاْسَ انْفِرِىْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَقِيَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ وَاَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا اَوْ اَنَا مُصْعِدَةٌ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ مِنْهَا وَقَالَ اِسْحَاقُ وَمُتَهَبِّطَةٌ وَمُتَهَبِّطٌ -

২৮০০. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ..... মানসূর ইবরাহীম থেকে, তিনি আসওয়াদ থেকে এবং তিনি আয়েশা (রা) থেকে। তিনি বলেন, শুধু হজ্জের উদ্দেশ্যেই আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে রওনা হলাম। আমরা (মক্কায়) পৌঁছে বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ করলাম। যারা কুরবানীর পশু (হাদী) সাথে আনে নাই, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে ইহরাম খোলার নির্দেশ দিলেন। আয়েশা (রা) বলেন, অতএব যারা কুরবানীর পশু সঙ্গে আনে নাই, তারা ইহরাম ছেড়ে দিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহধর্মিণীগণ সাথে কুরবানীর পশু আনেন নাই। তাই তারাও ইহরাম খুলে ফেললেন। আয়েশা (রা) আরও বললেন, আমার মাসিক দেখা দিল এবং বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ করতে পারলাম না। হাসবায় অবস্থানের রাতে আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকেরা হজ্জ ও উমরা করে ফিরে যাচ্ছে, আর আমি শুধু হজ্জ করে ফিরছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা যে রাতে মক্কায় পৌঁছেছি, তখন তুমি কি বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ করনি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তাহলে তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে তানঈম যাও এবং (সেখানে) উমরার ইহরাম বাঁধ। অতঃপর তুমি অমুক অমুক জায়গায় (আমাদের সাথে) মিলিত হতে পারবে। উম্মুল মুমিনীন সাফিয়্যা (রা) বললেন, মনে হয় আমি আপনাদের আটকিয়ে রাখব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হায়, দুর্ভোগ, কি সর্বনাশ! তুমি কি কুরবানীর দিন বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ করনি? তিনি বললেন হ্যাঁ, করেছি। নবী ﷺ বললেন, তাহলে কোন অসুবিধা নেই, তুমি অগ্রসর হও। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার সাথে সাক্ষাত করলেন, তিনি মক্কার উচ্চভূমিতে উঠছিলেন। আর আমি নিচে নামছিলাম। অথবা আমি উচ্চভূমিতে উঠছিলাম, আর তিনি তা থেকে নামছিলেন।

٢٨٠١- وَحَدَّثَنَاهُ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نُلَبِّىْ لاَ نَذْكُرُ حَجًّا وَلاَ عُمْرَةً وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ مَنْصُوْرٍ -

২৮০১. সুয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে তালবিয়া পাঠ করতে করতে রওনা হলাম। আমরা সুস্পষ্টভাবে হজ্জ বা উমরা কোনটিরই উল্লেখ করিনি। ..... অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্বোক্ত মানসূর (র)-এর হাদীসের অনুরূপ।

٢٨٠٢- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيْعًا عَنْ غُنْدَرٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذَكْوَانَ مَوْلٰى عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ اَوْ خَمْسٍ فَدَخَلَ عَلَىَّ وَهُوَ غَضْبَانُ فَقُلْتُ مَنْ اَغْضَبَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ النَّارَ قَالَ اَوَ مَاشَعَرْتِ اَنِّىْ اَمَرْتُ النَّاسَ بِاَمْرٍ فَاِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُوْنَ قَالَ الْحَكَمُ كَاَنَّهُمْ يَتَرَدَّدُوْنَ اَحْسِبُ وَلَوْ اَنِّىْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِىْ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْىَ مَعِىْ حَتّٰى اَشْتَرِيَهُ ثُمَّ اَحِلُّ كَمَا حَلُّوْا -

২৮০২. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) গুনদার থেকে, তিনি মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা'ফর থেকে, তিনি শু'বা থেকে, তিনি হাকাম থেকে, তিনি 'আলী ইব্‌ন হুসায়ন থেকে, তিনি যাকওয়ান থেকে এবং তিনি আয়েশা (রা) থেকে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যিলহজ্জ মাসের ৪র্থ অথবা ৫ম দিনে (মক্কায়) এলেন। এরপর রাগান্বিত অবস্থায় আমার কাছে প্রবেশ করলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কে আপনাকে রাগান্বিত করল, আল্লাহ তাকে আগুনে নিক্ষেপ করুন? তিনি বললেন, তুমি কি জান না– আমি লোকদের একটি কাজের নির্দেশ দিয়েছিলাম অথচ তারা ইতস্ততঃ করছে? রাবী হাকাম বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছেন, যেন তারা ইতস্ততঃ করছে। আমি যদি পূর্বেই জানতাম, যে বিষয়ের আমি পরে সম্মুখীন হয়েছি, তবে আমি সাথে করে কুরবানীর পশু আনতাম না; বরং পরে তা কিনে নিতাম এবং আমিও ইহরাম খুলে ফেলতাম যেমন অন্যরা ইহরাম খুলেছে।

٢٨٠٣- وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ سَمِعَ عَلِىَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ لاَرْبَعٍ اَوْ خَمْسٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ غُنْدَرٍ وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّكَّ مِنَ الْحَكَمِ فِىْ قَوْلِهِ يَتَرَدَّدُوْنَ -

২৮০৩. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মু'আয (র) .....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যিলহজ্জ মাসের চার অথবা পাঁচ তারিখে (মক্কায়) পৌঁছলেন ..... পূর্বোক্ত গুনদারের হাদীসের অনুরূপ। কিন্তু এই সনদে তিনি (রাবী) হাকামের উক্তিতে, "তারা ইতস্ততঃ করেছে" এ সন্দেহ উল্লেখ করেননি।

٢٨٠٤- حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ طَاءُوْسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا اَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ فَقَدِمَتْ وَلَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتّٰى حَاضَتْ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا وَقَدْ اَهَلَّتْ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ النَّفْرِ يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ فَاَبَتْ فَبَعَثَ بِهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ -

২৮০৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) .....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি উমরার ইহরাম বাঁধলেন, এরপর (মক্কায়) পৌঁছলেন এবং বায়তুল্লাহ তাওয়াফ না করতেই ঋতুমতী হলেন। এরপর তিনি হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন

এবং এর যাবতীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন (তাওয়াফ ব্যতীত)। নবী ﷺ মিনায় অগ্রসর হওয়ার দিন তাকে বললেন, তোমার (একবারের) তাওয়াফই তোমার হজ্জ ও উমরা উভয়ের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু তিনি তাতে তৃপ্ত হলেন না। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে আবদুর রহমানের সাথে তানঈম পাঠালেন। অতএব তিনি হজ্জের পর (এখান থেকে) ইহরাম বেঁধে উমরা করলেন।

٢٨٠٥- وَحَدَّثَنِىْ حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا حَاضَتْ بِسَرِفَ فَتَطَهَّرَتْ بِعَرَفَةَ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُجْزِىْ عَنْكِ طَوَافُكِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ ـ

২৮০৫. হাসান ইব্‌ন আলী হুলওয়ানী (র) .....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি সারিফ নামক স্থানে ঋতুমতী হলেন এবং আরাফাত দিবসে পবিত্র হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তোমার সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যকার সাঈ তোমার হজ্জ ও উমরা উভয়টির জন্য যথেষ্ট।

٢٨٠٦- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا قُرَّةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا صَفِيَّةُ بِنْتُ شَيْبَةَ قَالَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَيَرْجِعُ النَّاسُ بِاَجْرَيْنِ وَاَرْجِعُ بِاَجْرٍ فَاَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِىْ بَكْرٍ اَنْ يَنْطَلِقَ بِهَا اِلَى التَّنْعِيْمِ قَالَتْ فَاَرْدَفَنِىْ خَلْفَهُ عَلٰى جَمَلٍ لَهُ قَالَتْ فَجَعَلْتُ اَرْفَعُ خِمَارِىْ اَحْسِرُهُ عَنْ عُنُقِىْ فَيَضْرِبُ رِجْلِىْ بِعِلَّةِ الرَّاحِلَةِ قُلْتُ لَهُ وَهَلْ تَرٰى مِنْ اَحَدٍ قَالَتْ فَاَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ اَقْبَلْنَا حَتّٰى انْتَهَيْنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ بِالْحَصْبَةِ ـ

২৮০৬. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাবীব হারিসী (র) ..... সাফিয়্যা বিনত শায়বা বলেন, আয়েশা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকেরা দু'টি সওয়াবসহ প্রত্যাবর্তন করবে আর আমি কি মাত্র একটি সওয়াব নিয়ে ফিরে যাব? তখন নবী ﷺ আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর (রা)-কে নির্দেশ দিলেন– তাকে নিয়ে তানঈম যাওয়ার জন্য। আয়েশা (রা) বলেন, তিনি তার উটের পিঠে আমাকে তার পেছনে বসিয়ে রওনা হলেন। আমি আমার ওড়না উঠাচ্ছিলাম এবং তা ঘাড় থেকে সরিয়ে রাখছিলাম। তিনি আমার পায়ে আঘাত করছিলেন– যেমন উটকে আঘাত করেন। আমি তাকে বললাম, আপনি এখানে কাউকে দেখতে পাচ্ছেন কি? তিনি বলেন, আমি (তানঈম পৌঁছে) উমরার ইহরাম বাঁধলাম, অতঃপর (মক্কায়) ফিরে এসে (তাওয়াফ শেষে) হাসবা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে মিলিত হলাম।

٢٨٠٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو اَخْبَرَهُ عَمْرُو بْنُ اَوْسٍ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَمَرَهُ اَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ فَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ ـ

২৮০৭. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন নুমায়র (র) ..... আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে নির্দেশ দিলেন আয়েশা (রা)-কে (বাহনে) তার পিছনে বসিয়ে তানঈম নিয়ে যাওয়ার জন্য– যাতে তিনি তাঁকে (তানঈম থেকে) উমরা করান।

٢٨٠٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ جَمِيْعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّهُ قَالَ اَقْبَلْنَا مُهِلِّيْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ وَاَقْبَلَتْ عَائِشَةُ بِعُمْرَةٍ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِسَرِفَ عَرَكَتْ حَتّٰى اِذَا قَدِمْنَا طُفْنَا بِالْكَعْبَةِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَاَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَحِلَّ مِنَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ قَالَ فَقُلْنَا حِلُّ مَاذَا قَالَ الْحِلُّ كُلُّهُ فَوَقَعْنَا النِّسَاءَ وَتَطَيَّبْنَا بِالطِّيْبِ وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ اِلاَّ اَرْبَعُ لَيَالٍ ثُمَّ اَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ثُمَّ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى عَائِشَةَ فَوَجَدَهَا تَبْكِىْ فَقَالَ مَا شَانُكِ قَالَتْ شَانِىْ اَنِّىْ قَدْ حِضْتُ وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ اَحْلِلْ وَلَمْ اَطُفْ بِالْبَيْتِ وَالنَّاسُ يَذْهَبُوْنَ اِلَى الْحَجِّ الْاٰنَ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا اَمْرٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلٰى بَنَاتِ اٰدَمَ فَاغْتَسِلِىْ ثُمَّ اَهِلِّىْ بِالْحَجِّ فَفَعَلَتْ وَوَقَفَتِ الْمَوَاقِفَ حَتّٰى اِذَا طَهَرَتْ طَافَتْ بِالْكَعْبَةِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ قَالَ قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَ عُمْرَتِكِ جَمِيْعًا فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَجِدُ فِىْ نَفْسِىْ اَنِّىْ لَمْ اَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتّٰى حَجَجْتُ قَالَ فَاذْهَبْ بِهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ فَاَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ وَذٰلِكَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ -

২৮০৮. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রুমহ (র) লায়স (র) থেকে ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইফরাদ হজ্জের ইহরাম বেঁধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে (মক্কার দিকে) অগ্রসর হলাম আর আয়েশা (রা.) উমরার ইহরাম বেঁধে আসলেন। আমরা যখন সারিফ নামক স্থানে পৌঁছলাম, আয়েশা (রা)-এর ঋতু শুরু হ'ল। অবশেষে আমরা মক্কায় পৌঁছে কা'বা ঘর তাওয়াফ করলাম এবং সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাঈ করলাম। আমাদের মধ্যে যাদের সাথে কুরবানীর পশু ছিল না– রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের ইহরাম খুলে ফেলার নির্দেশ দিলেন। আমরা বললাম, কি প্রকারে ইহরাম খোলা হবে? তিনি বললেন, "সম্পূর্ণরূপে ইহরামমুক্ত হওয়া।" অতএব আমরা স্ত্রী সহবাস করলাম, সুগন্ধি ব্যবহার করলাম এবং সাধারণ পোশাক পরিধান করলাম। তখন আরাফাত দিবস ও আমাদের মাঝে আর মাত্র চার দিনের ব্যবধান ছিল। অতঃপর তালবিয়া দিবসে (৮ই যিলহজ্জ) আমরা পুনরায় ইহরাম বাঁধলাম। এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় পেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি হয়েছে? আয়েশা (রা) বললেন, ব্যাপার এই যে, আমার হায়েয দেখা দিয়েছে। লোকেরা ইহরাম খুলেছে কিন্তু আমি ইহরামমুক্ত হতে পারিনি এবং বায়তুল্লাহ্-এরও তাওয়াফ করতে পারিনি, আর এখন লোকেরা হজ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এটা এমন একটি ব্যাপার যা আল্লাহ তা'আলা আদম (রা)-এর কন্যা সন্তানদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন। অতএব তুমি গোসল কর এবং হজ্জের ইহরাম বাঁধ। তিনি তাই করলেন এবং হজ্জের স্থানসমূহে অবস্থান করলেন। অতঃপর

তিনি পবিত্র হলেন, কা'বা ঘর তাওয়াফ করলেন এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এখন তোমার হজ্জ ও উমরা উভয়টিই পূর্ণ হ'ল। আয়েশা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার অবস্থা এই যে, হজ্জ না করা পর্যন্ত আমি (উমরার জন্য) বায়তুল্লাহ -এর তাওয়াফ করতে পারি নি, কিন্তু হজ্জ আদায় করে নিয়েছি। তিনি বললেন, হে আবদুর রহমান ! তাকে নিয়ে চলে যাও এবং তানঈম থেকে তাকে উমরা করাও। এটা ছিল হাসবার রাতের ঘটনা।

٢٨٠٩- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ عَبْدٌ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ اَخْبَرَنَا اَبْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى عَائِشَةَ وَهِيَ تَبْكِيْ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اللَّيْثِ اِلٰى اٰخِرِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا قَبْلَ هٰذَا مِنْ حَدِيْثِ اللَّيْثِ -

২৮০৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম ও আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়েশা (রা)-এর কাছে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি কাঁদছিলেন। হাদীসের অবশিষ্ট অংশ পূর্বোক্ত লায়স (র)-এর হাদীসের অনুরূপ। অবশ্য উক্ত হাদীসের প্রথমাংশ এই হাদীসে বর্ণনা করা হয় নি।

٢٨١٠- وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ يَعْنِيْ ابْنَ هِشَامٍ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ مَطَرٍ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَائِشَةَ فِيْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ اَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ اللَّيْثِ وَزَادَ فِي الْحَدِيْثِ قَالَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً سَهْلاً اِذَا هَوِيَتِ الشَّيْءَ تَابَعَهَا عَلَيْهِ فَاَرْسَلَهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ فَاَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ مِنَ التَّنْعِيْمِ قَالَ مَطَرٌ قَالَ اَبُو الزُّبَيْرِ فَكَانَتْ عَائِشَةُ اِذَا حَجَّتْ صَنَعَتْ كَمَا صَنَعَتْ مَعَ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ -

২৮১০. আবূ গাস্‌সান মিসমাঈ (র) ..... মাতার (র) আবুয-যুবায়র থেকে এবং তিনি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে। নবী ﷺ -এর সাথে হজ্জ উপলক্ষে আয়েশা (রা) উমরার ইহরাম বাঁধলেন ..... অবশিষ্ট অংশ পূর্বোক্ত লায়স (র)-এর হাদীসের অনুরূপ। তবে এই বর্ণনায় আরও আছে– জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন নমনীয় স্বভাবের। অতএব আয়েশা (রা) যখনই কোন কিছুর আবদার ধরতেন, তিনি সে আবদার রক্ষা করতেন। তিনি আয়েশা (রা)-কে আবদুর রহমানের সাথে পাঠালেন এবং তিনি তানঈম থেকে উমরার ইহরাম বাঁধলেন। মাতার (র) বলেন, আবূ যুবায়র (র) বলেছেন : আয়েশা যখনই হজ্জ করতেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে যেভাবে হজ্জ করেছেন, তদনুরূপ করতেন।

٢٨١١- وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاللَّفْظُ لَهُ اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُهِلِّيْنَ بِالْحَجِّ مَعَنَا النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَالَ لَنَا

contents

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ قَالَ قُلْنَا اَىُّ الْحِلِّ قَالَ الْحِلُّ كُلُّهُ قَالَ فَاَتَيْنَا النِّسَاءَ وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ وَمَسِسْنَا الطِّيْبَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ اَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ وَكَفَانَا الطَّوَافُ الْاَوَّلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَاَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَشْتَرِكَ فِى الْاِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِىْ بَدَنَةٍ ـ

২৮১১. আহমদ ইব্‌ন ইউনুস ও ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে হজ্জের ইহরাম বেঁধে রওনা হলাম। আমাদের সাথে মহিলাগণ এবং শিশুরাও ছিল। আমরা মক্কায় পৌঁছে বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ করলাম এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বললেন, যার সাথে কুরবানীর পশু নেই, সে যেন ইহরাম খুলে ফেলে। আমরা বললাম, কি ধরনের ইহরাম ভঙ্গ করব? তিনি বললেন, পূর্ণরূপে ইহরাম ভঙ্গ কর। রাবী বলেন, অতএব আমরা আমাদের স্ত্রীদের নিকট গমন করলাম, (সাধারণ) পোশাক পরলাম এবং সুগন্ধি মাখলাম। তারবিয়ার দিন আমরা হজ্জের ইহরাম বাঁধলাম এবং পূর্বেকার তাওয়াফ ও সাঈ আমাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিটি কুরবানীর গরু এবং উটে সাতজন করে শরীক হওয়ার জন্য আমাদের নির্দেশ দিলেন।

٢٨١٢ـ وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَمَرَنَا النَّبِىُّ ﷺ لَمَّا اَحْلَلْنَا اَنْ نُحْرِمَ اِذَا تَوَجَّهْنَا اِلٰى مِنًى قَالَ فَاَهْلَلْنَا مِنَ الْاَبْطَحِ ـ

২৮১২. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমরা ইহরামমুক্ত হওয়ার পর নবী ﷺ আমাদেরকে (পুনরায়) ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দিলেন– যখন আমরা মিনার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। অতএব আমরা আল্-আবতাহ নামক স্থান থেকে ইহরাম বাঁধলাম।

٢٨١٣ـ وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ لَمْ يَطُفِ النَّبِىُّ ﷺ وَلَا اَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ اِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا زَادَ فِىْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ طَوَافَهُ الْاَوَّلَ ـ

২৮১৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম ও আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে একবারই সাঈ করেছেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর-এর বর্ণনায় আছে, "তাঁর প্রথমবারের তাওয়াফ।"

٢٨١٤ـ وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ اَخْبَرَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فِىْ نَاسٍ مَعِىْ قَالَ اَهْلَلْنَا اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ بِالْحَجِّ خَالِصًا وَحْدَهُ

قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَأَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ حِلُّوا وَأَصِيبُوا النِّسَاءَ قَالَ عَطَاءٌ وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ فَقُلْنَا لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلاَّ خَمْسٌ أَمَرَنَا أَنْ نُفْضِيَ إِلَى نِسَائِنَا فَنَأْتِيَ عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَنِيَّ قَالَ يَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى قَوْلِهِ بِيَدِهِ يُحَرِّكُهَا قَالَ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِينَا فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ وَلَوْلاَ هَدْيِي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ فَحِلُّوا فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنْ سِعَايَتِهِ فَقَالَ بِمَ أَهْلَلْتَ قَالَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا قَالَ وَأَهْدَى لَهُ عَلِيٌّ هَدْيًا فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لأَبَدٍ فَقَالَ لأَبَدٍ ـ

২৮১৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) ..... আতা (র) বলেন, আমি একদল লোকের মধ্যে ছিলাম। এ অবস্থায় হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনলাম যে,, আমরা মুহাম্মদ ﷺ -এর সাহাবীগণ কেবল হজ্জের ইহরামই বাঁধলাম। আতা (র) বলেছেন, জাবির (রা) বলেন, নবী ﷺ চার যিলহজ্জের ভোরে (মক্কায়) পৌঁছে আমাদেরকে হালাল হওয়ার নির্দেশ দিলেন। আতা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা হালাল হও এবং স্ত্রীদের কাছে যাও। কিন্তু তাঁর এ নির্দেশ বাধ্যতামূলক ছিল না, বরং তাদেরকে স্ত্রী সহবাসের অনুমতি দেয়া হয়েছিল মাত্র। জাবির (রা) বলেন, আমরা বললাম, আরাফাত দিবসের আর পাঁচ দিন মাত্র বাকী। এ অবস্থায় আমাদেরকে স্ত্রীগমনের নির্দেশ দিলেন। তাহলে তো আমরা এমন অবস্থায় আরাফাতে পৌঁছব যে, আমাদের যৌনাঙ্গ থেকে বীর্য ঝরছে। আতা (র) বলেন, জাবির (রা) তার হাত নেড়ে কথাগুলো বলছিলেন এবং আমি যেন তার হাতের নড়াচড়া দেখতে পাচ্ছি। জাবির (রা) বলেন, ইত্যবসরে নবী ﷺ আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন এবং বললেন, তোমরা নিশ্চিত জান– আমি তোমাদের তুলনায় আল্লাহকে অধিক ভয় করি, আমি তোমাদের চেয়ে অধিক সত্যবাদী এবং পূণ্যবান। আমার সাথে কুরবানীর পশু না থাকলে আমি অবশ্যই হালাল হতাম যেমন তোমরা হালাল হয়েছ। আমি আমার বিষয়টি যদি আগে জানতাম, যেমন পরে জেনেছি, তবে আমি সাথে করে কুরবানীর পশু আনতাম না, অতএব তোমরা হালাল হও (ইহরাম ভঙ্গ কর)।

আতা (র) বলেছেন, জাবির (রা) বলেন : অতএব আমরা হালাল হলাম, তাঁর কথা শুনলাম এবং তাঁর আনুগত্য করলাম। জাবির (রা) আরও বলেন, আলী (রা) (ইয়েমেনবাসীদের থেকে আদায়কৃত) খারাজ নিয়ে উপস্থিত হলেন। নবী ﷺ তাকে বললেন, তুমি কোন ধরনের ইহরাম বেঁধেছ? তিনি বললেন, নবী ﷺ যে ধরনের ইহরাম বেঁধেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তুমি কুরবানী কর এবং ইহরাম অবস্থায় থাক। জাবির (রা) বলেন, আলী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য কুরবানীর পশু এনেছিলেন। সুরাকা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন জু'শুম (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কি শুধু এই বছরের জন্য, না সব সময়ের জন্য? তিনি বললেন, সর্বকালের জন্য।

٢٨١٥- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ وَنَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيْنَا وَضَاقَتْ بِهِ صُدُورُنَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَمَا نَدْرِي أَشَىْءٌ بَلَغَهُ مِنَ السَّمَاءِ أَمْ شَىْءٌ مِنْ قِبَلِ النَّاسِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ أَحِلُّوا فَلَوْلاَ الْهَدْىُ الَّذِي مَعِي فَعَلْتُ كَمَا فَعَلْتُمْ قَالَ فَأَحْلَلْنَا حَتَّى وَطِئْنَا النِّسَاءَ وَفَعَلْنَا مَا يَفْعَلُ الْحَلاَلُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ -

২৮১৫. ইব্‌ন নুমায়র (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংগে হজ্জের ইহরাম বাঁধলাম। আমরা মক্কা পৌঁছলে তিনি আমাদেরকে হালাল হওয়ার এবং এই ইহরামকে উমরার ইহরামে পরিবর্তন করার নির্দেশ দিলেন। আমাদের জন্য তাঁর এই নির্দেশ কঠোর মনে হ'ল এবং আমাদের মনোকষ্ট হ'ল। এই খবর নবী ﷺ -এর নিকট পৌঁছল। আমাদের জানা নেই তিনি কি ওহীর মাধ্যমে এ খবর পেয়েছেন, না কেউ তাঁর কাছে এ কথা পৌঁছিয়েছে? তিনি বললেন, হে লোক সকল! তোমরা হালাল (ইহরামমুক্ত) হও। আমার সাথে কুরবানীর পশু না থাকলে আমিও তোমাদের অনুরূপ করতাম। জাবির (রা) বলেন, অতএব আমরা ইহরামমুক্ত হলাম, এমনকি স্ত্রী সংগত এবং হালাল ব্যক্তি যা কিছু করে, তাই করলাম। অতঃপর তারবিয়ার দিন (৮ যিলহজ্জ) আমরা মক্কা ত্যাগ করলাম (মিনা ও আরাফাতের উদ্দেশ্যে) এবং হজ্জের ইহরাম বাঁধলাম।

٢٨١٦- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ نَافِعٍ قَالَ قَدِمْتُ مَكَّةَ مُتَمَتِّعًا بِعُمْرَةٍ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ فَقَالَ النَّاسُ تَصِيرُ حَجَّتُكَ الآنَ مَكِّيَّةً فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ عَطَاءٌ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ سَاقَ الْهَدْىَ مَعَهُ وَقَدْ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ فَطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصِّرُوا وَأَقِيمُوا حَلاَلاً حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً قَالُوا كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ قَالَ افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَإِنِّي لَوْلاَ أَنِّي سُقْتُ الْهَدْىَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَلَكِنْ لاَ يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ فَفَعَلُوا -

২৮১৬. ইব্‌ন নুমায়র (র) ..... মূসা ইব্‌ন নাফি' (র) বলেন, আমি উমরাসহ তামাত্তু হজ্জের ইহরাম বেঁধে তারবিয়া দিবসের চারদিন পূর্বে (৪ যিলহজ্জ) মক্কায় পৌঁছলাম। লোকেরা বলল, এখন তো আপনার হজ্জ মক্কাবাসীদের অনুরূপ হজ্জ হয়ে যাবে। অতএব আমি আতা ইব্‌ন আবী রাবাহ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তার কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করলাম। আতা (র) বললেন, জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ আনসারী (রা) আমাকে বলেছেন যে, তিনি

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে হজ্জ করেছেন- যে বছর তিনি সঙ্গে করে কুরবানীর পশু নিয়েছিলেন এবং তারা কেবল হজ্জের (ইফরাদ হজ্জের) ইহরাম বেঁধেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা ইহরাম খুলে ফেল, বায়তুল্লাহ- এর তাওয়াফ কর, সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাঈ কর, মাথার চুল ছাঁট এবং ইহরামমুক্ত অবস্থায় থাক। যখন তারবিয়ার দিন আসবে- তখন পুনরায় হজ্জের ইহরাম বাঁধ এবং এটা তামাত্তু হজ্জের ইহরামে পরিণত কর। তারা বললেন, কিভাবে আমরা তা তামাত্তুতে পরিণত করব, অথচ ইতিপূর্বে আমরা হজ্জের ইহরাম বেঁধেছি? তিনি বললেন, আমি তোমাদের যে নির্দেশ দিচ্ছি, তাই কর। কারণ আমি যদি সাথে করে কুরবানীর পশু না আনতাম তবে তোমাদের যে নির্দেশ দিচ্ছি, আমিও তদ্রূপ করতাম। কিন্তু হাদী যথাস্থানে কুরবানী না করা পর্যন্ত আমার জন্য ইহরাম খোলার সুযোগ নেই। অতএব তারা তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করলেন।

٢٨١٧- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيٍّ الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ هِشَامٍ الْمُغِيْرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُوْمِيُّ عَنْ أَبِيْ عَوَانَةَ عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَدِمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُهِلِّيْنَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً وَنَحِلَّ قَالَ وَكَانَ مَعَهُ الْهَدْىُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً -

২৮১৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মা'মার ইব্‌ন রিব্‌ঈ কায়সী (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হজ্জের ইহরাম বেঁধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে (মক্কায়) পৌঁছেলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে তা উমরার ইহরামে পরিবর্তন করার এবং (উমরা পালনের পর) ইহরামমুক্ত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে কুরবানীর পশু থাকায় তিনি নিজের হজ্জের ইহরামকে উমরার ইহরামে পরিবর্তন করতে পারেননি।

٢٨١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهٰى عَنْهَا قَالَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ عَلٰى يَدَىَّ دَارَ الْحَدِيْثُ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُوْلِهِ مَاشَاءَ بِمَا شَاءَ وَإِنَّ الْقُرْاٰنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ فَأَتِمُّوْا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ كَمَا أَمَرَكُمُ اللّٰهُ وَأَبِتُّوْا نِكَاحَ هٰذِهِ النِّسَاءِ فَلَنْ أُوْتٰى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلٰى أَجَلٍ إِلاَّ رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ -

২৮১৮. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ..... আবূ নাযরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) তামাত্তু হজ্জ করার নির্দেশ দিতেন এবং ইব্‌ন যুবায়র (রা) তামাত্তু হজ্জ করতে নিষেধ করতেন। আমি বিষয়টি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা)-এর সামনে পেশ করলাম। তিনি বললেন, এ ঘটনাটি আমার সামনেই ঘটেছে। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে তামাত্তু হজ্জ করেছি। উমর (রা) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর বললেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ-এর জন্য যে জিনিস ইচ্ছা এবং যে কারণে ইচ্ছা, হালাল করেন এবং

কুরআন নাযিল হওয়া সমাপ্ত হয়েছে। অতএব তোমরা আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্যে হজ্জ ও উমরা সম্পাদন কর- যেভাবে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন এবং যে সব নারীকে তোমরা মুত'আর মাধ্যমে বিবাহ করেছ– তাদের সঠিক বিবাহ বন্ধনে নিয়ে নাও। আমার নিকট মুত'আর শর্তে বিবাহকারী কোন পুরুষ এলে আমি অবশ্যই তাকে রজম (প্রস্তরাঘাতে হত্যা) করব।

٢٨١٩- وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ فِى الْحَدِيثِ فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ فَاِنَّهُ اَتَمُّ لِحَجِّكُمْ وَاَتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ -

২৮১৯. যুহায়র ইব্ন হারব (র) ..... কাতাদা (রা)-এর সূত্রেও উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই বর্ণনায় আরও আছে, উমর (রা) বলেন, "তোমাদের হজ্জকে উমরা থেকে পৃথক কর। কারণ এতে তোমাদের হজ্জও পূর্ণাঙ্গ হবে এবং উমরাও পূর্ণাঙ্গ হবে।"

٢٨٢٠- وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَاَبُوْ الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ خَلَفٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَدِمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَقُوْلُ لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ فَاَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً -

২৮২০. খালফ ইব্ন হিশাম, আবুর-রবী ও কুতায়বা (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে (মক্কায়) পৌঁছলাম হজ্জের জন্য তালবিয়া উচ্চারণ করতে করতে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ইহরামকে উমরার ইহরামে পরিবর্তন করার নির্দেশ দিলেন।

١٧- بَابُ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ

১৭. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর হজ্জের বিবরণ

٢٨٢١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ حَاتِمٍ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِىُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ فَسَاَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتّٰى انْتَهٰى اِلَىَّ فَقُلْتُ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ فَاَهْوٰى بِيَدِهٖ اِلٰى رَاْسِى فَنَزَعَ زِرِّىَ الْاَعْلٰى ثُمَّ نَزَعَ زِرِّىَ الْاَسْفَلَ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَىَّ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ شَابٌّ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ اَخِى سَلْ عَمَّا شِئْتَ فَسَاَلْتُهُ وَهُوَ اَعْمٰى وَحَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَقَامَ فِى نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلٰى مَنْكِبِهٖ رَجَعَ طَرَفَاهَا اِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا وَرِدَاؤُهُ اِلٰى جَنْبِهٖ عَلَى الْمِشْجَبِ فَصَلّٰى بِنَا فَقُلْتُ اَخْبِرْنِى عَنْ حَجَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ بِيَدِهٖ فَعَقَدَ تِسْعًا فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ اَذَّنَ فِى النَّاسِ فِى الْعَاشِرَةِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَاجٌّ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ اَنْ يَاْتَمَّ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهٖ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتّٰى

أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ
كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي فَصَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ
رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ
رَاكِبٍ وَمَاشٍ وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذٰلِكَ وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذٰلِكَ وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذٰلِكَ وَرَسُولُ اللّٰهِ ﷺ
بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ فَأَهَلَّ
بِالتَّوْحِيدِ لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ
لَكَ وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهٰذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ وَلَزِمَ رَسُولُ اللّٰهِ
ﷺ تَلْبِيَتَهُ قَالَ جَابِرٌ لَسْنَا نَنْوِي إِلاَّ الْحَجَّ لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ
الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلاَثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَرَأَ «وَاتَّخِذُوا مِنْ
مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى» فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَكَانَ أَبِي يَقُولُ وَلاَ أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلاَّ عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ «قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ» ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ
فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ «إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ
اللّٰهِ» أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَّدَ اللّٰهَ
وَكَبَّرَهُ وَقَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لاَ إِلٰهَ
إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذٰلِكَ قَالَ مِثْلَ هٰذَا ثَلاَثَ
مَرَّاتٍ ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى
حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ
فَقَالَ لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ
لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ
أَلِعَامِنَا هٰذَا أَمْ لأَبَدٍ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الأُخْرَى وَقَالَ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي
الْحَجِّ مَرَّتَيْنِ لاَ بَلْ لأَبَدٍ أَبَدٍ وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيِّ ﷺ فَوَجَدَ فَاطِمَةَ مِمَّنْ حَلَّ
وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَاكْتَحَلَتْ فَأَنْكَرَ ذٰلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهٰذَا قَالَ فَكَانَ عَلِيٌّ
يَقُولُ بِالْعِرَاقِ فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِي صَنَعَتْ مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ

اللّٰهِ ﷺ فِيْمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ فَاَخْبَرْتُهُ اَنِّىْ اَنْكَرْتُ ذٰلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَ صَدَقَتْ صَدَقَتْ مَاذَا قُلْتَ حِيْنَ فَرَضْتَ الْحَجَّ قَالَ قُلْتُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُهِلُّ بِمَا اَهَلَّ بِهٖ رَسُوْلُكَ قَالَ فَاِنَّ مَعِىَ الْهَدْىَ فَلاَ تَحِلُّ قَالَ فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْىِ الَّذِىْ قَدِمَ بِهٖ عَلِىٌّ مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِىْ اَتٰى بِهِ النَّبِىُّ ﷺ مِائَةً قَالَ فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوْا اِلاَّ النَّبِىَّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهٗ هَدْىٌ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوْا اِلٰى مِنًى فَاَهَلُّوْا بِالْحَجِّ وَرَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيْلاً حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَاَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهٗ بِنَمِرَةَ فَسَارَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ تَشُكُّ قُرَيْشٌ اِلاَّ اَنَّهٗ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَاَجَازَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَتٰى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهٗ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا حَتّٰى اِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ اَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهٗ فَاَتٰى بَطْنَ الْوَادِىْ فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا اَلاَ كُلُّ شَىْءٍ مِنْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَىَّ مَوْضُوْعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعَةٌ وَاِنَّ اَوَّلَ دَمٍ اَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِىْ بَنِىْ سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ وَاَوَّلُ رِبًا اَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَاِنَّهٗ مَوْضُوْعٌ كُلُّهٗ فَاتَّقُوا اللّٰهَ فِى النِّسَاءِ فَاِنَّكُمْ اَخَذْتُمُوْهُنَّ بِاَمَانِ اللّٰهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللّٰهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ اَنْ لاَ يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ اَحَدًا تَكْرَهُوْنَهٗ فَاِنْ فَعَلْنَ ذٰلِكَ فَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهٗ اِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهٖ كِتَابُ اللّٰهِ وَاَنْتُمْ تُسْاَلُوْنَ عَنِّىْ فَمَا اَنْتُمْ قَائِلُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَاَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ فَقَالَ بِاِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا اِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا اِلَى النَّاسِ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ اَذَّنَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ رَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ اِلَى الصَّخَرَاتِ وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتّٰى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيْلاً حَتّٰى غَابَ الْقُرْصُ وَاَرْدَفَ اُسَامَةَ خَلْفَهٗ وَدَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ حَتّٰى اِنَّ رَاْسَهَا لَيُصِيْبُ مَوْرِكَ رَحْلِهٖ وَيَقُوْلُ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى اَيُّهَا النَّاسُ السَّكِيْنَةَ السَّكِيْنَةَ كُلَّمَا اَتٰى حَبْلاً مِنَ الْحِبَالِ اَرْخٰى لَهَا قَلِيْلاً حَتّٰى تَصْعَدَ حَتّٰى اَتَى

الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِاَذَانٍ وَاحِدٍ وَاِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى طَلَعَ الْفَجْرُ وَصَلَّى الْفَجْرَ حِيْنَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِاَذَانٍ وَاِقَامَةٍ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتّٰى اَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتّٰى اَسْفَرَ جِدًّا فَدَفَعَ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَاَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَجُلاً حَسَنَ الشَّعْرِ اَبْيَضَ وَسِيْمًا فَلَمَّا دَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَرَّتْ بِهِ ظُعُنٌ يَجْرِيْنَ فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ اِلَيْهِنَّ فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَهُ عَلٰى وَجْهِ الْفَضْلِ فَحَوَّلَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ اِلَى الشِّقِّ الْاٰخَرِ يَنْظُرُ فَحَوَّلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَهُ مِنَ الشِّقِّ الْاٰخَرِ عَلٰى وَجْهِ الْفَضْلِ يَصْرِفُ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الْاٰخَرِ يَنْظُرُ حَتّٰى اَتٰى بَطْنَ مُحَسِّرٍ فَحَرَّكَ قَلِيْلاً ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيْقَ الْوُسْطَى الَّتِيْ تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرٰى حَتّٰى اَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِيْ عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ رَمٰى مِنْ بَطْنِ الْوَادِيْ ثُمَّ انْصَرَفَ اِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلاَثًا وَسِتِّيْنَ بِيَدِهِ ثُمَّ اَعْطٰى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ وَاَشْرَكَهُ فِيْ هَدْيِهِ ثُمَّ اَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِيْ قِدْرٍ فَطُبِخَتْ فَاَكَلاَ مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا ثُمَّ رَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَفَاضَ اِلَى الْبَيْتِ فَصَلّٰى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ فَاَتٰى بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَسْقُوْنَ عَلٰى زَمْزَمَ فَقَالَ انْزِعُوْا بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلاَ اَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلٰى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ فَنَاوَلُوْهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ ـ

২৮২১. আবূ বকর ইব্‌ন শায়বা ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) ..... হাতিম ইব্‌ন ইসমাঈল জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) থেকে, তিনি তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমরা জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা)-এর কাছে গেলাম। তিনি সকলের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। অবশেষে আমার পরিচয় জানতে চাইলেন। আমি বললাম, আমি মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হুসায়ন। অতএব তিনি আমার দিকে হাত বাড়িয়ে আমার মাথার উপর রাখলেন। তিনি আমার জামার উপরদিকের বোতাম খুললেন তারপর নিচের বোতাম খুললেন। তারপর তার হাত আমার বুকের মাঝে রাখলেন। আমি তখন ছিলাম যুবক। তিনি বললেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তোমাকে স্বাগত জানাই, তুমি যা জানতে চাও, জিজ্ঞাসা কর। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তিনি (বার্ধক্যজনিত কারণে) দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। ইতিমধ্যে সালাতের ওয়াক্ত হয়ে গেল। তিনি নিজেকে একটি চাদর আবৃত করে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি যখনই চাদরের প্রান্ত নিজ কাঁধের উপর রাখতেন– তা (আকারে) ছোট হওয়ার কারণে নিচে পড়ে যেত। তার আরেকটি বড় চাদর তার পাশেই আলনায় রাখা ছিল। তিনি আমাদের নিয়ে সালাতের ইমামতি করলেন। অতঃপর আমি বললাম, আপনি আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর (বিদায়) হজ্জ সম্পর্কে অবহিত করুন। জাবির (রা) স্বহস্তে নয় সংখ্যার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ নয় বছর (মদীনায়) অবস্থান করেন এবং এ সময়কালের মধ্যে হজ্জ করেননি। অতঃপর ১০ম বর্ষে লোকদের মধ্যে ঘোষণা দেয়া হ'ল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এ

বছর হজ্জ যাবেন। সুতরাং মদীনায় বহু লোকের আগমন হ'ল। তাদের প্রত্যেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনুসরণ করতে এবং তাঁর অনুরূপ আমল করতে আগ্রহী ছিল। আমরা তাঁর সঙ্গে রওনা হলাম। আমরা যখন যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে পৌঁছলাম– আসমা বিনত উমায়স (রা) মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকরকে প্রসব করলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট লোক পাঠিয়ে জানতে চাইলেন– এখন আমি কি করব? তিনি বললেন, তুমি গোসল কর, একখণ্ড কাপড় দিয়ে পট্টি বেঁধে নাও এবং ইহরামের পোশাক পরিধান কর।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে (ইহরামের দু'রাক'আত) সালাত আদায় করলেন। অতঃপর 'কাসওয়া' নামক উষ্ট্রীতে আরোহণ করলেন। অতঃপর বায়দা নামক স্থানে তাঁর উষ্ট্রী যখন তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল– আমি সামনের দিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, তাকিয়ে দেখলাম লোকে লোকারণ্য– কতক সওয়ারীতে, কতক পদব্রজে অগ্রসর হচ্ছে। ডানদিকে, বাঁদিকে এবং পেছনেও একই দৃশ্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝখানে ছিলেন এবং তাঁর উপর কুরআন নাযিল হচ্ছিল। একমাত্র তিনিই এর আসল তাৎপর্য জানেন এবং তিনি যা করতেন, আমরাও তাই করতাম। তিনি আল্লাহর তাওহীদ সম্বলিত এই তালবিয়া পাঠ করলেন :

"লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইকা, ইন্নাল-হাম্‌দা ওয়ান্-নি'মাতা লাকা ওয়াল-মূল্‌ক, লা শারীকা লাক।"

অর্থ : "আমি তোমার দরবারে হাযির আছি হে আল্লাহ, আমি তোমার দরবারে হাযির, আমি তোমার দরবারে হাযির, তোমার কোন শরীক নাই, আমি তোমার দরবারে উপস্থিত। নিশ্চিত সমস্ত প্রশংসা, নি'আমত তোমারই এবং সমগ্র রাজত্ব তোমার, তোমার কোন শরীক নেই।"

লোকেরাও উপরোক্ত তালবিয়া পাঠ করল– যা (আজকাল) পাঠ করা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর থেকে বেশি কিছু বলেন নাই। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ উপরোক্ত তালবিয়া পাঠ করতে থাকলেন।

জাবির (রা) বলেন, আমরা হজ্জ ছাড়া অন্য কিছুর নিয়্যত করিনি, আমরা উমরার কথা জানতাম না। অবশেষে আমরা যখন তাঁর সঙ্গে বায়তুল্লাহ শরীফে পৌঁছলাম, তিনি রুকন (হাজারে আসওয়াদ) স্পর্শ করলেন, তারপর সাতবার কা'বাঘর তাওয়াফ করলেন– তিনবার দ্রুতগতিতে এবং চারবার স্বাভাবিক গতিতে। এরপর তিনি মাকামে ইবরাহীমে পৌঁছে এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন :

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِيْمَ مُصَلًّى ۔

অর্থ : "তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়াবার স্থানকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর"– (সূরা বাকারা : ১২৫)। তিনি মাকামে ইবরাহীমকে তাঁর ও বায়তুল্লাহর মাঝখানে রেখে (দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন)। (জা'ফর বলেন) আমার পিতা (মুহাম্মদ) বলতেন, আমি যতদূর জানি, তিনি (জাবির) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি দু'রাক'আত সালাতে সূরা 'কুল্ হুআল্লাহু আহাদ' ও 'কুল্ ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন' পাঠ করেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ হাজারে আসওয়াদের কাছে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তাতে চুমো খেলেন। তারপর তিনি দরজা দিয়ে সাফা পাহাড়ের দিকে বের হলেন এবং সাফার নিকটবর্তী হয়ে তিলাওয়াত করলেন :

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ ۔

অর্থ : "নিশ্চয়ই সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয় আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম"– (সূরা বাকারা : ১৫৮) এবং আরো বললেন– আল্লাহ তা'আলা যে পাহাড়ের উল্লেখ করে আরম্ভ করেছেন আমিও তা দিয়ে আরম্ভ করব।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফা পাহাড় থেকে শুরু করলেন এবং তারপর এতটা উপরে আরোহণ করলেন যে, বায়তুল্লাহ শরীফ দেখতে পেলেন। তিনি কিবলামুখী হলেন, আল্লাহর একত্ব ও মাহাত্ম্য ঘোষণা করলেন এবং বললেন :

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল্-মুল্কু ওয়া লাহুল হাম্দু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু আনজাযা ওয়াদাহু ওয়া নাসারা আবদাহ্ ওয়া হাযামাল আহ্যাবা ওয়াহ্দাহু।"

অর্থ : "আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁর জন্য রাজত্ব এবং তাঁর জন্য সমস্ত প্রশংসা, তিনি প্রতিটি জিনিসের উপর শক্তিমান। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। তিনি এক, তিনি নিজের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন ও শত্রু বাহিনীকে একাই পরাস্ত করেছেন।"

তিনি এ দু'আ পড়লেন এবং তিনি অনুরূপ তিনবার বললেন। অতঃপর তিনি নেমে মারওয়া পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হলেন– যাবত না তাঁর পা মুবারক উপত্যকার সমতল ভূমিতে গিয়ে ঠেকল। তিনি দ্রুত চললেন– যাবত না উপত্যকা অতিক্রম করলেন। মারওয়া পাহাড়ে উঠার সময় হেঁটে উঠলেন, অতঃপর এখানেও তাই করলেন যা তিনি সাফা পাহাড়ে করেছিলেন। সর্বশেষ তাওয়াফে যখন তিনি মারওয়া পাহাড়ে পৌঁছলেন, তখন (লোকদের সম্বোধন করে) বললেন : যদি আমি আগেই ব্যাপারটি বুঝতে পারতাম, যেমন তাকে বুঝেছি, তাহলে আমি সাথে করে কুরবানীর পশু আনতাম না এবং (হজ্জের) ইহরামকে উমরায় পরিবর্তন করতাম। অতএব তোমাদের মধ্যে যার সাথে কুরবানীর পশু নাই, সে যেন ইহরাম খুলে ফেলে এবং একে উমরায় পরিণত করে। এ সময় সুরাকা ইব্ন মালিক ইবন জু'শুম (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ব্যবস্থা কি আমাদের এ বছরের জন্য, না সর্বকালের জন্য? রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হাতের আঙ্গুলগুলো পরস্পরের ফাঁকে ঢুকালেন এবং দু'বার বললেন, উমরা হজ্জের মধ্যে প্রবেশ করেছে। আরও বললেন : না, বরং সর্বকালের জন্য, সর্বকালের জন্য।

এ সময় আলী (রা) ইয়েমেন থেকে নবী ﷺ-এর জন্য কুরবানীর পশু নিয়ে এলেন এবং যারা ইহরাম খুলে ফেলেছে, ফাতিমা (রা)-কে তাদের অন্তর্ভুক্ত দেখতে পেলেন। তিনি রঙ্গীণ কাপড় পরিহিতা ছিলেন এবং চোখে সুরমা দিয়েছিলেন। আলী (রা) তা অপসন্দ করলেন। ফাতিমা (রা) বললেন, আমার পিতা আমাকে এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

রাবী বলেন, আলী (রা) ইরাকে থাকতেন, অতএব ফাতিমা (রা) যা করেছেন তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে আমি তাকে জানালাম যে, আমি তার এ কাজ অপসন্দ করেছি। তিনি যা উল্লেখ করেছেন, সে বিষয়ে জানার জন্য আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ফাতিমা সত্য বলেছে, সত্য বলেছে। তুমি হজ্জের ইহরাম বাঁধার সময় কি বলেছিলে? আলী (রা) বললেন আমি বলেছি, ইয়া আল্লাহ! আমি ইহরাম বাঁধলাম, যেরূপ ইহরাম বেঁধেছেন আপনার রাসূল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমার সঙ্গে হাদী (কুরবানীর পশু) আছে অতএব তুমি ইহরাম খুলবে না।

জাবির (রা) বলেন, আলী (রা) ইয়েমেন থেকে যে পশুপাল নিয়ে এসেছেন এবং নবী ﷺ নিজের সঙ্গে করে যে সব পশু নিয়ে এসেছিলেন, সর্বসাকুল্যে এর সংখ্যা দাঁড়াল একশত। অতএব নবী ﷺ এবং যাদের সঙ্গে কুরবানীর পশু ছিল, তারা ব্যতীত আর সকলেই ইহরাম খুলে ফেললেন এবং চুল কাটলেন। তারপর যখন তারবিয়ার দিন (৮ যিলহজ্জ) আসল, লোকেরা পুনরায় ইহরাম বাঁধল এবং মিনার দিকে রওনা হ'ল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ সওয়ার হয়ে গেলেন এবং সেখানে যোহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও ফজরের সালাত আদায়

করলেন। তারপর তিনি সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন এবং নামিরা নামক স্থানে গিয়ে তার জন্য একটি তাঁবু খাটানোর নির্দেশ দিলেন এবং নিজেও রওনা হয়ে গেলেন।

কুরায়শগণ নিঃসন্দেহ ছিল যে, নবী ﷺ মাশ'আরুল হারামের কাছে অবস্থান করবেন যেমন জাহিলী যুগে কুরায়শগণ করত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ সামনে অগ্রসর হলেন, তারপরে আরাফাতে পৌঁছলেন এবং দেখতে পেলেন নামিরায় তাঁর জন্য তাঁবু খাটানো হয়েছে। তিনি এখানে অবতরণ করলেন। তারপর যখন সূর্য ঢলে পড়ল, তখন তিনি তাঁর কাসওয়া (নামক উষ্ট্রী) -কে প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন। তার পিঠে হাওদা লাগান হ'ল। তখন তিনি বাতনে ওয়াদীতে এলেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন :

"তোমাদের রক্ত ও তোমাদের সম্পদ তোমাদের জন্য হারাম (মর্যাদাপূর্ণ) যেমন তা হারাম (মর্যাদাপূর্ণ) তোমাদের এ দিন, তোমাদের এ মাসে এবং তোমাদের এ শহরে।"

"সাবধান! জাহিলী যুগের সকল ব্যাপার (অপসংস্কৃতি) আমার উভয় পায়ের নিচে। জাহিলী যুগের রক্তের দাবিও বাতিল হ'ল। আমি সর্বপ্রথম যে রক্তপণ বাতিল করছি, তা হ'ল আমাদের বংশের রবী'আ ইব্ন হারিসের পুত্রের রক্তপণ। সে শিশু অবস্থায় বনূ সা'দ এ দুগ্ধপোষ্য ছিল, তখন হুযায়ল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে।

"জাহিলী যুগের সুদও বাতিল হ'ল। আমি প্রথমে যে সুদ বাতিল করছি তা হ'ল আমাদের বংশের আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের সুদ। তার সমস্ত সুদ বাতিল হ'ল।

"তোমরা স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা তাদের আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালেমার মাধ্যমে তাদের লজ্জাস্থান নিজেদের জন্য হালাল করেছ। তাদের উপরে তোমাদের অধিকার এই যে, তারা যেন তোমাদের শয্যায় এমন কোন লোককে স্থান না দেয় যাকে তোমরা অপসন্দ কর। যদি তারা এরূপ করে, তবে হালকাভাবে প্রহার কর। আর তোমাদের উপর তাদের ন্যায়সঙ্গত ভরণ-পোষণের ও পোশাক-পরিচ্ছদের হক রয়েছে।

"আমি তোমাদের মাঝে এমন এক জিনিস রেখে যাচ্ছি- যা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব।"

"আমার সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হলে, তখন তোমরা কি বলবে?" তারা বলল, আমরা সাক্ষ্য দিব যে, আপনি (আল্লাহর বাণী) পৌঁছিয়েছেন, আপনার হক আদায় করেছেন এবং সদুপদেশ দিয়েছেন। তারপর তিনি তর্জনী আকাশের দিকে তুলে লোকদের ইশারা করে বললেন, "ইয়া আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক," তিনবার এরূপ বললেন।

তারপর (মুআয্যিন) আযান দিলেন ও ইকামত দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ যোহরের সালাত আদায় করলেন। এরপর ইকামত দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের সালাত আদায় করলেন। তিনি এই দুই সালাতের মাঝখানে অন্য কোন সালাত আদায় করেননি।

তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সওয়ার হয়ে মাওকিফ (অবস্থানস্থল)-এ এলেন, তাঁর কাসওয়া উষ্ট্রীর পেট পাথরের স্তূপের দিকে করে দিলেন এবং লোকদের একত্র হওয়ার জায়গা সামনে রেখে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ালেন। সূর্যাস্ত পর্যন্ত তিনি এভাবে উকূফ করলেন। হলদে আভা কিছু দূরীভূত হ'ল, এমনকি সূর্য গোলক সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেল। তিনি উসামা (রা)-কে তাঁর বাহনের পেছনদিকে বসালেন এবং কাসওয়ার নাকের দড়ি সজোরে টান দিলেন- ফলে তার মাথা মাওরিক (সওয়ারী ক্লান্তি অবসাদের জন্য যাতে পা রাখে) স্পর্শ করল। তিনি ডান হাতের

ইশারায় বলেন, হে জনমণ্ডলী! ধীরে সুস্থে, ধীরে সুস্থে অগ্রসর হও। যখনই তিনি বালুর স্তূপের নিকট পৌঁছতেন, কাসওয়ার নাকের রশি কিছুটা ঢিল দিতেন যাতে সে উপরদিকে উঠতে পারে।

এভাবে তিনি মুযদালিফায় পৌঁছলেন এবং এখানে একই আযানে ও দুই ইকামতে মাগরিব ও ইশার সালাত আদায় করলেন। এই সালাতের মাঝখানে অন্য কোন নফল সালাত আদায় করেননি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ শুয়ে থাকলেন যাবত না ফজরের ওয়াক্ত হ'ল। অতঃপর ভোর হয়ে গেলে তিনি আযান ও ইকামতসহ ফজরের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর কাসওয়ার পিঠে আরোহণ করে 'মাশ'আরুল হারাম' নামক স্থানে আসলেন। এখানে তিনি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর নিকট দু'আ করলেন, তাঁর মহত্ব বর্ণনা করলেন, কালেমা তাওহীদ পড়লেন এবং তাঁর একত্ব ঘোষণা করলেন। দিনের আলো যথেষ্ট উজ্জ্বল না হওয়া পর্যন্ত তিনি দাঁড়িয়ে এরূপ করতে থাকলেন।

সূর্য উদয়ের পূর্বে তিনি আবার রওনা করছিলেন এবং ফযল ইব্‌ন আব্বাস (রা) সওয়ারীতে তাঁর পেছনে বসলেন।

তিনি ছিলেন যুবক এবং তার মাথার চুল ছিল অত্যন্ত সুন্দর। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন অগ্রসর হলেন– পাশাপাশি একদল মহিলাও যাচ্ছিল। ফযল (রা) তাদের দিকে তাকাতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের হাত ফযলের চেহারার উপর রাখলেন এবং তিনি তার মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন এবং ফযল (রা) অপরদিক হতে দেখতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ পুনরায় অন্যদিক হতে ফযল (রা)-এর মুখমণ্ডলে হাত রাখলেন। তিনি আবার অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন। তিনি 'বাতনে মুহাস্‌সাব' নামক স্থানে পৌঁছলেন এবং সওয়ারীর গতি কিছুটা দ্রুত করলেন। তিনি মধ্যপথে অগ্রসর হলেন– যা জামরাতুল কুবরার দিকে বেরিয়ে গেছে। তিনি বৃক্ষের নিকটের জামরায় এলেন এবং নিচের খালি জায়গায় দাঁড়িয়ে এখানে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করলেন এবং প্রত্যেকবার 'আল্লাহু আকবর' বললেন। অতঃপর সেখানে থেকে কুরবানীর স্থানে এলেন এবং নিজ হাতে তেষট্টিটি পশু যবেহ করলেন। তিনি কুরবানীর পশুতে আলী (রা)-কেও শরীক করলেন। অতঃপর তিনি প্রতিটি পশুর গোশতের কিছু অংশ নিয়ে একত্রে রান্না করার নির্দেশ দিলেন। অতএব তাই করা হ'ল। তারা উভয়ে এই গোশত থেকে খেলেন এবং ঝোল পান করলেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সওয়ার হয়ে বায়তুল্লাহর দিকে রওনা হলেন এবং মক্কায় পৌঁছে যোহরের সালাত আদায় করলেন। তারপর বনূ আবদিল মুত্তালিব-এর লোকদের কাছে আসলেন, তারা লোকদের যমযমের পানি পান করাচ্ছিল। তিনি বললেন : হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধরগণ! পানি তোল। আমি যদি আশংকা না করতাম যে, পানি পান করানোর ব্যাপারে লোকেরা তোমাদের পরাভূত করে দেবে, তবে আমি নিজেও তোমাদের সাথে পানি তুলতাম। তখন তারা তাঁকে এক বালতি পানি দিল এবং তিনি তা থেকে কিছু পান করলেন।

٢٨٢٢- وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ قَالَ أَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ حَجَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِنَحْوِ حَدِيْثِ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيْلَ وَزَادَ فِي الْحَدِيْثِ وَكَانَتِ الْعَرَبُ يَدْفَعُ بِهِمْ أَبُوْ سَيَّارَةَ عَلٰى حِمَارٍ عُرْيٍ فَلَمَّا أَجَازَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ لَمْ تَشُكَّ قُرَيْشٌ أَنَّهُ سَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ وَيَكُوْنُ مَنْزِلُهُ ثَمَّ فَأَجَازَ وَلَمْ يَعْرِضْ لَهُ حَتّٰى أَتٰى عَرَفَاتٍ فَنَزَلَ -

২৮২২. উমর ইব্‌ন হাফস ইব্‌ন গিয়াস (র) ..... জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) -এর নিকট এলাম এবং তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিদায় হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। ..... হাদীসের অবিশষ্ট বর্ণনা পূর্বোক্ত হাতিম ইব্‌ন ইসমাঈল বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তবে এই বর্ণনায় আরও আছে : আবূ সাইয়ারা নামক এক ব্যক্তি (জাহিলী যুগে) লোকদেরকে জিনবিহীন গাধার পিঠে করে (মুযদালিফা থেকে) নিয়ে যেত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মুযদালিফা থেকে আল-মাশ'আরুল-হারাম-এর দিকে অগ্রসর হলেন, তখন কুরায়শরা নিঃসন্দেহ ছিল যে, তিনি এখানে থামবেন এবং অবস্থান করবেন। কিন্তু তিনি আরও সামনে অগ্রসর হলেন এবং এদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ করলেন না- অবশেষে তিনি আরাফাতে পৌঁছে সেখানে অবতরণ করলেন।

٢٨٢٣- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِىْ عَنْ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِىْ أَبِىْ عَنْ جَابِرٍ فِىْ حَدِيْثِهِ ذٰلِكَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَحَرْتُ هٰهُنَا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ فَانْحَرُوْا فِىْ رِحَالِكُمْ وَوَقَفْتُ هٰهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَوَقَفْتُ هٰهُنَا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ -

২৮২৩. উমর ইব্‌ন হাফস ইব্‌ন গিয়াস (র) ..... জাবির (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তার এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : "আমি এখানে কুরবানী করেছি এবং মিনার গোটা এলাকা কুরবানীর স্থান। অতএব তোমরা যার যার অবস্থানে কুরবানী কর। আর আমি এখানে অবস্থান করছি এবং গোটা আরাফাতই অবস্থানস্থল (মাওকিফ)। মুযদালিফার সবই অবস্থানস্থল এবং আমি এখানে অবস্থান করছি।"

٢٨٢٤- وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ اَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ مَشٰى عَلٰى يَمِيْنِهِ فَرَمَلَ ثَلاَثًا وَمَشٰى اَرْبَعًا -

২৮২৪. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র.) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কায় এসে পৌঁছলেন প্রথমে হাজারে আসওয়াদের নিকট এসে তাতে চুমু খেলেন, অতঃপর তাওয়াফ করলেন।

٢٨٢٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِيْنَهَا يَقِفُوْنَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَكَانُوْا يُسَمَّوْنَ الْحُمْسَ وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُوْنَ بِعَرَفَةَ فَلَمَّا جَاءَ الْاِسْلاَمُ اَمَرَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ نَبِيَّهُ ﷺ اَنْ يَأْتِىَ عَرَفَاتٍ فَيَقِفُ بِهَا ثُمَّ يُفِيْضَ مِنْهَا فَذٰلِكَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ « ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ » -

২৮২৫. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... আয়েশা (রা) বলেন, কুরায়শগণ এবং তাদের ধর্মের অনুসারীরা (জাহিলী যুগে) মুযদালিফায় অবস্থান করত। তারা নিজেদের নামকরণ করেছিল 'আল-হুম্‌স'। আর সমস্ত আরববাসী আরাফাতে অবস্থান করত। যখন ইসলামের আবির্ভাব হ'ল, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী ﷺ -কে আরাফাতে অবস্থান করার ও সেখানে থেকে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেন। সে কথাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

"অতঃপর অন্যান্য লোক যেখানে থেকে প্রত্যাবর্তন করে, তোমরাও সেখানে থেকে প্রত্যাবর্তন করবে" (সূরা বাকারা : ১৯৯)।

٢٨٢٦- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَتِ الْعَرَبُ تَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرَاةً اِلاَّ الْحُمْسَ وَالْحُمْسُ قُرَيْشٌ وَمَا وَلَدَتْ كَانُوْا يَطُوْفُوْنَ عُرَاةً اِلاَّ اَنْ تُعْطِيَهُمُ الْحُمْسُ ثِيَابًا فَيُعْطِى الرِّجَالُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءُ النِّسَاءَ وَكَانَتِ الْحُمْسُ لاَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ وَكَانَ النَّاسُ كُلُّهُمْ يَبْلُغُوْنَ عَرَفَاتٍ قَالَ هِشَامٌ فَحَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ الْحُمْسُ هُمُ الَّذِيْنَ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهِمْ « ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ » قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يُفِيْضُوْنَ مِنْ عَرَفَاتٍ وَكَانَ الْحُمْسُ يُفِيْضُوْنَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ يَقُوْلُوْنَ لاَ نُفِيْضُ اِلاَّ مِنَ الْحَرَمِ فَلَمَّا نَزَلَتْ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ رَجَعُوْا اِلٰى عَرَفَاتٍ -

২৮২৬. আবূ কুরায়ব (র) ..... হিশাম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (উরওয়া) বলেন, আল-হুম্স ব্যতীত সকল আরব উলঙ্গ অবস্থায় বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ করত। কুরায়শ ও তাদের বংশধরগণকে 'আল-হুম্স' বলা হতো। আরবরা উলঙ্গ অবস্থায়ই তাওয়াফ করত কিন্তু আল-হুম্স তাদেরকে কাপড় দান করলে স্বতন্ত্র কথা। তাদের পুরুষরা পুরুষদের এবং মহিলারা মহিলাদের কাপড় দান করত। আল-হুম্স মুযদালিফার বাইরে যেত না, আর সব লোক আরাফাতে চলে যেত। হিশাম বলেন, আমার পিতা (উরওয়া) আয়েশা (রা)-এর সূত্রে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, আল হুম্স– যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেছেন : "অতঃপর অন্যান্য লোক যেখানে প্রত্যাবর্তন করে, তোমরাও সেখানে থেকে প্রত্যাবর্তন করবে" (সূরা বাকারা : ১৯৯)। আয়েশা (রা) বলেন, লোকেরা আরাফাত থেকে প্রত্যার্বতন করত আর আল-হুম্স মুযদালিফা থেকে প্রত্যাবর্তন করত। তারা বলত, আমরা কেবল হারাম এলাকা থেকেই প্রত্যাবর্তন করব। অতঃপর যখন "তোমরা প্রত্যাবর্তন কর– যেখান থেকে লোকেরা প্রত্যাবর্তন করে" আয়াত নাযিল হ'ল, তখন থেকে তারা আরাফাতে গেল।

٢٨٢٧- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ اَضْلَلْتُ بَعِيْرًا لِىْ فَذَهَبْتُ اَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاقِفًا مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ فَقُلْتُ وَاللّٰهِ اِنَّ هٰذَا لَمِنَ الْحُمْسِ فَمَا شَأْنُهُ هٰهُنَا وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تُعَدُّ مِنَ الْحُمْسِ -

২৮২৭. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আমরুন-নাকিদ (র.) ..... জুবায়র ইব্ন মুতঈম (রা) বলেন, আমার একটি উট হারিয়ে গেল। আরাফাত দিবসে আমি তার খোঁজে বের হলাম। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে লোকদের সাথে আরাফাতে অবস্থানরত দেখলাম। আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! ইনি তো হুম্স -এর অন্তর্ভুক্ত, কি ব্যাপার ইনি এখানে কেন? অথচ কুরায়মশদেরকে হুম্স-এর মধ্যে গণ্য করা হতো।

١٨- بَابُ جَوَازِ تَعْلِيقِ الْاِحْرَامِ وَهُوَ اَنْ يُحْرِمَ بِاِحْرَامٍ كَاِحْرَامِ فُلاَنٍ فَيَصِيرُ مُحْرِمًا بِاِحْرَامٍ مِثْلَ اِحْرَامِ فُلاَنٍ

১৮. পরিচ্ছেদ : ইহরামকে সংযুক্ত করা জায়েয। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বলল, আমি অমুক ব্যক্তির ইহরাম -এর অনুরূপ ইহরাম বাঁধলাম। এ ক্ষেত্রে তার ইহরাম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ইহরামের অনুরূপ হবে

٢٨٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَدِمْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُنِيْخٌ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ لِىْ اَحَجَجْتَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ بِمَ اَهْلَلْتَ قَالَ قُلْتُ لَبَّيْكَ بِاِهْلاَلٍ كَاِهْلاَلِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ فَقَدْ اَحْسَنْتَ طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَاَحِلَّ قَالَ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ اَتَيْتُ اِمْرَاَةً مِنْ بَنِىْ قَيْسٍ فَفَلَتْ رَأْسِىْ ثُمَّ اَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ قَالَ فَكُنْتُ اُفْتِىْ بِهِ النَّاسَ حَتّٰى كَانَ فِىْ خِلاَفَةِ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا اَبَا مُوْسٰى اَوْ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسٍ رُوَيْدَكَ بَعْضَ فُتْيَاكَ فَاِنَّكَ لاَ تَدْرِىْ مَا اَحْدَثَ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى النُّسُكِ بَعْدَكَ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا اَفْتَيْنَاهُ فُتْيًا فَلْيَتَّئِدْ فَاِنَّ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فَبِهِ فَائْتَمُّوْا قَالَ فَقَدِمَ عُمَرُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللّٰهِ فَاِنَّ كِتَابَ اللّٰهِ يَأْمُرُ بِالتَّمَامِ وَاِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَحِلَّ حَتّٰى بَلَغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ -

২৮২৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ..... শু'বা কায়স ইব্‌ন মুসলিম থেকে, তিনি তারিক ইব্‌ন শিহাব থেকে এবং তিনি আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এলাম। তিনি বাতহা নামক স্থানে উট বসিয়ে যাত্রা বিরতি করছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি হজ্জের নিয়্যত করেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি কি ধরনের ইহরাম বেঁধেছ? তিনি বললেন, আমি বলেছি– লাব্বাইকা, নবী ﷺ যে হজ্জের ইহরাম বেঁধেছেন, আমিও তদ্রূপ ইহরাম বাঁধলাম। তিনি বললেন : তুমি ভালই করেছ। এখন বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ কর এবং সাফা-মারওয়ার সাঈ কর, অতঃপর ইহরাম খুলে ফেল। তিনি বলেন : আমি বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ করলাম, সাফা-মারওয়ার সাঈ করলাম, অতঃপর কায়স গোত্রের এক স্ত্রীলোকের নিকট এলাম। সে আমার মাথার উকুন বেছে দিল। এরপর আমি হজ্জের ইহরাম বাঁধলাম। আমি লোকদের এভাবেই ফতওয়া দিতে থাকলাম উমর (রা)-এর খিলাফত পর্যন্ত।

এ সময় এক ব্যক্তি তাকে বলল, হে আবূ মূসা অথবা (বলল) আবদুল্লাহ ইব্‌ন কায়স! আপনার কিছু ফতওয়া আপাতত স্থগিত রাখুন। কারণ আমীরুল মু'মিনীন (উমর) আপনার পরে হজ্জ সম্পর্কে যে নতুন বিধান প্রবর্তন করেছেন, তা আপনি জ্ঞাত নন। তখন আবূ মূসা (রা) বললেন, হে লোক সকল! আমি যাদের ফতওয়া দিয়েছি (ইহরাম খোলা সম্পর্কে) তারা যেন অপেক্ষা করে। কারণ আমীরুল মুমিনীন অচিরেই তোমাদের নিকট আসছেন,

অতএব তাঁর আনুগত্য করা তোমাদের কর্তব্য। রাবী বলেন, উমর (রা) এলেন এবং আমি তাঁর সামনে বিষয়টি উপস্থাপন করলাম। তিনি বললেন, আমরা যদি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী চলি, তবে তা আমাদের নির্দেশ দেয় (হজ্জ ও উমরা) পূর্ণ করার। আমরা যদি : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতের উপর আমল করি, তবে কুরবানীর পশু তার (কুরবানীর) স্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহরাম খোলেননি।

وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ ـ

উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মু'আয (র.) ..... শু'বা থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٢٨٢٩ـ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ بِمَ أَهْلَلْتَ قَالَ قُلْتُ أَهْلَلْتُ بِإِهْلاَلِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ هَلْ سُقْتَ مِنْ هَدْىٍ قُلْتُ لاَ قَالَ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حِلَّ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَمَشَطَتْنِي وَغَسَلَتْ رَأْسِي فَكُنْتُ أُفْتِي النَّاسَ بِذَلِكَ فِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ وَإِمَارَةِ عُمَرَ فَإِنِّي لَقَائِمٌ بِالْمَوْسِمِ إِذْ جَاءَنِي رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي شَأْنِ النُّسُكِ فَقُلْتُ أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ بِشَىْءٍ فَلْيَتَّئِدْ فَهَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فَبِهِ فَائْتَمُّوا فَلَمَّا قَدِمَ قُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا هَذَا الَّذِي أَحْدَثْتَ فِي شَأْنِ النُّسُكِ قَالَ إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ « وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ » وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْىَ ـ

২৮২৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ..... সুফ্‌য়ান কায়স থেকে, তিনি তারিক ইব্‌ন শিহাব থেকে এবং তিনি আবূ মূসা (রা) থেকে। আবূ মূসা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলাম। তিনি বাতহা নামক স্থানে উট বসিয়ে অবস্থান করছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কিসের ইহরাম বেঁধেছ? আমি বললাম, আমি নবী ﷺ -এর অনুরূপ ইহরাম বেঁধেছি। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি কুরবানীর পশু এনেছ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তাহলে তুমি বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করার পর ইহরাম খুলে ফেল। অতএব আমি বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করার পর ইহরাম খুলে ফেললাম। তারপর আমার গোত্রের এক মহিলার নিকট এলাম, সে আমার মাথার চুল আঁচড়িয়ে দিল এবং আমার মাথা ধুয়ে দিল। আমি আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-এর খিলাফতকালে লোকদের অনুরূপ ফতওয়া দিতাম। হজ্জের মৌসুম আগত, এ সময় এক ব্যক্তি আমার নিকট এসে বলল, আপনি হয়ত জানেন না আমীরুল মুমিনীন (উমর) হজ্জের ব্যাপারে কি নতুন বিধান প্রবর্তন করেছেন। আমি বললাম, হে জনগণ! আমি যাদেরকে কতগুলো বিষয় সম্পর্কে যে ফতওয়া দিয়েছি– তারা যেন অপেক্ষা করে। কারণ, ইতিমধ্যেই আমীরুল মুমিনীন তোমাদের মধ্যে এসে পৌঁছবেন। তোমরা তাঁর অনুসরণ করবে।

তিনি (উমর) এসে পৌঁছলে আমি বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি হজ্জের ব্যাপারে নতুন কি বিধান দিচ্ছেন? তিনি বললেন, আমরা যদি আল্লাহর কিতাব আঁকড়ে ধরি, তবে আল্লাহ বলেন : "তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ ও উমরা পূর্ণ কর"– (সূরা বাকারা : ১৯৬)। আর আমরা যদি আমাদের নবী ﷺ-এর সুন্নাতের অনুসরণ করি, তাহলে নবী ﷺ সাথে করে নিয়ে আসা পশু যবেহ না করা পর্যন্ত ইহরাম খুলতেন না।

٢٨٣٠- وَحَدَّثَنِيْ اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عُمَيْسٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَنِيْ اِلَى الْيَمَنِ قَالَ فَوَافَقْتُهُ فِى الْعَامِ الَّذِيْ حَجَّ فِيْهِ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَا مُوْسٰى كَيْفَ قُلْتَ حِيْنَ اَحْرَمْتَ قَالَ قُلْتُ لَبَّيْكَ اِهْلاَلاً كَاِهْلاَلِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هَلْ سُقْتَ هَدْيًا فَقُلْتُ لاَ قَالَ فَانْطَلِقْ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ اَحِلَّ ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ -

২৮৩০. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর ও আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ..... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ আমাকে ইয়েমেনে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি যে বছর হজ্জ করেছিলেন, আমি সে বছর (হজ্জে) এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, হে আবূ মূসা! ইহরাম বাঁধার সময় তুমি কি নিয়্যত করেছিলে? আমি বললাম, আমি বলেছি, লাব্বাইকা! আমার ইহরাম নবী ﷺ-এর ইহরামের অনুরূপ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কি সাথে কুরবানীর পশু এনেছ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন : তাহলে যাও, বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ কর, সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ কর, অতঃপর ইহরাম খুলে ফেল। ..... হাদীসের অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্বোক্ত শু'বা ও সুফয়ানের হাদীস দু'টির অনুরূপ।

٢٨٣١- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ اَبِيْ مُوْسٰى عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى اَنَّهُ كَانَ يُفْتِيْ بِالْمُتْعَةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ رُوَيْدَكَ بِبَعْضِ فُتْيَاكَ فَاِنَّكَ لاَ تَدْرِيْ مَا اَحْدَثَ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى النُّسُكِ بَعْدُ حَتّٰى لَقِيَهُ بَعْدُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عُمَرُ قَدْ عَلِمْتُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ فَعَلَهُ وَاَصْحَابُهُ وَلٰكِنْ كَرِهْتُ اَنْ يَظَلُّوْا مُعْرِسِيْنَ بِهِنَّ فِى الْاَرَاكِ ثُمَّ يَرُوْحُوْنَ فِى الْحَجِّ تَقْطُرُ رُؤُسُهُمْ -

২৮৩১. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ..... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তামাত্তু হজ্জের অনুকূলে ফতওয়া দিতেন। এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, আপনি আপনার কোন কোন ফতওয়া স্থগিত রাখুন। আপনি হয়ত জানেন না, আপনার পরে আমীরুল মুমিনীন হজ্জের ব্যাপারে কি বিধান প্রবর্তন করেছেন। পরে তিনি (আবূ মূসা) তাঁর সাথে সাক্ষাত করলেন এবং (এ ব্যাপারে) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। উমর (রা) বললেন, আমি অবশ্যই জানি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ (তামাত্তু) করেছেন। কিন্তু আমি এটা পসন্দ করি না যে, বিবাহিত লোকেরা গাছের ছায়ায় স্ত্রীদের সাথে সহবাস করবে, অতঃপর এমন অবস্থায় হজ্জের জন্য রওনা হবে যে, তাদের মাথার চুল দিয়ে পানি টপকে পড়ছে।

١٩- بَابُ جَوَازِ التَّمَتُّعِ

১৯. পরিচ্ছেদ : তামাত্তু হজ্জের বৈধতা

٢٨٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ شَقِيْقٍ كَانَ عُثْمَانُ يَنْهٰى عَنِ الْمُتْعَةِ وَكَانَ عَلِىٌّ يَأْمُرُ بِهَا فَقَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ كَلِمَةً ثُمَّ قَالَ عَلِىٌّ لَقَدْ عَلِمْتَ اَنَّا قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَجَلْ وَلٰكِنَّا كُنَّا خَائِفِيْنَ -

২৮৩২. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) ..... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন শাকীক (র) বলেছেন, উসমান (রা) তামাত্তু হজ্জ করতে নিষেধ করতেন। আর আলী (রা) তামাত্তু হজ্জ করার নির্দেশ দিতেন। অতএব উসমান (রা) আলী (রা)-এর সঙ্গে কথা বললেন। অতঃপর আলী (রা) বললেন, আপনি অবশ্যই জানেন, আমরা নিশ্চিত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে তামাত্তু হজ্জ করেছি। উসমান (রা) বললেন, হ্যাঁ; কিন্তু আমরা তখন আতঙ্কিত ছিলাম।

٢٨٣٣- وَحَدَّثَنِيْهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِىُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِىْ ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ -

২৮৩৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব আল-হারিসী (র) ..... শু'বা (র) এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٨٣٤- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ اجْتَمَعَ عَلِىٌّ وَعُثْمَانُ بِعُسْفَانَ فَكَانَ عُثْمَانُ يَنْهٰى عَنِ الْمُتْعَةِ اَوِ الْعُمْرَةِ فَقَالَ عَلِىٌّ مَا تُرِيْدُ اِلٰى اَمْرٍ فَعَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَنْهٰى عَنْهُ فَقَالَ عُثْمَانُ دَعْنَا مِنْكَ فَقَالَ اِنِّىْ لاَ اَسْتَطِيْعُ اَنْ اَدَعَكَ فَلَمَّا اَنْ رَاٰى عَلِىٌّ ذٰلِكَ اَهَلَّ بِهِمَا جَمِيْعًا -

২৮৩৪. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ..... সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) ও উসমান (রা) 'উসফান' নামক স্থানে একত্রে হলেন। উসমান (রা) তামাত্তু ও উমরা করতে নিষেধ করতেন। আলী (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কাজ করেছেন, আপনি তা নিষেধ করছেন– এতে আপনার উদ্দেশ্যে কি? উসমান (রা) বললেন, আপনি আমাকে আপনার কথা থেকে রেহাই দিন। আলী (রা) বললেন, আমি আপনাকে ছাড়তে পারি না। আলী (রা) যখন এই অবস্থা দেখলেন, তিনি একত্রে হজ্জ ও উমরা উভয়ের ইহ্রাম বাঁধলেন।

٢٨٣٥- وَحَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِى الْحَجِّ لِاَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ خَاصَّةً -

২৮৩৫. সাঈদ ইব্‌ন মানসূর, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) ..... আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তামাত্তু হজ্জ মুহাম্মদ ﷺ-এর সাহাবীদের জন্যই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট ছিল।

٢٨٣٦- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَيَّاشٍ الْعَامِرِيِّ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ كَانَتْ لَنَا رُخْصَةً يَعْنِى الْمُتْعَةَ فِى الْحَجِّ

২৮৩৬. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তামাত্তু হজ্জ আমাদের জন্য একটি বিশেষ সুবিধা হিসেবে অনুমোদিত ছিল।

٢٨٣٧- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ لاَ تَصْلُحُ الْمُتْعَتَانِ اِلاَّ لَنَا خَاصَّةً يَعْنِىْ مُتْعَةَ النِّسَاءِ وَمُتْعَةَ الْحَجِّ -

২৮৩৭. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ...... আবূ যর (রা) বলেন, দু'টি মুত'আ কেবল আমাদের যুগের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। অর্থৎ মুত'আ বিবাহ ও তামাত্তু হজ্জ।

٢٨٣٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ بَيَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى الشَّعْثَاءِ قَالَ اَتَيْتُ اِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِيَّ وَاِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيَّ فَقُلْتُ اِنِّى اَهُمُّ اَنْ اَجْمَعَ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ الْعَامَ فَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ النَّخْعِىُّ لٰكِنْ اَبُوْكَ لَمْ يَكُنْ لِيَهُمَّ بِذٰلِكَ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ بَيَانٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ مَرَّ بِاَبِىْ ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ فَذَكَرَ لَهُ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنَّمَا كَانَتْ لَنَا خَاصَّةً دُوْنَكُمْ -

২৮৩৮. কুতায়বা (র) ..... আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ শা'সা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবরাহীম নাখঈ ও ইবরাহীম আত-তায়মীর নিকট এলাম এবং বললাম, আমি এ বছর হজ্জ ও উমরা একত্রে করতে চাই। ইবরাহীম নাখঈ বললেন, কিন্তু তোমার পিতা তো এরূপ সংকল্প করেননি। কুতায়বা (র)..... ইবরাহীম তায়মী তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি (পিতা) রাবযা নামক স্থানে আবূ যর (রা)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি তার সামনে এই প্রসঙ্গ উপস্থাপন করলেন। আবূ যর (রা) বললেন, তা আমাদের জন্য (একটা সুবিধা স্বরূপ) নির্দিষ্ট ছিল, তোমাদের জন্য নয়।

٢٨٣٩- وَحَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ جَمِيْعًا عَنِ الْفَزَارِيِّ قَالَ سَعِيْدٌ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِىُّ عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ فَعَلْنَاهَا وَهٰذَا يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ بِالْعُرُشِ يَعْنِىْ بُيُوْتَ مَكَّةَ -

২৮৩৯. সাঈদ ইব্‌ন মানসূর ও ইব্‌ন আবূ উমর (র) ..... গুনায়ম ইব্‌ন কায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-কে তামাত্তু হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আমরা উমরা আদায় করেছি। এটা সেই সময়কার কথা যখন তিনি ((আমীর মু'আবিয়া) কাফির ছিলেন এবং মক্কার বাড়িতে বসবাস করতেন।

٢٨٤٠- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وقَالَ فِيْ رِوَايَتِهِ يَعْنِيْ مُعَاوِيَةَ -

২৮৪০. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... সুলায়মান তায়মী (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেন। তিনি এই রিওয়ায়াতে মু'আবিয়া (রা)-এর নাম উল্লেখ করেছেন।

٢٨٤١- وَحَدَّثَنِيْ عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ ابْنُ اَبِيْ خَلَفٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَمِيْعًا عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيْثِهِمَا وَفِيْ حَدِيْثِ سُفْيَانَ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ -

২৮৪১. আমরুন-নাকিদ ও মুহাম্মদ ইব্ন আবূ খালফ (র) ..... সুলায়মান তায়মী (র) থেকে উক্ত সূত্রে উভয়ের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে এবং সুফয়ানের হাদীসে তামাত্তু হজ্জের উল্লেখ রয়েছে।

٢٨٤٢- وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ اَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ قَالَ لِيْ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ اِنِّيْ لَاُحَدِّثُكَ بِالْحَدِيْثِ الْيَوْمَ يَنْفَعُكَ اللّٰهُ بِهِ بَعْدَ الْيَوْمِ وَاعْلَمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَعْمَرَ طَائِفَةً مِنْ اَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ فَلَمْ تَنْزِلْ اٰيَةٌ تَنْسَخُ ذٰلِكَ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ حَتّٰى مَضٰى لِوَجْهِهِ ارْتَاٰى كُلُّ امْرِيءٍ بَعْدُ مَاشَاءَ اَنْ يَرْتَئِيْ -

২৮৪২. যুহায়র ইব্ন হারব (র) ..... মুতাররিফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) আমাকে বললেন, আমি আজ তোমাকে একটি হাদীস বলব, পরবর্তী সময়ে আল্লাহ তা'আলা এরদ্বারা তোমাকে উপকৃত করবেন। জেনে রাখ, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পরিবারের কয়েকজন সদস্যকে যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখের মধ্যে উমরা করিয়েছিলেন। এটা রহিত করে কোন আয়াত নাযিল হয়নি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ইন্তিকাল পর্যন্ত তা করতে নিষেধ করেননি। পরে লোকেরা নিজ নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী মত প্রকাশ করে।

٢٨٤٣- وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ كِلَاهُمَا عَنْ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ فِيْ هٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِيْ رِوَايَتِهِ ارْتَاٰى رَجُلٌ بِرَاْيِهِ مَاشَاءَ يَعْنِيْ عُمَرَ -

২৮৪৩. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) ..... আল-জুরায়রী (র) থেকে উক্ত সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে হাতিম তার রিওয়ায়াতে বলেছেন : "এক ব্যক্তি অর্থাৎ উমর (রা) নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী মত প্রকাশ করেন।"

٢٨٤٤- وَحَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ قَالَ لِيْ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ اُحَدِّثُكَ حَدِيْثًا عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ

حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ حَتّٰى مَاتَ وَلَمْ يَنْزِلْ فِيْهِ قُرْاٰنٌ يُحَرِّمُهُ وَقَدْ كَانَ يُسَلَّمُ عَلَىَّ حَتّٰى اكْتَوَيْتُ فَتُرِكْتُ ثُمَّ تَرَكْتُ الْكَىَّ فَعَادَ ـ

২৮৪৪. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মু'আয (র) ..... মুতাররিফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) আমাকে বললেন, আমি তোমাকে একটি হাদীস শুনাব। আশা করি আল্লাহ তোমাকে এরদ্বারা উপকৃত করবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জ ও উমরা একত্রে আদায় করেছেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এরূপ করতে নিষেধ করেননি এবং তা হারাম বলে কুরআনের কোন আয়াতও নাযিল হয়নি। (রোগের কারণে) তপ্ত লোহার দাগ গ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত আমাকে (ফেরেশতাগণ কর্তৃক) সালাম দেওয়া অব্যাহত ছিল। আমি দাগ গ্রহণ করলে সালাম দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়। আবার যখন দাগ দেওয়া বন্ধ করলাম, পুনরায় সালাম দেওয়া শুরু হয়।

٢٨٤٥ـ وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا قَالَ قَالَ لِىْ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مُعَاذٍ ـ

২৮৪৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ..... মুতাররিফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) আমাকে বললেন ..... পরবর্তী অংশ উপরোক্ত মু'আয বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

٢٨٤٦ـ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ بَعَثَ اِلَىَّ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِىْ تُوُفِّىَ فِيْهِ فَقَالَ اِنِّىْ كُنْتُ مُحَدِّثَكَ بِاَحَادِيْثَ لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يَنْفَعَكَ بِهَا بَعْدِىْ فَاِنْ عِشْتُ فَاكْتُمْ عَنِّىْ وَاِنْ مُتُّ فَحَدِّثْ بِهَا اِنْ شِئْتَ اِنَّهُ قَدْ سُلِّمَ عَلَىَّ وَاعْلَمْ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيْهَا كِتَابُ اللّٰهِ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَجُلٌ فِيْهَا بِرَأْيِهِ مَاشَاءَ ـ

২৮৪৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ..... মুতাররিফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) মৃত্যুকালীন রোগে আমাকে ডেকে পাঠান। তিনি বললেন, আমি তোমাকে কয়েকটি হাদীস বলব, আশা করি আল্লাহ তা'আলা আমার পরে তোমাকে এরদ্বারা উপকৃত করবেন। আমি বেঁচে থাকলে তুমি আমার সূত্রে বর্ণনা করা গোপন রাখবে। আর আমি মারা গেলে তুমি চাইলে তা বর্ণনা করতে পার। আমাকে সালাম করা হতো। জেনে রাখ, আল্লাহর নবী ﷺ হজ্জ ও উমরা একত্রে আদায় করেছেন। অতঃপর এ বিষয়ে কোন আয়াতও নাযিল হয়নি এবং নবী ﷺ-ও তা নিষিদ্ধ করেননি। এক ব্যক্তি (উমর) এ বিষয়ে যা ইচ্ছা করলেন, তা বললেন।

٢٨٤٧ـ وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ اِعْلَمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابٌ وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِيهَا رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَاشَاءَ ـ

২৮৪৭. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ..... ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জেনে রাখ, রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জ ও উমরা একত্রে (একই ইহরামে) আদায় করেছেন। এরপর এ বিষয় কোন আয়াত নাযিল হয়নি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও অনুরূপ করতে আমাদের নিষেধ করেননি। এরপর এক ব্যক্তি এ বিষয়ে নিজ ইচ্ছামত যা বলার, তা বললেন।

٢٨٤٨ـ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هُمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُوْلِ للّٰهِ ﷺ وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِ الْقُرْاٰنُ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَاشَاءَ ـ

২৮৪৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ..... ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে তামাত্তু হজ্জ করেছি। এ বিষয়ে কুরআনে কোন আয়াত নাযিল হয়নি। এক ব্যক্তি ইচ্ছামত যা বলার, তাই বললেন।

٢٨٤٩ـ وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ تَمَتَّعَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ ـ

২৮৪৯. হাজ্জাজ ইব্‌ন শায়ির (র)...... ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী ﷺ তামাত্তু হজ্জ আদায় করেছেন এবং আমরাও তাঁর সঙ্গে তামাত্তু হজ্জ করেছি।

٢٨٥٠ـ حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِىْ رَجَاءٍ قَالَ قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ نَزَلَتْ اٰيَةُ الْمُتْعَةِ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ يَعْنِىْ مُتْعَةَ الْحَجِّ وَاَمَرَنَا بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ اٰيَةٌ تَنْسَخُ اٰيَةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى مَاتَ قَالَ رَجُلٌ بِرَاْيِهِ بَعْدُ مَاشَاءَ ـ

২৮৫০. হামিদ ইব্‌ন উমর আল-বাকরাবী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর মুকাদ্দামী (র) ..... ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর কিতাবে মুত'আ অর্থাৎ তামাত্তু হজ্জ সম্পর্কে আয়াত নাযিল হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের তা করার নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর তামাত্তু হজ্জ সম্পর্কিত আয়াত রহিতকারী কোন আয়াত নাযিল হয়নি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত তা করতে নিষেধ করেননি। পরবর্তীকালে এক ব্যক্তি নিজ ইচ্ছামত যা বলার, তাই বলেছেন।

٢٨٥١- وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عِمْرَانَ الْقَصِيْرِ حَدَّثَنَا اَبُوْ رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ بِمِثْلِهِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ وَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ يَقُلْ وَاَمَرَنَا بِهَا -

২৮৫১. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) ..... ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। অবশ্য তিনি বলেছেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে এ হজ্জ করেছি।" তিনি বলেননি যে, "রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের তা করার নির্দেশ দিয়েছেন।"

٢٠- بَابُ وُجُوْبِ الدَّمِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ وَاَنَّهُ اِذَا عَدَمَهُ لَزِمَهُ صَوْمُ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ فِىْ الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعَ اِلَى اَهْلِهِ

২০. পরিচ্ছেদ : তামাত্তু হজ্জ পালনকারীর জন্য কুরবানী ওয়াজিব। যে ব্যক্তি এর সামর্থ্য না রাখে, সে হজ্জের অনুষ্ঠান চলাকালে তিন দিন এবং বাড়িতে প্রত্যাবর্তনের পরে সাত দিন সাওম পালন করবে

٢٨٥٢- حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ تَمَتَّعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ وَاَهْدٰى فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَبَدَاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ اَهَلَّ بِالْحَجِّ وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ اَهْدٰى فَسَاقَ الْهَدْىَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ اَهْدٰى فَاِنَّهُ لاَ يَحِلُّ مِنْ شَىْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتّٰى يَقْضِىَ حَجَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ اَهْدٰى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَلْيُهْدِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةً اِذَا رَجَعَ اِلَى اَهْلِهِ وَطَافَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ قَدِمَ مَكَّةَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ اَوَّلَ شَىْءٍ ثُمَّ خَبَّ ثَلاَثَةَ اَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ وَمَشٰى اَرْبَعَةَ اَطْوَافٍ ثُمَّ رَكَعَ حِيْنَ قَضٰى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَاَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ اَطْوَافٍ ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَىْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتّٰى قَضٰى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَاَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ حَرُمَ مِنْهُ وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَهْدٰى وَسَاقَ الْهَدْىَ مِنَ النَّاسِ -

২৮৫২. আবদুল মালিক ইব্‌ন শু'আয়ব ইব্‌ন লায়স (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ তামাত্তু করেছেন, প্রথমে উমরা ও পরে হজ্জ করেছেন এবং পশু কুরবানী করেছেন। তিনি যুল-হুলায়ফা থেকে সাথে করে কুরবানীর পশু নিয়েছিলেন। এখানে থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে উমরার, অতঃপর হজ্জের তালবিয়া পাঠ শুরু করেন। লোকেরাও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণে হজ্জের সাথে উমরা যুক্ত করে তামাত্তু করেছে। কতক লোকের কুরবানীর পশু ছিল এবং তারা তা সাথে নিয়েছিল, আর কতকের কুরবানীর পশু ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় পৌঁছে লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন : তোমাদের মধ্যে যাদের সাথে কুরবানীর পশু আছে, হজ্জ শেষ না করা পর্যন্ত তাদের জন্য (সাময়িকভাবে) নিষিদ্ধ কোন জিনিস হালাল হবে না। আর তোমাদের মধ্যে যাদের সাথে কুরবানীর পশু নাই– তারা যেন বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করে তারপর মাথার চুল ছোট করে হালাল হয়ে যায়। অতঃপর তারা (৮ যিলহজ্জ) পুনরায় হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধবে এবং (নির্দিষ্ট দিনে) কুরবানী করবে। কোন ব্যক্তি কুরবানীর পশু না পেলে হজ্জ চলাকালীন সময়ে তিন দিন এবং বাড়িতে ফেরার পর সাত দিন সাওম পালন করবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় পৌঁছে প্রথমে রুকন (হাজারে আসওয়াদ) স্পর্শ করলেন, অতঃপর বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ করলেন– তিন চক্কর সামান্য দ্রুতগতিতে এবং চার চক্কর ধীরগতিতে। বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ সমাপ্ত করে তিনি মাকামে ইবরাহীমের নিকট দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। অতঃপর সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করলেন। অতঃপর তিনি সাফা পাহাড়ে এলেন এবং সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাতবার সাঈ করলেন। এরপর তিনি এমন কোন জিনিস হালাল করেননি– যা হারাম হয়েছিল (ইহরামের কারণে অর্থাৎ তিনি ইহরামমুক্ত হননি) যে পর্যন্ত না হজ্জ সমাপন করেন। কুরবানীর দিন নিজের পশু কুরবানী করেন এবং কা'বাঘর-এর তাওয়াফ করেন। তারপর যে সব জিনিস হারাম ছিল, তা তাঁর জন্য হালাল হয়ে গেল (অর্থাৎ তিনি ইহরাম খুললেন) আর যেসব লোক সাথে করে কুরবানীর পশু এনেছিল, তারাও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুরূপ করেছিল।

٢٨٥٣- حَدَّثَنِيهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ ابْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي تَمَتُّعِهِ بِالْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ وَتَمَتُّعِ النَّاسِ مَعَهُ بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

২৮৫৩. আবদুল মালিক ইব্‌ন শু'আয়ব ইব্‌ন লায়স (র) ..... উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তামাত্তু হজ্জ পালন এবং তাঁর সাথের লোকদের তামাত্তু হজ্জ সম্পাদন সম্পর্কে অবহিত করেছেন।

٢١- بَابُ بَيَانِ اَنَّ الْقَارِنَ لاَ يَتَحَلَّلُ اِلاَّ فِىْ وَقْتِ تَحَلُّلِ الْحَاجِّ الْمُفْرِدِ

২১. পরিচ্ছেদ : কিরান হজ্জ সমাপনকারী ইফরাদ হজ্জ সম্পাদনকারীর সাথেই ইহরাম খুলতে পারবে, তার আগে নয়

٢٨٥٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَاشَأْنُ النَّاسِ حَلُّوْا وَلَمْ تَحْلِلْ اَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ اِنِّىْ لَبَّدْتُ رَأْسِىْ وَقَلَّدْتُ هَدْيِىْ فَلاَ اَحِلُّ حَتّٰى اَنْحَرَ -

২৮৫৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) .....মালিক (র) নাফি' (র) থেকে এবং তিনি আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে। নবী ﷺ -এর স্ত্রী হাফসা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কি ব্যাপার, লোকেরা ইহরামমুক্ত হ'ল অথচ আপনি উমরা করার পরও ইহরাম খোলেননি? তিনি বললেন, আমি আমার মাথার চুল জমাট করেছি এবং কুরবানীর পশুর গলায় মালা বেঁধেছি। অতএব আমি কুরবানী না করা পর্যন্ত ইহরাম খুলতে পারি না।

٢٨٥٥- وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَالَكَ لَمْ تَحِلَّ بِنَحْوِهِ -

২৮৫৫. ইব্‌ন নুমায়র (র) ..... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, হাফসা (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কি ব্যাপার আপনি ইহরাম খুলেন নি? ...... উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٢٨٥٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَاشَأْنُ النَّاسِ حَلُّوْا وَلَمْ تَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ اِنِّىْ قَلَّدْتُ هَدْيِىْ وَلَبَّدْتُ رَأْسِىْ فَلاَ اُحِلُّ حَتّٰى اُحِلَّ مِنَ الْحَجِّ -

২৮৫৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ..... হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কি ব্যাপার, লোকেরা ইহরাম খুলেছে অথচ আপনি উমরা করার পরও ইহরাম খোলেননি? তিনি বললেন, আমি কুরবানীর পশুর গলায় মালা বেঁধেছি এবং মাথার চুল জমাট করেছি। অতএব হজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠান শেষ না করা পর্যন্ত আমি ইহরাম খুলতে পারব না।

٢٨٥٧- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ حَفْصَةَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مَالِكٍ فَلاَ اَحِلُّ حَتّٰى اَنْحَرَ -

২৮৫৭. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। হাফসা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ..... মালিক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ– কুরবানী না করা পর্যন্ত আমি হালাল হতে পারি না।

٢٨٥٨- وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُوْمِىُّ وَعَبْدُ الْمَجِيْدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ حَفْصَةُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَ اَزْوَاجَهُ اَنْ يَحْلِلْنَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَتْ حَفْصَةُ فَقُلْتُ مَا يَمْنَعُكَ اَنْ تَحِلَّ قَالَ اِنِّىْ لَبَّدْتُ رَأْسِىْ وَقَلَّدْتُ هَدْيِىْ فَلاَ اَحِلُّ حَتّٰى اَنْحَرَ هَدْيِىْ -

২৮৫৮. ইব্‌ন আবূ উমর (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাফসা (রা) আমাকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্জের দিন তাঁর স্ত্রীদের (উমরা সমাপনের পর) নির্দেশ দিলেন তারা যেন ইহরাম খোলেন। হাফসা (রা) বলেন, আমি বললাম, আপনাকে ইহরাম খুলতে কিসে বাঁধা দিচ্ছে? তিনি বললেন, আমি মাথার চুল আঁঠালো করেছি এবং সাথে কুরবানীর পশু এনেছি। অতএব পশু কুরবানী না করা পর্যন্ত আমি ইহরাম খুলতে পারি না।

٢٢- بَابُ جَوَازِ التَّحَلُّلِ بِالْاِحْصَارِ وَجَوَازِ الْقِرَانِ وَاقْتِصَارِ الْقَارِنِ عَلٰى طَوَافٍ وَاحِدٍ وَسَعْيٍ وَاحِدٍ

২২. পরিচ্ছেদ : অবরুদ্ধ হয়ে পড়লে ইহরাম খোলা জায়েয, কিরান হজ্জের বৈধতা এবং কিরান হজ্জকারীর কেবল এক তাওয়াফ ও এক সাঈ করা প্রসঙ্গ

٢٨٥٩- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ خَرَجَ فِىْ الْفِتْنَةِ مُعْتَمِرًا وَقَالَ اِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَخَرَجَ فَاَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَسَارَ حَتّٰى اِذَا ظَهَرَ عَلَى الْبَيْدَاءِ الْتَفَتَ اِلٰى اَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا اَمْرُهُمَا اِلاَّ وَاحِدٌ اُشْهِدُكُمْ اَنِّى قَدْ اَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ فَخَرَجَ حَتّٰى اِذَا جَاءَ الْبَيْتَ طَافَ بِهِ سَبْعًا وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ وَرَاٰى اَنَّهُ مُجْزِىٌّ عَنْهُ وَاَهْدٰى -

২৮৫৯. ইয়াহ্ইয়া ইবন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হাঙ্গামা [হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসূফ ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর মধ্যকার সংঘাত] চলাকালীন সময়ে উমরা করার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন এবং বললেন, বায়তুল্লাহ পৌঁছতে আমরা যদি বাধাপ্রাপ্ত হই তবে (অনুরূপ পরিস্থিতিতে) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে যেরূপ করেছিলাম, এখনও তদ্রূপ করব। অতএব তিনি রওনা হলেন এবং উমরার ইহরাম বাঁধলেন, তিনি সফর অব্যাহত রাখলেন, যতক্ষণ না 'বায়দা' নামক স্থানে পৌঁছলেন। এখানে তিনি নিজের সঙ্গীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, হজ্জ ও উমরা উভয়ের নিয়ম একই। আমি তোমাদের সাক্ষী করছি যে, আমি নিজের জন্য হজ্জকে উমরার সাথে বাধ্যতামূক করলাম। (রাবী বলেন) অতএব তিনি রওনা হয়ে বায়তুল্লাহ পৌঁছলেন, সাতবার তাওয়াফ করলেন এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাতবার সাঈ করলেন, এর অতিরিক্ত কিছু করেননি এবং নিজের (হজ্জ ও উমরার) জন্য এটাই (এক তাওয়াফ ও এক সাঈ) যথেষ্ট বিবেচনা করলেন এবং কুরবানী করলেন।

٢٨٦٠- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَلَّمَا عَبْدَ اللَّهِ حِينَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ لِقِتَالِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالاَ لاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تَحُجَّ الْعَامَ فَإِنَّا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ يُحَالُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ قَالَ إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ حِينَ حَالَتْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ فَلَبَّى بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ قَالَ إِنْ خُلِّيَ سَبِيلِي قَضَيْتُ عُمْرَتِي وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ ثُمَّ تَلاَ « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ » ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَهْرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْعُمْرَةِ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْحَجِّ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَةٍ فَانْطَلَقَ حَتَّى ابْتَاعَ بِقُدَيْدٍ هَدْيًا ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَا حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا بِحَجَّةٍ يَوْمَ النَّحْرِ -

২৮৬০. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ এবং সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ উভয়ে আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা)-এর সাথে কথা বললেন– যে বছর হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছিল। তারা উভয়ে বললেন, এ বছর হজ্জ না করলে আপনার কি ক্ষতি আছে? কারণ আমাদের আশংকা হচ্ছে, গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং আপনি বায়তুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবেন না। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বললেন, যদি তা আমার ও বায়তুল্লাহ-এর মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়ও, তবে (অনুরূপ পরিস্থিতিতে) রাসূলুল্লাহ ﷺ যা করেছেন, আমিও তদ্রূপ করব। কুরায়শ কাফিররা যখন তাঁর ও বায়তুল্লাহর মাঝে প্রতিবন্ধক হয়েছিল, তখন আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি, আমি উমরার নিয়্যত করলাম। অতঃপর তিনি রওনা হয়ে যুল-হুলায়ফায় পৌঁছে উমরার জন্য তালবিয়া পাঠ করলেন। অতঃপর বললেন, যদি আমার পথ উন্মুক্ত থাকে, তবে আমি উমরা পূর্ণ করব। আর যদি আমার ও বায়তুল্লাহ-এর মাঝে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়, তবে (অনুরূপ পরিস্থিতিতে) রাসূলুল্লাহ ﷺ যা করেছেন আমিও তাই করব। সে সময় আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন : "তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ" (সূরা আহযাব : ২১)। তিনি আবার চলতে লাগলেন, যতক্ষণ না বায়দার উপকণ্ঠে পৌঁছলেন। এখানে পৌঁছে তিনি বললেন : হজ্জ ও উমরার বিধান একই। যদি আমার এবং উমরার মাঝে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়, তবে আমার এবং হজ্জের মাঝেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে। আমি তোমাদের সাক্ষী করছি যে, আমি আমার উমরার সাথে হজ্জকেও বাধ্যতামূলক করে নিলাম। অতঃপর তিনি অগ্রসর হলেন এবং কুদায়দে পৌঁছে কুরবানীর পশু ক্রয় করলেন। অতঃপর তিনি হজ্জ ও উমরা উভয়ের জন্য এক তাওয়াফ (সাত চক্কর) ও এক সাঈ (সাফা-মারওয়ার মাঝে সাতবার দৌড়) করলেন এবং ইহরাম খুললেন না, বরং হজ্জ সমাপন করে কুরবানীর দিন উভয়ের ইহরাম খুললেন।

٢٨٦١- وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِىْ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ الْحَجَّ حِيْنَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ وَاقْتَصَّ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِ هٰذِهِ الْقِصَّةِ وَقَالَ فِىْ اٰخِرِ الْحَدِيْثِ وَكَانَ يَقُوْلُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَاهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَلَمْ يَحِلَّ حَتّٰى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا -

২৮৬১. ইব্‌ন নুমায়র (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। হাজ্জাজ যে বছর ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'ল – ঐ বছর ইবন উমর (রা) হজ্জের সংকল্প করলেন। অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। এই সূত্রে হাদীসের শেষাংশে উল্লেখ আছে যে, "তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি হজ্জ ও উমরার জন্য একত্রে ইহরাম বাঁধল, তার জন্য এক তাওয়াফই (সাত চক্কর) যথেষ্ট এবং উভয়ের অনুষ্ঠান সমাপ্ত না করা পর্যন্ত ইহরাম খুলবে না।"

٢٨٦٢- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فَقِيْلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يَصُدُّوْكَ فَقَالَ « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ » أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنِّىْ أُشْهِدُكُمْ أَنِّىْ قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً ثُمَّ خَرَجَ حَتّٰى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَاشَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ اشْهَدُوْا قَالَ ابْنُ رُمْحٍ أُشْهِدُكُمْ أَنِّىْ قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِىْ وَأَهْدٰى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ ثُمَّ انْطَلَقَ يُهِلُّ بِهِمَا جَمِيْعًا حَتّٰى قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَزِدْ عَلٰى ذٰلِكَ وَلَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقَصِّرْ وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتّٰى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ وَرَأٰى أَنْ قَدْ قَضٰى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ كَذٰلِكَ فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

২৮৬২. মুহাম্মদ ইব্‌ন রুম্‌হ ও কুতায়বা (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ যে বছর ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'ল– সেই বছর আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হজ্জে যাওয়ার সংকল্প করলেন। তাকে বলা হ'ল, লোকদের মধ্যে এখন যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে এবং আমাদের আশংকা হচ্ছে– তারা আপনাকে বাধা দিবে। তিনি বললেন, "তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ–" (সূরা আহ্‌যাব : ২১)। এইরূপ পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ যা করেছেন, আমিও অনুরূপ করব। আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি যে, নিশ্চয়ই আমি উমরার সংকল্প করেছি। অতঃপর তিনি রওনা হলেন। অবশেষে যখন বায়দার উপকণ্ঠে পৌঁছলেন তখন তিনি বললেন, হজ্জ ও উমরার অবস্থা একই, তোমরা সাক্ষী থাক। ইব্‌ন রুমহের বর্ণনায় আছে : আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি যে, আমি নিশ্চয়ই আমার উমরার সাথে হজ্জ অনিবার্য করে নিলাম। অতঃপর তিনি কুরবানীর পশু সঙ্গে নিলেন যা তিনি কুদায়দ থেকে ক্রয় করেছিলেন।

অতঃপর তিনি হজ্জ ও উমরার একত্রে ইহরাম বেধে অগ্রসর হলেন। অবশেষে মক্কায় পৌঁছে তিনি বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ এবং সাফা–মারওয়ার মাঝে সাঈ করলেন, এর অতিরিক্ত কিছু করলেন না। তিনি কুরবানীও করেননি।

মাথা মুন্ডান বা চুল ছাঁটেননি এবং (ইহরামের কারণে) যা কিছু তার জন্য হারাম হয়েছিল, তার কোনটি হালাল করেননি। অবশেষে কুরবানীর দিন এলে তিনি কুরবানী করলেন ও মাথা কামালেন এবং তার মত অনুযায়ী তিনি তার প্রথম তাওয়াফ দ্বারাই হজ্জ ও উমরার তাওয়াফ সম্পাদন করে ফেলেন। ইব্‌ন উমর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করেছেন।

٢٨٦٣- حَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِيُّ وَاَبُوْ كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِيْ اِسْمَاعِيلُ كِلاَهُمَا عَنْ اَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ ﷺ اِلاَّ فِيْ اَوَّلِ الْحَدِيْثِ حِيْنَ قِيْلَ لَهُ يَصُدُّوْكَ عَنِ الْبَيْتِ قَالَ اِذَنْ اَفْعَلَ كَمَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْ اٰخِرِ الْحَدِيْثِ هٰكَذَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَمَا ذَكَرَهُ اللَّيْثُ -

২৮৬৩. আবুর-রবী যাহরানী, আবূ কামিল ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ..... নাফি' সূত্রে ইব্‌ন উমর (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ ঘটনা বর্ণনা করেন। তবে এ সূত্রে হাদীসের প্রথমাংশে তিনি নবী ﷺ-এর উল্লেখ করেছেন– যখন তাকে বলা হ'ল, আপনি বায়তুল্লাহ পৌঁছতে বাধাগ্রস্ত হবেন। তখন তিনি বললেন, তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ যেরূপ করেছেন, আমিও তদ্রূপ করব। তিনি হাদীসের শেষে উল্লেখ করেননি যে, "রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করেছেন"– যেমন লায়স (র)-এর বর্ণনায় রয়েছে।

٢٣- بَابٌ فِى الْاِفْرَادِ وَالْقِرَانِ

২৩. পরিচ্ছেদ : ইফরাদ ও কিরান হজ্জ

٢٨٦٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوبَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَوْنٍ الْهِلاَلِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيْ رِوَايَةِ يَحْيٰى قَالَ اَهْلَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا وَفِيْ رِوَايَةِ ابْنِ عَوْنٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا -

২৮৬৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আয়্যূব ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন আওন হিলালী (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। ইয়াহ্ইয়ার রিওয়ায়াতে আছে যে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ইফরাদ হজ্জের ইহরাম বাঁধলাম। ইব্‌ন আওন-এর রিওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইফরাদ হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন।

٢٨٦٥- وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ بَكْرٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُلَبِّيْ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيْعًا قَالَ بَكْرٌ فَحَدَّثْتُ بِذٰلِكَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ لَبّٰى بِالْحَجِّ وَحْدَهُ فَلَقِيْتُ اَنَسًا فَحَدَّثْتُهُ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ اَنَسٌ مَا تَعُدُّوْنَنَا اِلاَّ صِبْيَانًا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا -

২৮৬৫. সুরায়জ ইব্ন ইউনুস (র) ..... বাক্র (র) হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে একত্রে হজ্জ ও উমরার তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি। বাকর বলেন, আমি এই হাদীস ইব্ন উমর (রা)-এর কাছে বর্ণনা করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জের তালবিয়া পাঠ করেছেন। অতঃপর আমি আনাস (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে তার কাছে ইব্ন উমর (রা)-এর বক্তব্য উল্লেখ করি। তখন আনাস (রা) বললেন, তোমরা আমাদেরকেও শিশুই মনে কর। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একত্রে হজ্জ ও উমরার তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি।

٢٨٦٦- وَحَدَّثَنِى أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِىُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا أَنَس أَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ ﷺ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ قَالَ فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ فَرَجَعْتُ إِلَى أَنَسٍ فَأَخْبَرْتُهُ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ كَأَنَّمَا كُنَّا صِبْيَانًا -

২৮৬৬. উমায়্যা ইব্ন বিসতাম আয়শী (র) ..... বাক্র ইবন 'আবদুল্লাহ আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী ﷺ-কে একত্রে হজ্জ ও উমরা আদায় করতে দেখেছেন। বাকর বলেন, অতঃপর আমি ইব্ন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমরা শুধু হজ্জের ইহরাম বেঁধেছি। আমি (বকর) পুনরায় আনাস (রা)-এর নিকট ফিরে আসলাম এবং ইবন উমর (রা) যা বলেছেন, সে সম্পর্কে তাকে অবহিত করলাম। আনাস (রা) বললেন, আমরা বুঝি তখন শিশু ছিলাম![১]

٢٤- بَابُ اِسْتِحْبَابِ طَوَافِ الْقُدُوْمِ لِلْحَاجِّ وَالسَّعْيِ بَعْدَهُ

২৪. পরিচ্ছেদ : হাজীদের জন্য তাওয়াফে কুদূম, অতঃপর সাঈ মুস্তাহাব

٢٨٦٧- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِىْ خَالِدٍ عَنْ وَبَرَةَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَيَصْلُحُ لِىْ أَنْ أَطُوْفَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ آتِىَ الْمَوْقِفَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ لاَ تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتّٰى تَأْتِىَ الْمَوْقِفَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَقَدْ حَجَّ

---

১. উভয় সাহাবীর বক্তব্যই যথাস্থানে সঠিক। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে শুধু হজ্জের ইহরাম বাঁধেন। পথিমধ্যে তিনি উপলব্ধি করেন, লোকদের মনে একটি ভুল ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, "হজ্জের মাসে উমরা পালন করা বৈধ নয়।" রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের এই ধারণার মূলোৎপাটনের জন্য পথিমধ্যে একই ইহরামে উমরা ও হজ্জ পালনের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি মক্কায় পৌঁছে নিজের হজ্জ ও উমরার জন্য এক তাওয়াফ (সাত চক্কর) ও এক সাঈ (সাফ-মারওয়ার মাঝে সাতবার দৌড়) যথেষ্ট মনে করেন। অতএব ইব্ন উমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যাত্রাকালীন সময়ের ইহরামের বর্ণনা দিয়েছেন। আর আনাস (রা) পথিমধ্যে তাঁর পরিবর্তিত কার্যক্রমের বর্ণনা দিয়েছেন। অতএব দুই সাহাবীর বক্তব্যের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। "আমরা বুঝি তখন শিশু ছিলাম" বলে আনাস (রা) বুঝাতে চেয়েছেন যে, তারা যা কিছু বলেন, দায়িত্বশীল হিসেবেই বলেন। (অনুবাদক)

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ اَنْ يَاْتِىَ الْمَوْقِفَ فَبِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَحَقُّ اَنْ تَاْخُذَ اَوْ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ اِنْ كُنْتَ صَادِقًا ـ

২৮৬৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... ওয়াবারা (র) বলেন, আমি ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তার নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল, আল-মাওকিফ (আরাফাত)–এ যাওয়ার পূর্বে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করা আমার জন্য সঠিক হবে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সে বলল, কিন্তু ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তুমি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করো না– যে পর্যন্ত না মাওকিফে আস! ইব্ন উমর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জ করেছেন এবং মাওকিফে যাওয়ার পূর্বেই বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেছেন। অতএব তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে বল, তোমার কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথামত আমল করা উচিত, না ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কথা মত?

٢٨٦٨ـ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ بَيَانٍ عَنْ وَبَرَةَ قَالَ سَاَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ اَطُوْفُ بِالْبَيْتِ وَقَدْ اَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ فَقَالَ وَمَا يَمْنَعُكَ قَالَ اِنِّىْ رَاَيْتُ ابْنَ فُلَانٍ يَكْرَهُهُ وَاَنْتَ اَحَبُّ اِلَيْنَا مِنْهُ رَاَيْنَاهُ قَدْ فَتَنَتْهُ الدُّنْيَا فَقَالَ وَاَيُّنَا اَوْ اَيُّكُمْ لَمْ تَفْتِنْهُ الدُّنْيَا ثُمَّ قَالَ رَاَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعٰى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَسُنَّةُ اللّٰهِ وَسُنَّةُ رَسُوْلِهِ ﷺ اَحَقُّ اَنْ تَتَّبِعَ مِنْ سُنَّةِ فُلَانٍ اِنْ كُنْتَ صَادِقًا ـ

২৮৬৮. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... ওয়াবারা (র) বলেন, এক ব্যক্তি ইব্ন উমর (রা)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করল, আমি কি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করব অথচ আমি হজ্জের ইহরাম বেঁধেছি? তিনি বললেন, কিসে তোমাকে বাধা দিচ্ছে? সে বলল, আমি অমুকের পুত্রকে দেখেছি, তিনি তা পসন্দ করেন না কিন্তু তার তুলনায় আপনি আমাদের অধিক প্রিয়। আমরা লক্ষ্য করছি যে, এই দুনিয়া তাকে প্রলুব্ধ করেছে। ইব্ন উমর (রা) বললেন, তোমাদের ও আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যাকে দুনিয়া প্রলুব্ধ করেনি? অতঃপর তিনি বললেন, আমরা দেখেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জের ইহরাম বেঁধেছেন এবং বায়তুল্লাহ তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করেছেন। অতএব তুমি সত্যবাদী হলে আল্লাহর হুকুম ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর সুন্নাত অমুকের সুন্নাতের তুলনায় অনুসরণের বেলায় অগ্রগণ্য।

٢٥ـ بَابُ بَيَانِ اَنَّ الْمُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ لَا يَتَحَلَّلُ بِالطَّوَافِ قَبْلَ السَّعْيِ وَاَنَّ الْمُحْرِمَ بِحَجٍّ لَا يَتَحَلَّلُ بِطَوَافِ الْقُدُوْمِ وَكَذٰلِكَ الْقَارِنُ

২৫. অনুচ্ছেদ : উমরার উদ্দেশ্যে ইহরামকারীর জন্য তাওয়াফের পরে সাঈর পূর্বে ইহরাম খোলা জায়েয নয়। হজ্জের উদ্দেশ্যে ইহরামকারীও তাওয়াফে কুদূমের পর ইহরাম খুলতে পারবে না। কিরান হজ্জকারীর হুকুমও অনুরূপ

٢٨٦٩ـ حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَاَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ بِعُمْرَةٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ اَيَاْتِى امْرَاَتَهُ فَقَالَ قَدِمَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلّٰى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ـ

২৮৬৯. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ..... আমর ইব্‌ন দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইব্‌ন উমর (রা)-এর নিকট এক লোক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, যে উমরা করার উদ্দেশ্যে আগমন করেছে, অতঃপর বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেছে কিন্তু সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করেনি– সে কি তার স্ত্রীর সাথে মিলতে পারে? ইব্‌ন উমর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় আগমন করে সাতবার বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেন, মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দু'রাক'আত সালাত আদায় করেন এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাতবার সাঈ করেন। আর তোমাদের জন্য অবশ্যই আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।

٢٨٧٠ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِىُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ ابْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ جَمِيْعًا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ـ

২৮৭০. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ও আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٢٨٧١ـ حَدَّثَنِىْ هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ رَجُلاً مِنْ اَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ لَهُ سَلْ لِىْ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ رَجُلٍ يُهِلُّ بِالْحَجِّ فَاِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أَيَحِلُّ اَمْ لاَ فَاِنْ قَالَ لَكَ لاَ يَحِلُّ فَقُلْ لَهُ اِنَّ رَجُلاً يَقُوْلُ ذٰلِكَ قَالَ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ لاَ يَحِلُّ مَنْ اَهَلَّ بِالْحَجِّ اِلاَّ بِالْحَجِّ قُلْتُ فَاِنَّ رَجُلاً كَانَ يَقُوْلُ ذٰلِكَ قَالَ بِئْسَ مَا قَالَ فَتَصَدَّانِىْ الرَّجُلُ فَسَاَلَنِىْ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ فَقُلْ لَهُ فَاِنَّ رَجُلاً كَانَ يُخْبِرُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ فَعَلَ ذٰلِكَ وَمَا شَأْنُ اَسْمَاءَ وَالزُّبَيْرِ قَدْ فَعَلاَ ذٰلِكَ قَالَ فَجِئْتُهُ فَذَكَرْتُ لَهُ ذٰلِكَ فَقَالَ مَنْ هٰذَا فَقُلْتُ لاَ اَدْرِىْ قَالَ فَمَا بَالُهُ لاَ يَأْتِيْنِىْ بِنَفْسِهِ يَسْاَلُنِىْ اَظُنُّهُ عِرَاقِيًّا قُلْتُ لاَ اَدْرِىْ قَالَ فَاِنَّهُ قَدْ كَذَبَ قَدْ حَجَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرَتْنِىْ عَائِشَةُ اَنَّ اَوَّلَ شَىْءٍ بَدَاَبِهِ حِيْنَ قَدِمَ مَكَّةَ اَنَّهُ تَوَضَّاَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَجَّ اَبُوْ بَكْرٍ فَكَانَ اَوَّلَ شَىْءٍ بَدَاَبِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ ثُمَّ عُمَرُ مِثْلُ ذٰلِكَ ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ فَرَأَيْتُهُ اَوَّلَ شَىْءٍ بَدَاَبِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ ثُمَّ مُعَاوِيَةُ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ اَبِىْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فَكَانَ اَوَّلَ شَىْءٍ بَدَاَبِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ ثُمَّ

رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارَ يَفْعَلُوْنَ ذٰلِكَ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ ثُمَّ اٰخِرُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذٰلِكَ ابْنُ عُمَرَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا بِعُمْرَةٍ وَهٰذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ أَفَلاَ يَسْأَلُوْنَهُ وَلاَ اَحَدٌ مِمَّنْ مَضٰى مَا كَانُوْا يَبْدَأُوْنَ بِشَيْءٍ حِيْنَ يَضَعُوْنَ اَقْدَامَهُمْ اَوَّلَ مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لاَ يَحِلُّوْنَ وَقَدْ رَأَيْتُ اُمِّيْ وَخَالَتِيْ حِيْنَ تَقْدَمَانِ لاَ تَبْدَأَنِ بِشَيْءٍ اَوَّلَ مِنَ الْبَيْتِ تَطُوْفَانِ بِهِ ثُمَّ لاَ تَحِلاَّنِ وَقَدْ اَخْبَرَتْنِيْ اُمِّيْ اَنَّهَا اَقْبَلَتْ هِيَ وَاُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ بِعُمْرَةٍ قَطُّ فَلَمَّا مَسَحُوْا الرُّكْنَ حَلُّوْا وَقَدْ كَذَبَ فِيْمَا ذَكَرَ مِنْ ذٰلِكَ ـ

২৮৭১. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী (র) ...... মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত যে, ইরাকের অধিবাসী এক ব্যক্তি তাকে বলল, আমার পক্ষ থেকে আপনি উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (র)-কে জিজ্ঞাসা করুন যে, এক ব্যক্তি হজ্জের ইহরাম বাঁধল, সে বায়তুল্লাহ তাওয়াফের পর ইহরাম খুলতে পারবে কিনা? তিনি যদি আপনাকে বলেন, সে ইহরাম খুলতে পারবে না– তবে তাকে বলুন এক ব্যক্তি বলেছে, সে ইহরাম খুলতে পারবে। রাবী বলেন, অতএব আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, যে ব্যক্তি হজ্জের ইহরাম বেঁধেছে, সে তা সমাধা না করা পর্যন্ত ইহরাম খুলতে পারবে না। আমি বললাম, কিন্তু এক ব্যক্তি তাই বলেছে। তিনি বললেন, সে যা বলছে তা দুঃখজনক।

ইরাকের লোকটি আমার সাথে পুনরায় সাক্ষাত করলে আমি তাকে উপরোক্ত কথা বললাম। সে বলল, আপনি তাকে বলুন, কিন্তু এক ব্যক্তি বলে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাই করেছেন এবং আসমা (রা) ও যুবায়র (রা) অনুরূপ করেছেন কেন? রাবী বলেন, আমি তার নিকট গিয়ে এই বিষয় তাকে জানাই। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, লোকটি কে? আমি বললাম, জানি না। তিনি বললেন, তার কি হয়েছে যে, সে নিজে আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করছে না? আমার মনে হয়, সে ইরাকী। আমি বললাম, জানি না। তিনি বললেন, সে মিথ্যা বলেছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হজ্জ সম্পর্কে আয়েশা (রা) আমাকে অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা শরীফে পৌঁছে সর্ব প্রথম যে কাজ করেছেন তা ছিল এই যে, তিনি উযূ করলেন, এরপর বায়তুল্লাহ -এর তাওয়াফ করলেন, অতঃপর আবূ বকর (রা) হজ্জ করেছেন। তিনি (মক্কায় পৌঁছে) সর্বপ্রথম বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ করেছেন এবং এরপর উমর (রা)-ও অনুরূপ করেছেন। অতঃপর উসমান (রা) হজ্জ করেছেন। আমি তাকে সর্বপ্রথম বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ করতে দেখেছি এবং এছাড়া অন্য কিছু করেননি। অতঃপর মু'আবিয়া (রা) ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা)-ও (অনুরূপ করেছেন)। এরপর আমি আমার পিতা যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রা)-এ সাথে হজ্জ করেছি। তিনিও সর্ব প্রথম বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ করেছেন। এছাড়া অন্য কিছু করেননি। অতঃপর আমি মুহাজির ও আনসারদের অনুরূপ করতে দেখেছি। এছাড়া তারা অন্য কিছু করেননি।

অতঃপর সর্বশেষে আমি যাকে অনুরূপ করতে দেখেছি, তিনি হচ্ছেন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা)। তিনি হজ্জকে উমরা দ্বারা ভঙ্গ করেননি। আর সেই ইব্‌ন উমর (রা) তো তাদের মধ্যে বর্তমান আছে। তারা কেন তাকে জিজ্ঞাসা করছে না?

এভাবে যত লোক অতীত হয়েছে, তারা মক্কা শরীফে পা রেখেই সর্বপ্রথম বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ করতেন। অতঃপর তারা ইহরাম খুলতেন না। আর আমি, আমার মা [আসমা বিনত আবূ বকর (রা)] ও আমার খালা [আয়েশা (রা)]-কেও দেখেছি যে, তারা মক্কায় পৌঁছে প্রথমেই বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ করেছেন। এরপর ইহরাম খুলেননি। আমার মা (আসমা) আমাকে অবহিত করেছেন যে, তিনি তার বোন (আয়েশা), যুবায়র (রা) এবং অমুক অমুক শুধু উমরার ইহরাম বেঁধে মক্কায় এসেছেন এবং তারা (তাওয়াফ ও সাঈর পরে) রুকন (হাজারে আসওয়াদ) চুম্বন করার পর ইহরাম খুলেছেন। এই ব্যক্তি (ইরাকী) এ ব্যাপারে যা বলেছে, মিথ্যা বলেছে।

٢٨٧٢- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِىْ مَنْصُوْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ خَرَجْنَا مُحْرِمِيْنَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيَقُمْ عَلٰى اِحْرَامِهٖ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيَحْلِلْ فَلَمْ يَكُنْ مَعِىْ هَدْىٌ فَحَلَلْتُ وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْىٌ فَلَمْ يَحْلِلْ قَالَتْ فَلَبِسْتُ ثِيَابِىْ ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَلَسْتُ اِلَى الزُّبَيْرِ فَقَالَ قُوْمِىْ عَنِّىْ فَقُلْتُ اَتَخْشٰى اَنْ اَثِبَ عَلَيْكَ ـ

২৮৭২. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ..... ইব্‌ন জুরায়জ মানসূর ইব্‌ন 'আবদুর রহমান হতে, তিনি তার মা সাফিয়্যা ইব্‌ন শায়েবা হতে এবং তিনি আসমা বিনত আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমরা ইহরাম বেঁধে রওনা হলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যার সাথে কুরবানীর পশু রয়েছে, সে যেন ইহরাম অবস্থায় থাকে। আর যার সাথে কুরবানীর পশু নেই, সে যেন ইহরাম খুলে ফেলে। আমার সাথে কুরবানীর পশু ছিল না, তাই আমি ইহরাম খুলে ফেললাম। কিন্তু (আমার স্বামী) যুবায়র (রা)-এর সাথে কুরবানীর পশু ছিল, তাই তিনি ইহরাম খোলেননি। আসমা (রা) বলেন, আমি আমার স্বাভাবিক পোশাক পরিধান করলাম। তারপর বের হয়ে গিয়ে যুবায়র (রা)-এর পাশে বসলাম। তিনি বললেন, আমার নিকট থেকে উঠে যাও। আমি বললাম, তুমি কি আশংকা করছ যে, আমি তোমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব?

٢٨٧٣- وَحَدَّثَنِىْ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ هِشَامٍ الْمُغِيْرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُوْمِىُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اُمِّهٖ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ قَدِمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُهِلِّيْنَ بِالْحَجِّ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ جُرَيْجٍ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَقَالَ اسْتَرْخِىْ عَنِّىْ اسْتَرْخِىْ عَنِّىْ فَقُلْتُ اَتَخْشٰى اَنْ اَثِبَ عَلَيْكَ ـ

২৮৭৩. আব্বাস ইব্‌ন আবদুল আযীম আম্বারী (র) ..... উহায়ব মানসূর ইব্‌ন আবদুর রহমান হতে, তিনি নিজ মাতা হতে এবং তিনি আসমা বিনত আবূ বকর (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে হজ্জের ইহরাম বেঁধে (মক্কায়) পৌঁছলাম। অবশিষ্ট বর্ণনা ইব্‌ন জুরায়জের হাদীসের অনুরূপ। তবে এই বর্ণনায় আছে, যুবায়র (রা) বললেন, "তুমি আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাও, দূরে সরে যাও।" আমি (আসমা) বললাম, "তুমি কি আশংকা করছ যে, আমি তোমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব?"

٢٨٧٤- وَحَدَّثَنِيْ هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدِ الْاَيْلِيُّ وَاَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرٌو عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ مَوْلٰى اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ حَدَّثَهٗ اَنَّهٗ كَانَ يَسْمَعُ اَسْمَاءَ كُلَّمَا مَرَّتْ بِالْحَجُوْنِ تَقُوْلُ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وسَلَّمَ لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهٗ هٰهُنَا وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافُ الْحَقَائِبِ قَلِيْلٌ ظَهْرُنَا قَلِيْلَةٌ اَزْوَادُنَا فَاعْتَمَرْتُ اَنَا وَاُخْتِىْ عَائِشَةُ وَالزُّبَيْرُ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ اَحْلَلْنَا ثُمَّ اَهْلَلْنَا مِنَ الْعَشِيِّ بِالْحَجِّ قَالَ هٰرُوْنُ فِىْ رِوَايَتِهٖ اَنَّ مَوْلٰى اَسْمَاءَ وَلَمْ يُسَمِّ عَبْدَ اللّٰهِ -

২৮৭৪. হারুন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী ও আহমদ ইব্‌ন ঈসা (র) ..... আসমা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। আসমা (রা) যখনই আল-হাজুন (হারাম শরীফের সীমার মধ্যে মক্কার উচ্চভূমিতে একটি পাহাড়) অতিক্রম করতেন, তখনই তিনি তাকে বলতে শুনতেন, সাল্লাল্লাহু আলা রাসূলিহী (আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ-কে অনুগ্রহ করুন)। আমরা তাঁর সঙ্গে এখানে অবতরণ করেছিলাম, আমাদের বোঝা ছিল কম, বাহনের সংখ্যা অত্যল্প এবং রসদও ছিল সামান্য। আমি, আমার বোন আয়েশা (রা), যুবায়র (রা) এবং আরও অমুক অমুক উমরা পালন করেছিলাম। আমরা বায়তুল্লাহ স্পর্শ করার পর ইহরাম খুলে ফেললাম। এরপর তৃতীয় বিকালে হজ্জের ইহরাম বাঁধলাম। রাবী হারুন তার রিওয়ায়াতে বলেছেন, "আসমা (রা)-এর মুক্ত দাস", তিনি 'আবদুল্লাহ' নাম উল্লেখ করেননি।

٢٨٧٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُسْلِمٍ الْقُرِّيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَرَخَّصَ فِيْهَا وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهٰى عَنْهَا فَقَالَ هٰذِهٖ اُمُّ ابْنِ الزُّبَيْرِ تُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَخَّصَ فِيْهَا فَادْخُلُوْا عَلَيْهَا فَاسْأَلُوْهَا قَالَ فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا فَاِذَا امْرَاَةٌ ضَخْمَةٌ عَمْيَاءُ فَقَالَتْ قَدْ رَخَّصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْهَا -

২৮৭৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) ..... মুসলিম কুররী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট তামাত্তু হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি তার অনুমতি দিলেন কিন্তু ইব্‌ন যুবায়র তা নিষেধ করতেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, এই তো ইবন যুবায়র (রা)-এর মা, তিনি বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এটা করার অনুমতি দিয়েছেন। তোমরা তার কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা কর। রাবী বলেন, আমরা তার কাছে গেলাম, তিনি ছিলেন স্থূলদেহী এবং তার দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়েছিল। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তামাত্তু হজ্জের অনুমতি দিয়েছেন।

٢٨٧٦- وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ح وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ جَمِيْعًا عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ فَاَمَّا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَفِىْ حَدِيْثِهٖ الْمُتْعَةُ وَلَمْ يَقُلْ مُتْعَةُ الْحَجِّ وَاَمَّا ابْنُ جَعْفَرٍ فَقَالَ قَالَ شُعْبَةُ قَالَ مُسْلِمٌ لاَ اَدْرِىْ مُتْعَةُ الْحَجِّ اَوْ مُتْعَةُ النِّسَاءِ -

২৮৭৬. ইব্‌ন মুসান্না 'আবদুর রহমান থেকে এবং ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা'ফর থেকে আর তারা উভয়ে ..... শু'বা (র) থেকে এই সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবদুর রহমানের বর্ণনায় 'আল-মুত'আ' উল্লেখ আছে– 'মুত'আতুল–হাজ্জ' নয় এবং ইব্‌ন জা'ফর (র)-এর বর্ণনায় শু'বা (র) বলেন, মুসলিম কুররী (র) বলেছেন, তামাত্তু হজ্জ না মুত'আ বিবাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে, তা আমি জানি না।

٢٨٧٧- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ الْقُرِّىُّ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اَهَلَّ النَّبِىُّ ﷺ بِعُمْرَةٍ وَاَهَلَّ اَصْحَابُهُ بِحَجٍّ فَلَمْ يَحِلَّ النَّبِىُّ ﷺ وَلاَ مَنْ سَاقَ الْهَدْىَ مِنْ اَصْحَابِهِ وَحَلَّ بَقِيَّتُهُمْ فَكَانَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ فِيْمَنْ سَاقَ الْهَدْىَ فَلَمْ يَحِلَّ -

২৮৭৭. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মু'আয (র) ..... মুসলিম কুররী (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, নবী ﷺ উমরার ইহরাম বাঁধলেন এবং তাঁর সাহাবীগণ হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন। নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবীদের মধ্যে যাদের সাথে কুরবানীর পশু ছিল, তারা ইহরাম খোলেননি। অন্যরা (তাওয়াফ ও সাঈর পর) ইহরামমুক্ত হয়ে গেলেন। যারা সাথে কুরবানীর পশু এনেছিলেন, তালহা (রা) তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অতএব তিনিও ইহরাম খোলেননি।

٢٨٧٨- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ وَكَانَ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْىُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَرَجُلٌ اٰخَرُ فَاَحَلاَّ -

২৮৭৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ..... শু'বা (র) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। তবে তার বর্ণনায় হাদীসের শেষাংশ এইরূপ : "যাদের সাথে কুরবানীর পশু ছিল না, তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ (রা) এবং আরও এক ব্যক্তি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অতএব তারা উভয়ে ইহরাম খুলে ফেলেন।"

٢٦- بَابُ جَوَازِ الْعُمْرَةِ فِىْ اَشْهُرِ الْحَجِّ

২৬. পরিচ্ছেদ : হজ্জের মাসসমূহে উমরা পালন করা জায়েয

٢٨٧٩- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانُوْا يَرَوْنَ اَنَّ الْعُمْرَةَ فِىْ اَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ اَفْجَرِ الْفُجُوْرِ فِى الْاَرْضِ وَيَجْعَلُوْنَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا وَيَقُوْلُوْنَ اِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ وَعَفَا الْاَثَرْ وَانْسَلَخَ صَفَرْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ فَقَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ وَاَصْحَابُهُ صَبِيْحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّيْنَ بِالْحَجِّ فَاَمَرَهُمْ اَنْ يَجْعَلُوْهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذٰلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْحِلِّ قَالَ الْحِلُّ كُلُّهُ -

২৮৭৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জাহিলী যুগে লোকেরা হজ্জের মাসসমূহে উমরা পালন করাকে পৃথিবীর বুকে সর্বাপেক্ষা বড় অপরাধ মনে করত এবং মুহাররম মাসকে

'সফর' মাস হিসেবে গণনা করত। তারা বলত, যখন উটের পিঠ ভালো হয়ে যাবে, হাজীদের পদচিহ্ন লুপ্ত হয়ে যাবে এবং সফর মাস অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন যে ব্যক্তি উমরা করতে চায়, তার জন্য তা করা জায়েয হবে। নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ হজ্জের ইহরাম বেঁধে যিলহজ্জের চার তারিখে মক্কায় পৌঁছলে তিনি তাদের হজ্জের ইহরামকে উমরার ইহরামে পরিণত করার নির্দেশ দেন। কিন্তু এই নির্দেশ তাদের কাছে গুরুতর কাজ বলে মনে হ'ল। অতএব তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কি রকমের হালাল হব? তিনি বললেন, সব রকমের হালাল।

٢٨٨٠- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اَهَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْحَجِّ فَقَدِمَ لاَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ فَصَلَّى الصُّبْحَ وَقَالَ لَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ مَنْ شَاءَ اَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً ـ

২৮৮০. নাসর ইব্‌ন আলী জাহযামী (র) ..... আবুল আলিয়া আল-বাররা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন। তিনি যিলহজ্জ মাসের ৪ তারিখের পর (মক্কা) পৌঁছলেন এবং ফজরের সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষে তিনি বললেন : যে ব্যক্তি এই ইহরামকে উমরার ইহরামে পরিণত করতে চায়, সে তা করতে পারে।

٢٨٨١- وَحَدَّثَنَاهُ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ دِيْنَارٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الْمُبَارَكِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ شِهَابٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ فِىْ هٰذَا الاِسْنَادِ اَمَّا رَوْحٌ وَيَحْيَى بْنُ كَثِيْرٍ فَقَالاَ كَمَا قَالَ نَصْرٌ اَهَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْحَجِّ وَاَمَّا اَبُوْ شِهَابٍ فَفِىْ رِوَايَتِهِ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نُهِلُّ بِالْحَجِّ وَفِىْ حَدِيْثِهِمْ جَمِيْعًا فَصَلَّى الصُّبْحَ بِالْبَطْحَاءِ خَلاَ الْجَهْضَمِيَّ فَاِنَّهُ لَمْ يَقُلْهُ ـ

২৮৮১. ইবরাহীম ইব্‌ন দীনার, রাওহ্ থেকে, আবূ দাঊদ মুবারকী আবূ শিহাব থেকে ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন কাসীর থেকে এবং তারা সকলে শু'বা (র) থেকে। এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। রাওহ্ ও ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন কাসীর (র)-এর বর্ণনায় নাসর (র)-এর অনুরূপ কথা আছে : "রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন।" আবূ শিহাব (র)-এর বর্ণনায় আছে : "আমরা হজ্জের ইহরাম বেঁধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে রওনা হলাম।" তাদের সকলের বর্ণনায় আছে : "রাসূলুল্লাহ ﷺ আল-বাতহা নামক স্থানে ফজরের সালাত আদায় করলেন।" কিন্তু আল-জাহযামী (র)-এর বর্ণনায় এ কথার উল্লেখ নাই।

٢٨٨٢- وَحَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّدُوْسِىُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ اَخْبَرَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ وَاَصْحَابُهُ لاَرْبَعٍ خَلَوْنَ مِنَ الْعَشْرِ وَهُمْ يُلَبُّوْنَ بِالْحَجِّ فَاَمَرَهُمْ اَنْ يَجْعَلُوْهَا عُمْرَةً ـ

২৮৮২. হারুন ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ হজ্জের ইহরাম বেঁধে (যিলহজ্জ মাসের প্রথম) দশ দিনের চার দিন অতিবাহিত হওয়ার পর মক্কায় উপনীত হন। তিনি তাদের নির্দেশ দিলেন, তারা যেন এই ইহরামকে উমরার ইহরামে পরিণত করে।

٢٨٨٣- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصُّبْحَ بِذِي طُوًى وَقَدِمَ لأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُحَوِّلُوا إِحْرَامَهُمْ بِعُمْرَةٍ إِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْىُ -

২৮৮৩. আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যি-তুওয়া নামক স্থানে ফজরের সালাত আদায় করলেন। যিলহজ্জ মাসের চার দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর (মক্কায়) পৌঁছলেন এবং তাঁর সাহাবীদের নির্দেশ দিলেন, তারা যেন নিজেদের ইহরামকে উমরায় পরিণত করে– কিন্তু যার সাথে কুরবানীর পশু আছে, সে ব্যতীত।

٢٨٨٤- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هٰذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ الْهَدْىُ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ فَإِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

২৮৮৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না, ইব্‌ন বাশ্‌শার ও উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মু'আয (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এই সেই উমরা যা থেকে আমরা লাভবান হয়েছি। অতএব যার সাথে কুরবানীর পশু নেই – সে যেন সম্পূর্ণরূপে ইহরাম খুলে ফেলে। কেননা উমরাকে কিয়ামত পর্যন্ত হজ্জের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

٢٨٨٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةَ الضُّبَعِيَّ قَالَ تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِي نَاسٌ عَنْ ذٰلِكَ فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَأَمَرَنِي بِهَا قَالَ ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى الْبَيْتِ فَنِمْتُ فَأَتَانِي آتٍ فِي مَنَامِي فَقَالَ عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ وَحَجٌّ مَبْرُورٌ قَالَ فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي رَأَيْتُ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ -

২৮৮৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ..... আবূ যামরা যুবাঈ' (র) বলেন, আমি তামাত্তু হজ্জ করলাম। কতিপয় লোক আমাকে তা করতে নিষেধ করল। আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাকে তা করার নির্দেশ দিলেন। এরপর আমি বায়তুল্লাহ শরীফে আসলাম এবং ঘুমালাম। স্বপ্নে আমার কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, উমরাও কবূল হয়েছে এবং হজ্জও কবূল

হয়েছে। আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে এ স্বপ্নের কথা বললাম। তিনি বললেন, আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর! এতো আবুল কাসিম ﷺ -এর সুন্নাত।

٢٧- بَابُ اِشْعَارِ الْبُدْنِ وَتَقْلِيْدِهِ عِنْدَ الْاِحْرَامِ

২৭. পরিচ্ছেদ : ইহরাম বাঁধার সময় কুরবানীর পশুর কুঁজের কিছু অংশ ফেঁড়ে দেওয়া এবং গলায় মালা পরানো

٢٨٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ اَبِىْ عَدِيٍّ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الظُّهْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَاَشْعَرَهَا فِىْ صَفْحَةِ سَنَامِهَا الْاَيْمَنِ وَسَلَتَ الدَّمَ وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ اَهَلَّ بِالْحَجِّ -

২৮৮৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ..... শু'বা কাতাদা থেকে, তিনি আবূ হাসসান থেকে এবং তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে যোহরের সালাত আদায় করলেন। তারপর নিজের (কুরবানীর) উষ্ট্রী নিয়ে আসতে বললেন এবং কুঁজের ডানদিক দিয়ে ফেঁড়ে দিলেন। ফলে রক্ত প্রবাহিত হ'ল। অতঃপর তিনি সেটির গলায় দু'টি পাদুকার মালা পরিয়ে দিলেন। এরপর নিজের বাহনে আরোহণ করলেন। তারপর তা যখন তাঁকে নিয়ে আল-বায়দায় পৌঁছল, তখন তিনি হজ্জের তালবিয়া পাঠ করলেন।

٢٨٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ فِىْ هٰذَا الْاِسْنَادِ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ شُعْبَةَ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا اَتٰى ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلَمْ يَقُلْ صَلّٰى بِهَا الظُّهْرَ -

২৮৮৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ..... কাতাদা (র) থেকে এই সূত্রে শু'বা (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে, অবশ্য তিনি এখানে বলেছেন, "যখন নবী ﷺ যুল-হুলায়ফা এলেন"- তবে "যোহরের সালাত আদায় করেছেন" এ কথা উল্লেখ করেননি।

٢٨- بَابٌ

২৮. পরিচ্ছেদ

٢٨٨٨- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حَسَّانَ الْاَعْرَجَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى الْهُجَيْمِ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا هٰذِهِ الْفُتْيَا الَّتِىْ قَدْ تَشَغَّفَتْ اَوْ تَشَغَّبَتْ بِالنَّاسِ اَنَّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ فَقَالَ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ وَاِنْ رَغِمْتُمْ -

২৮৮৮. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) ..... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ হাস্সান আ'রাজ (রা)-কে বলতে শুনেছি, আল হুযায়ম গোত্রের এক ব্যক্তি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলল, আপনি এ কি ফতওয়া দিচ্ছেন যা নিয়ে লোকেরা জটিলতায় পড়েছে? (তা এই) যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ করবে, সে হালাল হয়ে যাবে। ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, এটা তোমাদের নবী ﷺ-এর সুন্নাত, তা তোমাদের মনঃপুত হোক বা না হোক।

٢٨٨٩- وَحَدَّثَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيٰى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْ حَسَّانَ قَالَ قِيْلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ اِنَّ هٰذَا الاَمْرَ قَدْ تَفَشَّغَ بِالنَّاسِ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ ، الطَّوَافُ عُمْرَةٌ فَقَالَ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ وَاِنْ رَغِمْتُمْ -

২৮৮৯. আহমদ ইব্ন সাঈদ দারিমী (র) ..... আবূ হাস্সান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলা হ'ল, এই ব্যাপারটি লোকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে, যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ-র তাওয়াফ করে, সে হালাল হয়ে যায় এবং তার ইহরাম উমরায় পরিণত হয় (যদিও হজ্জের ইহরাম হয়ে থাকে)। ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, এটা তোমাদের নবী ﷺ-এর সুন্নাত যদিও তোমাদের নাক ধূলি মলিন হয়।

٢٨٩٠- وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ لاَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ حَاجٌّ وَلاَ غَيْرُ حَاجٍّ اِلاَّ حَلَّ قُلْتُ لِعَطَاءٍ مِنْ اَيْنَ يَقُوْلُ ذٰلِكَ قَالَ مِنْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى « ثُمَّ مَحِلُّهَا اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ » قَالَ قُلْتُ فَاِنَّ ذٰلِكَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ فَقَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ هُوَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ وَقَبْلَهُ وَكَانَ يَأْخُذُ ذٰلِكَ مِنْ اَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ اَمَرَهُمْ اَنْ يَحِلُّوْا فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ -

২৮৯০. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) .....ইব্ন জুরায়জ আতা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে. তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বলতেন, যে ব্যক্তি (মক্কায় পৌঁছে) বায়তুল্লাহ -এর তাওয়াফ করল, সে ইহরামমুক্ত হয়ে গেল– চাই সে হজ্জ পালনকারী হোক অথবা অন্য কিছু (উমরা) পালনকারী। আমি (ইব্ন জুরায়জ) আতাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কিসের ভিত্তিতে একথা বলেন? তিনি বললেন, আল্লাহর কালামের ভিত্তিতে : "অতঃপর এগুলোর কুরবানীর স্থান মর্যাদাবান ঘরের নিকট" (সূরা হজ্জ : ৩৩)। আমি বললাম, তা তো আরাফাত থেকে ফেরার পর। তিনি বললেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বলতেন, (কুরবানীর স্থান সম্মানিত ঘরের নিকট) তা আরাফাতে উকূফের পর হোক অথবা পূর্বে। তিনি নবী ﷺ -এর কার্যক্রম থেকে প্রমাণ গ্রহণ করেছেন। নবী ﷺ স্বয়ং বিদায় হজ্জের সময় ইহরাম খোলার নির্দেশ দেন।

٢٩- بَابُ جَوَازِ تَقْصِيْرِ الْمُعْتَمِرِ مِنْ شَعْرِهِ وَاَنَّهُ لاَ يَجِبُ حَلْقُهُ وَاَنَّهُ يُسْتَحَبُّ كَوْنُ حَلْقِهِ اَوْ تَقْصِيْرِهِ عِنْدَ الْمَرْوَةِ

২৯. পরিচ্ছেদ : উমরা পালনকারীর জন্য মাথার চুল খাটো করা জায়েয, মাথা মুড়ানো ওয়াজিব নয়। মারওয়া পর্বতের নিকট মাথা মুন্ডান বা চুল খাটো করা মুস্তাহাব

٢٨٩١- وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاءُوْسٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ لِىْ مُعَاوِيَةُ أَعَلِمْتَ اَنِّىْ قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ النَّبِىِّ ﷺ عِنْدَ الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ فَقُلْتُ لَهُ لاَ اَعْلَمُ هٰذِهِ اِلاَّ حُجَّةً عَلَيْكَ -

২৮৯১. আমরুন-নাকিদ (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, মু'আবিয়া (রা) আমাকে বললেন, তুমি কি জান আমি কাঁচি দিয়ে মারওয়া পাহাড়ের নিকট রাসূল ﷺ-এর মাথার চুল ছেঁটে দিয়েছি? আমি তাঁকে বললাম, এটা আপনার বিরুদ্ধে দলীল।

٢٨٩٢- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِىْ الْحَسَنُ ابْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ اَبِىْ سُفْيَانَ اَخْبَرَهُ قَالَ قَصَّرْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِشْقَصٍ وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ اَوْ رَأَيْتُهُ يُقَصِّرُ عَنْهُ بِمِشْقَصٍ وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ -

২৮৯২. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফয়ান (রা) তাকে অবহিত করে বলেছেন, আমি মারওয়া পাহাড়ে একটি কাঁচির সাহায্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথার চুল ছেঁটে দিয়েছি। অথবা আমি (অধঃস্তন রাবীর সন্দেহ) মারওয়া পাহাড়ের উপর কাঁচির সাহায্যে তাঁর মাথার চুল ছাঁটতে দেখেছি।

٣٠- بَابُ جَوَازِ التَّمَتُّعِ فِى الْحَجِّ وَالْقِرَانِ

৩০. পরিচ্ছেদ : হজ্জে তামাত্তু ও কিরান উভয়ই জায়েয

٢٨٩٣- حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ اَمَرَنَا اَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً اِلاَّ مَنْ سَاقَ الْهَدْىَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَرُحْنَا اِلٰى مِنًى اَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ

২৮৯৩. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উমর কাওয়ারীরি (র) ..... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উচ্চস্বরে হজ্জের তালবিয়া পাঠ করতে করতে রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে রওনা হলাম। আমরা মক্কায় পৌঁছলে তিনি আমাদের তা উমরায় পরিণত করার নির্দেশ দিলেন। তারবিয়ার দিন এলে আমরা হজ্জের ইহরাম বেঁধে মিনার দিকে রওনা হলাম।

٢٨٩٤- وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالاَ قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا ـ

২৮৯৪. হাজ্জাজ ইব্‌ন শায়ির (র) ..... জাবির (রা) ও আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, আমরা উচ্চস্বরে হজ্জের তালবিয়া পাঠ করতে করতে রাসূল ﷺ-এর সাথে মক্কায় উপনীত হলাম।

٢٨٩٥- حَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ فَقَالَ جَابِرٌ فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا ـ

২৮৯৫. হামিদ ইব্‌ন উমর বাকরাবী (র) .....আবূ নাদরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) -এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, (তামাত্তু হজ্জ ও মুত'আ বিবাহ) সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস ও ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর মধ্যে মতবিরোধ চলছে। জাবির (রা) বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে তা করেছি। এরপর উমর (রা) আমাদের তা করতে নিষেধ করেন। অতএব আমরা আর কখনও তা করিনি।

٢٨٩٦- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ مَرْوَانَ الأَصْفَرِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَلِيًّا قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِمَ أَهْلَلْتَ فَقَالَ أَهْلَلْتُ بِإِهْلاَلِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ لاَ أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ ـ

২৮৯৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আলী (রা) ইয়েমেন থেকে আগমন করলে নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কিসের ইহরাম বেঁধেছ? তিনি বললেন, আমি নবী ﷺ-এর অনুরূপ উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধেছি। নবী ﷺ বললেন, আমার সাথে কুরবানীর পশু না থাকলে আমি (উমরা করার পর) ইহরাম খুলে ফেলতাম।

٢٨٩٧- وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالاَ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ بَهْزٍ لَحَلَلْتُ ـ

২৮৯৭. হাজ্জাজ ইব্‌ন শায়ির ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন হাশিম (র) ..... সালীম ইব্‌ন হাইয়্যান (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٢٨٩٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ ابْنِ صُهَيْبٍ وَحُمَيْدٍ أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَنَسًا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا ـ

২৮৯৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এভাবে হজ্জ ও উমরা উভয়ের তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি : "লাব্বাইকা উমরারাতান ও হাজ্জান, লাব্বাইকা উমরাতান ওয়া হাজ্জান।"

٢٨٩٩- وَحَدَّثَنِيْهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ اِسْحَاقَ وَحُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ قَالَ يَحْيٰى سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا وَقَالَ حُمَيْدٌ وَقَالَ اَنَسٌ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجٍّ -

২৮৯৯. আলী ইব্ন হুজর (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : আমি উমরা ও হজ্জ উভয়ের ইহরাম বাঁধছি।

٢٩٠٠- وَحَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ سَعِيْدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ حَنْظَلَةَ الاَسْلَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجًّا اَوْ مُعْتَمِرًا اَوْ لَيَثْنِيَنَّهُمَا -

২৯০০. সাঈদ ইব্ন মানসূর, আমরুন—নাকিদ ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! মরিয়ম পুত্র ঈসা (আ) নিশ্চিত রাওহা উপত্যকায় হজ্জ অথবা উমরা অথবা উভয়ের তালবিয়া পাঠ করবেন।

٢٩٠١- حَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ -

২৯০১. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... ইবনে শিহাব (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, "সেই সত্তার শপথ! যাঁর হাতে মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রাণ।"

٢٩٠٢- وَحَدَّثَنِيْهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ الاَسْلَمِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ بِمِثْلِ حَدِيْثِهِمَا -

২৯০২. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সেই সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ ..... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٣١- بَابُ بَيَانِ عَدَدِ عُمَرِ النَّبِيِّ ﷺ وَزَمَانِهِنَّ

৩১. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর উমরার সংখ্যা ও সময়

٢٩٠٣- وَحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسًا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ إِلاَّ الَّتِيْ مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَةً مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ أَوْزَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مِنْ جِعْرَانَةَ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ -

২৯০৩. হাদ্দাব ইব্‌ন খালিদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ চারবার উমরা করেছেন এবং হজ্জের সাথের উমরা ব্যতীত সকল উমরাই যুল-কা'দায় করেন : (১) হুদায়বিয়া থেকে বা হুদায়বিয়ার সময়ের উমরা যুল-কা'দা মাসে, (২) পরবর্তী বছরের উমরা যুল-ক'াদা মাসে, (৩) যি'রানা থেকে কৃত উমরা, যেখানে হুনায়নের গনীমতের সম্পদ বন্টন করা হয়েছিল, সে উমরা যুল-কা'দা মাসে এবং (৪) আর একটি উমরা যা হজ্জের সাথে করেন।

٢٩٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هُمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا كَمْ حَجَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ حَجَّةً وَاحِدَةً وَاعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ هَدَّابٍ -

২৯০৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ..... কাতাদা (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কতবার হজ্জ করেছেন? তিনি বললেন, একবার এবং উমরা করেছেন চারবার। ....অবশিষ্ট বর্ণনা হাদ্দাবের হাদীসের অনুরূপ।

٢٩٠٥- وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ قَالَ سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ كَمْ غَزَوْتَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَبْعَ عَشْرَةَ قَالَ وَحَدَّثَنِيْ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ غَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ وَأَنَّهُ حَجَّ بَعْدَمَا هَاجَرَ حَجَّةً وَاحِدَةً حَجَّةَ الْوَدَاعِ قَالَ أَبُوْ إِسْحَاقَ وَبِمَكَّةَ أُخْرٰى -

২৯০৫. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ..... আবূ ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে থেকে কতবার যুদ্ধ করেছেন? তিনি বললেন, সতেরবার। রাবী বলেন, যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) আমাকে আরও বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উনিশবার যুদ্ধ করেছেন এবং তিনি হিজরত করার পর একবার হজ্জ করেছেন, তা হ'ল বিদায় হজ্জ। আবূ ইসহাক আরও বলেন, তিনি মক্কায় থাকাকালে অন্য হজ্জ করেছেন।

٢٩٠٦- وَحَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِىُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يُخْبِرُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ كُنْتُ اَنَا وَابْنُ عُمَرَ مُسْتَنِدَيْنِ اِلٰى حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَاِنَّا لَنَسْمَعُ ضَرْبَهَا بِالسِّوَاكِ تَسْتَنُّ قَالَ فَقُلْتُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اعْتَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ رَجَبٍ قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ اَىْ اُمَّتَاهُ اَلاَ تَسْمَعِيْنَ مَا يَقُوْلُ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَتْ وَمَا يَقُوْلُ قُلْتُ يَقُوْلُ اعْتَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ رَجَبٍ فَقَالَتْ يَغْفِرُ اللّٰهُ لاَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لَعَمْرِىْ مَا اعْتَمَرَ فِىْ رَجَبٍ وَمَا اعْتَمَرَ مِنْ عُمْرَةٍ اِلاَّ وَاِنَّهُ لَمَعَهُ قَالَ وَابْنُ عُمَرَ يَسْمَعُ فَمَا قَالَ لاَ وَلاَ نَعَمْ سَكَتَ ـ

২৯০৬. হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) ..... উরওয়া ইব্ন যুবায়র (র) বলেন, আমি ও ইব্ন উমর (রা) আয়েশা (রা) -এর হুজরার দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসা ছিলাম। তখন আমরা মিসওয়াক দিয়ে তার দাঁত মাজার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আবূ আবদুর রহমান (ইব্ন উমর)! নবী ﷺ কি রজব মাসে উমরা করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি (উরওয়া) বললাম, হে আম্মা, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আবূ আবদুর রহমান কি বলছেন? তিনি বললেন, সে কি বলছে? আমি বললাম, তিনি বলছেন, নবী ﷺ রজব মাসে উমরা করেছেন। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা আবূ আবদুর রহমানকে ক্ষমা করুন। আমার জীবনের শপথ, তিনি রজব মাসে কখনও উমরা করেননি। আর তিনি যখনই উমরা করেছেন, অবশ্যই আবূ আবদুর রহমান তাঁর সঙ্গে ছিল। রাবী বলেন, ইব্ন উমর (রা) কথাগুলো শুনছিলেন, কিন্তু তিনি হ্যাঁ–ও বলেননি এবং না–ও বলেননি; বরং নীরব ছিলেন।

٢٩٠٧- وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ فَاِذَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسٌ اِلٰى حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ الضُّحٰى فِى الْمَسْجِدِ فَسَاَلْنَاهُ عَنْ صَلاَتِهِمْ فَقَالَ بِدْعَةٌ فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ كَمْ اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَرْبَعَ عُمَرٍ اِحْدَاهُنَّ فِىْ رَجَبٍ فَكَرِهْنَا اَنْ نُكَذِّبَهُ وَنَرُدَّ عَلَيْهِ وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ فِى الْحُجْرَةِ فَقَالَ عُرْوَةُ اَلاَ تَسْمَعِيْنَ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اِلٰى مَا يَقُوْلُ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَقَالَتْ وَمَا يَقُوْلُ قَالَ يَقُوْلُ اعْتَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ اَرْبَعَ عُمَرٍ اِحْدَاهُنَّ فِىْ رَجَبٍ فَقَالَتْ يَرْحَمُ اللّٰهُ اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَا اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ وَهُوَ مَعَهُ وَمَا اعْتَمَرَ فِىْ رَجَبٍ قَطُّ ـ

২৯০৭. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ..... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও উরওয়া ইব্ন যুবায়র মসজিদে প্রবেশ করলাম। তখন আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) আয়েশা (রা)-এর হুজরার দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসা ছিলেন এবং লোকেরা মসজিদে চাশতের সালাত আদায় করছিল। আমরা এদের সালাত সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তা বিদ'আত। তখন তাকে উরওয়া বললেন, হে আবূ আবদুর রহমান! রাসূলুল্লাহ ﷺ কতবার উমরা করেছেন? তিনি বললেন, চারটি উমরা, এর একটি রজব মাসে। আমরা তার কথা অসত্য মনে করা ও তা রদ করা অপসন্দ করলাম। আমরা হুজরা থেকে আয়েশা (রা)-এর মিসওয়াক করার শব্দ শুনতে পেলাম।

উরওয়া বললেন, হে উম্মুল মুমিনীন! আবূ আবদুর রহমান কি বলেছেন তাকি আপনি শুনছেন না? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সে কি বলে? উরওয়া বললেন, তিনি বলেন, নবী ﷺ চারবার উমরা করেছেন, এর একটি ছিল রজব মাসে। আয়েশা (রা) বললেন, আল্লাহ তা'আলা আবূ আবদুর রহমানকে রহম করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখনই উমরা করেছেন, সে তার সাথেই ছিল। তিনি কখনও রজব মাসে উমরা করেননি।

٣٢- بَابُ فَضْلِ الْعُمْرَةِ فِىْ رَمَضَانَ

৩২. পরিচ্ছেদ : রমযান মাসের উমরার ফযীলত

٢٩٠٨- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُوْنٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُنَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاِمْرَأَةٍ مِنَ الاَنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيْتُ اِسْمَهَا مَا مَنَعَكِ اَنْ تَحُجِّىْ مَعَنَا قَالَتْ لَمْ يَكُنْ لَنَا اِلاَّ نَاضِحَانِ فَحَجَّ اَبُوْ وَلَدِهَا وَابْنُهَا عَلَى نَاضِحٍ وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضِحُ عَلَيْهِ قَالَ فَاِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِىْ فَاِنَّ عُمْرَةً فِيْهِ تَعْدِلُ حَجَّةً -

২৯০৮. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ইব্ন মায়মূন (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক আনসারী মহিলাকে বললেন যার নাম ইব্ন আব্বাস (রা) উল্লেখ করেছিলেন কিন্তু আমি তার নাম ভুলে গেছি– আমাদের সাথে হজ্জ করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? মহিলা বলল, আমাদের পানি বহনকারী মাত্র দু'টি উট আছে। আমার ছেলের পিতা (স্বামী) ও তার ছেলে এর একটিতে চড়ে হজ্জ করেন এবং অপরটি আমাদের জন্য রেখে যান পানি বহনের উদ্দেশ্যে। তিনি বললেন, রমযান মাস এলে তুমি উমরা কর। কারণ এ মাসের উমরা একটা হজ্জের সমান।

٢٩٠٩- وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّىُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِىْ ابْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حَبِيْبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاِمْرَأَةٍ مِنَ الاَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا اُمُّ سِنَانٍ مَا مَنَعَكِ اَنْ تَكُوْنِىْ حَجَجْتِ مَعَنَا قَالَتْ نَاضِحَانِ كَانَا لاَبِىْ فُلاَنٍ زَوْجِهَا حَجَّ هُوَ وَابْنُهُ عَلَى اَحَدِهِمَا وَكَانَ الاٰخَرُ يَسْقِىْ عَلَيْهِ غُلاَمُنَا قَالَ فَعُمْرَةٌ فِىْ رَمَضَانَ تَقْضِىْ حَجَّةً اَوْ حَجَّةً مَعِىْ -

২৯০৯. আহমদ ইব্ন আবদা যাব্বী (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ উম্মু সিনান নাম্নী এক আনসারী মহিলাকে বললেন : আমাদের সাথে হজ্জ করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? মহিলা বলল, অমুকের পিতা– অর্থাৎ তার স্বামীর দু'টি পানি বহনকারী উট আছে। এর একটি নিয়ে সে ও তার ছেলে হজ্জে গিয়েছে। অপরটির সাহায্যে আমাদের গোলাম পানি বহন করছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে রমযান মাসের উমরা হজ্জের সমান কিংবা তিনি বলেছেন, আমাদের সঙ্গে একটি হজ্জের সমান।

٣٢- بَابُ اِسْتِحْبَابِ دُخُوْلِ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَالْخُرُوْجِ مِنْهَا مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلٰى وَدُخُوْلِ بَلَدَةٍ مِنْ طَرِيْقٍ غَيْرِ الَّتِىْ خَرَجَ مِنْهَا

৩২. পরিচ্ছেদ : উচ্চ গিরিপথ দিয়ে মক্কায় প্রবেশ, নিম্নপথ দিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান এবং যে পথ দিয়ে শহর থেকে বের হয়েছে তার বিপরীত পথ দিয়ে সেখানে প্রবেশ করা মুস্তাহাব

٢٩١٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيْقِ الشَّجَرَةِ وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيْقِ الْمُعَرَّسِ وَاِذَا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلٰى -

২৯১০. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন নুমায়র (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শাজারার পথ দিয়ে (মদীনা থেকে) বের হতেন এবং মুআর্‌রাস-এর পথ দিয়ে প্রবেশ করতেন। তিনি মক্কায় প্রবেশকালে উচ্চ গিরিপথ দিয়ে প্রবেশ করতেন এবং নিম্ন পথ দিয়ে বের হতেন।

٢٩١١- وَحَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ فِىْ رِوَايَةِ زُهَيْرٍ الْعُلْيَا الَّتِىْ بِالْبَطْحَاءِ -

২৯১১. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ..... উবায়দুল্লাহ (র) সূত্রে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু রাবী বলেন, যুহায়রের রিওয়ায়াতে রয়েছে বাতহার দিকের উচ্চপথ।

٢٩١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمَّا جَاءَ اِلٰى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ اَعْلاَهَا وَخَرَجَ مِنْ اَسْفَلِهَا -

২৯১২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন আবূ উমর (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যখন মক্কায় পৌঁছলেন, তখন উচ্চ এলাকা দিয়ে প্রবেশ করলেন এবং নীচু এলাকা দিয়ে বের হলেন।

٢٩١٣- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ اَعْلٰى مَكَّةَ قَالَ هِشَامٌ فَكَانَ اَبِىْ يَدْخُلُ مِنْهُمَا كِلَيْهِمَا وَكَانَ اَبِىْ اَكْثَرَ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ -

২৯১৩. আবূ কুরায়ব (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের বছর মক্কার উচ্চভূমিতে অবস্থিত 'কাদা'-র দিক থেকে প্রবেশ করেন। হিশাম বলেন, আমার পিতা উভয় স্থান দিয়েই প্রবেশ করতেন, তবে অধিকাংশ সময় 'কাদা'-র দিক দিয়ে প্রবেশ করতেন।

٣٤۔ بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمَبِيْتِ بِذِي طَوًى عِنْدَ اِرَادَةِ دُخُوْلِ مَكَّةَ وَالْاِغْتِسَالِ لِدُخُوْلِهَا وَدُخُوْلِهَا نَهَارًا ۔

৩৪. পরিচ্ছেদ : মক্কায় প্রবেশের সংকল্প করলে যি–তুওয়াতে রাত যাপন করা এবং গোসল করে দিনের বেলা মক্কায় প্রবেশ করা মুস্তাহাব

٢٩١٤۔ حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَاتَ بِذِيْ طَوًى حَتّٰى اَصْبَحَ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَفْعَلُ ذٰلِكَ وَفِيْ رِوَايَةِ ابْنِ سَعِيْدٍ حَتّٰى صَلَّى الصُّبْحَ قَالَ يَحْيٰى اَوْ قَالَ حَتّٰى اَصْبَحَ ۔

২৯১৪. যুহায়র ইব্ন হারব ও উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) ইয়াহ্ইয়া থেকে, তিনি উবায়দুল্লাহ থেকে, তিনি নাফি' (র) থেকে এবং তিনি ইব্ন উমর (রা) থেকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ যু-তুওয়া নামক স্থানে ভোর পর্যন্ত রাত্রি যাপন করলেন, অতঃপর মক্কায় প্রবেশ করলেন। নাফি' (র) বলেন, আবদুল্লাহ (রা)-ও তাই করতেন। ইব্ন সাঈদের বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে ফজরের সালাত আদায় করলেন। ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন, অথবা তিনি (উবায়দুল্লাহ্) বলেছেন, নবী ﷺ এখানে সকাল পর্যন্ত অবস্থান করলেন।

٢٩١٥۔ وَحَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْدَمُ مَكَّةَ اِلَّا بَاتَ بِذِيْ طَوًى حَتّٰى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ فَعَلَهُ ۔

২৯১৫. আবুর-রবী যাহরানী (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। ইব্ন উমর (রা) যূ-তুওয়ায় ভোর পর্যন্ত রাত যাপন না করে মক্কায় আসতেন না। তিনি (সেখানে) গোসল করতেন, তারপর দিনের বেলায় মক্কায় প্রবেশ করতেন এবং নবী ﷺ -ও তাই করতেন বলে তিনি বলেছেন।

٢٩١٦۔ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ حَدَّثَنِيْ اَنَسٌ يَعْنِي بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ بِذِيْ طَوًى وَيَبِيْتُ بِهِ حَتّٰى يُصَلِّي الصُّبْحَ حِيْنَ يَقْدَمُ مَكَّةَ وَمُصَلّٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ذٰلِكَ عَلٰى اَكَمَةٍ غَلِيْظَةٍ لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِيْ بُنِيَ ثَمَّ وَلٰكِنْ اَسْفَلَ مِنْ ذٰلِكَ عَلٰى اَكَمَةٍ غَلِيْظَةٍ ۔

২৯১৬. মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক মুসায়্যাবী (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় আগমন করলে প্রথমে যূ-তুওয়ায় অবতরণ করতেন, সেখানে রাত যাপন করতেন এরপর ফজরের সালাত আদায় করতেন (তারপর মক্কা শহরে প্রবেশ করতেন)। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই সালাতের স্থান ছিল একটি অসমতল টিলার উপর, সেখানে নির্মিত মসজিদে নয়, বরং নিম্নদিকে অবস্থিত টিলায়।

٢٩١٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِىُّ حَدَّثَنِىْ اَنَسٌ يَعْنِىْ ابْنَ عِيَاضٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اسْتَقْبَلَ فُرْضَتَىِ الْجَبَلِ الَّذِىْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَبَلِ الطَّوِيْلِ نَحْوَ الْكَعْبَةِ يَجْعَلُ الْمَسْجِدَ الَّذِىْ بُنِىَ ثَمَّ يَسَارَ الْمَسْجِدِ الَّذِىْ بِطَرَفِ الْاَكَمَةِ وَمُصَلّٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَسْفَلَ مِنْهُ عَلَى الْاَكَمَةِ السَّوْدَاءِ يَدَعُ مِنَ الْاَكَمَةِ عَشَرَ اَذْرُعٍ اَوْ نَحْوَهَا ثُمَّ يُصَلِّىْ مُسْتَقْبِلَ الْفُرْضَتَيْنِ مِنَ الْجَبَلِ الطَّوِيْلِ الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

২৯১৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক মুসায়্যাবী (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) তার কাছে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ও কা'বার দীর্ঘ পাহাড়ের মাঝে অবস্থিত দুই উপত্যকার দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। টিলার পার্শ্বে নির্মিত মসজিদ তাঁর বাঁ দিকে থাকত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতের স্থান এই কালো টিলার পাদদেশে দশ হাত বা তার চেয়ে সামান্য কমবেশি দূরত্বে অবস্থিত ছিল। তিনি দুই টিলার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করলেন যা তাঁর ও কা'বার পার্শ্ববর্তী বড় পাহাড়ের মাঝখানে অবস্থিত ছিল। তাঁর প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

٣٥- بَابُ اسْتِحْبَابِ الرَّمَلِ فِى الطَّوَافِ فِىْ الْعُمْرَةِ وَفِى الطَّوَافِ الْاَوَّلِ فِى الْحَجِّ

৩৫. পরিচ্ছেদ : উমরার তাওয়াফে এবং হজ্জের প্রথম তাওয়াফে রামাল (দ্রুত পদক্ষেপে অতিক্রম) করা মুস্তাহাব

٢٩١٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْاَوَّلَ خَبَّ ثَلَاثًا وَمَشٰى اَرْبَعًا وَكَانَ يَسْعٰى بِبَطْنِ الْمَسِيْلِ اِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ -

২৯১৮. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন নুমায়র (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বায়তুল্লাহ শরীফ প্রথমবারের তাওয়াফে তিন চক্কর দ্রুত পদক্ষেপে এবং চার চক্কর স্বাভাবিক পদক্ষেপে তাওয়াফ করতেন। তিনি সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈর সময় মাসীল উপত্যকার (বাতনুল মাসীল) মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়াতেন। ইব্‌ন উমর (রা) -ও তাই করতেন।

٢٩١٩- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِىْ ابْنَ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا طَافَ فِى الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ اَوَّلَ مَا يَقْدَمُ فَاِنَّهُ يَسْعٰى ثَلَاثَةَ اَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يَمْشِىْ اَرْبَعَةً ثُمَّ يُصَلِّىْ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَطُوْفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ -

২৯১৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্বাদ (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে মক্কায় পৌঁছে হজ্জ ও উমরার জন্য বায়তুল্লাহর যে তাওয়াফ করতেন, তাতে তিন চক্কর দ্রুত পদক্ষেপে এবং চার চক্কর স্বাভাবিক

পদক্ষেপে সম্পন্ন করতেন। তাপর দু' রাকাআত সালাত আদায় করতেন। অতঃপর সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করতেন।

٢٩٢٠- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ حِينَ يَقْدَمُ يَخُبُّ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ ـ

২৯২০. আবুত-তাহির ও হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন, আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় পৌঁছে যখন হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করতেন, তখন তিনি সাত চক্করের মধ্যে তিন চক্কর দ্রুত পদক্ষেপে সমাধা করতেন।

٢٩٢١- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ثَلاَثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ـ

২৯২১. আবদুল্লাহ ইব্ন উমর ইব্ন আবান আল-জু'ফী (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাজারে আসওয়াদ থেকে শুরু করে হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত তিন চক্করে রমল করেছেন এবং চার চক্কর স্বাভাবিক গতিতে সম্পন্ন করেছেন।

٢٩٢٢- وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَهُ ـ

২৯২২. আবূ কামিল জাহদারী (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন উমর (রা) হাজারে আসওয়াদ থেকে হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত দ্রুত পদক্ষেপে তাওয়াফ করেছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করেছেন।

٢٩٢٣- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ ـ

২৯২৩. আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কা'নাব ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখেছি রাসূলুল্লাহ ﷺ হাজারে আসওয়াদ থেকে রমল করেছেন তিন চক্করে এবং হাজারে আসওয়াদে পৌঁছে শেষ করেছেন।

٢٩٢٤- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَلَ الثَّلاَثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ـ

২৯২৪. আবুত-তাহির (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাজারে আসওয়াদ থেকে হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত তিন তাওয়াফে রমল করেছেন।

٢٩٢٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَرَأَيْتَ هٰذَا الرَّمَلَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشْيَ أَرْبَعَةِ أَطْوَافٍ أَسُنَّةٌ هُوَ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُوْنَ أَنَّهُ سُنَّةٌ قَالَ فَقَالَ صَدَقُوْا وَكَذَبُوْا قَالَ قُلْتُ مَا قَوْلُكَ صَدَقُوْا وَكَذَبُوْا قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدِمَ مَكَّةَ فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ إِنَّ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ أَنْ يَطُوْفُوْا بِالْبَيْتِ مِنَ الْهُزَالِ وَكَانُوْا يَحْسُدُوْنَهُ قَالَ فَأَمَرَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوْا ثَلَاثًا وَيَمْشُوْا أَرْبَعًا قَالَ قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِيْ عَنِ الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَاكِبًا أَسُنَّةٌ هُوَ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُوْنَ أَنَّهُ سُنَّةٌ قَالَ صَدَقُوْا وَكَذَبُوْا قَالَ قُلْتُ وَمَا قَوْلُكَ صَدَقُوْا وَكَذَبُوْا قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَثُرَ عَلَيْهِ النَّاسُ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مُحَمَّدٌ هٰذَا مُحَمَّدٌ حَتّٰى خَرَجَ الْعَوَاتِقُ مِنَ الْبُيُوْتِ قَالَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يُضْرَبُ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمَّا كَثُرَ عَلَيْهِ رَكِبَ وَالْمَشْيُ وَالسَّعْيُ أَفْضَلُ -

২৯২৫. আবূ কামিল ফুযায়ল ইব্‌ন হুসায়ন জাহদারী (র) ..... আবুত-তুফায়ল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেসা করলাম, বায়তুল্লাহর চারদিক তিনবার রমল করা এবং চারবার স্বাভাবিক গতিতে প্রদক্ষিণ করা সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? তা কি সুন্নাত? আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা তা সুন্নাত মনে করে। তিনি বললেন, তারা সত্য বলেছে এবং অসত্যও বলেছে। রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম– "তারা সত্য বলেছে এবং অসত্য বলেছে" – আপনার এ কথার ব্যাখ্যা কি?

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় আগমন করলে মুশরিকরা বলল, মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সাহাবীরা শারীরিক দুর্বলতার কারণে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে সক্ষম হবে না। তারা তাঁর প্রতি হিংসা পোষণ করত। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণকে তিনবার রমল করতে এবং চারবার স্বাভাবিক গতিতে তওয়াফ করতে নির্দেশ দেন। আমি তাঁকে (পুনরায়) বললাম, আপনি আমাকে সাফা–মারওয়ার মাঝে সওয়ার অবস্থায় প্রদক্ষিণ সম্পর্কে অবহিত করুন, তা কি সুন্নাত? কারণ আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে করে তা সুন্নাত। তিনি বললেন, তারা সত্য বলেছে এবং অসত্যও বলেছে। আমি তাকে বললাম, "তারা সত্য বলেছে এবং অসত্যও বলেছে"– আপনার এ কথার ব্যাখ্যা কি? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় এলেন। তাঁর আশেপাশে প্রচুর লোক সমাগম হ'লো । এমনকি যুবতী মেয়েরা পর্যন্ত (তাঁকে একটু দেখার জন্য) ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। লোকেরা বলাবলি করছিল, ইনি মুহাম্মদ, ইনি মুহাম্মদ। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে লোকদের প্রহার করা হতো না। তাঁর আশেপাশে প্রচুর লোক সমাগম হওয়ার কারণে তিনি (উষ্ট্রীতে) আরোহণ করেন, অথচ স্বাভাবিক গতিতে পদব্রজে যাওয়া ও সাঈ করা উত্তম।

٢٩٢٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَزِيْدُ اَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِىُّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ وَكَانَ اَهْلُ مَكَّةَ قَوْمَ حَسَدٍ وَلَمْ يَقُلْ يَحْسُدُوْنَهُ -

২৯২৬. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ..... জুরায়রী (র) সূত্রে অত্র সনদে অনুরূপ বর্ণিত। তিনি বলেন, "মক্কাবাসী হিংসুক সম্প্রদায়।" তবে তিনি يَحْسُدُوْنَهُ (তারা তাঁকে হিংসা করত) বলেননি।

٢٩٢٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ حُسَيْنٍ عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ اِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَمَلَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهِىَ سُنَّةٌ قَالَ صَدَقُوْا وَكَذَبُوْا -

২৯২৭. ইব্ন আবূ উমর (র) ..... আবুত-তুফায়ল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বললাম, আপনার সম্প্রদায় বলে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বায়তুল্লাহর তাওয়াফে ও সাফা-মারওয়ার সাঈতে রামাল করেছেন, আর এটা সুন্নাত। তিনি বললেন, তারা সত্য বলেছে এবং এবং অসত্য বলেছে।

٢٩٢٨- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ الْاَبْجَرِ عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ اُرَانِىْ قَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَصِفْهُ لِىْ قَالَ قُلْتُ رَاَيْتُهُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ عَلٰى نَاقَةٍ وَقَدْ كَثُرَ النَّاسُ عَلَيْهِ قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهُمْ كَانُوْا لاَ يُدَعُّوْنَ عَنْهُ وَلاَ يُكْهَرُوْنَ -

২৯২৮. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) ....আবুত-তুফায়ল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বললাম, আমি যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখছি। তিনি বললেন, আমার কাছে তাঁর বিবরণ পেশ কর। তিনি বললেন, আমি তাঁকে মারওয়ার নিকট একটি উষ্ট্রীর পিঠে আরূঢ় দেখেছি। তাঁর চারপাশে লোকের ভীড় ছিল। ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, হ্যাঁ, তিনিই রাসূলুল্লাহ ﷺ। কারণ তার সম্মুখ হতে সাহাবাদের তাড়িয়ে দেয়া হতো না এবং তাদের ধমকও দেয়া হতো না।

٣٦- بَابُ اِسْتِحْبَابِ اِسْتِلاَمِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ فِى الطَّوَافِ دُوْنَ الرُّكْنَيْنِ الْاٰخَرَيْنِ -

৩৬. পরিচ্ছেদ : তাওয়াফের সময় দুই রুকনে ইয়ামানীতে চুম্বন করা মুস্তাহাব, অপর দুই (শামী) রুকন ব্যতীত

٢٩٢٩- وَحَدَّثَنِىْ اَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابُهُ مَكَّةَ وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ قَالَ الْمُشْرِكُوْنَ اِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ غَدًا قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمُ الْحُمّٰى وَلَقُوْا مِنْهَا شِدَّةً فَجَلَسُوْا مِمَّا يَلِى الْحِجْرَ وَاَمَرَهُمُ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَرْمُلُوْا ثَلاَثَةَ اَشْوَاطٍ وَيَمْشُوْا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ لِيَرَى الْمُشْرِكُوْنَ جَلَدَهُمْ فَقَالَ

الْمُشْرِكُوْنَ هٰؤُلاَءِ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّ الْحُمّٰى قَدْ وَهَنَتْهُمْ هٰؤُلاَءِ اَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَمْنَعْهُ اَنْ يَأْمُرَهُمْ اَنْ يَرْمُلُوا الاَشْوَاطَ كُلَّهَا اِلاَّ الاِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ ـ

২৯২৯. আবুর-রবী যাহরানী (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ মক্কায় আগমন করলেন। ইয়াসরিবের জ্বর তাদেরকে দুর্বল করে দিয়েছিল। মুশরিকরা বলল, আগামীকাল তোমাদের এখানে একদল লোক আসবে– যাদেরকে জ্বরে দুর্বল করে দিয়েছে এবং তারা তাতে ভীষণভাবে আক্রান্ত হয়েছে। মুশরিকরা হাতীম সংলগ্ন স্থানে বসে থাকল। নবী ﷺ তাঁর সাহাবীদের নির্দেশ দিলেন, তারা যেন তিন চক্করে রমল করে এবং হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর মাঝখানে স্বাভাবিক গতিতে চলে– যাতে মুশরিকদেরকে তাদের বীরত্ব দেখানো যায়। মুশরিকরা বলল, তোমরা তো এদের সম্পর্কে ধারণা করেছিলে যে, জ্বর তাদেরকে দুর্বল করে দিয়েছে অথচ তারা এমন শক্তিশালী। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দয়া পরবশ হয়ে তাদেরকে সাত চক্করে রমল করতে নির্দেশ দেন নি (যাতে তারা ক্লান্ত হয়ে না যায়)।

٢٩٣٠ـ وَحَدَّثَنِيْ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ وَاَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّمَا سَعٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَرَمَلَ بِالْبَيْتِ لِيُرِىَ الْمُشْرِكِيْنَ قُوَّتَهُ ـ

২৯৩০. আমরুন-নাকিদ, ইব্‌ন আবূ উমর ও আহমদ ইব্‌ন আবদাহ (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ জন্য দ্রুত পদক্ষেপে বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ করেছেন–যাতে তিনি মুশরিকগণকে স্বীয় শক্তি প্রদর্শন করতে পারেন।

٢٩٣١ـ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ لَمْ اَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُ مِنَ الْبَيْتِ اِلاَّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ ـ

২৯৩১. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ও কুতায়বা (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বায়তুল্লাহর কেবল ইয়ামানী রুকন্ দু'টিই স্পর্শ করতে দেখেছি।

٢٩٣٢ـ وَحَدَّثَنِيْ اَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنْ اَرْكَانِ الْبَيْتِ اِلاَّ الرُّكْنَ الْاَسْوَدَ وَالَّذِىْ يَلِيْهِ مِنْ نَحْوِ دُوْرِ الْجُمَحِيِّيْنَ ـ

২৯৩২. আবুত-তাহির ও হারমালা (র) ...... সালিম (র) তার পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকনে আসওয়াদ (হাজারে আসওয়াদ সংযুক্ত কোণ) এবং তৎসংলগ্ন দিকের কোণ যা জুমাহী গোত্রের বসতির দিকে অবস্থিত, ব্যতীত বায়তুল্লাহর আর কোন রুকন স্পর্শ করতেন না।

٢٩٣٣- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ذَكَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ لاَيَسْتَلِمُ الاَّ الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِىَ -

২৯৩৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ..... আবদুল্লাহ (ইব্‌ন উমর) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী ব্যতীত আর কিছু স্পর্শ করতেন না।

٢٩٣٤- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَاتَرَكْتُ اسْتِلاَمَ هٰذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِىَ وَالْحَجَرَ مُذْرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُمَا فِىْ شِدَّةٍ وَلاَرَخَاءٍ -

২৯৩৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না, জুহায়র ইব্‌ন হারব ও উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এই দুই রুকন অর্থাৎ ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদ কোণ স্পর্শ করা পরিত্যাগ করিনি– যখন থেকে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তা স্পর্শ করতে দেখেছি। তা কষ্টকর বা সুবিধাজনক যে কোন অবস্থায় হোক না কেন।

٢٩٣٥- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيْعًا عَنْ اَبِىْ خَالِدٍ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ وَقَالَ مَاتَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُهُ -

২৯৩৫. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন নুমায়র (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমর (রা)-কে হাজারে আসওয়াদ স্বহস্তে স্পর্শ করে তাতে চুমু খেতে দেখেছি এবং তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে যেদিন তা করতে দেখেছি, তখন থেকে আমি তা কখনো পরিত্যাগ করিনি।

٢٩٣٦- وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا الطُّفَيْلِ الْبَكْرِىَّ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ لَمْ اَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَلِمُ غَيْرَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ -

২৯৩৬. আবুত-তাহির (র) ..... আবূ তুফায়ল বাকরী (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দুই রুকনে ইয়ামানী ব্যতীত কখনও অন্য কিছু স্পর্শ করতে দেখিনি।

٣٧- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْبِيْلِ الْحَجَرِ الْاَسْوَدِ فِى الطَّوَافِ

৩৭. পরিচ্ছেদ : তাওয়াফের সময় হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করা মুস্তাহাব

٢٩٣٧- وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ وَعَمْرٌو ح وَحَدَّثَنِىْ هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِىُّ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرو عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ قَبَّلَ

عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَجَرَ ثُمَّ قَالَ اَمَ وَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُ اَنَّكَ حَجَرٌ وَ لَوْلاَ اَنِّىْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ زَادَ هٰرُوْنُ فِىْ رِوَايَتِهٖ قَالَ عَمْرٌو وَحَدَّثَنِىْ بِمِثْلِهَا زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ اَسْلَمَ ـ

২৯৩৭. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ও হারুন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী (র) ..... সালিম (র) থেকে। তার পিতা তাকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হাজারে আসওয়াদে চুম্বন করে বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি নিশ্চিত জানি যে, তুমি একটি পাথরমাত্র। আমি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তোমায় চুম্বন করতে না দেখতাম তবে আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না। অনুরূপ একটি হাদীস যায়দ ইব্‌ন আসলাম থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

٢٩٣٨ـ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَقَالَ اِنِّىْ لاُقَبِّلُكَ وَاِنِّىْ لاَعْلَمُ اَنَّكَ حَجَرٌ وَلٰكِنِّىْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ ـ

২৯৩৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর মুকাদ্দামী (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। উমর (রা) হাজারে আসওয়াদকে চুম্বন করলেন এবং বললেন, আমি তোমাকে চুম্বন করছি বটে কিন্তু অবশ্যই জানি যে, তুমি একটি পাথরপাত্র। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তোমায় চুম্বন করতে দেখেছি।

٢٩٣٩ـ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَالْمُقَدَّمِىُّ وَاَبُوْ كَامِلٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ خَلَفٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ الاَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ رَأَيْتُ الاَصْلَعَ يَعْنِىْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُوْلُ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لاُقَبِّلُكَ وَاِنِّىْ اَعْلَمُ اَنَّكَ حَجَرٌ وَاَنَّكَ لاَتَضُرُّ وَلاَتَنْفَعُ وَلَوْلاَ اَنِّىْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ وَفِىْ رِوَايَةِ الْمُقَدَّمِىِّ وَاَبِىْ كَامِلٍ رَأَيْتُ الاُصَيْلِعَ ـ

২৯৩৯. খালফ ইব্‌ন হিশাম, মুকাদ্দামী, আবূ কামিল ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন সারজিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি টাক মাথাওয়ালা অর্থাৎ উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে কৃষ্ণ পাথর হাজারে আসওয়াদ চুমো দিতে দেখেছি এবং তিনি বলেছেন, আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই তোমাকে চুম্বন করব এবং আমি অবশ্যই জানি যে, তুমি একটি পাথর, তুমি কারও ক্ষতিও করতে পার না এবং উপকারও করতে পার না। আমি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তোমায় চুম্বন করতে না দেখতাম তবে আমি তোমায় চুম্বন করতাম না।

٢٩٤٠ـ وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيْعًا عَنْ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُوْلُ اِنِّىْ لاُقَبِّلُكَ وَاَعْلَمُ اَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْلاَ اَنِّىْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ لَمْ اُقَبِّلْكَ ـ

২৯৪০. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইব্‌ন নুমায়র (র) ..... 'আবিস ইব্‌ন রবীআ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর (রা)-কে হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করতে দেখেছি এবং তিনি বলেছেন, আমি অবশ্যই তোমায় চুম্বন করছি এবং আমি জানি যে, তুমি অবশ্যই একটি পাথর। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তোমায় চুম্বন করতে না দেখলে আমি কখনও তোমায় চুম্বন করতাম না।

٢٩٤١- وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنْ وَكِيْعٍ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلٰى عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَالْتَزَمَهُ وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِكَ حَفِيًّا -

২৯৪১. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ..... সুয়ায়দ ইব্‌ন গাফলা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর (রা)-কে হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করতে এবং তা জড়িয়ে ধরতে দেখেছি। তিনি বলেছেন, আমি তোমার প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গভীর ভালোবাসা লক্ষ্য করেছি।

٢٩٤٢- وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ قَالَ وَلٰكِنِّيْ رَأَيْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ بِكَ حَفِيًّا وَلَمْ يَقُلْ وَالْتَزَمَهُ -

২৯৪২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ..... সুফয়ান (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) বলেছেন, কিন্তু আমি আবুল কাসিম ﷺ-কে তোমার প্রতি গভীর ভালোবাসা পোষণ করতে দেখেছি। এই বর্ণনায় "তিনি তা জড়িয়ে ধরলেন" কথার উল্লেখ নাই।

٣٨- بَابُ جَوَازِ الطَّوَافِ عَلٰى بَعِيْرٍ وَغَيْرِهِ وَاسْتِلَامِ الْحَجَرِ بِمِحْجَنٍ وَنَحْوِهِ لِلرَّاكِبِ

৩৮. পরিচ্ছেদ : উট ও অন্যান্য সওয়ারীতে আরোহণ করে তাওয়াফ করা এবং আরোহীর জন্য লাঠি ইত্যাদির সাহায্যে পাথর স্পর্শ করা জায়েয

٢٩٤٣- حَدَّثَنِيْ أَبُوْ الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَافَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلٰى بَعِيْرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ -

২৯৪৩. আবুত-তাহির ও হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ উটে সওয়ার হয়ে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেন এবং একটি ছড়ির (মিহ্‌যান) সাহায্যে রুকন (পাথর) স্পর্শ করেন।

٢٩٤٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ طَافَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْبَيْتِ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلٰى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ لِأَنْ يَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ وَلِيَسْأَلُوْهُ فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوْهُ -

২৯৪৪. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উটনীর উপরে থেকে (বায়তুল্লাহ) তাওয়াফ করেন এবং তাঁর ছড়ির সাহায্যে পাথর স্পর্শ করেন– যেন লোকেরা তাঁকে দেখতে পায়। তিনি উঁচুতে থাকেন যাতে তারা তাঁকে মাসআলা– মাসায়েল জিজ্ঞাসা করতে পারে, কেননা তিনি লোকদ্বারা বেষ্টিত ছিলেন।

٢٩٤٥- وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ ابْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ بَكْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهٗ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ طَافَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ وَلِيَسْاَلُوْهُ فَاِنَّ النَّاسَ غَشُوْهُ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ خَشْرَمٍ وَلِيَسْاَلُوْهُ فَقَطْ -

২৯৪৫. আলী ইব্‌ন খাশরম ও আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ..... আবূ যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছেন : বিদায় হজ্জে নবী ﷺ সওয়ারীতে আরোহণ করে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ ও সাফা–মারওয়ার মাঝে সাঈ করেছেন– যাতে লোকেরা তাঁকে দেখতে পায়; তিনি সবার উপরে থাকেন এবং তাঁর নিকট তারা (প্রয়োজনীয় বিষয়) জিজ্ঞাসা করতে পারে। কারণ লোকেরা তাঁকে বেষ্টন করে রেখেছিল। ইব্‌ন খাশরম কেবল "তারা যেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পারে" কথাটুকু উল্লেখ করেননি।

٢٩٤٦- حَدَّثَنِى الْحَكَمُ بْنُ مُوْسَى الْقَنْطَرِىُّ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَافَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ عَلٰى بَعِيْرِهٖ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ كَرَاهِيَةَ اَنْ يُضْرَبَ عَنْهُ النَّاسُ -

২৯৪৬. হাকাম ইব্‌ন মূসা কান্‌তারী (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উটে সওয়ার হয়ে কা'বার চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করেন এবং রুকন স্পর্শ করেন– লোকদের তাঁর নিকট থেকে হটিয়ে দেয়াটা অপসন্দ হওয়ার কারণে।

٢٩٤٧- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا مَعْرُوْفُ بْنُ خَرَّبُوْذَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الطُّفَيْلِ يَقُوْلُ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهٗ وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ -

২৯৪৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ..... মারূফ ইব্‌ন খার্‌রাবূয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবুত-তুফায়ল (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করছেন, তাঁর সাথের লাঠি দিয়ে রুকন স্পর্শ করছেন এবং লাঠিতে চুম্বন করেছেন।

٢٩٤٨- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَاْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّهَا قَالَتْ شَكَوْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنِّىْ اَشْتَكِىْ

فَقَالَ طُوْفِى مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَاَنْتِ رَاكِبَةٌ قَالَتْ فَطُفْتُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَئِذٍ يُصَلِّىْ اِلٰى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِالطُّوْرِ وَكِتَابٍ مَسْطُوْرٍ ـ

২৯৪৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... উম্মু সালমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আমার অসুস্থতার কথা জানালাম। তিনি বললেন : তুমি সওয়ারী অবস্থায় লোকদের পেছনে থেকে তাওয়াফ কর। উম্মু সালমা (রা) বলেন, আমি (সেভাবে) তাওয়াফ করলাম– তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বায়তুল্লাহর পাশে সালাত আদায় করছিলেন। আর তিনি তাতে তিলাওয়াত করছিলেন : আত-তূর, ওয়া কিতাবিম্-মাস্তূর।

٣٩ ـ بَابُ بَيَانِ اَنَّ السَّعْىَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رُكْنٌ لاَيَصِحُّ الْحَجُّ اِلاَّ بِهٖ

৩৯. পরিচ্ছেদ : সাফা-মাওয়ার মাঝে দৌড়ানো (সাঈ) হজ্জের অন্যতম রুকন, এ ছাড়া হজ্জ শুদ্ধ হয় না

٢٩٤٩ـ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ قُلْتُ لَهَا اِنِّىْ لاَظُنُّ رَجُلاً لَوْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَاضَرَّهُ قَالَتْ لِمَ؟ قُلْتُ لاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ «اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ» اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ فَقَالَتْ مَا اَتَمَّ اللّٰهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلاَ عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَوْ كَانَ كَمَا تَقُوْلُ لَكَانَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَهَلْ تَدْرِىْ فِيْمَا كَانَ ذَاكَ اِنَّمَا كَانَ ذَاكَ اَنَّ الْاَنْصَارَ كَانُوْا يُهِلُّوْنَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ لِصَنَمَيْنِ عَلٰى شَطِّ الْبَحْرِ يُقَالُ لَهُمَا اِسَافٌ وَنَائِلَةُ ثُمَّ يَجِيْئُوْنَ فَيَطُوْفُوْنَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يَحْلِقُوْنَ فَلَمَّا جَاءَ الْاِسْلاَمُ كَرِهُوْا اَنْ يَطُوْفُوْا بَيْنَهُمَا لِلَّذِىْ كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ قَالَتْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ «اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ» اِلٰى اٰخِرِهَا قَالَتْ فَطَافُوْا ـ

২৯৪৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... হিশাম ইব্ন উরওয়া (র) থেকে তার পিতা সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম, আমি মনে করি কোন ব্যক্তি সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাঈ না করলে তার কোন ক্ষতি হবে না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কেন? আমি বললাম, কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : "সাফা-মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম ..... এ দুটোর তওয়াফ করলে কোন ক্ষতি নেই।" (সূরা বাকারা : ১৫৮)। তখন আয়েশা (রা) বললেন, কোন ব্যক্তি সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ না করলে আল্লাহ তার হজ্জ ও উমরা পূর্ণ করেন না। তুমি যা বলেছ যদি তাই হতো তবে আয়াতটি এভাবে হতো : "ঐ দুই পাহাড়ের মাঝে না দৌড়ালে কোন অসুবিধা নেই।" তুমি কি জান ব্যাপারটি কী ছিল? ব্যাপার তো ছিল এই যে, আনসারগণ জাহিলী যুগে সাগর পাড়ে দু'টি প্রতিমার নামে[১] ইহরাম বাঁধত। একটির নাম ইসাফ, অপরটির নাম নায়েলা। তারা এসে সাফা-মারওয়া সাঈ করত। অতঃপর মাথা কামাতো। ইসলামের আবির্ভাবের পর তারা জাহিলী যুগে যা করত, সে

১. বিশুদ্ধ রিওয়ায়াতে বর্ণিত রয়েছে, প্রতিমা দু'টি কখনও সমুদ্র তীরে অবস্থিত ছিল না; বরং এ দু'টি ছিল সাফা-মারওয়া পাহাড়ের উপরে।

কারণে সাফা-মাওয়ার মাঝে সাঈ করা খারাপ মনে করল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন : "সাফা-মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম, এ দু'টোর তওয়াফ করলে কোন ক্ষতি নেই।" অতঃপর লোকেরা সাঈ করে।

٢٩٥٠- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ اَخْبَرَنِى اَبِى قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا اَرٰى عَلَىَّ جُنَاحًا اَنْ لاَ اَتَطَوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ لِمَ؟ قُلْتُ لاَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ « اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ » اَلْاٰيَةَ فَقَالَتْ لَوْ كَانَ كَمَا تَقُوْلُ لَكَانَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا اِنَّمَا اُنْزِلَ هٰذَا فِىْ اُنَاسٍ مِنَ الْاَنْصَارِ كَانُوْا اِذَا اَهَلُّوْا اَهَلُّوْا لِمَنَاةَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَلاَ يَحِلُّ لَهُمْ اَنْ يَطَّوَّفُوْا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا قَدِمُوْا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ لِلْحَجِّ ذَكَرُوْا ذٰلِكَ لَهُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ فَلَعُمْرِىْ مَا اَتَمَّ اللّٰهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ -

২৯৫০. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম, আমি যদি সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ না করি তবে এতে আমার কোন দোষ হবে মনে করি না। তিনি বললেন, কেন? আমি বললাম, কেননা মহামহিম আল্লাহ বলেন, : "সাফা-মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম .....।" তখন আয়েশা (রা) বললেন, তুমি যেরূপ বলছ, যদি তাই হতো, তবে আয়াতের বক্তব্য হতো : "ঐ দুই পাহাড়ের মাঝে না দৌড়ালে কোন দোষ নেই।" এ আয়াত আনসারদের সম্পর্কে নাযিল করা হয়। জাহিলী যুগে তারা যখন ইহ্‌রাম বাঁধত– তা বাঁধত মানাত দেবীর নামে। তাই তারা মনে করত যে, সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করা তাদের জন্য ঠিক নয়। তারা নবী ﷺ-এর সাথে (বিদায়) হজ্জে এসে তাঁর নিকট এ বিষয়ে উল্লেখ করলে আল্লাহ উপরোক্ত আয়াত নাযিল করেন। অতএব আমার জীবনের শপথ! যে সাফা–মারওয়ার মাঝে সাঈ না করে, আল্লাহ তার হজ্জ পূর্ণ করবেন না।

٢٩٥١- حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِىَّ يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ مَا اَرٰى عَلٰى اَحَدٍ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ شَيْئًا وَمَا اُبَالِىْ اَنْ لاَ اَطُوْفَ بَيْنَهُمَا قَالَتْ بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ اُخْتِىْ طَافَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَطَافَ الْمُسْلِمُوْنَ فَكَانَتْ سُنَّةً وَاِنَّمَا كَانَ مَنْ اَهَلَّ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِىْ بِالْمُشَلَّلِ لاَ يَطُوْفُوْنَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا كَانَ الْاِسْلاَمُ سَاَلْنَا النَّبِىَّ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ « اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا » وَلَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُوْلُ لَكَانَتْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ لاَيَطَّوَّفَ بِهِمَا -

قَالَ الزُّهْرِىُّ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لاَبِىْ بَكْرِبْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَاَعْجَبَهُ ذٰلِكَ وَقَالَ اِنَّ هٰذَا الْعِلْمُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالاً مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا كَانَ مَنْ لاَيَطُوْفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ

مِنَ الْعَرَبِ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ طَوَافَنَا بَيْنَ هٰذَيْنِ الْحَجَرَيْنِ مِنْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَقَالَ اٰخَرُوْنَ مِنَ الْاَنْصَارِ اِنَّمَا اُمِرْنَا بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ نُؤْمَرْ بِهٖ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ « اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ » قَالَ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَاُرَاهَا قَدْ نَزَلَتْ فِىْ هٰؤُلَاءِ وَهٰؤُلَاءِ ـ

২৯৫১. আমরুন– নাকিদ ও ইব্ন আবূ উমর (র) .....যুহ্রী (র) উরওয়া ইব্ন যুবায়র (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা)-কে বললাম, কোন ব্যক্তি সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ না করলে এতে আমি দোষের কিছু দেখি না এবং আমি নিজেও এতদুভয়ের মাঝে সাঈ বর্জন করায় কিছু মনে করি না। আয়েশা (রা) বললেন, হে বোনপুত্র! তুমি যা বলেছ তা মন্দ বলেছ। রাসূলুল্লাহ ﷺ (সাফা-মারওয়ার মাঝে) তাওয়াফ (সাঈ) করেছেন এবং মুসলমানরাও তাওয়াফ করছে। অতএব তা সুন্নাত। যে সব লোক (জাহিলী যুগে) 'মুশাল্লাল'-এ অবস্থিত মানাত দেবীর নামে ইহরাম বাঁধত, তারা সাফা ও মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ করত না। ইসলামের আবির্ভাবের পর আমরা নবী ﷺ -এর নিকট এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তখন আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন : "সাফা-মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। সুতরাং যে কেউ কা'বাঘরের হজ্জ কিংবা উমরা পালন করে, তার এ দু'টির মধ্যে প্রদক্ষিণ করলে কোন পাপ নেই ..... (সূরা বাকারা : ১৫৮)। তুমি যা বলেছ, ব্যাপারটি যদি তদ্রুপ হতো তবে বলা হতো : "এ দু'টির মধ্যে প্রদক্ষিণ না করলে তার কোন পাপ নেই।"

ইমাম যুহ্রী (র) বলেন, এ প্রসঙ্গটি আমি আবূ বকর ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন হারিস ইব্ন হিশামের কাছে উল্লেখ করলাম। তিনি তাতে বিস্মিত হলেন এবং বললেন, এর নামই জ্ঞান। তিনি আরও বললেন, জ্ঞানবান সমাজের অনেক লোককে বলতে শুনেছি– সাফা-মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ বর্জনকারী আরবের অধিবাসীরা বলত, এ দুই পাথরের মাঝে তাওয়াফ করা জাহিলী যুগের কাজ। আর আনসার সম্প্রদায়ের লোকেরা বলত, আমাদেরকে বায়তুল্লাহ তাওয়াফের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে তাওয়াফের নির্দেশ দেয়া হয়নি। এই প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন : "সাফা-মারওয়া আল্লাহর নির্দশনসমূহের অন্যতম।" আবূ বকর ইব্ন আবদুর রহমান বলেন, আমিও মনে করি যে, উল্লেখিত দুই সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করেই এ নাযিল হয়েছে।

٢٩٥٢ـ وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّهٗ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِنَحْوِهٖ وَقَالَ فِى الْحَدِيْثِ فَلَمَّا سَاَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ اَنْ نَطُوْفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ « اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا » قَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ سَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لِاَحَدٍ اَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بِهِمَا ـ

২৯৫২. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) ..... উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা) -এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম ..... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে এই বর্ণনায় আছে, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা সাফা–মারওয়ার মাঝে তাওয়াফকে খারাপ মনে করি। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন : "সাফা-মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। সুতরাং যে কেউ বায়তুল্লাহর হজ্জ কিংবা উমরা পালন করে, এ দু'টির মাঝে তাওয়াফ করলে তার কোন দোষ নেই।" আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এতদুভয়ের মাঝে তাওয়াফ করাকে বিধিবদ্ধ করেছেন। অতএব এতদুভয়ের মাঝে তাওয়াফ বর্জন করার অধিকার কারো নেই।

٢٩٥٣- وَحَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ الْاَنْصَارَ كَانُوْا قَبْلَ اَنْ يُسْلِمُوْا هُمْ وَغَسَّانُ يُهِلُّوْنَ لِمَنَاةَ فَتَحَرَّجُوْا اَنْ يَطُوْفُوْا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَكَانَ ذٰلِكَ سُنَّةً فِىْ اٰبَائِهِمْ مَنْ اَحْرَمَ لِمَنَاةَ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَاَنَّهُمْ سَاَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ حِيْنَ اَسْلَمُوْا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِىْ ذٰلِكَ «اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِاعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ» -

২৯৫৩. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) তাকে অবহিত করেছেন যে, আনসার সম্প্রদায় ও গাস্‌সান গোত্রের নিয়ম ছিল, তারা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মানাত দেবীর জন্য ইহ্‌রাম বাঁধত। অতএব তারা সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করাকে পাপ মনে করত। এটা ছিল তাদের পূর্বপুরুষদের রীতি যে, তাদের কোন ব্যক্তি মানাত দেবীর জন্য ইহ্‌রাম বাঁধলে সাফা-মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ করত না। তারা ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তখন এই প্রসঙ্গে মহামহিম আল্লাহ নাযিল করেন : "সাফা-মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। অতএব যে কেউ বায়তুল্লাহর হজ্জ অথবা উমরা পালন করে, এতদুভয়ের মাঝে তাওয়াফ করলে তার কোন দোষ নেই এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করলে আল্লাহ পুরস্কারদাতা ও সর্বজ্ঞ" (সূরা বাকারা : ১৫৮)।

٢٩٥٤- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَتِ الْاَنْصَارُ يَكْرَهُوْنَ اَنْ يَطُوْفُوْا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتّٰى نَزَلَتْ «اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا» -

২৯৫৪. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসারগণ সাফা-মারওয়ার মাঝে তাওয়াফকে খারাপ কাজ মনে করত। অতএব এই প্রসঙ্গে নাযিল হয় : "সাফা-মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। অতএব যে কোন ব্যক্তি বায়তুল্লাহর হজ্জ অথবা উমরা পালন করে এতদুভয়ের মাঝে তাওয়াফ করলে, তার কোন দোষ নেই.....।"

٤٠- بَابُ بَيَانِ اَنَّ السَّعْىَ لاَيُكَرَّرُ

৪০. পরিচ্ছেদ : সাঈ একাধিকবার করতে হবে না

٢٩٥٥- حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ لَمْ يَطُفِ النَّبِىُّ ﷺ وَلاَ اَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ الاَّ طَوَافًا وَاحِدًا -

২৯৫৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) .... আবূ যুবায়র (র) জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ সাফা-মারওয়ার মাঝে একবারই সাঈ করেছেন।

٢٩٥٦- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حَمَيْدٍ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ اِلاَّ طَوَافًا وَاحِدًا طَوَافَهُ الْاَوَّلَ -

২৯৫৬. আবদ্ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ..... ইব্‌ন জুরায়জ (র) এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "সাঈ একবারমাত্র (সাত পাক), তা হচ্ছে প্রথমবারের সাঈ।"

٤١- بَابُ اِسْتِحْبَابِ اِدَامَةِ الْحَاجِّ التَّلْبِيَةَ حَتّٰى يَشْرَعَ فِىْ رَمْىِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

৪১. পরিচ্ছেদ : কুরবানীর দিন জামরাতুল আকাবায় পাথর নিক্ষেপ শুরু করার পূর্ব পর্যন্ত হজ্জ পালনকারীর তালবিয়া পাঠ করা মুস্তাহাব

٢٩٥٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ حَرْمَلَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ رَدِفْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عَرَفَاتٍ فَلَمَّا بَلَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الشِّعْبَ الْاَيْسَرَ الَّذِىْ دُوْنَ الْمُزْدَلِفَةِ اَنَاخَ فَبَالَ ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوَضُوْءَ فَتَوَضَّأَ وُضُوْءًا خَفِيْفًا ثُمَّ قُلْتُ الصَّلاَةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ الصَّلاَةُ اَمَامَكَ فَرَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلّٰى ثُمَّ رَدِفَ الْفَضْلُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ غَدَاةَ جَمْعٍ قَالَ كُرَيْبٌ فَاَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّى حَتّٰى بَلَغَ الْجَمْرَةَ -

২৯৫৭. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আয়্যুব, কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, ইব্‌ন হুজর ও ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... কুরায়ব (র) হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে এবং তিনি হযরত উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরাফাতের ময়দান থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে তাঁর বাহনে আরোহণ করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুযদালিফার নিকটবর্তী পাহাড়ের বামপাশে পৌঁছে উটকে হাঁটু গেড়ে বসালেন, এরপর (নেমে গিয়ে) পেশাব

করলেন এবং ফিরে এলেন। আমি তাঁকে উযূর পানি ঢেলে দিলাম এবং তিনি সংক্ষেপে (অল্প পানি ব্যবহার করে) উযূ সেরে নিলেন। এরপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সালাতের সময় হয়েছে। তিনি বললেন : সালাত আরও সামনে। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ বাহনে আরোহণ করলেন এবং মুযদালিফায় পৌঁছে সালাত আদায় করলেন এরপর তিনি সকালবেলা ফযল (রা)-কে তাঁর (বাহনে) পেছন দিকে বসিয়ে রওনা হলেন। কুরায়ব বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) ফযলের সূত্রে আমাকে অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জামরায় না পৌঁছা পর্যন্ত অনবরত তালবিয়া পাঠ করছিলেন।[১]

٢٩٥٨- وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ كِلاَهُمَا عَنْ عِيْسَى بْنِ يُوْنُسَ قَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ اَخْبَرَنَا عِيْسَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ عَطَاءٌ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنْ جَمْعٍ قَالَ فَاَخْبَرَنِىْ ابْنُ عَبَّاسٍ اَنَّ الْفَضْلَ اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّىْ حَتّٰى رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ -

২৯৫৮. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও আলী ইব্ন খাশরম (র) ...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ মুযদালিফায় ফযলকে বাহনে তাঁর পিছনে বসালেন। রাবী বলেন, এরপর ইব্ন আব্বাস (রা) আমাকে অবহিত করলেন যে, নবী ﷺ জামরাতুল আকাবায় পাথর নিক্ষেপের পূর্ব পর্যন্ত অনবরত তালবিয়া পাঠ করতে থাকেন।

٢٩٥٩- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِىْ مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَدِيْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ فِىْ عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وَغَدَاةِ جَمْعٍ لِلنَّاسِ حِيْنَ دَفَعُوْا عَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ حَتّٰى دَخَلَ مُحَسِّرًا وَهُوَ مِنْ مِنًى قَالَ عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِىْ يُرْمٰى بِهِ الْجَمْرَةُ وَقَالَ لَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُلَبِّىْ حَتّٰى رَمَى الْجَمْرَةَ -

২৯৫৯. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও ইব্ন রুমহ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে তার ভাই ফযল ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাহনে তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরাফাতে সন্ধ্যাবেলা এবং মুযদালিফায় ভোরবেলা লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন, যখন তারা অগ্রসর হচ্ছিল- "তোমরা ধীরে-সুস্থে অগ্রসর হও।" তিনিও নিজ উষ্ট্রীর গতি শ্লথ করে অগ্রসর হচ্ছিলেন এবং এভাবে মুহাস্সির পৌঁছলেন– যা মিনার অন্তর্গত। তিনি (এখানে) বললেন, তোমরা নুড়ি পাথর তুলে নাও যা জামরায় নিক্ষেপ করা হয়। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অবিরত তালবিয়া পাঠ করতে থাকলেন যাবৎ না জামরায় পাথর নিক্ষেপ করলেন।

---

১. মিনায় উল্লেখযোগ্য দূরত্বে পরপর তিনটি স্তম্ভ আছে। এগুলোকে জামরা বলে। আকাবার নিকটবর্তী জামরাকে জামরাতুল আকাবা বা জামরাতুল কুবরা বলা হয়। ১০ই যিলহজ্জ এখানে পৌঁছে তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে পাথর নিক্ষেপ করতে হয়। ১১, ১২ এবং ১৩ই যিলহজ্জ প্রত্যেক জামরায় সাতটি করে পাথর নিক্ষেপ করতে হয়।

٢٩٦٠- وَحَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ اَبُو الزُّبَيْرِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِى الْحَدِيْثِ لَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُلَبِّىْ حَتّٰى رَمَى الْجَمْرَةَ وَزَادَ فِىْ حَدِيْثِهِ وَالنَّبِىُّ ﷺ يُشِيْرُ بِيَدِهِ كَمَا يَخْذِفُ الْاِنْسَانُ -

২৯৬০. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ..... আবূ যুবায়র (র) থেকে এই সনদে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে রাবী এ কথাটি উল্লেখ করেননি যে, "রাসূলুল্লাহ জামরায় পাথর নিক্ষেপ পর্যন্ত অনবরত তালবিয়া পাঠ করতে থাকলেন।" কিন্তু এতে উল্লেখ আছে : "নবী ﷺ হাতের ইশারায় দেখিয়ে দিলেন (নিক্ষেপের জন্য) নুড়ি কিভাবে ধরবে।"

٢٩٦١- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَنَحْنُ بِجَمْعٍ سَمِعْتُ الَّذِىْ اُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ يَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الْمَقَامِ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ -

২৯৬১. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমরা মুযদালিফায় (সমবেত) ছিলাম। এ সময় আমি যাঁর উপর সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে, তাঁকে এই স্থানে বলতে শুনলাম : "লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা।"

٢٩٦٢- وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُدْرِكٍ الْاَشْجَعِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ لَبّٰى حِيْنَ اَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ فَقِيْلَ اَعْرَابِىٌّ هٰذَا فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اَنَسِىَ النَّاسُ اَمْ ضَلُّوْا سَمِعْتُ الَّذِىْ اُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ يَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الْمَكَانِ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ -

২৯৬২. সুরায়জ ইব্‌ন ইউনুস (র) ..... আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযিদ (র) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) মুযদালিফা রওয়ানার প্রাক্কালে তালবিয়া পাঠ করলেন। বলা হ'ল, এ সম্ভবত বেদুঈন (হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সঠিকভাবে জানে না)। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, লোকেরা কি (রাসূলের সুন্নাত) ভুলে গেছে, না পথভ্রষ্ট হয়েছে! যাঁর উপর সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে, তাঁকে আমি এই স্থানে বলতে শুনেছি : "লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা।"

٢٩٦٣- وَحَدَّثَنَاهُ حَسَنُ الْحُلْوَانِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُصَيْنٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ -

২৯৬৩. হাসান হুলওয়ানী (র) ..... হুসায়ন (র) থেকে এই সনদে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٢٩٦٤- وَحَدَّثَنِيْهِ يُوْسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِىُّ حَدَّثَنَا زِيَادٌ يَعْنِى الْبَكَّائِىَّ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُدْرِكٍ الْاَشْجَعِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ وَالْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَا سَمِعْنَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ

يَقُوْلُ بِجَمْعٍ سَمِعْتُ الَّذِىْ اُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ هٰهُنَا يَقُوْلُ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ ثُمَّ لَبّٰى وَلَبَّيْنَا مَعَهُ ـ

২৯৬৪. ইউসুফ ইব্ন হাম্মাদ মা'নী (র) ..... আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ ও আসওয়াদ ইব্ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, আমরা আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-কে মুযদালিফায় বলতে শুনেছি, যাঁর উপর সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে, তাঁকে আমি বলতে শুনেছি : "লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা।" এরপর তিনি (ইব্ন মাসউদ) তালবিয়া পাঠ করলেন এবং আমরাও তাঁর সঙ্গে তালবিয়া পাঠ করলাম।

٤٢ ـ بَابُ التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيْرِ فِى الذِّهَابِ مِنْ مِنًى اِلٰى عَرَفَاتٍ يَوْمَ عَرَفَةَ

৪২. পরিচ্ছেদ : আরাফাত দিবসে মিনা থেকে আরাফাতে যাওয়ার পথে তালবিয়া ও তাকবীর পাঠ করার বর্ণনা

٢٩٦٥ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى الاُمَوِىُّ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالاَ جَمِيْعًا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ غَدَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ مِنًى اِلٰى عَرَفَاتٍ مِنَّا الْمُلَبِّىْ وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ ـ

২৯৬৫. আহমদ ইব্ন হাম্বল, মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও সাঈদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া উমাবী (র)....আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা সকালবেলা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মিনা থেকে আরাফাতের দিকে রওনা হলাম, তখন আমাদের মধ্যে কতক ছিল তালবিয়া পাঠকারী এবং কতক তাকবীর পাঠকারী।

٢٩٦٦ـ وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَهٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَيَعْقُوْبُ الدَّوْرَقِىُّ قَالُوْا حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عُمَرَبْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَدَاةِ عَرَفَةَ فَمِنَّا الْمُكَبِّرُ وَمِنَّا الْمُهَلِّلُ فَاَمَّا نَحْنُ فَنُكَبِّرُ قَالَ قُلْتَ وَاللّٰهِ لَعَجَبًا مِنْكُمْ كَيْفَ لَمْ تَقُوْلُوْا لَهُ مَاذَا رَاَيْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ ـ

২৯৬৬. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম, হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ ও ইয়াকূব আদ-দাওরাকী (র) .....'আবদুল্লাহ ইব্ন সালামা (র) 'আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (র) থেকে এবং তিনি নিজ পিতা আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমরা আরাফাত দিবসের সকালবেলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। আমাদের মধ্যে কতক তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করছিল, আর কতক তালবিয়া পাঠ করেছিল। আমরা তাকবীর ধ্বনি

করেছি। পরবর্তী রাবী (আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ সালামা) বলেন, আমি (আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহকে) বললাম, কি আশ্চর্য ! আপনি তাকে (আবদুল্লাহ ইব্ন উমর) কেন জিজ্ঞাসা করলেন না যে, আপনি এই ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কি করতে দেখেছেন?

٢٩٦٧- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ مِنَّا فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ مِنَّا فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ ـ

২৯৬৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) .....মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর সাকাফী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর সাথে সকালবেলা মিনা থেকে আরাফাতে যাচ্ছিলেন। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা এই দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে কিভাবে কি করতেন? তিনি বললেন, আমাদের কতক তালবিয়া পাঠ করত কিন্তু তাতে বাধা দেয়া হতো না এবং কতক তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করত কিন্তু তাতেও বাধা দেয়া হতো না।

٢٩٦٨- وَحَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ غَدَاةَ عَرَفَةَ مَاتَقُولُ فِي التَّلْبِيَةِ هَذَا الْيَوْمَ قَالَ سِرْتُ هَذَا الْمَسِيرَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ فَمِنَّا الْمُكَبِّرُ وَمِنَّا الْمُهَلِّلُ وَلاَ يَعِيبُ أَحَدُنَا عَلَى صَاحِبِهِ ـ

২৯৬৮. সুরায়জ ইব্ন ইউনুস (র) ..... মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরাফাত দিবসের সকালবেলা আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এই দিন আপনারা তালবিয়ার ক্ষেত্রে কি বলতেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে আমি ও তাঁর সাহাবীগণ এ পথ ভ্রমণ করেছি। আমাদের কতক 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চারণ করেছে এবং কতক তালবিয়া (লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা) উচ্চারণ করেছে। এতে আমাদের কেউ কারো নিন্দা করেনি।

٤٣ ـ بَابُ الإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ وَاسْتِحْبَابِ صَلاَتَيِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ جَمِيعًا بِالْمُزْدَلِفَةِ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ ـ

৪৩. পরিচ্ছেদ : আরাফাত থেকে মুযদালিফায় প্রত্যাবর্তন এবং মুযদালিফায় এই রাতের মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করা মুস্তাহাব

٢٩٦٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ فَقُلْتُ لَهُ الصَّلاَةَ قَالَ الصَّلاَةُ أَمَامَكَ فَرَكِبَ فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلاَّهَا وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ـ

২৯৬৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম কুরায়ব থেকে উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি তাকে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন, পাহাড়ের সরু পথের নিকট পৌঁছে বাহন থেকে নেমে পেশাব করলেন, এরপর হালকা উযূ করলেন, পূর্ণ উযূ নয়। আমি তাঁকে বললাম, সালাতের ওয়াক্ত হয়ে গেছে। তিনি বললেন, সালাত সামনে। এরপর তিনি সওয়ারীতে আরোহণ করলেন, মুযদালিফায় পৌঁছে পূর্ণাঙ্গ উযূ করলেন। এরপর সালাতের ইকামত দেওয়া হ'ল এবং (এখানে) মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর প্রত্যেকে নিজ নিজ উট বসাল (বিশ্রামের জন্য), এরপর ইশার সালাতের ইকামত দেওয়া হ'ল এবং তিনি ইশার সালাত আদায় করলেন। এই দুই সালাতে মধ্যে তিনি অন্য কোন সালাত আদায় করেননি।

٢٩٧٠- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ اِلَى بَعْضِ تِلْكَ الشِّعَابِ لِحَاجَتِهِ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ فَقُلْتُ أَتُصَلِّيْ فَقَالَ الْمُصَلَّى اَمَامَكَ -

২৯৭০. মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ (র) ...... উসামা ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য কোন এক গিরিপথে গেলেন। এরপর আমি তাঁর উযূর পানি ঢেলে দিলাম, এরপর বললাম, সালাত আদায় করবেন কি? তিনি বললেন, সালাতের স্থান সামনে।

٢٩٧١- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يَقُوْلُ اَفَاضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عَرَفَاتٍ فَلَمَّا انْتَهَى اِلَى الشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ وَلَمْ يَقُلْ أُسَامَةُ اَرَاقَ الْمَاءَ قَالَ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وُضُوْءًا لَيْسَ بِالْبَالِغِ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الصَّلاَةَ قَالَ الصَّلاَةُ اَمَامَكَ قَالَ ثُمَّ سَارَ حَتَّى بَلَغَ جَمْعًا فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ -

২৯৭১. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) -এর আযাদকৃত গোলাম কুরায়ব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-কে বলতে শুনেছি : রাসূলুল্লাহ ﷺ আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন। তিনি গিরিপথের নিকটে পৌঁছে বাহন থেকে নেমে পেশাব করলেন। উসামা বলেন নি যে, তিনি পানি গড়িয়েছেন। তারপর তিনি পানি চাইলেন এবং হালকাভাবে উযূ করলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি সালাত আদায় করবেন? বললেন : সালাত তোমার সম্মুখে। রাবী বলেন, এরপর তিনি চলতে থাকলেন এবং মুযদালিফায় পৌঁছলেন। এরপর মাগরিব ও ইশার সালাত আদায় করলেন।

٢٩٧٢- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ أَنَّهُ سَأَلَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ كَيْفَ صَنَعْتُمْ حِينَ رَدِفْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فَقَالَ جِئْنَا الشِّعْبَ الَّذِي يُنِيخُ النَّاسُ فِيهِ لِلْمَغْرِبِ فَأَنَاخَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَاقَتَهُ وَبَالَ وَمَا قَالَ أَهَرَاقَ الْمَاءَ ثُمَّ دَعَا بِالْوَضُوءِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا لَيْسَ بِالْبَالِغِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّلاَةَ فَقَالَ الصَّلاَةُ أَمَامَكَ فَرَكِبَ حَتَّى جِئْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ النَّاسُ فِي مَنَازِلِهِمْ وَلَمْ يَحُلُّوا حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ فَصَلَّى ثُمَّ حَلُّوا قُلْتُ فَكَيْفَ فَعَلْتُمْ حِينَ أَصْبَحْتُمْ قَالَ رَدِفَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَانْطَلَقْتُ أَنَا فِي سُبَّاقِ قُرَيْشٍ عَلَى رِجْلَيَّ -

২৯৭২. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ..... কুরায়ব (র) থেকে বর্ণিত। উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)-কে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি যখন রাসূলুল্লাহর সাথে তাঁর বাহনে আরোহণ করলেন, তখন আরাফাত দিবসের সন্ধ্যায় আপনারা কি করেছিলেন? তিনি বললেন, যে উপত্যকায় লোকেরা মাগরিবের সময় নিজের উটকে (বিশ্রামের জন্য) বসায়, সেখানে এলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উষ্ট্রী বসালেন এবং পেশাব করলেন। উসামা (রা) বলেননি যে, পানি গড়িয়েছেন। নবী ﷺ উযূর পানি চেয়ে আনালেন এবং হালকাভাবে উযূ করলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি সালাত আদায় করবেন? তিনি বললেন, সালাত তোমার সম্মুখে। এরপর তিনি সওয়ার হয়ে রওনা করলেন। অবশেষে আমরা মুযদালিফায় আসলাম। তিনি মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। লোকেরা নিজ নিজ স্থানে উট বসাল কিন্তু মাল-সামান খুলল না, এমনকি ইশার সালাতে দাঁড়ালেন এবং সালাত আদায় করলেন। এরপর লোকেরা মাল-সামান নামাল। আমি (কুরায়ব) বললাম, ভোর হওয়ার পর আপনারা কি করলেন? তিনি (উসামা) বললেন, ফযল ইব্‌ন আব্বাস (রা) তাঁর বাহনে (তাঁর পেছনে) সওয়ার হলেন এবং আমি পদব্রজে কুরায়শদের অগ্রগামীদের সাথে চললাম।

٢٩٧٣- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أَتَى النَّقْبَ الَّذِي يَنْزِلُهُ الأُمَرَاءُ نَزَلَ فَبَالَ وَلَمْ يَقُلْ أَهَرَاقَ ثُمَّ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّلاَةَ فَقَالَ الصَّلاَةُ أَمَامَكَ -

২৯৭৩. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ..... উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। যে উপত্যকায় মক্কার সম্ভ্রান্ত লোকেরা অবতরণ করত, রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে অবতরণ করে পেশাব করলেন। তিনি বলেননি যে, পানি ঢাললেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উযূর পানি চাইলেন এবং হালকা উযূ করলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সালাত। তিনি বললেন, সালাত সামনে।

٢٩٧٤- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ مَوْلَى سِبَاعٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ فَلَمَّا جَاءَ الشِّعْبَ

نَاخَ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ ذَهَبَ اِلَى الْغَائِطِ فَلَمَّا رَجَعَ صَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْاِدَاوَةِ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَكِبَ ثُمَّ اَتَى لْمُزْدَلِفَةَ فَجَمَعَ بِهَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ـ

২৯৭৪. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র) .... উসামা ইব্ন যায়দ (র) থেকে বর্ণিত। আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সওয়ারীতে পেছনে উপবিষ্ট ছিলেন। উপত্যকায় পৌঁছে তিনি তাঁর উটনী বসালেন এরপর প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য গেলেন। তিনি ফিরে এলেন। আমি পাত্র থেকে পানি ঢেলে দিলাম এবং তিনি উযূ করলেন, এরপর সওয়ার হলেন এবং মুযদালিফায় পৌঁছে তিনি মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করলেন।

٢٩٧٥ـ حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِيْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ وَاُسَامَةُ رِدْفُهُ قَالَ اُسَامَةُ فَمَا زَالَ يَسِيْرُ عَلٰى هَيْئَتِهِ حَتّٰى اَتٰى جَمْعًا ـ

২৯৭৫. যুহায়র ইব্ন হারব (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তনের জন্য রওনা হলেন। উসামা (রা) তাঁর পেছনে উপবিষ্ট ছিলেন। উসামা (রা) বলেন, তিনি মুযদালিফায় না পৌঁছা পর্যন্ত অনবরত চলতে থাকলেন।

٢٩٧٦ـ وَحَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ اَبُوْ الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سُئِلَ اُسَامَةُ وَاَنَا شَاهِدٌ اَوْ قَالَ سَأَلْتُ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْدَفَهُ مِنْ عَرَفَاتٍ قُلْتُ كَيْفَ كَانَ يَسِيْرُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ اَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ قَالَ كَانَ يَسِيْرُ الْعَنَقَ فَاِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ ـ

২৯৭৬. আবুর-রবী যাহরানী ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... হিশাম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (উরওয়া) বলেন, উসামা (রা)-কে আমার উপস্থিতিতে জিজ্ঞাসা করা হ'ল অথবা আমি উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাকে তাঁর সওয়ারীর পেছনে বসিয়েছিলেন, তখন তিনি কিভাবে চলেছিলেন? তিনি বললেন, তিনি ধীরগতিতে চলছিলেন, যখন খোলা জায়গা পেতেন, তখন দ্রুতগতিতে চলতেন।

٢٩٧٧ـ وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَزَادَ فِيْ حَدِيْثِ حُمَيْدٍ قَالَ هِشَامٌ وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ ـ

২৯৭৭. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... হিশাম ইব্ন উরওয়া (র) থেকে এই সূত্রে হাদীস অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। হুমায়দের রিওয়ায়াতে আছে, রাবী হিশাম (র) বলেন عَنَقٌ এর চেয়ে দ্রুতগতিতে চলাকে نَصٌّ বলা হয়।

٢٩٧٨- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ -

২৯৭৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আবূ আয়্যূব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশার সালাত আদায় করেছেন।

٢٩٧٩- وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ -

২৯৭৯. কুতায়বা ও ইব্ন রুম্হ (র) ..... ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইব্ন রুম্হ তার বর্ণনায় আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ খাতমীর সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, আবূ আয়্যূব আনসারী (রা) আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর খিলাফতকালে কূফার আমীর ছিলেন।

٢٩٨٠- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا -

২৯৮০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করেন।

٢٩٨١- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا سَجْدَةٌ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ وَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي بِجَمْعٍ كَذَلِكَ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ تَعَالَى -

২৯৮১. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার পিতা বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করেছেন। তিনি এই দুই সালাতের মধ্যে অন্য কোন সালাত (সুন্নাত বা নফল) আদায় করেননি। তিনি মাগরিব তিন রাক'আত এবং ইশা দু'রাক'আত আদায় করেছেন। আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-ও (মুযদালিফায়) অনুরূপভাবে সালাত আদায় করতেন যাবত না তিনি আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন।

٢٩٨٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِجَمْعٍ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ ثُمَّ حَدَّثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى مِثْلَ ذَلِكَ وَحَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ -

২৯৮২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ..... সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (মুযদালিফায়) মাগরিব ও ইশার সালাত এক ইকামতে একই সাথে আদায় করেছেন। এরপর তিনি ইব্‌ন উমর (রা) সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনিও অনুরূপভাবে সালাত আদায় করেছেন। আর ইব্‌ন উমর (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুরূপ করেছেন।

٢٩٨٣ ـ وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ صَلاَّهُمَا بِاِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ـ

২৯৮৩. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ..... শু'বা (র) সূত্রে এই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এতে উল্লেখ আছে, "তিনি একই ইকামতে দুই ওয়াক্তের সালাত আদায় করেছেন।"

٢٩٨٤ ـ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيْدِبْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ جَمَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلاَثًا وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ بِاِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ـ

২৯৮৪. আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (মুযদালিফায়) মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করেছেন। তিনি এক ইকামতেই মাগরিবের সালাত তিন রাক'আত এবং ইশার সালাত দু'রাক'আত আদায় করেছেন।

٢٩٨٥ ـ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِلُ بْنُ اَبِى خَالِدٍ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ قَالَ قَالَ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ اَفَضْنَامَعَ ابْنِ عُمَرَ حَتّٰى اَتَيْنَا جَمْعًا فَصَلّٰى بِنَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِاِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ هٰكَذَا صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ هٰذَا الْمَكَانِ ـ

২৯৮৫. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) বলেন, আমরা ইব্‌ন উমর (রা)-এর সাথে (আরাফাত থেকে মুযদালিফায়) এলাম। তিনি আমাদের সাথে মাগরিব ও ইশার সালাত এক ইকামতে আদায় করেন। সালাত শেষ করে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই স্থানে আমাদের নিয়ে এভাবে সালাত আদায় করেছেন।

٤٤ ـ بَابُ اِسْتِحْبَابِ زِيَادَةِ التَّغْلِيْسِ بِصَلاَةِ الصُّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَالْمُبَالَغَةِ فِيْهِ بَعْدَ تَحَقُّقِ طُلُوْعِ الْفَجْرِ ـ

৪৪. পরিচ্ছেদ : কুরবানীর দিন, মুযদালিফায় ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথেই ফজরের সালাত আদায় করা মুস্তাহাব

٢٩٨٦ ـ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ جَمِيْعًا عَنْ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ

contents

مَارَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى صَلاَةً اِلاَّ لِمِيْقَاتِهَا اِلاَّ صَلاَتَيْنِ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ وَصَلّٰى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيْقَاتِهَا ـ

২৯৮৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কোন সালাত তার নির্ধারিত ওয়াক্ত ছাড়া আদায় করতে দেখিনি। তবে মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশার সালাত ব্যতিক্রম এবং পরবর্তী ভোরে ফজরের সালাত নির্ধারিত সময়ের পূর্বে অর্থাৎ ওয়াক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আদায় করেছেন।

٢٩٩٧ـ وَحَدَّثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ جَرِيْرٍ عَنِ الاَعْمَشِ بِهٰذَا الاِسْنَادِ وَقَالَ قَبْلَ وَقْتِهَا بِغَلَسٍ ـ

২৯৮৭. উসমান ইব্ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ..... আ'মাশ (র) সূত্রে উক্ত সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনার শেষাংশ নিম্নরূপ : "ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথেই অন্ধকারের মধ্যে তা আদায় করেছেন।"

٤٥ ـ بَابُ اِسْتِحْبَابِ تَقْدِيْمِ دَفْعِ الضَّعَفَةِ مِنَ النِّسَاءِ وَغَيْرِهِنَّ مِنْ مُزْدَلِفَةَ اِلٰى مِنًى فِىْ اَوَاخِرِ اللَّيْلِ قَبْلَ زَحْمَةِ النَّاسِ وَاسْتِحْبَابِ الْمُكْثِ لِغَيْرِهِمْ حَتّٰى يُصَلُّوْا الصُّبْحَ بِمُزْدَلِفَةَ ـ

৪৫. পরিচ্ছেদ : দুর্বল ও বৃদ্ধদের, বিশেষত মহিলাদের ভোররাতে রাস্তায় ভিড় হওয়ার পূর্বেই মুযদালিফা থেকে মিনায় পাঠানো এবং অন্যদের ফজর পর্যন্ত মুযদালিফায় অবস্থান করা মুস্তাহাব

٢٩٨٨ـ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا اَفْلَحُ يَعْنِى ابْنَ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتِ اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ تَدْفَعُ قَبْلَهُ وَقَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ وَكَانَتِ امْرَأَةً ثَبِطَةً يَقُوْلُ الْقَاسِمُ وَالثَّبِطَةُ الثَّقِيْلَةُ قَالَ فَاَذِنَ لَهَا فَخَرَجَتْ قَبْلَ دَفْعِهِ وَحَبَسَنَا حَتّٰى اَصْبَحْنَا فَدَفَعْنَا بِدَفْعِهِ وَلاَنْ اَكُوْنَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَمَا اسْتَأْذَنَتْهُ سَوْدَةُ فَاَكُوْنَ اَدْفَعُ بِاِذْنِهِ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ مَفْرُوْحٍ بِهِ ـ

২৯৮৮. আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কা'নাব (র) ..... কাসিম (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, সওদা (রা) মুযদালিফার রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগেই এবং রাস্তায় জনতার ভিড় হওয়ার পূর্বেই মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রার জন্য তাঁর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন। তিনি ছিলেন স্থুলদেহী। কাসিম বলেন, الثبطة। শব্দের অর্থ الثقيلة। (ভারী)। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে অনুমতি দিলেন। অতএব তিনি তাঁর আগেই রওনা হয়ে গেলেন এবং আমরা ফজর পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করলাম। এরপর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রওনা হলাম। আমিও যদি সওদা (রা)-এর মত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অনুমতি নিয়ে আগেভাগে চলে যেতাম, তবে আমার কাছে তা যে কোন আনন্দদায়ক বস্তু হতে বেশি আনন্দদায়ক হত।

٢٩٨٩- وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى جَمِيْعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ سَوْدَةُ امْرَأَةً ضَخْمَةً ثَبِطَةً فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تُفِيْضَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ فَاَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَلَيْتَنِيْ كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَمَا اسْتَأْذَنَتْهُ سَوْدَةُ وَكَانَتْ عَائِشَةُ لاَتُفِيْضُ اِلاَّ مَعَ الْاِمَامِ -

২৯৮৯. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সওদা (রা) ছিলেন ভারী ও স্থূলদেহী। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট মুযদালিফা থেকে রাত থাকতেই প্রস্থান করার অনুমতি চাইলেন। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। আয়েশা (রা) আরও বলেন, হায়! যদি সওদা (রা)-এর মত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আমিও অনুমতি প্রার্থনা করতাম! আয়েশা (রা) ইমামের সাথে মুযদালিফা হতে রওনা হতেন।

٢٩٩٠- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَدِدْتُ اَنِّيْ كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَمَا اسْتَأْذَنَتْهُ سَوْدَةُ فَاُصَلِّي الصُّبْحَ بِمِنًى فَاَرْمِي الْجَمْرَةَ قَبْلَ اَنْ يَاْتِيَ النَّاسُ فَقِيْلَ لِعَائِشَةَ فَكَانَتْ سَوْدَةُ اسْتَأْذَنَتْهُ قَالَتْ نَعَمْ اِنَّهَا كَانَتِ امْرَأَةً ثَقِيْلَةً ثَبِطَةً فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَذِنَ لَهَا -

২৯৯০. ইব্ন নুমায়র (র) ..... আয়েশা (রা) বলেন, আমার আকাঙ্ক্ষা, আমিও যদি সওদা (রা)-এর অনুরূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করতাম! তিনি মিনায় পৌঁছে ফজরের সালাত আদায় করেন এবং লোকদের পৌঁছার পূর্বেই জামরায় পাথর নিক্ষেপ করেন। আয়েশা (রা)-কে বলা হ'ল, সওদা (রা) কি তাঁর নিকট অনুমতি চেয়েছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি ছিলেন স্থূলদেহী এবং ভারী, তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অনুমতি চেয়েছিলেন এবং তিনি তাকে অনুমতি দিয়েছিলেন।

٢٩٩١- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ كِلاَهُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ -

২৯৯১. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) ..... আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٢٩٩٢- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ مَوْلٰى اَسْمَاءَ قَالَ قَالَتْ لِيْ اَسْمَاءُ وَهِيَ عِنْدَ دَارِ الْمُزْدَلِفَةِ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ لاَ

فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَتِ ارْحَلْ بِي فَارْتَحَلْنَا حَتَّى رَمَتِ الْجَمْرَةَ ثُمَّ صَلَّتْ فِي مَنْزِلِهَا فَقُلْتُ لَهَا اَيْ هَنْتَاهُ لَقَدْ غَلَّسْنَا قَالَتْ كَلاَّ اَيْ بُنَيَّ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَذِنَ لِلظُّعُنِ ـ

২৯৯২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর মুকাদ্দামী (র) ..... আসমা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আসমা (রা) মুযদালিফায় অবস্থানকালে জিজ্ঞাসা করলেন, চাঁদ ডুবেছে কি? আমি বললাম, না। অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ সালাত আদায় করলেন। পরে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, হে বৎস! চাঁদ ডুবেছে কি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমার সাথে রওনা হও। আমরা রওনা হলাম এবং জামরা পৌঁছে তিনি কাঁকর নিক্ষেপ করলেন, এরপর নিজের তাঁবুতে সালাত আদায় করলেন। আমি তাকে বললাম, হে সম্মানিত মহিলা! আমরা অন্ধকার থাকতেই রওনা করে ফেলেছি। তিনি বললেন, কোন অসুবিধা নেই হে বৎস! নবী ﷺ মহিলাদের অন্ধকার থাকতেই রওনা হওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন।

٢٩٩٣ ـ وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ اَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الاِسْنَادِ وَفِي رِوَايَتِهِ قَالَتْ لاَ اَيْ بُنَيَّ اِنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ اَذِنَ لِظُعُنِهِ ـ

২৯৯৩. আলী ইব্‌ন খাশরম (র) ..... ইব্‌ন জুরায়জ (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এতে আছে : "আসমা (রা) বলেন, হে বৎস! নবী ﷺ তাঁর সহধর্মিণীকে অনুমতি দিয়েছিলেন।"

٢٩٩٤ ـ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ اَخْبَرَنَا عِيسَى جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِي عَطَاءٌ اَنَّ ابْنَ شَوَّالٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ دَخَلَ عَلَى اُمِّ حَبِيبَةَ فَاَخْبَرَتْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ ـ

২৯৯৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম ও আলী ইব্‌ন খাশরম (র) ..... (সালিম) ইব্‌ন শাওয়াল (র) উম্মু হাবীবা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি তাকে অবহিত করেন যে, নবী ﷺ রাত থাকতেই তাকে মুযদালিফা থেকে মিনায় (পাঠিয়ে দেন)।

٢٩٩٥ ـ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِوبْنِ دِينَارٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ شَوَّالٍ عَنْ اُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ نُغَلِّسُ مِنْ جَمْعٍ اِلَى مِنًى وَفِي رِوَايَةِ النَّاقِدِ نُغَلِّسُ مِنْ مُزْدَلِفَةَ ـ

২৯৯৫. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আমরুন-নাকিদ (র) ..... সালিম ইব্‌ন শাওয়াল সূত্রে উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর আমল থেকে এরূপ করতাম, অর্থাৎ অন্ধকার থাকতেই মুযদালিফা থেকে মিনায় চলে আসতাম। নাকিদ-এর বর্ণনায় আছে : "মুযদালিফা থেকে আমরা অন্ধকার থাকতেই রওনা হতাম।"

٢٩٩٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الثَّقَلِ أَوْ قَالَ فِي الضَّعَفَةِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ -

২৯৯৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে মালপত্র নিয়ে অথবা (অপর বর্ণনা অনুযায়ী) দুর্বল লোকদের সাথে রাত থাকতেই মুযদালিফা থেকে (মিনার উদ্দেশ্যে) পাঠিয়ে দেন।

٢٩٩٧- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ -

২৯৯৭. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পরিবারের যে দুর্বলদের (মুযদালিফা থেকে) সর্বাগ্রে পাঠিয়ে দেন, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।

٢٩٩٨- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ فِيمَنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ -

২৯৯৮. আবূ বকর আবূ শায়বা (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পরিবারের যে দুর্বলদের আগেভাগে পাঠিয়ে দেন, আমি তাদের সাথে ছিলাম।

٢٩٩٩- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَ بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَحَرٍ مِنْ جَمْعٍ فِي ثَقَلِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ أَبَلَغَكَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَ بِي بِلَيْلٍ طَوِيلٍ قَالَ لاَ إِلاَّ كَذٰلِكَ بِسَحَرٍ قُلْتُ لَهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَمَيْنَا الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ وَأَيْنَ صَلَّى الْفَجْرَ قَالَ لاَ إِلاَّ كَذٰلِكَ -

২৯৯৯. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) ইব্ন জুরায়জ আতা হতে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ আমাকে তাঁর মালপত্র নিয়ে ভোররাতে মুযদালিফা থেকে (মিনায়) পাঠিয়ে দেন। আমি (ইব্ন জুরায়জ) আতাকে বললাম, আপনি জানেন কি ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে গভীর রাতে পাঠিয়েছেন"? তিনি বললেন, না, কেবল ভোররাতের কথাই আমি জানি। আমি তাঁকে পুনরায় বললাম, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, "আমরা ফজরের সালাতের পূর্বেই জামরায় পাথর নিক্ষেপ করেছি।" তাহলে তিনি ফজরের সালাত কোথায় আদায় করেছেন? আতা বললেন, না, আমি এতটুকুই জানি।

٣٠٠٠- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ فَيَقِفُونَ عِنْدَ

الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِاللَّيْلِ فَيَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ مَا بَدَا لَهُمْ ثُمَّ يَدْفَعُوْنَ قَبْلَ اَنْ يَقِفَ الْاِمَامُ وَقَبْلَ اَنْ يَدْفَعَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى لِصَلَاةِ الْفَجْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاِذَا قَدِمُوْا رَمَوُا الْجَمْرَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ اَرْخَصَ فِىْ اُوْلٰئِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

৩০০০. আবুত-তাহির ও হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) তার সাথের দুর্বল লোকদেরকে মুযদালিফায় মাশ'আরুল হারামে রাতে অবস্থানের জন্য আগেভাগেই পাঠিয়ে দিতেন। অতএব তারা রাতের বেলা যতক্ষণ ইচ্ছা আল্লাহর যিকির করত। ইমামের অবস্থান করার ও ফিরে আসার পূর্বেই তারা (এখান থেকে) রওনা হতো। অতএব তাদের মধ্যে কেউ ফজরের সালাতের সময় মিনায় পৌঁছত এবং কেউ ফজরের সালাতের পরে। তারা এখানে পৌঁছে জামরায় পাথর নিক্ষেপ করত। ইব্‌ন উমর (রা) বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুর্বল ও বৃদ্ধদের এই অনুমতি প্রদান করেছেন।

٤٦- بَابُ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ عَنْ بَطْنِ الْوَادِىْ وَتَكُنْ مَكَّةُ عَنْ يَسَارِهٖ وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ

৪৬. পরিচ্ছেদ : মক্কা মুআজ্জামাকে বাঁ পাশে রেখে উপত্যকার মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে জামরাতুল আকাবায় কাঁকর নিক্ষেপ করা এবং প্রতিটি পাথর নিক্ষেপের সময় 'আল্লাহ আকবার' বলা

٣٠٠١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ رَمٰى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِىْ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ قَالَ فَقِيْلَ لَهٗ اِنَّ اُنَاسًا يَرْمُوْنَهَا مِنْ فَوْقِهَا فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ هٰذَا وَالَّذِىْ لَا اِلٰهَ غَيْرُهٗ مَقَامُ الَّذِىْ اُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ -

৩০০১. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) ..... আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) উপত্যকার মধ্যখানে দাঁড়িয়ে জামরাতুল আকাবায় সাতটি পাথর নিক্ষেপ করেছেন এবং প্রতিটি পাথরের সাথে তাকবীর বলেছেন। রাবী বলেন, তাকে বলা হ'ল, লোকেরা তো উচ্চ স্থানে দাঁড়িয়ে পাথর নিক্ষেপ করে। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বললেন, সেই সত্তার শপথ, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, এটা সেই সত্তার স্থান যাঁর উপর সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে।

٣٠٠٢- وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيْمِىُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوْسُفَ يَقُوْلُ وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ اَلِّفُوا الْقُرْاٰنَ كَمَا اَلَّفَهٗ جِبْرِيْلُ السُّوْرَةُ الَّتِىْ يُذْكَرُ فِيْهَا الْبَقَرَةُ وَالسُّوْرَةُ الَّتِىْ يُذْكَرُ فِيْهَا النِّسَاءُ وَالسُّوْرَةُ الَّتِىْ يُذْكَرُ فِيْهَا اٰلُ عِمْرَانَ قَالَ فَلَقِيْتُ اِبْرَاهِيْمَ فَاَخْبَرْتُهٗ بِقَوْلِهٖ فَسَبَّهٗ وَقَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَزِيْدَ اَنَّهٗ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فَاَتٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِىَ فَاسْتَعْرَضَهَا فَرَمَاهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِىْ بِسَبْعِ

contents

حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ قَالَ فَقُلْتُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِنَّ النَّاسَ يَرْمُوْنَهَا مِنْ فَوْقِهَا فَقَالَ هٰذَا وَالَّذِىْ لاَ اِلٰهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِىْ اُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ ـ

৩০০২. মিনজাব ইব্ন হারিস তামীমী (র) ইব্ন মুসহির হতে এবং তিনি আ'মাশ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ মিম্বারে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তখন আমি তাকে বলতে শুনেছি : জিবরীল (আ) যেভাবে কুরআন মজীদ বিন্যাস করেছেন, তোমরা তদনুযায়ী তা বিন্যস্ত কর। যেমন, প্রথম সেই সূরা যার মধ্যে বাকারা (গাভী) সম্পর্কে আলোচনা এসেছে। এরপর যে সূরায় নিসা (মহিলাদের) সম্পর্কে আলোচনা আছে, এরপর সেই সূরা যার মধ্যে ইমরান-পরিবার সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। আ'মাশ (র) বলেন, এরপর আমি ইবরাহীমের সাথে সাক্ষাত করে তাকে হাজ্জাজের বক্তব্য সম্পর্কে অবহিত করলাম। তিনি তাকে গালি দিলেন। এরপর বললেন, আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ আমাকে বলেছেন যে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর সাথে ছিলেন। তিনি জামরাতুল আকাবায় এলেন, উপত্যকার মাঝে দাঁড়ালেন এবং জামরাকে নিজের সম্মুখভাগে রাখলেন। এরপর উপত্যকার মাঝে দাঁড়িয়ে সাতটি কাঁকর নিক্ষেপ করলেন। প্রত্যেকবার নিক্ষেপের সাথে সাথে আল্লাহু আকবার বললেন। আমি বললাম, হে আবূ আবদুর রহমান! লোকেরা উপত্যকার উপরিভাগ থেকে পাথর নিক্ষেপ করে। তিনি বললেন, সেই সত্তার শপথ! যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, এটা সেই সত্তার স্থান যাঁর প্রতি সূরা বাকারা নাযিল হয়েছিল।

٣٠٠٣ـ وَحَدَّثَنِىْ يَعْقُوْبُ الدَّوْرَقِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلاَهُمَا عَنِ الاَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُوْلُ لاَ تَقُوْلُوْا سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَاَقْتَصَّ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ مُسْهِرٍ ـ

৩০০৩. ইয়াকূব দওরাকী ইব্ন আবূ যায়েদা হতে ও ইব্ন আবূ উমর সুফ্য়ান হতে এবং তারা উভয়ে আ'মাশ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি হাজ্জাজকে বলতে শুনেছি, তোমরা সূরাতুল বাকারা বলো না ..... এরপর ইব্ন মুসহির বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٣٠٠٤ـ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّهُ حَجَّ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ فَرَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنًى عَنْ يَمِيْنِهِ وَقَالَ هٰذَا مَقَامُ الَّذِىْ اُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ ـ

৩০০৪. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) .....আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ (ইব্ন মাসউদ) (রা)-এর সাথে হজ্জ করেন। তিনি বলেন, তিনি (আবদুল্লাহ) জামরায় সাতটি কাঁকর নিক্ষেপ করেন– বায়তুল্লাহকে বামদিকে এবং মিনাকে ডানদিকে রেখে এবং তিনি বলেন, এই সেই সত্তার স্থান, যাঁর প্রতি সূরা বাকারা নাযিল করা হয়েছিল।

٣٠٠٥- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّهٗ قَالَ فَلَمَّا اَتٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ -

৩০০৫. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মু'আয (র) ..... শু'বা (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি বলেছেন, "তিনি (আবদুল্লাহ) যখন জামরাতুল আকাবায় এলেন।"

٣٠٠٦- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْمُحَيَّاةِ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاللَّفْظُ لَهٗ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلٰى اَبُوْ الْمُحَيَّاةِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ قِيْلَ لِعَبْدِ اللّٰهِ اِنَّ نَاسًا يَرْمُوْنَ الْجَمْرَةَ مِنْ فَوْقِ الْعَقَبَةِ قَالَ فَرَمَاهَا عَبْدُ اللّٰهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِىْ ثُمَّ قَالَ مِنْ هٰهُنَا وَالَّذِىْ لَا اِلٰهَ غَيْرُهٗ رَمَاهَا الَّذِىْ اُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ -

৩০০৬. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (ইব্‌ন মাসঊদ) (রা)-কে বলা হ'ল, লোকেরা আকাবার উচ্চভূমি থেকে পাথর নিক্ষেপ করে। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ (রা) উপত্যকার মধ্যভাগে দাঁড়িয়ে তা নিক্ষেপ করলেন। এরপর তিনি বলেন, সেই সত্তার শপথ যিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নেই, যাঁর উপর সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে, তিনি এই স্থান থেকে কাঁকর নিক্ষেপ করেছেন।

٤٧- بَابُ اسْتِحْبَابِ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ رَاكِبًا وَبَيَانِ قَوْلِهٖ ﷺ لِتَاْخُذُوْا عَنِّىْ مَنَاسِكَكُمْ

৪৭. পরিচ্ছেদ : কুরবানীর দিন সওয়ারীতে আরোহণ অবস্থায় জামরাতুল আকাবায় কাঁকর নিক্ষেপ করা মুস্তাহাব এবং নবী ﷺ-এর বাণী : আমার নিকট থেকে তোমরা হজ্জের নিয়ম-কানুন শিখে নাও

٣٠٠٧- وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ جَمِيْعًا عَنْ عِيْسَى بْنِ يُوْنُسَ قَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهٗ سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَرْمِىْ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُوْلُ لِتَاْخُذُوْا مَنَاسِكَكُمْ فَاِنِّىْ لَا اَدْرِىْ لَعَلِّىْ لَا اَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِىْ هٰذِهٖ -

৩০০৭. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও আলী ইব্‌ন খাশরম (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কুরবানীর দিন নবী ﷺ-কে সওয়ারীতে আরোহণ অবস্থায় পাথর নিক্ষেপ করতে দেখেছি এবং তিনি বলছিলেন : "আমার নিকট থেকে তোমরা হজ্জের নিয়ম-কানুন শিখে নাও। কারণ আমি জানি না, এই হজ্জের পর আমি আর হজ্জ করতে পারব কিনা।"

٣٠٠٨- وَحَدَّثَنِىْ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِىْ اُنَيْسَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ جَدَّتِهِ اُمِّ الْحُصَيْنِ قَالَ سَمِعْتُهَا تَقُوْلُ حَجَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَرَاَيْتُهُ حِيْنَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَانْصَرَفَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَمَعَهُ بِلاَلٌ وَاُسَامَةُ اَحَدُهُمَا يَقُوْدُبِهِ رَاحِلَتَهُ وَالْاٰخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الشَّمْسِ قَالَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَوْلاً كَثِيْرًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اِنْ اُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ حَسِبْتُهَا قَالَتْ اَسْوَدُ يَقُوْدُكُمْ بِكِتَابِ اللّٰهِ تَعَالَى فَاسْمَعُوْا لَهُ وَاَطِيْعُوْا -

৩০০৮. সালামা ইব্‌ন শাবীব (র) ..... উম্মুল হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে বিদায় হজ্জ করেছি এবং আমি দেখেছি, তিনি জামরাতুল আকাবায় পাথর নিক্ষেপ করে সওয়ারীতে চড়ে ফিরে আসেন এবং তাঁর সাথে ছিলেন বিলাল ও উসামা (রা)। তাদের একজন উটের লাগাম ধরে তা টেনে নিচ্ছিলেন এবং অপরজন সূর্যের তাপের কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথার উপর কাপড় ধরে রেখেছিলেন। উম্মুল হুসায়ন (রা) আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অনেক কথা বললেন। এরপর আমি তাঁকে বলতে শুনেছি : যদি নাক-কান কাটা কোন কাফ্রী ক্রীতদাসকেও তোমাদের নেতা নিয়োগ করা হয় এবং সে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী তোমাদের পরিচালনা করে, তবে তার নির্দেশ শোন এবং আনুগত্য কর।

٣٠٠٩- وَحَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحِيْمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِىْ اُنَيْسَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ اُمِّ الْحُصَيْنِ جَدَّتِهِ قَالَتْ حَجَجْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَرَاَيْتُ اُسَامَةَ وَبِلاَلاً وَاَحَدُهُمَا اٰخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِىِّ ﷺ وَالْاٰخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ حَتّٰى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَالَ مُسْلِمٌ وَاسْمُ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحِيْمِ خَالِدُ بْنُ اَبِىْ يَزِيْدَ وَهُوَ خَالُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ رَوَى عَنْهُ وَكِيْعٌ وَحَجَّاجٌ الْاَعْوَرُ -

৩০০৯. আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) ..... উম্মুল হুসায়ন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে বিদায় হজ্জ করেছি। আমি উসামা ও বিলালকে দেখেছি যে, তাদের একজন নবী ﷺ -এর উষ্ট্রীর লাগাম ধরে আছেন এবং অপরজন কাপড় দিয়ে তাঁকে রৌদ্র তাপ থেকে ছায়া দান করছেন। এমতাবস্থায় তিনি জামরায় কাঁকর নিক্ষেপ করেন।

٤٨- بَابُ اِسْتِحْبَابِ كَوْنِ حَصَى الْجِمَارِ بِقَدْرِ حَصَى الْخَذْفِ

৪৮. পরিচ্ছেদ : জামরায় নিক্ষিপ্ত পাথর ক্ষুদ্র হওয়া মুস্তাহাব

٣٠١٠- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ رَمَى الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ -

৩০১০. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম ও আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে জামরায় ক্ষুদ্র পাথর নুড়ি (পাথর) নিক্ষেপ করতে দেখেছি।

٤٩- بَابُ بَيَانِ وَقْتِ اسْتِحْبَابِ الرَّمْيِ

৪৯. পরিচ্ছেদ : পাথর নিক্ষেপের জন্য মুস্তাহাব সময়

٣٠١١- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ وَابْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَمٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى وَاَمَّا بَعْدُ فَاِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ -

৩০১১. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানীর দিন সূর্য কিছুটা উপরে উঠলে জামরায় পাথর নিক্ষেপ করেন, পুনরায় দ্বিপ্রহরের পরে।

٣٠١٢- وَحَدَّثَنَاهُ عَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৩০১২. আলী ইব্‌ন খাশরম (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ..... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٥٠- بَابُ بَيَانِ اَنَّ حَصَى الْجِمَارِ سَبْعٌ سَبْعٌ

৫০. পরিচ্ছেদ : জামরায় প্রতিবার সাতটি করে নুড়ি পাথর নিক্ষেপ করবে

٣٠١٣- وَحَدَّثَنِىْ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْجَزَرِىُّ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاِسْتِجْمَارُ تَوٌّ وَرَمْىُ الْجِمَارِ تَوٌّ وَالسَّعْىُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَوٌّ وَالطَّوَافُ تَوٌّ وَاِذَا اسْتَجْمَرَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ بِتَوٍّ -

৩০১৩. সালামা ইব্‌ন শাবীব (র) ...জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইস্তিঞ্জায় ব্যবহৃত ঢিলার সংখ্যা বেজোড়, জামরায় নিক্ষিপ্ত পাথরের সংখ্যা বেজোড়, সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈর সংখ্যা বেজোড় এবং তাওয়াফও বেজোড়। অতএব তোমাদের যে কেউ যখন ইস্তিঞ্জায় ঢেলা ব্যবহার করবে, সে যেন বেজোড় সংখ্যক ব্যবহার করে।

٥١- بَابُ تَفْضِيْلِ الْحَلْقِ عَلَى التَّقْصِيْرِ وَجَوَازِ التَّقْصِيْرِ

৫১. পরিচ্ছেদ : চুল ছাঁটার চেয়ে কামানো উত্তম এবং ছাঁটাও জায়েয

٣٠١٤- وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ قَالَ حَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَحَلَقَ طَائِفَةٌ مِنْ اَصْحَابِهِ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَحِمَ اللّٰهُ الْمُحَلِّقِيْنَ مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَالْمُقَصِّرِيْنَ -

৩০১৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, মুহাম্মদ ইব্ন রুম্হ ও কুতায়বা (র) ..... আবদুল্লাহ (ইব্ন উমর) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথা মুন্ডন করলেন। তাঁর কিছু সংখ্যক সাহাবীও মাথা মুন্ডন করলেন আর তাদের কিছু সংখ্যক চুল ছোট করলেন। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক অথবা দুইবার বললেন : যারা মাথা মুন্ডন করেছে, আল্লাহ তাদের উপর অনুগ্রহ করুন। অতঃপর তিনি বললেন : যারা চুল ছোট করেছে, তাদের উপরও।

٣٠١٥- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَرْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِيْنَ -

৩০১৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হে আল্লাহ! মাথা মুন্ডনকারীদের প্রতি দয়া করুন। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! চুল ছোটকারীদের প্রতিও। তিনি বললেন : হে আল্লাহ! মাথা মুন্ডনকারীদের প্রতি দয়া করুন। তারা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! চুল ছোটকারীদের প্রতিও! তিনি বললেন : এবং চুল ছোটকারীদের প্রতিও।

٣٠١٦- اَخْبَرَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَحِمَ اللّٰهُ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَحِمَ اللّٰهُ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَحِمَ اللّٰهُ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِيْنَ -

৩০১৬. আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সুফয়ান ইমাম মুসলিম হতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন নুমায়র (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, মাথা মুন্ডনকারীদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করুন! তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! চুল ছোটকারীদের প্রতিও। তিনি বললেন : মাথা মুণ্ডকারীদের প্রতি আল্লাহ্ রহম করুন। তারা বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! চুল ছোটকারীদের প্রতিও। তিনি বললেন : মাথা মুণ্ডনকারীদের প্রতি আল্লাহ্ দয়া করুন। তারা বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! চুল ছোটকারীদের প্রতিও। তিনি বললেন : চুল ছোটকারীদের প্রতিও।

٣٠١٧- وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ فِى الْحَدِيْثِ فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ قَالَ وَالْمُقَصِّرِيْنَ -

৩২১৭. ইব্ন মুসান্না (র) ..... উবায়দুল্লাহ (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে তার বর্ণনায় আছে : "চতুর্থবারে তিনি বললেন : চুল ছোটকারীদের উপরও (রহম করুন)।"

٣٠١٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ قَالَ وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ -

৩০১৮. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্‌ন হারব, ইব্‌ন নুমায়র ও আবূ কুরায়ব (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে আল্লাহ! মাথা মুন্ডনকারীদের ক্ষমা করুন। তারা বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! চুল ছোটকারীদের? তিনি বললেন : হে আল্লাহ! মাথা মুন্ডনকারীদের ক্ষমা করুন। তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! চুল ছোটকারীদেরকেও। তিনি বললেন : হে আল্লাহ! মাথা মুন্ডনকারীদেরকে ক্ষমা করুন। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! চুল ছোটকারীদেরও। তিনি বললেন : চুল ছোটকারীদেরও (গুনাহ ক্ষমা করুন)।

٣٠١٩- وَحَدَّثَنِىْ اُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ -

৩০১৯. উমায়্যা ইব্‌ন বিসতাম (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে এই সনদ সূত্রেও নবী ﷺ-এর উপরোক্ত হাদীসে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٣٠٢٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَاَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِىُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ جَدَّتِهِ اَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِىَّ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ دَعَا لِلْمُحَلِّقِيْنَ ثَلَاثًا وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ مَرَّةً وَلَمْ يَقُلْ وَكِيْعٌ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ -

৩০২০. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ওয়াকী ও আবূ দাঊদ তায়ালিসী (র) ..... ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হুসায়ন (র) থেকে তার দাদীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদী) বিদায় হজ্জকালে নবী ﷺ-কে মাথা মুন্ডনকারীদের জন্য তিনবার এবং চুল ছোটকারীদের জন্য একবার দু'আ করতে শুনেছেন। ওয়াকী 'বিদায় হজ্জ' কথাটুকু উল্লেখ করেননি।

٣٠٢١- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِىُّ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِى ابْنَ اِسْمَاعِيْلَ كِلَاهُمَا عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَلَقَ رَأْسَهُ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ -

৩০২১. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্জকালে নিজের মাথার চুল মুন্ডন করেছেন।

٥٢- بَابُ بَيَانِ اَنَّ السُّنَّةَ يَوْمَ النَّحْرِ اَنْ يَرْمِيَ ثُمَّ يَنْحَرَ ثُمَّ يَحْلِقَ وَالْاِبْتِدَاءُ فِى الْحَلَقِ بِالْجَانِبِ الْاَيْمَنِ مِنْ رَاسِ الْمَحْلُوْقِ

৫২. পরিচ্ছেদ : কুরবানীর দিন সুন্নাতসম্মত নিয়ম এই যে, প্রথমে (জামরায়) কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হবে, তারপর কুরবানী করতে হবে, তারপর মাথা মুন্ডন করতে হবে এবং তা ডানপাশ থেকে শুরু করতে হবে

٣٠٢٢- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتٰى مِنًى فَاَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا ثُمَّ اَتٰى مَنْزِلَهُ بِمِنًى وَنَحَرَ ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ خُذْ وَاَشَارَ اِلٰى جَانِبِهِ الْاَيْمَنِ ثُمَّ الْاَيْسَرِ ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيْهِ النَّاسَ -

৩০২২. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনায় এলেন, অতঃপর জামরায় এসে পাথর নিক্ষেপ করলেন। তারপর তিনি মিনায় নিজ স্থানে ফিরে এলেন এবং কুরবানী করলেন। তারপর ক্ষৌরকারকে ইশারায় বললেন : মাথার ডানপাশ থেকে শুরু কর, তারপর বামপাশ। তারপর তিনি লোকদেরকে নিজের চুল দান করলেন।

٣٠٢٣- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالُوْا اَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ اَمَّا اَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ فِىْ رِوَايَتِهِ قَالَ لِلْحَلَّاقِ « هَا » وَاَشَارَ بِيَدِهِ اِلَى الْجَانِبِ الْاَيْمَنِ هٰكَذَا فَقَسَمَ شَعَرَهُ بَيْنَ مَنْ يَلِيْهِ قَالَ ثُمَّ اَشَارَ اِلَى الْحَلَّاقِ وَاِلٰى جَانِبِ الْاَيْسَرِ فَحَلَقَهُ فَاَعْطَاهُ اُمَّ سُلَيْمٍ وَاَمَّا فِىْ رِوَايَةِ اَبِىْ كُرَيْبٍ قَالَ فَبَدَاَ بِالشِّقِّ الْاَيْمَنِ فَوَزَّعَهُ الشَّعَرَةَ وَالشَّعَرَتَيْنِ بَيْنَ النَّاسِ ثُمَّ قَالَ بِالْاَيْسَرِ فَصَنَعَ بِهِ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ قَالَ هٰهُنَا اَبُوْ طَلْحَةَ فَدَفَعَهُ اِلٰى اَبِىْ طَلْحَةَ -

৩০২৩. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, ইব্ন নুমায়র ও আবূ কুরায়ব (র) ..... হিশাম (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আবূ বকর (র) তাঁর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন যে, নবী ﷺ হাতের ইশারা দিয়ে ক্ষৌরকারকে মাথার ডানপাশ থেকে শুরু করতে বললেন। তারপর তিনি কাছের লোকেদের মধ্যে তাঁর চুল বন্টন করলেন। রাবী বলেন, তারপর তিনি ক্ষৌরকারকে মাথার বামপাশের প্রতি ইঙ্গিত করলেন। সে তা মুন্ডন করল। এই চুলগুলো তিনি উম্মু সুলায়ম (রা)-কে দান করলেন। আর আবূ কুরায়বের বর্ণনায় আছে : ক্ষৌরকার ডানপাশ থেকে ক্ষৌরকার্য শুরু করল। তিনি লোকদের একটি-দু'টি করে চুল বন্টন করলেন। তারপর বাঁ পাশের প্রতি ইশারা করলেন, সে তার অনুরূপ করল। তারপর তিনি বললেন : আবূ তালহা এখানে আছে? তিনি এবারের চুলগুলো তাকে দান করলেন।

٣٠٢٤- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ثُمَّ انْصَرَفَ اِلَى الْبُدْنِ فَنَحَرَهَا وَالْحَجَّامُ جَالِسٌ وَقَالَ

بِيَدِهِ عَنْ رَأْسِهِ فَحَلَقَ شِقَّهُ الْاَيْمَنَ فَقَسَمَهُ فِيْمَنْ يَلِيْهِ ثُمَّ قَالَ اَحْلِقِ الشِّقَّ الْاٰخَرَ فَقَالَ اَيْنَ اَبُوْ طَلْحَةَ فَاَعْطَاهُ اِيَّاهُ ـ

৩০২৪. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ জামরাতুল আকাবায় পাথর নিক্ষেপ করলেন, অতঃপর কুরবানীর উটের নিকট ফিরে এসে তা যবেহ করলেন। ক্ষৌরকার নিকটেই বসা ছিল। তিনি মাথার দিকে হাতের ইশারা করলেন এবং সে তাঁর মাথার ডানপার্শ্বের চুল কামিয়ে দিল। তিনি তা নিকটস্থ লোকদের মধ্যে বন্টন করলেন। অতঃপর তিনি বললেন : মাথার অপরাংশ কামাও। তিনি বললেন : আবূ তালহা কোথায়? তখন তিনি সেগুলো তাকে দান করলেন।

٣٠٢٥ـ وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَسَّانَ يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا رَمٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْجَمْرَةَ وَنَحَرَ نُسُكَهُ وَحَلَقَ نَاوَلَ الْحَالِقَ شِقَّهُ الْاَيْمَنَ فَحَلَقَهُ ثُمَّ دَعَا اَبَا طَلْحَةَ الْاَنْصَارِيَّ فَاَعْطَاهُ اِيَّاهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ الشِّقَّ الْاَيْسَرَ فَقَالَ احْلِقْ فَحَلَقَهُ فَاَعْطَاهُ اَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ ـ

৩০২৫. ইব্ন আবূ উমর (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জামরায় পাথর নিক্ষেপ করলেন। তারপর কুরবানী করলেন, তারপর মাথা কামালেন– তিনি ক্ষৌরকারের প্রতি মাথার ডানপার্শ্ব এগিয়ে দিলেন এবং সে তা চেঁছে দিল। তারপর তিনি আবূ তালহা আনসারী (রা)-কে ডাকলেন এবং তাকে (নিজের) চুল দান করলেন। অতঃপর তিনি মাথার বামপাশ এগিয়ে দিলেন এবং বললেন : কামিয়ে দাও। সে তা কমিয়ে দিল। তিনি চুলগুলো আবূ তালহা (রা)-কে দিয়ে বললেন : এগুলো লোকদের মধ্যে বন্টন কর।

٥٣ـ بَابُ جَوَازِ تَقْدِيْمِ الذَّبْحِ عَلَى الرَّمْيِ وَالْحَلْقِ عَلَى الذَّبْحِ وَعَلَى الرَّمْيِ وَتَقْدِيْمِ الطَّوَافِ عَلَيْهَا كُلِّهَا

৫৩. পরিচ্ছেদ : পাথর নিক্ষেপের পূর্বে কুরবানী করা, কুরবানী ও পাথর নিক্ষেপের পূর্বে মাথা মুড়ানো এবং এসবের আগে তাওয়াফ করা জায়েয প্রসঙ্গ

٣٠٢٦ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ وَقَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْاَلُوْنَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَمْ اَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَنْحَرَ فَقَالَ اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ اٰخَرُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَمْ اَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِيَ فَقَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ قَالَ فَمَا سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا اُخِّرَ اِلَّا قَالَ افْعَلْ وَلَا حَرَجَ ـ

৩০২৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকেদের সঙ্গে মিনায় অবস্থান করলেন– যাতে তারা প্রয়োজনীয় বিষয় তাঁর

কাছ থেকে জেনে নিতে পারে। এ সময এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! না জানার কারণে আমি কুরবানী করার পূর্বে মাথা কামিয়ে ফেলেছি। তিনি বললেন : কোন দোষ নেই, তুমি কুরবানী কর। অতঃপর এক ব্যক্তি তাঁর নিকট উপস্থিত হলে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জানতাম না, ফলে পাথর নিক্ষেপের পূর্বে কুরবানী করে ফেলেছি। তিনি বললেন, অসুবিধা নেই, তুমি পাথর নিক্ষেপ কর। রাবী বলেন, অজ্ঞতাবশত কাজ আগে অথবা পরে করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হলেই তিনি বলেন, তুমি এখন করে নাও, তাতে কোন দোষ নেই।

٣٠٢٧- وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِىْ عِيْسَى بْنُ طَلْحَةَ التَّمِيْمِىُّ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُوْلُ وَقَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى رَاحِلَتِهِ فَطَفِقَ نَاسٌ يَسْأَلُوْنَهُ فَيَقُوْلُ الْقَائِلُ مِنْهُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ لَمْ اَكُنْ اَشْعُرُ اَنَّ الرَّمْىَ قَبْلَ النَّحْرِ فَنَحَرْتُ قَبْلَ الرَّمْىِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَارْمِ وَلاَ حَرَجَ قَالَ وَطَفِقَ اٰخَرُ يَقُوْلُ اِنِّىْ لَمْ اَشْعُرْ اَنَّ النَّحْرَ قَبْلَ الْحَلْقِ فَحَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَنْحَرَ فَيَقُوْلُ انْحَرْ وَلاَ حَرَجَ قَالَ فَمَا سَمِعْتُهُ يُسْاَلُ يَوْمَئِذٍ عَنْ اَمْرٍ مِمَّا يَنْسَى الْمَرْءُ وَيَجْهَلُ مِنْ تَقْدِيْمِ بَعْضِ الْاُمُوْرِ قَبْلَ بَعْضٍ وَاَشْبَاهِهَا اِلاَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ افْعَلُوْا ذٰلِكَ وَلاَ حَرَجَ -

৩০২৭. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... ঈসা ইব্‌ন তালহা তামীমী (র) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সওয়ারীর উপর অবস্থান করলেন। লোকেরা তাঁর নিকট বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে থাকল। তাদের কেউ জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জানতাম না যে, কুরবানীর পূর্বে পাথর নিক্ষেপ করতে হয়। তাই আমি পাথর নিক্ষেপের পূর্বে কুরবানী করে ফেলেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : পাথর নিক্ষেপ কর, এতে কোন দোষ নেই। অপর ব্যক্তি এসে বলল, আমি জানতাম না যে, মাথা কামানোর পূর্বে কুরবানী করতে হবে। অতএব আমি কুরবানীর পূর্বে মাথা কামিয়ে ফেলেছি। তিনি বললেন, কোন দোষ নেই, তুমি কুরবানী কর। রাবী বলেন, মানুষ অজ্ঞতাবশত যেসব কাজের ক্ষেত্রে পরেরটি আগে করে ফেলেছে, এ সম্পর্কে বা এ জাতীয় বিষয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলেই আমি তাঁকে বলতে শুনেছি : তোমরা তা করে নাও, এতে কোন দোষ নেই।

٣٠٢٨- حَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِىُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِمِثْلِ حَدِيْثِ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ اِلٰى اٰخِرِهِ -

৩০২৮. হাসান আল্-হুলওয়ানী (র) ..... যুহরী (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٣٠٢٩- وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يَقُوْلُ حَدَّثَنِىْ عِيْسَى بْنُ طَلْحَةَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ مَا كُنْتُ اَحْسِبُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَّ كَذَا وَكَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ جَاءَ اٰخَرُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كُنْتُ اَحْسِبُ اَنَّ كَذَا كَذَا قَبْلَ كَذا وَكَذَا لِهٰؤُلاَءِ الثَّلاَثِ قَالَ افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ -

৩০২৯. আলী ইব্‌ন খাশরম (র) ঈসা থেকে, তিনি ইব্‌ন জুরায়জ থেকে ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ কুরবানীর দিন ভাষণ দিচ্ছিলেন। এ সময় এক ব্যক্তি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জানতাম না যে, এই এই কাজ অমুক অমুক কাজের পূর্বে করতে হয়। এরপর আর এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি মনে করেছিলাম এই কাজ অমুক অমুক তিনটি (পাথর নিক্ষেপ, কুরবানী, মাথা কামানো) কাজের পূর্বে করতে হয়। তিনি বললেন : করে নাও, কোন অসুবিধা নেই।

٣٠٣٠- وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ح وَحَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا رِوَايَةُ ابْنِ بَكْرٍ فَكَرِوَايَةِ عِيْسَى إِلَّا قَوْلَهُ لِهٰؤُلَاءِ الثَّلَاثِ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ ذٰلِكَ وَأَمَّا يَحْيَى الْأُمَوِيُّ فَفِيْ رِوَايَتِهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ وَأَشْبَاهُ ذٰلِكَ -

৩০৩০. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাক্‌র থেকে ও সাঈদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া উমাবী তার পিতা থেকে এবং তারা উভয়ে ইব্‌ন জুরায়জ (র) থেকে এই সূত্রে বর্ণিত। মুহাম্মদ ইব্‌ন বকর -এর বর্ণনা ঈসার বর্ণনার অনুরূপ। তবে তার বর্ণনায় "ঐ তিন কাজ" কথাটুকু উল্লেখ নাই। ইয়াহ্‌ইয়া উমাবীর বর্ণনায় আছে : "আমি কুরবানী করার পূর্বে মাথা মুন্ডন করেছি, পাথর নিক্ষেপের পূর্বে কুরবানী করেছি ইত্যাদি।"

٣٠٣١- وَحَدَّثَنَاهُ أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ فَاذْبَحْ وَلَا حَرَجَ قَالَ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ -

৩০৩১. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর নিকট এসে বলল, আমি যবেহ করার পূর্বে মাথা কমিয়ে ফেলেছি। তিনি বললেন, কোন দোষ নেই, এখন যবেহ কর। (অতঃপর একজন) বলল, আমি পাথর নিক্ষেপের পূর্বে কুরবানী করছি। তিনি বললেন : কোন ক্ষতি নেই, তুমি এখন পাথর নিক্ষেপ কর।

٣٠٣٢- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى نَاقَةٍ بِمِنًى فَجَاءَهُ رَجُلٌ بِمَعْنَى حَدِيْثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ -

৩০৩২. ইব্‌ন আবূ উমর ও আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ..... যুহরী (র) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মিনায় তাঁর উষ্ট্রীর উপর অবস্থানরত দেখেছি। এ সময় এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এলো ..... উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٣٠٣٣- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُهْزَاذَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ حَفْصَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو بْنِ

الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَأَتَاهُ رَجُلٌ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ وَاقِفٌ عِنْدَ الْجَمْرَةِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ حَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِيَ فَقَالَ ارْمِ وَلاَ حَرَجَ وَأَتَاهُ اٰخَرُ فَقَالَ اِنِّيْ ذَبَحْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِيَ قَالَ ارْمِ وَلاَ حَرَجَ وَأَتَاهُ اٰخَرُ فَقَالَ اِنِّيْ اَفَضْتُ اِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ اَنْ اَرْمِيَ قَالَ ارْمِ وَلاَحَرَجَ قَالَ فَمَا رَأَيْتُهُ سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ اِلاَّ قَالَ افْعَلُوْا وَلاَحَرَجَ ـ

৩০৩৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন কুহ্‌যায (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানীর দিন জামরাতুল আকাবার নিকট অবস্থানরত ছিলেন। আমি এক ব্যক্তিকে তাঁর নিকট এসে বলতে শুনলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি পাথর নিক্ষেপের পূর্বে মাথা কামিয়ে নিয়েছি। তিনি বললেন : কোন অসুবিধা নেই, পাথর নিক্ষেপ করে নাও। আরেক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বলল, আমি পাথর নিক্ষেপের পূর্বে কুরবানী করে ফেলেছি। তিনি বললেন, কোন দোষ নেই, পাথর নিক্ষেপ করে নাও। অপর এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বলল, আমি পাথর নিক্ষেপের পূর্বে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করে ফেলেছি। তিনি বললেন : কোন অসুবিধা নেই পাথর নিক্ষেপ কর। রাবী বলেন, আমি লক্ষ্য করেছি, সেদিন যে সম্পর্কেই (আগে-পিছে করার ক্ষেত্রে) তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, তিনি বলেছেন : কোন দোষ নেই, এখন করে নাও।

٣٠٣٤ـ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قِيْلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَالرَّمْيِ وَالتَّقْدِيْمِ وَالتَّاْخِيْرِ فَقَالَ لاَ حَرَجَ ـ

৩০৩৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর নিকট কুরবানী, মাথা মুন্ডন, পাথর নিক্ষেপ, আগের অনুষ্ঠান পরে এবং পরের অনুষ্ঠান আগে হয়ে যাওয়া ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : কোন দোষ নেই।

٥٤ـ بَابُ اِسْتِحْبَابِ طَوَافِ الْاِفَاضَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

৫৪. পরিচ্ছেদ : কুরবানীর দিন তাওয়াফুল ইফাযা সম্পন্ন করা উত্তম

٣٠٣٥ـ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى قَالَ نَافِعٌ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفِيْضُ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي الظُّهْرَ بِمِنًى وَيَذْكُرُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَهُ ـ

৩০৩৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) ..... নাফি' (র) ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানীর দিন তাওয়াফুল ইফাযা সম্পন্ন করেন, অতঃপর মিনায় ফিরে এসে যোহরের সালাত আদায় করেন। নাফি' বলেন, ইব্‌ন উমর (রা)-ও কুরবানীর দিন তাওয়াফুল ইফাযা সম্পন্ন করতেন, অতঃপর ফিরে এসে মিনায় যোহরের সালাত আদায় করতেন এবং বলতেন, নবী ﷺ এরূপ করেছেন।

٥٥- بَابُ اِسْتِحْبَابِ نُزُوْلِ الْمُحَصَّبِ يَوْمَ النَّفْرِ وَصَلاَةِ الظُّهْرِ وَمَا بَعْدَهَا بِهِ

৫৫. পরিচ্ছেদ : বিদায়ের দিন আল-মুহাস্‌সাবে অবতরণ এবং সেখানে যোহর ও পরের ওয়াক্তের সালাত আদায় করা মুস্তাহাব

٣٠٣٦- حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ يُوْسُفَ الأَزْرَقُ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ سَأَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قُلْتُ اَخْبِرْنِيْ عَنْ شَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ بِمِنًى قُلْتُ فَاَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ قَالَ بِالأَبْطَحِ ثُمَّ قَالَ افْعَلْ مَا يَفْعَلُ اُمَرَاؤُكَ -

৩০৩৬. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ..... আবদুল আযীয ইব্‌ন রুফাই (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে বললাম, আপনার যা স্মরণ আছে সে সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তারবিয়ার দিন (৮ই যিলহজ্জ) যোহরের সালাত কোথায় আদায় করেছেন? তিনি বললেন, মিনায়। আমি বললাম, (হজ্জ সমাপনান্তে) বিদায়ের দিন তিনি আসরের সালাত কোথায় আদায় করেছেন? তিনি বললেন, বাতহা উপত্যকায়। অতঃপর তিনি বললেন, তোমার প্রশাসকগণ যা করেন, তদ্রুপ কর।

٣٠٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوْا يَنْزِلُوْنَ الأَبْطَحَ -

৩০৩৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মিহরান রাযী (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ, আবূ বকর (রা) ও উমর (রা) আবতাহ নামক স্থানে অবতরণ করতেন।

٣٠٣٨- حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُوْنٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى التَّحْصِيْبَ سُنَّةً وَكَانَ يُصَلِّيْ الظُّهْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بِالْحَصْبَةِ قَالَ نَافِعٌ قَدْ حَصَّبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ -

৩০৩৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম ইব্‌ন মায়মূন (র) ..... নাফি' (রা) থেকে বর্ণিত। ইব্‌ন উমর (রা) মুহাসসাবে যাত্রা বিরতি সুন্নাত মনে করতেন। তিনি বিদায়ের দিন (১২ অথবা ১৩ যিলহজ্জ) সেখানে যোহরের সালাত আদায় করতেন। নাফি' বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহাস্‌সাবে যাত্রা বিরতি করেছেন এবং তাঁর পরে খলীফাগণও।

٣٠٣٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نُزُوْلُ الأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ اِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَنَّهُ كَانَ اَسْمَحَ لِخُرُوْجِهِ اِذَا خَرَجَ -

৩০৩৯. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবতাহে অবতরণ করা সুন্নাত নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবল এজন্য সেখানে যাত্রা বিরতি করেছিলেন যে, সেখান থেকে তাঁর জন্য যাত্রা করা সহজতর ছিল।

٣٠٤٠- وَحَدَّثَنَاهُ أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ح وَحَدَّثَنِيْهِ أَبُوْ الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَاهُ أَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حَبِيْبٌ الْمُعَلِّمُ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ ـ

৩০৪০. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ রবি যাহ্‌রানী ও আবূ কামিল (র) ..... হিশাম (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٣٠٤١- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ كَانُوْا يَنْزِلُوْنَ الْاَبْطَحَ قَالَ الزُّهْرِىُّ وَأَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذٰلِكَ وَقَالَتْ اِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِأَنَّهُ كَانَ مَنْزِلاً أَسْمَحَ لِخُرُوْجِهِ ـ

৩০৪১. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ..... সালিম (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, আবূ বকর (রা), উমর (রা) ও ইব্‌ন উমর (রা) আবতাহে অবতরণ করতেন। যুহরী বলেন, আমাকে উরওয়া অবহিত করেছেন যে, আয়েশা (রা) আবতাহে যাত্রা বিরতি করতেন না। তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবল (বিশ্রামের জন্য) এখানে যাত্রা বিরতি করতেন। কেননা এটা এমন জায়গা ছিল, যেখান থেকে তাঁর বের হওয়া সহজতর ছিল।

٣٠٤٢- وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَابْنُ أَبِى عُمَرَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَاللَّفْظُ لِأَبِى بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَيْسَ التَّحْصِيْبُ بِشَىْءٍ اِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ـ

৩০৪২. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম, ইব্‌ন আবূ উমর ও আহমদ ইব্‌ন আবদা (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাস্‌সাবে যাত্রা বিরতি বাধ্যতামূলক নয়। এটি একটি মঞ্জিল, যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ যাত্রা বিরতি করেছেন।

٣٠٤٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ أَبُوْ رَافِعٍ لَمْ يَأْمُرْنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ أَنْزِلَ الْاَبْطَحَ حِيْنَ خَرَجَ مِنْ مِنًى وَلٰكِنِّىْ جِئْتُ فَضَرَبْتُ فِيْهِ قُبَّتَهُ فَجَاءَ فَنَزَلَ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ فِىْ رِوَايَةِ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَفِىْ رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ قَالَ عَنْ أَبِىْ رَافِعٍ وَكَانَ عَلٰى ثَقَلِ النَّبِىِّ ﷺ ـ

৩০৪৩. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ..... সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ রাফি' (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মিনা থেকে রওনা হলেন তখন তিনি আমাকে আবতাহে যাত্রা বিরতির নির্দেশ দেননি; বরং আমি সেখানে পৌঁছে তাঁবু খাটালাম, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে সেখানে অবতরণ করলেন। আবূ রাফি' (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মালপত্রের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত ছিলেন।

٣٠٤٤- حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ نَنْزِلُ غَدًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِخَيْفِ بَنِيْ كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوْا عَلَى الْكُفْرِ -

৩০৪৪. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইনশাআল্লাহ আমরা আগামীকাল সকালে খায়ফে বনূ কিনানায় অবতরণ করব– যেখানে তারা (কাফিররা) কুফরীর উপর অবিচল থাকার শপথ নিয়েছিল।

٣٠٤٥- حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي الْاَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ بِمِنًى نَحْنُ نَازِلُوْنَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِيْ كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوْا عَلَى الْكُفْرِ وَذٰلِكَ اِنَّ قُرَيْشًا وَبَنِيْ كِنَانَةَ تَحَالَفَتْ عَلٰى بَنِيْ هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ اَنْ لاَ يُنَاكِحُوْهُمْ وَلاَ يُبَايِعُوْهُمْ حَتّٰى يُسْلِمُوْا اِلَيْهِمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَعْنِيْ بِذٰلِكَ الْمُحَصَّبَ -

৩০৪৫. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মিনায় থাকাকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বললেন : আগামীকাল সকালে আমরা কিনানা গোত্রের ঘাঁটিতে অবতরণ করব যেখানে তারা কুফরীর উপর অটল থাকার শপথ করেছিল। তা হচ্ছে– কুরায়শ ও কিনানা গোত্র হাশিম ও মুত্তালিব গোত্রদ্বয়ের বিরুদ্ধে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, এরা তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কে স্থাপন করবে না এবং বেচাকেনা করবে না– যতক্ষণ তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাদের হাতে অর্পণ না করবে– এ হচ্ছে সেই মুহাস্‌সাব।

٣٠٤٦- وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِيْ وَرْقَاءُ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْزِلُنَا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اِذَا فَتَحَ اللّٰهُ الْخَيْفُ حَيْثُ تَقَاسَمُوْا عَلَى الْكُفْرِ -

৩০৪৬. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আল্লাহ যদি আমাদের বিজয় দান করেন তবে ইনশাআল্লাহ আমাদের মঞ্জিল হবে খায়ফে, যেখানে কুরায়শরা কুফরীর উপর অটল থাকার শপথ করেছিল।

٥٦- بَابُ وُجُوْبِ الْمَبِيْتِ بِمِنًى لَيَالِيَ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ وَالتَّرْخِيْصِ فِىْ تَرْكِهِ لاَهْلِ السِّقَايَةِ

৫৬. পরিচ্ছেদ : আয়্যামে তাশরীকের রাতগুলো মিনায় অতিবাহিত করা ওয়াজিব। পানি বিতরণকারীগণ এই নির্দেশের বহির্ভুত

٣٠٤٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ اُسَامَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَبِيْتَ بِمَكَّةَ لَيَالِىَ مِنًى مِنْ اَجْلِ سِقَايَتِهِ فَاَذِنَ لَهُ -

৩০৪৭. আবু বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন নুমায়র (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) মিনার রাতগুলো মক্কায় অতিবাহিত করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করলেন। কারণ পানি বিতরণের দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন।[১]

٣٠٤٨- وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ح وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ كِلاَهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৩০৪৮. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম, মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম ও আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ..... উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উমর (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٥٧- بَابُ فَضْلِ الْقِيَامِ بِالسِّقَايَةِ وَ الثَّنَاءِ عَلٰى اَهْلِهَا وَاسْتِحْبَابِ الشُّرْبِ مِنْهَا

৫৭. পরিচ্ছেদ : পানি পান করানোর ফযীলত, ভিস্তিদের প্রশংসা করা এবং (যমযমের) পানি পান করা মুস্তাহাব

٣٠٤٩- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيْرُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيْلُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِىِّ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَاَتَاهُ اَعْرَابِىٌّ فَقَالَ مَالِىْ اَرٰى

---

১. তাওয়াফে ইফাযা শেষে মিনায় ফিরে আসা, এখানে দুই বা তিন রাত অবস্থান করা এবং প্রত্যহ জামরায় পাথর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। এটা হজ্জের অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত এবং এ ব্যাপারে ফিকহবিদগণের ঐকমত্য রয়েছে। সূরা বাকারার ২০০ নং আয়াত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। ইমাম শাফিঈর সর্বাধিক সহীহ মত অনুযায়ী এখানে রাত যাপন করা ওয়াজিব। ইমাম মালিক এবং আহমদেরও এই মত। কিন্তু ইব্‌ন আব্বাস (রা), হাসান বসরী ও ইমাম আবূ হানীফার মতে এখানে রাত যাপন সুন্নাত। তবে পানি সরবরাহকারীগণের জন্যে এখানে রাত যাপন বাধ্যতামূলক নয় (নববীর শরাহ, মুসলিম, ১ খ, পৃ. ৪২৩)।
কেউ এখানে রাত যাপন না করলে তিন ইমামের মতে তার উপর একটি পশু কুরবানী করা ওয়াজিব (পৃ. গ্রন্থ)। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফার মতে তা ওয়াজিব নয় এবং ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কুরবানী করতে হবে না। তার মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদীস রয়েছে : ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : "জামরাতুর আকাবায় পাথর নিক্ষেপের পর তুমি যেখানে ইচ্ছা রাত কাটাতে পার।" (শায়খ আহমদ আবদুর রহমান আল-বান্না, আল ফাতহুর রাব্বানী, ১২খ. পৃ. ২২০)।

بَنِىْ عَمِّكُمْ يَسْقُوْنَ الْعَسَلَ وَاللَّبَنَ وَاَنْتُمْ تَسْقُوْنَ النَّبِيْذَ أَمِنْ حَاجَةٍ بِكُمْ اَمْ مِنْ بُخْلٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مَا بِنَا مِنْ حَاجَةٍ وَلاَ بُخْلٍ قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى رَاحِلَتِهِ وَخَلْفَهُ أُسَامَةُ فَاسْتَسْقٰى فَاَتَيْنَاهُ بِاِنَاءٍ مِنْ نَبِيْذٍ فَشَرِبَ وَسَقٰى فَضْلَهُ أُسَامَةَ وَقَالَ اَحْسَنْتُمْ وَاَجْمَلْتُمْ كَذَا فَاصْنَعُوْا فَلاَ نُرِيْدُ تَغْيِيْرَ مَا اَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ـ

৩০৪৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মিনহাল যারীর (র) ..... বকর ইব্‌ন আবদুল্লাহ মুযানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর সাথে কা'বার সন্নিকটে বসা ছিলাম। এ সময় এক বেদুঈন তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, কি ব্যাপার? আমি দেখছি আপনার চাচাতো ভাইয়েরা (আগন্তুকদের) মধু ও দুধ পান করায়। আর আপনারা নাবীয (খেজুরের তৈরি শরবত) পান করান? তা কি আপনাদের দরিদ্রতার কারণে, না কৃপণতার কারণে? ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, আল্‌হামদু লিল্লাহ, আমাদের না দারিদ্র্য আছে, না কৃপণতা। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, নবী ﷺ তাঁর সওয়ারীতে চড়ে এখন এলেন এবং আমরা তাঁকে এক পেয়ালা নাবীয দিলাম। তিনি তা পান করলেন এবং অবশিষ্টটুকু উসামাকে পান করালেন। এরপর তিনি বললেন : "তোমরা খুবই উত্তম কাজ করেছ এবং এরূপই করতে থাক।" অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের যা করার নির্দেশ দিয়েছেন– আমরা তার পরিবর্তন করতে চাই না।

٥٨- بَابُ الصَّدَقَةِ بِلُحُوْمِ الْهَدَايَا وَجُلُوْدِهَا وَجِلاَلِهَا وَاَنْ لاَ يُعْطِىَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا وَجَوَازِ الْاِسْتِنَابَةِ فِى الْقِيَامِ عَلَيْهَا

৫৮. পরিচ্ছেদ ঃ কুরবানীর গোশত, চামড়া ও উটের পিঠে ব্যবহৃত বস্ত্র– খয়রাত করা এবং এসব দিয়ে কসাইর পারিশ্রমিক পরিশোধ না করা

٣٠٥٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عَلِىٍّ قَالَ اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اَقُوْمَ عَلٰى بُدْنِهِ وَاَنْ اَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُوْدِهَا وَاَجِلَّتِهَا وَاَنْ لاَ اُعْطِىَ الْجَزَّارَ مِنْهَا قَالَ نَحْنُ نُعْطِيْهِ مِنْ عِنْدِنَا ـ

৩০৫০. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তাঁর কুরবানীর উটগুলোর নিকট দাঁড়াতে এবং এগুলোর গোশত, চামড়া ও বস্ত্র সদকা করে দিতে নির্দেশ দিলেন এবং তা দিয়ে কসাইয়ের মজুরী দিতে নিষেধ করলেন ও বললেন : আমাদের নিজেদের পক্ষ থেকে তার মজুরী পরিশোধ করে দেব।

٣٠٥١- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْجَزَرِىِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ ـ

৩০৫১. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আমরুন-নাকিদ ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ..... আবদুল কারীম জাযারী (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٣٠٥٢- وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ وَقَالَ اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ كِلاَهُمَا عَنْ اِبْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَيْسَ فِىْ حَدِيْثِهِمَا اَجْرُ الْجَازِرِ -

৩০৫২. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ..... আলী (রা) থেকে এ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এ বর্ণনায় কসাইয়ের মজুরীর কথা উল্লেখ নাই।

٣٠٥٣- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوْقٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ اَنَّ مُجَاهِدًا اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِىْ لَيْلٰى اَخْبَرَهُ اَنَّ عَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَهُ اَنْ يَقُوْمَ عَلٰى بُدْنِهٖ وَاَمَرَهُ اَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُوْمَهَا وَجُلُوْدَهَا وَجِلاَلَهَا فِى الْمَسَاكِيْنِ وَلاَ يُعْطِىَ فِىْ جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا -

৩০৫৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম, মুহাম্মদ ইব্‌ন মারযূক ও আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ..... আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাকে তাঁর কুরবানীকৃত উটগুলোর নিকট অবস্থানের নির্দেশ দিলেন। তিনি তাকে উটের সমস্ত গোশত, চামড়া ও বস্ত্র মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করারও নির্দেশ দিলেন এবং তা থেকে কসাইকে মজুরী স্বরূপ কিছু দিতে নিষেধ করলেন।

٣٠٥٤- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الْكَرِيْمِ بْنُ مَالِكٍ الْجَزَرِىُّ اَنَّ مُجَاهِدًا اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِىْ لَيْلٰى اَخْبَرَهُ اَنَّ عَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَهُ بِمِثْلِهٖ -

৩০৫৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) ..... আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাকে নির্দেশ দিলেন .....উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٥٩- بَابُ جَوَازِ الْاِشْتِرَاكِ فِى الْهَدْىِ وَاِجْزَاءِ الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ كُلٌّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَنْ سَبْعَةٍ

৫৯. পরিচ্ছেদ : ভাগে কুরবানী দেওয়া জায়েয এবং একটি উট অথবা গরুতে সাতজন পর্যন্ত শরীক হওয়া যায়

٣٠٥٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَحَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ -

৩০৫৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার বছর (৬ষ্ঠ হিজরী) আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে প্রতি সাতজনের পক্ষ থেকে একটি উট এবং প্রতি সাতজনের পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী করেছি।

٣٠٥٦- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِيْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُهِلِّيْنَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِيْ بَدَنَةٍ -

৩০৫৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ও আহমদ ইব্‌ন ইউনুস (রা) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হজ্জের ইহরাম বেঁধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রওনা হলাম। তিনি আমাদেরকে প্রতিটি উট বা গরুতে সাতজন শরীক হওয়ার নির্দেশ দিলেন।

٣٠٥٧- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَجَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنَحَرْنَا الْبَعِيْرَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ -

৩০৫৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে হজ্জ সমাপন করি। আমরা সাত শরীকে একটি করে উট বা গরু কুরবানী করেছি।

٣٠٥٨- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اشْتَرَكْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كُلُّ سَبْعَةٍ فِيْ بَدَنَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ لِجَابِرٍ أَيُشْتَرَكُ فِي الْبَدَنَةِ مَا يُشْتَرَكُ فِي الْجَزُوْرِ قَالَ مَا هِيَ إِلَّا مِنَ الْبُدْنِ وَحَضَرَ جَابِرٌ الْحُدَيْبِيَةَ قَالَ نَحَرْنَا يَوْمَئِذٍ سَبْعِيْنَ بَدَنَةً اشْتَرَكْنَا كُلُّ سَبْعَةٍ فِيْ بَدَنَةٍ -

৩০৫৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজ্জ ও উমরা পালনকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সাতজনে মিলে একটি উট কুরবানী করেছি। এক ব্যক্তি জাবির (রা)-কে জিজ্ঞাসা করল, জাযূরে যে ক'জন শরীক হতে পারে– বাদানাতেও কি অনুরূপ শরীক হওয়া যায়? তখন তিনি বললেন, উভয় তো একই। জাবির (রা) হুদায়বিয়ায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা ঐদিন ৭০টি উট কুরবানী করেছি। প্রতিটি উটে ৭জন শরীক ছিলাম।[১]

٣٠٥٩- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَأَمَرَنَا إِذَا أَحْلَلْنَا أَنْ نُهْدِيَ وَيَجْتَمِعَ النَّفَرُ مِنَّا فِي الْهَدِيَّةِ وَذٰلِكَ حِيْنَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوْا مِنْ حَجِّهِمْ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ -

---

১. ইহরাম বাঁধার প্রাক্কালে যে উট বা গরু মক্কায় কুরবানীর উদ্দেশ্যে সঙ্গে নেওয়া হয়, তাকে বাদানা (বুদ্‌ন) ও হাদী বলে। আর পরবর্তীতে যা সেখানে কুরবানীর উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয়, তাকে জাযূর বলে।

৩০৫৯. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) ..... আবূ যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-কে নবী ﷺ-এর বিদায় হজ্জ সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছেন। তিনি (জাবির রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন, ইহরাম খোলার সময় যেন কয়েকজন শরীক হয়ে এক-একটি পশু কুরবানী দেই। এটা সেই সময়ের কথা যখন তিনি তাদেরকে (উমরা আদায়ের পর) হজ্জের ইহরাম খোলার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

٣٠٦٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالْعُمْرَةِ فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيْهَا -

৩০৬০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে তামাত্তু হজ্জ করেছি। আমরা সাত শরীকে মিলে একটি গরু কুরবানী করেছি।

٣٠٦١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِيْ زَائِدَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ ذَبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ عَائِشَةَ بَقَرَةً يَوْمَ النَّحْرِ -

৩০৬১. উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানীর দিন আয়েশা (রা)-এর পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী করেন।

٣٠٦٢- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِيْ أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ نَحَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ وَفِيْ حَدِيْثِ ابْنِ بَكْرٍ عَنْ عَائِشَةَ بَقَرَةً فِيْ حَجَّتِهِ -

৩০৬২. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম মুহাম্মাদ ইব্ন বাক্র থেকে ও সাঈদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া উমাবী তাঁর পিতা থেকে ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সহধর্মিণীদের পক্ষ থেকে একটি কুরবানী করেছেন। ইব্ন বকর (র) কর্তৃক আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, তিনি তাঁর হজ্জ উদ্যাপনকালে একটি গাভী কুরবানী করেন।

٦٠- بَابُ اسْتِحْبَابِ نَحْرِ الْإِبِلِ قِيَامًا مَعْقُوْلَةً

৬০. পরিচ্ছেদ : উটকে দণ্ডায়মান অবস্থায় পা বেঁধে কুরবানী করা মুস্তাহাব

٣٠٦٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ بَارِكَةً فَقَالَ ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ ﷺ -

৩০৬৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... যিয়াদ ইব্ন যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন উমর (রা) এক ব্যক্তির কাছে এলেন। সে তার উটকে বসিয়ে কুরবানী করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তিনি বললেন, এটাকে দাঁড় করিয়ে পা বেঁধে কুরবানী কর। এটাই তোমাদের নবী ﷺ-এর সুন্নাত।

٦١- بَابُ اسْتِحْبَابِ بَعْثِ الْهَدْيِ اِلَى الْحَرَمِ لِمَنْ لاَ يُرِيْدُ الذِّهَابَ بِنَفْسِهِ وَاسْتِحْبَابِ تَقْلِيْدِهِ وَفَتْلِ الْقَلاَئِدِ وَاَنَّ بَاعِثَهُ لاَ يَصِيْرُ مُحْرِمًا وَلاَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِذٰلِكَ -

৬১. পরিচ্ছেদ : যে নিজে (মক্কায়) যেতে ইচ্ছা রাখে না, তার পক্ষে কুরবানীর পশু হারাম শরীফে পাঠানো ও গলায় মালা পরানো এবং মালা পাকানো মুস্তাহাব। আর এতে সে ইহরামকারী হয়ে যাবে না এবং এ কারণে তার উপর (ইহরামধারীদের মত) কোন কিছু হারাম হবে না

٣٠٦٤- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُهْدِىْ مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَاَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لاَيَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ -

৩০৬৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ ও কুতায়বা (র) ..... উরওয়া ইব্ন যুবায়র ও আমরাহ্ বিনত আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনা থেকে তাঁর কুরবানীর পশু (মক্কার হরমে) পাঠাতেন। আমি তাঁর কুরবানীর পশুর (গলায় বাঁধার জন্য) মালা তৈরি করে দিতাম। এরপর তিনি এমন কোন জিনিস থেকে বিরত থাকতেন না– যা থেকে মুহারিম বিরত থাকে।

٣٠٦٥- وَحَدَّثَنِيْهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهٰذَا الاِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৩০৬৫. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) .... ইব্ন শিহাব (র) থেকে এ সনদে (উপরোক্ত হাদীসের) অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٣٠٦٦- وَحَدَّثَنَاهُ سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَقُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيْدٍ قَالُوْا اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَىَّ اَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِنَحْوِهِ -

৩০৬৬. সাঈদ ইব্ন মানসূর, যুহায়র ইব্ন হারব, খালফ ইব্ন হিশাম ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার চোখে সেই দৃশ্য ভাসছে– আমি যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কুরবানীর পশুর (গলায় পরানোর জন্য) মালা তৈরি করে দিচ্ছি। ..... অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٣٠٦٧- وَحَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ كُنْتُ اَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِيَدَىَّ هَاتَيْنِ ثُمَّ لاَيَعْتَزِلُ شَيْئًا وَلاَيَتْرُكُهُ -

৩০৬৭. সাঈদ ইব্ন মানসূর (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার হাত দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুরবানীর পশুর মালা বানিয়ে দিয়েছি। এরপর তিনি কোন জিনিস থেকে বিরত থাকতেন না এবং তা পরিহার করতেন না (যা হজ্জের ইহ্রামধারীকে পরিহার করতে হয়)।

٣٠٦٨- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا اَفْلَحُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَتَلْتُ قَلاَئِدَ بُدْنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِيَدَىَّ ثُمَّ اَشْعَرُهَا وَقَلَّدَهَا ثُمَّ بَعَثَ بِهَا اِلَى الْبَيْتِ وَاَقَامَ بِالْمَدِيْنَةِ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَىْءٌ كَانَ لَهُ حِلاًّ -

৩০৬৮. আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কা'নাব (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুরবানীর পশুর মালা বানিয়ে দিয়েছি। এরপর তিনি কুরবানীর পশুকে চিহ্নিত করেন ও গলায় মালা বেঁধে দেন। এরপর তিনি বায়তুল্লাহয় পাঠিয়ে দেন এবং মদীনায় অবস্থান করেন। ফলে তাঁর উপর এমন কোন জিনিস হারাম হয়নি যা তাঁর জন্য হালাল ছিল।

٣٠٦٩- وَحَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِىُّ وَيَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ قَالَ ابْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ الْقَاسِمِ وَاَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَبْعَثُ بِالْهَدْىِ اَفْتِلُ قَلاَئِدَهَا بِيَدَىَّ ثُمَّ لاَيُمْسِكُ عَنْ شَىْءٍ لاَيُمْسِكُ عَنْهُ الْحَلاَلُ -

৩০৬৯. আলী ইব্ন হুজর সা'দী ও ইয়াকূব ইব্ন ইবরাহীম দাওরাকী (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কুরবানীর পশু (মক্কায়) পাঠিয়ে দিতেন। আমি নিজ হাতে এর মালা তৈরি করে দিতাম। অতঃপর তিনি এমন কোন জিনিস থেকে বিরত থাকতেন না– যা থেকে কোন ইহরামবিহীন ব্যক্তি বিরত থাকে না।

٣٠٧٠- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ اَنَا فَتَلْتُ تِلْكَ الْقَلاَئِدَ مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدَنَا فَاَصْبَحَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَلاَلاً يَأْتِىْ مَايَأْتِى الْحَلاَلُ مِنْ اَهْلِهِ اَوْ يَأْتِىْ مَايَأْتِى الرَّجُلُ مِنْ اَهْلِهِ -

৩০৭০. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ..... উম্মুল মুমিনীন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রংগীন পশমের সূতা যা আমাদের কাছে ছিল, তা দিয়ে এ সব মালা তৈরি করেছি। অতঃপর তিনি আমাদের মধ্যে হালালরূপে থাকতেন এবং ইহরামবিহীন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর সাথে যা করে, তিনিও তাই করতেন; কিংবা তিনি বলেন, লোকে তার স্ত্রীর কাছে যে ভাবে উপগত হয়, তিনিও উপগত হতেন।

٣٠٧١- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُنِىْ اَفْتِلُ الْقَلاَئِدَ لِهَدْىِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْغَنَمِ فَيَبْعَثُ بِهِ ثُمَّ يُقِيْمُ فِيْنَا حَلاَلاً -

৩০৭১. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন নিজেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুরবানীর মেষের জন্য মালা তৈরিরত দেখতে পাচ্ছি। তিনি তা হরমে পাঠিয়ে দেন এবং আমাদের মাঝে অবস্থান করেন ইহরামবিহীন ব্যক্তির মতো।

٣٠٧٢- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رُبَّمَا فَتَلْتُ الْقَلَائِدَ لِهَدْيِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيُقَلِّدُ هَدْيَهٗ يَبْعَثُ بِهٖ ثُمَّ يُقِيْمُ لَايَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ-

৩০৭২. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুরবানীর পশুর জন্য মালা তৈরি করে দিতাম এবং তিনি তা নিজের কুরবানীর পশুর গলায় পরিয়ে দিতেন, এরপর তা (মক্কায়) পাঠিয়ে দেন। অতঃপর তিনি (মদীনায়) অবস্থান করতেন এবং এমন কোন কিছু থেকে বিরত থাকতেন না – যা থেকে ইহ্‌রামধারী ব্যক্তি বিরত থাকে।

٣٠٧٣- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَهْدٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَرَّةً اِلَى الْبَيْتِ غَنَمًا فَقَلَّدَهَا-

৩০৭৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) ..... আয়েশা (রা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ বায়তুল্লাহর হরমে (কুরবানীর উদ্দেশ্যে) ছাগল পাঠান এবং এর গলায় মালা বাঁধেন।

٣٠٧٤- وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نُقَلِّدُ الشَّاةَ فَنُرْسِلُ بِهَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَلَالٌ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ-

৩০৭৪. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বকরীর গলায় মালা পরিয়ে তা (কুরবানীর উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহয়) পাঠিয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ হালালরূপে ছিলেন এবং কোন জিনিস তাঁর জন্য হারাম হয়নি (যা মুহরিমের জন্য হারাম)।

٣٠٧٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّ ابْنَ زِيَادٍ كَتَبَ اِلٰى عَائِشَةَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ اَهْدٰى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَايَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتّٰى يُنْحَرَ الْهَدْىُ وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْيِىْ فَاكْتُبِىْ اِلَىَّ بِاَمْرِكِ قَالَتْ عَمْرَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِيَدَىَّ

ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللّٰهُ لَهُ حَتّٰى نُحِرَ الْهَدْيُ -

৩০৭৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আমরাহ বিনত আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। ইব্ন যিয়াদ (র) আয়েশা (রা)-এর কাছে লিখেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : "যে ব্যক্তি (মক্কার হরমে) কুরবানীর পশু পাঠায়, হাজীদের জন্য যা করা হারাম তার জন্যও তা করা হারাম যতক্ষণ না ঐ পশু কুরবানী করা হয়। আমি কুরবনীর পশু (হরমে) পাঠিয়েছি। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত আমাকে লিখে জানাবেন।" আমরাহ্ বলেন, আয়েশা (রা) বললেন, ইব্ন আব্বাস (রা) যেভাবে বলেছেন, ব্যাপারটি তা নয়। আমি নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুরবানীর পশুর (গলায় বাঁধার) জন্য মালা তৈরি করে দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হাতে তা পশুর গলায় বেঁধেছেন, তারপর আমার পিতার মাধ্যমে তা (হরম শরীফ) পাঠিয়েছেন। কিন্তু এর ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর এমন কোন জিনিস হারাম হয়নি– যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর জন্য হালাল করেছেন। অতঃপর পশু কুরবানী করা হয়েছে।

٣٠٧٦- وَحَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِيْ خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ تُصَفِّقُ وَتَقُوْلُ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِيَدَيَّ ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا وَمَا يُمْسِكُ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ حَتّٰى يُنْحَرَ هَدْيُهُ -

৩০৭৬. সাঈদ ইব্ন মানসূর (র) ..... মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে পর্দার আড়াল থেকে হাত তালি দিয়ে বলতে শুনেছি : আমি নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুরবানীর পশুর জন্য মালা তৈরি করে দিতাম। অতঃপর তিনি (তাঁর) কুরবানীর পশু (মক্কায়) পাঠিয়ে দিতেন। কিন্তু পশু কুরবানী হওয়ার সময় পর্যন্ত তিনি এমন কোন জিনিস থেকে বিরত থাকতেন না যা থেকে সাধারণত ইহরামধারী ব্যক্তিগণ বিরত থাকে।

٣٠٧٧- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ كِلَاهُمَا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৩০৭৭. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন নুমায়র (র) ..... আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٦٢- بَابُ جَوَازِ رُكُوْبِ الْبَدَنَةِ الْمُهْدَاةِ لِمَنِ احْتَاجَ إِلَيْهَا

৬২. পরিচ্ছেদ : প্রয়োজনে কুরবানীর পশুর উপর আরোহণ করা জায়েয

٣٠٧٨- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَأٰى رَجُلًا يَسُوْقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِنَّهَا بَدَنَةٌ فَقَالَ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ -

৩০৭৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে একটি কুরবানীর উট টেনে নিয়ে যেতে দেখলেন। তিনি বললেন : এর পিঠে সওয়ার হও। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কুরবানীর উট। তিনি দ্বিতীয় অথবা তৃতীয়বারে বললেন : তোমার জন্য আফসোস! এর পিঠে আরোহণ কর।

٣٠٧٩- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَدَنَةً مُقَلَّدَةً -

৩০৭৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আবূ যিনাদ (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, একদা এক ব্যক্তি গলায় মালা পরিহিত একটি কুরবানীর উট হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

٣٠٨٠- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَدَنَةً مُقَلَّدَةً قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَيْلَكَ ارْكَبْهَا فَقَالَ بَدَنَةٌ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ وَيْلَكَ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ ارْكَبْهَا -

৩০৮০. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) ..... হাম্মাম ইব্ন মুনব্বিহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর থেকে এগুলো আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে একটি এই যে, তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি কুরবানীর একটি উট হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। এর গলায় মালা পরিহিত ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তোমার জন্য আফসোস! এর পিঠে আরোহণ কর। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কুরবানীর পশু। তিনি বললেন : তোমার জন্য আফসোস! এর পিঠে আরোহণ কর, তোমার জন্য আফসোস! এর পিঠে আরোহণ কর।

٣٠٨١- وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالاَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ وَأَظُنُّنِي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِرَجُلٍ يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا فَقَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا -

৩০৮১. আমরুন-নাকিদ, সুরায়জ ইব্ন ইউনুস ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে একটি উট টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। তিনি বললেন : এর পিঠে চড়ে যাও। সে বলল, এটা কুরবানীর উট। তিনি দুই-তিনবার বললেন : এর পিঠে চড়ে যাও।

٣٠٨٢- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَخْنَسِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مُرَّ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ بِبَدَنَةٍ اَوْ هَدِيَّةٍ فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ اِنَّهَا بَدَنَةٌ اَوْ هَدِيَّةٌ فَقَالَ وَاِنْ -

৩০৮২. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট দিয়ে কুরবানীর উট অথবা কুরবানীর পশু নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তিনি বললেন : পিঠে চড়ে যাও। সে বলল, এটা কুরবানীর উট বা কুরবানীর পশু। তিনি বললেন : তাহলেও।

٣٠٨٣- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ حَدَّثَنِىْ بُكَيْرُ بْنُ الْاَخْنَسِ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ مُرَّ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ بِبَدَنَةٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ -

৩০৮৩. আবূ কুরায়ব (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ-এর নিকট দিয়ে একটি কুরবানীর উট নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ..... এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٣٠٨٤- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ سُئِلَ عَنْ رُكُوْبِ الْهَدْىِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوْفِ اِذَا اُلْجِئْتَ اِلَيْهَا حَتّٰى تَجِدَ ظَهْرًا -

৩০৮৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) ..... আবূ যুবায়র (র) বলেন, আমি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট কুরবানীর পশুর পিঠে আরোহণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, প্রয়োজনে এর পিঠে আরোহণ করতে পার, একে কষ্ট না দিয়ে– যতক্ষণ না অন্য সওয়ারী পাও।

٣٠٨٥- وَحَدَّثَنِىْ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ قَالَ سَاَلْتُ جَابِرًا عَنْ رُكُوْبِ الْهَدْىِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوْفِ حَتّٰى تَجِدَ ظَهْرًا -

৩০৮৫. সালামা ইব্‌ন শাবীব (র) ..... আবূ যুবায়র (র) বলেন, আমি জাবির (রা)-এর নিকট কুরবানীর পশুর পিঠে আরোহণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি : সহানুভূতির সাথে এর পিঠে আরোহণ কর– যদি অন্য সওয়ারী না পাও।

٦٣- بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالْهَدْىِ اِذَا عَطِبَ فِى الطَّرِيْقِ

৬৩. পরিচ্ছেদ : কুরবানীর পশু পথিমধ্যে অচল হয়ে পড়লে কি করতে হবে

٣٠٨٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ الضُّبَعِىِّ حَدَّثَنِىْ مُوْسَى بْنُ سَلَمَةَ الْهُذَلِىُّ قَالَ انْطَلَقْتُ اَنَا وَسِنَانُ بْنُ سَلَمَةَ مُعْتَمِرَيْنِ قَالَ وَانْطَلَقَ سِنَانٌ مَعَهُ

بِبَدَنَةٍ يَسُوْقُهَا فَأَزْحَفَتْ عَلَيْهِ بِالطَّرِيْقِ فَعَيِىَ بِشَأْنِهَا إِنْ هِىَ أُبْدِعَتْ كَيْفَ يَأْتِىْ بِهَا فَقَالَ لَئِنْ قَدِمْتُ الْبَلَدَ لأَسْتَحْفِيَنَّ عَنْ ذٰلِكَ قَالَ فَأَضْحَيْتُ فَلَمَّا نَزَلْنَا الْبَطْحَاءَ قَالَ انْطَلِقْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ نَتَحَدَّثْ إِلَيْهِ قَالَ فَذَكَرَ لَهُ شَأْنَ بَدَنَتِهِ فَقَالَ عَلَى الْخَبِيْرِ سَقَطْتَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسِتَّ عَشْرَةَ بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ وَأَمَّرَهُ فِيْهَا قَالَ فَمَضٰى ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا أُبْدِعَ عَلَىَّ مِنْهَا قَالَ انْحَرْهَا ثُمَّ اصْبُغْ نَعْلَيْهَا فِىْ دَمِهَا ثُمَّ اجْعَلْهُ عَلٰى صَفْحَتِهَا وَلاَ تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَلاَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ ـ

৩০৮৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আবদুল ওয়ারিস থেকে এবং তিনি আবুত-তায়্যাহ হুযালী থেকে বর্ণনা করেন যে, ... মূসা ইব্ন সালামা হুযালী (র) বলেন, আমি ও সিনান ইব্ন সালামা উমরা পালনের জন্য রওনা হলাম। সিনানের একটি কুরবানীর উট ছিল। সে সেটি হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে সেটি অচল হয়ে পড়ল। এ ব্যাপারে সে অসহায় ও চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়ল এবং (মনে মনে বলল) এ যদি সামনে অগ্রসর না হতে পারে, তবে এটাকে কি করে গন্তব্যস্থলে নেয়া যাবে? সে বলল, যদি মক্কা পর্যন্ত পৌঁছতে পারতাম তবে এ সম্পর্কে ভালরূপে মাসআলা জেনে নিতাম। রাবী বলেন, আমরা দিনের প্রথমভাগে আবার চলতে শুরু করলাম এবং 'বাতহা' নামক স্থানে যাত্রা বিরতি দিলাম। সিনান বলল, চল আমরা ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট গিয়ে (বিষয়টি) আলোচনা করি। রাবী বলেন, সিনান তার নিকট নিজের উটের কথা বর্ণনা করল। ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, তুমি উত্তমরূপে অবহিত ব্যক্তির নিকটই এসে পড়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির মাধ্যমে ষোলটি উট (মক্কার হরমে) পাঠালেন এবং তাকে এগুলোর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করলেন। রাবী বলেন, সে রওনা হয়ে গেল এবং পুনরায় ফিরে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি এর মধ্যকার কোন পশু চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়ে, তবে কি করব? তিনি বললেন : তা যবেহ করো এবং এর (গলায় বাঁধা) জুতা জোড়া রক্তে রঞ্জিত করে এর কুঁজের উপর রেখে দিও। এর গোশত তুমিও খাবে না তোমার সঙ্গীদের কেউও খাবে না।

٣٠٨٧ـ وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيٰى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَبِى التَّيَّاحِ عَنْ مُوْسٰى بْنِ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ بِثَمَانَ عَشْرَةَ بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ عَبْدِ الْوَارِثِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَ الْحَدِيْثِ ـ

৩০৮৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আলী ইব্ন হুজর (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে আঠারটি উট (কুরবানীর জন্য মক্কাব হরমে) পাঠালেন। ..... অবশিষ্ট আবদুল ওয়ারিসের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ সনদে হাদীসের প্রথমাংশের (সিনানের সাথে সংশ্লিষ্ট) ঘটনা উল্লেখ নেই।

٣٠٨٨- حَدَّثَنِيْ اَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الاَعْلٰى حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ ذُؤَيْبًا اَبَا قَبِيْصَةَ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ ثُمَّ يَقُوْلُ اِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيْتَ عَلَيْهِ مَوْتًا فَانْحَرْهَا ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِيْ دَمِهَا ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا وَلاَ تَطْعَمْهَا اَنْتَ وَلاَ اَحَدٌ مِنْ اَهْلِ رُفْقَتِكَ -

৩০৮৮. আবূ গাস্সান মিসমাঈ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তার নিকট যুওয়ায়ব আবূ কাবীসা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে কুরবানীর উটসহ (মক্কায়) পাঠাতেন এবং বলে দিতেন : "এগুলোর মধ্যকার কোন উট দুর্বল হয়ে চলতে অক্ষম হয়ে পড়লে এবং তুমি এর মৃত্যুর আশংকা করলে তা যবেহ করে দিও। অতঃপর এর (গলায় বাঁধা) জুতা জোড়া রক্ত রঞ্জিত করে এর কুঁজে ছাপ মেরে দিও। তুমি এবং তোমার সঙ্গীদের কেউই এর গোশত খাবে না।"

٦٤- بَابُ وَجُوْبِ طَوَافِ الْوَدَاعِ وَسُقُوْطِهِ عَنِ الْحَائِضِ

৬৪. পরিচ্ছেদ : বিদায়ী তাওয়াফ বাধ্যতামূলক কিন্তু ঋতুমতী মহিলার ক্ষেত্রে তা পরিত্যাজ্য

٣٠٨٩- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الاَحْوَلِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُوْنَ فِيْ كُلِّ وَجْهٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَنْفِرَنَّ اَحَدٌ حَتّٰى يَكُوْنَ اٰخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ قَالَ زُهَيْرٌ يَنْصَرِفُوْنَ كُلَّ وَجْهٍ وَلَمْ يَقُلْ فِيْ -

৩০৮৯. সাঈদ ইব্ন মানসূর ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা বিভিন্নভাবে প্রত্যাবর্তন করছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : "কেউই যেন প্রত্যাবর্তন না করে, যাবৎ না তার সর্বশেষ কাজ হবে শেষবারের মত বায়তুল্লাহর তাওয়াফ।

٣٠٩٠- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِسَعِيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اُمِرَ النَّاسُ اَنْ يَكُوْنَ اٰخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ اِلاَّ اَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ -

৩০৯০. সাঈদ ইব্ন মানসূর ও আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (রা) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, লোকদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (প্রত্যাবর্তনকালে) তাদের সর্বশেষ কাজ যেন হয় বায়তুল্লাহ তাওয়াফ। কিন্তু ঋতুমতী মহিলাদেরকে তা থেকে রেহাই দেয়া হয়েছে।

٣٠٩١- حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ اِذْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ تُفْتِيْ اَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ قَبْلَ اَنْ يَكُوْنَ

اٰخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ اِمَّا لاَ فَسَلْ فُلاَنَةَ الاَنْصَارِيَّةَ هَلْ اَمَرَهَا بِذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَرَجَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ وَهُوَ يَقُوْلُ مَا اَرَاكَ اِلاَّ قَدْ صَدَقْتَ ـ

৩০৯১. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) ..... তাঊস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বললেন, আপনি কি এই ফাতওয়া দিচ্ছেন যে, হায়যগ্রস্ত মহিলারা বিদায়ী তাওয়াফ না করেই প্রস্থান করতে পারবে? ইব্ন আব্বাস (রা) তাকে বললেন, যদি আপনি আশ্বস্ত না হতে পারেন, তবে অমুক আনসারী মহিলাকে জিজ্ঞাসা করুন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি তাকে এরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন? তাঊস বলেন, যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) হাসতে হাসতে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট ফিরে এসে বললেন, আমি মনে করি আপনি সত্য কথাই বলেছেন।

٣٠٩٢ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ وَعُرْوَةَ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىٍّ بَعْدَ مَا اَفَاضَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَذَكَرْتُ حَيْضَتَهَا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحَابِسَتُنَاهِىَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا قَدْ اَفَاضَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ الاِفَاضَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلْتَنْفِرْ ـ

৩০৯২. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ লায়স থেকে তিনি ইব্ন শিহাব থেকে এবং তিনি আবূ সালামা ও উরওয়া (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন, উম্মুল মুমিনীন সাফিয়্যা বিনত হুয়াই (রা) তাওয়াফে ইফাযা করার পর হায়যগ্রস্ত হয়ে পড়েন। আয়েশা (রা) আরও বলেন, আমি তার হায়যের কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উল্লেখ করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সে কি আমাদেরকে আটকিয়ে রাখবে? আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তাওয়াফে ইফাযা করার পর হায়যগ্রস্ত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে সে রওনা হতে পারে।[১]

٣٠٩٣ـ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى وَاَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ اَحْمَدُ حَدَّثَنَا وَقَالَ الاٰخَرَانِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهٰذَا الاِسْنَادِ قَالَتْ طَمِثَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىٍّ زَوْجُ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَعْدَ مَا اَفَاضَتْ طَاهِرًا بِمِثْلِ حَدِيْثِ اللَّيْثِ ـ

৩০৯৩. আবূ তাহির, হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ও আহমদ ইব্ন ঈসা (র) ইব্ন ওয়াহাব থেকে তিনি ইউনুস থেকে এবং তিনি ইব্ন শিহাব (র) থেকে এই সনদে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেন, নবী ﷺ -এর স্ত্রী সাফিয়্যা বিনত

---

১. হাজীগণকে তিনবার কা'বা ঘর তাওয়াফ করতে হয় : (১) মক্কা শরীফে পৌঁছেই। এটাকে বলে তাওয়াফে কুদূম বা আগমণী তাওয়াফ। এই তাওয়াফ সুন্নাত। (২) ১০ই যিলহজ্জ মিনা থেকে ফিরে এসে। এটাকে বলে তাওয়াফে ইফাযা বা তাওয়াফে যিয়ারাহ। এই তাওয়াফ ফরয এবং হজ্জের রুকন। (৩) মক্কা থেকে নিজ নিজ গন্তব্যে রওনা হওয়ার প্রাক্কালে। এটাকে বলে তাওয়াফে বিদা বা বিদায়ী তাওয়াফ। মক্কার বাইরের লোকদের জন্য এই তাওয়াফ ওয়াজিব। তাওয়াফে ইফাযার পূর্বে কোন মহিলা হায়যগ্রস্তা হলে বা সন্তান প্রসব করলে সে পাক হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। পাক হওয়ার পর এই তাওয়াফ সেরে প্রস্থান করবে। তাদের ক্ষেত্রে তাওয়াফে বিদা বাধ্যতামূলক নয় (অনুবাদক)।

হুয়াই বিদায় হজ্জকালে পবিত্র অবস্থায় তাওয়াফে ইফাযা করার পর হায়যগ্রস্ত হন। ..... অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্বোক্ত লায়সের হাদীসের অনুরূপ।

٣٠٩٤- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ يَعْنِى ابْنَ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا اَيُّوبُ كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا ذَكَرَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ صَفِيَّةَ قَدْ حَاضَتْ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ -

৩০৯৪. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)..... আবদুর রহমান ইবন কাসিম তার পিতা থেকে এবং তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উল্লেখ করলেন, সাফিয়্যা (রা)-এর হায়য হয়েছে। অবশিষ্ট যুহরীর হাদীসের অনুরূপ।

٣٠٩٥- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا اَفْلَحُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نَتَخَوَّفُ اَنْ تَحِيْضَ صَفِيَّةُ قَبْلَ اَنْ تُفِيْضَ قَالَتْ فَجَاءَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ أَحَابِسَتُنَا صَفِيَّةُ قُلْنَا قَدْ اَفَاضَتْ قَالَ فَلَا اِذَنْ -

৩০৯৫. আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা ইব্‌ন কা'নাব (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আশংকা করছিলাম যে, সাফিয়্যা (রা) তাওয়াফে ইফাযা করার পূর্বেই হায়যগ্রস্তা হয়ে পড়বেন। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট এলেন এবং বললেন : "সাফিয়্যা কি আমাদের আটকে রাখবে?" আমরা বললাম, তিনি তাওয়াফে ইফাযা করেছেন। তিনি বললেন : "তাহলে নয়।"

٣٠٩٦- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ قَدْ حَاضَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا أَلَمْ تَكُنْ قَدْ طَافَتْ مَعَكُنَّ بِالْبَيْتِ قَالُوْا بَلٰى قَالَ فَاخْرُجْنَ -

৩০৯৬. ইয়াহ্‌ইয়া ইবন ইয়াহ্‌ইয়া (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সাফিয়্যা বিনত হুয়াই হায়যগ্রস্তা হয়ে পড়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হয়ত সে আমাদের আটকে রাখবে। সে কি তোমাদের সঙ্গে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেনি? তারা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন : তবে তোমরা চল।

٣٠٩٧- حَدَّثَنِى الْحَكَمُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى بْنُ حَمْزَةَ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ لَعَلَّهُ قَالَ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَرَادَ مِنْ

صَفِيَّةَ بَعْضَ مَا يُرِيْدُ الرَّجُلُ مِنْ اَهْلِهِ فَقَالُوْا اِنَّهَا حَائِضٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَاِنَّهَا لَحَابِسَتُنَا فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا قَدْ زَارَتْ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ فَلْتَنْفِرْ مَعَكُمْ -

৩০৯৭. হাকাম ইব্ন মূসা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, কোন পুরুষ স্ত্রীর সাথে সাধারণত যা করার ইচ্ছা করে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাফিয়্যা (রা)-এর সাথে তাই করার ইচ্ছা করলেন। তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি হায়যগ্রস্তা। তিনি বললেন : তাহলে সে তো আমাদের এখানে আটকে রাখবে। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি কুরবানীর দিন (বায়তুল্লাহ-এর) যিয়ারত করেছেন। তিনি বললেন : তাহলে সে তোমাদের সঙ্গে যাত্রা করুক।

٣٠٩٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا اَرَادَ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَنْفِرَ اِذَا صَفِيَّةُ عَلٰى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيْبَةً حَزِيْنَةً فَقَالَ عَقْرٰى حَلْقٰى اِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا ثُمَّ قَالَ لَهَا أَكُنْتِ اَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَانْفِرِىْ -

৩০৯৮. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না, ইব্ন বাশ্শার ও উবায়দুল্লাহ ইব্ন মু'আয (র) ..... হাকাম ইব্রাহীম থেকে, তিনি আসওয়াদ থেকে এবং তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন রওনা হওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন সাফিয়্যাকে তাঁর তাঁবুর দরজায় চিন্তিতা ও অবসাদগ্রস্তা দেখতে পেলেন। তিনি বললেন : বন্ধ্যা, নেড়ি! তুমি আমাদের (এখানে) আটকে রাখবে? তিনি পুনরায় তাকে বললেন : তুমি কি কুরবানীর দিন (বায়তুল্লাহ) যিয়ারত করেছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাহলে রওনা হও।

٣٠٩٩- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ عَنْ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الاَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ جَمِيْعًا عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيْثِ الْحَكَمِ غَيْرَ اَنَّهُمَا لاَ يَذْكُرَانِ كَئِيْبَةً حَزِيْنَةً -

৩০৯৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাকামের বর্ণনার অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই সূত্রে 'চিন্তিতা' ও 'অবসাদগ্রস্তা' শব্দদ্বয়ের উল্লেখ নেই।

٦٥- بَابُ اِسْتِحْبَابِ دُخُوْلِ الْكَعْبَةِ لِلْحَاجِّ وَغَيْرِهِ وَالصَّلاَةِ فِيْهَا وَالدُّعَاءِ فِىْ نَوَاحِيْهِ كُلِّهَا

৬৫. পরিচ্ছেদ : হজ্জ পালনকারী ও অন্যান্যের জন্য কা'বাঘরের অভ্যন্তরে প্রবেশ এবং সালাত আদায় করা, এর সকল পার্শ্বে দু'আ করা মুস্তাহাব

٣١٠٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى التَّمِيْمِىُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ

اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأُسَامَةُ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِىُّ فَاَغْلَقَهَا عَلَيْهِ ثُمَّ مَكَثَ فِيْهَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَسَأَلْتُ بِلَالاً حِيْنَ خَرَجَ مَاصَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ جَعَلَ عَمُوْدَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُوْدًا عَنْ يَمِيْنِهِ وَثَلَاثَةَ اَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلٰى سِتَّةِ اَعْمِدَةٍ ثُمَّ صَلّٰى ـ

৩১০০. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া তামীমী (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে এবং উসামা, বিলাল ও উসমান ইব্‌ন তালহা হাজাবী (রা) কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। তারপর তিনি ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন এবং কিছুক্ষণ সেখানে অবস্থান করলেন। ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, বিলাল যখন বের হয়ে আসল আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি করেছেন? তিনি বললেন, তিনি দুইটি থাম নিজের বাঁ দিকে, একটি থাম ডান পাশে এবং তিনটি থাম পেছনে রেখে সালাত আদায় করলেন। তৎকালে বায়তুল্লাহ ছয়টি থামের উপর স্থাপিত ছিল।

٣١٠١ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِىُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِىُّ كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ اَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ فَنَزَلَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ وَاَرْسَلَ اِلٰى عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ فَجَاءَ بِالْمِفْتَحِ فَفَتَحَ الْبَابَ قَالَ ثُمَّ دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ وَبِلَالٌ وَاُسَامَةُ ابْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَاَمَرَ بِالْبَابِ فَاُغْلِقَ فَلَبِثُوْا فِيْهِ مَلِيًّا ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَبَادَرْتُ النَّاسَ فَتَلَقَّيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَارِجًا وَبِلَالٌ عَلٰى اِثْرِهِ فَقُلْتُ لِبِلَالٍ هَلْ صَلّٰى فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ اَيْنَ قَالَ بَيْنَ الْعَمُوْدَيْنِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ قَالَ وَنَسِيْتُ اَنْ اَسْاَلَهُ كَمْ صَلّٰى ـ

৩১০১. আবুর-রবী যাহরানী, কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও আবূ কামিল জাহদারী হাম্মাদ (র) থেকে, তিনি আয়্যুব থেকে, তিনি নাফি' থেকে এবং তিনি ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ (মক্কায়) এলেন এবং কা'বার চত্বরে অবতরণ করলেন। অতঃপর উসমান ইব্‌ন তালহা (রা)-কে ডেকে পাঠালেন। তিনি চাবি নিয়ে এলেন এবং (কা'বার) দরজা খুললেন। রাবী বলেন, অতঃপর নবী ﷺ বিলাল, উসামা ইব্‌ন যায়দ ও উসমান ইব্‌ন তালহা (রা) ভিতরে প্রবেশ করলেন। নবী ﷺ দরজা (ভিতর থেকে) বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন, অতএব তা বন্ধ করে দেয়া হলো। তারা কিছু সময় ভিতরে অবস্থান করলেন। অতঃপর দরজা খোলা হ'ল। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি বাইরে সকলের আগে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে মিলিত হলাম এবং বিলাল তাঁর পেছনে ছিলেন। আমি বিলালকে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি কা'বার অভ্যন্তরে সালাত আদায় করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, কোন্ জায়গায়? বিলাল (রা) বললেন, তাঁর সামনের দুইটি থামের মাঝখানে। ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, তিনি কত রাক'আত সালাত আদায় করেছেন, বিলালের নিকট তা জিজ্ঞাসা করতে আমি ভুলে গেছি।

٣٢٠٢- وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِىِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ عَلٰى نَاقَةٍ لِاُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حَتّٰى اَنَاخَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ ثُمَّ دَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ فَقَالَ ائْتِنِىْ بِالْمِفْتَاحِ فَذَهَبَ اِلٰى اُمِّهِ فَاَبَتْ اَنْ تُعْطِيَهُ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَتُعْطِيْنِيْهِ اَوْ لَيَخْرُجَنَّ هٰذَا السَّيْفُ مِنْ صُلْبِىْ قَالَ فَاَعْطَتْهُ اِيَّاهُ فَجَاءَ بِهِ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَدَفَعَهُ اِلَيْهِ فَفَتَحَ الْبَابَ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ -

৩২০২. ইব্‌ন আবূ উমর (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)-এর উষ্ট্রীতে আরোহণ করে (মক্কায়) আগমণ করেন। উসামা (রা) উষ্ট্রীকে কা'বার চত্বরে বসান। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উসমান ইব্‌ন তালহা (রা)-কে ডাকলেন এবং বললেন, আমার নিকট (কা'বার) চাবি নিয়ে এসো। তিনি তার মায়ের নিকট উপস্থিত হয়ে চাবি চাইলেন কিন্তু তিনি তাকে চাবি দিতে অস্বীকৃতি জানান। উসমান (রা) বললেন, আল্লাহর শপথ! চাবি দিন, অন্যথায় এই তরবারি আমার পিঠ ভেদ করে চলে যাবে। অতঃপর তিনি তাকে চাবি দিলেন। তিনি চাবি নিয়ে নবী ﷺ-এর নিকট এসে তা তাঁকে প্রদান করেন। তিনি কা'বার দরজা খুললেন। ..... হাদীসের অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্বোক্ত হাম্মাদ ইব্‌ন যায়দের হাদীসের অনুরূপ।

٣١٠٣- وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَهُوَ الْقَطَّانُ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْبَيْتَ وَمَعَهُ اُسَامَةُ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَاَجَافُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ طَوِيْلًا ثُمَّ فُتِحَ فَكُنْتُ اَوَّلَ مَنْ دَخَلَ فَلَقِيْتُ بِلَالًا فَقُلْتُ اَيْنَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ بَيْنَ الْعَمُوْدَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ فَنَسِيْتُ اَنْ اَسْاَلَهُ كَمْ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

৩১০৩. যুহায়র ইব্‌ন হারব, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন নুমায়র (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বায়তুল্লাহর অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর সঙ্গে ছিলেন উসামা, বিলাল ও উসমান ইব্‌ন তালহা (রা)। লোকেরা অনেকক্ষণ দরজা বন্ধ করে রাখল। অতঃপর তা খোলা হ'ল। আমিই সর্বপ্রথম (অগ্রসর হয়ে ভিতরে) প্রবেশ করে বিলালকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন্ স্থানে সালাত আদায় করেছেন? বিলাল বললেন, সামনের দুই থামের মাঝখানে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কত রাক'আত সালাত আদায় করেছেন।

٣١٠٤- وَحَدَّثَنِىْ حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ انْتَهٰى اِلَى الْكَعْبَةِ وَقَدْ دَخَلَهَا النَّبِىُّ ﷺ وَبِلَالٌ وَاُسَامَةُ وَاَجَافَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْبَابَ قَالَ فَمَكَثُوْا فِيْهِ مَلِيًّا ثُمَّ فُتِحَ الْبَابُ فَخَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ وَرَقِيْتُ الدَّرَجَةَ فَدَخَلْتُ الْبَيْتَ فَقُلْتُ اَيْنَ صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ قَالُوْا هٰهُنَا قَالَ وَنَسِيْتُ اَنْ اَسْاَلَهُمْ كَمْ صَلّٰى -

৩১০৪. হুমায়দ ইব্‌ন মাস'আদা (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কা'বা শরীফের নিকটে পৌঁছলেন। ইতিমধ্যে নবী ﷺ বিলাল ও উসামা (রা) কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। উসমান ইব্‌ন তালহা (রা) দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারা কিছু সময় কা'বার অভ্যন্তরে অবস্থান করলেন। অতঃপর দরজা খোলা হ'ল এবং নবী ﷺ বেরিয়ে এলেন। আমি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলাম এবং বায়তুল্লাহর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ কোথায় সালাত আদায় করেছেন? তারা বললেন, এখানে। ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, তিনি কত রাক'আত সালাত আদায় করেছেন তা আমি তাদের নিকট জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছি।

٣١٠٥- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْبَيْتَ هُوَ وَاُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَاَغْلَقُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَلَمَّا فَتَحُوْا كُنْتُ فِيْ اَوَّلِ مَنْ وَلَجَ فَلَقِيْتُ بِلَالًا فَسَاَلْتُهُ هَلْ صَلّٰى فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ صَلّٰى بَيْنَ الْعَمُوْدَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ -

৩১০৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও ইব্‌ন রুমহ (র) ..... সালিম (র) থেকে তার পিতা সূত্রে বর্ণিত। তিনি (পিতা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উসামা ইব্‌ন যায়দ, বিলাল ও উসমান ইব্‌ন তালহা (রা) বায়তুল্লাহয় প্রবেশ করলেন। অতঃপর তারা দরজা বন্ধ করে দিলেন। অতঃপর যখন তারা দরজা খুললেন, তখন প্রথমে আমিই ভিতরে প্রবেশ করলাম এবং বিলালের সাথে মিলিত হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি ভিতরে সালাত আদায় করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি দুই ইয়ামানী থামের মাঝখানে সালাত আদায় করেছেন।

٣١٠٦- وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَاُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَلَمْ يَدْخُلْهَا مَعَهُمْ اَحَدٌ ثُمَّ اُغْلِقَتْ عَلَيْهِمْ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ فَاَخْبَرَنِيْ بِلَالٌ اَوْ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى فِيْ جَوْفِ الْكَعْبَةِ بَيْنَ الْعَمُوْدَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ -

৩১০৬. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ, উসামা ইব্‌ন যায়দ, বিলাল ও উসমান ইব্‌ন তালহা (রা)-কে কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে দেখলাম। তাদের সঙ্গে আর কেউ প্রবেশ করেনি। অতঃপর দরজ বন্ধ করে দেয়া হ'ল। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, বিলাল অথবা উসমান ইব্‌ন তালহা (রা) আমাকে অবহিত করলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বার কেন্দ্রস্থলে ইয়ামানী দুই স্তম্ভের[১] মাঝখানে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলেন।

٣١٠٧- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ بَكْرٍ قَالَ عَبْدٌ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ اَسَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اِنَّمَا اُمِرْتُمْ بِالطَّوَافِ وَلَمْ

---

১. সে দু'টি থাম ইয়ামানী রুকনের দিকে অবস্থিত।

تُؤْمَرُوْا بِدُخُوْلِهِ قَالَ لَمْ يَكُنْ يَنْهٰى عَنْ دُخُوْلِهِ وَلٰكِنِّىْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ أَخْبَرَنِىْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ دَعَا فِىْ نَوَاحِيْهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ فِيْهِ حَتّٰى خَرَجَ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ فِىْ قُبُلِ الْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ هٰذِهِ الْقِبْلَةُ قُلْتُ لَهُ مَا نَوَاحِيْهَا أَفِىْ زَوَايَاهَا قَالَ بَلْ فِىْ كُلِّ قِبْلَةٍ مِنَ الْبَيْتِ ـ

৩১০৭. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ..... ইব্‌ন জুরায়জ (র) বলেন, আমি আতা (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন : তোমাদের কেবল তাওয়াফের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, বায়তুল্লাহর অভ্যন্তরে প্রবেশের নির্দেশ দেওয়া হয়নি? আতা বললেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) তো কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশে নিষেধ করেননি, বরং আমি তাকে বলতে শুনেছি ঃ উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) আমাকে অবহিত করেছেন যে, নবী ﷺ বায়তুল্লাহর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এর সকল পার্শ্বে দু'আ করেছেন কিন্তু বের হওয়া পর্যন্ত কোন সালাত আদায় করেননি। তিনি বের হয়ে এসে বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে দু'রাক'আত সালাত আদায় করেছেন এবং বলেছেন, এ হ'ল কিবলা। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এর পার্শ্ব বলতে কি বুঝায়? তা দিয়ে কি কোণ বুঝানো হয়েছে? তিনি (আতা) বললেন, বরং সমস্ত পার্শ্ব ও কোণই কিবলা।

٣١٠٨ـ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَفِيْهَا سِتُّ سَوَارٍ فَقَامَ عِنْدَ سَارِيَةٍ فَدَعَا وَلَمْ يُصَلِّ ـ

৩১০৮. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। আর তাতে ছিল ছয়টি স্তম্ভ। একটি থামের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে তিনি দু'আ করেছেন কিন্তু সালাত আদায় করেননি।

٣١٠٩ـ وَحَدَّثَنِىْ سُرَيْجُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنِىْ هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِىْ خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ أَوْفٰى صَاحِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَدَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ الْبَيْتَ فِىْ عُمْرَتِهِ قَالَ لَا ـ

৩১০৯. সুরায়জ ইব্‌ন ইউনুস (র) ..... ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ খালিদ (র) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহর সাহাবী আবূ আওফা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ উমরা আদায়কালে বায়তুল্লাহর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিলেন কি? তিনি বললেন, না।[১]

---

১. ফিক্‌হশাস্ত্রের মূলনীতি (উসূল-ফিকহ) অনুযায়ী ইতিবাচক ও নেতিবাচক হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য- ইবাদত-এর ক্ষেত্রে ইতিবাচক হাদীসকে নেতিবাচক হাদীসের উপর এবং "হারাম-হালালের" ক্ষেত্রে নেতিবাচক হাদীসকে ইতিবাচক হাদীসের উপর অগ্রাধিকার দেয়ার বিধান রয়েছে যদি তা নির্ভরযোগ্য সনদ সূত্রে বর্ণিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে হযরত বিলাল (রা)-এর বর্ণনা ইতিবাচক। এজন্য মুহাদ্দিসগণ ঐক্যবদ্ধভাবে তার বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। কা'বা শরীফের অভ্যন্তর, এর দেয়াল অথবা দরজার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করা জায়েয কিনা – এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ আলিমগণের বিভিন্ন মত রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা, শাফিঈ, ইমাম আহমদ ও ইমাম সুফয়ান সাওরী (র) সহ জমহূর (সর্বাধিক সংখ্যক বিশেষজ্ঞ আলিম)-এর মতে কা'বার অভ্যন্তরে সালাত আদায় করা জায়েয- তা ফরয অথবা নফল যে সালাতই হোক। ইমাম মালিক (র)-এর মতে সাধারণত নফল সালাত আদায় করা জায়েয, ফরয, বিতর, ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত এবং তাওয়াফের দু'রাক'আত ইত্যাদি পড়া জায়েয নয়। ইব্‌ন জারীর তাবারী, আসবাগ মালিকী এবং কোন কোন আহলে জাওয়াহিরের মতে কা'বার অভ্যন্তরে ফরয-নফল কোন প্রকার সালাত আদায় করা বৈধ নয়।

٦٦- بَابُ نَقْضِ الْكَعْبَةِ وَبِنَائِهَا

৬৬. পরিচ্ছেদ : কা'বা ঘর ভেঙ্গে পুনর্নির্মাণ

٣١١٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ لاَ حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ وَلَجَعَلْتُهَا عَلٰى اَسَاسِ اِبْرَاهِيْمَ فَاِنَّ قُرَيْشًا حِيْنَ بَنَتِ الْبَيْتَ اسْتَقْصَرَتْ وَلَجَعَلْتُ لَهَا خَلْفًا -

৩১১০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : তোমার জাতির লোকদের কুফরী পরিত্যাগের যুগটি নিকটবর্তী না হলে আমি কা'বাঘর ভেঙ্গে তা ইবরাহীম (আ)-এর ভিতের উপর পুনর্নির্মাণ করতাম। কারণ কুরায়শগণ কা'বাঘর নির্মাণের সময় এর আয়তন ছোট করে দিয়েছে। আর তার পেছনে একটি দরজা স্থাপন করতাম।

٣١١١- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ

৩১১১. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) ..... হিশাম (র) থেকে এ সনদে বর্ণিত।

٣١١٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِيْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ اَخْبَرَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلَمْ تَرَىْ اَنَّ قَوْمَكِ حِيْنَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوْا عَنْ قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَفَلاَ تَرُدُّهَا عَلٰى قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ لاَ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعَلْتُ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا اُرٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَرَكَ اسْتِلاَمَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ اِلاَّ اَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلٰى قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيْمَ -

৩১১২. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তুমি কি দেখনি যে, তোমার গোত্রের লোকেরা কা'বাঘর নির্মাণের সময় তা ইবরাহীম (আ)-এর ভিতের চেয়ে ছোট করে দেয়? আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি তা ইবরাহীম (আ)-এর ভিতের উপর পুনর্নির্মাণ করতে চান? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমার কওমের কুফরী পরিত্যাগের যুগটি যদি নিকটতর না

এখানে 'উমরাতুল কাযা'-এর কথা বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ৭ম হিজরীতে তা আদায় করেন (কাফিরদের প্রতিরোধের ফলে ৬ষ্ঠ হিজরীতে যে উমরা পালন করা সম্ভব হয়নি)। তখন কা'বার অভ্যন্তরে অসংখ্য মূর্তি স্থাপিত ও জীবজন্তুর প্রতিকৃতি অংকিত থাকায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেননি। ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর কা'বাকে মূর্তি ও প্রতিকৃতি মুক্ত করার পর তিনি এর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন এবং সালাত আদায় করেন।

হতো (তবে তাই করতাম)। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, যদিও বা আয়েশা (রা) তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখে শুনে থাকেন তবে আমি মনে করি রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজর (হাতীম) সংলগ্ন রুক্‌ন দুটি স্পর্শ করা কেবল এ কারণেই পরিত্যাগ করেছেন যে, বায়তুল্লাহ ইবরাহীম (আ)-এর গোটা ভিতের উপর পুনর্নির্মিত হয়নি।

٣١١٣- حَدَّثَنِىْ اَبُو الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ ح وَحَدَّثَنِىْ هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ قُحَافَةَ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَوْ لاَ اَنَّ قَوْمَكِ حَدِيْثُوْ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ اَوْ قَالَ بِكُفْرٍ لاَنْفَقْتُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَجَعَلْتُ بَابَهَا بِالْاَرْضِ وَلاَدْخَلْتُ فِيْهَا مِنَ الْحِجْرِ -

৩১১৩. আবুত-তাহির ও হারূন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী (র) ..... নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা যদি জাহিলী যুগের কাছাকাছি না হতো অথবা নিকট অতীতে কুফরী ত্যাগ না করত, তবে আমি অবশ্যই কা'বায় পূঞ্জীভূত সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতাম, এর দরজা ভূমির সমতলে স্থাপন করতাম এবং হাতীমকে কা'বার অন্তর্ভুক্ত করে দিতাম।

٣١١٤- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنِىْ ابْنُ مَهْدِىٍّ حَدَّثَنَا سَلِيْمُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ سَعِيْدٍ يَعْنِىْ ابْنَ مِيْنَاءَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ حَدَّثَنِىْ خَالَتِىْ يَعْنِىْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ لَوْلاَ اَنَّ قَوْمَكِ حَدِيْثُوْ عَهْدٍ بِشِرْكٍ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ فَاَلْزَقْتُهَا بِالْاَرْضِ وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا وَزِدْتُ فِيْهَا سِتَّةَ اَذْرُعٍ مِنَ الْحِجْرِ فَاِنَّ قُرَيْشًا اقْتَصَرَتْهَا حَيْثُ بَنَتِ الْكَعْبَةَ -

৩১১৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) ..... সাঈদ ইব্‌ন মীনাআ (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র (রা)-কে বলতে শুনেছি : আমার খালা আয়েশা (রা) আমাকে বলেছেন যে, নবী ﷺ বললেন : হে আয়েশা! তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা নিকট অতীতে শিরক পরিত্যাগ না করলে আমি কা'বাঘর ভেঙ্গে এর ভিত ভূমির সমতলে স্থাপন করতাম। এর দু'টি দরজা করতাম– একটি পূর্বদিকে, অপরটি পশ্চিমদিকে এবং আল-হিজর (হাতীম)-এর ছয় গজ স্থান কা'বার অন্তর্ভুক্ত করতাম। কেননা কুরায়শরা কা'বা ঘর নির্মাণকালে এর ভিত ছোট করে দেয়।

٣١١٥- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ لَمَّا احْتَرَقَ الْبَيْتُ زَمَنَ يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ حِيْنَ غَزَاهَا اَهْلُ الشَّامِ فَكَانَ مِنْ اَمْرِهِ مَا كَانَ تَرَكَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ حَتّٰى قَدِمَ النَّاسُ الْمَوْسِمَ يُرِيْدُ اَنْ يُجَرِّئَهُمْ اَوْ يُحَرِّبَهُمْ عَلٰى اَهْلِ الشَّامِ فَلَمَّا صَدَرَ النَّاسُ قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اَشِيْرُوْا عَلَىَّ فِى الْكَعْبَةِ اَنْقُضُهَا ثُمَّ اَبْنِىْ بِنَاءَهَا اَوْ اُصْلِحُ مَاوَهٰى

مِنْهَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاِنِّىْ قَدْ فُرِقَ لِىْ رَأْىٌ فِيْهَا اَرٰى اَنْ تُصْلِحَ مَاوَهٰى مِنْهَا وَتَدَعَ بَيْتًا اَسْلَمَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَاَحْجَارًا اَسْلَمَ النَّاسُ عَلَيْهَا وَبُعِثَ عَلَيْهَا النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لَوْ كَانَ اَحَدُكُمْ احْتَرَقَ بَيْتُهُ مَا رَضِىَ حَتّٰى يُجِدَّهُ فَكَيْفَ بَيْتُ رَبِّكُمْ اِنِّىْ مُسْتَخِيْرٌ رَبِّىْ ثَلَاثًا ثُمَّ عَازِمٌ عَلٰى اَمْرِىْ فَلَمَّا مَضَى الثَّلَاثُ اَجْمَعَ رَأْيَهُ عَلٰى اَنْ يَنْقُضَهَا فَتَحَامَاهُ النَّاسُ اَنْ يَنْزِلَ بِاَوَّلِ النَّاسِ يَصْعَدُ فِيْهِ اَمْرٌ مِنَ السَّمَاءِ حَتّٰى صَعِدَهُ رَجُلٌ فَاَلْقٰى مِنْهُ حِجَارَةً فَلَمَّا لَمْ يَرَهُ النَّاسُ اَصَابَهُ شَىْءٌ تَتَابَعُوْا فَنَقَضُوْهُ حَتّٰى بَلَغُوْا بِهِ الْاَرْضَ فَجَعَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ اَعْمِدَةً فَسَتَّرَ عَلَيْهَا السُّتُوْرَ حَتّٰى ارْتَفَعَ بِنَاؤُهُ وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ اِنِّىْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَوْلَا اَنَّ النَّاسَ حَدِيْثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ وَلَيْسَ عِنْدِىْ مِنَ النَّفَقَةِ مَا يُقَوِّىْ عَلٰى بِنَائِهِ لَكُنْتُ اَدْخَلْتُ فِيْهِ مِنَ الْحِجْرِ خَمْسَ اَذْرُعٍ وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ وَبَابًا يَخْرُجُوْنَ مِنْهُ قَالَ فَاَنَا الْيَوْمَ اَجِدُ مَا اُنْفِقُ وَلَسْتُ اَخَافُ النَّاسَ قَالَ فَزَادَ فِيْهِ خَمْسَ اَذْرُعٍ مِنَ الْحِجْرِ حَتّٰى اَبْدٰى اُسًّا نَظَرَ النَّاسُ اِلَيْهِ فَبَنٰى عَلَيْهِ الْبِنَاءَ وَكَانَ طُوْلُ الْكَعْبَةِ ثَمَانِىَ عَشَرَةَ ذِرَاعًا فَلَمَّا زَادَ فِيْهِ اسْتَقْصَرَهُ فَزَادَ فِىْ طُوْلِهِ عَشَرَ اَذْرُعٍ وَجَعَلَ لَهُ بَابَيْنِ اَحَدُهُمَا يُدْخَلُ مِنْهُ وَالْاٰخَرُ يُخْرَجُ مِنْهُ فَلَمَّا قُتِلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ كَتَبَ الْحَجَّاجُ اِلٰى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُخْبِرُهُ بِذٰلِكَ وَيُخْبِرُهُ اَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَدْ وَضَعَ الْبِنَاءَ عَلٰى اُسٍّ نَظَرَ اِلَيْهِ الْعُدُوْلُ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ فَكَتَبَ اِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ اِنَّا لَسْنَا مِنْ تَلْطِيْخِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فِىْ شَىْءٍ اَمَّا مَا زَادَ فِىْ طُوْلِهِ فَاَقِرَّهُ وَاَمَّا مَازَادَ فِيْهِ مِنَ الْحِجْرِ فَرُدَّهُ اِلٰى بِنَائِهِ وَسُدَّ الْبَابَ الَّذِىْ فَتَحَهُ فَنَقَضَهُ وَاَعَادَهُ اِلٰى بِنَائِهِ -

৩১১৫. হান্নাদ ইবনুস্ সারী (র) ..... আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়ার সময় কা'বাঘর দগ্ধীভূত হয়েছিল– যখন সিরীয় বাহিনী মক্কায় যুদ্ধে লিপ্ত ছিল (৬৩ হিজরী) এবং কা'বার যা হবার তাই হ'ল। হজ্জের মৌসুমে লোকদের আগমনের সময় আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) কা'বাকে এই অবস্থায় রেখে দিলেন। তার উদ্দেশ্যে ছিল লোকদেরকে উদ্দীপ্ত করা অথবা তাদের মধ্যে সিরীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার মনোবল সৃষ্টি করা। লোকেরা সমবেত হলে তিনি বললেন, হে জনগণ! আমাকে কা'বাঘর সম্পর্কে পরামর্শ দিন। আমি কি তা ভেঙ্গে ফেলে সম্পূর্ণ নতুনভাবে গড়ে তুলব, নাকি শুধু এর ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামত করব?

ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, আমার মনে একটি মতের উদয় হয়েছে, আমি মনে করি যে, শুধু ক্ষতিগ্রস্ত অংশ তুমি মেরামত করবে এবং লোকদের ইসলাম গ্রহণ ও নবী ﷺ-এর নবুওয়াত লাভকালীন সময়ে কা'বাঘর ও পাথরসমূহ যে অবস্থায় ছিল, তা সেই আবস্থায় রেখে দেবে। ইব্ন যুবায়র (রা) বললেন, আপনাদের কারো ঘর অগ্নিদগ্ধ হলে তা সংস্কার না করা পর্যন্ত তিনি স্বস্তি লাভ করতে পারেন না। অতএব আপনাদের প্রতিপালকের ঘর কি

করে এরূপ জীর্ণ অবস্থায় রাখা যেতে পারে? আমি আমার রব-এর কাছে তিন দিন ইস্তিখারা করব (অভিপ্রায় অবগত হওয়ার জন্য)। অতঃপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব। তিন দিন পর তিনি কা'বাঘর ভেঙ্গে পুনর্নির্মাণের দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন।

লোকেরা আশংকা করল যে, সর্ব প্রথম যে ব্যক্তি কা'বার ছাদে উঠবে, সে হয়ত কোন আসমানী গযবে নিপতিত হবে। শেষ পর্যন্ত এক ব্যক্তি (ছাদ ভাঙ্গার জন্য) কা'বার ছাদে উঠল এবং তার একটি পাথর নিচে ফেলল। লোকেরা যখন দেখল সে কোন বিপদে পড়েনি, তখন তারাও তাকে অনুসরণ করল এবং কাবাঘর ভেঙ্গে যমীনের সাথে মিশিয়ে দিল। অতঃপর ইব্‌ন যুবায়র (রা) কতগুলো থাম স্থাপন করে এগুলোর সাথে পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন। অবশেষে কা'বার দেয়ালের গাঁথুনি উচ্চ হ'ল।

ইব্‌ন যুবায়র (রা) বললেন, অবশ্যই আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী ﷺ বলেছেন : "লোকেরা যদি নিকট অতীতে কুফরী ত্যাগ না করত এবং আমার নিকটও কা'বাকে পুনর্নির্মাণ করার মত অর্থ-সামর্থ্যও নেই— তাহলে আমি অবশ্যই আল-হিজর (হাতীম)-এর পাঁচ গজ স্থান কা'বা ঘরের অন্তর্ভুক্ত করতাম এবং লোকদের প্রবেশের জন্য ও বের হওয়ার জন্য এর দুটি দরজা বানাতাম।" ইব্‌ন যুবায়র (রা) বলেন, বর্তমানে আমার হাতে তা নির্মাণের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ আছে এবং লোকদের তরফ থেকেও কোন প্রতিবাদের আশংকা নেই। রাবী বলেন, এরপর তিনি হাতীমের পাঁচ গজ এলাকা কা'বার অন্তর্ভুক্ত করলেন। এভাবে তিনি (পুরাতন) ভিত উন্মোচন করলেন [যার উপর ইবরাহীম (আ) তা গড়েছিলেন] এবং লোকেরা তা অবলোকন করল। এই ভিতের উপর দেয়াল গড়ে তোলা হ'ল। কা'বার দৈর্ঘ্য ছিল আঠার গজ। তা যখন (প্রস্থে) বাড়ানো হ'ল, তখন (স্বাভাবিকভাবেই দৈর্ঘ্যে) তা ছোট হওয়ায় দৈর্ঘ্যে তা আরও দশ গজ বৃদ্ধি করা হ'ল এবং এর দু'টি দরজা নির্মাণ করা হ'ল, একটি প্রবেশের জন্য এবং অপরটি প্রস্থানের জন্য।

ইব্‌ন যুবায়র (রা) শহীদ হলে হাজ্জাজ (ইব্‌ন ইউসুফ) আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানকে তা লিখে জানাল। সে আরও জানাল যে, ইব্‌ন যুবায়র (কা'বারঘর) সেই ভিতের উপর নির্মাণ করেছে [যা ছিল ইবরাহীম (আ)-এর ভিত] এবং মক্কার বিশ্বস্ত লোকেরা তা যাচাই করে দেখেছে। আবদুল মালিক তাকে লিখে পাঠালেন যে, কোন বিষয়ে ইব্‌ন যুবায়রকে অভিযুক্ত করার প্রয়োজন আমাদের নেই। সে দৈর্ঘ্যে যতটুকু বর্ধিত করেছে, তা বহাল রাখ এবং হাতীমের দিকে যতটুক বর্ধিত করেছে, তা ভেঙ্গে পূর্বাবস্থায় নিয়ে আসো। আর সে যে (নতুন) দরজা খুলেছে তা বন্ধ করে দাও। এরপর হাজ্জাজ তা ভেঙ্গে পূর্বের ভিতের উপর পুনর্নির্মাণ করে।

٣١١٦- حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَالْوَلِيْدَ بْنَ عَطَاءٍ يُحَدِّثَانِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ رَبِيْعَةَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُبَيْدٍ وَفَدَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَلٰى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فِيْ خِلاَفَتِهِ فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ مَا اَظُنُّ اَبَا خُبَيْبٍ يَعْنِيْ ابْنَ الزُّبَيْرِ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ مَا كَانَ يَزْعُمُ اَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهَا قَالَ الْحَارِثُ بَلٰى اَنَا سَمِعْتُهُ مِنْهَا قَالَ سَمِعْتَهَا تَقُوْلُ مَاذَا قَالَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ قَوْمَكِ اسْتَقْصَرُوْا مِنْ بُنْيَانِ الْبَيْتِ وَلَوْلاَ حَدَاثَةُ عَهْدِهِمْ بِالشِّرْكِ اَعَدْتُ مَا تَرَكُوْا مِنْهُ فَاِنْ بَدَا لِقَوْمِكِ مِنْ بَعْدِيْ اَنْ يَبْنُوْهُ فَهَلُمِّيْ لِاُرِيَكِ مَا تَرَكُوْا مِنْهُ فَاَرَاهَا قَرِيْبًا مِنْ سَبْعَةِ اَذْرُعٍ هٰذَا حَدِيْثُ عَبْدِ

اللّٰه بْنِ عُبَيْدٍ وَزَادَ عَلَيْهِ الْوَلِيْدُ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ مَوْضُوعَيْنِ فِى الْاَرْضِ شَرْقِيًّا وَغَرْبِيًّا وَهَلْ تَدْرِيْنَ لِمَ كَانَ قَوْمُكِ رَفَعُوْا بَابَهَا قَالَتْ قُلْتُ لاَ قَالَ تَعَزُّزًا اَنْ لاَ يَدْخُلَهَا اِلاَّ مَنْ اَرَادُوْا فَكَانَ الرَّجُلُ اِذَا هُوَ اَرَادَ اَنْ يَدْخُلَهَا يَدْعُوْنَهُ يَرْتَقِىْ حَتّٰى اِذَا كَادَ اَنْ يَدْخُلَ دَفَعُوْهُ فَسَقَطَ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لِلْحَارِثِ اَنْتَ سَمِعْتَهَا تَقُوْلُ هٰذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَنَكَتَ سَاعَةً بِعَصَاهُ ثُمَّ قَالَ وَدِدْتُ اَنِّىْ تَرَكْتُهُ وَمَا تَحَمَّلَ ـ

৩১১৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) ... হারিস ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ রবিআ (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবায়দ বলেন, হারিস ইব্‌ন আবদুল্লাহ প্রতিনিধি হিসেবে আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের রাজত্বকালে তার নিকট গিয়েছিলেন। আবদুল মালিক বললেন, আমি মনে করি না যে, আবূ খুবায়র অর্থাৎ ইব্‌ন যুবায়র (রা) আয়েশা (রা)-এর নিকট এমন কিছু শুনেছেন যার দাবি তিনি করে থাকেন। [অর্থাৎ ইবরাহীম (আ)-এর ভিত-এর উপর কা'বা ঘরের পুনির্মাণের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অভিপ্রায় সম্পর্কিত কোন হাদীস তিনি আয়েশা (রা)-এর নিকট শুনেননি]। হারিস বলেন, হ্যাঁ, আমি নিজেই তার নিকট এই হাদীস শুনেছি। আবদুল মালিক বললেন, আপনি তাকে কি বলতে শুনেছেন? হারিস বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : "তোমার কওমের লোকেরা কা'বা ঘরের ভীত (আয়তনে) ছোট করে ফেলেছে। নিকট অতীতে তারা শির্‌ক পরিত্যাগ না করলে আমি তাদের পরিত্যক্ত অংশটুকু কা'বার অন্তর্ভুক্ত করে দিতাম। তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা যদি আমার পরে তা পুনর্নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তবে এস, আমি তোমাকে তাদের পরিত্যক্ত অংশটুকু দেখিয়ে দিই"– অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়েশা–কে (হাতীম সংলগ্ন) প্রায় সাত গজ স্থান দেখিয়ে দিলেন। এই হাদীস আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবায়দ কর্তৃক বর্ণিত। ওয়ালীদ ইব্‌ন আতা এ বর্ণনার উপর আরো বৃদ্ধি করেছেন। নবী ﷺ বলেছেন : "আমি যমীনের সমতলে দু'টি দরজা নির্মাণ করতাম– একটি পূর্বদিকে এবং অপরটি পশ্চিমদিকে। তুমি কি জান তোমার গোত্রের লোকেরা কা'বার দরজা (ভূমি থেকে) উঁচুতে স্থাপন করেছে কেন?" আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, না। নবী ﷺ বললেন : "গর্ব ও অহংকারের বশবর্তী হয়ে (তারা এটা করেছে) যাতে কেবল সেই ব্যক্তিই কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে– যাকে তারা অনুমতি দেবে। যখন কোন ব্যক্তি কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশের ইচ্ছা করত, তারা তাকে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে দিত। এমনকি সে যখন তাতে প্রবেশ করত, তখন তারা তাকে টেনে নিচে ফেলে দিত।" আবদুল মালিক হারিসকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি আয়েশা (রা)-কে একথা বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাবী বলেন, কিছুক্ষণ তিনি হাতের ছড়ি দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগলেন, এরপর বললেন : আমার মনে হয় যে দায়ভার তিনি নিজে বহন করেছিলেন তার উপর যদি তাকে ছেড়ে দিতাম সেটাই ভাল হত।

٣١١٧ـ وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيْثِ ابْنِ بَكْرٍ ـ

৩১১৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন জাবালা ও আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ..... ইব্‌ন জুরায়জ (র) থেকে এই সনদে ইব্‌ন বকর-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

contents

٣١١٨- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِىُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اَبِىْ صَغِيْرَةَ عَنْ اَبِىْ قَزَعَةَ اَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ بَيْنَمَا هُوَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ اِذْ قَالَ قَاتَلَ اللّٰهُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حَيْثُ يَكْذِبُ عَلٰى اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ يَقُوْلُ سَمِعْتُهَا تَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ لَوْ لاَ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ حَتّٰى اَزِيْدَ فِيْهِ مِنَ الْحِجْرِ فَاِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرُوْا فِى الْبِنَاءِ فَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَبِيْعَةَ لاَ تَقُلْ هٰذَا يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاَنَا سَمِعْتُ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ تُحَدِّثُ هٰذَا قَالَ لَوْ كُنْتُ سَمِعْتُهُ قَبْلَ اَنْ اَهْدِمَهُ لَتَرَكْتُهُ عَلٰى مَا بَنَى ابْنُ الزُّبَيْرِ -

৩১১৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) ..... আবূ কাযাআ (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান বায়তুল্লাহ তাওয়াফকালে বলে উঠলেন, আল্লাহ ইব্‌ন যুবায়রকে ধ্বংস করুন– যেহেতু সে উম্মুল মুমিনীন (আয়েশা)-এর উপর মিথ্যা আরোপ করেছে যে, সে তাকে নাকি বলতে শুনেছে, "রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে আয়েশা! তোমার সম্প্রদায় যদি নিকট অতীতে কুফরী পরিত্যাগকারী না হতো তবে আমি কা'বাঘর ভেঙ্গে তাতে হাতীমের অংশ যুক্ত করে দিতাম। কারণ তোমার সম্প্রদায় কা'বার আয়তন ছোট করে দিয়েছে।" (আবদুল মালিকের এই কথার উপর) হারিস ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ রবীআ বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! এই কথা আর বলবেন না। কারণ আমি নিজে উম্মুল মুমিনীন (আয়েশা)-কে একথা বলতে শুনেছি। অতঃপর আবদুল মালিক বললেন, কা'বাঘর ভাঙ্গার পূর্বে যদি আমি তা শুনতে পেতাম, তাহলে ইব্‌ন যুবায়য়ের ভিতের উপরই তা রেখে দিতাম।

٣١١٩- وَحَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ حَدَّثَنَا اَشْعَثُ بْنُ اَبِى الشَّعْثَاءِ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْجَدْرِ اَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَلِمَ لَمْ يُدْخِلُوْهُ فِى الْبَيْتِ قَالَ اِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ قُلْتُ فَمَا شَاْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا قَالَ فَعَلَ ذٰلِكَ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوْا مَنْ شَاؤُا وَيَمْنَعُوْا مَنْ شَاؤُا وَلَوْلاَ اَنَّ قَوْمَكِ حَدِيْثٌ عَهْدُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَاَخَافُ اَنْ تُنْكِرَ قُلُوْبُهُمْ لَنَظَرْتُ اَنْ اُدْخِلَ الْجَدْرَ فِى الْبَيْتِ وَاَنْ اُلْزِقَ بَابَهُ بِالْاَرْضِ -

৩১১৯. সাঈদ ইব্‌ন মানসূর আবুল আহ্ওয়াস থেকে ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, হাতীম কি বায়তুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম, তবে তারা কেন এটাকে বায়তুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত করেনি? তিনি বললেন : তোমার সম্প্রদায়ের নিকট পর্যাপ্ত অর্থ ছিল না। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, এর দরজা উঁচুতে স্থাপিত হওয়ার কারণ কি? তিনি বললেন : তাও তোমার সম্প্রদায়ের কান্ড– যাতে তাদের কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি তাতে প্রবেশাধিকার পায় এবং তাদের অবাঞ্ছিত ব্যক্তি প্রবেশ করতে না পারে। তোমার কওমের জাহিলিয়াত পরিত্যাগের যুগ নিকটতম না হলে এবং আমার যদি এই আশংকা না হতো যে, তাদের অন্তর অপসন্দ করতে পারে– তা হলে আমি অবশ্যই হাতীমকে বায়তুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত করা এবং কা'বার দরজা যমীনের সমতলে স্থাপন করার বিষয়ে বিবেচনা করতাম।

٣١٢٠- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ مُوْسٰى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ اَبِى الشَّعْثَاءِ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْحِجْرِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ اَبِى الْاَحْوَصِ وَقَالَ فِيْهِ فَقُلْتُ فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا لَايُصْعَدُ اِلَيْهِ اِلاَّ بِسُلَّمٍ وَقَالَ مَخَافَةَ اَنْ تَنْفِرَ قُلُوْبُهُمْ ـ

৩১২০. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্-হিজর (হাতীম) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম। এরপর পূর্বোক্ত আবুল-আহওয়াসের বর্ণনার অনুরূপ। এই বর্ণনায় আছে [আয়েশা (রা) জিজ্ঞাসা করলেন], "এর দরজা উঁচুতে স্থাপিত হওয়ার কারণ কি যে, সিঁড়ি ব্যতীত তাতে উঠা যায় না?" এতে আরো আছে : "তাদের অন্তরে আপত্তি জাগার আশংকায়।"

٦٧- بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْعَاجِزِ لِزَمَانَةٍ وَهَرَمٍ وَ نَحْوِهِمَا اَوْلِلْمَوْتِ

৬৭. পরিচ্ছেদ ঃ বিকলাংগ, বার্ধক্য ইত্যাদির কারণে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষ হতে অথবা মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে হজ্জ সম্পাদন

٣١٢١- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيْهِ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ اِلَيْهَا وَتَنْظُرُ اِلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ اِلَى الشِّقِّ الْاٰخَرِ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ فَرِيْضَةَ اللّٰهِ عَلٰى عِبَادِهِ فِى الْحَجِّ اَدْرَكَتْ اَبِىْ شَيْخًا كَبِيْرًا لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ اَفَاَ حُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذٰلِكَ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ـ

৩১২১. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফযল ইব্‌ন আব্বাস (রা) সওয়ারীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে উপবিষ্ট ছিলেন। এমতাবস্থায় খাসআম গোত্রের এক মহিলা তাঁর নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে আসলো। ফযলও তার দিকে তাকাচ্ছিল এবং মহিলাটিও ফযলের দিকে তাকাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফযল (রা)-এর মুখমন্ডল অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন। মহিলাটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর যে হজ্জ ফরয করেছেন– আমার অতি বৃদ্ধ পিতার উপরও তা বর্তিয়েছে, কিন্তু তিনি বাহনের উপর স্থির থাকতে পারেন না। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। এটা বিদায় হজ্জের সময়কার ঘটনা।

٣١٢٢- حَدَّثَنِىْ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ اَنَّ اُمْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبِىْ شَيْخٌ كَبِيْرٌ عَلَيْهِ فَرِيْضَةُ اللّٰهِ فِى الْحَجِّ وَهُوَ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَسْتَوِىَ عَلٰى ظَهْرِ بَعِيْرِهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَحُجِّىْ عَنْهُ ـ

৩১২২. আলী ইব্‌ন খাশরম (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে তার ভাই ফযলের সূত্রে বর্ণিত। খাসআম গোত্রের এক মহিলা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা অতি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন এবং তার উপর আল্লাহর ধার্যকৃত হজ্জ ফরয হয়েছে। কিন্তু তিনি তার উটের পিঠে বসে থাকতে সক্ষম নন। নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি তার পক্ষ থেকে হজ্জ কর।

٦٨- بَابُ صِحَّةِ حَجِّ الصَّبِيِّ وَ اَجْرُ مَنْ حَجَّ بِهِ

৬৮. পরিচ্ছেদ : নাবালকের হজ্জ করা জায়েয এবং যে ব্যক্তি তাকে নিয়ে হজ্জ করে, তার সওয়াব

٣١٢٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ اَبِيْ عُمَرَ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ مَنِ الْقَوْمُ قَالُوْا الْمُسْلِمُوْنَ فَقَالُوْا مَنْ اَنْتَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرَفَعَتْ اِلَيْهِ امْرَاَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ أَلِهٰذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ اَجْرٌ -

৩১২৩. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইব্‌ন আবূ উমর (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ রাওহা নামক স্থানে একদল আরোহীর সাক্ষাত পেলেন। তিনি বললেন, তোমরা কোন সম্প্রদায়ের লোক? তারা বলল, আমরা মুসলিম। তারা জিজ্ঞাসা করল, আপনি কে? তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল। এরপর এক মহিলা তাঁর সামনে একটি শিশুকে তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করল, এর জন্য হজ্জ আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ এবং তোমার জন্য সাওয়াব রয়েছে।

٣١٢٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَفَعَتِ امْرَاَةٌ صَبِيًّا لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَلِهٰذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ اَجْرٌ -

৩১২৪. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল আ'লা (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা তার শিশু পুত্রকে তুলে ধরে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এর জন্য হজ্জ আছে কি? তিনি বললেন : হ্যাঁ এবং তোমার জন্য রয়েছে সাওয়াব।

٣١٢٥- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ اَنَّ امْرَاَةً رَفَعَتْ صَبِيًّا فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَلِهٰذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ اَجْرٌ -

৩১২৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ..... কুরায়ব (র) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা তার শিশুকে তুলে ধরে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এর হজ্জ আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ এবং তোমার জন্য আছে সাওয়াব।

٣١٢٦- وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمِثْلِهِ -

৩১২৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে এই সনদ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٦٩ـ بَابُ فَرْضِ الْحَجِّ مَرَّةً فِى الْعُمْرِ

৬৯. পরিচ্ছেদ : জীবনে একবার হজ্জ পালন ফরয

٣١٢٧ـ وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ مُسْلِمٍ الْقُرَشِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوْا فَقَالَ رَجُلٌ اَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَسَكَتَ حَتّٰى قَالَهَا ثَلاَثًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ ذَرُوْنِىْ مَا تَرَكْتُكُمْ فَاِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلٰى اَنْبِيَائِهِمْ فَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَىْءٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَدَعُوْهُ ـ

৩১২৭. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন এবং বললেন : হে লোকসকল! তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করা হয়েছে। অতএব তোমরা হজ্জ কর। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! প্রতি বছর? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নীরব থাকলেন এবং সে তিনবার কথাটি বলল। এর শেষে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমি হাঁ বললে তা অবধারিত হয়ে যাবে (প্রতি বছরের জন্য) অথচ তোমরা তা পালন করতে সক্ষম হবে না। তিনি পুনরায় বললেন : তোমরা আমাকে ততটুকু কথার উপর থাকতে দাও যতটুকু আমি তোমাদের জন্য বলি। কারণ তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা তাদের অধিক প্রশ্নের কারণে এবং তাদের নবীদের সাথে বিরোধিতার কারণে ধ্বংস হয়েছে। অতএব আমি তোমাদের যখন কোন কিছু করার নির্দেশ দেই– তোমরা তা যথাসাধ্য পালন কর এবং যখন তোমাদের কোন কিছু করতে নিষেধ করি তখন তা পরিত্যাগ কর।

٧٠ـ بَابُ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مُحْرِمٍ اِلٰى حَجٍّ وَغَيْرِهٖ

৭০. পরিচ্ছেদ : মাহ্‌রামের সঙ্গে মহিলাদের হজ্জ বা অন্য কোন প্রয়োজনীয় সফর করা

٣١٢٨ـ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاَثًا اِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ ـ

৩১২৮. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কোন মহিলা যেন মাহ্‌রাম ব্যক্তি ছাড়া একাকী তিন দিনের (দূরত্বে) সফর না করে।

٣١٢٩ـ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ اُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ جَمِيْعًا عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بِهٰذَا الاِسْنَادِ فِىْ رِوَايَةِ اَبِىْ بَكْرٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِىْ رِوَايَتِهٖ عَنْ اَبِيْهِ ثَلاَثَةً اِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ ـ

৩১২৯. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন নুমায়র (র) ...উবায়দুল্লাহ (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। আবূ বকর (র)-এর বর্ণনায় রয়েছে 'তিন দিনের অতিরিক্ত' আর ইব্‌ন নুমায়র (র)-এর পিতার সূত্রের বর্ণনায় রয়েছে- তিনরাত।

٣١٣٠- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ اَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ تُسَافِرُ مَسِيْرَةَ ثَلاَثِ لَيَالٍ اِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ -

৩১৩০. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র)..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ যে স্ত্রীলোক আল্লাহ্ ও আখিরাতের উপর ঈমান রাখে– তার জন্য কোন মাহ্‌রাম ব্যক্তি ছাড়া তিন দিনের দূরত্বে সফর করা বৈধ নয়।

٣١٣١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ جَمِيْعًا عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ وَهُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيْثًا فَاَعْجَبَنِىْ فَقُلْتُ لَهُ اَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَاَقُوْلُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَالَمْ اَسْمَعْ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَشُدُّوْا الرِّحَالَ اِلاَّ اِلٰى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِىْ هٰذَا وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ اِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ مِنْهَا اَوْزَوْجُهَا -

৩১৩১. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... কাযা'আ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা)-এর নিকট থেকে একটি হাদীস শুনে আশ্চর্যান্বিত হলাম এবং তাকে জিজ্ঞেস করলাম– আপনি কি এটা সরাসরি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট শুনেছেন? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট থেকে যা শুনি নি তা কেন তাঁর নামে বলব। কাযা'আ (র) বলেন, আমি আবূ সাঈদ (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ "তোমরা কেবল তিনটি মসজিদের দিকেই (সাওয়াবের উদ্দেশ্যে) সফর করঃ "আমার এই মসজিদ, মসজিদুল হারাম এবং মসজিদুল আক্‌সা।" আমি তাঁকে আরও বলতে শুনেছি ঃ "কোন মহিলা যেন দুই দিনের পথেও সফর না করে– তার সাথে তার কোন মাহ্‌রাম পুরুষ অথবা তার স্বামী ব্যতীত।"

٣١٣٢- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ قَزَعَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِىَّ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعًا فَاَعْجَبْنَنِىْ وَاٰنَقْنَنِىْ نَهٰى اَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ مَسِيْرَةَ يَوْمَيْنِ اِلاَّ وَمَعَهَا زَوْجُهَا اَوْ ذُوْ مَحْرَمٍ وَاقْتَصَّ بَاقِىَ الْحَدِيْثِ -

৩১৩২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)..... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট চারটি কথা শুনেছি এবং তা আমাকে বড় মুগ্ধ করেছে ও আমার বড় পসন্দ হয়েছে। তিনি স্বামী অথবা

কোন মাহরাম ব্যক্তি ব্যতীত কোন মহিলাকে দুই দিনের পথও সফর করতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর তিনি অবশিষ্ট হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣١٣٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاَثًا اِلاَّ مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ -

৩১৩৩. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন স্ত্রীলোক যেন মাহরাম পুরুষ ব্যতীত তিন দিনের দূরত্বের পথ সফর না করে।

٣١٣٤- وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ جَمِيْعًا عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ اَبُوْ غَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تُسَافِرُ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ اِلاَّ مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ -

৩১৩৪. আবূ গাস্‌সান মিসমাঈ (র)..... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, কোন স্ত্রীলোক যেন তিন দিনের দূরত্বের পথ একাকী সফর না করেন– একজন মাহরাম পুরুষ ব্যতীত।

٣١٣٥- وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ اَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثٍ اِلاَّ مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ -

৩১৩৫. ইব্‌ন মুসান্না (র)..... কাতাদা (র) থেকে এই সনদ সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনায় আছে : "তিন দিনের অতিরিক্ত দূরত্ব, সাথে মাহরাম পুরুষ ব্যতীত"।

٣١٣٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيْرَةَ لَيْلَةٍ اِلاَّ وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُوْ حُرْمَةٍ مِنْهَا -

৩১৩৬. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন মুসলিম মহিলার জন্য কোন মাহরাম পুরুষ ব্যতীত এক রাতের পথও সফর করা বৈধ নয়।

٣١٣٧- حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ اَبِيْ ذِئْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ تُسَافِرُ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ اِلاَّ مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ -

৩১৩৭. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, যে কোন মহিলা আল্লাহ্ ও আখিরাতের উপর ঈমান রাখে– তার জন্য সাথে কোন মাহ্‌রাম পুরুষ ব্যতীত এক দিনের দূরত্বের পথ সফর করা হালাল নয়।

٣١٣٨- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ تُسَافِرُ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اِلاَّ مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ عَلَيْهَا -

৩১৩৮. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : যে কোন মহিলা আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে– তার জন্য সংগে কোন মাহরাম পুরুষ ব্যতীত এক দিন ও এক রাতের দূরত্বের পথও সফর করা হালাল নয়।

٣١٣٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ اَنْ تُسَافِرَ ثَلاَثًا اِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ مِنْهَا -

৩১৩৯. আবূ কামিল জাহদারী (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন স্ত্রীলোকের জন্য তার সাথে কোন মাহরাম ব্যক্তি ব্যতীত তিন দিনের দূরত্বের পথ সফর করা বৈধ নয়।

٣١٤٠- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ جَمِيْعًا عَنْ اَبِيْ مُعَاوِيَةَ قَالَ اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُوْنَ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ فَصَاعِدًا اِلاَّ وَمَعَهَا اَبُوْهَا اَوِ ابْنُهَا اَوْ زَوْجُهَا اَوْ اَخُوْهَا اَوْ ذُوْ مَحْرَمٍ مِنْهَا -

৩১৪০. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রা) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে কোন মহিলা আল্লাহ্ ও আখিরাতের উপর ঈমান রাখে– তার জন্য তার পিতা অথবা তার ছেলে অথবা তার স্বামী অথবা তার ভাই অথবা তার অপর কোন মাহরাম আত্মীয় ছাড়া তিন দিন বা তার অতিরিক্ত সময়ের পথ সফর করা হালাল নয়।

٣١٤١- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৩১৪১. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র)..... আমাশ (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٣١٤٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كِلاَهُمَا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِيْ مَعْبَدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ

النَّبِىَّ ﷺ يَخْطُبُ يَقُوْلُ لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ اِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ وَلاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ اِلاَّ مَعَ ذِىْ مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ امْرَأَتِىْ خَرَجَتْ حَاجَّةً وَاِنِّىْ اكْتُتِبْتُ فِىْ غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ اَنْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ ـ

৩১৪২. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হারব (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে তাঁর ভাষণে বলতে শুনেছি : সাথে মাহরাম পুরুষ না থাকা অবস্থায় কোন নারীর সাথে কোন পুরুষ লোক যেন একান্তে সাক্ষাত না করে। কোন স্ত্রীলোক যেন সাথে কোন মাহরাম পুরুষ ছাড়া একাকী সফর না করে। এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার স্ত্রী হজ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছে এবং আমাকে অমুক সৈন্য বাহিনীতে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে– যা অমুক স্থানে যুদ্ধে যাবে। তিনি বললেন ঃ তুমি চলে যাও এবং তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জ কর।

٣١٤٣ـ وَحَدَّثَنَاهُ اَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ ـ

৩১৪৩. আবুর রাবী' যাহরানী (র) .....আম্‌র ইব্ন দীনার (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٣١٤٤ـ وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِىْ ابْنَ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُوْمِىُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الاِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ اِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ ـ

৩১৪৪. ইব্ন আবূ উমর (র)..... ইব্ন জুরায়জ (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিম্নোক্ত কথার উল্লেখ নাই : "কোন পুরুষ লোক যেন কোন মহিলার সাথে একান্তে সাক্ষাত না করে, কিন্তু তার সাথে তার কোন মাহরাম পুরুষ থাকলে স্বতন্ত্র কথা।"[১]

---

১. উল্লেখিত হাদীসসমূহ থেকে জানা যায় যে, মাহরাম সফর সংগী ছাড়া কোন মহিলার পক্ষে একাকী সফর করা সাধারণত জায়েয নয়। জমহূরের মতে স্বামী বা কোন মাহরাম পুরুষ (যাদের সাথে চিরকালের জন্য বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ) সাথে না থাকলে কোন মহিলার জন্য হজ্জের সফরে বের হওয়া জায়েয নয়। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর মতে কোন মহিলার উপর হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য তার সাথে তার মাহরাম থাকা শর্ত। তবে তার বাড়ি মক্কা শরীফ থেকে তিন মঞ্জিলের মধ্যে হলে তার উপর হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য সাথে মাহরাম থাকা শর্ত নয়, সে একাই হজ্জের সফরে বের হতে পারে। হাসান বাসরী (র) এবং ইব্রাহীম নাখঈ (র)-এরও এই মত। [বাকী অংশ পরের পৃষ্ঠায় দেখুন]

[পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর] ইমাম মালিক, শাফিঈ (প্রসিদ্ধ মত), আওযাঈ, আতা, সাঈদ ইব্ন জুবায়র ও ইব্ন সীরীনের মতে হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য কোন মহিলার সাথে তার মাহরাম থাকা শর্ত নয়, বরং নিজের জীবনের নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক। ইমাম শাফিঈর মতে তিনটি জিনিসের মাধ্যমে নিরাপত্তা লাভ হয় : (১) স্বামী বা (২) অন্য কোন মাহরাম পুরুষ বা (৩) একদল বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য মহিলা। এই তিনটির কোন একটির অভাবে কোন মহিলার উপর হজ্জ ফরয হয় না। কতক মনীষী নফল হজ্জ ও ব্যবসায়িক সফর মাহরাম ব্যতীত জায়েয বলেন– যদি তা একদল নির্ভরযোগ্য মহিলার একত্র সফর হয়।

٧١. بَابُ اِسْتِحْبَابِ الذِّكْرِ اِذَا رَكِبَ دَابَّتَهُ مُتَوَجِّهًا لِسَفَرِ حَجٍّ اَوْ غَيْرِهِ وَبَيَانِ الْاَفْضَلِ مِنْ ذٰلِكَ الذِّكْرِ

৭১. পরিচ্ছেদ : হজ্জের সফরে বা অন্য কোন সফরের উদ্দেশ্যে যানবাহনে আরোহণকালে দু'আ পড়া মুস্তাহাব এবং এর উত্তম দু'আর বর্ণনা

٣١٤٥- حَدَّثَنِيْ هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَلِيًّا الْاَزْدِيَّ اَخْبَرَهُ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ عَلَّمَهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اسْتَوٰى عَلٰى بَعِيْرِهِ خَارِجًا اِلٰى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْاَلُكَ فِيْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْهَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِعَنَّا بُعْدَهُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِيْ الْمَالِ وَالْاَهْلِ وَاِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيْهِنَّ اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ -

৩১৪৫. হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)..... ইব্ন উমর (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোথাও সফরের উদ্দেশ্যে তাঁর উটে আরোহণের সময় তিনবার "আল্লাহু আকবার" (আল্লাহ্ মহান) বলতেন, এরপর যে দু'আ পাঠ করতেন তার অর্থ এই :

"পবিত্র মহান সেই সত্তা– যিনি একে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যদিও আমরা একে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের নিকট ফিরে যেতে হবে। হে আল্লাহ! আমাদের এই সফরে আমরা তোমার নিকট কল্যাণ, তাক্ওয়া এবং তোমার সন্তুষ্টি বিধানকারী কাজের তৌফিক চাই। হে আল্লাহ্! আমাদের এই সফর আমাদের জন্য সহজ করে দাও এবং এর দূরত্ব কমিয়ে দাও। হে আল্লাহ্! তুমিই (আমাদের) সফরসঙ্গী এবং পরিবারের তত্ত্বাবধানকারী। হে আল্লাহ্! তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি সফরের কষ্ট, দুঃখজনক দৃশ্য এবং ফিরে এসে সম্পদ ও পরিবারের ক্ষতিকর পরিবর্তন থেকে।"

এরপর তিনি যখন সফর থেকে ফিরে আসতেন তখনও উপরোক্ত দু'আ পড়তেন এবং এর সাথে যোগ করতেন : (অর্থ) "আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, আমাদের প্রতিপালকের ইবাদতকারী ও তাঁর প্রশংসাকারী"।

٣١٤٦- حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُوْمِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِيْ الْاَهْلِ وَالْمَالِ -

৩১৪৬. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সারজিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সফর করতেন তখন আশ্রয় প্রার্থনা করতেন সফরের কষ্ট থেকে, দুঃখজনক প্রত্যাবর্তন থেকে, সুখময় অবস্থার পর দুঃখময় অবস্থায় পতিত হওয়া থেকে, মযলূমের বদদু'আ থেকে এবং সম্পদ ও পরিবার– পরিজনের ক্ষতিকর দৃশ্য অবলোকন থেকে।

٣١٤٧- وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنْ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنِىْ حَامِدُ ابْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ كِلاَهُمَا عَنْ عَاصِمٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهٗ غَيْرَ اَنَّ فِىْ حَدِيْثِ عَبْدِ الْوَاحِدِ فِى الْمَالِ وَالْاَهْلِ وَفِىْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ يَبْدَاُ بِالْاَهْلِ اِذَا رَجَعَ وَفِىْ رِوَايَتِهِمَا جَمِيْعًا اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ -

৩১৪৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ও যুহায়র ইব্‌ন হারব আবূ মু'আবিয়া হতে, হামিদ ইবন 'উমর 'আব্দুল-ওয়াহিদ হতে আর তাঁরা উভয়ে ..... আসিম আল-আহওয়াল (র) থেকে এই সনদে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অবশ্য আবদুল ওয়াহিদের বর্ণনায় 'ফিল মাল ওয়াল আহ্ল' এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন হাযিমের বর্ণনায় প্রত্যাবর্তনকালে প্রথমে 'আহ্ল' শব্দ রয়েছে। উভয়ের বর্ণনায় রয়েছে : "আয় আল্লাহ্! "আমি সফরে কষ্ট ক্লান্তি হতে তোমার কাছে পানাহ চাই।"

٧٢. بَابُ يَقُوْلُ اِذَا رَجَعَ مِنْ سَفَرِ الْحَجِّ وَ غَيْرِهٖ

৭২. পরিচ্ছেদ : হজ্জের ইত্যাদি সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে যে দু'আ পড়তে হয়

٣١٤٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ وَاللَّفْظُ لَهٗ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَفَلَ مِنَ الْجُيُوْشِ اَوِ السَّرَايَا اَوِ الْحَجِّ اَوِ الْعُمْرَةِ اِذَا اَوْفٰى عَلٰى ثَنِيَّةٍ اَوْ فَدْفَدٍ كَبَّرَ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ اٰيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ -

৩১৪৮. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিহাদ, যুদ্ধ, হজ্জ অথবা উমরা করে ফিরে আসার সময় যখন কোন উঁচু টিলা বা কংকরময় উচ্চভূমিতে আরোহণ করতেন, তখন তিনবার "আল্লাহু আকবার" (আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ) ধ্বনি দিতেন এরপর এই দু'আ পড়তেন :

(অর্থ) "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। তিনি একক তাঁর কোন শরীক নাই। তাঁরই রাজত্ব (বা সার্বভৌমত্ব), তাঁর জন্য সমস্ত প্রশংসা এবং তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (আমরা) প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, ইবাদতকারী,

আমাদের প্রতিপালককে সিজ্‌দাকারী ও প্রশংসাকারী। আল্লাহ্‌ তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেছেন।"

٣١٤٩- وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ فُدَيْكٍ اَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ اِلاَّ حَدِيْثَ اَيُّوْبَ فَاِنَّ فِيْهِ التَّكْبِيْرَ مَرَّتَيْنِ -

৩১৪৯. যুহায়র ইব্‌ন হারব, ইসমাইল ইবন উলায়্যা থেকে ও তিনি আয়্যুব থেকে, ইব্‌ন আবূ উমর মা'ন থেকে ও তিনি মালিক থেকে, ইব্‌ন রাফি' (র) ইবন আবূ ফুদায়ক থেকে তিনি দাইহাক থেকে আর তারা সকলে নাফি' হতে এবং তিনি ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে এই সূত্রে নবী ﷺ-এর উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। শুধুমাত্র আয়্যুবের বর্ণনা দু'বার তাক্‌বীরের কথা উল্লেখ আছে।

٣١٥٠- وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ اِسْحَاقَ قَالَ قَالَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ اَنَا وَاَبُوْ طَلْحَةَ وَصَفِيَّةُ رَدِيْفَتُهُ عَلَى نَاقَتِهِ حَتَّى اِذَا كُنَّ بِظَهْرِ الْمَدِيْنَةِ قَالَ اٰيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ فَلَمْ يَزَلْ يَقُوْلُ ذٰلِكَ حَتّٰى قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ -

৩১৫০. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)..... আনাস আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আবূ তালহা (রা) নবী ﷺ-এর সাথে প্রত্যাবর্তন করলাম এবং সাফিয়্যা (রা) তাঁর উষ্ট্রীর পিঠে পেছনে সাওয়ার ছিলেন। আমরা যখন মদীনার শহরতলীতে পৌঁছলাম তখন নবী ﷺ এ দু'আ পড়লেন : (অর্থ) "আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, আমাদের প্রভুর ইবাদাতকারী, প্রশংসাকারী।" আমরা মদীনায় প্রবেশ করা পর্যন্ত তিনি অবিরত এই দু'আ পড়তে থাকেন।

٣١٥١- وَحَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৩১৫১. হুমায়দ ইব্‌ন মাস'আদা (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে এই সনদে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٧٣. بَابُ اسْتِحْبَابِ النُّزُوْلِ بِبَطْحَاءِ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَالصَّلاَةِ بِهَا اِذَا صَدَرَ مِنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَغَيْرِهِمَا فَمَرَّبِهَا

৭৩. পরিচ্ছেদ : হজ্জ, উমরা ইত্যাদি সমাপনান্তে প্রত্যাবর্তনের পথে যুল-হুলায়ফার বাতহা নামক স্থানে অবতরণ ও সালাত আদায় করা মুস্তাহাব

٣١٥٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِيْ بِذِى الْحُلَيْفَةِ فَصَلّٰى بِهَا وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ -

৩১৫২. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)..... নাফি‘ (র) আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুল-হুলায়ফার কংকরময় ভূমি (বাতহা)-তে তাঁর উট বসালেন এবং সেখানে সালাত আদায় করলেন। নাফি‘ (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-ও তাই করতেন।

٢١٥٣- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ الْمِصْرِىُّ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُنِيْخُ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِىْ بِذِى الْحُلَيْفَةِ الَّتِىْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُنِيْخُ بِهَا وَيُصَلِّىْ بِهَا -

৩১৫৩. মুহাম্মদ ইব্ন রুম্হ্ ইব্ন মুহাজির মিসরী ও কুতায়বা (র)..... নাফি‘ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন উমর (রা) যুল-হুলায়ফার বাতহা প্রান্তরে তাঁর উট বসাতেন সেখানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর উট বসাতেন এবং সালাত আদায় করতেন।

٢١٥٤- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِىُّ حَدَّثَنِىْ اَنَسٌ يَعْنِىْ اَبَا ضَمْرَةَ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ اِذَا صَدَرَ مِنَ الْحَجِّ اَوِ الْعُمْرَةِ اَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِىْ بِذِى الْحُلَيْفَةِ الَّتِىْ كَانَ يُنِيْخُ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

৩১৫৪. মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক মুসীবী (র)..... নাফি‘ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন উমর (রা) হজ্জ অথবা উমরা সমাপনান্তে ফেরার পথে যুল-হুলায়ফার কংকরময় ভূমিতে নিজের উট বসাতেন যেখানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর উট বসাতেন।

٢١٥٥- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ مُوْسَى وَهُوَ ابْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُتِىَ فِىْ مُعَرَّسِهِ بِذِى الْحُلَيْفَةِ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ -

৩১৫৫. মুহাম্মাদ ইবন আব্বাদ (র)..... সালিম (র) থেকে তার পিতার সূত্রের বর্ণিত। যুল-হুলায়ফায় রাতের শেষভাগে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট (কোন আগন্তুক ফেরেশ্তা) আবির্ভূত হয়। তাঁকে বলা হল, আপনি বরকতপূর্ণ পাথরময় স্থানে (অবস্থান করছেন)।

٢١٥٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ وَسُرَيْجُ بْنُ يُوْنُسَ وَاللَّفْظُ لِسُرَيْجٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنِىْ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اُتِىَ وَهُوَ فِىْ مُعَرَّسِهِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ فِىْ بَطْنِ الْوَادِىْ فَقِيْلَ اِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ قَالَ مُوْسَى وَقَدْ اَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ بِالْمُنَاخِ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِىْ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يُنِيْخُ بِهِ يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ اَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِىْ بِبَطْنِ الْوَادِىْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَسَطًا مِنْ ذٰلِكَ -

৩১৫৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাক্কার (র)..... মূসা ইবন 'উক্‌বা সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (র) থেকে এবং তিনি তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ যুল-হুলায়ফার উপত্যকার কেন্দ্রস্থলে অবস্থানকালে রাতের বিশেষ প্রহরে তাঁর নিকট (কোন ফেরেশতা) আবির্ভূত হয় এবং বলা হয় : আপনি বরকতপূর্ণ কংকরময় স্থানে (অবস্থান করছেন)। মূসা ইব্‌ন উক্‌বা (র) বলেন, সালিম (র) আমাদের সাথে সফরকালে মসজিদের নিকট তাঁর উট বসাতেন। যেখানে আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) নিজের উট বসাতেন এবং এই স্থানকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অবতরণ স্থল (অবস্থান) মনে করতেন। স্থানটি উপত্যকার কেন্দ্রস্থলে নির্মিত মসজিদের নিম্নদেশের সমতলে মসজিদ ও কিব্‌লার মাঝখানে অবস্থিত।

٧٤. بَابُ لاَيَحُجُّ الْبَيْتَ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَبَيَانِ يَوْمِ الْحَجِّ الاَكْبَرِ

৭৪. পরিচ্ছেদ : মুশরিকরা বায়তুল্লায় হজ্জ করবে না, কোন উলঙ্গ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ঘর তাওয়াফ করবে না এবং হজ্জের মহান দিনের বর্ণনা

٣١٥٧- حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدِ الْاَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجَيْبِيُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ اَنَّ بْنَ شِهَابٍ اَخْبَرَهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَوْفٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِيْ اَبُوْ بَكْرِ الصِّدِّيْقُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِيْ اَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِيْ رَهْطٍ يُؤَذِّنُوْنَ فِي النَّاسِ يَوْمَ النَّحْرِ لاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَقُوْلُ يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ الْحَجِّ الاَكْبَرِ مِنْ اَجْلِ حَدِيْثِ اَبِيْ هُرَيْرَةَ -

৩১৫৭. হারুন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী (র)..... ইবন শিহাব (র) হুমায়দ ইবন আবদুর রহমান হতে এবং তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের পূর্ববর্তী (বছরের) যে হজ্জে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে আমীর নিয়োগ করেছিলেন, সেই হজ্জের সময় তিনি (আবূ বকর) আমাকে সহ একদল লোককে কুরবানীর দিন জনগণের মধ্যে এই ঘোষণা দেওয়ার জন্য পাঠালেন যে, "এ বছরের পর মুশরিকরা আর হজ্জ করতে পারবে না এবং কোন উলঙ্গ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ঘর তাওয়াফ করবে না।" ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা)-এর এই হাদীস অনুযায়ী হুমায়দ ইব্‌ন আবদুর রহমান বলতেন– "মহান হজ্জের দিন হচ্ছে এই কুরবানীর দিন"।[১]

১. "ইয়াওমুল হাজ্জিল আকবার-"এর ব্যাখ্যায় মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। একদল বিশেষজ্ঞ আলিমের মতে এ বাক্যাংশ দ্বারা নবম হিজরীতে অনুষ্ঠিত হজ্জকে এবং অপর দলের মতে দশম হিজরীতে অনুষ্ঠিত বিদায় হজ্জকে বুঝানো হয়েছে। উল্লিখিত বাক্যাংশ দ্বারা মূলত নির্দিষ্ট হজ্জকে বুঝানো হয় নি, বরং হজ্জের দিনটিই যে একটি মহান দিবস, তাই বুঝানো হয়েছে। সহীহ্ হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে যে, বিদায় হজ্জকালে নবী ﷺ ভাষণদান প্রসঙ্গে সমবেত জনতার নিকট জিজ্ঞেস করেছিলেন : আজ কোন্ দিন? তারা বলেছিল, আজ যবেহ্ করার দিন। তখন তিনি বলেছিলেন : "হাযা ইয়াওমুল হাজ্জিল আকবার" (এটা মহান হজ্জের দিন)। আরাফাত দিবসটি মহান হজ্জের দিন বলে কথিত আছে। ইমাম মালিক, শাফিঈ ও জমহূরের মতে তা কুরবানীর দিন। অপর একদল আলিমের মতে "হজ্জে আকবার" বলে হজ্জকে উমরা থেকে পৃথক করা হয়েছে। কারণ ইসলাম পূর্ব যুগের আরবগণ উমরাকে ছোট হজ্জ এবং যিলহজ্জ মাসের নির্দিষ্ট তারিখে অনুষ্ঠিত হজ্জকে বড় হজ্জ বলত। পক্ষান্তরে ইসলামে ছোট হজ্জ বা বড় হজ্জ বলতে কিছু নেই।

٧٥. بَابُ فَضْلِ يَوْمِ عَرَفَةَ

৭৫. পরিচ্ছেদ : আরাফাত দিবসের ফযীলত

٣١٥٨۔ حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدِ الاَيْلِىُّ وَاَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ يُوْنُسَ بْنَ يُوْسُفَ يَقُوْلُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ اَكْثَرَ مِنْ اَنْ يُعْتِقَ اللّٰهُ فِيْهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَاِنَّهُ لَيَدْنُوْ ثُمَّ يُبَاهِىْ بِهِمُ الْمَلاَئِكَةَ فَيَقُوْلُ مَا اَرَادَ هٰؤُلاَءِ ۔

৩১৫৮. হারূন ইব্ন সাঈদ আয়লী (র)..... সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : আরাফাত দিবসের তুলনায় এমন কোন দিন নাই– যে দিন আল্লাহ্ তা'আলা সর্বাধিক সংখ্যক লোককে দোযখের আগুন থেকে মুক্তি দান করেন। আল্লাহ্ তা'আলা নিকটবর্তী হন অতঃপর বান্দাদের সম্পর্কে ফেরেশতাদের সামনে গৌরব প্রকাশ করেন এবং বলেন : তারা কি উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছে (বা তারা কি চায়)?

٧٦. بَابُ فَضْلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

৭৬. পরিচ্ছেদ : হজ্জ ও উমরার ফযীলত

٣١٥٩۔ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ سُمَىٍّ مَوْلٰى اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْعُمْرَةُ اِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ اِلاَّ الْجَنَّةُ ۔

৩১৫৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : একটি উমরা পরবর্তী উমরা-এর সাথে মিলে মাঝখানের গুনাহসমূহের কাফ্ফারা স্বরূপ এবং ত্রুটিমুক্ত (অথবা আল্লাহর নিকট গৃহীত) হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়।

٣١٦٠۔ وَحَدَّثَنَاهُ سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْاُمَوِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ سُهَيْلٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ جَمِيْعًا عَنْ سُفْيَانَ كُلُّ هٰؤُلاَءِ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مَالِكٍ ۔

৩১৬০. সাঈদ ইব্ন মানসূর মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল মালেক, ইব্ন নুমায়র, আবু কুরায়ব, মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে এই সনদে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٣١٦١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ -

৩১৬১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি এই (কা'বা) ঘরে (হজ্জের উদ্দেশ্যে) আসে অতঃপর অশ্লীল আচরণও করে না এবং দুষ্কর্মও করে না, সে এমন (নিষ্পাপ) ভাবে প্রত্যাবর্তন করে যেমন তার জননী তাকে (নিষ্পাপ অবস্থায়) প্রসব করেছেন।

٣١٦٢- وَحَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ وَأَبِي الْأَحْوَصِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ -

৩১৬২. সাঈদ ইব্ন মানসূর আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা, ইব্ন মুসান্না (র) ..... মানসূর (র) থেকে এই সনদের পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে হাদীসটি এভাবে শুরু হয়েছে "যে ব্যক্তি হজ্জ করে এবং (এ সময়) কোনরূপ অশ্লীল আচরণও করে না, দুষ্কর্মও করে না।"

٣١٦٣- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৩১৬৩. সাঈদ ইব্ন মানসূর (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে এ সনদে নবী ﷺ-এর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٧٧. بَابُ نُزُولِ الْحَاجِّ بِمَكَّةَ وَتَوْرِيثِ دُورِهَا

৭৭. পরিচ্ছেদ : হাজীদের মক্কায় যাত্রাবিরতি দেওয়া এবং এখানকার বাড়ি-ঘরের উত্তরাধিকারিত্ব

٣١٦٤- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَخْبَرَهُ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ فَقَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ شَيْئًا لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ -

৩১৬৪. আবূ তাহির (র)..... উসামা ইব্ন যায়েদ ইব্ন হারিসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি মক্কায় আপনার বাড়িতে অবতরণ করবেন? তিনি বললেন : "আকীল কি আমাদের জন্য

কোন চার দেয়াল বা ঘর অবশিষ্ট রেখেছে? আবূ তালিবের (মৃত্যুর পর তার পুত্র) আকীল ও তালিব তার ওয়ারিস হয়, কিন্তু জা'ফর ও আলী তার কোন কিছুর ওয়ারিস হতে পারেন নি। কেননা তারা উভয়ে (আবূ তালিবের মৃত্যুর সময়) ছিলেন মুসলমান এবং আকীল ও তালিব ছিল কাফির।

٣١٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِىُّ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ ابْنُ مِهْرَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا وَذٰلِكَ فِىْ حَجَّتِهِ حِيْنَ دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ فَقَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيْلٌ مَنْزِلاً -

৩১৬৫. মুহাম্মাদ ইব্ন মিহরান রাযী (র)..... উসামা ইব্ন যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আগামী কাল কোথায় অবতরণ করবেন? এটা ছিল তাঁর বিদায় হজ্জকালীন ঘটনা, যখন আমরা মক্কার নিকটবর্তী হয়েছিলাম। তিনি উত্তরে বললেন : আকীল কি আমাদের জন্য কোন বাসস্থান অবশিষ্ট রেখেছে?

٣١٦٦- وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ حَفْصَةَ وَزَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ وَذٰلِكَ زَمَنَ الْفَتْحِ قَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيْلٌ مِنْ مَنْزِلٍ -

৩১৬৬. মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম (র)..... উসামা ইব্ন যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর মর্জি আপনি আগামীকাল কোথায় অবতরণ করবেন? এটা মক্কা বিজয়কালের বক্তব্য। তিনি বললেন : আকীল কি আমাদের জন্য কোন বাবস্থান অবশিষ্ট রেখেছে?[১]

---

১. আবূ তালিবের মৃত্যুর সময় পুত্র আকীল ও তালিব কাফির ছিল। তাই তারা পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিস হয়। তালিব বদরের যুদ্ধের পূর্বে কাফির অবস্থায় মারা যায়। ফলে সমস্ত সম্পত্তি আকীলের দখলে আসে। অতঃপর সে তা বিক্রি করে দেয়। আর আকীল হুদায়বিয়ার সন্ধির যুগে মতান্তরে মক্কা বিজয়কালে মুসলমান হন। পুত্র আলী (রা) ও জা'ফর (রা) পিতার মৃত্যুর পূর্বে মুসলমান হন। তাই তাঁরা উভয়ে পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিস হতে পারেন নি। কাফির ব্যক্তি মুসলিম-এর ওয়ারিস হতে পারে না। এ বিষয়ে সকল ফিকহ্‌বিদ একমত। কিন্তু মুসলিম ব্যক্তি কাফির ব্যক্তির ওয়ারিস হতে পারে কিনা তা নিয়ে মতভেদ আছে। আলী (রা) সহ প্রায় সকল সাহাবী, তাবিঈ ও ফিকহ্‌বিদগণের মতে মুসলিম ব্যক্তিও কাফির ব্যক্তির ওয়ারিস হবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : "দুই ভিন্ন ধর্মের লোক পরস্পরের ওয়ারিস হতে পারবে না।" (তিরমিযী, আবূ দাঊদ, ইবন মাজাহ)। কিন্তু মু'আয ইব্ন জাবাল (রা), আমীর মু'আবিয়া (রা), সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (রা) মাসরূক, হাসান বাসরী, মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়্যা ও মুহাম্মদ ইবন আলী ইব্ন হুসায়নের মতে মুসলিম ব্যক্তি কাফির ব্যক্তির ওয়ারিস হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "ইসলাম বৃদ্ধি পায়, কিন্তু কমে না" (আবূ দাঊদ)। "ইসলাম উপরে থাকে, নীচে থাকে না" (তাবারানী, বায়হাকী, দারু কুতনী)। এই দু'টি দলীলের জবাবে বলা হয়েছে যে, তা মীরাস সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়, বরং আদর্শগত দিক থেকে ইসলাম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও উন্নত হয়। ইব্ন আবদুল বার (র) বলেন, মুসলিম ব্যক্তি যে কাফির ব্যক্তির ওয়ারিস হতে পারে না– তা সিকাহ রাবীদের মাধ্যমে মারফূ' সনদে বর্ণিত হয়ে এসেছে। এর বিরোধী দলীল বিবেচনার যোগ্য নয়।

٧٨. بَابُ جَوَازِ الْاِقَامَةِ بِمَكَّةَ لِلْمُهَاجِرِ مِنْهَا بَعْدَ فَرَاغِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ بِلَازِيَادَةٍ

৭৮. পরিচ্ছেদ : হজ্জ ও উমরা সমাপনান্তে মুহাজিরগণের মক্কায় অনধিক তিনদিন অবস্থান জায়েয

٣١٦٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حُمَيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ يَسْاَلُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ يَقُوْلُ هَلْ سَمِعْتَ فِى الْاِقَامَةِ بِمَكَّةَ شَيْئًا فَقَالَ السَّائِبُ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لِلْمُهَاجِرِ اِقَامَةُ ثَلَاثٍ بَعْدَ الصَّدْرِ بِمَكَّةَ كَاَنَّهُ يَقُوْلُ لَا يَزِيْدُ عَلَيْهَا ـ

৩১৬৭. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কা'নাব (রা) ..... আলা ইবনুল হাযরামী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, হজ্জ সমাপনান্তে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে মুহাজিরগণ তিনদিন মক্কায় অবস্থান করবে। তিনি যেন এ বাক্যের দ্বারা তিন দিনের অধিক না হবার কথা বলেছেন।

٣١٦٨- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ يَقُوْلُ لِجُلَسَائِهِ مَا سَمِعْتُمْ فِىْ سُكْنٰى مَكَّةَ فَقَالَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيْدَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ اَوْ قَالَ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقِيْمُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا ـ

৩১৬৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আলা ইবনুল হাযরামী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মুহাজিরগণ হজ্জ সমাপনান্তে মক্কায় তিন দিন অবস্থান করতে পারবে।

٣١٦٩- وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِىُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حُمَيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ يَسْاَلُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ فَقَالَ السَّائِبُ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ ابْنَ الْحَضْرَمِيِّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ ثَلَاثُ لَيَالٍ يَمْكُثُهُنَّ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ الصَّدْرِ ـ

৩১৬৯. হাসান আল-হুলওয়ানী ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ..... আলা ইবনুল হাযরামী (রা) বলেছেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি : হজ্জ সমাপনান্তে মুহাজিরগণ তিন রাত মক্কায় অবস্থান করবে।

٣١٧٠- وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَاَمْلَاهُ عَلَيْنَا اِمْلَاءً اَخْبَرَنِىْ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ اَخْبَرَهُ اَنَّ الْعَلَاءَ ابْنَ الْحَضْرَمِيِّ اَخْبَرَهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مُكْثُ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا ـ

৩১৭০. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) ..... আলা ইবনুল হাযরামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, হজ্জের অনুষ্ঠানাদি শেষ করার পর মুহাজিরগণ মক্কায় তিন দিন অবস্থান করতে পারবে।

٣١٧١- وَحَدَّثَنِيْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الاِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৩১৭১. হাজ্জাজ ইব্ন শায়ির (র) ..... ইব্ন জুরাইজ (র) থেকে এই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٧٩- بَابُ تَحْرِيْمِ مَكَّةَ وَتَحْرِيْمِ صَيْدِهَا وَخَلاَهَا وَشَجَرِهَا وَلُقْطَتِهَا اِلاَّ لِمُنْشِدٍ عَلَى الدَّوَامِ

৭৯. পরিচ্ছেদ : মক্কার হরম হওয়া, হরমের অভ্যন্তরে শিকার করা এখানকার গাছপালা উপড়ানো ও ঘাস কাটা নিষিদ্ধ হওয়া প্রসংগ

٣١٧٢- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِىُّ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ لاَهِجْرَةَ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَاِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا وَقَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ اِنَّ هٰذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللّٰهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالاَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيْهِ لاَحَدٍ قَبْلِىْ وَلَمْ يَحِلَّ لِىْ اِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَيُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلاَ يَلْتَقِطُ اِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا وَلاَ يُخْتَلٰى خَلاَهَا فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِلاَّ الاِذْخِرَ فَاِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوْتِهِمْ فَقَالَ اِلاَّ الاِذْخِرَ -

৩১৭২. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম হানযালী (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন বলেছেন, আর কোন হিজরত নেই, কিন্তু জিহাদ ও নিয়্যাত অব্যাহত থাকবে। তোমাদেরকে যখন জিহাদের আহ্বান জানানো হয় তখন জিহাদে যোগদান কর। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি আরও বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা এই শহরকে সম্মানিত করেছেন– যেদিন তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন সেদিন থেকে। অতএব কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত মর্যাদার এই শহরের মর্যাদা ও সম্মান বলবৎ থাকবে। তিনি এই শহরে আমার পূর্বে আর কারও জন্য যুদ্ধ বৈধ করেন নি। আমার জন্য মাত্র একদিনের কিছু সময় তিনি এখানে যুদ্ধ বৈধ করেছিলেন। অতএব কিয়ামত পর্যন্ত এর মর্যাদা বলবৎ থাকবে। আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত মর্যাদার কারণে এখানকার কোন কাঁটাযুক্ত গাছ উপড়ানো যাবে না, এখানকার শিকারের পশ্চাদ্ধাবণ করা যাবে না, এখানকার পতিত জিনিস তোলা যাবে না তবে যে ব্যক্তি তা প্রচার করবে, তার কথা ভিন্ন। তখন আব্বাস (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কিন্তু ইয্খির (ঘাস) সম্পর্কে (অনুমিত দিন)। কারণ তা স্বর্ণকার ও ঘরের কাজে লাগে। তিনি বললেন: কিন্তু ইয্খির (তোলার অনুমতি দেয়া হল)।

٢١٧٣- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ ادَمَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ فِىْ هٰذَا الْاِسْنَادِ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ وَقَالَ بَدَلَ الْقِتَالِ الْقَتْلَ وَقَالَ لَايَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ اِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا -

৩১৭৩. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (রা) ...... মানসূর (র) থেকে এই সূত্রে সামান্য শাব্দিক পার্থক্য সহকারে উপরোক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এতে তিনি "যেদিন আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন" কথাটুকুর উল্লেখ করেন নি এবং 'কিতাল' শব্দের পরিবর্তে 'কতল' শব্দ ব্যবহার করেছেন।

٢١٧٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ شُرَيْحٍ الْعَدَاوِىِّ اَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوْثَ اِلٰى مَكَّةَ أَئْذَنْ لِىْ اَيُّهَا الْاَمِيْرُ اُحَدِّثْكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعَتْهُ اُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِىْ وَاَبْصَرَتْهُ عَيْنَاىَ حِيْنَ تَكَلَّمَ بِهِ اَنَّهُ حَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللّٰهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلاَ يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلاَ يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً فَاِنْ اَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْهَا فَقُوْلُوْا لَهُ اِنَّ اللّٰهَ اَذِنَ لِرَسُوْلِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ وَاِنَّمَا اَذِنَ لِىْ فِيْهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْاَمْسِ وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَقِيْلَ لِاَبِىْ شُرَيْحٍ مَا قَالَ لَكَ عَمْرٌو قَالَ اَنَا اَعْلَمُ بِذٰلِكَ مِنْكَ يَا اَبَا شُرَيْحٍ اِنَّ الْحَرَمَ لاَ يُعِيْذُ عَاصِيًا وَلاَفَارًّا بِدَمٍ وَلاَ فَارًّا بِخَرْبَةٍ

৩১৭৪. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... আবূ শুরায়হ্ আদাবী (রা) থেকে বর্ণিত। আম্র ইব্ন সাঈদ (ইবনুল আস ইবন উমায়্যা) যখন মক্কা অভিযানের উদ্দেশ্যে সৈন্য বাহিনীসহ রওনা করেন তখন আবু শুরাইহ্ (রা) তাকে বলেন, হে আমীর! আমাকে অনুমতি দিন একটি কথা বলতে যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন সকালবেলা দাঁড়িয়ে বলেছিলেন– যা আমার দুই কান শুনেছে, আমার অন্তর সংরক্ষণ করেছে এবং উভয় চোখ সেই দৃশ্য দেখেছে যখন তিনি তা বলেছিলেন। প্রথমে তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করলেন। অতঃপর বললেন : নিশ্চয়ই মক্কাকে আল্লাহ্ তা'আলা হারামে পরিণত করেছেন– কোন মানুষ তাকে হারাম সাব্যস্ত করে নি। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতের দিনের উপর ঈমান রাখে– তার পক্ষে সেখানে রক্ত প্রবাহিত করা বা সেখানকার কোন গাছ উপড়ানো হালাল নয়। যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলের উদাহরণ পেশ করে এখানে রক্তপাত বৈধ করতে চায়, তবে তোমরা তাকে বলে দিও, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ-কে এজন্য অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তোমাদের জন্য কখনও অনুমতি দেন নি। আর আমার জন্যও তিনি একদিনের সামান্য সময় সেখানে যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছিলেন। আজকে তার সেই হুরমাত (মর্যাদা) গত কালের মত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উপস্থিত লোকেরা যেন (এ কথা) অনুপস্থিতদের নিকট পৌঁছে দেয়। আবূ শুরায়হ্ (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হল– আম্র আপনাকে কি জবাব দিল? তিনি বললেন, সে বলল, হে আবূ শুরায়হ্! এ সম্পর্কে আমি আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞাত আছি। নিশ্চয়ই হারাম শরীফ কোন পাপীকে, কোন পলাতক হত্যাকারীকে এবং কোন পলাতক অনিষ্টকারীকে আশ্রয় দেয় না।

٣١٧٥- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ جَمِيْعًا عَنِ الْوَلِيْدِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيْلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُوْلَهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَاِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِاَحَدٍ كَانَ قَبْلِيْ وَاِنَّهَا اُحِلَّتْ لِيْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَاِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِاَحَدٍ بَعْدِيْ فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا يُخْتَلٰى شَوْكُهَا وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا اِلَّا لِمُنْشِدٍ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ اِمَّا اَنْ يُفْدٰى وَاِمَّا اَنْ يُقْتَلَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ اِلَّا الْاِذْخِرَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاِنَّا نَجْعَلُهُ فِيْ قُبُوْرِنَا وَبُيُوْتِنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَّا الْاِذْخِرَ فَقَامَ اَبُوْ شَاهٍ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ اكْتُبُوْا لِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُكْتُبُوْا لِاَبِيْ شَاهٍ قَالَ الْوَلِيْدُ فَقُلْتُ لِلْاَوْزَاعِيِّ مَا قَوْلُهُ اكْتُبُوْا لِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ هٰذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِيْ سَمِعَهَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

৩১৭৫. যুহায়র ইব্ন হারব ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ (র) ..... ওয়ালীদ থেকে, তিনি আওযাঈ থেকে, তিনি ইয়াহইয়া ইবন আবূ কাছীর থেকে, তিনি আবূ সালামা থেকে এবং তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁর রাসূল ﷺ কে মক্কা বিজয় দান করলেন– তখন তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি প্রথমে আল্লাহ্র প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করলেন। অতঃপর বললেন : নিশ্চিত আল্লাহ্ তা'আলা হস্তী বাহিনীর মক্কায় প্রবেশে বাধা প্রদান করেছেন এবং তাঁর রাসূল ﷺ ও মু'মিনদেরকে মক্কা অভিযানে বিজয়ী করেছেন। আমার পূর্বে কারও জন্য এখানে রক্তপাত বৈধ ছিল না। আর আমার জন্যও একদিনের কিছু সময় এখানে যুদ্ধ করা হালাল করা হয়েছিল। আমার পরে আর কারও জন্য তা কখনও হালাল হবে না। অতএব এখানকার শিকারের পশ্চাদ্ধাবন করা যাবে না, একানকার কাঁটাদার গাছও উপড়ানো যাবে না এবং এখানকার পতিত জিনিস তোলা যাবে না। তবে ঘোষণা প্রদানকারী (তা তুলে নিতে পারবে)। কারও কোন আত্মীয় নিহত হলে তার জন্য দু'টি অবস্থার যে কোন একটি গ্রহণের অধিকার রয়েছে : হয় ফিদ্‌য়া (রক্তপণ) গ্রহণ করবে নতুবা হত্যাকারীকে কিসাস স্বরূপ হত্যা করবে। আব্বাস (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিন্তু ইযখির ঘাস যা আমরা কবরে দিয়ে থাকি এবং আমাদের ঘরের চালায় ব্যবহার করি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : কিন্তু ইযখির ঘাস (কাটার অনুমতি দেওয়া হল)। ইয়ামানের অধিবাসী আবূ শাহ (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে (এ কথাগুলো) লিখে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমরা আবূ শাহ্কে লিখে দাও। ওয়ালীদ (র) বলেন, আমি আওযাঈ (র)-কে জিজ্ঞেসে করলাম : "হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে লিখে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন"– তাঁর একথার অর্থ কি? তিনি বললেন, যে ভাষণ তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দিতে শুনলেন, তা।

٣١٧٦- حَدَّثَنِىْ اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيٰى اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ اِنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوْا رَجُلاً مِنْ بَنِىْ لَيْثٍ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ بِقَتِيْلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوْهُ فَاُخْبِرَ بِذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيْلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُوْلَهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ اَلاَ وَاِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لاَحَدٍ قَبْلِىْ وَلَنْ تَحِلَّ لاَحَدٍ بَعْدِىْ اَلاَ وَاِنَّهَا اُحِلَّتْ لِىْ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ اَلاَ وَاِنَّهَا سَاعَتِىْ هٰذِهِ حَرَامٌ لاَ يُخْبَطُ شَوْكُهَا وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلاَ يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا اِلاَّ مُنْشِدٌ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ اِمَّا اَنْ يُعْطِىَ يَعْنِى الدِّيَةَ وَاِمَّا اَنْ يُقَادَ اَهْلُ الْقَتِيْلِ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ اَبُوْ شَاهٍ فَقَالَ اكْتُبْ لِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اكْتُبُوْا لاَبِىْ شَاهٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ اِلاَّ الاِذْخِرَ فَاِنَّا نَجْعَلُهُ فِىْ بُيُوْتِنَا وَقُبُوْرِنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ الاِذْخِرَ -

৩১৭৬. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মক্কা বিজয়কালে বনূ খুযা'আ বানূ লায়সের এক ব্যক্তিকে হত্যা করল তাদের এক নিহতের প্রতিশোধ স্বরূপ তাকে বনূ লায়স হত্যা করে ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এ খবর পৌঁছলে তিনি নিজ সাওয়ারীতে আরোহণ পূর্বক ভাষণ দেন এবং বলেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা হস্তী বাহিনীর মক্কায় প্রবেশ প্রতিরোধ করেন এবং তাঁর রাসূল ﷺ ও মু'মিনদেরকে এর উপর বিজয়ী করেন। সাবধান! আমার পূর্বে কারও জন্য এখানে রক্তপাত হালাল ছিল না এবং আমার পরেও কখনও কারও জন্য তা হালাল নয়। জেনে রেখ, আমার জন্যও একদিনের সামান্য সময় এখানে (রক্তপাত) বৈধ করা হয়েছিল। সাবধান! এই মুহূর্তে আবার তা (আমার জন্যও) হারাম হয়ে গেল। অতএব এখানকার কাঁটাযুক্ত বৃক্ষও উপড়ানো যাবে না, গাছপালাও কাটা যাবে না এবং পথে পড়ে থাকা বস্তুও তোলা যাবে না। তবে ঘোষণা প্রদানকারী ব্যক্তি (তা তুলতে পারবে)। যার কোন আত্মীয় নিহত হয়েছে তার দু'টি ব্যবস্থার যে কোন একটি গ্রহণ করার অধিকার রয়েছে। হয় ফিদ্য়া (রক্তপণ) গ্রহণ করবে, নতুবা কিসাস স্বরূপ হত্যাকারীকে হত্যা করবে। রাবী বলেন, আবূ শাহ (রা) নামক ইয়ামানের এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে লিখে দিন। তিনি বললেন : তোমরা আবূ শাহকে লিখে দাও। কুরায়শ বংশের এক ব্যক্তি বললেন, কিন্তু ইযখির ঘাস ছাড়া, আমরা তো তা আমাদের ঘর তৈরির কাজে এবং কবরে ব্যবহার করে থাকি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : ইযখির ঘাস ছাড়া।

٨٠- بَابُ النَّهْىِ عَنْ حَمْلِ السِّلاَحِ بِمَكَّةَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ

৮০. পরিচ্ছেদ : নিষ্প্রয়োজনে মক্কা শরীফে অস্ত্র বহন নিষিদ্ধ

٣١٧٧- حَدَّثَنِىْ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَحِلُّ لاَحَدِكُمْ اَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلاَحَ -

৩১৭৭. সালামা ইব্‌ন শাবীব (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি: তোমাদের কারো জন্য মক্কায় অস্ত্র বহন করা হালাল নয়।

٨١ـ بَابُ جَوَازِ دُخُوْلِ مَكَّةَ بِغَيْرِ اِحْرَامٍ

৮১. পরিচ্ছেদ : মক্কায় ইহরামবিহীন অবস্থায় প্রবেশ জায়েয

٣١٧٨ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ وَيَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ اَمَّا الْقَعْنَبِيُّ فَقَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ وَاَمَّا قُتَيْبَةُ فَقَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَقَالَ يَحْيٰى وَاللَّفْظُ لَهٗ قُلْتُ لِمَالِكٍ أَحَدَّثَكَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلٰى رَأْسِهِ مِغْفَرٌ فَلَمَّا نَزَعَهٗ جَاءَهٗ رَجُلٌ فَقَالَ ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِاَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ اقْتُلُوْهُ فَقَالَ مَالِكٌ نَعَمْ ـ

৩১৭৮. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা কা'নাবী ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া ও কুতায়বা ইবন সা'ঈদ মালিক থেকে, তিনি ইবন শিহাব থেকে এবং তিনি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন। ইয়াহইয়ার বর্ণনায় হাদীসটি এখানে উদ্ধৃত হল। তিনি বলেন, আমি মালিককে জিজ্ঞেস করলাম, যুহরী হযরত আনাস (রা) সূত্রে কি আপনার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের সময়ে লৌহ শিরস্ত্রাণ পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করলেন। তিনি যখন তা মাথা থেকে নামিয়ে রাখলেন তখন এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বলল, ইব্‌ন খাতাল কা'বার গেলাফ ধরে ঝুলে আছে, আর তিনি বললেন : তোমরা তাকে হত্যা কর? তিনি বলেন, হাঁ।[১]

٣١٧٩ـ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى التَّمِيْمِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ الدُّهْنِيُّ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ وَقَالَ قُتَيْبَةُ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ اِحْرَامٍ وَفِىْ رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ـ

৩১৭৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া তামীমী ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ সাকাফী (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কায় প্রবেশ করলেন। কুতায়বা (র) বলেন : "তিনি মক্কা বিজয়ের দিন ইহরামবিহীন অবস্থায় কালো পাগড়ী পরিধান করে মক্কায় প্রবেশ করেন। কুতায়বা (র)-এর রিওয়ায়াতে উল্লেখ রয়েছে যে, জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কালো পাগড়ী পরিধান করে মক্কা বিজয়ের দিন মক্কায় প্রবেশ করেন।

٣١٨٠ـ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حَكِيْمٍ الْاَوْدِىُّ اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِىِّ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ ـ

---

১. হানাফী মাযহাবে কোন অবস্থায় ইহরাম ব্যতীত মক্কায় প্রবেশ জায়িয নয়। মক্কা বিজয়ের দিন যেহেতু মক্কা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্য হালাল ছিল, তাই তিনি শিরস্ত্রাণ পরিধান করে মক্কায় প্রবেশ করেন।

৩১৮০. আলী ইব্‌ন হাকীম আওদী (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন কালো পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেন।

٣١٨١- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالاَ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ -

৩১৮১. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ..... জা'ফর ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন হুরায়স (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাথায় কালো পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় লোকদের উদ্দেশ্যে (মক্কা বিজয়ের দিন) ভাষণ দেন।

٣١٨٢- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَالْحَسَنُ الْحُلْوَانِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ قَالَ حَدَّثَنِىْ وَفِىْ رِوَايَةِ الْحُلْوَانِىِّ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ اَرْخٰى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَلَمْ يَقُلْ اَبُوْ بَكْرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ -

৩১৮২. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও হাসান আল-হুলওয়ানী (র) ..... জাফর ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হুরায়স (রা)-এর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কালো পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় মিম্বরের উপর (উপবিষ্ট) দেখতে পাচ্ছি এবং তিনি পাগড়ীর দুই প্রান্ত কাঁধের মাঝ বরাবর ঝুলিয়ে রেখেছেন। আবূ বকর (র) -এর বর্ণনায় 'মিম্বারের উপর' কথাটুকু উল্লেখ নাই।

٨٢- بَابُ فَضْلِ الْمَدِيْنَةِ وَدُعَاءِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهَا بِالْبَرَكَةِ وَ بَيَانِ تَحْرِيْمِهَا وَتَحْرِيْمِ صَيْدِهَا وَشَجَرِهَا وَبَيَانِ حُدُوْدِ حَرَمِهَا

৮২. পরিচ্ছেদ : মদীনা শরীফের ফযীলত, এই শহরে বরকত দানের জন্য নবী ﷺ -এর দু'আ, মদীনা ও হারামের মর্যাদা এবং এখানে শিকার ও এখানকার গাছপালা কর্তন নিষিদ্ধ ও মদীনার হারামের সীমা

٣١٨٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِىَّ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى الْمَازِنِىِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لاَهْلِهَا وَاِنِّىْ حَرَّمْتُ الْمَدِيْنَةَ كَمَا حَرَّمَ اِبْرَاهِيْمُ مَكَّةَ وَاِنِّىْ دَعَوْتُ فِىْ صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلَىْ مَا دَعَا بِهِ اِبْرَاهِيْمُ لاَهْلِ مَكَّةَ -

৩১৮৩. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসিম (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : ইব্‌রাহীম (আ) মক্কাকে হারাম বানিয়েছেন এবং এখানকার বাসিন্দাদের জন্য দু'আ করেছেন। আর আমি নিশ্চয়ই মদীনাকে হারামে পরিণত করলাম ঠিক যেভাবে ইব্‌রাহীম (আ) মক্কাকে হারামে পরিণত করেছেন। আমি

এখানকার মুদ্দ ও সা' (ওজন পরিমাপের দু'টি একক) এর জন্য দু'আ করলাম যেরূপ ইব্‌রাহীম (আ) মক্কার অধিবাসীদের জন্য দু'আ করেছেন।

٣١٨٤- وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ الْمُخْتَارِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ ح وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى هُوَ الْمَازِنِيُّ بِهَذَا الإِسْنَادِ أَمَّا حَدِيثُ وُهَيْبٍ فَكَرِوَايَةِ الدَّرَاوَرْدِيِّ بِمِثْلَىْ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ وَأَمَّا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ فَفِي رِوَايَتِهِمَا مِثْلَ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ-

৩১৮৪. আবূ কামিল আল-জাহ্‌দারী আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইসহাক ইব্‌ন ইরবাহীম (র) ..... আমর ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া মাযিনী (র) থেকে এই সূত্রে উক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٣١٨٥- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا يُرِيدُ الْمَدِينَةَ-

৩১৮৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ইব্‌রাহীম (আ) মক্কাকে হারামে পরিণত করেছেন, আর আমি দু'টি কৃষ্ণ প্রস্তরময় ভূমির মধ্যবর্তী স্থানকে হারাম ঘোষণা করছি। তিনি মদীনাকে বুঝিয়েছেন।

٣١٨٦- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ مَرْوَانَ ابْنَ الْحَكَمِ خَطَبَ النَّاسَ فَذَكَرَ مَكَّةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَدِينَةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا فَنَادَاهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ مَا لِي أَسْمَعُكَ ذَكَرْتَ مَكَّةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا وَلَمْ تَذْكُرِ الْمَدِينَةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا وَقَدْ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا وَذَلِكَ عِنْدَنَا فِي أَدِيمٍ خَوْلاَنِيٍّ إِنْ شِئْتَ أَقْرَأْتُكَهُ قَالَ فَسَكَتَ مَرْوَانُ ثُمَّ قَالَ قَدْ سَمِعْتُ بَعْضَ ذَلِكَ-

৩১৮৬. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা ইব্‌ন কা'নাব (র) ..... নাফি' ইব্‌ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত যে, মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি মক্কা ও তার বাসিন্দা এবং এর হারামের মর্যাদা উল্লেখ করলেন। তখন রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা) তাকে ডাক দিয়ে বললেন, কি ব্যাপার! আমি আপনাকে মক্কা, তার অধিবাসী এবং তার হারামের মর্যাদা উল্লেখ করতে শুনছি, অথচ মদীনা, তার অধিবাসী এবং তার হারামের মর্যাদা সম্পর্কে আপনি কিছুই বললেন না; অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনার দুই প্রান্তের কঙ্করময় মাঠের মধ্যবর্তী স্থানকে হারাম বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তাঁর এই হাদীস আমাদের নিকট একটি খাওলানী চামড়ায় লিপিবদ্ধ আছে। আপনি চাইলে আমি তা আপনার সামনে পড়ে শোনাতে পারি। রাবী বলেন, মারওয়ান চুপ হয়ে গেলেন, তারপর বললেন, অবশ্য আমিও এ রকম কিছু শুনেছি।

٣١٨٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ كِلاَهُمَا عَنْ اَبِىْ اَحْمَدَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الاَسْدِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَاِنِّىْ حَرَّمْتُ الْمَدِيْنَةَ مَا بَيْنَ لاَ بَتَيْهَا لاَ يُقْطَعُ عِضَاهُهَا وَلاَ يُصَادُ صَيْدُهَا -

৩১৮৭. আবূ বকর ইব্‌ন শায়বা ও আমরুন্ নাকিদ (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : নিশ্চয়ই ইব্‌রাহীম (আ) মক্কার হারাম নির্ধারণ করেছেন, আর আমি মদীনাকে হারাম বলে ঘোষণা করছি– এর দুই প্রান্তের কঙ্করময় মাঠের মধ্যবর্তী অংশকে। অতএব এখানকার কোন কাঁটাযুক্ত গাছও কাটা যাবে না এবং এখানকার জীবজন্তুও শিকার করা যাবে না।

٣١٨٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ حَدَّثَنِىْ عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ اُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَ بَتَىِ الْمَدِيْنَةِ اَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا اَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا وَقَالَ الْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ وَلَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ لاَ يَدَعُهَا اَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا اِلاَّ اَبْدَلَ اللّٰهُ فِيْهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَلاَ يَثْبُتُ اَحَدٌ عَلَى لاْوَائِهَا وَجَهْدِهَا اِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِيْعًا اَوْ شَهِيْدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

৩১৮৮. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন নুমায়র (র) ..... আমির ইব্‌ন সা'দ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি মদীনার দুই পার্শ্বের কঙ্করময় মাঠের মধ্যবর্তী অংশকে হারাম বলে ঘোষণা দিচ্ছি। এখানকার কাঁটাযুক্ত গাছও কাটা যাবে না এবং এখানকার জীবজন্তুও শিকার করা যাবে না। তিনি আরও বলেন, মদীনা তার অধিবাসীদের জন্য কল্যাণকর স্থান, যদি তারা বুঝে। যে ব্যক্তি অনাগ্রহবশত মদীনা ত্যাগ করে, আল্লাহ্ তার চাইতে উত্তম ব্যক্তিকে তার স্থলবর্তী করেন। আর যে ব্যক্তি এখানে ক্ষুধা ও কষ্টের সময় ধৈর্যধারণ করে, আমি তার জন্য কিয়ামতের দিন শাফা'আতকারী অথবা বলেছেন, সাক্ষী হব।

٣١٨٩- وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ابْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ الاَنْصَارِىُّ اَخْبَرَنِىْ عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيْثِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَزَادَ فِى الْحَدِيْثِ وَلاَ يُرِيْدُ اَحَدٌ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ بِسُوْءٍ اِلاَّ اَذَابَهُ اللّٰهُ فِى النَّارِ ذَوْبَ الرَّصَاصِ اَوْ ذَوْبَ الْمِلْحِ فِى الْمَاءِ -

৩১৮৯. ইব্‌ন আবূ উমর (র) ..... সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, ... পরবর্তী অংশ উপরোক্ত ইব্‌ন নুমায়রের অনুরূপ। তবে এই হাদীসে অতিরিক্ত আছে যে, (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন): যে ব্যক্তিই মদীনাবাসীদের ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দোযখের আগুনে এমনভাবে বিগলিত করবেন, যেভাবে আগুনের তাপে সীসা গলে যায় অথবা লবণ পানিতে দ্রবীভূত হয়ে যায়।

٣١٩٠- وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيْعًا عَنِ الْعَقَدِيِّ قَالَ عَبْدٌ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ سَعْدًا رَكِبَ اِلٰى قَصْرِهِ بِالْعَقِيْقِ فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا اَوْ يَخْبِطُهُ فَسَلَبَهُ فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُ اَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلَّمُوْهُ اَنْ يَرُدَّ عَلٰى غُلَامِهِمْ اَوْ عَلَيْهِمْ مَا اَخَذَ مِنْ غُلَامِهِمْ فَقَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ اَرُدَّ شَيْئًا نَفَّلَنِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبٰى اَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ -

৩১৯০. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ..... আমির ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। সা'দ (রা) আল-আকীকে তার আবাসে রওনা হলেন। পথিমধ্যে একটি ক্রীতদাসকে একটি গাছ কাটতে অথবা (লাঠি দিয়ে) এর পাতা ঝরাতে দেখে তিনি তার অস্ত্র কেড়ে নিলেন। তিনি ফিরে এলে ঐ গোলামের মনিব এসে তার সাথে আলাপ করলেন এবং তাদের গোলামের নিকট থেকে তিনি যা কেড়ে নিয়েছেন তা তাদের কাছে অথবা তাদের গোলামের কাছে ফেরত দিতে অনুরোধ করলেন। তিনি বললেন, যে জিনিস রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে উপহার স্বরূপ দিয়েছেন তা ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করি। অতএব তিনি তা ফেরত দিতে অস্বীকার করলেন।

٣١٩١- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيْعًا عَنْ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ابْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُوْ بْنُ اَبِيْ عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَنْطَبٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَبِيْ طَلْحَةَ الْتَمِسْ لِيْ غُلَامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِيْ فَخَرَجَ بِيْ اَبُوْ طَلْحَةَ يُرْدِفُنِيْ وَرَاءَهُ فَكُنْتُ اَخْدُمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كُلَّمَا نَزَلَ وَقَالَ فِي الْحَدِيْثِ ثُمَّ اَقْبَلَ حَتّٰى اِذَا بَدَا لَهُ اُحُدٌ قَالَ هٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ فَلَمَّا اَشْرَفَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ اِبْرَاهِيْمُ مَكَّةَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْ مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ -

৩১৯১. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আয়্যুব (র) ..... আম্‌র ইব্‌ন আবূ আম্‌র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ তালহা (রা)-কে বললেন : তোমাদের বালকদের মধ্য থেকে একজন বালক আমার খিদমতের জন্য খুঁজে আন। অতএব আবূ তালহা (রা) আমাকে বাহনে তাঁর পিছনে বসিয়ে রওনা হলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখনই কোথাও যাত্রা বিরতি দিতেন, আমি তাঁর সেবা করতাম। এই হাদীসে তিনি আরও বলেন,রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অগ্রসর হতে থাকলেন। যখন উহুদ পাহাড় তাঁর দৃষ্টিগোচর হল– তিনি বললেন : "এই পাহাড় আমাদের ভালোবাসে এবং আমরাও তাকে ভালোবাসি।" তিনি যখন মদীনার নিকটবর্তী হলেন তখন বললেন : "হে আল্লাহ্! তাদের (মদীনার অধিবাসীদের) মুদ্দ ও সা'-এ বরকত দান করুন।"

٣١٩٢- وَحَدَّثَنَاهُ سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِيْ عَمْرٍو عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ اِنِّيْ اُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا -

৩১৯২. সাঈদ ইব্‌ন মানসূর (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে এই সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এতে অতিরিক্ত আছে যে, তিনি (নবী সা) বলেছেন, "আমি মদীনার দুই প্রান্তের কংকরময় মাঠের মধ্যবর্তী স্থানকে হারাম করছি।"

٣١٩٣- وَحَدَّثَنَاهُ حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَحَرَّمَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ قَالَ نَعَمْ مَا بَيْنَ كَذَا اِلَى كَذَا فَمَنْ اَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا قَالَ ثُمَّ قَالَ لِيْ هٰذِهِ شَدِيْدَةٌ مَنْ اَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَيَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً قَالَ فَقَالَ ابْنُ اَنَسٍ اَوْ اٰوٰى مُحْدِثًا -

৩১৯৩. হামিদ ইব্‌ন উমর (র) ..... আসিম (র) বলেন, আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি মদীনাকে হারাম করেছেন? তিনি বললেন, হাঁ, এখানে থেকে ওখানের মধ্যেবর্তী স্থান। অতএব যে ব্যক্তি এখানে কোন পাপ করে, পরে তিনি আমাকে বললেন, এটা খুবই কঠিন যে, যে এখানে কোন পাপ করে তার উপর আল্লাহ্ , তাঁর ফেরেশতা এবং সমগ্র মানব জাতির লা'নত। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার ফরয অথবা নফল কোন ইবাদতই কবূল করবেন না।[১] রাবী বলেন, আনাস (রা)-এর পুত্র বললেন, "অথবা যে কোন পাপীকে আশ্রয় দিল।"

٣١٩٤- حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ اَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الاَحْوَلُ قَالَ سَأَلْتُ اَنَسًا أَحَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ قَالَ نَعَمْ هِيَ حَرَامٌ لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ -

৩১৯৪. যুহায়র ইব্‌ন হারব্ (র) ..... আসিম আল আহওয়াল (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি মদীনাকে হারাম করেছেন? তিনি বললেন, হাঁ, তা হারাম। অতএব এখানকার উদ্ভিদ উপড়ানো যাবে না। যে ব্যক্তি তা করবে তার উপর আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতা এবং সমগ্র মানব জাতির লা'নত।

٣١٩٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ فِيْمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْ مِكْيَالِهِمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِيْ صَاعِهِمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِيْ مُدِّهِمْ -

৩১৯৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আয় আল্লাহ্! তাদের বরকত দান করুন দাঁড়িপাল্লায়, তাদের সা' এ এবং তাদের মুদ্দ-এ।

---

১. অন্য ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তাওবা এবং ফিদ্‌য়া গ্রহণ করা হবে না।

٣١٩٦- وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّامِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ يُوْنُسَ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِيْنَةِ ضِعْفَىْ مَا بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ -

৩১৯৬. যুহায়র ইব্ন হারব ও ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মদ সামী (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'আ করলেন : "হে আল্লাহ্! আপনি মক্কায় যে বরকত দান করেছেন, মদীনায় তার দ্বিগুণ বরকত দান করুন।"

٣١٩٧- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ جَمِيْعًا عَنْ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ قَالَ اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ خَطَبَنَا عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ فَقَالَ مَنْ زَعَمَ اَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَأُهُ اِلاَّ كِتَابَ اللّٰهِ وَهٰذِهِ الصَّحِيْفَةَ قَالَ وَصَحِيْفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فِىْ قِرَابِ سَيْفِهٖ فَقَدْ كَذَبَ فِيْهَا اَسْنَانُ الاِبِلِ وَاَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ وَفِيْهَا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ الْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ اِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ اَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا اَوْ اٰوٰى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ يَسْعٰى بِهَا اَدْنَاهُمْ وَمَنِ ادَّعٰى اِلٰى غَيْرِ اَبِيْهِ اَوِ انْتَمٰى اِلٰى غَيْرِ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً وَانْتَهٰى حَدِيْثُ اَبِىْ بَكْرٍ وَزُهَيْرٍ عِنْدَ قَوْلِهٖ يَسْعٰى بِهَا اَدْنَاهُمْ وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ وَلَيْسَ فِىْ حَدِيْثِهِمَا مُعَلَّقَةٌ فِىْ قِرَابِ سَيْفِهٖ -

৩১৯৭. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্ন হারব ও আবূ কুরায়ব (র) ..... ইব্রাহীম তায়মী (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, আমাদের (আহলে বায়ত) কাছে আল্লাহ্র কিতাব ছাড়া যা আমরা পাঠ করি এবং এ সহীফা রাবী বলেন, অর্থাৎ ঐ সহীফা যা তাঁর তরবারির খাপে ঝুলন্ত ছিল তা ছাড়া কিছু আছে, সে মিথ্যা বলে। এই সহীফায় উটের বয়স[১] এবং কিছু যখমের বর্ণনা ছিল। এর মধ্যে আরও ছিল, নবী ﷺ বলেন, মদীনার আইর ও সাওর-এর মধ্যবর্তী স্থান হারাম। এখানে যে ব্যক্তি কোন বিদ্'আতী কর্মে লিপ্ত হয় অথবা কোন বিদ্'আতীকে আশ্রয় দেয়, তার উপর আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতাদের ও সমগ্র মানব জাতির লা'নত। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার কোন ফরয ও নফল ইবাদত কবূল করবেন না। মুসলিমদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা প্রদানে সকলে সমান। তাদের নিম্নস্তরের একজনের প্রদত্ত নিরাপত্তাও কার্যকর। যে ব্যক্তি নিজ পিতা ছাড়া অন্যকে পিতা বলে

---

১. যাকাত, কিসাস ও দিয়াত সম্পর্কে।

দাবি করে অথবা নিজ মনিবের পরিবর্তে অন্য মনিবের সাথে নিজেকে সম্পর্কিত করে, তার উপর আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতাদের ও সমগ্র মানব জাতির লা'নত। আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার ফরয বা নফল কোন ইবাদতই গ্রহণ করবেন না। রাবী বলেন, আবূ বকর ও যুহায়রের হাদীস শেষ হয়ে গেছে "তাদের নিম্নস্তরের একজনের প্রদত্ত নিরাপত্তাও কার্যকরী" এই কথা পর্যন্ত। তারা এর পরবর্তী অংশ উল্লেখ করেন নি। তাদের উভয়ের বর্ণনায় "তাঁর তরবারির খাপে ঝুলন্ত" কথটুকু উল্লেখিত হয় নি।

٣١٩٨- وَحَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ جَمِيْعًا عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ اَبِيْ كُرَيْبٍ عَنْ اَبِيْ مُعَاوِيَةَ اِلٰى اٰخِرِهٖ وَزَادَ فِى الْحَدِيْثِ فَمَنْ اَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ وَلَيْسَ فِيْ حَدِيْثِهِمَا مَنِ ادَّعٰى اِلٰى غَيْرِ اَبِيْهِ وَلَيْسَ فِيْ رِوَايَةِ وَكِيْعٍ ذِكْرُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ـ

৩১৯৮. আলী ইব্ন হুজর সা'দী (র) ..... আমাশ (র) থেকে এই সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এতে উল্লেখ আছে "যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের সাথে (নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর) বিশ্বাসঘাতকতা করে, তার উপর আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতাদের ও সমগ্র মানব জাতির লা'নত। কিয়ামতের দিন তার ফরয বা নফল কোন ইবাদতই কবূল করা হবে না। তাদের (আলী ও ওয়াকী) উভয়ের বর্ণনায় "যে ব্যক্তি নিজ পিতা ছাড়া অন্যকে পিতা বলে দাব করে" কথাটুকুর এবং ওয়াকীর বর্ণনায় "কিয়ামতের দিন" কথাটুকুর উল্লেখ নাই।

٣١٩٩- وَحَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ مُسْهِرٍ وَوَكِيْعٍ اِلاَّ قَوْلَهُ مَنْ تَوَلّٰى غَيْرَ مَوَالِيْهِ وَذِكْرَ اللَّعْنَةِ لَهُ ـ

৩১৯৯. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমর কাওয়ারীরী (র) ..... আমাশ (র) থেকে এই সূত্রে ইব্ন মুসহির ও ওয়াকীর হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এদের বর্ণনায় "যে গোলাম নিজের মনিবের পরিবর্তে অন্যকে নিজের মনিব বলে পরিচয় দেয়" কথাটুকু নেই। আর তার প্রতি লা'নতের কথা উল্লেখিত হয়েছে।

٣٢٠٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ فَمَنْ اَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا اَوْ اٰوٰى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ ـ

৩২০০. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, মদীনা হারাম। অতএব, যে এখানে কোন পাপে লিপ্ত হয় অথবা কোন পাপীকে আশ্রয় দেয়, তার উপর আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতাগণ এবং সমগ্র মানব জাতির লা'নত। কিয়ামতের দিন তার ফরয বা নফল (কিছুই) কবূল করা হবে না।

٣٢٠١- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ اَبِى النَّضْرِ حَدَّثَنِىْ اَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ الْاَشْجَعِىُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهٗ وَلَمْ يَقُلْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَادَ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ يَسْعٰى بِهَا اَدْنَاهُمْ فَمَنْ اَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ -

৩১৯৭. আবূ বকর ইব্‌ন নাদর ইব্‌ন আবূ নাদর (র) ..... আমাশ (র) থেকে এই সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি "কিয়ামতের দিন" কথাটুকু বলেন নি। তিনি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, "মুসলিমদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা প্রদানে সকলে সমান। তাদের নিম্নস্তরের একজনের প্রদত্ত নিরাপত্তাও কার্যকর। কেউ যদি মুসলিম প্রদত্ত নিরপত্তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে, তবে তার উপর আল্লাহ্, তাঁর ফেরেতাগণ এবং সমগ্র মানব জাতির লা'নত। কিয়ামতের দিন তার ফরয বা নফল কিছুই কবূল হবে না।

٣٢٠٢- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ تَرْتَعُ بِالْمَدِيْنَةِ مَاذَ عَرْتُهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا حَرَامٌ -

৩২০২. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যদি মদীনায় হরিণ বিচরণ করতে দেখি তবে তাকে ভয় দেখাব না। (কেননা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মদীনার দুই পার্শ্বের কঙ্করময় মাঠের মধ্যবর্তী অংশ হারাম।

٣٢٠٣- وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اِسْحَاقُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا بَيْنَ لاَ بَتَىِ الْمَدِيْنَةِ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَلَوْ وَجَدْتُ الظِّبَاءَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا مَاذَعَرْتُهَا وَجَعَلَ اثْنَىْ عَشَرَ مِيْلاً حَوْلَ الْمَدِيْنَةِ حِمًى -

৩২০৩. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম, মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' ও ইব্‌ন হুমায়দ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনার দুই পার্শ্বের কঙ্করময় মাঠের মধ্যবর্তী অংশ হারাম ঘোষণা করেছেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি যদি মদীনার দুইপার্শ্বের কঙ্করময় মাঠের মধ্যবর্তী অংশে হরিণ বিচরণ করতে দেখি, তবে আমি তাকে উত্যক্ত করব না এবং তিনি মদীনার চারপার্শ্বের বার মাইল পর্যন্ত চারণভূমি ঘোষণা করেছেন।

٣٢٠٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ بْنِ اَنَسٍ فِيْمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهٗ قَالَ كَانَ النَّاسُ اِذَا رَأَوْا اَوَّلَ الثَّمَرِ جَاؤُابِهِ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاِذَا اَخَذَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ ثَمَرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ مَدِيْنَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ صَاعِنَا

وَبَارِكْ لَنَا فِىْ مُدِّنَا اَللّٰهُمَّ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ عَبْدُكَ وَخَلِيْلُكَ وَنَبِيُّكَ وَاِنِّىْ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَاِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَاِنِّىْ اَدْعُوْكَ لِلْمَدِيْنَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَمِثْلِهِ مَعَهُ قَالَ ثُمَّ يَدْعُوْ اَصْغَرَ وَلِيْدٍ لَهُ فَيُعْطِيْهِ ذٰلِكَ الثَّمَرَ -

৩২০৪. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা যখন প্রথম (পাকা) ফল দেখতে পেত, তা নিয়ে নবী ﷺ-এর নিকট আসত এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তা গ্রহণ করতেন তখন তিনি নিম্নোক্ত দু'আ পড়তেন : "হে আল্লাহ্! অপনি আমাদের ফলে (বা উৎপন্ন ফসলে) বরকত দান করুন, আমাদের মদীনায় বরকত দান করুন, আমাদের সা'-এ বরকত দান করুন এবং আমাদের মুদ্দ-এ বরকত দান করুন। হে আল্লাহ্! নিশ্চয়ই ইব্‌রাহীম (আ) আপনার বান্দা, প্রিয় বন্ধু ও নবী। আর আমিও আপনার বান্দা ও নবী। তিনি মক্কার জন্য আপনার নিকট দু'আ করেছেন। আমিও আপনার নিকট মদীনার জন্য দু'আ করছি– যেমন তিনি মক্কার জন্য আপনার নিকট দু'আ করেছিলেন এবং তার সাথে অনুরূপ আরও।" রাবী বলেন, অতঃপর তিনি সর্ব কনিষ্ঠ শিশুকে ডাকতেন এবং তাকে এই ফল দিয়ে দিতেন।

٣٢٠٥- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِىُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُؤْتٰى بِاَوَّلِ الثَّمَرِ فَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ مَدِيْنَتِنَا وَفِىْ ثِمَارِنَا وَفِىْ مُدِّنَا وَفِىْ صَاعِنَا بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةٍ ثُمَّ يُعْطِيْهِ اَصْغَرَ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنَ الْوِلْدَانِ -

৩২০৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, মৌসুমের প্রথম ফল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেয়া হত। তিনি তখন বলতেন : "হে আল্লাহ্! আমাদের মদীনায় আমাদের ফলে (বা উৎপন্ন ফসলে) আমাদের মুদ্দ–এ ও আমাদের সা'-এ বরকত দান করুন, বরকতের উপর বরকত দান করুন।" অতঃপর তিনি ফলটি তাঁর নিকট উপস্থিত সবচেয়ে ছোট শিশুকে দিয়ে দিতেন।

٣٢٠٦- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ اِسْحَاقَ اَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ مَوْلَى الْمَهْرِىِّ اَنَّهُ اَصَابَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ جَهْدٌ وَشِدَّةٌ وَاَنَّهُ اَتٰى اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ فَقَالَ لَهُ اِنِّىْ كَثِيْرُ الْعِيَالِ وَقَدْ اَصَابَتْنَا شِدَّةٌ فَاَرَدْتُ اَنْ اَنْقُلَ عِيَالِىْ اِلٰى بَعْضِ الرِّيْفِ فَقَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ لاَ تَفْعَلِ الْزَمِ الْمَدِيْنَةَ فَاِنَّا خَرَجْنَا مَعَ نَبِىِّ اللّٰهِ ﷺ اَظُنُّ اَنَّهُ قَالَ حَتّٰى قَدِمْنَا عُسْفَانَ فَاَقَامَ بِهَا لَيَالِىَ فَقَالَ النَّاسُ وَاللّٰهِ مَا نَحْنُ هٰهُنَا فِىْ شَىْءٍ وَاِنَّ عِيَالَنَا لَخُلُوْفٌ مَا نَأْمَنُ عَلَيْهِمْ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ مَا هٰذَا الَّذِىْ بَلَغَنِىْ مِنْ حَدِيْثِكُمْ مَا اَدْرِىْ كَيْفَ قَالَ وَالَّذِىْ اَحْلِفُ بِهِ اَوْ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ اَوْ اِنْ شِئْتُمْ لاَ اَدْرِىْ اَيَّتَهُمَا قَالَ لاٰمُرَنَّ بِنَاقَتِىْ تُرْحَلُ ثُمَّ لاَ

اَحُلُّ لَهَا عُقْدَةً حَتّٰى اَقْدَمَ الْمَدِيْنَةَ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَمًا وَاِنِّىْ حَرَّمْتُ الْمَدِيْنَةَ حَرَامًا مَا بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا اَنْ لاَ يُهْرَاقَ فِيْهَا دَمٌ وَلاَ يُحْمَلَ فِيْهَا سِلاَحٌ لِقِتَالٍ وَلاَ يُخْبَطَ فِيْهَا شَجَرَةٌ اِلاَّ لِعَلْفٍ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ مَدِيْنَتِنَا اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ صَاعِنَا اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ مُدِّنَا اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ صَاعِنَا اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ مُدِّنَا اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ مَدِيْنَتِنَا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ مَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ شِعْبٌ وَلاَ نَقْبٌ اِلاَّ عَلَيْهِ مَلَكَانِ يَحْرُسَانِهَا حَتّٰى تَقْدَمُوْا اِلَيْهَا ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ ارْتَحِلُوْا فَارْتَحَلْنَا فَاَقْبَلْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَوَ الَّذِىْ نَحْلِ بِهٖ اَوْ يُخْلَفُ بِهِ الشَّكُّ مِنْ حَمَّادٍ مَا وَضَعْنَا رِحَالَنَا حِيْنَ دَخَلْنَا الْمَدِيْنَةَ حَتّٰى اَغَارَ عَلَيْنَا بَنُوْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ غَطَفَانَ وَمَا يَهِيْجُهُمْ قَبْلَ ذٰلِكَ شَىْءٌ -

৩২০৬. হাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন উলায়্যা (র) ..... আবূ সাঈদ মাওলা মাহরী (র) থেকে বর্ণিত। তাঁরা মদীনায় কষ্ট ও দুঃখে পতিত হন। তিনি আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে বললেন, আমার পরিবারের সদস্য সংখ্যা অনেক এবং আমরা দুঃখ দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছি। তাই আমি আমার পবিবারকে কোন শস্য শ্যামল এলাকায় স্থানান্তরের মনস্থ করেছি। আবূ সাঈদ (রা) বললেন, তা করো না, বরং মদীনাকে আঁকড়ে থাক। কারণ, একদা আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে বের হলাম, আমার মনে হয়, তিনি এও বলেছেন যে এবং উসফান পর্যন্ত পৌঁছলেন। এখানে তিনি কয়েক রাত অবস্থান করলেন। লোকেরা বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা এখানে অযথা সময় নষ্ট করছি। অথচ আমাদের পরিবার-পরিজন আমাদের পশ্চাতে নিরাপত্তাহীন অবস্থায় রয়েছে এবং আমরা তাদের (নিরাপত্তার) ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছি না।

একথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বলেন : কি ব্যাপার, তোমাদের একথা আমার নিকটে পৌঁছেছে। রাবী বলেন, আবূ সাঈদ (রা) কথাটা কিভাবে প্পূণর্ব্যক্ত করেছেন তা আমার হুবহু মনে নেই। সেই সত্তার নামে শপথ, যাঁর নামে আমি শপথ করে থাকি অথবা সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! অবশ্য আমি মনস্থির করেছি, অথবা যদি তোমরা চাও– রাবী বলেন, আবূ সাঈদ (রা) কোনটি বলেছেন তা আমার সঠিক মনে নাই। তবে আমি নিশ্চিত আমার উষ্ট্রীকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিব এবং মদীনায় না পৌঁছা পর্যন্ত তার হাওদার একটি গিঁটও খুলব না (যাত্রা বিরতি করব না)। তারপর তিনি বললেন : "হে আল্লাহ্! নিশ্চয়ই ইব্‌রাহীম (আ) মক্কাকে হারাম ঘোষণা করেছেন এবং তা পবিত্র ও সম্মানিত হয়েছে। আর আমি মদীনাকে হারাম ঘোষণা করলাম – যা দুই পাহাড়ের (আইর ও উহুদ) মধ্যস্থলে অবস্থিত। অতএব এখানে রক্তপাত করা যাবে না, এখানে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে অস্ত্রবহন করা যাবে না এবং পশু খাদ্য হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্য ব্যতীত গাছপালার পাতাও পাড়া যাবে না। হে আল্লাহ্! আমাদের এই শহরে বরকত দান করুন হে আল্লাহ! আমাদের সা'– এ বকরত দান করুন। হে আল্লাহ্! আমাদের মুদ্দ-এ বরকত দান করুন। হে আল্লাহ্! বরকতের সাথে আমাদের আরো দু'টি বরকত দান করুন।"

সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! মদীনার এমন কোন প্রবেশ পথ বা গিরি সংকট নেই যেখানে তোমাদের মদীনায় ফিরে আসা পর্যন্ত দু'জন করে ফেরেশতা পাহারায় নিয়ুক্ত নেই। পুনরায় তিনি লোকদের

উদ্দেশ্যে বললেন, "তোমরা রওনা হও।" অতএব আমরা রওনা হলাম এবং মদীনায় এসে পৌঁছলাম। সেই সত্তার শপথ যাঁর নামে আমরা শপথ করি অথবা যাঁর নামে শপথ করা হয়- হাম্মাদ তাঁর উর্ধ্বতন রাবী কোনটি বলেছেন সে সম্বন্ধে সন্দেহে পড়েছেন– আমরা মদীনায় প্রবেশ করে বাহনের পিঠের হাওদা তখনও খুলি নি– ইত্যবসরে আবদুল্লাহ ইব্‌ন গাতফান গোত্রের লোকেরা আমাদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ করে, অথচ ইতিপূর্বে এরূপ কিছু করার দুঃসাহস তাদের হয় নি।

٣٢٠٧- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِنَا وَمُدِّنَا وَاجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ -

৩২০৭. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ..... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, হে আল্লাহ্! আমাদের মুদ্দ ও সা'-এ বরকত দিন এবং বরকতের সাথে আরও দু'টি বরকত দান করুন।

٣٢٠٨- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى اَخْبَرَنَا شَيْبَانُ ح وَحَدَّثَنِيْ اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ يَعْنِي ابْنَ شَدَّادٍ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৩২০৮. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র)..... ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আবূ কাসীর (র) থেকে এই সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٣٢٠٩- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ اَنَّهُ جَاءَ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيَّ لَيَالِيَ الْحَرَّةِ فَاسْتَشَارَهُ فِى الْجَلَاءِ مِنَ الْمَدِيْنَةِ وَشَكَا اِلَيْهِ اَسْعَارَهَا وَكَثْرَةَ عِيَالِهِ وَاَخْبَرَهُ اَنْ لَا صَبْرَ لَهُ عَلٰى جَهْدِ الْمَدِيْنَةِ وَلَاْوَائِهَا فَقَالَ لَهُ وَيْحَكَ لَا اٰمُرُكَ بِذٰلِكَ اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا يَصْبِرُ اَحَدٌ عَلٰى لَاْوَائِهَا فَيَمُوْتَ اِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيْعًا اَوْ شَهِيْدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِذَا كَانَ مُسْلِمًا -

৩২০৯. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)..... আবূ সাঈদ মাওলা মাহরী (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আল– হাররার রাতগুলোতে আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা)-এর নিকট এলেন এবং মদীনা থেকে (কোথাও) চলে যাওয়ার পরামর্শ করলেন। তিনি তাঁর কাছে এখানকার দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতি ও নিজের বৃহৎ পরিবারের অভিযোগ করলেন। তিনি তাঁকে আরও জানালেন যে, তিনি এখানকার ক্লেশ ও রুক্ষ আবহাওয়া বরদাশ্‌ত করতে পারছেন না। আবূ সাঈদ (রা) তাঁকে বললেন, তোমার জন্য দুঃখ হয়, আমি তোমাকে মদীনা ত্যাগের পরামর্শ দিতে পারি না। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এখানকার কষ্ট সহ্য করে মৃত্যুবরণ করবে, কিয়ামতের দিন অবশ্যই আমি তার জন্য শাফা'আত করব অথবা সাক্ষী হব, যদি সে মুসলিম হয়ে থাকে।

٣٢١٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ جَمِيْعًا عَنْ اَبِىْ اُسَامَةَ وَاللَّفْظُ لِاَبِىْ بَكْرٍ وَابْنِ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنِّىْ حَرَّمْتُ مَا بَيْنَ لاَ بَتَىِ الْمَدِيْنَةِ كَمَا حَرَّمَ اِبْرَاهِيْمُ مَكَّةَ قَالَ ثُمَّ كَانَ اَبُوْ سَعِيْدٍ يَأْخُذُ وَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ يَجِدُ اَحَدَنَا فِىْ يَدِهِ الطَّيْرُ فَيَفُكُّهُ مِنْ يَدِهِ ثُمَّ يُرْسِلُهُ -

৩২১০. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... আবূ সাঈদ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : মদীনার দুই প্রান্তের প্রস্তরময় ভূমির মধ্যবর্তী স্থানকে আমি হারাম ঘোষণা করছি, যেমন ইব্‌রাহীম (আ) মক্কাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। (অধঃস্তন রাবী) আবদুর রহমান বলেন, অতঃপর আবূ সাঈদ (রা) যদি আমাদের কারও হাতে পাখি দেখতে পেতেন তবে তিনি তার হাত থেকে পাখিকে মুক্ত করে ছেড়ে দিতেন।

٣٢١١- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ اَهْوٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ اِنَّهَا حَرَمٌ اٰمِنٌ -

৩২১১. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... সাহল ইব্‌ন হুনায়ফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর হাত দিয়ে মদীনার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন : ঐ স্থান হারাম ও নিরাপদ।

٣٢١٢- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ وَهِىَ وَبِيْئَةٌ فَاشْتَكٰى اَبُوْ بَكْرٍ وَاشْتَكٰى بِلاَلٌ فَلَمَّا رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَكْوٰى اَصْحَابِهِ قَالَ اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَمَا حَبَّبْتَ مَكَّةَ اَوْ اَشَدَّ وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ صَاعِهَا وَمُدِّهَا وَحَوِّلْ حُمَّاهَا اِلَى الْجُحْفَةِ -

৩২১২. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মদীনায় এলাম এবং তা ছিল অস্বাস্থ্যকর স্থান। আবূ বকর ও বিলাল (রা) অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাহাবীগণের অসুস্থতা লক্ষ্য করে দু'আ করলেন : "হে আল্লাহ্! মদীনাকে আমাদের জন্য প্রিয় স্থান করুন যেমন মক্কাকে প্রিয় স্থান করেছেন অথবা আরও অধিক, তাকে স্বাস্থ্যকর স্থানে পরিণত করুন, আমাদের জন্য এখানকার সা'ও মুদ্দ-এ বরকত দান করুন এবং এর জ্বর জুহফায় সরিয়ে দিন।"

٣٢١٣- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৩২১৩. আবূ কুরায়ব (র)..... হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٨٢- بَابُ التَّرْغِيْبِ فِىْ سُكْنٰى الْمَدِيْنَةِ وَفَضْلِ الصَّبْرِ عَلٰى لَأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا

৮৩. পরিচ্ছেদ : মদীনায় বসবাসের জন্য উৎসাহ প্রদান এবং এখানকার দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদে ধৈর্যধারণের ফযীলত

٣٢١٤- حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَبَرَ عَلٰى لَأْوَائِهَا كُنْتُ لَهُ شَفِيْعًا اَوْ شَهِيْدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

৩২১৪. যুহায়র ইব্ন হারব (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি এখানকার দুঃখ কষ্টে সবর করে, আমি কিয়ামতের দিন অবশ্যই তার জন্য শাফা'আত করব অথবা তার পক্ষে সাক্ষী হব।

٣٢١٥- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ قَطَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ عُوَيْمِرِ بْنِ الْاَجْدَعِ عَنْ يُحَنِّسَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فِى الْفِتْنَةِ فَاَتَتْهُ مَوْلَاةٌ لَهُ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَقَالَتْ اِنِّىْ اَرَدْتُ الْخُرُوْجَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اشْتَدَّ عَلَيْنَا الزَّمَانُ فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللّٰهِ اقْعُدِىْ لَكَاعِ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَايَصْبِرُ عَلٰى لَأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا اَحَدٌ اِلَّا كُنْتُ لَهُ شَهِيْدًا اَوْ شَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

৩২১৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... যুবায়রের আযাদকৃত গোলাম ইউহান্নিস (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ফিৎনার সময় আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট বসা ছিলেন। এ সময় তার নিকট তার এক আযাদকৃত বাঁদী সালাম দিয়ে বলল, হে আবূ আবদুর রহমান! আমি (মদীনা থেকে) বের হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করছি। আমাদের উপর দিয়ে কঠিন সময় অতিবাহিত হচ্ছে। আবদুল্লাহ (রা) তাকে বললেন, বোকা মেয়ে, থেকে যাও। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি : "যে ব্যক্তি মদীনার দুঃখ কষ্ট ও বিপদ আপদে ধৈর্যধারণ করবে, আমি কিয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষী হব অথবা তার শাফা'আতকারী হব।

٣٢١٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ اَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ قَطَنٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ يُحَنِّسَ مَوْلٰى مُصْعَبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَبَرَ عَلٰى لَأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا كُنْتُ لَهُ شَهِيْدًا اَوْ شَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِى الْمَدِيْنَةَ -

৩২১৬. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)...... আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি এখানকার দুঃখকষ্ট ও বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করে, আমি কিয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষী হব অথবা তার শাফা'আতকারী হব। 'এখানকার' বলতে মদীনাকে বুঝানো হয়েছে।

٣٢١٧- وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيْعًا عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَصْبِرُ عَلٰى لأْوَاءِ الْمَدِيْنَةِ وَشِدَّتِهَا اَحَدٌ مِنْ اُمَّتِىْ اِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَوْ شَهِيْدًا -

৩২১৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আয়্যুব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজ্র (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : আমার উম্মাতের যে ব্যক্তি মদীনার দুঃখকষ্ট ও বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করবে, তার জন্যই আমি কিয়ামতের দিন শাফা'আতকারী হব অথবা তার পক্ষে সাক্ষী হব।

٣٢١٨- وَحَدَّثَنَا اَبْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ هٰرُوْنَ مُوْسٰى اَبْنِ اَبِىْ عِيْسٰى اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ الْقَرَّاظَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৩২১৮. ইব্ন আবূ উমর (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন..... আগের হাদীসের অনুরূপ।

٣٢١٩- وَحَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَصْبِرُ اَحَدٌ عَلٰى لأْوَاءِ الْمَدِيْنَةِ بِمِثْلِهِ -

৩২১৯. ইউসুফ ইব্ন ঈসা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি মদীনার দুঃখকষ্টের উপর সবর করবে..... আগের হাদীসের অনুরূপ।

٨٤- بَابُ صِيَانَةِ الْمَدِيْنَةِ مِنْ دُخُوْلِ الطَّاعُوْنِ وَالدَّجَّالِ اِلَيْهَا

৮৪. পরিচ্ছেদ : প্লেগ ও দাজ্জালের প্রবেশ থেকে মদীনা সুরক্ষিত

٣٢٢٠- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اَنْقَابِ الْمَدِيْنَةِ مَلاَئِكَةٌ لاَ يَدْخُلُهَا الطَّاعُوْنُ وَلاَ الدَّجَّالُ -

৩২২০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মদীনার প্রবেশ পথে ফেরেশতাগণ প্রহরারত। সেখানে প্লেগ ও দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না।

٣٢٢١- وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيْعًا عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنِىْ الْعَلاَءُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَأْتِى الْمَسِيْحُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ هِمَّتُهُ الْمَدِيْنَةُ حَتّٰى يَنْزِلَ دُبُرَ اُحُدٍ ثُمَّ تَصْرِفُ الْمَلاَئِكَةُ وَجْهَهُ قِبَلَ الشَّامِ وَهُنَالِكَ يَهْلِكُ -

৩২২১. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আয়্যূব, কুতায়বা ও ইব্‌ন হুজ্‌র (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মাসীহ্ (দাজ্জাল) মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে এসে উহুদ পাহাড়ের পশ্চাতে অবতরণ করবে এবং ফেরেশতারা তার মুখ (গতি) সিরিয়ার দিকে ফিরিয়ে দিবে আর সেখানে সে ধ্বংস হবে।[১]

٨٥- بَابُ الْمَدِيْنَةِ تَنْفِيْ خَبَثَهَا وَتُسَمّٰى طَابَةً وَطَيْبَةً

৮৫. পরিচ্ছেদ : মদীনা নিজের মধ্য থেকে নিকৃষ্ট জিনিস বের করে দেবে এবং মদীনার অপর নাম 'তাবা' ও 'তায়বা'

٣٢٢٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَدْعُو الرَّجُلُ ابْنَ عَمِّهِ وَقَرِيْبَهُ هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَخْلَفَ اللّٰهُ فِيْهَا خَيْرًا مِنْهُ أَلَا إِنَّ الْمَدِيْنَةَ كَالْكِيْرِ تُخْرِجُ الْخَبِيْثَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَنْفِيَ الْمَدِيْنَةُ شِرَارَهَا كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ -

৩২২২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : (মদীনার) লোকদের উপর এমন এক সময় আসবে যখন কোন ব্যক্তি তার চাচাত ভাইকে এবং নিকটাত্মীয়কে ডেকে বলবে, আস কোন উর্বর এলাকায় গিয়ে বসতি স্থাপন করি, আস কোন শস্য-শ্যামল এলাকায় গিয়ে বাস করি। কিন্তু মদীনাই তাদের জন্য উত্তম যদি তারা জানত! সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! যদি কোন ব্যক্তি মদীনার উপর রিবক্ত হয়ে চলে যায় তবে আল্লাহ্ তা'আলা তার চাইতে উত্তম ব্যক্তিকে তার স্থলবর্তী করবেন। সাবধান! মদীনা হচ্ছে হাপর তুল্য, যা নিজের মধ্য থেকে নিকৃষ্ট জিনিস (ময়লা) বের করে দেয়। কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ মদীনা তার বুক থেকে নিকৃষ্ট লোকদের বের করে না দেবে যেমন হাপর লোহার ময়লা দূর করে দেয়।

٣٢٢٣- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيْمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِيْدَ بْنَ يَسَارٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى يَقُوْلُوْنَ يَثْرِبَ وَهِيَ الْمَدِيْنَةُ تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ -

৩২২৩. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি এমন একটি জনপদে (হিজরতের) জন্য আদিষ্ট হই যা সমস্ত জনপদ খেয়ে ফেলবে (আধিপত্য বিস্তার করবে)। লোকেরা তাকে ইয়াস্‌রিব নামে অভিহিত করে। আর এটা হল মদীনা। তা লোকদের এমনভাবে বের করবে যেমনিভাবে হাপর লোহার ময়লা বের করে।

---

১. মাসীহ্' শব্দটি কুরআন মজীদে ঈসা (আ)-এর উপাধি হিসাবে এবং হাদীস শরীফে তাঁর ও দাজ্জাল উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। ঈসা (আ)-কে এজন্য মাসীহ্ (স্পর্শকারী) বলা হয় যে, আল্লাহর হুকুমে কুষ্ঠরোগী তাঁর হাতের স্পর্শে আরোগ্য লাভ করত এবং জন্মান্ধ ব্যক্তি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেত। দাজ্জালকে 'মাসূহ' অর্থে মাসীহ বলা হয়। কারণ তার এক চোখ অন্ধ হবে অথবা সেও ঈসা (আ)-এর মত নিজেকে মাসীহ্ বলে দাবি করবে- (অনুবাদক)।

٣٢٢٤- وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ اَبِيْ عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ جَمِيْعًا عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالاَ كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ الْخَبَثَ لَمْ يَذْكُرَا الْحَدِيْدَ ـ

৩২২৪. আমরুন নাকিদ, ইব্‌ন আবূ উমর ও ইব্‌ন মুসান্না (র)...... ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র) থেকেও এই সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এরা দু'জন বলেছেন : "যেমন হাপর ময়লা দূর করে" এবং "লোহা" শব্দের উল্লেখ করেন নি।

٣٢٢٥- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ اَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَصَابَ الْاَعْرَابِيَّ وَعْكٌ بِالْمَدِيْنَةِ فَاَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اَقِلْنِيْ بَيْعَتِيْ فَاَبٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ اَقِلْنِيْ بَيْعَتِيْ فَاَبٰى ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ اَقِلْنِيْ بَيْعَتِيْ فَاَبٰى فَخَرَجَ الْاَعْرَابِيُّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا الْمَدِيْنَةُ كَالْكِيْرِ تَنْفِيْ خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا ـ

৩২২৫. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট (ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার) বায়'আত হল। তারপর বেদুঈন মদীনায় প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হল। সে নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে মুহাম্মদ! আমার বায়'আত প্রত্যাহার করুন। তিনি তার কথা প্রত্যাখ্যান করলেন। সে পুনরায় তাঁর নিকট এসে বলল, আমার বায়'আত ফিরিয়ে নিন। তিনি তা অস্বীকার করলেন। সে পুনরায় এসে বলল, ইয়া মুহাম্মদ! আমার বায়'আত প্রত্যাহার করুন। তিনি এবারও অস্বীকার করলেন। তারপর বেদুঈন (মদীনা থেকে) চলে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : "মদীনা হচ্ছে হাপর স্বরূপ, সে নিজের বুক থেকে ময়লা বহিষ্কার করে দেয় এবং পবিত্র জিনিস ধুয়ে মুছে সাফ করে"।

٣٢٢٦- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ وَهُوَ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَزِيْدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّهَا طَيْبَةُ يَعْنِي الْمَدِيْنَةَ وَاِنَّهَا تَنْفِي الْخَبَثَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْفِضَّةِ ـ

৩২২৬. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মু'আয আম্বারী (র) ..... যায়দা ইব্‌ন সাবিত (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এ হল তায়বা (পবিত্র) অর্থাৎ মদীনা, তা ময়লা দূর করে দেয় যেমন আগুন রূপার ময়লা দূর করে দেয়।

٣٢٢٧- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالُوْا حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى سَمّٰى الْمَدِيْنَةَ طَابَةَ ـ

৩২২৭. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, হান্নাদ ইব্‌ন সারী ও আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : আল্লাহ্ তা'আলা মদীনার নাম রেখেছেন 'তাবা'।

٨٦- بَابُ تَحْرِيمِ إِرَادَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ وَأَنَّ مَنْ أَرَادَ هُمْ بِهِ أَذَابَهُ اللّٰهُ

৮৬. পরিচ্ছেদ : মদীনাবাসীদের ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করা নিষিদ্ধ এবং যে তাদের ক্ষতি করতে চায় আল্লাহ্ তাকে গলিয়ে দেবেন

٣٢٢٨- حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَإِبْرَاهِيمُ ابْنُ دِينَارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يُحَنِّسَ عَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ الْقَرَّاظِ أَنَّهُ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ مَنْ أَرَادَ أَهْلَ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ بِسُوءٍ يَعْنِيْ الْمَدِينَةَ أَذَابَهُ اللّٰهُ كَمَا يَذُوْبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ -

৩২২৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন দীনার ও মুহাম্মদ রাফি' (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূল কাসিম ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি এই শহরের অর্থাৎ মদীনার অধিবাসীদের ক্ষতি করতে চাইবে , আল্লাহ্ তাকে এমনভাবে গলিয়ে দিবেন যেমন লবণ পানিতে গলে যায়।

٣٢٢٩- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ح وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَرَّاظَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَرَادَ أَهْلَهَا بِسُوءٍ يُرِيدُ الْمَدِينَةَ أَذَابَهُ اللّٰهُ كَمَا يَذُوْبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِيْ حَدِيثِ ابْنِ يُحَنِّسَ بَدَلَ قَوْلِهِ بِسُوءٍ شَرًّا -

৩২২৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন দীনার ও ইব্‌ন রাফি' (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি এখানকার (মদীনার) অধিবাসীদের ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করবে, আল্লাহ্ তাকে গলিয়ে ফেলবেন যেমন লবণ পানিতে গলে যায়।

٣٢٣٠- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيْ هٰرُوْنَ مُوْسَى بْنِ أَبِيْ عِيْسَى ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو جَمِيعًا سَمِعَا أَبَا عَبْدِ اللّٰهِ الْقَرَّاظَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৩২৩০. ইব্‌ন আবূ উমর (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে ও নবী ﷺ-এর অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٣٢٣١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِى ابْنَ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ عُمَرَ بْنِ نُبَيْهٍ اَخْبَرَنِى دِيْنَارٌ الْقَرَّاظُ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَرَادَ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ بِسُوْءٍ اَذَابَهُ اللّٰهُ كَمَا يَذُوْبُ الْمِلْحُ فِى الْمَاءِ -

৩২৩১. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)..... সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মদীনাবাসীদের ক্ষতি করতে চাইবে, আল্লাহ্ তাকে এমনভাবে গলিয়ে দিবেন যেমন লবণ পানিতে গলে যায়।

٣٢٣٢- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نُبَيْهٍ الْكَعْبِىِّ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ الْقَرَّاظِ اَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ بِدَهْمٍ اَوْ بِسُوْءٍ -

৩২৩২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)..... সা'দ ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ..... উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে এই সূত্রে 'আকস্মিক আক্রমণ' অথবা 'ক্ষতিসাধন' এর কথা উল্লেখ আছে।

٣٢٣٣- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ الْقَرَّاظِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ وَسَعْدًا يَقُوْلاَنِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ فِىْ مُدِّهِمْ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ وَفِيْهِ مَنْ اَرَادَ اَهْلَهَا بِسُوْءٍ اَذَابَهُ اللّٰهُ كَمَا يَذُوْبُ الْمِلْحُ فِى الْمَاءِ -

৩২৩৩. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) ও সা'দ ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : "হে আল্লাহ্! মদীনাবাসীদের মুদ্দ- এ বরকত দান করুন"..... অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্ববৎ। তবে এতে আরো আছে : "যে ব্যক্তি এখানকার অধিবাসীদের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করবে, আল্লাহ্ তাকে এমনভাবে গলিয়ে দিবেন যেমন পানিতে লবণ গলে যায়।"

٨٧- بَابُ تَرْغِيْبِ النَّاسِ فِىْ سُكْنَى الْمَدِيْنَةِ عِنْدَ فَتْحِ الْاَمْصَارِ

৮৭. পরিচ্ছেদ : শহর ও জনপদের বিজয় সত্ত্বেও মদীনায় বসবাসে উৎসাহিত করা

٣٢٣٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ اَبِىْ زُهَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُفْتَحُ الشَّامُ فَيَخْرُجُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ قَوْمٌ بِاَهْلِيْهِمْ يَبِسُّوْنَ وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ثُمَّ يُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَخْرُجُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ قَوْمٌ بِاَهْلِيْهِمْ يَبِسُّوْنَ وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ثُمَّ يُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَخْرُجُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ قَوْمٌ بِاَهْلِيْهِمْ يَبِسُّوْنَ وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ -

৩২৩৪. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... সুফিয়ান ইব্‌ন আবূ যুহায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, শাম (সিরিয়া) বিজিত হবে। ফলে একদল লোক সপরিবারে মদীনা থেকে চলে যাবে উট হাঁকাতে হাঁকাতে, অথচ মদীনাই তাদের জন্য কল্যাণকর ছিল, যদি তারা বুঝতে পারত। এরপর ইয়ামান বিজিত হবে। ফলে একদল লোক উট হাঁকিয়ে সপরিবারে চলে যাবে (মদীনা থেকে)। অথচ মদীনাই ছিল তাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তারা বুঝতে পারত। এরপর ইরাক বিজিত হবে। ফলে একদল লোক উট হাঁকিয়ে সপরিবারে মদীনা থেকে বের হয়ে যাবে। অথচ মদীনাই ছিল তাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তারা বুঝতে পারত।

٣٢٣٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبِسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ثُمَّ يُفْتَحُ الشَّامُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبِسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ثُمَّ يُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبِسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ -

৩২৩৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র)..... সুফিয়ান ইব্‌ন আবূ যুহায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : ইয়ামান বিজিত হবে। ফলে একদল লোক নিজেদের পরিবারবর্গ ও অনুসারীদের নিয়ে উট হাঁকিয়ে সেখানে চলে যাবে। অথচ মদীনাই ছিল তাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তারা বুঝতে পারত। তারপর শাম (সিরিয়া) বিজিত হবে। ফলে একদল লোক নিজেদের পরিবার পরিজন ও অনুসারীদের নিয়ে উট হাঁকিয়ে সেখানে চলে যাবে। অথচ মদীনাই ছিল তাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তারা বুঝতে পারত। তারপর ইরাক বিজিত হবে। ফলে একদল লোক নিজেদের পরিবার ও অনুসারীদের নিয়ে উট হাঁকিয়ে সেখানে চলে যাবে। অথচ মদীনাই ছিল তদের জন্য কল্যাণকর, যদি তারা বুঝতে পারত।[১]

٨٨- بَابُ إِخْبَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَرْكِ النَّاسِ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ

৮৮. পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর ভবিষ্যদ্বাণী : লোকেরা মদীনা ত্যাগ করবে– মদীনা কল্যাণকর হওয়া সত্ত্বেও

٣٢٣٦- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْمَدِينَةِ لَيَتْرُكَنَّهَا أَهْلُهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ مُذَلَّلَةً

---

১. উল্লিখিত হাদীসদ্বয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী বিধৃত হয়েছে– যা তাঁর ইন্তিকালের মাত্র চৌদ্দ বছরের মধ্যে বাস্তবরূপ লাভ করে। আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর যুগ থেকে উমর ফারূক (রা)-এর খিলাফতকালের মধ্যে সিরিয়া, ইয়ামান ও ইরাক বিজিত হয় এবং এসব এলাকার জনগণ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। পরবর্তী অনুচ্ছেদে উল্লিখিত হাদীসদ্বয়েও নবী ﷺ এর গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী বিধৃত হয়েছে– যা কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে বাস্তবরূপ লাভ করবে।

لِلْعَوَافِىْ يَعْنِى السِّبَاعَ وَالطَّيْرَ قَالَ مُسْلِمُ اَبُوْ صَفْوَانَ هٰذَا هُوَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ يَتِيْمُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَشْرَ سِنِيْنَ كَانَ فِىْ حَجْرِهِ ـ

৩২৩৬. যুহায়র ইব্ন হারব ও হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনা সম্পর্কে বলেছেন : "এখানকার লোকেরা মদীনা ত্যাগ করবে, এ স্থান তাদের জন্য কল্যাণকর হওয়া সত্ত্বেও। আর এটা এমনভাবে জনশূন্য হয়ে যাবে যে, এটা হিংস্র জন্তু ও পাখির আবাসে পরিণত হবে।"

٣٢٣٧ـ وَحَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّهُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَتْرُكُوْنَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى خَيْرِ مَا كَانَتْ لاَ يَغْشَهَا اِلاَّ الْعَوَافِىْ يُرِيْدُ عَوَافِىَ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ ثُمَّ يَخْرُجُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يُرِيْدَانِ الْمَدِيْنَةَ يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا فَيَجِدَانِهَا وَحْشًا حَتّٰى اِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ خَرَّا عَلٰى وُجُوْهِهِمَا ـ

৩২৩৭. আবদুল মালিক ইব্ন শু'আয়ব (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি : লোকেরা মদীনা ত্যাগ করবে তাদের জন্য তা (মদীনায় বসবাস) কল্যাণকর হওয়া সত্ত্বেও এবং কেবল হিংস্র জন্তু ও পাখিরাই সেখানে বসবাস করবে। তারপর মুযায়না গোত্রের দু'টি রাখাল মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হবে উচ্চস্বরে নিজেদের মেষপাল হাঁকিয়ে। তারা সে স্থান হিংস্র প্রাণীতে ভর্তি দেখতে পাবে। তারা সানিয়াতুল বিদা উপত্যকা পর্যন্ত পৌঁছে উপুড় হয়ে পড়ে যাবে।

٨٩ـ بَابُ فَضْلِ مَا بَيْنَ قَبْرِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْبَرِهِ وَفَضْلِ مَوْضِعِ مِنْبَرِهِ

৮৯. পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর রওযা ও তাঁর মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থানের ফযীলত এবং মিম্বারের ফযীলত

٣٢٣٨ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ فِيْمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِىْ وَمِنْبَرِىْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ـ

৩২৩৮. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদ মাযিনী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : "আমার ঘর ও আমার মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থান জান্নাতের বাগানসমূহের একটি।"

٣٢٣٥ـ وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِىُّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ الْاَنْصَارِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا بَيْنَ مِنْبَرِىْ وَبَيْتِىْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ـ

৩২৩৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : আমার ঘর ও আমার মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থান জান্নাতের বাগানসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

٣٢٤٠- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِيْ وَمِنْبَرِيْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِيْ عَلٰى حَوْضِيْ -

৩২৪০. যুহায়র ইব্ন হারব ইব্ন নুমায়র (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : আমার ঘর ও আমার মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থান জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান। আর আমার মিম্বার আমার (কাওসার নামক) হাওযের উপরে অবস্থিত।

٩٠- بَابُ فَضْلِ اُحُدٍ

৯০. পরিচ্ছেদ : উহুদের ফযীলত

٣٢٤١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ اَبِيْ حُمَيْدٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ وَفِيْهِ ثُمَّ اَقْبَلْنَا حَتّٰى قَدِمْنَا وَادِيَ الْقُرٰى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّيْ مُسْرِعٌ فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُسْرِعْ مَعِيْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَمْكُثْ فَخَرَجْنَا حَتّٰى اَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ هٰذِهِ طَابَةُ وَهٰذَا اُحُدٌ وَهُوَ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ -

৩২৪১. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা কা'নাবী (র)..... আবূ হুমায়দ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে তাবুক যুদ্ধে রওনা হলাম। তারপর আবূ হুমায়দ (রা) হাদীস বর্ণনা করেন। তাতে তিনি বললেন, (যুদ্ধ শেষে) আমরা পুনরায় অগ্রসর হলাম এবং ওয়াদিল কুরায়[১] পৌঁছলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমি দ্রুত অগ্রসর হই। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার সঙ্গে চলতে চায় সে আমার সঙ্গে দ্রুত চলুক। আর যার ইচ্ছা, সে থেমে থেমে আসুক। তখন আমরা রওনা হলাম এবং অবশেষে মদীনা আমাদের দৃষ্টিগোচর হলে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এই (মদীনা) হচ্ছে তাবা এবং এই হচ্ছে উহুদ আর উহুদ এমন একটি পাহাড় যা আমাদের ভালোবাসে এবং আমরাও তাকে ভালোবাসি।

٣٢٤٢- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اُحُدًا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ -

১. 'ওয়াদিল কুরা' মদীনা ও সিরিয়ার মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি উপত্যকা। তৎকালে এখানে পানির একটি বৃহৎ উৎস থাকায় স্থানটি খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। ৭ম হিজরীতে খায়বার বিজয়ের পর নবী ﷺ এই এলাকা দখল করেন।

৩২৪২. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মু'আয (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : উহুদ এমন একটি পাহাড় যা আমাদের ভালোবাসে এবং আমরাও তাকে ভালোবাসি।

٣٢٤٣- وَحَدَّثَنِيهِ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنِيْ حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ نَظَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى اُحُدٍ فَقَالَ اِنَّ اُحُدًا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ -

৩২৪৩. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উমর কাওয়ারীরী (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উহুদ পাহাড়ের দিকে তাকালেন এবং বললেন, উহুদ এমন একটি পাহাড় যে আমাদের ভালোবাসে এবং আমরাও তাকে ভালোবাসি।

٩١- بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ بِمَسْجِدَيْ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ

৯১. পরিচ্ছেদ : মক্কা ও মদীনার মসজিদদ্বয়ে সালাত আদায়ের ফযীলত

٣٢٤٤- حَدَّثَنِيْ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ صَلَاةٌ فِيْ مَسْجِدِيْ هٰذَا اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ اِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ -

৩২৪৪. আমরুন্ নাকিদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন, আমার এই মসজিদে (মসজিদে নব্বীতে) এক (রাক'আত) সালাত মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্য কোন মসজিদে এক হাজার (রাক'আত) সালাতের চেয়েও উত্তম।

٣٢٤٥- حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ اَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلَاةٌ فِيْ مَسْجِدِيْ هٰذَا خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ صَلَاةٍ فِيْ غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ اِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ -

৩২৪৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমার এই মসজিদে এক (রাক'আত) সালাত মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্য সকল মসজিদে আদায়কৃত এক হাজার (রাক'আত) সালাত অপেক্ষাও উত্তম।

٣٢٤٦- حَدَّثَنِيْ اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عِيْسٰى بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَاَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَغَرِّ مَوْلَى الْجُهَنِيِّيْنَ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُمَا سَمِعَا اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ صَلَاةٌ فِيْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ اِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

اٰخِرُ الاَنْبِيَاءِ وَاِنَّ مَسْجِدَهُ اٰخِرُ الْمَسَاجِدِ قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ وَاَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ لَمْ نَشُكَّ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُوْلُ عَنْ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَنَعَنَا ذٰلِكَ اَنْ نَسْتَثْبِتَ اَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذٰلِكَ الْحَدِيْثِ حَتّٰى اِذَا تُوُفِّىَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ تَذَاكَرْنَا ذٰلِكَ وَتَلَاوَمْنَا اَنْ لَا نَكُوْنَ كَلَّمْنَا اَبَا هُرَيْرَةَ فِىْ ذٰلِكَ حَتّٰى يُسْنِدَهُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنْ كَانَ سَمِعَهُ مِنْهُ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ جَالَسَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ قَارِظٍ فَذَكَرْنَا ذٰلِكَ الْحَدِيْثَ وَالَّذِىْ فَرَّطْنَا فِيْهِ مِنْ نَصِّ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْهُ فَقَالَ لَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَشْهَدُ اَنِّىْ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِنِّىْ اٰخِرُ الْاَنْبِيَاءِ وَاِنَّ مَسْجِدِىْ اٰخِرُ الْمَسَاجِدِ ـ

৩২৪৬. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা)-এর শাগরিদ আবূ সালামা ইব্ন আবদুর রহমান ও আবূ আবদুল্লাহ্ আগার (জুহায়না গোত্রের মুক্তদাস) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মসজিদে এক (রাক'আত) সালাত আদায় মাসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্য যে কোন মসজিদে হাজার (রাক'আত) সালাত অপেক্ষাও উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নবীগণের সর্বশেষ এবং তাঁর মসজিদ (নবী-রাসূলগণ কর্তৃক নির্মিত মসজিদসমূহের মধ্যে) সর্বশেষ মসজিদ। আবূ সালামা ও আবূ আবদুল্লাহ্ (র) বলেন, নিঃসন্দেহে আবূ হুরায়রা (রা) যে সব কথা বলেছেন, তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাদীস থেকেই বলেছেন। এজন্য আমরা তাঁর ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর নিকট থেকে এই হাদীস সত্যায়িত করে নেওয়ার প্রয়োজনবোধ করি নি। আবূ হুরায়রা (রা)-এর ইন্তিকালের পর তাঁর নিকট থেকে এই হাদীসের সত্যায়ন সম্পর্কে আমরা পরস্পর আলোচনা করি এবং একে অপরকে দোষারোপ করি যে, কেন আমরা এই হাদীস সম্পর্কে আবূ হুরায়রা (রা) কে জিজ্ঞেস করি নি যে, তিনি তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন কিনা। এ অবস্থায় একদা আমরা আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন কারিযের কাছে বসলাম এবং এই হাদীস ও তা আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট থেকে বর্ণিত হওয়া সম্পর্কে আলোচনা উত্থাপন করলাম। তখন আবদুল্লাহ্ ইবন ইব্রাহীম ইব্ন কারিয (র) আমাদের বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চিত আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : "অবশ্যই আমি নবীগণের সর্বশেষ এবং আমার মসজিদ সর্বশেষ মসজিদ"।[১]

---

১. গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর অনুসারী অমুসলিম কাদিয়ানীরা এই হাদীসের অপব্যাখ্যা করে বলেছেন, নবী ﷺ তাঁর মসজিদকে "সর্বশেষ মসজিদ" বলে ঘোষণা করেছেন– অথচ এটাই সর্বশেষ মসজিদ নয়, এরপরও পৃথিবীতে অসংখ্য মসজিদ নির্মিত হয়েছে এবং হচ্ছে। অনুরূপভাবে তিনি নিজেকে 'সর্বশেষ নবী' বলে ঘোষণা করেছেন। কাজেই এর অর্থও অনিবার্যভাবে এই হবে যে, তিনিই সর্বশেষ নবী ﷺ নন, তাঁর পরেও নবী আসতে পারে (নাউযূবিল্লাহ)।

বস্তুত এ ধরনের অপব্যাখ্যা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, এরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বাণী বুঝার মত যোগ্যতা হতেও বঞ্চিত। এই অনুচ্ছেদের উল্লেখিত সব কয়টি হাদীস একবার পড়লেই জানতে পারা যায় যে, নবী ﷺ নিজের (পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

٣٢٤٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ جَمِيْعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيٰى بْنَ سَعِيْدٍ يَقُوْلُ سَاَلْتُ اَبَا صَالِحٍ هَلْ سَمِعْتَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرُ فَضْلَ الصَّلاَةِ فِىْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لاَوَلٰكِنْ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ قَارِظٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ صَلاَةٌ فِىْ مَسْجِدِىْ هٰذَا خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ صَلاَةٍ اَوْ كَاَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ـ

৩২৪৭. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন কারিয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বর্ণনা করতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : আমার এই মসজিদে এক (রাক'আত) সালাত অন্য সকল মসজিদে এক হাজার (রাকআত) সালাতের চেয়ে উত্তম অথবা এই মসজিদ ছাড়া অন্য যে কোন মসজিদে এক হাজার (রাক'আত) সালাতের সমতুল্য কিন্তু মসজিদুল হারামের কথা স্বতন্ত্র।

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর) মসজিদকে কোন অর্থে সর্বশেষ মসজিদ বলে অভিহিত করেছেন। এখানে বিশিষ্ট সাহাবী আবূ হুরায়রা (রা), আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) ও উম্মুল মু'মিনীন মায়মূনা (রা)-এর সূত্রে যেসব হাদীস ইমাম মুসলিম (র) সংকলন করেছেন তাতে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার তিনটিমাত্র মসজিদই অন্যান্য সাধারণ মসজিদ অপেক্ষা বেশি ফযীলত ও মর্যাদার অধিকারী। এই তিনটি মাত্র মসজিদে সালাত আদায়ে পৃথিবীতে অন্য সকল মসজিদে নামায পড়া অপেক্ষা অসংখ্য গুণ সাওয়াব বেশি হবে। এই কারণে কেবলমাত্র এই তিনটি মসজিদে নামায পড়ার জন্য সফর করে যাওয়া জায়েয। অপর কোন মসজিদেরই এই মর্যাদা নাই যে, বিশেষভাবে তাতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে কেউ সফর করে সেখানে যাবে এবং অধিক সাওয়াব লাভ হবে। এই তিনটি মসজিদের একটি হল মসজিদুল হারাম তথা কা'বা শরীফ যা আল্লাহর দু'জন প্রিয়নবী ইবরাহীম (আ) ও তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আ) নির্মাণ করেন। দ্বিতীয় মসজিদ হচ্ছে হযরত সুলায়মান (আ) কর্তৃক নির্মিত মসজিদুল আক্সা বা বায়তুল মুকাদ্দাস এবং তৃতীয় মসজিদ হচ্ছে মদীনার মসজিদ বা মসজিদুন নববী, যার ভিত্তিপ্রস্তর স্বয়ং নবী ﷺ নিজ হাতে স্থাপন করেন।

অতএব নবী ﷺ-এর বাণী "আমার মসজিদ সর্বশেষ মসজিদ" এর তাৎপর্য এই যে, যেহেতু তাঁর পরে আর কোন নবী আসবেন না– এ জন্য তাঁর মসজিদের পর এমন কোন চতুর্থ মসজিদ নির্মিত হবে না– যাতে নামায পড়লে অপর মসজিদসমূহের তুলনায় অনেক বেশি সাওয়াব হবে এবং যাতে নামায পড়ার জন্য (অধিক সাওয়াব লাভের আশায়) সফর করে যাওয়া জায়েয হতে পারে। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক নির্মিত মসজিদই কোন নবী কর্তৃক নির্মিত সর্বশেষ মসজিদ এতে কোন সন্দেহ নেই এবং এটাই সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ সর্বশেষ মসজিদ।

মুসলিম উম্মাহ্ কাদিয়ানীদের যেসব কারণে অমুসলিম বলে ঘোষণা করে, তার অন্যতম কারণ হচ্ছে এই খতমে নবুওয়াত, অর্থাৎ তাদের মতে নবী মুহাম্মদ ﷺ সর্বশেষ নবী নন, বরং তাঁর পরে আরও নবী আসবে এবং গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে তারা নবী বলে দাবি করে ও মান্য করে। অপরদিকে মুসলিম উম্মাহ নবী ﷺ -কে সর্বশেষ নবী বলে দৃঢ় বিশ্বাস করে নএবং গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে মুসায়লামা কায্যাবের অনুরূপ ভণ্ড নবী বলে প্রমাণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে সর্বশেষ নবী এবং কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী আসবে না. এ সম্পর্কে পাঠকগণকে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলো অধ্যয়নের জন্য অনুরোধ করছি : ১. খতমে নবূওয়াত– মুফ্তী মুহাম্মদ শফী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত), ২. খতমে নবূওয়াত ও কাদিয়ানী সমস্যা– মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ৩. কাদিয়ানী মাসআলা– সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, ৪. একই শিরোনামে মাওলানা মনযূর নু'মানী রচিত গ্রন্থ। (অনুবাদক)

٣٢٤٨. وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا يَحْيٰى الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيدٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ ـ

৩২৪৮. যুহায়র ইব্ন হারব (র)..... ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٣٢٤٩ـ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صَلاَةٌ فِيْ مَسْجِدِيْ هٰذَا اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ اِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ـ

৩২৪৯. যুহায়র ইব্ন হারব (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন : আমার এই মসজিদে এক (রাক'আত) সালাত মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্য যে কোন মসজিদে এক হাজার (রাক'আত) সালাতের চেয়েও উত্তম।

٣٢٥٠ـ وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ اُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ ـ

৩২৫০. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)..... উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ (র) থেকে এই সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٣٢٥١ـ وَحَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ مُوْسَى الْجُهَنِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بِمِثْلِهِ ـ

৩২৫১. ইব্রাহীম ইব্ন মূসা (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি..... উক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٣٢٥٢ـ وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ ـ

৩২৫২. ইব্ন আবূ উমর (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে এই সূত্রে নবী ﷺ এর অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٣٢٥٣ـ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ جَمِيْعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ امْرَاَةً اشْتَكَتْ شَكْوٰى فَقَالَتْ اِنْ شَفَانِيَ اللّٰهُ لاَخْرُجَنَّ فَلاَصَلِّيَنَّ فِيْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَبَرَاَتْ ثُمَّ تَجَهَّزَتْ تُرِيْدُ الْخُرُوْجَ فَجَاءَتْ مَيْمُوْنَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَاَخْبَرَتْهَا ذٰلِكَ فَقَالَتْ اِجْلِسِيْ فَكُلِيْ مَا صَنَعْتِ

وَصَلِّيْ فِيْ مَسْجِدِ الرَّسُوْلِ ﷺ فَانِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ صَلاَةٌ فِيْهِ اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ الاَّ مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ ـ

৩২৫৩. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি স্ত্রীলোক রোগাক্রান্ত হওয়ার পর বলল, আল্লাহ্ আমাকে রোগমুক্তি দান করলে আমি গিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসে অবশ্যই সালাত আদায় করব। তারপর সে আরোগ্য লাভ করল এবং (বায়তুল মুকাদ্দাস) যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিল এবং সে নবী ﷺ এর স্ত্রী মায়মূনা (রা) এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে সালাম দিল এবং এ সম্পর্কে অবহিত করল। তিনি বললেন, তুমি এখানে থাক, যা কিছু পাথেয় নিয়েছ তা নিজে ভোগ কর এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মসজিদের সালাত আদায় কর। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : "এই মসজিদে এক (রাক'আত) সালাত আদায় মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্য যে কোন মসজিদে এক হাজার (রাক'আত) সালাত পড়ার চেয়েও অধিক ফযীলতপূর্ণ।

٩٢ـ بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ الثَّلاَثَةِ

৯২. পরিচ্ছেদ : তিনটি মসজিদের বিশেষ মর্যাদা

٣٢٥٤ـ حَدَّثَنِيْ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ الاَّ الٰى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِيْ هٰذَا وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الاَقْصٰى ـ

৩২৫৪. আমরুন্ নাকিদ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন : উটের পিঠে হাওদা আঁটা যাবে না (সফর করা যাবে না) তিনটি মসজিদ ব্যতীত : এই মসজিদ, মসজিদুল হারাম ও মসজিদুল আক্‌সা।

٣٢٥٥ـ وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الاَعْلٰى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلٰى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ ـ

৩২৫৫. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... যুহরী (র) থেকে এই সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই সূত্রে নবী ﷺ-এর কথা এভাবে শুরু হয়েছে : "তিনটি মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে।"

٣٢٥٦ـ وَحَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الاَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ اَنَّ عِمْرَانَ بْنَ اَبِيْ اَنَسٍ حَدَّثَهُ اَنَّ سَلْمَانَ الاَغَرَّ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّمَا يُسَافَرُ اِلٰى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ وَمَسْجِدِيْ وَمَسْجِدِ اِيْلِيَاءَ ـ

৩২৫৬. হারূন ইব্‌ন সাঈদ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কেবলমাত্র তিনটি মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে : কা'বা মসজিদ, আমার এই মসজিদ এবং ইলিয়ার মসজিদ (বায়তুল মুকাদ্দাস)।

٩٣- بَابُ بَيَانِ مَسْجِدِ الَّذِىْ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى هُوَ مَسْجِدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ

৯৩. পরিচ্ছেদ : যে মসজিদের ভিত্তি তাক্ওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত তার বর্ণনা এবং তা হল মদীনায় মসজিদে নবাবী (সা)

٣٢٥٧- حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ حُمَيْدِ الْخَرَّاطِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ مَرَّبِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْتُ لَهُ كَيْفَ سَمِعْتَ اَبَاكَ يَذْكُرُ فِىْ الْمَسْجِدِ الَّذِىْ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى قَالَ قَالَ اَبِىْ دَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَيْتِ بَعْضِ نِسَائِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْمَسْجِدَيْنِ الَّذِىْ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى قَالَ فَاَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصْبَاءَ فَضَرَبَ بِهِ الْاَرْضَ ثُمَّ قَالَ هُوَ مَسْجِدُكُمْ هٰذَا لِمَسْجِدِ الْمَدِيْنَةِ قَالَ فَقُلْتُ اَشْهَدُ اَنِّىْ سَمِعْتُ اَبَاكَ هٰكَذَا يَذْكُرُهُ -

৩২৫৭. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র)..... আবূ সালামা ইব্ন আবদুর রহমান (র) বলেন, আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা)-এর পুত্র আবদুর রহমান (র) আমার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "যে মসজিদের ভিত্তি তাক্ওয়ার উপর স্থাপিত হয়েছে" সেই মসজিদ সম্পর্কে আপনার পিতাকে আপনি কিরূপ বলতে শুনেছেন? তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে বলেছেন, তাঁর কোন এক স্ত্রীর ঘরে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সেই মসজিদ কোনটি যার ভিত্তি তাক্ওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? রাবী (আবূ সাঈদ) বলেন, তিনি একমুষ্ঠি কাঁকর তুলে তুলে তা যমীনে নিক্ষেপ করলেন, অতঃপর বললেন : 'তা তোমাদের এই মসজিদ– মদীনার মসজিদ।" রাবী (আবূ সালামা) বলেন, তখন আমি বললাম, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চিত আমিও আপনার পিতাকে এভাবেই ঐ মসজিদের উল্লেখ করতে শুনেছি।

٣٢٥٨- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَسَعِيْدُ بْنُ عَمْرٍو الاَشْعَثِيُّ قَالَ سَعِيْدٌ اَخْبَرَنَا وَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِىْ سَعِيْدٍ فِى الْاِسْنَادِ -

৩২৫৮. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)..... আবূ সাঈদ (রা) থেকে এই সনদে উক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই সনদের মধ্যে আবদুর রহমান ইবন আবূ সাঈদের নাম উল্লেখিত হয় নি।

٩٤- بَابُ فَضْلِ مَسْجِدِ قُبَاءَ وَ فَضْلِ الصَّلاَةِ فِيْهِ وَزِيَارَتِهِ

৯৪. পরিচ্ছেদ : কুবা মসজিদের ফযীলত এবং তাতে সালাত আদায় ও তা যিয়ারতের ফযীলত

٣٢٥٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَزُوْرُ قُبَاءً رَاكِبًا وَمَاشِيًا -

৩২৫৯. আবূ জা'ফর আহ্মাদ ইব্ন মানী' (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পদব্রজে অথবা বাহনে চড়ে কুবার মসজিদে যেতেন।

٣٢٦٠۔ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْتِىْ مَسْجِدَ قُبَاءٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا فَيُصَلِّىْ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فِىْ رِوَايَتِهِ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فَيُصَلِّىْ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ۔

৩২৬০. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)..... ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পদব্রজে অথবা বাহনে চড়ে কু'বা মসজিদে আসতেন এবং তাতে দু'রাক'আত সালাত আদায় করতেন।

٣٢٦١۔ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَأْتِىْ قُبَاءً رَاكِبًا وَمَاشِيًا ۔

৩২৬১. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পদব্রজে বা বাহনে চড়ে কু'বায় আসতেন।

٣٢٦٢۔ وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ مَعْنٍ الرَّقَاشِىُّ زَيْدُ بْنُ يَزِيْدَ الثَّقَفِىُّ بَصْرِىٌّ ثِقَاةٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِىْ ابْنَ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ يَحْيٰى الْقَطَّانِ ۔

৩২৬২. আবূ মা'আন রুকাশী (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে এই সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٣٢٦٣۔ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَأْتِىْ قُبَاءً رَاكِبًا وَمَاشِيًا ۔

৩২৬৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বাহনে চড়ে এবং পদব্রজে কুবায় আসতেন।

٣٢٦٤۔ وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ ابْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ اَنَّهٗ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْتِىْ قُبَاءً رَاكِبًا وَمَاشِيًا ۔

৩২৬৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আয়্যুব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজ্র (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বাহনে চড়ে ও পদব্রজে কুবায় আসতেন।

٣٢٦٥۔ وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْتِىْ قُبَاءً كُلَّ سَبْتٍ وَكَانَ يَقُوْلُ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَأْتِيْهِ كُلَّ سَبْتٍ ۔

৩২৬৫. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন দীনার (র) থেকে বর্ণিত যে, ইব্‌ন উমর (রা) প্রতি শনিবার কুবায় আসতেন। তিনি বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে প্রতি শনিবার এখানে আসতে দেখেছি।

٣٢٦٦- وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَأْتِى قُبَاءً يَعْنِى كُلَّ سَبْتٍ كَانَ يَأْتِيْهِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا قَالَ ابْنُ دِيْنَارٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ -

৩২৬৬. ইব্‌ন আবূ উমর (র)..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রতি শনিবার কুবায় আসতেন। তিনি বাহনে চড়ে এবং পায়ে হেঁটে এখানে আসতেন। ইব্‌ন দীনার (র) বলেন, ইব্‌ন উমর (রা)-ও অনুরূপ করতেন।[১]

٣٢٦٧- وَحَدَّثَنِيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ دِيْنَارٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ كُلَّ سَبْتٍ -

৩২৬৭. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাশিম (র) ...... ইব্‌ন দীনার (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু এই সূত্রে 'প্রতি শনিবার' কথাটুকু উল্লেখ নাই।

---

১. কুবা পল্লী মদীনার উপকণ্ঠে অবস্থিত এবং খেজুর বাগানে পরিবেষ্টিত। নবী ﷺ মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় প্রবেশের পূর্বেই এই পল্লীতে অবস্থান করেন এবং তাঁর উপস্থিতিতে সেখানে একটি মসজিদ নির্মিত হয়। ইসলামের ইতিহাসে তা কুবা মসজিদ নামে পরিচিত এবং দীর্ঘকালের ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে এখনো তা বর্তমান আছে। কোন কোন ভাষ্যকারের মতে এটাই সেই মসজিদ-যার ভিত্তি তাক্ওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। নবী ﷺ কখনো পদব্রজে, আবার কখনো বাহনে চড়ে প্রায়ই এখানে এসে বিশ্রাম নিতেন এবং উক্ত মসজিদের নামায পড়তেন (অনুবাদক)।

كِتَابُ النِّكَاحِ

অধ্যায় : বিবাহ

١ـ بَابُ اِسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ لِمَنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ اِلَيْهِ وَ وَجَدَ مُؤْنَهُ وَاشْتِغَالِ مَنْ عَجِزَ عَنِ الْمُؤَنِ بِالصَّوْمِ

১. পরিচ্ছেদ : দৈহিক ও আর্থিক দিক থেকে সমর্থ ব্যক্তির বিবাহ করা মুস্তাহাব; আর্থিক অস্বচ্ছল ব্যক্তি রোযা রাখবে

٣٢٦٨ـ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِيُّ جَمِيعًا عَنْ اَبِيْ مُعَاوِيَةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ اَمْشِيْ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بِمِنًى فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَلاَ نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَئِنْ قُلْتَ ذٰلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ـ

৩২৬৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া তামীমী (র) ..... আবূ মু'আবিয়া 'আল্কামা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ (ইব্ন মাসউদ) (রা)-এর সঙ্গে মিনায় পৌঁছলাম। এ সময় উসমান (ইব্ন আফ্ফান) (রা) এসে তাঁর সাথে মিলিত হলেন। তখন তিনি তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগলেন। উসমান (রা) তাঁকে বললেন, হে আবূ আবদুর রহমান! আমরা কি আপনার সঙ্গে এমন একটি যুবতী মেয়ের বিয়ে দেব না যে হয়ত আপনার অতীতের কিছু স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দিবে? রাবী বলেন, আবদুল্লাহ (ইব্ন মাসউদ) (রা) বললেন, আপনি যদি একথা বলেন তবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের বলেছেন : "হে যুব সমাজ! তোমাদের মধ্যে যে দাম্পত্য জীবনের ব্যয়ভার বহন করতে সক্ষম, সে যেন বিবাহ করে। কারণ তা (বিবাহ) দৃষ্টিকে নিচ করে এবং লজ্জাস্থানকে সুরক্ষিত করে। আর যে সক্ষম নয়, তার সিয়াম পালন করা উচিত। কারণ তা তার জন্য যৌন কামনা দমনকারী।"

٣٢٦٩ـ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ اِنِّيْ لاَمْشِيْ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ بِمِنًى اِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقَالَ هَلُمَّ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ

فَاسْتَخْلاَهُ فَلَمَّا رَاٰى عَبْدُ اللّٰهِ اَنْ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ قَالَ لِىْ تَعَالَ يَا عَلْقَمَةُ قَالَ فَجِئْتُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ أَلاَ نُزَوِّجُكَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ جَارِيَةً بِكْرًا لَعَلَّهُ يَرْجِعُ اِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ ـ

৩২৬৯. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... ইবরাহীম আলকামা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর সাথে মিনায় হাঁটছিলাম। এ সময় উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) তাঁর সাথে সাক্ষাত করলেন। রাবী বলেন, তিনি বললেন : হে আবূ আবদুর রহমান! এখানে আসুন। রাবী বলেন, তিনি তাকে একান্তে ডেকে নিলেন এবং আবদুল্লাহ (রা) যখন দেখলেন গোপনীয়তার কোন প্রয়োজন নেই, তখন তিনি আমাকে বললেন, হে আলকামা! আস। তখন আমি তাদের সাথে যোগ দিলাম। উসমান (রা) তাঁকে বললেন, হে আবূ আবদুর রহমান! আমরা কি আপনাকে একটি কুমারী মেয়ের সাথে বিবাহ দিব না, হয়ত সে আপনার অতীত স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দিবে? আবদুল্লাহ (রা) বললেন, আপনি যদি তাই বলেন, ... অতঃপর আবূ মু'আবিয়ার হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٢٧٠ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ـ

৩২৭০. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... আবদুল্লাহ (ইব্‌ন মাসউদ) (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের বলেছেন : হে যুব সমাজ! তোমাদের মধ্যে যে বৈবাহিক জীবনের ব্যয়ভার বহনে সক্ষম, সে যেন বিয়ে করে। কারণ তা দৃষ্টিকে নিচু করে দেয় এবং লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করে। আর যে (ভরণ-পোষণে) সমর্থ না হয়, সে যেন সাওম পালন করে। কারণ তা তার যৌন কামনা দমনকারী।

٣٢٧١ـ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَعَمِّىْ عَلْقَمَةُ وَالْاَسْوَدُ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ وَاَنَا شَابٌّ يَوْمَئِذٍ فَذَكَرَ حَدِيْثًا رُئِيْتُ اَنَّهُ حَدَّثَ بِهِ مِنْ اَجْلِىْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ وَزَادَ قَالَ فَلَمْ اَلْبَثْ حَتّٰى تَزَوَّجْتُ ـ

৩২৭১. উস্‌মান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি, আমার চাচা আলকামা ও আল-আসওয়াদ (র) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) এর নিকট গেলাম। এ সময় আমি যুবক ছিলাম। তিনি একটি হাদীস উল্লেখ করলেন। আমি বুঝতে পারলাম যে তিনি আমাকে লক্ষ্য করেই হাদীসটি

বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : অতঃপর উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ। এই বর্ণনায় আরো আছে, "অতঃপর আমি বিয়ে করতে আর বিলম্ব করি নি।"

٣٢٧٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَيْهِ وَاَنَا اَحْدَثُ الْقَوْمِ بِمِثْلِ حَدِيْثِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ فَلَمْ اَلْبَثْ حَتّٰى تَزَوَّجْتُ -

৩২৭২. আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ আল-আশাজ্জ (র)..... আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ (ইব্ন মাসউদ) (রা)-এর নিকট গেলাম এবং আমি ছিলাম দলের মধ্যে সব চাইতে তরুণ। ..... অতঃপর উপরের হাদীসের অনুরূপ। তবে এই সূত্রে "অতঃপর আমি বিয়ে করতে আর বিলম্ব করি নি" কথাটুকুর উল্লেখ নাই।

٣٢٧٣- وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِىُّ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ نَفَرًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ سَاَلُوْا اَزْوَاجَ النَّبِىِّ ﷺ عَنْ عَمَلِهِ فِى السِّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ اَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ اٰكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ اَنَامُ عَلٰى فِرَاشٍ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ فَقَالَ مَا بَالُ اَقْوَامٍ قَالُوْا كَذَا وَكَذَا لٰكِنِّىْ اُصَلِّىْ وَاَنَامُ وَاَصُوْمُ وَاُفْطِرُ وَاَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ -

৩২৭৩. আবূ বকর ইবন নাফি' আল-আব্দী (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর কতিপয় সাহাবী নবী ﷺ-এর সহধর্মিণীদের নিকট তাঁর গোপন ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। অতঃপর তাঁদের মধ্যে কেউ বললেন, আমি কখনও বিয়ে করব না, কেউ বললেন, আমি কখনও গোশ্ত খাব না, কেউ বললেন, আমি কখনও বিছানায় ঘুমাব না। তা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন এবং বললেন : "লোকদের কি হল যে, তারা এরূপ এরূপ বলছে? অথচ আমি তো সালাতও আদায় করি আবার নিদ্রাও যাই, সাওম পালন করি এবং ইফ্তারও করি এবং বিয়েও করেছি। অতএব যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে আমার কেউ নয়।"

٣٢٧٤- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَاللَّفْظُ لَهُ اَخْبَرَنَا اِبْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ رَدَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ التَّبَتُّلَ وَلَوْ اَذِنَ لَهُ لاَخْتَصَيْنَا -

৩২৭৪. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)..... সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উসমান ইব্ন মাযঊন (রা)-এর কৌমার্যব্রত (অবিবাহিত জীবন যাপন) অবলম্বনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি যদি তাকে অনুমতি দিতেন, তবে আমরা নিজেদের খোজা করে নিতাম।

٣٢٧٥- وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُوْلُ رُدَّ عَلٰى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ التَّبَتُّلُ وَلَوْ اُذِنَ لَهٗ لاَخْتَصَيْنَا ـ

৩২৭৫. আবূ ইমরান মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর (র)..... সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সা'দ (ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস) (রা)-কে বলতে শুনেছি– উসমান ইব্‌ন মাযঊন (রা)-এর কৌমার্যব্রত অবলম্বনের প্রস্তাব (রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক) প্রত্যাখ্যাত হয়। তাকে অনুমতি দেওয়া হলে আমরা অবশ্যই নিজেদের খোজা করে নিতাম।

٣٢٧٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّهٗ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ اَنَّهٗ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ اَبِيْ وَقَّاصٍ يَقُوْلُ اَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُوْنٍ اَنْ يَتَبَتَّلَ فَنَهَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَوْ اَجَازَ لَهٗ ذٰلِكَ لاَخْتَصَيْنَا ـ

৩২৭৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) ..... সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, উসমান ইব্‌ন মাযঊন (রা) কৌমার্যব্রত অবলম্বনের প্রস্তাব করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে (তা করতে) নিষেধ করে দেন। তিনি যদি তাঁকে অনুমতি দিতেন তবে অবশ্যই আমরা নিজেদের খোজা করে নিতাম।[১]

٢- بَابُ نَدْبِ مَنْ رَأٰى امْرَأَةً فَوَقَعَتْ فِىْ نَفْسِهٖ اِلٰى اَنْ يَاْتِىَ امْرَاَتَهٗ اَوْ جَارِيَتَهٗ فَيُوَاقِعَهَا

২. পরিচ্ছেদ : কোন মহিলাকে দেখে কোন পুরুষের মনে যৌন কামনা জাগ্রত হলে সে যেন তার স্ত্রীর অথবা ক্রীতদাসীর সাথে গিয়ে মিলিত হয়

٣٢٧٧- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ اَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى امْرَاَةً فَاَتٰى امْرَاَتَهٗ زَيْنَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيْئَةً لَهَا فَقَضٰى حَاجَتَهٗ

---

১. 'নিকাহ' শব্দের অর্থ 'সহবাস', 'বিবাহ'। এখানে শব্দটি বিবাহ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বিবাহ মানব জাতির একটি প্রাচীন সামাজিক প্রথা। বিবাহের মাধ্যমে একজন পুরুষ ও একজন মহিলার মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়– যা প্রচলিত প্রথা বা আইনের দ্বারা স্বীকৃত। তা উভয়পক্ষকে কতগুলো দায়িত্ব বহন ও কর্তব্য পালনে বাধ্য করে। নারী-পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্ক মূলত মানবীয় সমাজ-সংস্কৃতির ভিত্তি প্রস্তর। তাই দাম্পত্য বিধানের মৌলিক গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে ইসলামে তা অত্যন্ত নির্ভুল বুনিয়াদের উপর রচনা করা হয়েছে। মুসলমানগণ দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের দীনের মধ্যে একটি উত্তম পূর্ণাঙ্গ ও সুষ্ঠু বিধান লাভ করেছে।

ইসলামের দাম্পত্য বিধানের সর্বপ্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে চরিত্র ও নৈতিকতার হিফাযত। এজন্য কুরআন মজীদে নিকাহ শব্দকে 'ইহসান' (إحصان) শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। 'হিস্‌ন' (حصن) শব্দের অর্থ দুর্গ, আর 'ইহসান' শব্দের অর্থ দুর্গে আবদ্ধ হওয়া। অতএব যে ব্যক্তি বিবাহ করে সে হচ্ছে মুহসিন, অর্থাৎ সে যেন একটি দুর্গ নির্মাণ করেছে। আর যে স্ত্রীলোককে বিবাহ করা হয় সে হচ্ছে মুহসিনা, অর্থাৎ বিয়ের আকারে তার নিজের এবং নিজ চরিত্রের হিফাযতের জন্য যে দুর্গ নির্মাণ করা হয়েছে তাতে আশ্রয়গ্রহণকারিণী। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ বৈরাগ্য জীবন পরিত্যাগ করে সাংসারিক জীবন যাপনের নির্দেশ দিয়েছেন এবং যাদের বিবাহ করার মত সামর্থ্য নাই, তাদেরকে রোযা রাখার মাধ্যমে জৈবিক শক্তি দমন পূর্বক নিজ চরিত্রের হিফাযত করার উপদেশ দিয়েছেন। তা ছাড়া কেবল বিবাহের মাধ্যমেই বৈধ বংশধারা অব্যাহত রাখা সম্ভব (অনুবাদক)।

ثُمَّ خَرَجَ اِلٰى اَصْحَابِهِ فَقَالَ اِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِىْ صُوْرَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِىْ صُوْرَةِ شَيْطَانٍ فَاِذَا اَبْصَرَ اَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ اَهْلَهُ فَاِنَّ ذٰلِكَ يَرُدُّ مَافِىْ نَفْسِهِ ـ

৩২৭৭. আম্‌র ইব্‌ন আলী (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক মহিলাকে দেখলেন। তখন তিনি তাঁর স্ত্রী যায়নাব (রা)-এর নিকট আসলেন। তিনি তখন তাঁর একটি চামড়া পাকা করায় ব্যস্ত ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজের প্রয়োজন পূরণ করলেন। তারপর বের হয়ে সাহাবীদের নিকট এসে তিনি বললেন : স্ত্রীলোক সামনে আসে শয়তানের বেশে এবং ফিরে যায় শয়তানের বেশে।[১] অতএব তোমাদের কেউ কোন স্ত্রীলোক দেখতে পেলে সে যেন তার স্ত্রীর নিকট আসে। কারণ তা তার মনের ভেতর যা রয়েছে তা দূর করে দেয়।

٣٢٧٨ـ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ اَبِى الْعَالِيَةِ حَدَّثَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَأٰى امْرَأَةً فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَاَتٰى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَهِىَ تَمْعَسُ مَنِيَةً وَلَمْ يَذْكُرْ تُدْبِرُ فِىْ صُوْرَةِ شَيْطَانٍ ـ

৩২৭৮. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একটি স্ত্রীলোক দেখলেন..... উপরের হাদীসের অনুরূপ। তবে এতে আছে : "তিনি নিজ স্ত্রী যায়নাব (রা)-এর নিকট এলেন, তখন তিনি একটি চামড়া পাকা করছিলেন" এবং এতে "সে শয়তানের বেশে চলে যায়" কথাটির উল্লেখ নাই।

٣٢٧٩ـ وَحَدَّثَنِىْ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ اَبِىْ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ جَابِرٌ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا اَحَدُكُمْ اَعْجَبَتْهُ الْمَرْاَةُ فَوَقَعَتْ فِىْ قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدْ اِلٰى امْرَأَتِهِ فَلْيُوَاقِعْهَا فَاِنَّ ذٰلِكَ يَرُدُّ مَافِىْ نَفْسِهِ ـ

৩২৭৯. সালামা ইব্‌ন শাবীব (র)..... জাবির (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যখন তোমাদের কাউকে কোন স্ত্রীলোক মুগ্ধ করে এবং তা তার মনকে প্রলুব্ধ করে, তখন সে যেন তার স্ত্রীর নিকট আসে এবং তার সাথে মিলন করে। তা তার মনে যা আছে তা দূর করবে।

٣ـ بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ اَنَّهُ اُبِيْحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ اُبِيْحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيْمُهُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

৩. পরিচ্ছেদ : মুত্‘আ বিবাহ তা বৈধ ছিল, পরে তা বাতিল করা হয়, তারপর বৈধ করা হয়, আবার বাতিল করা হয় এবং এখন কিয়ামত পর্যন্ত তার অবৈধতা বলবৎ থাকবে

٣٢٨٠ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرِ الْهَمْدَانِىُّ حَدَّثَنَا اَبِىْ وَوَكِيْعٌ وَابْنُ بِشْرٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ يَقُوْلُ كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا اَلَا

১. অর্থাৎ তার আগমন ও প্রস্থান উভয় অবস্থায় শয়তান তার প্রতি পুরুষকে প্রলুব্ধ করে।

نَسْتَخْصِى فَنَهَانَا عَنْ ذٰلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا اَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ اِلٰى اَجَلٍ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللّٰهِ «يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ » ـ

৩২৮০. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র আল-হামদানী (র)..... কায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে জিহাদে অংশগ্রহণ করতাম এবং আমাদের সঙ্গে আমাদের স্ত্রীগণ থাকত না। আমরা বললাম, আমরা কি খাসী হব না? তিনি আমাদের তা থেকে নিষেধ করলেন। তারপর তিনি পরিধেয় বস্ত্র দানের বিনিময়ে আমাদের নির্দিষ্টকালের জন্য নারীদের বিবাহ করার অবকাশ দিলেন। অতঃপর আবদুল্লাহ (রা) পাঠ করলেন : "হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যেসব বস্তু হালাল করেছেন, সেই সমুদয়কে তোমরা হারাম করো না এবং সীমালংঘন করো না আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের পসন্দ করেন না।" (সূরা মায়িদা : ৮৭)

٣٢٨١ـ وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِىْ خَالِدٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا هٰذِهِ الْاٰيَةَ وَلَمْ يَقُلْ قَرَأَ عَبْدُ اللّٰهِ ـ

৩২৮১. উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (রা) ... ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ (র) থেকে এই সনদে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তারপর তিনি উক্ত আয়াত পাঠ করলেন। তিনি বলেন নি যে, আবদুল্লাহ (রা) পাঠ করলেন।

٣٢٨٢ـ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ قَالَ كُنَّا وَنَحْنُ شَبَابٌ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَنَسْتَخْصِى وَلَمْ يَقُلْ نَغْزُوْ ـ

৩২৮২. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)..... ইসমাঈল (র) থেকে এই সূত্রে উক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এতে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমরা ছিলাম যুবক। তাই আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা কি খাসী হব না? এতে 'জিহাদ' শব্দের উল্লেখ নাই।

٣٢٨٣ـ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالاَ خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَذِنَ لَكُمْ اَنْ تَسْتَمْتِعُوْا يَعْنِىْ مُتْعَةَ النِّسَاءِ ـ

৩২৮৩. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) ও সালামা ইবনুল আক্ওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, আমাদের সামনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ঘোষক বেরিয়ে এসে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদের মুত'আ বিবাহ করার অনুমতি দিয়েছেন।

٣٢٨٤ـ وَحَدَّثَنِىْ اُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِىُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِىْ ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ يَعْنِىْ ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتَانَا فَاَذِنَ لَنَا فِى الْمُتْعَةِ ـ

৩২৮৪. উমায়্যা ইব্ন বিস্তাম আল-আয়শী (র) ..... সালামা ইবনুল আক্ওয়া (রা) ও জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট এলেন এবং আমাদের মুত্'আর (সাময়িক বিবাহের) অনুমতি দিলেন।

٣٢٨٥- وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ قَدِمَ جَابِرُبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ مُعْتَمِرًا فَجِئْنَاهُ فِيْ مَنْزِلِهِ فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ اَشْيَاءَ ثُمَّ ذَكَرُوا الْمُتْعَةَ فَقَالَ نَعَمْ اِسْتَمْتَعْنَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ -

৩২৮৫. হাসান হুলওয়ানী (র)..... আতা (র) বলেন, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) উমরা পালন করতে এলেন। তখন আমরা তাঁর আবাসে তাঁর নিকট গেলাম। লোকেরা তাঁর নিকট বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞেস করল। অতঃপর তারা মুত'আর উল্লেখ করলে তিনি বলেন, হাঁ, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে এবং আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-এর যুগে মুত'আ (বিবাহ) করেছি।

٣٢٨٦- حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُبْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقُبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيْقِ الْاَيَّامَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِيْ بَكْرٍ حَتّٰى نَهٰى عَنْهُ عُمَرُ فِيْ شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ -

৩২৮৬. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) ..... আবূ যুবায়র (র) বলেন, আমি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি : আমরা একমুঠো খেজুর অথবা ময়দার বিনিময়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে এবং আবূ বকর (রা)-এর যুগে মুত'আ বিবাহ করতাম। শেষ পর্যন্ত উমর (রা) আমর ইব্ন হুরায়সের বিষয়টিকে কেন্দ্র করে তা নিষিদ্ধ করেন।[১]

٣٢٨٧- حَدَّثَنَا حَامِدُبْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ فَاَتَاهُ اٰتٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ فَقَالَ جَابِرٌ فَعَلْنَا هُمَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْلَهُمَا -

৩২৮৭. হামিদ ইব্ন উমর বাকরাবী (র) ..... আবূ নাদরাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি তার নিকট এসে বলল, ইব্ন আব্বাস (রা) ও ইব্ন যুবায়র (রা) দুই প্রকারের মুত'আ (তামাত্তু হজ্জ ও মুত'আ বিবাহ) নিয়ে পরস্পর মতবিরোধ করছেন। তখন জাবির (রা) বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উপস্থিতিতে দুই প্রকারের মুত'আই করেছি। অতঃপর উমর (রা) আমাদের এই উভয়টিই করতে নিষেধ করলেন। অতএব আমরা তা আর করি নি।

٣٢٨٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُمَيْسٍ عَنْ اِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَامَ اَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهٰى عَنْهَا -

১. আম্র ইব্ন হুরায়স কূফায় এসে তার মুক্তদাসীকে মুত'আ বিবাহ করেন। এর ফলে সে গর্ভবতী হলে তাকে নিয়ে তিনি উমর ফারূক (রা)-এর নিকট উপস্থিত হন, এই সময় উমর ফারূক (রা) কঠোরভাবে মুত'আ বিবাহ নিষিদ্ধ করেন (অনুচ্ছেদের সমাপ্তিতে বিস্তারিত আলোচনা দ্র)।

৩২৮৮. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... আয়্যাশ ইব্‌ন সালামা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (পিতা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আওতাস যুদ্ধের বছর তিন দিনের জন্য মুত'আ বিবাহের অনুমতি দিয়েছিলেন। তারপর তিনি তা নিষিদ্ধ করেন।

٣٢٨٩- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ اَبِيْهِ سَبْرَةَ اَنَّهُ قَالَ اَذِنَ لَمَّا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْمُتْعَةِ فَانْطَلَقْتُ اَنَا وَ رَجُلٌ اِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِى عَامِرٍ كَاَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا اَنْفُسَنَا فَقَالَتْ مَاتُعْطِى فَقُلْتُ رِدَائِىْ وَقَالَ صَاحِبِىْ رِدَائِىْ وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِىْ اَجْوَدَ مِنْ رِدَائِىْ وَكُنْتُ اَشَبَّ مِنْهُ فَاِذَا نَظَرَتْ اِلَى رِدَاءِ صَاحِبِىْ اَعْجَبَهَا وَاِذَا نَظَرَتْ اِلَىَّ اَعْجَبْتُهَا ثُمَّ قَالَتْ اَنْتَ وَرِدَاؤُكَ يَكْفِيْنِىْ فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَىْءٌ مِنْ هٰذِهِ النِّسَاءَ الَّتِىْ يَتَمَتَّعُ فَلْيُخَلِّ سَبِيْلَهَا ـ

৩২৮৯. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... রাবী ইব্‌ন সাবরা আল-জুহানী (র) থেকে তাঁর পিতা সাবরা (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের মুত'আর অনুমতি দিলেন। তারপর আমি ও অপর এক ব্যক্তি বনূ আমির গোত্রের একটি মহিলার নিকট গেলাম। সে ছিল দেখতে লম্বা ঘাড়বিশিষ্ট তরুণ উষ্ট্রীর ন্যায়। আমরা নিজেদেরকে তার নিকট (মুত'আ বিবাহের জন্য) পেশ করলাম। সে বলল, আমাকে কি দেবে? আমি বললাম, আমার চাদর। আমার সাথীও বলল, আমার চাদর। আমার চাদরের তুলনায় আমার সংগীর চাদরটি ছিল উৎকৃষ্টতর; কিন্তু আমি ছিলাম তুলনায় যুবক। সে যখন আমার সংগীর চাদরের প্রতি তাকায় তখন তা তার পসন্দ হয় এবং যখন আমার দিকে তাকায়, আমাকে তার পসন্দ হয়। শেষে সে বলল, তুমি এবং তোমার চাদরই আমার জন্য যথেষ্ট। অতএব আমি তার সাথে তিন দিন অতিবাহিত করলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : কারো কাছে মুত'আ বিবাহের সূত্রে কোন স্ত্রীলোক থাকলে সে যেন তার পথ ছেড়ে দেয় (ত্যাগ করে)।

٣٢٩٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِىُّ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِى ابْنَ مُفَضَّلٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ سَبْرَةَ اَنَّ اَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتْحَ مَكَّةَ قَالَ فَاَقَمْنَا بِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاَثِيْنَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ فَاَذِنَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَخَرَجْتُ اَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِىْ وَلِىْ عَلَيْهِ فَضْلٌ فِى الْجَمَالِ وَهُوَ قَرِيْبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ فَبُرْدِىْ خَلَقٌ وَاَمَّا بُرْدُ ابْنِ عَمِّىْ فَبُرْدٌ جَدِيْدٌ غَضٌّ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِاَسْفَلِ مَكَّةَ اَوْ بِاَعْلاَهَا فَتَلَقَّتْنَا فَتَاةٌ مِثْلُ الْبَكْرَةِ الْعَنَطْنَطَةِ فَقُلْنَا هَلْ لَكِ اَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ اَحَدُنَا قَالَتْ وَمَاذَا تَبْذُلاَنِ فَنَشَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدَهُ فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ اِلَى الرَّجُلَيْنِ وَيَرَاهَا صَاحِبِىْ يَنْظُرُ اِلَى عِطْفِهَا فَقَالَ اِنَّ بُرْدَ هٰذَا خَلَقٌ وَبُرْدِىْ جَدِيْدٌ غَضٌّ فَتَقُوْلُ بُرْدُهٰذَا لاَبَاْسَ بِهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ اَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا فَلَمْ اَخْرُجْ حَتّٰى حَرَّمَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ـ

৩২৯০. আবূ কামিল ফুযায়ল ইব্ন হুসায়ন জাহদারী (র)..... রাবী ইব্ন সাব্রা (র) থেকে বর্ণিত। তাঁর পিতা মক্কা বিজয়াভিযানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আমরা সেখানে পূর্ণ ১৫ দিন অর্থাৎ ত্রিশটি দিবারাত্র অবস্থান করি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের মুত'আর অনুমতি দিলেন। তখন আমি ও আমার গোত্রের এক ব্যক্তি বেরিয়ে পড়লাম। আমি তার তুলনায় আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারী ছিলাম এবং সে ছিল প্রায় কুৎসিত। আমাদের উভয়ের সাথে একটি করে চাদর ছিল। আমার চাদরটি ছিল পুরাতন এবং আমার চাচাতো ভাইয়ের চাদরটি ছিল সম্পূর্ণ নতুন। অবশেষে আমরা মক্কার নিম্নভূমিতে অথবা উচ্চভূমিতে পৌঁছে একটি যুবতী মেয়ের সাক্ষাত পেলাম, যাকে দেখতে অনেকটা উঠতি বয়সের চঞ্চল এবং লম্বা ঘাড়বিশিষ্ট উষ্ট্রীর মত। আমরা প্রস্তাব দিলাম, আমাদের দু'জনের কারো সাথে তোমার মুত'আ বিবাহ কি সম্ভব? সে বলল, তোমরা কী বিনিময় দিবে? আমাদের প্রত্যেকে নিজনিজ চাদর মেলে ধরল। সে উভয়ের দিকে তাকাতে লাগল। আমার সংগীও তার দিকে তাকাল। সে তার সর্বাঙ্গ লক্ষ্য করে বলল, তার এই চাদর পুরাতন এবং আমার চাদর একেবারে নতুন। স্ত্রীলোকটি তিনবার কি দুইবার বলল, তার চাদরটি গ্রহণে কোন ক্ষতি নেই। অতঃপর আমি তাকে মুত'আ বিবাহ করলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা হারাম ঘোষণা না করা পর্যন্ত ফিরে আসি নি।

٣٢٩١- وَحَدَّثَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدِبْنِ صَخْرِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ حَدَّثَنِي الرَّبِيْعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ اِلٰى مَكَّةَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ بِشْرٍ وَزَادَ قَالَتْ وَهَلْ يَصْلُحُ ذَاكَ وَفِيْهِ قَالَ اِنَّ بُرْدَ هٰذَا خَلَقٌ مَحٌّ -

৩২৯১. আহমাদ ইব্ন সাঈদ ইব্ন সাখ্র দারিমী (র)..... সাবরা জুহানী (রা) বলেন, আমরা মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে মক্কায় রওনা হলাম ..... বাকী অংশ উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে এতে রয়েছে, স্ত্রীলোকটি বলল, "এটা কি ঠিক হবে? তার চাদরটি পুরাতন ও ছেঁড়া।"

٣٢٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِي الرَّبِيْعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ كُنْتُ اَذِنْتُ لَكُمْ فِيْ الْاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَرَّمَ ذٰلِكَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيْلَهُ وَلَا تَأْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا -

৩২৯২. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র) ..... সাবরা (রা) বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন। তিনি বললেন, হে লোক সকল! আমি তোমাদেরকে স্ত্রীলোকদের সাথে মুত'আ বিবাহের অনুমতি দিয়েছিলাম। কিন্তু অচিরেই আল্লাহ তা'আলা তা হারাম করেছেন, কিয়ামতের দিন পর্যন্ত। অতএব যার নিকট এই ধরনের বিবাহ সূত্রে কোন স্ত্রীলোক আছে, সে যেন তার পথ ছেড়ে দেয়। আর তোমরা তাদের যা কিছু দিয়েছ তা কেড়ে রেখে দিও না।

٣٢٩٣- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عُمَرَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَائِمًا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ وَهُوَ يَقُوْلُ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ نُمَيْرٍ -

৩২৯৩. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... আবদুল আযীয ইব্‌ন উমর (র) থেকে এই সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, সাবরা জুহানী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে (কা'বার) দরজা ও রুকনের মাঝে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি ..... বাকী অংশ উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٣٢٩٤- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا يَحْيٰى بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيْعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِيْنَ دَخَلْنَا مَكَّةَ ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتّٰى نَهَانَا عَنْهَا -

৩২৯৪. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ..... আবদুল মালিক ইব্‌ন রাবী ইব্‌ন সাবরা জুহানী (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর মক্কায় প্রবেশকালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের মুত'আ বিবাহের অনুমতি দান করেন। তিনি আমাদের তা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত (নারীসঙ্গ ত্যাগ করে) বের হয়ে আসি নি।

٣٢٩٥- وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ الرَّبِيْعِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ رَبِيْعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ اَمَرَ اَصْحَابَهُ بِالتَّمَتُّعِ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ فَخَرَجْتُ وَصَاحِبٌ لِىْ مِنْ بَنِىْ سُلَيْمٍ حَتّٰى وَجَدْنَا جَارِيَةً مِنْ بَنِىْ عَامِرٍ كَاَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ فَخَطَبْنَاهَا اِلٰى نَفْسِهَا وَعَرَضْنَا عَلَيْهَا بُرْدَيْنَا فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ فَتَرَانِىْ اَجْمَلَ مِنْ صَاحِبِىْ وَتَرٰى بُرْدَ صَاحِبِىْ اَحْسَنَ مِنْ بُرْدِىْ فَاٰمَرَتْ نَفْسَهَا سَاعَةً ثُمَّ اخْتَارَتْنِىْ عَلٰى صَاحِبِىْ فَكُنَّ مَعَنَا ثَلَاثًا ثُمَّ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِفِرَاقِهِنَّ -

৩২৯৫. ইয়াহ্ইয়া ইবন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... সাবরা ইব্‌ন মা'বাদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের বছর তাঁর সাহাবীগণকে স্ত্রীলোকদের সাথে মুত'আর অনুমতি দেন। সাবরা (রা) বলেন, তখন আমি এবং সুলায়ম গোত্রের আমার এক সাথী বের হয়ে পড়লাম এবং শেষ পর্যন্ত আমির গোত্রের এক যুবতীকে পেয়ে গেলাম। সে জোয়ান উষ্ট্রীর ন্যায়। আমরা তার নিকট মুত'আ বিবাহের প্রস্তাব দিলাম এবং আমাদের চাদর তার সামনে পেশ করলাম। তখন সে তাকিয়ে দেখল এবং আমাকে আমার সংগীর তুলনায় সুন্দর দেখতে পেল, অপরদিকে আমার চাদরের তুলনায় আমার সংগীর চাদর উৎকৃষ্টতর দেখল। সে মনে মনে কিছুক্ষণ চিন্তা করল। তারপর আমার সংগীর চাইতে আমাকে অগ্রাধিকার দিল। তারা আমাদের সাথে তিন দিন থাকল। অতঃপর রাসুলুল্লাহ্ ﷺ তাদের পরিত্যাগ করতে আমাদের নির্দেশ দিলেন।

٣٢٩٦- حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ -

৩২৯৬. আমরুন নাকিদ (র) .... রাবী' ইব্‌ন সাবরা (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ মুত'আ (বিবাহ) করতে নিষেধ করেছেন।

٣٢٩٧- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ -

৩২৯৭. আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ..... রাবী' ইবন সাবরা (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন মুত'আ নিষিদ্ধ করেন।

٣٢٩٨- وَحَدَّثَنِيْهِ حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُتْعَةِ زَمَانَ الْفَتْحِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَاَنَّ اَبَاهُ كَانَ تَمَتَّعَ بِبُرْدَيْنِ اَحْمَرَيْنِ -

৩২৯৮. হাসান আল-হুলওয়ানী (র) ..... রাবী' ইবন সাবরা জুহানী (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের কালে স্ত্রীলোকদের সাথে মুত'আ করতে নিষেধ করেছেন। তাঁর পিতা দু'টি লাল চাদরের বিনিময়ে মুত'আ করেছিলেন।

٣٢٩٩- وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَامَ بِمَكَّةَ فَقَالَ اِنَّ نَاسًا اَعْمَى اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ كَمَا اَعْمٰى اَبْصَارَهُمْ يُفْتُوْنَ بِالْمُتْعَةِ يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ فَنَادَاهُ فَقَالَ اِنَّكَ لَجِلْفٌ جَافٍ فَلَعَمْرِىْ لَقَدْ كَانَتِ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ عَلٰى عَهْدِ اِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ يُرِيْدُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَجَرِّبْ بِنَفْسِكَ فَوَاللّٰهِ لَئِنْ فَعَلْتَهَا لَاَرْجُمَنَّكَ بِاَحْجَارِكَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَاَخْبَرَنِىْ خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ سَيْفِ اللّٰهِ اَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَجُلٍ جَاءَهُ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُ فِى الْمُتْعَةِ فَاَمَرَهُ بِهَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ اَبِىْ عَمْرَةَ الْاَنْصَارِيُّ مَهْلًا قَالَ مَا هِىَ وَاللّٰهِ لَقَدْ فُعِلَتْ فِىْ عَهْدِ اِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ قَالَ ابْنُ اَبِىْ عَمْرَةَ اِنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِىْ اَوَّلِ الْاِسْلَامِ لِمَنِ اضْطُرَّ اِلَيْهَا كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيْرِ ثُمَّ اَحْكَمَ اللّٰهُ الدِّيْنَ وَنَهٰى عَنْهَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَاَخْبَرَنِىْ رَبِيْعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ اَنَّ اَبَاهُ قَالَ قَدْ كُنْتُ اسْتَمْتَعْتُ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ امْرَاَةً مِنْ بَنِىْ عَامِرٍ بِبُرْدَيْنِ اَحْمَرَيْنِ ثُمَّ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُتْعَةِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَسَمِعْتُ رَبِيْعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ ذٰلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَاَنَا جَالِسٌ -

৩২৯৯. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... উরওয়া ইব্ন যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) মক্কায় (ভাষণ দিতে) দাঁড়িয়ে বললেন, কিছু লোক এমন আছে আল্লাহ্ তা'আলা যেমন তাদের চোখ অন্ধ করে দিয়েছেন তেমনি অন্তরকেও অন্ধ করে দিয়েছেন। তারা মুত'আর পক্ষে ফাতওয়া দেয়। একথা বলে তিনি এক ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত করলেন। সে ব্যক্তি ইব্ন আব্বাস (রা)। তিনি তাঁকে ডাক দিয়ে বললেন, তুমি একটি অসভ্য ও রূঢ় ব্যক্তি। আমার জীবনের শপথ! ইমামুল মুত্তাকীন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে মুত'আ প্রচলিত ছিল। ইব্ন

যুবায়র (রা) তাঁকে বললেন, আপনি নিজে একবার করে দেখুন। আল্লাহর শপথ! আপনি যদি তা (মুত'আ) করেন তাহলে আপনার জন্য নির্ধারিত পাথর দিয়েই আপনাকে রজম (পাথর নিক্ষেপে হত্যা) করব।

ইবন শিহাব (র) বলেন, খালিদ ইবনুল মুহাজির ইব্ন সায়ফুল্লাহ (র) আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি এক ব্যক্তির নিকট বসাছিলেন। এই সময় এক ব্যক্তি এসে তাকে মুত'আ সম্পর্কে ফাতওয়া জিজ্ঞেস করে। তিনি তাকে মুত'আর অনুমতি দিলেন। ইবন আবূ উমরা আনসারী (রা) তাকে বললেন, থামুন। সে বলল, কেন? আল্লাহর শপথ! ইমামুল মুত্তাকীন ﷺ-এর যুগে তা করা হত। ইব্ন আবূ উমরা (রা) বললেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে নিরুপায় অবস্থায় তার অনুমতি ছিল মৃত জীব, রক্ত ও শূকরের (গোশ্ত ভক্ষণের) ন্যায়। অতঃপর আল্লাহ্ তার দীনকে শক্তিশালী এবং সুদৃঢ় করলেন এবং তা নিষিদ্ধ করলেন।

ইব্ন শিহাব (র) বলেন, রাবী ইব্ন সাবরা জুহানী আমাকে জানিয়েছেন যে, তাঁর পিতা বলেছেন, নবী ﷺ-এর যুগে আমি দু'টি লাল চাদরের বিনিময়ে আমির গোত্রের একটি স্ত্রীলোকের সাথে মুত'আ করেছিলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের মুত'আ করতে নিষেধ করেন। ইব্ন শিহাব (র) আরও বলেন, আমি রাবী ইব্ন সাবরাকে উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র)-এর নিকট তা বর্ণনা করতে শুনেছি, আমি তখন (সেখানে) বসাছিলাম।

٣٣٠٠- وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنِ ابْنِ اَبِي عَبْلَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ اَبِيهِ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَالَ اَلاَ اِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هٰذَا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ اَعْطَى شَيْئًا فَلاَ يَاْخُذْهُ -

৩৩০০. সালামা ইব্ন শাবীব (র) ..... রাবী ইব্ন সাবরা জুহানী (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুত'আ নিষিদ্ধ করেছেন এবং বলেছেন, সাবধান! আজকের এই দিন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত মুত'আ হারাম। যে কেউ (ইতিপূর্বে) মুত'আ বাবদ যা কিছু দিয়েছে, সে যেন তা ফেরত না নেয়।

٣٣٠١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ اَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْاِنْسِيَّةِ -

৩৩০১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)..... আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বরের যুদ্ধের দিন মুত'আ ও গৃহপালিত গাধার গোশ্ত নিষিদ্ধ করেছেন।

٣٣٠٢- وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ اَبِي طَالِبٍ يَقُولُ لِفُلاَنٍ اِنَّكَ رَجُلٌ تَائِهٌ نَهَانَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ -

৩৩০২. আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আসমা আদ্-দুবাঈ (র) ..... মালিক (র) থেকে এই সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এই সূত্রে আছে, মুহাম্মাদ ইব্ন আলী বলেন, তিনি আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-কে জনৈক ব্যক্তিকে

লক্ষ্য করে বলতে শুনেছেন, তুমি তো সৎপথ থেকে বিচ্যুত। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষিদ্ধ করেছেন .... উক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٣٣٠٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدُ اللّٰهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْهِمَا عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ -

৩৩০৩. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, ইব্ন নুমায়র ও যুহায়র ইব্ন হারব (র)..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ খায়বরের যুদ্ধের দিন মুত'আ এবং গৃহপালিত গাধার গোশ্ত নিষিদ্ধ করেছেন।

٣٣٠٤- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللّٰهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْهِمَا عَنْ عَلِيٍّ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُلَيِّنُ فِيْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ مَهْلاً يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاِنْسِيَّةِ -

৩৩০৪. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র) ..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি শুনতে পেলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) নারীদের সাথে মুত'আর ব্যাপারে কিছুটা শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন। আলী (রা) বললেন, থাম, হে ইব্ন আব্বাস। কারণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বারের যুদ্ধের দিন মুত'আ ও গৃহপালিত গাধার গোশ্ত নিষিদ্ধ করেছেন।

٣٣٠٥- وَحَدَّثَنِيْ اَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللّٰهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ عَنْ اَبِيْهِمَا اَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ يَقُوْلُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ اَكْلِ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاِنْسِيَّةِ -

৩৩০৫. আবূ তাহির ও হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) কে লক্ষ্য করে আলী (রা) কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বারের যুদ্ধের দিন মুত'আ এবং গৃহপালিত গাধার গোশত নিষিদ্ধ করেছেন।[১]

১. 'মুত'আ' এক ধরনের অস্থায়ী বা সাময়িক বিবাহ। একটি নির্দিষ্টকালের জন্য মাহরের বিনিময়ে কোন স্ত্রীলোকের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন। সময়সীমা শেষ হওয়ার পর বিবাহের চুক্তি বাতিল হয়ে যায় এবং স্ত্রীলোকটি স্বামীর তালাক প্রদান ছাড়াই তার বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

ইসলাম পূর্ব আরবে এই ধরনের বিবাহ প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল এবং ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলামী শরী'আতেও তা জায়েয ছিল। যুগ যুগ ধরে আরব সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন কুপ্রথা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ধীরস্থির ও হিকমতপূর্ণ পদক্ষেপের মাধ্যমে যেভাবে বিলুপ্ত করেছেন, ঠিক তদ্রুপ বিবাহের এই কুপ্রথাও তিনি সময়মত পর্যায়ক্রমে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং এর বিলুপ্তি সাধন করেন। ৭ম হিজরীতে খায়বারের যুদ্ধের সময় তিনি এই বিবাহ প্রথা নিষিদ্ধ করেন, (পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

٤- بَابُ تَحْرِيْمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا اَوْ خَالَتِهَا فِى النِّكَاحِ

৪. পরিচ্ছেদ : কোন মহিলাকে তার ফুফুর কিংবা তার খালার সাথে একত্রে বিবাহ করা হারাম

٣٣٠٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا -

৩৩০৬. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা কা'নাবী (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন স্ত্রীলোক ও তার ফুফুকে এবং কোন স্ত্রীলোক ও তার খালাকে একত্র (একত্রে বিবাহ) করা যাবে না।

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর) অতঃপর মক্কা বিজয়কালে আওতাস যুদ্ধ চলাকালীন তিন দিনের জন্য তার অনুমতি প্রদান করেন এবং এরপর তা হারাম ঘোষণা করেন। অতঃপর বিদায় হজ্জের সময় তিনি চিরকালের জন্য এই প্রথার বিলুপ্তি ঘোষণা করেন (আবূ দাঊদ)। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতভুক্ত মাযহাবসমূহে এই বিবাহ চিরকালের জন্য হারাম। এ ব্যাপারে সাহাবা, তাবিঈন এবং হাদীস ও ফিকহের ইমামগণের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) এবং তাবিঈদের মধ্যে আতা, তাঊস ও সাঈদ ইব্‌ন জুবায়রের মতে নিরূপায় অবস্থায় এই ধরনের বিবাহ জায়েয। কিন্তু ইব্‌ন আব্বাস (রা) শেষ জীবনে তাঁর এই মত প্রত্যাহার করেছেন বলে কথিত আছে, যদিও তার সনদসূত্র দুর্বল বলে মুহাদ্দিসগণ মত প্রকাশ করেছেন (ফাতহুল বারী, ৯ খ.; যাদুল মা'আদ, ২ খ, পৃ. ২৫৮)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুস্পষ্ট নির্দেশ ছাড়াও বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে মুত'আ বিবাহ হারাম প্রমাণিত হয় কারণ যে নারীর সাথে মুত'আ করা হবে সে না স্ত্রীরূপে গণ্য, না ক্রীতদাসীরূপে। সে যে ক্রীতদাসী নয় তা সুস্পষ্ট। আর সে স্ত্রীও নয়– এজন্য যে, স্ত্রীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন-বিধানের কোনটিই তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। যেমন, সে পুরুষ লোকটির ওয়ারিস হতে পারে না এবং পুরুষ লোকটি ও তার ওয়ারিস হতে পারে না। তার তালাক বা ইদ্দত পালনেরও কোন প্রশ্ন উঠে না। সে নফকার (ভরণ-পোষণ) দাবীও করতে পারে না এবং ঈলা, যিহার, লি'আন, খোলা ইত্যাদিও তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এমন কি সে একই সময় চার স্ত্রী গ্রহণের অনুমতির সীমার বহির্ভূত। অতএব সে যখন "স্ত্রী" বা "দাসী" কোনটাই নয় তখন কি করে সে একজন পুরুষের জন্য হালাল হতে পারে বরং এই ধরনের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনকারীরা আল্লাহর নির্ধারিত সীমালংঘনকারী হিসাবেই গণ্য হবে।

ইমামিয়া মাযহাবের লোকেরা (আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বহির্ভূত) সূরা নিসার ২৪ নং আয়াত فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ এবং তাদের ইমামদের সূত্রে বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে মুত'আ বিবাহকে জায়িয মনে করে। সুন্নী মুহাদ্দিসগণ প্রমাণ করেছেন যে, এসব হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। আর কুরআনের আয়াত সম্পর্কে বলা যায় যে, উল্লেখিত আয়াত বৈধ পন্থায় বিবাহের পর স্ত্রীর সাথে জৈবিক সম্পর্ক স্থাপন এবং তার প্রাপ্য মাহর প্রদানের কথা বলা হয়েছে।

প্রসঙ্গত আরও একটি কথা বলে দেওয়া প্রয়োজন যে, মুত'আ বিবাহ হযরত উমর ফারূক (রা) তাঁর খিলাফতকালে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং নবী ﷺ কর্তৃক তা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় নি বলে যে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করা হয় তা আদৌ কোন ভিত্তি নেই। এর হারাম হওয়ার কথা স্বয়ং নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত, উমর (রা) এর উদ্‌গাতা নন। তিনি শুধু এই নিষেধাজ্ঞার প্রচারক ও তা কার্যকরকারী। নবী ﷺ যেহেতু এই কুপ্রথার মূলোচ্ছেদ করেন তাঁর জীবনের শেষদিকে, তাই তা সাধারণে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হতে পারে নি। এই কারণে উমর (রা) তার ব্যাপক প্রচার করেন এবং সরকারী ফরমানের মাধ্যমে তা কার্যকর করেন।

তাছাড়া মুত'আকে বৈধ মনে করা হলে তা এমন যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার দ্বার খুলে দিবে যে, ইসলামের মত একটি মানবতাবাদী মহান ধর্মে তা বৈধ হওয়া তো দূরের কথা– সুস্থ রুচি ও বিবেক ও তা সহ্য করতে পারে না। মুত'আকে জায়িয করতে হলে সমাজে বারবণীতাদের ন্যায় নিম্নস্তরের একদল নারীকে সদা প্রস্তুত থাকতে হবে– যাদের সাথে মুতা'আ করা যাবে। অথবা কেবল গরীব লোকদের মেয়ে–বোনদের সাথে মুত'আ করা হবে, আর ধনিক শ্রেণীর পুরুষের এর সুযোগ গ্রহণ করবে। নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর শরী'আতে এরূপ অন্যায় আচরণপূর্ণ কোন আইন থাকতে পারে না। – (অনুবাদক)

٣٣٠٧- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ اَرْبَعِ نِسْوَةٍ اَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ الْمَرْاَةِ وَعَمَّتِهَا وَالْمَرْاَةِ وَخَالَتِهَا ـ

৩৩০৭. মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ্ ইব্ন মুহাজির (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চারজন মহিলাকে একত্র করতে নিষেধ করেছেন : কোন স্ত্রীলোক ও তার ফুফুকে এবং কোন স্ত্রীলোক ও তার খালাকে।

٣٣٠٨- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ مَدَنِىٌّ مِنَ الْاَنْصَارِ مِنْ وَلَدِ اَبِىْ اُمَامَةَ ابْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلٰى بِنْتِ الْاَخِ وَلاَ ابْنَةُ الْاُخْتِ عَلَى الْخَالَةِ ـ

৩৩০৮. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কা'নাব (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : ভাইঝির উপর তার ফুফুকে বিবাহ করা যাবে না। অনুরূপভাবে খালার উপর বোনঝিকে বিবাহ করা যাবে না।

٣٣٠٩- وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ قَبِيْصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ الْكَعْبِىُّ اَنَّهٗ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْاَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْاَةِ وَخَالَتِهَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَنُرٰى خَالَةَ اَبِيْهَا وَعَمَّةَ اَبِيْهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ ـ

৩৩০৯. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ...... ইবন শিহাব (র) বলেন, কাবীসা ইবন যুয়ায়র কা'বী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন মহিলা ও তার ফুফুকে এবং কোন মহিলা ও তার খালাকে একত্রে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন। রাবী শিহাব (র) বলেন, আমরা মনে করি, পিতার খালা ও পিতার ফুফু এ পর্যায়ের।

٣٣١٠- وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ مَعْنٍ الرَّقَاشِىُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى اَنَّهٗ كَتَبَ اِلَيْهِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُنْكَحُ الْمَرْاَةُ عَلٰى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلٰى خَالَتِهَا ـ

৩৩১০. আবূ মা'ন রাকাশী (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন মহিলাকে বিবাহ করা যাবে না তার ফুফুর উপরে।

٢٣١١- وَحَدَّثَنِيْ اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيٰى حَدَّثَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّهٗ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِهٖ -

৩৩১১. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٢٣١٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ وَلاَ يَسُوْمُ عَلٰى سَوْمِ اَخِيْهِ وَلاَ تُنْكَحُ الْمَرْاَةُ عَلٰى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلٰى خَالَتِهَا وَلاَ تَسْاَلُ الْمَرْاَةُ طَلاَقَ اُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ صَحْفَتَهَا وَلْتَنْكِحْ فَاِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهَا -

৩৩১২. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি যেন তার (মুসলিম) ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয় এবং তার ভাইয়ের দরদাম করার উপর দিয়ে দরদাম না করে। ফুফুর উপরের তার ভাইঝিকে এবং খালার উপরে তার বোনঝিকে বিবাহ করা যাবে না। কোন স্ত্রীলোক যেন নিজের পাত্র ভরে নেওয়ার জন্য তার বোনের (অন্য স্ত্রীলোকের) তালাক দাবি না করে, বরং সে বিবাহ করুক। কারণ আল্লাহ্ তার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন, সে তা পাবেই।

٢٣١٣- وَحَدَّثَنِيْ مُحْرِزُ بْنُ عَوْنِ بْنِ اَبِيْ عَوْنٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِيْ هِنْدٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تُنْكَحَ الْمَرْاَةُ عَلٰى عَمَّتِهَا اَوْ خَالَتِهَا اَوْ اَنْ تَسْاَلَ الْمَرْاَةُ طَلاَقَ اُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَافِيْ صَحْفَتِهَا فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ رَازِقُهَا.

৩৩১৩. মুহরিয ইব্‌ন আওন ইব্‌ন আবূ আওন (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফুফুর উপরে তার ভাইঝিকে এবং খালার উপর তার বোনঝিকে বিবাহ করতে এবং কোন মহিলাকে তার নিজের পাত্র পূর্ণ করার জন্য তার বোনের তালাক দাবি করতে নিষেধ করেছেন। কারণ আল্লাহই তার রিযিকদাতা।[১]

---

১. খালা– বোনঝি অথবা ফুফু-ভাইঝি এমন দু'জন মহিলা যে, তাদের যে কোন একজনকে পুরুষ কল্পনা করলে উভয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে না (পরস্পরের মাহরাম হওয়ার কারণে)। অতএব কোন ব্যক্তির বিবাহাধীনে যে মহিলা রয়েছে– তার বর্তমানে তার ভাইঝি, বোনঝি, ফুফু অথবা খালাকে ঐ ব্যক্তি বিবাহ করতে পারবে না। হ্যাঁ, ঐ মহিলা মারা গেলে অথবা তাকে তালাক দেওয়ার পর তার উল্লিখিত আত্মীয়দের যে কাউকে বিয়ে করা যাবে। বৈবাহিক সূত্রে এরা অস্থায়ী মাহ্‌রাম। অতএব এরা পর্দার আওতায় পড়বে।

'নিজের বোনের তালাক দাবি করা' বাক্যাংশের দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে। স্বামীর নিকট সতীনের তালাক দাবি করা অর্থাৎ স্বামীকে এই বলা যে, তুমি তাকে তালাক না দিলে আমি তোমার সংসারে থাকব না। এরূপ দাবি অবৈধ। অথবা কোন পুরুষ কোন মহিলার নিকট বিবাহের প্রস্তাব দিল। মহিলাটি তাকে বলল, তোমার বর্তমান স্ত্রীকে তালাক দাও, তবে আমি তোমার সাথে বিয়ে বসতে প্রস্তুত আছি। এরূপ দাবিও অবৈধ। তাই তার সতীনের সংসারে না গিয়ে অন্যত্র বিবাহ বসা উচিত। হাদীসে তাকে এই পরামর্শই দেওয়া হয়েছে – (অনুবাদক)।

٢٣١٤ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنّٰى وَابْنِ نَافِعٍ قَالُوْا اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ـ

৩৩১৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না, ইব্‌ন বাশ্‌শার ও আবূ বকর ইব্‌ন নাফি' (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন কোন মহিলা ও তার ফুফুকে একত্র করতে এবং কোন মহিলা ও তার খালাকে একত্র করতে।

٢٣١٥ـ وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ ـ

৩৩১৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র)..... আমর ইব্‌ন দীনার (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٥ـ بَابُ تَحْرِيْمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ

৫. পরিচ্ছেদ : ইহ্‌রামধারী ব্যক্তির বিবাহ করা হারাম এবং তার বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া দূষণীয়

٢٣١٦ـ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَرَادَ اَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ فَاَرْسَلَ اِلٰى اَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَحْضُرُ ذٰلِكَ وَهُوَ اَمِيْرُ الْحَجِّ فَقَالَ اَبَانٌ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ ـ

৩৩১৬. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)..... নুবাইহ্ ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব (র) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ (র) শায়বা ইব্‌ন জুবায়রের কন্যার সাথে নিজ পুত্র তালহার বিবাহ দেওয়ার মনস্থ করলেন। অতএব তিনি উসমান (রা)-এর পুত্র আবানের কাছে লোক পাঠালেন তাকে বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগদানের দাওয়াত দেওয়ার জন্য। আর তিনি এ সময় আমীরুল হজ্জ ছিলেন। আবান বললেন, আমি উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : (হজ্জ বা উমরা পালনের উদ্দেশ্যে) ইহ্‌রামধারী ব্যক্তি নিজেও বিবাহ করবে না, অন্যকেও বিবাহ করাবে না এবং বিবাহের প্রস্তাবও দিবে না।

٢٣١٧ـ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ حَدَّثَنِىْ نُبَيْهُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ بَعَثَنِىْ عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْمَرٍ وَكَانَ يَخْطُبُ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَلٰى ابْنِهِ فَاَرْسَلَنِىْ اِلٰى اَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ فَقَالَ اَلَا اُرَاهُ اَعْرَابِيًّا اِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ اَخْبَرَنَا بِذٰلِكَ عُثْمَانُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ـ

৩৩১৭. মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর মুকাদ্দামী (র)..... নুবাইহ ইব্ন ওয়াহ্‌ব (র) বলেন, উমর ইব্ন উবায়দুল্লাহ ইব্ন মা'মার নিজ পুত্রের সাথে শায়বা ইব্ন উসমানের কন্যার বিবাহের প্রস্তাব দেওয়ার মনস্থ করেছিলেন। তাই তিনি আমাকে আবান ইবন উসমানের নিকট পাঠালেন। তিনি (আবান) তখন হজ্জের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি বললেন, "আমি তো তাকে বেদুঈনের মত দেখছি। কারণ (এটাতো সাধারণ জ্ঞানের ব্যাপার যে,) মুহরিম ব্যক্তি না বিবাহ করতে পারে, না বিবাহ করাতে পারে।" রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এ হাদীস উসমান (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন।

٣٣١٨- وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى ح وَحَدَّثَنِيْ اَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ قَالاَ جَمِيْعًا حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ مَطَرٍ وَيَعْلَى بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ اَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكَحُ وَلاَ يَخْطُبُ -

৩৩১৮. আবূ গাস্সান মিসমাঈ ও আবূল খাত্তাব যিয়াদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)..... উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : মুহরিম ব্যক্তি না বিবাহ করবে, না বিবাহ করাবে, আর না বিবাহের প্রস্তাব ও দিবে।

٣٣١٩- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ اَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْمُحْرِمُ لاَ يَنْكِحُ وَلاَ يَخْطُبُ -

৩৩১৯. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, আমরুন নাকিদ ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) ..... উসমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : মুহরিম ব্যক্তি বিবাহ করবে না এবং বিবাহের প্রস্তাবও দিবে না।

٣٣٢٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ جَدِّيْ حَدَّثَنِيْ خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ هِلاَلٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْمَرٍ اَرَادَ اَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ طَلْحَةَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الْحَجِّ وَاَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ يَوْمَئِذٍ اَمِيْرُ الْحَاجِّ فَاَرْسَلَ اِلٰى اَبَانَ اِنِّيْ قَدْ اَرَدْتُ اَنْ اُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ فَاُحِبُّ اَنْ تَحْضُرَ ذٰلِكَ فَقَالَ لَهُ اَبَانُ اَلاَ اُرَاكَ عِرَاقِيًّا جَافِيًا اِنِّيْ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ -

৩৩২০. আবদুল মালিক ইব্ন শু'আয়ব ইব্ন লায়স (র)...... নুবাইহ ইব্ন ওয়াহ্‌ব (র) থেকে বর্ণিত। উমর ইব্ন উবায়দুল্লাহ ইব্ন মামার হজ্জের মৌসুমে শায়বা ইব্ন জুবায়রের কন্যার সাথে নিজ পুত্র তালহার বিবাহ দেওয়ার মনস্থ করলেন। এ সময় আবান ইব্ন উসমান ছিলেন আমীরুল হজ্জ। অতএব তিনি (উমর) তার নিকট এই কথা বলে পাঠালেন, আমি তালহা ইব্ন উমরের বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেছি। অতএব আমি বিবাহ অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি কামনা করি। আবান (র) তাঁকে বললেন, আমি তো তোমাকে নির্বোধ ইরাকীর মত আচরণ করতে

দেখছি। নিশ্চিত আমি উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ইহরামধারী ব্যক্তি বিবাহ করবে না।

٣٣٢١- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَاِسْحَاقُ الْحَنْظَلِىُّ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِى الشَّعْثَاءِ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ فَحَدَّثْتُ بِهِ الزُّهْرِىَّ فَقَالَ اَخْبَرَنِىْ يَزِيْدُ بْنُ الْاَصَمِّ اَنَّهُ نَكَحَهَا وَهُوَ حَلَالٌ -

৩৩২১. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইব্‌ন নুমায়র ও ইসহাক হানযালী (র) ..... আবূ শা'সা (র) থেকে বর্ণিত। ইব্‌ন আব্বাস (রা) তাঁকে অবহিত করেছেন যে, নবী ﷺ মুহরিম অবস্থায় (মায়মূনাকে) বিবাহ করেছেন। ইব্‌ন নুমায়রের বর্ণনায় আরো আছে : আমি যুহরীর নিকট এই হাদীস বর্ণনা করলে তিনি বলেন, আমাকে ইয়াযীদ ইবনুল আসাম্ম অবহিত করেছেন যে, "তিনি ইহরামমুক্ত অবস্থায় তাকে বিবাহ করেছেন।"

٣٣٢٢- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ اَبِى الشَّعْثَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ -

৩৩২১. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইহরামের অবস্থায় মায়মূনা (রা)-কে বিবাহ করেছেন।

٣٣٢٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ فَزَارَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْاَصَمِّ حَدَّثَتْنِىْ مَيْمُوْنَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ قَالَ وَكَانَتْ خَالَتِىْ وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ -

৩৩২৩. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... ইয়াযীদ ইবনুল আসাম্ম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হারিসের কন্যা মায়মূনা (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইহরামমুক্ত অবস্থায় তাঁকে বিবাহ করেন। তিনি আরও বলেন, তিনি ছিলেন আমার খালা এবং ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এরও খালা।[১]

٦- بَابُ تَحْرِيْمِ الْخِطْبَةِ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ حَتّٰى يَاْذَنَ اَوْ يَتْرُكَ

৬. পরিচ্ছেদ : একজনের বিবাহের প্রস্তাবের উপর অন্যের বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া নিষেধ, যতক্ষণ না প্রথমোক্ত ব্যক্তি অনুমতি দেয় বা প্রস্তাব প্রত্যাহার করে

٣٣٢٤- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلٰى خِطْبَةِ بَعْضٍ -

---

১. ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) ও হানাফী মাযহাবের মত অনুযায়ী ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করায় কোন দোষ নেই। তাঁরা ইব্‌ন আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন – (অনুবাদক)।

৩৩২৪. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও ইব্‌ন রুমহ্ (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন: তোমাদের কেউ যেন অন্যের দরদামের উপর দরদাম না করে এবং অন্যের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়।

٣٣٢٥- وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى جَمِيْعًا عَنْ يَحْيٰى الْقَطَّانِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلٰى بَيْعِ اَخِيْهِ وَلَا يَخْطُبْ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ اِلَّا اَنْ يَأْذَنَ لَهٗ -

৩৩২৫. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের দরদামের উপর দরদাম না করে এবং তার বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়। তবে সে অনুমতি দিলে (তা জায়েয)।

٣٣٢٦- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ -

৩৩২৬. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... উবায়দিল্লাহ (র) থেকে এই সূত্রে (এ হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে)।

٣٣٢٧- وَحَدَّثَنِيْهِ اَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ -

৩৩২৭. আবূ কামিল জাহ্দারী (র) ..... নাফি' (র) থেকে এই সূত্রে (অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে)।

٣٣٢٨- وَحَدَّثَنِيْ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ اَبِيْ عُمَرَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى اَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ اَوْ يَتَنَاجَشُوْا اَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ اَوْ يَبِيْعَ عَلٰى بَيْعِ اَخِيْهِ وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ اُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَافِيْ اِنَائِهَا اَوْ مَافِيْ صَحْفَتِهَا زَادَ عَمْرٌو فِيْ رِوَايَتِهٖ وَلَا يَسُمِ الرَّجُلُ عَلٰى سَوْمِ اَخِيْهِ -

৩৩২৮. আমরুন নাকিদ, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইব্‌ন আবূ উমর (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ নিষেধ করেছেন– গ্রামের লোকদের পক্ষ থেকে পণ্যদ্রব্য শহরের লোকদের বিক্রয় করে দিতে, অথবা কৃত্রিম ক্রেতা সেজে দাম বাড়িয়ে বলতে, একজনের বিয়ের প্রস্তাবের উপর অপরজনের প্রস্তাব দিতে, একজনের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর অপরজনের ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং কোন স্ত্রীলোককে তার পাত্র পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে তার বোনের তালাক দাবি করতে। আমরের বর্ণনায় আরো আছে : "একজনের দর করার উপর অপরজনকে দর করতে।"

٣٣٢٩- وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَنَاجَشُوْا وَلَا يَبِعِ الْمَرْءُ عَلٰى بَيْعِ اَخِيْهِ

وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ يَخْطُبِ الْمَرْءُ عَلَى خِطْبَةِ اَخِيْهِ وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ الْأُخْرَى لِتَكْتَفِئَ مَافِيْ اِنَائِهَا ـ

৩৩২৯. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... ইউনুস (র) ইবন শিহাব যুহরী থেকে এবং তিনি সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : (ক্রয়ের ইচ্ছা না থাকলে দালালী করার উদ্দেশ্যে) দাম বাড়িয়ে বলবে না, কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় না করে, শহরবাসী যেন গ্রামবাসীর পণ্য বিক্রয় না করে, কোন ব্যক্তি যেন তার ভাই-এর বিয়ের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয় এবং কোন স্ত্রীলোক যেন নিজের পাত্র পূর্ণ করার জন্য অপর স্ত্রীলোকের তালাক দাবি না করে।

٣٣٠ ـ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الاَعْلٰى ح وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيْعًا عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الاِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّ فِىْ حَدِيْثِ مَعْمَرٍ وَلاَ يَزِدِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ اَخِيْهِ ـ

৩৩৩০. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা 'আবদুল আ'লা থেকে ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' 'আবদুর রাযযাক থেকে আর তারা উভয়ে মা'মার থেকে এবং তিনি ..... যুহরী (র) থেকে এই সনদের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে মা'মারের বর্ণনায় আছে : "কোন ব্যক্তি যেন ক্রয়-বিক্রয়ে তার ভাইয়ের দামের উপর দিয়ে দাম বাড়িয়ে না বলে।"

٣٣١ ـ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيْعًا عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ اَخْبَرَنِى الْعَلاَءُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ اَخِيْهِ وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ ـ

৩৩৩১. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আয়্যূব, কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও ইব্‌ন হুজ্‌র (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : কোন মুসলিম যেন অপর মুসলিমের দামের উপর দাম না করে এবং তার বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়।

٣٣٢ ـ وَحَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَلاَءِ وَسُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِمَا عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِلاَّ اَنَّهُمْ قَالُوْا عَلَى سَوْمِ اَخِيْهِ وَخِطْبَةِ اَخِيْهِ ـ

৩৩৩২. আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম দাওরাকী ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। কিন্তু এরা বলেন, 'তার ভাইয়ের দামের উপর' এবং 'তার ভাইয়ের প্রস্তাবের উপর'।

٣٣٣٣- وَحَدَّثَنِيْ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ وَغَيْرِهِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شُمَاسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلاَ يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ وَلاَ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ حَتّٰى يَذَرَ -

৩৩৩৩. আবূ তাহির (র)..... উক্‌বা ইব্‌ন আমির (রা) মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মু'মিন ব্যক্তি অপর মু'মিন ব্যক্তির ভাই। অতএব মু'মিনের জন্য তার ভাইয়ের দামের উপর দাম বলা এবং তার ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দেওয়া হালাল নয়। তবে সে (নিজের প্রস্তাব) প্রত্যাহার করলে স্বতন্ত্র কথা।

٧- بَابُ تَحْرِيْمِ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَبُطْلاَنِهِ

৭. পরিচ্ছেদ : শিগার বিবাহ হারাম ও তা বাতিল

٣٣٣٤- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلٰى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ -

৩৩৩০. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শিগার পদ্ধতির বিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন। শিগার হল-কোন ব্যক্তি কর্তৃক তার কন্যাকে অপর ব্যক্তির নিকট এই শর্তে বিবাহ দেওয়া যে, সেও তার কন্যাকে তাঁর নিকট বিবাহ দিবে এবং তাদের মধ্যে মাহর থাকবে না।

٣٣٣٥- وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ فِيْ حَدِيْثِ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا الشِّغَارُ -

৩৩৩৫. যুহায়র ইব্‌ন হারব, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ (র)..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে এই সনদে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে উবায়দুল্লাহর বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন : "আমি নাফি' (র)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, শিগার কি?"

٣٣٣٦- وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّرَّاجِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الشِّغَارِ -

৩৩৩৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শিগার নিষিদ্ধ করেছেন।

٣٣٣٧- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ شِغَارَ فِي الْإِسْلاَمِ -

contents

৩৩৩৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : "ইসলামে শিগার নাই।"

٣٣٣٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَالشِّغَارُ اَنْ يَقُوْلُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِىْ ابْنَتَكَ وَاُزَوِّجُكَ ابْنَتِىْ اَوْزَوِّجْنِىْ اُخْتَكَ وَاُزَوِّجُكَ اُخْتِىْ -

৩৩৩৮. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ইবন নুমায়ব ও আবূ উসামা (র) হতে ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শিগার পদ্ধতির বিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন। ইব্‌ন নুমায়রের বর্ণনায় আরো আছে : "শিগার এই যে, কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলে, তোমার কন্যাকে আমার সাথে বিবাহ দাও এবং আমিও আমার কন্যাকে তোমার সাথে বিবাহ দিব। অথবা তোমার বোনকে আমার সাথে বিবাহ দাও, আমিও তোমার সাথে আমার বোনকে বিবাহ দিব।"

٣٣٣٩- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ زِيَادَةَ ابْنِ نُمَيْرٍ -

৩৩৩৯. আবূ কুরায়ব (র)..... উবায়দুল্লাহ (র) থেকে এই সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই সূত্রে ইব্‌ন নুমায়রের অতিরিক্ত বর্ণনা উল্লেখিত হয় নি।

٣٣٤٠- وَحَدَّثَنِىْ هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ -

৩৩৪০. হারুন ইবন আবদুল্লাহ্ (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শিগার নিষিদ্ধ করেছেন।

٨- بَابُ الْوَفَاءِ بِالشُّرُوْطِ فِى النِّكَاحِ

৮. পরিচ্ছেদ : বিবাহের শর্তাবলী পূর্ণকরণ

٣٣٤١- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدِ الْاَحْمَرُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْيَزَنِىِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَحَقَّ الشَّرْطِ اَنْ يُوَفّٰى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ هٰذَا لَفْظُ حَدِيْثِ اَبِىْ بَكْرٍ وَابْنِ الْمُثَنّٰى غَيْرَ اَنَّ ابْنَ الْمُثَنّٰى قَالَ الشُّرُوْطِ -

৩৩৪১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আয়্যুব, ইব্ন নুমায়র, আবূ বাক্র ইবন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)..... উক্বা ইব্ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বলেছেন : "সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত যা অবশ্যই পূরণ করতে হবে– তা হচ্ছে সেই শর্ত যার মাধ্যমে তোমরা (স্ত্রীদের) লজ্জাস্থান বৈধ করে নিয়েছ।" হাদীসের মূল পাঠে উদ্ধৃত শব্দাবলী আবূ বকর ও ইব্ন মুসান্নার বর্ণনা থেকে গৃহীত। তবে ইব্ন মুসান্নার বর্ণনায় শর্তাবলী' উল্লেখ আছে।

٩ـ بَابُ اِسْتِيْذَانِ الثَّيِّبِ فِى النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ وَالْبِكْرِ بِالسُّكُوْتِ

৯. পরিচ্ছেদ : পূর্ব বিবাহিতার মৌখিক সম্মতি গ্রহণ এবং কুমারীর নীরবতা সম্মতি হিসাবে বিবেচিত হবে

٣٣٤٢ـ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيْرِىُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تُنْكَحُ الاَيِّمُ حَتّٰى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتّٰى تُسْتَأْذَنَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ اِذْنُهَا قَالَ اَنْ تَسْكُتَ ـ

৩৩৪২. উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমর কাওয়ারীরী (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: পূর্ব বিবাহিতাকে তার সুস্পষ্ট অনুমতি না নিয়ে এবং কুমারীকে তার সম্মতি না নিয়ে বিবাহ দেওয়া যাবে না। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তার (কুমারীর) সম্মতি কি রকম? তিনি বললেন : তার নীরবতা।

٣٣٤٣ـ وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ اَبِىْ عُثْمَانَ ح وَحَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا عِيْسٰى يَعْنِى ابْنَ يُوْنُسَ عَنِ الاَوْزَاعِىِّ ح وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ح وَحَدَّثَنِىْ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِىُّ اَخْبَرَنَا يَحْيٰى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ بِمِثْلِ مَعْنٰى حَدِيْثِ هِشَامٍ وَاِسْنَادِهِ وَاتَّفَقَ لَفْظُ حَدِيْثِ هِشَامٍ وَشَيْبَانَ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ سَلاَّمٍ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ ـ

৩৩৪৩. যুহায়র ইব্ন হারব, ইব্রাহীম ইব্ন মূসা, আমরূন্ নাকিদ, মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' ও আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান (র) সকলেই..... ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ কাসীর (র) থেকে এই সনদে হিশামের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হিশাম, শায়বান ও মু'আবিয়া ইব্ন সাল্লামের বর্ণনায় এ হাদীসের শব্দ অভিন্ন।

٣٣٤٤ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِىْ مُلَيْكَةَ يَقُوْلُ قَالَ ذَكْوَانُ مَوْلٰى عَائِشَةَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا اَهْلُهَا اَتُسْتَأْمَرُ اَمْ لاَ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

نَعَمْ تُسْتَأْمَرُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَهُ فَانَّهَا تَسْتَحْيِى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذٰلِكَ اِذْنُهَا اِذَا هِىَ سَكَتَتْ ـ

৩৩৪৪. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) ..... হযরত 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম : যে মেয়েকে তার অবিভাবক বিবাহ দেয়, তার নিকট থেকেও সম্মতি নিতে হবে কি না? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন : হাঁ, তার সম্মতি নিতে হবে। 'আয়েশা (রা) বলেন, আমি তাঁকে পুনর্বার বললাম, সে তো লজ্জা পায়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তার নীরবতাই তার সম্মতি।

٣٣٤٥ـ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الاَيِّمُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَاْذَنُ فِى نَفْسِهَا وَاِذْنُهَا صُمَاتُهَا قَالَ نَعَمْ ـ

৩৩৪৫. সাঈদ ইব্‌ন মানসূর ও ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : পূর্ব বিবাহিতা তার (নিজের বিবাহের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে) নিজের ব্যাপারে অভিভাবকের তুলনায় অধিক হক্‌দার। কুমারী থেকে তার ব্যাপারে অনুমতি নিতে হবে, তার নীরবতাই তার সম্মতি।

٣٣٤٦ـ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الثَّيِّبُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَاِذْنُهَا سُكُوْتُهَا ـ

৩৩৪৬. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : পূর্ব বিবহিতা তার নিজের ব্যাপারে তার অভিভাবকের তুলনায় অধিক কর্তৃত্বসম্পন্ন এবং কুমারীর সম্মতি নিতে হবে। নীরবতাই তার সম্মতি।

٣٣٤٧ـ وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهٰذَا الاِسْنَادِ وَقَالَ الثَّيِّبُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا اَبُوْهَا فِىْ نَفْسِهَا وَاِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَرُبَّمَا قَالَ وَصَمْتُهَا اِقْرَارُهَا ـ

৩৩৪৭. ইব্‌ন আবূ উমর (র)..... সুফিয়ান (র) থেকে এই সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এই সূত্রে আছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, পূর্ব বিবাহিতা তার নিজের (বিবাহের) ব্যাপারে তার অভিভাবকের তুলনায় অধিক কর্তৃত্ব সম্পন্ন এবং কুমারী কন্যার নিজের ব্যাপারে পিতা তার সম্মতি গ্রহণ করবে। নীরবতাই তার সম্মতি। কখনও তিনি বলেছেন : তার নীরবতাই তার স্বীকৃতি।

٣٣٤٨ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ وَجَدْتُ فِىْ كِتَابِىْ عَنْ اَبِىْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

لِسِتِّ سِنِيْنَ وَبَنَى بِىْ وَاَنَا بِنْتِ تِسْعِ سِنِيْنَ قَالَتْ فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَوُعِكْتُ شَهْرًا فَوَفَى شَعْرِىْ جُمَيْمَةً فَاَتَتْنِىْ اُمُّ رُوْمَانَ وَاَنَا عَلٰى اُرْجُوْحَةٍ وَمَعِىْ صَوَاحِبِىْ فَصَرَخَتْ بِىْ فَاَتَيْتُهَا وَمَا اَدْرِىْ مَا تُرِيْدُ بِىْ فَاَخَذَتْ بِيَدِىْ فَاَوْقَفَتْنِىْ عَلَى الْبَابِ فَقُلْتُ هَهْ هَهْ حَتّٰى ذَهَبَ نَفَسِىْ فَاَدْخَلَتْنِىْ بَيْتًا فَاِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلٰى خَيْرِ طَائِرٍ فَاَسْلَمَتْنِىْ اِلَيْهِنَّ فَغَسَلْنَ رَأْسِىْ وَاَصْلَحْنَنِىْ فَلَمْ يَرُعْنِىْ اِلاَّ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ضُحًى فَاَسْلَمْنَنِىْ اِلَيْهِ ـ

৩৩৪৮. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্ন আলা ও আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে যখন বিয়ে করেন, আমার বয়স তখন ছয় বছর। তিনি আমাকে নিয়ে বাসর ঘরে যান, তখন আমার বয়স নয় বছর। আয়েশা (রা) বলেন, আমরা হিজরত করে মদীনায় পৌঁছার পর আমি একমাস যাবৎ জ্বরে আক্রান্ত হইলাম এবং আমার মাথার চুল পড়ে যায়। অতঃপর আমার চুল যখন বড় হয়ে কান বরাবর হয়, তখন (আমার মা) উম্মু রূমান। আমার নিকট এলেন, আমি তখন একটি দোলনার উপরে ছিলাম এবং আমার কাছে আমার খেলার সাথীরাও ছিল। তিনি আমাকে উচ্চস্বরে ডাকলেন, আমি (দৌড়ে) তার নিকট গেলাম। আমি বুঝতে পারি নি যে, তিনি আমাকে নিয়ে কি করবেন। তিনি আমার হাত ধরে আমাকে দরজায় নিয়ে দাঁড় করালেন। আমি তখন হাপাচ্ছিলাম, বলছিলাম আহ্, আহ্। অবশেষে আমার নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হলে তিনি আমাকে একটি ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে আনসার মহিলাগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সকলে আমার কল্যাণ ও রহমতের জন্য দু'আ করলেন এবং আমার সৌভাগ্য কামনা করলেন। তিনি (মা) আমাকে তাঁদের নিকট সোপর্দ করলেন। তাঁরা আমার মাথা ধুয়ে দিলেন এবং আমাকে সুসজ্জিত করলেন। অতঃপর চাশতের সময় আমাকে চমকে দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উপস্থিত হন এবং তাঁরা আমাকে তাঁর নিকট সোপর্দ করেন।

٣٢٤٩ـ وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهٗ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِى النَّبِىُّ ﷺ وَاَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِيْنَ وَبَنٰى بِىْ وَاَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنَ ـ

৩৩৪৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার ছয় বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বিবাহ করেন এবং আমার নয় বছর বয়সে তিনি আমার সঙ্গে বাসর যাপন করেন।

٣٢٥٠ـ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِىَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَزُفَّتْ اِلَيْهِ وَهِىَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنَ وَلُعَبُهَا مَعَهَا وَمَاتَ عَنْهَا وَهِىَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ ـ

৩৩৫০. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তার সাত[১] বছর বয়সে নবী ﷺ তাকে বিবাহ করেন। তাকে নয় বছর বয়সে তাঁর ঘরে বধূবেশে নেওয়া হয় এবং তখন তাঁর সঙ্গে তাঁর খেলার পুতুলগুলোও ছিল। তাঁর আঠার বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইন্তিকাল করেন।

٣٣٥١- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى وَاسْحَاقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخِرَانِ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهِىَ بِنْتُ سِتٍّ وَبَنَى بِهَا وَهِىَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ عَنْهَا وَهِىَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ -

৩৩৫১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম, আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তার ছয় বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বিবাহ করেন, তার নয় বছর বয়সে তিনি তাকে নিয়ে বাসর যাপন করেন এবং আঠার বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন।

١١- بَابُ اِسْتِحْبَابِ التَّزَوُّجِ وَالتَّزْوِيْجِ فِىْ شَوَّالٍ وَاِسْتِحْبَابِ الدُّخُوْلِ فِيْهِ

১১. পরিচ্ছেদ : শাওয়াল মাসে বিবাহ করা বা বিবাহ দেওয়া মুস্তাহাব এবং এই মাসে স্ত্রীর সহিত মিলনও মুস্তাহাব

٣٣٥٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ شَوَّالٍ وَبَنَى بِىْ فِىْ شَوَّالٍ فَاَىُّ نِسَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اَحْظٰى عِنْدَهُ مِنِّىْ قَالَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ اَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِىْ شَوَّالٍ -

৩৩৫২. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইবন হারব (র) ..... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে শাওয়াল মাসে বিবাহ করেন এবং শাওয়াল মাসে আমার সাথে প্রথম মিলিত হন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কোন স্ত্রী তাঁর নিকট আমার চেয়ে বেশি ভাগ্যবান ছিলেন ? আয়েশা (রা) তাঁর বংশের মেয়েদের শাওয়াল মাসে বাসর ঘরে পাঠানো পসন্দ করতেন।

٣٣٥٣- وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِعْلَ عَائِشَةَ -

৩৩৫৩. ইব্ন নুমায়র (র)..... সুফিয়ান (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই সূত্রে আয়েশা (রা)-এর কর্মপন্থা উল্লেখিত হয় নি।

---

১. কোন হাদীসে আয়েশা (রা)-এর বয়স ছয় বছর, আবার কোন হাদীসে সাত বছর উল্লেখ আছে। হাদীসের ভাষ্যকারগণ বলেছেন, ঐ সময় তাঁর বয়স ছয় বছর পূর্ণ হয়ে সাত বছর শুরু হয়েছিল। তাই কোন হাদীসে ছয় বছর আবার কোন হাদীসে সাত বছর এসেছে।

١٢- بَابُ نَدَبِ مَنْ أَرَادَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ إِلَى أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا قَبْلَ خِطْبَتِهَا

১২. পরিচ্ছেদ : কোন মহিলাকে বিবাহ করতে চাইলে বিবাহের পূর্বে তার মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় এক নজর দেখে নেওয়া উত্তম

٣٣٥٤- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا قَالَ لَا قَالَ فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا-

৩৩৫৪. ইব্‌ন আবূ উমর (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে তাঁকে বলল যে, সে আনসার সম্প্রদায়ের এক মেয়েকে বিবাহ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন, তুমি কি তাকে একবার দেখেছ? সে বলল, না। তিনি বললেন : যাও! তুমি তাকে এক নযর দেখে নাও। কারণ আনসারদের চোখে কিছুটা ত্রুটি আছে।

٣٣٥٥- حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي عُيُونِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا قَالَ قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا قَالَ عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا قَالَ عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هٰذَا الْجَبَلِ مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ وَلٰكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ قَالَ فَبَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي عَبْسٍ بَعَثَ ذٰلِكَ الرَّجُلَ فِيهِمْ-

৩৩৫৫. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মাঈন (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর নিকট জনৈক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে বলল, আমি জনৈকা আনসারী মহিলা বিবাহ করেছি। নবী ﷺ তাকে বললেন, তুমি কি দেখে নিয়েছিলে? কেননা আনসারদের চোখে ত্রুটি থাকে। লোকটি বললো, আমি তাকে দেখে নিয়েছি। তিনি বললেন, কি পরিমাণ মাহরের বিনিময়ে তুমি তাকে বিবাহ করেছ? লোকটি বললো, চার উকিয়ার বিনিময়ে। তখন নবী ﷺ তাকে বললেন, চার উকিয়ার বিনিময়ে? মনে হয় তোমরা পাহাড়ের পার্শ্বদেশ থেকে রৌপ্য খুঁড়ে এনে থাক। আমাদের নিকট এমন কিছু নেই যা তোমাকে দান করতে পারি। তবে আমি তোমাকে শীঘ্রই একটি যুদ্ধাভিযানে পাঠিয়ে দিচ্ছি যার লব্ধ গনীমত থেকে তুমি একাংশ লাভ করতে পারবে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি বনূ আব্‌সের বিরুদ্ধে একটি অভিযান দল প্রেরণ করেন যার সাথে তিনি ঐ লোকটিকে পাঠিয়ে দেন।

١٢- بَابُ الصَّدَاقِ وَجَوَازِ كَوْنِهِ تَعْلِيمَ قُرْاٰنٍ وَخَاتَمِ حَدِيْدٍ وَغَيْرَ ذٰلِكَ مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيْرٍ وَاِسْتِحْبَابِ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ لِمَنْ لاَ يَحْجِفُ بِهِ -

১৩. পরিচ্ছেদ : মাহর প্রসংগ– কুরআন শিক্ষা দেওয়া, লোহার আংটি ইত্যাদি বস্তু কম বা বেশি মাহর হতে পারে এবং যার জন্য কষ্টকর না হয়, তার জন্য পাঁচশত দিরহাম মাহর দেওয়া মুস্তাহাব

٣٣٥٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدِ الثَّقَفِىُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيَّ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَتْ اِمْرَأَةٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ جِئْتُ اَهَبُ لَكَ نَفْسِىْ فَنَظَرَ اِلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ اَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيْهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيْهَا فَقَالَ فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَىْءٍ فَقَالَ لاَ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اذْهَبْ اِلٰى اَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ وَاللّٰهِ مَاوَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُنْظُرْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيْدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلاَ خَاتِمًا مِنْ حَدِيْدٍ وَلٰكِنْ هٰذَا اِزَارِىْ قَالَ سَهْلٌ مَالَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا تَصْنَعُ بِاِزَارِكَ اِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَىْءٌ وَاِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَىْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتّٰى اِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَاٰهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُوَلِّيًا فَاَمَرَ بِهِ فَدُعِىَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ قَالَ مَعِىْ سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا عَدَّدَهَا فَقَالَ تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ هٰذَا حَدِيْثُ ابْنِ اَبِىْ حَازِمٍ وَحَدِيْثُ يَعْقُوْبَ يُقَارِبُهُ فِى اللَّفْظِ -

৩৩৫৬. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ আস্-সাকাফী (র) ইয়াকূব ও ইবন আবূ হাযিম থেকে ..... সাহল ইব্ন সা'দ সাঈদী (রা) বলেন, জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বলল : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি নিজেকে আপনার জন্য হেবা করছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার দিকে লক্ষ্য করলেন এবং দৃষ্টি উপরের দিকে উঠিয়ে নিচে নামালেন। তারপর তিনি তাঁর মাথা নিচু করলেন। মহিলা যখন বুঝতে পারল যে, তিনি তার সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নি। তখন সে বসে পড়ল। তারপর জনৈক সাহাবী দাঁড়িয়ে আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি আপনার প্রয়োজন না হয় তাহলে তাকে আমার সাথে বিবাহ দিয়ে দিন। তিনি বললেন, তোমার কাছে কি কিছু আছে? সাহাবী বললেন, না, আল্লাহর কসম ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন, তুমি বাড়ি যাও, দেখ, কোন কিছু পাও কিনা। সাহাবী বাড়ি গেলেন। তারপর ফিরে এসে বললেন, আল্লাহর কসম, আমি বাড়িতে কোন কিছুই পাই নি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : দেখ, লোহার আংটি হলেও (পাও কিনা)। সাহাবী আবার গেলেন এবং ফিরে এসে বললেন, ইয়া

রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্‌র কসম, আমি লোহার একটি আংটিও পাই নি। তবে আমার এ লুঙ্গীটি আছে। (হযরত) সাহল (রা) বলেন, তার চাদরও ছিল না। এর অর্ধেক তার জন্য। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি তোমার লুঙ্গি দ্বারা কি করবে? তা যদি তুমি পর তাহলে স্ত্রীর জন্য সেটির কোন অংশ অবশিষ্ট থাকবে না। আর যদি সে তা পরিধান করে তাহলে (তোমার জন্য) সেটির কোন অংশ অবশিষ্ট থাকবে না। এরপর সে ব্যক্তি অনেকক্ষণ বসার পর উঠে গেলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে ফিরে যেতে দেখে ডেকে পাঠালেন। যখন তিনি এলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : কুরআনের কোন অংশ তোমার জানা আছে? উত্তরে তিনি বললেন : অমুক সূরা, অমুক সূরা আমার জানা আছে। এভাবে তিনি সূরাগুলোর সংখ্যা বলে দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি কি এগুলো মুখস্ত পাঠ করতে পার? সাহাবী বললেন, হাঁ। তিনি বললেন, যাও এসব সূরার কারণে এই মহিলাকে তোমার অধিকারে দিয়ে দিলাম। এ হল ইব্‌ন আবূ হাযিমের বর্ণনা। আর ইয়াকূবের বর্ণনা শব্দের দিকে দিয়ে এর কাছাকাছি।

٣٣٥٧- وَحَدَّثَنَاهُ خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَائِدَةَ قَالَ انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ .

৩৩৫৭. খালফ ইব্‌ন হিশাম, যুহায়র ইব্‌ন হারব, ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... আবূ হাযিম (র) সূত্রে সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেন। অবশ্য কেউ কারও থেকে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন। তবে যায়িদার হাদীসে রয়েছে, "নবী ﷺ বললেন : তুমি যাও, আমি তোমার সাথে একে বিবাহ দিলাম। তুমি তাকে কুরআন শিক্ষা দাও।"

٣٣٥٨- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيِّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا قَالَتْ أَتَدْرِي مَا النَّشُّ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَتْ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَهٰذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ لِأَزْوَاجِهِ .

৩৩৫৮. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ উমর মাক্কী (র)..... আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বিবাহে মাহর কি পরিমাণ ছিল? তিনি বললেন, তাঁর বিবিগণের মাহরের পরিমাণ ছিল বার উকিয়া ও এক নাশ্। তিনি বললেন, তুমি কি জান এক নাশ্-এর পরিমাণ কতটুকু? আমি বললাম, 'না'। তিনি বললেন, এক-নাশ্ এর পরিমাণ হল আধা উকিয়া। সুতরাং মোট হল পাঁচশত দিরহাম। এই ছিল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সহধর্মিনীগণের মাহর।

٢٣٥٩- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى التَّمِيْمِىُّ وَاَبُوْ الرَّبِيْعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِىُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيٰى قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَأٰى عَلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هٰذَا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلٰى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَبَارَكَ اللّٰهُ لَكَ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ -

৩৩৫৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া তামিমী, আবুর রাবী, সুলায়মান ইব্ন দাউদ আতাকী ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা)-এর কাপড়ে হলদে রং দেখে বললেন, এ কি? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি এক নওয়াত (খেজুরের বীচি) ওযনের সোনার বিনিময়ে এক মহিলাকে বিবাহ করেছি। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে বরকত দন করুন, তুমি অলীমা কর, যদিও একটি বকরী দ্বারা হয়।

٢٣٦٠- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ -

৩৩৬০. মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ গুবারী (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) এক নওয়াত ওযনের সোনার বিনিময়ে বিবাহ করেন। নবী ﷺ তাকে বললেন : "তুমি অলীমা কর, যদি তা একটি বকরী দ্বারাও হয়।"

٢٣٦١- وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلٰى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَاَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَهٗ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ -

৩৩৬১. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও ওয়াকী (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) এক নওয়াত ওযনের সোনার বিনিময়ে এক মহিলাকে বিবাহ করেন। আর নবী ﷺ তাকে বললেন : "তুমি অলীমা কর, যদি একটি বকরী দিয়েও হয়।"

٢٣٦٢- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَهٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حُمَيْدٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّ فِىْ حَدِيْثِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً -

৩৩৬২. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না, আবূ দাউদ থেকে মুহাম্মদ ইব্ন রাফি', হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ্ ওয়াহ্ব ইবনে জারীর থেকে এবং আহ্মাদ ইব্ন খিরাশ (র) শাবাবা থেকে আর তারা সকলে শু'বা সূত্রে হুমায়দ থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেন। তবে ওয়াহবের হাদীসের রয়েছে, আবদুর রহমান (রা) বললেন : আমি এক মহিলাকে বিবাহ করেছি.....।

٣٣٦٣- وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالاَ اَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ رَآنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَىَّ بَشَاشَةُ الْعُرْسِ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الاَنْصَارِ فَقَالَ كَمْ اَصْدَقْتَهَا فَقُلْتُ نَوَاةً وَفِىْ حَدِيْثِ اِسْحَاقَ مِنْ ذَهَبٍ ـ

৩৩৬৩. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও মুহাম্মদ ইব্‌ন কুদামা (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার চেহারায় বাসর যাপনের প্রফুল্লতা দেখতে পেলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি এক আনসার মহিলাকে বিবাহ করেছি। তিনি (নবী ﷺ) বললেন, তুমি তাকে কি পরিমাণ মাহর দিয়েছ? আমি বললাম, এক নওয়াত। ইসহাক (র)-এর বর্ণনায় আছে : স্বর্ণের।

٣٣٦٤- وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ قَالَ شُعْبَةُ وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلٰى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ـ

৩৩৬৪. ইবনুল মুসান্না (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবদুর রহমান (রা) এক নওয়াত ওযনের স্বর্ণের টুকরার বিনিময়ে এক মহিলাকে বিবাহ করেন।

٣٣٦٥- وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَهْبٌ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ مِنْ ذَهَبٍ ـ

৩৩৬৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি‘ (র) ..... শু‘বা (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেন। তবে এতে রয়েছে, তিনি বললেন: আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফের সন্তানদের একজন বলেছেন : স্বর্ণের।

١٤- بَابُ فَضِيْلَةِ اِعْتَاقِ اَمَتِهِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

১৪. পরিচ্ছেদ ঃ দাসী আযাদ করে তাকে বিবাহ করার ফযীলত

٣٣٦٦- حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنِىْ ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ غَزَا خَيْبَرَ قَالَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلاَةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ فَرَكِبَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ وَرَكِبَ اَبُوْ طَلْحَةَ وَاَنَا رَدِيْفُ اَبِىْ طَلْحَةَ فَاَجْرٰى نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ فِىْ زُقَاقِ خَيْبَرَ وَاِنَّ رُكْبَتِىْ لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِىِّ اللّٰهِ ﷺ وَانْحَسَرَ الاِزَارُ عَنْ فَخِذِ نَبِىِّ اللّٰهِ ﷺ فَاِنِّىْ لاَرٰى بَيَاضَ فَخِذِ نَبِىِّ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ قَالَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ وَقَدْ خَرَجَ الْقَوْمُ اِلٰى اَعْمَالِهِمْ فَقَالُوْا مُحَمَّدٌ وَاللّٰهِ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ وَقَالَ بَعْضُ

أَصْحَابِنَا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ قَالَ وَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً وَجُمِعَ السَّبْىُ فَجَاءَهُ دِحْيَةُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَعْطِنِى جَارِيَةً مِنَ السَّبْىِ فَقَالَ اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى نَبِىِّ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ سَيِّدِ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ مَا تَصْلُحُ إِلاَّ لَكَ قَالَ ادْعُوهُ بِهَا قَالَ فَجَاءَ بِهَا فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِىُّ ﷺ قَالَ خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْىِ غَيْرَهَا قَالَ وَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا أَصْدَقَهَا قَالَ نَفْسَهَا أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ النَّبِىُّ ﷺ عَرُوسًا فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَىْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ قَالَ وَبَسَطَ نِطَعًا قَالَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِىءُ بِالأَقِطِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِىءُ بِالتَّمْرِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِىءُ بِالسَّمْنِ فَحَاسُوا حَيْسًا فَكَانَتْ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ .

৩৩৬৬. যুহায়র ইব্‌ন হারব্ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বারের যুদ্ধে যান। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা খায়বারের কাছে অন্ধকার থাকতেই ফজরের সালাত আদায় করলাম। তারপর নবী ﷺ এবং আবূ তালহা (রা) সাওয়ার হলেন। আমি ছিলাম আবূ তালহা (রা)-এর রাদীফ (তাঁর বাহনে তার পশ্চাতে উপবিষ্ট) নবী ﷺ খায়বারের গলি দিয়ে রওনা দিলেন। এ সময় আমার হাঁটু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উরুদেশ স্পর্শ করছিল এবং নবী ﷺ-এর উরু থেকে লুঙ্গী সরে যাচ্ছিল। আর আমি নবী ﷺ-এর উরুর শুভ্রতা দেখছিলাম। যখন তিনি বসতিতে প্রবেশ করলেন তখন বললেন, আল্লাহু আকবার, খায়বার ধ্বংস হোক। বস্তুত আমরা যখন কোন সম্প্রদায়ের অঙ্গিনায় অবতরণ করি তখন সতর্ককৃতদের প্রভাত হয় কত মন্দ! একথা তিনি তিনবার বললেন। বর্ণনাকারী বলেন, ঐ সময় লোকজন তাদের কাজে বের হচ্ছিল। তারা বলতে লাগলো, আল্লাহর কসম, মুহাম্মদ। বর্ণনাকারী আবদুল আযীয বলেন, আমাদের কোন কোন উস্তাদ বলেছেন, মুহাম্মদ এবং তার 'পুরা বাহিনী'। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা খায়বার জয় করলাম এবং বন্দীদের একত্রিত করা হল। তখন দিহয়া (রা) নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কায়েদীদের মধ্যে থেকে আমাকে একজন দাসী প্রদান করুন। তিনি বললেন : যাও, একজন দাসী নিয়ে নাও। তিনি সাফিয়্যা বিনত হুয়াইকে নিয়ে নিলেন। তখন এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, ইয়া নাবী আল্লাহ্! আপনি বনূ কুরায়যা ও বনূ নযীরের সর্দার হুয়ায়্যের কন্যা সাফিয়্যাকে দিহয়াকে দিয়ে দিয়েছেন? ইনি একমাত্র আপনারই উপযুক্ত হতে পারে। তিনি বললেন, তাকে সাফিয়্যাসহ ডাক। তারপর দিহয়া (রা) সাফিয়্যাসহ উপস্থিত হলেন। যখন নবী ﷺ তার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন, তখন তিনি দিহয়া (রা)-কে বললেন, তুমি সাফিয়্যা ব্যতীত কয়েদীদের মধ্য থেকে অন্য কোন দাসী নিয়ে নাও। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি সাফিয়্যাকে আযাদ করলেন এবং তাঁকে বিবাহ করলেন। আনাসকে লক্ষ্য করে সাবিত (রা) বললেন, হে আবূ হামযা! তিনি তাঁকে কী মাহর দিলেন? তিনি বললেন, তিনি তাঁর সত্তাকে মুক্তি দান করেন এবং এর বিনিময়ে তাঁকে বিবাহ করেন। তারপর তিনি যখন (ফেরার) পথে ছিলেন, তখন উম্মু সুলায়ম (রা) সাফিয়্যা (রা)-কে তাঁর জন্য প্রস্তুত করেন এবং রাতে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন। নবী ﷺ তাঁর সঙ্গে বাসর উদ্‌যাপনের পর ভোর হলে তিনি ঘোষণা করলেন, যার নিকট যা কিছু আছে তা নিয়ে যেন উপস্থিত হয়। আর

তিনি চামড়ার বড় দস্তরখান বিছালেন। বর্ণনাকারী বলেন, একথা শুনে কেউ পণীর, কেউ খেজুর ও কেউ ঘি নিয়ে হাযির হল। তারপর এসব মিলিয়ে তারা হায়স তৈরি করেন। আর তাই ছিল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অলীমা।

٣٣٦٧- وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِىْ ابْنَ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ وَعَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِىْ ابْنَ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ وَشُعَيْبِ بْنِ حَبْحَابٍ عَنْ اَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ اَنَسٍ ح وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ اَنَسٍ ح وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ وَعُمَرُ بْنُ سَعْدٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيْعًا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ اَنَسٍ كُلُّهُمْ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ اَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا وَفِىْ حَدِيْثِ مُعَاذٍ عَنْ اَبِيْهِ تَزَوَّجَ صَفِيَّةَ وَاَصْدَقَهَا عِتْقَهَا -

৩৩৬৭. আবুর রাবী যাহরানী, কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ গুবারী, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি'(র)..... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি সাফিয়্যাকে আযাদ করলেন এবং তার আযাদীকে মাহর ধার্য করলেন। অপর এক হাদীসে মু'আয তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, "নবী ﷺ সাফিয়্যাকে বিবাহ করেন এবং তাঁর আযাদীকে মাহর ধার্য করেন।"

٣٣٦٨- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ الَّذِىْ يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا لَهُ اَجْرَانِ -

৩৩৬৮. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: যে তার দাসী আযাদ করে তাকে বিয়ে করে, তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সাওয়াব।

٣٣٦٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ اَبِىْ طَلْحَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَدَمِىْ تَمَسُّ قَدَمَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَاَتَيْنَاهُمْ حِيْنَ بَزَغَتِ الشَّمْسُ وَقَدْ اَخْرَجُوْا مَوَاشِيَهُمْ وَخَرَجُوْا بِفُؤُسِهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ وَمُرُوْرِهِمْ فَقَالُوْا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيْسُ قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَرِبَتْ خَيْبَرُ اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ قَالَ وَهَزَمَهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَوَقَعَتْ فِىْ سَهْمِ دَحْيَةَ جَارِيَةٌ جَمِيْلَةٌ فَاشْتَرَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسَبْعَةِ اَرْؤُسٍ ثُمَّ دَفَعَهَا اِلٰى اُمِّ سُلَيْمٍ تُصَنِّعُهَا لَهُ وَتُهَيِّئُهَا قَالَ وَاَحْسِبُهُ قَالَ وَتَعْتَدُّ فِىْ

بَيْتِهَا وَهِىَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىٍّ قَالَ وَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلِيْمَتَهَا التَّمْرَ وَالْاَقِطَ وَالسَّمْنَ فُحِصَتِ الْاَرْضُ اَفَاحِيْصَ وَجِيْءَ بِالْاَنْطَاعِ فَوُضِعَتْ فِيْهَا وَجِئَ بِالْاَقِطِ وَالسَّمْنِ فَشَبِعَ النَّاسُ قَالَ وَقَالَ النَّاسُ لاَ نَدْرِىْ أَتَزَوَّجَهَا اَمِ اتَّخَذَهَا اُمَّ وَلَدٍ قَالُوْا اِنْ حَجَبَهَا فَهِىَ امْرَأَتُهُ وَاِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِىَ اُمُّ وَلَدٍ فَلَمَّا اَرَادَ اَنْ يَرْكَبَ حَجَبَهَا فَقَعَدَتْ عَلٰى عَجُزِ الْبَعِيْرِ فَعَرَفُوْا اَنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَهَا فَلَمَّا دَنَوْا مِنَ الْمَدِيْنَةِ دَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَدَفَعْنَا قَالَ فَعَثَرَتِ النَّاقَةُ الْعَضْبَاءُ وَنَدَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَدَرَتْ فَقَامَ فَسَتَرَهَا وَقَدْ اَشْرَفَتِ النِّسَاءُ فَقُلْنَ اَبْعَدَ اللّٰهُ الْيَهُوْدِيَّةَ قَالَ قُلْتُ يَا اَبَا حَمْزَةَ أَوَقَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِىْ وَاللّٰهِ لَقَدْ وَقَعَ قَالَ اَنَسٌ وَشَهِدْتُ وَلِيْمَةَ زَيْنَبَ فَاَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا وَكَانَ يَبْعَثُنِىْ فَاَدْعُوْ النَّاسَ فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ وَتَبِعْتُهُ فَتَخَلَّفَ رَجُلاَنِ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيْثُ لَمْ يَخْرُجَا فَجَعَلَ يَمُرُّ عَلٰى نِسَائِهِ فَيُسَلِّمُ عَلٰى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ كَيْفَ اَنْتُمْ يَا اَهْلَ الْبَيْتِ فَيَقُوْلُوْنَ بِخَيْرٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ وَجَدْتَ اَهْلَكَ فَيَقُوْلُ بِخَيْرٍ فَلَمَّا فَرَغَ رَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ اِذَا هُوَ بِالرَّجُلَيْنِ قَدِ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيْثُ فَلَمَّا رَأَيَاهُ قَدْ رَجَعَ قَامَا فَخَرَجَا فَوَاللّٰهِ مَا اَدْرِىْ اَنَا اَخْبَرْتُهُ اَمْ اُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْىُ بِاَنَّهُمَا قَدْ خَرَجَا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِىْ اُسْكُفَّةِ الْبَابِ اَرْخَى الْحِجَابَ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى هٰذِهِ الْاٰيَةَ « لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِىِّ اِلاَّ اَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ » الْاٰيَةَ ـ

৩৩৬৯. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বারের যুদ্ধে আমি আবূ তালহা (রা)-এর পিছনে সাওয়ার ছিলাম। আমার পা তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কদম মুবারক স্পর্শ করছিল। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা সূর্যোদয়ের সময় খায়বারবাসীদের নিকট পৌঁছলাম। তারা তখন চতুষ্পদ জন্তু, কোদাল, বস্তা ও রশি নিয়ে বের হচ্ছিল। তারা বলতে লাগলো মুহাম্মদ তাঁর পঞ্চবাহিনী (পূর্ণ বাহিনী) নিয়ে এসে গেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : খায়বার ধ্বংস হোক, আমরা যখন কোন শত্রু দলের আংগিনায় অবতরণ করি তখন সতর্কীকৃত লোকদের প্রভাত হয় মন্দ। বর্ণনাকারী বলেন, (ঐ অভিযানে) আল্লাহ্ তাদের পরাজিত করেছেন। দিহ্য়া (রা)-এর ভাগে পড়ে সুন্দরী দাসী। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাতজন দাসের বিনিময়ে সে দাসীকে খরীদ করে নেন।

অতঃপর তিনি তাকে উম্মু সুলায়ম (রা)-এর হাওয়ালা করেন যাতে তিনি তাঁকে ঠিকঠাক করে প্রস্তুত করে দেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় রাবী একথাও বলেছেন যে, সে যেন তাঁর ঘরে ইদ্দত পূর্ণ করে। তিনি ছিলেন হুয়ায়্যের কন্যা সাফিয়্যা। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খেজুর, পানীয় ও ঘি দিয়ে তার অলীমা করলেন। এ উদ্দেশ্যে যমীনের কিছু অংশ গর্ত করে তাতে চামড়ার বড় দস্তরখান বিছিয়ে দেওয়া হয়। এতেই পানীয় ও ঘি রাখা হয়। সকলেই তা তৃপ্তির সাথে আহার করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, লোকেরা বলতে লাগল :

আমরা জানি না, তিনি তাকে বিবাহ করলেন, না উম্মু ওয়ালাদ (দাসী)-রূপে গ্রহণ করলেন। আবার কয়েকজন বলতে লাগল, যদি তিনি তাঁর পর্দার ব্যবস্থা না করেন তবে তিনি তাঁর উম্মু ওয়ালাদ। তিনি যখন বাহনে সাওয়ার হওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন তাঁর জন্য পর্দার ব্যবস্থা করলেন। এরপর সাফিয়্যা (রা) উটের পিছনের দিকে বসলেন। তখন লোকেরা জানতে পারল যে, তিনি তাঁকে বিবাহ করেছেন।

সাহাবীগণ যখন মদীনার নিকটবর্তী হলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন দ্রুত অগ্রসর হতে থাকলেন এবং আমরাও দ্রুত চললাম। তখন নবীজীর আসবাব উটনীটি হোঁচট খেয়ে যমীনে পড়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যমীনে পড়ে যান এবং সাফিয়্যা (রা)-ও পড়ে যান। তিনি দাঁড়িয়ে সাফিয়্যা (রা)-কে পর্দার দ্বারা আবৃত করে দেন। এ দেখে কতিপয় মহিলা বলতে লাগল, ইয়াহূদী মহিলাকে আল্লাহ্ তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত করুন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, হে আবূ হামযা! সত্যিই কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উটনী থেকে যমীনে পড়ে গিয়েছিলেন? তিনি শপথ করে বললেন, হাঁ। আনাস (রা) বলেন, আমি নিজে যায়নাব (রা)-এর অলীমা অনুষ্ঠানে ছিলাম। সে অনুষ্ঠানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের তৃপ্তি সহকারে রুটি ও গোশ্ত আহার করিয়ে ছিলেন। সেই অলীমার দাওয়াত দেওয়ার জন্য তিনি আমাকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি যখন অলীমার কাজ শেষ করে উঠলেন, আমিও তাঁর পিছনে চললাম। তখনও দু'জন লোক ঘরে কথাবার্তায় ব্যস্ত রইল, তারা বের হল না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর স্ত্রীগণের নিকট গেলেন এবং প্রত্যেককেই 'আস্সালামু আলাইকুম' বলে জিজ্ঞেস করলেন, হে গৃহবাসী! তোমরা কেমন আছ? উত্তরে প্রত্যেকেই বলেন, "আমরা ভাল আছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আপনার নব পরিণীতাকে কেমন পেয়েছেন? বললেন, ভালই। তিনি যখন এ কাজ শেষ করে ফিরে এলেন, আমিও তাঁর সঙ্গে ফিরে এলাম। যখন তিনি দরজার কাছে এলেন– দেখলেন যে, সেই দু'জন আলোচনায় রত আছে। তারা তাঁকে ফিরে যেতে দেখে উঠে চলে গেল। আনাস (রা) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমার মনে নেই, ঘর থেকে ঐ দু'জন লোকের বের হয়ে যাওয়ার কথা আমি তাঁকে জানিয়েছিলাম, না এ ব্যাপারে তাঁর উপর ওহী নাযিল হয়েছিল। তিনি আবার ফিরে এলেন এবং আমিও তাঁর সঙ্গে ফিরে এলাম। যখন তিনি দরজার চৌকাঠে পা রাখলেন তখন তিনি আমার ও তাঁর মাঝে পর্দা টেনে দিলেন, আর আল্লাহ্ এই আয়াত অবতীর্ণ করেন : "তোমরা নবীর ঘরে তাঁর বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করবে না"।

٣٣٧. وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ ح وَحَدَّثَنِىْ بِهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ هَاشِمِ بْنِ حَيَّانَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا اَنَسٌ قَالَ صَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ فِىْ مَقْسَمِهِ وَجَعَلُوْا يَمْدَحُوْنَهَا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَيَقُوْلُوْنَ مَا رَأَيْنَا فِى السَّبْىِ مِثْلَهَا قَالَ فَبَعَثَ اِلٰى دَحْيَةَ فَاَعْطَاهُ بِهَا مَا اَرَادَ ثُمَّ دَفَعَهَا اِلٰى اُمِّىْ فَقَالَ اَصْلِحِيْهَا قَالَ ثُمَّ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ حَتّٰى اِذَا جَعَلَهَا فِىْ ظَهْرِهِ نَزَلَ ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهَا الْقُبَّةَ فَلَمَّا اَصْبَحَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَأْتِنَا بِهِ قَالَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِىْءُ بِفَضْلِ التَّمْرِ وَفَضْلِ السَّوِيْقِ حَتّٰى جَعَلُوْا مِنْ ذٰلِكَ سَوَادًا حَيْسًا فَجَعَلُوْا يَأْكُلُوْنَ مِنْ ذٰلِكَ الْحَيْسِ وَيَشْرَبُوْنَ مِنْ حِيَاضٍ اِلٰى جَنْبِهِمْ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ قَالَ فَقَالَ اَنَسٌ فَكَانَتْ

تِلْكَ وَلِيْمَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْهَا قَالَ فَانْطَلَقْنَا حَتّٰى اِذَا رَأَيْنَا جُدُرَ الْمَدِيْنَةِ هَشِشْنَا اِلَيْهَا فَرَفَعْنَا مَطِيَّنَا وَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَطِيَّتَهُ قَالَ وَصَفِيَّةُ خَلْفَهُ قَدْ اَرْدَفَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَعَثَرَتْ مَطِيَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصُرِعَ وَصُرِعَتْ قَالَ فَلَيْسَ اَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَنْظُرُ اِلَيْهِ وَلاَ اِلَيْهَا حَتّٰى قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَتَرَهَا قَالَ فَاَتَيْنَاهُ فَقَالَ لَمْ نُضَرَّ قَالَ فَدَخَلْنَا الْمَدِيْنَةَ فَخَرَجَ جَوَارِىْ نِسَائِهِ يَتَرَاءَيْنَهَا وَيَشْمَتْنَ بِصَرْعَتِهَا ـ

৩৩৭০. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাশিম ইব্ন হায়্যান (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাফিয়্যা (রা) দিহয়া (রা)-এর ভাগে পড়েন। লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে তাঁর প্রশংসা করে বলতে লাগলো, আমরা কয়েদীদের মধ্যে তাঁর কোন জুড়ি দেখি নি। আনাস (রা) বলেন, তখন তিনি দিহয়াকে ডেকে পাঠালেন এবং সাফিয়্যার বদলে তিনি যা চাইলেন তা তাকে দিয়ে দিলেন। তারপর সাফিয়্যাকে আমার মায়ের হাওয়ালা করলেন এবং বললেন, তুমি তাকে (সাজিয়ে) ঠিকঠাক করে দাও। আনাস (রা) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বার থেকে বের হয়ে পড়লেন। খায়বার পেছনে ছেড়ে আসার পর তিনি তিনি এক জায়গায় যাত্রা বিরতি দিলেন। তারপর সাফিয়্যার উপর একটি তাঁবু খাটিয়ে দিলেন। ভোরে উঠে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যার কাছে উদ্বৃত্ত খাদ্য আছে সে যেন তা আমার কাছে নিয়ে আসে। আনাস (রা) বলেন, তখন লোকজন তাদের উদ্বৃত্ত খেজুর এবং উদ্বৃত্ত ছাতু আনতে লাগল। এমনকি এগুলোর একটি স্তুপ পরিমাণ জমা হয়ে গেল। তারপর তা দ্বারা তারা হায়স তৈরি করল। তারপর সকলে হায়স থেকে খেতে লাগল এবং বৃষ্টির পানির হাউয থেকে তারা পানি পান করতে লাগল। বর্ণনাকারী (সাবিত) বলেন, আনাস (রা) বলেন, তাই ছিল হযরত সাফিয়্যা (রা)-এর অলীমা। তিনি বলেন, তারপর আমরা রওনা দিলাম এবং যখন মদীনার প্রাচীরগুলো দেখতে পেলাম তখন মদীনার জন্য আমাদের মন উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। আমরা আমাদের সাওয়ারীগুলোকে দ্রুত চালনা করলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-ও তাঁর সাওয়ারীকে দ্রুত চালালেন। আনাস (রা) বলেন, সাফিয়্যা তাঁর পিছনে তাঁর সাথে সাওয়ার হয়ে গিয়েছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উটনী হোঁচট খায়। ফলে তিনি ও সাফিয়্যা (রা) পড়ে যান। বর্ণনাকারী বলেন, লোকেরা কেউ তাঁকে ও সাফিয়্যাতে দেখে ফেলার আগেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে তাঁকে আবৃত করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমরা মদীনায় প্রবেশ করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অপরাপর সহধর্মিণীদের দাসীরা বের হয়ে সাফিয়্যাকে পরস্পরকে দেখাতে লাগলেন এবং তাঁর মাটিতে পড়ে যাওয়ার কারণে আফসোস করতে লাগলেন।

١٥ـ بَابُ زَوَاجِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَنُزُوْلِ الْحِجَابِ وَاِثْبَاتِ وَلِيْمَةِ الْعُرْسِ

১৫. পরিচ্ছেদ : যায়নাব বিনত জাহশকে বিবাহ করা, পর্দার হুকুম নাযিল হওয়া এবং বিবাহের অলীমা সাবিত প্রসংগ

٣٣٧١ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُوْنٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ ح وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالاَ جَمِيْعًا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ وَهٰذَا حَدِيْثُ

بَهْزٍ قَالَ لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِزَيْدٍ فَاذْكُرْهَا عَلَىَّ فَانْطَلَقَ زَيْدٌ حَتّٰى اَتَاهَا وَهِيَ تُخَمِّرُ عَجِيْنَهَا قَالَ فَلَمَّا رَاَيْتُهَا عَظُمَتْ فِيْ صَدْرِيْ حَتّٰى مَا اسْتَطِيْعُ اَنْظُرَ اِلَيْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرَهَا فَوَلَّيْتُهَا ظَهْرِيْ وَنَكَصْتُ عَلٰى عَقِبِيْ فَقُلْتُ يَا زَيْنَبُ اَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُكِ قَالَتْ مَا اَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتّٰى اُوَامِرَ رَبِّيْ فَقَامَتْ اِلٰى مَسْجِدِهَا وَنَزَلَ الْقُرْاٰنُ وَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ اِذْنٍ قَالَ فَقَالَ وَلَقَدْ رَاَيْتُنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَطْعَمَنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ حِيْنَ امْتَدَّ النَّهَارُ فَخَرَجَ النَّاسُ وَبَقِيَ رِجَالٌ يَتَحَدَّثُوْنَ فِي الْبَيْتِ بَعْدَ الطَّعَامِ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاتَّبَعْتُهُ فَجَعَلَ يَتَتَبَّعُ حُجَرَ نِسَائِهِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ وَيَقُلْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ وَجَدْتَ اَهْلَكَ قَالَ فَمَا اَدْرِيْ اَنَا اَخْبَرْتُهُ اَنَّ الْقَوْمَ قَدْ خَرَجُوْا اَوْ اَخْبَرَنِيْ قَالَ فَانْطَلَقَ حَتّٰى دَخَلَ الْبَيْتَ فَذَهَبْتُ اَدْخُلُ مَعَهُ فَاَلْقَى السِّتْرَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ وَنَزَلَ الْحِجَابُ قَالَ وَوُعِظَ الْقَوْمُ بِمَا وُعِظُوْابِهِ زَادَ ابْنُ رَافِعٍ فِيْ حَدِيْثِهِ « لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلاَّ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِيْنَ اِنَاهُ اِلٰى قَوْلِهِ وَاللّٰهُ لاَ يَسْتَحْيِيْ مِنَ الْحَقِّ » ـ

৩৩৭১. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম ইব্‌ন মায়মূন ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি‘ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন যয়নাব (রা)-এর ইদ্দত পূর্ণ হল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যায়দ (রা)-কে বললেন, তুমি যয়নাবের নিকট আমার কথা উল্লেখ কর। আনাস (রা) বলেন, যায়দ (রা) রওনা হলেন এবং তাঁর নিকট গেলেন। তখন তিনি আটার খামির করছিলেন। যায়দ (রা) বলেন, আমি যখন তাঁকে দেখলাম তাঁর মর্যাদা আমার অন্তরে এমনভাবে জাগ্রত হল যে, আমি তাঁর প্রতি তাকাতে পারলাম না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে স্মরণ করেছেন। তাই আমি তাঁর দিকে পিঠ ফিরে দাঁড়ালাম এবং পিছনের দিকে সরে পড়লাম। এরপর বললাম, হে যয়নাব ! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাকে স্মরণ করে আমাকে পাঠিয়েছেন। তিনি বললেন, আমি এ সম্পর্কে কিছুই করব না যে পর্যন্ত না আমি আমার রবের কাছ থেকে নির্দেশ লাভ করি। এরপর তিনি তার সালাতের জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেন। এদিকে কুরআন নাযিল হল এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এসে যয়নাবের বিনা অনুমতিতেই তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন। আনাস (রা) বলেন, আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (যয়নাবের সেই বিবাহ উপলক্ষে) দুপুরবেলায় আমাদের রুটি গোশ্‌ত খাইয়েছেন। খাওয়া- দাওয়ার পর লোকেরা বের হয়ে গেল কিন্তু কয়েকজন লোক খাওয়ার পর আলাপে মশগুল থাকল। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বের হয়ে পড়লেন, আমিও তাঁর অনুসরণ করলাম। তিনি তাঁর বিবিগণের ঘরে ঘরে উপস্থিত হয়ে তাঁদের সালাম করতে লাগলেন। আর বিবিগণ তাঁকে জিজ্ঞেস করছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার এ স্ত্রীকে কেমন পেয়েছেন? আনাস (রা) বলেন, আমার মনে নেই, (আলাপরত) সে লোকদের বের হয়ে যাওয়ার কথা আমিই তাঁকে জানিয়েছিলাম, না তিনিই আমাকে জানিয়েছিলেন। তিনি বলেন, তারপর তিনি চললেন এবং সে ঘরে প্রবেশ করলেন আমিও তাঁর সঙ্গে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলাম। এ সময় তিনি আমার ও তাঁর মধ্যে পর্দা টেনে দিলেন। আর পর্দার বিধান নাযিল হল। আনাস (রা) বলেন, লোকদের উপদেশ দেওয়া হল, যে উপদেশ দেওয়ার ছিল। ইব্‌ন রাফি‘ তার হাদীসে অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা‘আলা বলেন : (অর্থ) তোমাদের

অনুমতি দেওয়া না হলে তোমরা খাওয়ার জন্য প্রস্তুতির অপেক্ষা না করে নবীগৃহে প্রবেশ করবে না..... কিন্তু আল্লাহ্ সত্য বলতে সংকোচবোধ করেন না।

٣٣٧٢- حَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِىُّ وَاَبُوْ كَامِلٍ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا حَمَّادُ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ وَفِىْ رِوَايَةِ اَبِىْ كَامِلٍ سَمِعْتُ اَنَسًا قَالَ مَارَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَوْلَمَ عَلَى امْرَأَةٍ وَقَالَ اَبُوْ كَامِلٍ عَلَى شَىْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا اَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ فَاِنَّهُ ذَبَحَ شَاةً -

৩৩৭২. আবুর রাবী যাহরানী, আবূ কামিল ফুযায়ল ইব্ন হুসায়ন ও কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কোন মহিলার জন্য– আবূ কামিল বলেন, তাঁর কোন স্ত্রীর জন্য সেরূপ অলীমা করতে দেখি নি যেমন অলীমা করেছেন যায়নাবের জন্য। তার জন্য তিনি একটি বকরী যবেহ করেছেন।

٣٣٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ بْنِ اَبِىْ رَوَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ مَا اَوْلَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ اَكْثَرَ اَوْ اَفْضَلَ مِمَّا اَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ فَقَالَ ثَابِتٌ الْبُنَانِىُّ بِمَا اَوْلَمَ قَالَ اَطْعَمَهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا حَتَّى تَرَكُوْهُ -

৩৩৭৩. মুহাম্মদ ইব্ন আম্র ইব্ন আব্বাদ ইব্ন জাবালা ইব্ন আবূ রাওয়াদ ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ..... সাবিত (র) থেকে বর্ণিত, হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, যায়নাব (রা)-এর জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এত অধিক পরিমাণ অথবা উত্তমভাবে অলীমা করেছিলেন, যা তিনি তাঁর সহধার্মিণীদের কারো জন্য করেন নি। সাবিত বুনানী জিজ্ঞেস করেন, তিনি কী দিয়ে অলীমা করেছিলেন? তিনি (আনাস রা) বললেন, সবাইকে তিনি রুটি ও গোশ্ত খাওয়ালেন। এমনকি তারা উদ্বৃত্ত রেখে গেল।

٣٣٧٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِىُّ وَعَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى كُلُّهُمْ عَنْ مُعْتَمِرٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ حَدَّثَنَا اَبُوْ مِجْلَزٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِىُّ ﷺ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ دَعَا الْقَوْمَ فَطَعِمُوْا ثُمَّ جَلَسُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ قَالَ فَاَخَذَ كَاَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُوْمُوْا فَلَمَّا رَأَى ذٰلِكَ قَامَ فَلَمَّا قَامَ مَنْ قَامَ مِنَ الْقَوْمِ زَادَ عَاصِمٌ وَابْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى فِىْ حَدِيْثِهِمَا قَالَ فَقَعَدَ ثَلاَثَةٌ وَاِنَّ النَّبِىَّ ﷺ جَاءَ لِيَدْخُلَ فَاِذَا الْقَوْمُ جُلُوْسٌ ثُمَّ اِنَّهُمْ قَامُوْا فَانْطَلَقُوْا قَالَ فَجِئْتُ فَاَخْبَرْتُ النَّبِىَّ ﷺ اَنَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوْا قَالَ فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ فَذَهَبْتُ اَدْخُلُ فَاَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ قَالَ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ «يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِىِّ اِلاَّ اَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِيْنَ اِنَاهُ اِلٰى قَوْلِهِ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا» -

৩৩৭৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব হারিসী, আসিম ইব্ন নযর তায়মী এবং মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন যায়নাব বিনত জাহশ (রা)-কে বিবাহ করেন, তখন তিনি লোকদের দাওয়াত করেন। তারা খাওয়া-দাওয়া করে বসে কথাবার্তা বলতে লাগল। আনাস (রা) বলেন, তখন নবী ﷺ যেন দাঁড়াতে উদ্যত হলেন তবুও তারা উঠল না। এরূপ দেখে তিনি উঠে গেলেন। তারা উঠে যাওয়ার পর তাদের মধ্যে যারা উঠবার তারা উঠে গেল। আসিম ও ইব্ন আবদুল আ'লার বর্ণনায় অতিরিক্ত রয়েছে, আনাস (রা) বলেন, কিন্তু তিনজন লোক ঘরে বসে রইল। নবী ﷺ ঘরে প্রবেশ করার জন্য এসে দেখতে পান যে, কয়েকজন লোক বসে আছে। এরপর তারাও উঠে চলে গেল। আনাস (রা) বলেন, আমি এসে তাদের চলে যাবার সংবাদ নবী ﷺ-কে দিলাম। আনাস (রা) বলেন, তিনি এসে প্রবেশ করলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে প্রবেশ করতে অগ্রসর হলাম। এ সময় তিনি আমার ও তাঁর মাঝখানে পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন। আনাস (রা) বলেন, আর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন : "তোমাদের অনুমতি দেওয়া না হলে তোমরা খাওয়ার জন্য অপেক্ষা না করে নবীগৃহে প্রবেশ করবে না..... – আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা গুরুতর।"

٣٣٧٥- وَحَدَّثَنِيْ عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ صَالِحٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ اِنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ اَنَا اَعْلَمُ النَّاسِ بِالْحِجَابِ لَقَدْ كَانَ اُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَسْأَلُنِيْ عَنْهُ قَالَ اَنَسٌ اَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَرُوْسًا بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَ وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالْمَدِيْنَةِ فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَجَلَسَ مَعَهُ رِجَالٌ بَعْدَ مَاقَامَ الْقَوْمُ حَتّٰى قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَمَشٰى فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتّٰى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ ثُمَّ ظَنَّ اَنَّهُمْ قَدْ خَرَجُوْا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَاِذَا هُمْ جُلُوْسٌ مَكَانَهُمْ فَرَجَعَ فَرَجَعْتُ الثَّانِيَةَ حَتّٰى بَلَغَ حُجْرَةَ عَائِشَةَ فَرَجَعَ فَرَجَعْتُ فَاِذَا هُمْ قَدْ قَامُوْا فَضَرَبَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ بِالسِّتْرِ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ اٰيَةَ الْحِجَابِ -

৩৩৭৫. আমরুন্ নাকিদ (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি পর্দার হুকুম সংক্রান্ত ঘটনা সম্পর্কে সবার চাইতে বেশি অবগত। এ ব্যাপারে উবাই ইব্ন কা'ব (রা) আমাকে জিজ্ঞেস করতেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যায়নাব বিনত জাহশের স্বামী হন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বিবাহ করেন মদীনায়। এ উপলক্ষে তিনি দ্বিপ্রহরের সময় খাওয়ার জন্য লোকদের দাওয়াত দেন। লোকজন উঠে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বসলেন এবং তাঁর সঙ্গে কিছু লোক বসে থাকল। শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে হাঁটতে লাগলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে চলতে থাকলাম। তিনি 'আয়েশা (রা)-এর হুজরায় পৌঁছলেন। যখন তিনি ধারণা করলেন যে, তারা (উপবিষ্ট লোকজন) বেরিয়ে গেছে, তখন তিনি ফিরে এলেন এবং আমিও তাঁর সঙ্গে ফিরে এলাম। দেখা গেল, তখন তারা তাদের জায়গায় বসা আছে। তখন তিনি ফিরে গেলেন এবং আমিও তাঁর সঙ্গে দ্বিতীয়বার ফিরে গেলাম। তিনি 'আয়েশা (রা)-এর হুজরায় পৌঁছলেন। আবার তিনি যায়নাবের ঘরের দিকে ফিরলেন। দেখা গেল, লোকেরা চলে গেছে। তখন তিনি আমার ও তাঁর মাঝখানে পর্দা টেনে দিলেন। আর পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হল।

٣٣٧٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ يَعْنِى ابْنَ سُلَيْمَانَ عَنِ الْجَعْدِ اَبِى عُثْمَانَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَدَخَلَ بِاَهْلِهِ قَالَ فَصَنَعَتْ اُمِّى اُمُّ سُلَيْمٍ حَيْسًا فَجَعَلَتْهُ فِىْ تَوْرٍ فَقَالَتْ يَا اَنَسُ اذْهَبْ بِهٰذَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْ بَعَثَتْ بِهٰذَا اِلَيْكَ اُمِّىْ وَهِىَ تُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَتَقُوْلُ اِنَّ هٰذَا لَكَ مِنَّا قَلِيْلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَذَهَبْتُ بِهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ اِنَّ اُمِّىْ تُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَتَقُوْلُ اِنَّ هٰذَا لَكَ مِنَّا قَلِيْلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ ضَعْهُ ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَادْعُ لِىْ فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا وَمَنْ لَقِيْتَ وَسَمّٰى رِجَالًا - قَالَ فَدَعَوْتُ مَنْ سَمّٰى وَمَنْ لَقِيْتُ قَالَ قُلْتُ لِاَنَسٍ عَدَدَكُمْ كَانُوْا قَالَ زُهَاءَ ثَلَاثِمِائَةٍ وَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَنَسُ هَاتِ التَّوْرَ قَالَ فَدَخَلُوْا حَتّٰى امْتَلَأَتِ الصُّفَّةُ وَالْحُجْرَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيَتَحَلَّقْ عَشَرَةٌ عَشَرَةٌ وَلْيَأْكُلْ كُلُّ اِنْسَانٍ مِمَّا يَلِيْهِ قَالَ فَاَكَلُوْا حَتّٰى شَبِعُوْا قَالَ فَخَرَجَتْ طَائِفَةٌ وَدَخَلَتْ طَائِفَةٌ حَتّٰى اَكَلُوْا كُلُّهُمْ فَقَالَ لِىْ يَا اَنَسُ ارْفَعْ قَالَ فَرَفَعْتُ فَمَا اَدْرِىْ حِيْنَ وَضَعْتُ كَانَ اَكْثَرَ اَمْ حِيْنَ رَفَعْتُ قَالَ وَجَلَسَ طَوَائِفُ مِنْهُمْ يَتَحَدَّثُوْنَ فِىْ بَيْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ وَزَوْجَتُهُ مُوَلِّيَةٌ وَجْهَهَا اِلَى الْحَائِطِ فَثَقُلُوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَلَّمَ عَلٰى نِسَائِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَلَمَّا رَأَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ رَجَعَ ظَنُّوْا اَنَّهُمْ قَدْ ثَقُلُوْا عَلَيْهِ قَالَ فَابْتَدَرُوا الْبَابَ فَخَرَجُوْا كُلُّهُمْ وَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَرْخَى السِّتْرَ وَدَخَلَ وَاَنَا جَالِسٌ فِى الْحُجْرَةِ فَلَمْ يَلْبَثْ اِلَّا يَسِيْرًا حَتّٰى خَرَجَ عَلَىَّ وَاُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ « يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِىِّ اِلَّا اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِيْنَ اِنٰهُ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَأْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِىَّ » اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ قَالَ الْجَعْدُ قَالَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَا اَحْدَثُ النَّاسِ عَهْدًا بِهٰذِهِ الْاٰيَاتِ وَحُجِبْنَ نِسَاءُ النَّبِىِّ ﷺ -

৩৩৭৬. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .....জা'দ ইব্‌ন উসমান আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণরা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিবাহ করলেন এবং তাঁর স্ত্রীর কাছে গেলেন। আনাস (রা) বলেন, আমার মা উম্মু সুলায়ম (রা) হায়স তৈরি করেছিলেন এবং তা একটি ছোট পাত্রে রেখে আমাকে বললেন, হে আনাস! এটা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে নিয়ে যাও এবং তাঁকে বল, আমার মা আপনার খিদমতে পাঠিয়েছেন এবং আপনাকে সালাম পৌঁছিয়েছেন। (আরও বলো যে,) তিনি বলেছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার জন্য আমাদের পক্ষ থেকে এটা অতি সামান্য। আনাস (রা) বলেন, আমি হায়স নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে গেলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মা আপনাকে সালাম দিয়েছেন এবং বলেছেন : আমাদের পক্ষ থেকে আপনার জন্য এটা অতি

সামান্য। তিনি বললেন, এটা রাখ। তারপর বললেন : তুমি যাও, অমুক অমুক অমুককে দাওয়াত দাও এবং সেসব লোককেও, যাদের সাথে তোমার সাক্ষাত হবে। এ বলে, তিনি লোকদের নাম বললেন। আনাস (রা) বলেন, আমি তখন বর্ণিত লোকদের দাওয়াত দিলাম এবং তাদেরও, যাদের সাথে আমার সাক্ষাত হল। সাবিত (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, (আমন্ত্রিত লোকদের) সংখ্যা কত ছিল? তিনি বললেন, প্রায় তিনশত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, হে আনাস! (হায়স-এর) পাত্রটি নিয়ে এসো। আনাস (রা) বলেন, দাওয়াতপ্রাপ্ত লোকজন আসল। এমনকি ঘর ও চত্তর ভরে গেল। রাসূলুল্লাহ্ বললেন, তোমরা দশ-দশজন করে গোল হয়ে বস এবং প্রত্যেকেই নিজের সম্মুখ থেকে খাদ্য গ্রহণ কর। আনাস (রা) বলেন, সকলেই খেয়ে তৃপ্ত হল। তিনি বলেন, একদল গেল আরেক দল প্রবেশ করল। এভাবে সকলে খাবার কাজ সেরে নিল। তারপর তিনি আমাকে বললেন, হে আনাস! (হায়সের পাত্র) তোল। তিনি বলেন, এরপর আমি পাত্রটি তুলে নিলাম। পাত্রটি রাখার সময় এতে খাদ্য বেশি ছিল কি না, সেটি উঠাবার সময় তা আমি বুঝতে পারছিলাম না। আনাস (রা) বলেন, তাদের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরে বসে কথাবার্তা বলতে লাগল। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সেখানে) বসা ছিলেন এবং তাঁর সহধর্মিণী (যায়নাব) দেয়ালমুখী হয়ে পিছনে ফিরে রইলেন। তাদের উপস্থিতি তাঁর কাছে কষ্টকর মনে হল। তারপর তিনি তাঁর অন্যান্য বিবিদের কাছে বেরিয়ে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পর ফিরে এলেন। তাঁরা যখন দেখল যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে এসেছেন, তারা বুঝতে পারল যে, তাদের অবস্থিতি তাঁর জন্য কষ্টকর হয়েছে। আনাস (রা) বলেন, তখন তারা তাড়াতাড়ি দরজার দিকে এগিয়ে গেল এবং সবাই বেরিয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন ও পর্দা টেনে দিলেন এবং পর্দার ভিতরে প্রবেশ করলেন। আমি ঘরে বসে রইলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি আমার কাছে ফিরে এলেন। তখন এই আয়াত নাযিল হয় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে আয়াত লোকদের কাছে পাঠ করলেন ঃ (অর্থ) "হে মু'মিনগণ! তোমাদের অনুমতি দেওয়া না হলে তোমরা আহার্য প্রস্তুতের জন্য অপেক্ষা না করে আহার গ্রহণের জন্য নবীর গৃহে প্রবেশ করবে না। তবে তোমাদের আহ্বান করলে তোমরা প্রবেশ করবে এবং আহারের পর তোমরা চলে যাবে এবং কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়বে না। কারণ তোমাদের এ আচরণ নবীকে কষ্ট দেয়"..... আয়াতের শেষ পর্যন্ত। রাবী জা'দ (র) বলেন, আনাস (রা) বলেছেন, এ সকল আয়াত লোকদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম জেনেছি। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিবিগণকে পর্দার আড়ালে নেওয়া হল।

٣٣٧٧- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِىُّ ﷺ زَيْنَبَ اَهْدَتْ لَهُ اُمُّ سُلَيْمٍ حَيْسًا فِىْ تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ فَقَالَ اَنَسٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذْهَبْ فَادْعُ لِىْ مَنْ لَقِيْتَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَدَعَوْتُ لَهُ مَنْ لَقِيْتُ فَجَعَلُوْا يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِ فَيَأْكُلُوْنَ وَيَخْرُجُوْنَ وَوَضَعَ النَّبِىُّ ﷺ يَدَهُ عَلَى الطَّعَامِ فَدَعَا فِيْهِ وَقَالَ فِيْهِ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَقُوْلَ وَلَمْ اَدَعْ اَحَدًا لَقِيْتُهُ اِلاَّ دَعَوْتُهُ فَاَكَلُوْا حَتّٰى شَبِعُوْا وَخَرَجُوْا وَبَقِىَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَاَطَالُوْا عَلَيْهِ الْحَدِيْثَ فَجَعَلَ النَّبِىُّ ﷺ يَسْتَحْىِ مِنْهُمْ اَنْ يَقُوْلَ لَهُمْ شَيْئًا فَخَرَجَ وَتَرَكَهُمْ فِى الْبَيْتِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ «يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِىِّ اِلاَّ اَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ

نَاظِرِيْنَ اِنَاهُ » قَالَ قَتَادَةُ غَيْرَ مُتَحَيِّنِيْنَ طَعَامًا وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا حَتّٰى بَلَغَ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ -

৩৩৭৭. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ যায়নাবকে বিবাহ করলেন তখন উম্মু সুলায়ম (রা) পাথরের একটি পাত্রে তাঁর জন্য হায়স পাঠালেন। আনাস (রা) বলেন, তখন নবী ﷺ বললেন : তুমি যাও, মুসলিমদের মধ্যে যার সঙ্গে তোমার সাক্ষাত হয় তাকে আমার পক্ষ থেকে দাওয়াত দাও। তারপর যার সাথে সাক্ষাত হল আমি তাকে দাওয়াত দিলাম। তারা তাঁর কাছে আসতে শুরু করল এবং খেয়ে চলে যেতে লাগল। আর নবী ﷺ তাঁর হাত খাদ্যের উপর রাখলেন এবং তাতে দু'আ পড়লেন। এতে আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি যা পাঠ করার তা পড়লেন। যাদেরই সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছে তাদের কাউকেই দাওয়াত দিতে বাদ রাখি নি। সকলেই খেল এবং তৃপ্ত হল। তারা বেরিয়ে গেল কিন্তু তাদের একদল রয়ে গেল। তারা তাঁর সেখানে দীর্ঘালাপে লিপ্ত রইল। নবী ﷺ তাদের কিছু বলতে লজ্জাবোধ করছিলেন। তাই তিনি নিজেই বেরিয়ে গেলেন এবং তাদের ঘরে রেখে গেলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন-(অর্থ) "হে মু'মিনগণ! তোমাদের অনুমতি দেওয়া না হলে আহার্য প্রস্তুতের জন্য অপেক্ষা না করে আহার গ্রহণের জন্য তোমরা নবী গৃহে প্রবেশ করবে না। কাতাদা (র) বলেন, غَيْرَ نَاظِرِيْنَ اِنَاهُ এর অর্থ 'আহার্য প্রস্তুতির সময়ের অপেক্ষা না করে' তবে তোমাদের আহ্বান করা হলে তোমরা প্রবেশ করবে। এ বিধান তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের পবিত্রতার জন্য অধিকতর সহায়ক।" (৩৩ : ৫৩)

١٦- بَابُ الْاَمْرِ بِاِجَابَةِ الدَّاعِيْ اِلٰى دَعْوَةٍ

১৬. পরিচ্ছেদ : দাওয়াতে সাড়া দেওয়ার নির্দেশ

٣٣٧٨- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دُعِيَ اَحَدُكُمْ اِلَى الْوَلِيْمَةِ فَلْيَأْتِهَا -

৩৩৭৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (রা) ...... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কাউকে অলীমার দাওয়াত দেওয়া হয়, সে যেন ঐ দাওয়াতে সাড়া দেয়।

٣٣٧٩- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا دُعِيَ اَحَدُكُمْ اِلَى الْوَلِيْمَةِ فَلْيُجِبْ قَالَ خَالِدٌ فَاِذَا عُبَيْدُ اللّٰهِ يُنَزِّلُهُ عَلَى الْعُرْسِ -

৩৩৭৯. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না খালিদ থেকে ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কাউকে অলীমার দাওয়াত দেওয়া হয়, সে যেন তা কবূল করে। খালিদ (র) বলেন, উবায়দুল্লাহ্ (র) একে বিবাহের অলীমা বলে গ্রহণ করেছেন।

٣٣٨٠- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا دُعِىَ اَحَدُكُمْ اِلٰى وَلِيْمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ -

৩৩৮০. ইব্‌ন নুমায়র (র) ...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : তোমাদের কাউকে বিবাহের অলীমার দাওয়াত দেওয়া হলে সে যেন তা কবূল করে।

٣٣٨١- حَدَّثَنَا اَبُوْ الرَّبِيْعِ وَاَبُوْ كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ائْتُوا الدَّعْوَةَ اِذَا دُعِيْتُمْ -

৩৩৮১. আবূর রাবী, আবূ কামিল ও কুতায়বা(র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের কাউকে দাওয়াত দেওয়া হলে তাতে সাড়া দিবে।

٣٣٨٢- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اِذَا دَعَا اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ اَوْ نَحْوَهُ -

৩৩৮২. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র)..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ তার ভাইকে দাওয়াত দেয়, সে যেন তার দাওয়াতে সাড়া দেয়, বিবাহানুষ্ঠানই হোক বা সে রকম (অন্য কোন অনুষ্ঠান)।

٣٣٨٣- وَحَدَّثَنِىْ اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنِىْ عِيْسَى بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِىُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ دُعِىَ اِلٰى عُرْسٍ اَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ -

৩৩৮৩. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (রা)..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: যদি কাউকে কোন বিবাহ অনুষ্ঠানে অথবা এ ধরনের অন্য কোন অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেওয়া হয়, সে যেন সাড়া দেয়।

٣٣٨٤- حَدَّثَنِىْ حمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِىُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ائْتُوا الدَّعْوَةَ اِذَا دُعِيْتُمْ

৩৩৮৪. হুমায়দ ইব্‌ন মাস'আদা বাহিলী (র)..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : "যখন তোমাদেরকে দাওয়াত দেওয়া হয় তখন তোমরা দাওয়াতে আসবে।"

٣٣٨٥- وَحَدَّثَنِىْ هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَجِيْبُوْا هٰذِهِ الدَّعْوَةَ اِذَا دُعِيْتُمْ لَهَا قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يَاْتِى الدَّعْوَةَ فِى الْعُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ وَيَأْتِيْهَا وَهُوَ صَائِمٌ -

৩৩৮৫. হারূন ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা দাওয়াতে সাড়া দিবে যখন তোমাদেরকে তার জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বিবাহের দাওয়াতে বা বিয়ে ছাড়া অন্য যে কোন দাওয়াতে আসতেন। এমনকি তিনি রোযাদার অবস্থায়ও (দাওয়াতে আসতেন)।

٣٣٨٦- وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِيْ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا دُعِيْتُمْ اِلٰى كُرَاعٍ فَاَجِيْبُوْا -

৩৩৮৬. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের বকরীর পায়া খাওয়ার দাওয়াত দেওয়া হয়, তখন তোমরা তাতে সাড়া দিও।

٣٣٨٧- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دُعِىَ اَحَدُكُمْ اِلٰى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَاِنْ شَاءَ طَعِمَ وَاِنْ شَاءَ تَرَكَ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ الْمُثَنّٰى اِلٰى طَعَامٍ -

৩৩৮৭. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র) ......জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কাউকে খাবারের প্রতি দাওয়াত দেওয়া হয়, তখন সে যেন দাওয়াতে সাড়া দেয়। তারপর ইচ্ছা করলে আহার করবে, না হয় না করবে। ইব্ন মুসান্না (র) তার বর্ণনায় 'খাবারের প্রতি' কথাটি উল্লেখ করেন নি।

٣٣٨٨- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ بِمِثْلِهِ -

৩৩৮৮. ইব্ন নুমায়র (র) ..... আবূ যুবায়র (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٣٨٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دُعِىَ اَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَاِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَاِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ -

৩৩৮৯. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কাউকে দাওয়াত দেওয়া হয় সে যেন তাতে সাড়া দেয়। যদি সে রোযাদার হয় তাহলে সে (ওখানে গিয়ে) দু'আ-সালাতরত থাকবে। আর যদি রোযাদার না হয় তাহলে সে আহার করবে।

٢٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ٩. اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُدْعٰى اِلَيْهِ الْاَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِيْنَ فَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ -

৩৩৯০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, সে অলীমার খাদ্য কতই না মন্দ যাতে কেবল ধনীদের দাওয়াত দেওয়া হয়, আর গরীবদের তা থেকে বঞ্চিত করা হয়। যে ব্যক্তি দাওয়াতে সাড়া দেয় না সে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর নাফরমানী করল।

٣٣٩١- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ هٰذَا الْحَدِيْثُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الأَغْنِيَاءِ فَضَحِكَ فَقَالَ لَيْسَ هُوَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامَ الأَغْنِيَاءِ قَالَ سُفْيَانُ وَكَانَ أَبِيْ غَنِيًّا فَأَفْزَعَنِيْ هٰذَا الْحَدِيْثُ حِيْنَ سَمِعْتُ بِهِ فَسَأَلْتُ عَنْهُ الزُّهْرِيَّ فَقَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الأَعْرَجُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مَالِكٍ -

৩৩৯১. ইব্ন আবূ উমর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুফিয়ান (র) বলেছেন, আমি যুহরী (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবূ বকর! এই যে হাদীস– 'সব চাইতে মন্দ খাদ্য ধনীদের খাদ্য'-এ সম্পর্কে আপনার কি মত? শুনে তিনি হাসলেন এবং বললেন, না, ধনীদের খাদ্য সব চাইতে মন্দ খাদ্য নয়। সুফিয়ান (র) বললেন, আমার পিতা যেহেতু ধনী লোক ছিলেন এ জন্য এ হাদীসখানি আমাকে ঘাবড়িয়ে তুলেছিল, যখন আমি তা শুনতে পেলাম। তাই আমি এ হাদীস সম্পর্কে ইমাম যুহরী (র)-কে জিজ্ঞেস করি। (ইমাম) যুহরী (র) উত্তর দিলেন, আমার নিকট আবদুর রহমান আরাজ (র) বর্ণনা করেছেন , তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, অলীমার খাদ্য সবচাইতে নিকৃষ্ট খাদ্য। অতঃপর তিনি মালিক (র)-এর হাদীসের ন্যায় হাদীস বর্ণনা করেন।

٣٣٩٢- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ نَحْوَ حَدِيْثِ مَالِكٍ

৩৩৯২. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিকৃষ্ট খাদ্য হলো অলীমার খাদ্য। মালিক-এর হাদীসের অনুরূপ।

٣٣٩٣- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ نَحْوَ ذٰلِكَ -

৩৩৯৩. ইব্ন আবূ উমর (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত।

٣٣٩٤- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا الأَعْرَجَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيْهَا وَيُدْعٰى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ -

৩৩৯৪. ইব্ন আবূ উমর (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : নিকৃষ্টতম খাদ্য হল অলীমার খাদ্য যেখানে আগমনকারীদের বাধা দেওয়া হয় আর অনিচ্ছুকদের দাওয়াত দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি দাওয়াতে সাড়া দেয় না, সে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর নাফরমানী করল।

١٧- بَابُ لاَ تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَطَأَهَا ثُمَّ يُفَارِقَهَا وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا

১৭. পরিচ্ছেদ : তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তালাকদাতার জন্য হালাল হবে না, যতক্ষণ না সে তাকে ছাড়া অন্য স্বামীকে বিবাহ করে এবং সে তার সাথে সহবাস করে এবং তারপর তাকে তালাক দেয় এবং তার ইদ্দত শেষ হয়

٣٣٩٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِيْ فَبَتَّ طَلاَقِيْ فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَاِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ أَتُرِيْدِيْنَ اَنْ تَرْجِعِيْ اِلٰى رِفَاعَةَ لاَ حَتّٰى تَذُوْقِيْ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ قَالَتْ وَاَبُوْ بَكْرٍ عِنْدَهُ وَخَالِدٌ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ اَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَنَادٰى يَا اَبَا بَكْرٍ اَلاَ تَسْمَعُ هٰذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

৩৩৯৫. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আমরুন্ নাকিদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রিফা'আ-এর স্ত্রী নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, আমি রিফা'আর নিকট ছিলাম। সে আমাকে তালাক দিয়েছে চূড়ান্ত তালাক। তারপর আমি আবদুর রহমান ইব্‌ন যুবায়রকে বিবাহ করি। তার কাছে রয়েছে কাপড়ের ঝালরের মত। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুচকি হাসি হাসলেন এবং বললেন, তুমি কি রিফা'আর নিকট ফিরে যেতে চাও? না, (তা হয় না) যে পর্যন্ত না তুমি তার রসাস্বাদন করবে এবং সে তোমার রসাস্বাদন করবে। আয়েশা (রা) বলেন, তখন আবূ বকর (রা) ছিলেন তাঁর কাছে এবং খালিদ ইব্‌ন সাঈদ (রা) ছিলেন দরজায়। তিনি (প্রবেশের) অনুমতির অপেক্ষা করছিলেন। তিনি ডাক দিয়ে বললেন, হে আবূ বকর! আপনি কি শোনেন না এই মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে উচ্চস্বরে কী কথা বলছে।

٣٣٩٦- حَدَّثَنِيْ اَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ قَالَ اَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا وَقَالَ حَرْمَلَةُ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَّ طَلاَقَهَا فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا اٰخِرَ ثَلاَثِ تَطْلِيْقَاتٍ فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَاِنَّهُ وَاللّٰهِ مَا مَعَهُ اِلاَّ مِثْلُ الْهُدْبَةِ وَاَخَذَتْ بِهُدْبَةٍ مِنْ جِلْبَابِهَا قَالَ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ضَاحِكًا فَقَالَ لَعَلَّكِ تُرِيْدِيْنَ اَنْ تَرْجِعِيْ اِلٰى رِفَاعَةَ لاَ حَتّٰى يَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوْقِيْ عُسَيْلَتَهُ وَاَبُوْ بَكْرِ الصِّدِّيْقُ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ

ﷺ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ بِبَابِ الْحُجْرَةِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ قَالَ فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي اَبَا بَكْرٍ أَلاَ تَزْجُرُ هٰذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

৩৩৯৬. আবূ তাহির ও হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (র) বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন যে, রিফা'আ কুরাযী (রা) তার স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং সে তাকে পুরাপুরি তালাক দিয়ে দেয়। তারপর সে স্ত্রীলোকটি আবদুর রহমান ইব্‌ন যুবায়র (রা)-কে বিবাহ করে। এরপর সে নবী ﷺ -এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে ছিল রিফা'আর অধীনে। সে তাকে পুরোপুরি তিন দিন তালাক দেয়। অতঃপর সে আবদুর রহমান ইব্‌ন যুবায়র (রা)-কে বিবাহ করে। আল্লাহর কসম, তার সাথে তো রয়েছে কাপড়ের ঝালরের মত। এ বলে মহিলা তার উড়নার ঝালর ধরে দেখাল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হেসে দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি সম্ভবত রিফা'আর নিকট ফিরে যেতে চাও? না, তা হয় না, যতক্ষণ না সে তোমার রসাস্বাদন করে এবং তুমি তার রসাস্বাদন কর। আবূ বকর (রা) তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে বসা ছিলেন। আর খালিদ ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন আস (রা) ছিলেন হুজরার দরজায় বসা। তাকে (ঘরে প্রবেশ করার) অনুমতি দেওয়া হয় নি। রাবী বলেন, তখন খালিদ (রা) আবূ বকর (রা)-কে ডেকে বললেন, আপনি কেন মহিলাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে তার এ সব কথা প্রকাশ করা থেকে বারণ করছেন না?

٣٣٩٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الزَّبِيْرِ فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَهَا اٰخِرَ ثَلاَثِ تَطْلِيْقَاتٍ بِمِثْلِ حَدِيْثِ يُوْنُسَ -

৩৩৯৭. আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রিফা'আ কুরাযী তার স্ত্রীকে তালাক দেয়। এরপর সে আবদুর রহমান ইব্‌ন যুবায়রকে বিয়ে করে। তারপর সে নবী ﷺ -এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রিফা'আ তাকে পুরোপুরি তিন তালাক দিয়ে দেয়। এরপর ইউনুস বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

٣٣٩٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْمَرْاَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَيُطَلِّقُهَا فَتَتَزَوَّجُ رَجُلاً فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ اَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الاَوَّلِ قَالَ لاَ حَتّٰى يَذُوْقَ عُسَيْلَتَهَا -

৩৩৯৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আলা হামদানী (র) ..... আয়েশা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এক মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় যাকে একজন বিবাহ করে, অতঃপর সে তাকে তালাক দেয়। এরপর সে মহিলা আরেকজনকে বিয়ে করে। কিন্তু সে তার সাথে সংগমের আগেই তালাক দেয়। এমতাবস্থায় উক্ত মহিলা প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে কি? তিনি বললেন : না, যে পর্যন্ত না সে তার রসাস্বাদন করে।

٣٣٩٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ جَمِيْعًا عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الاِسْنَادِ -

৩৩৯৯. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) ..... আবূ মু'আবিয়া সহ সকলেই হিশাম (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীস বর্ণনা করেন।

٣٤٠٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ اَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَاَرَادَ زَوْجُهَا الاَوَّلُ اَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَسُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ لاَ حَتّٰى يَذُوْقَ الاٰخِرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الاَوَّلُ -

৩৪০০. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়। তারপর অন্য একজন তাকে বিয়ে করে। এরপর সে তাকে সংগমের আগেই তালাক দিয়ে দেয়। পরে প্রথম স্বামী তাকে বিয়ে করতে চায়– এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বললেন : না, তা হবে না যে পর্যন্ত না তারা একে অন্যের রসাস্বাদন করবে, যেভাবে প্রথম স্বামী রসাস্বাদন করেছিল।

٣٤٠١- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَحْيٰى يَعْنِى ابْنَ سَعِيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بِهٰذَا الاِسْنَادِ مِثْلَهُ وَفِىْ حَدِيْثِ يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ -

৩৪০১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)..... ইয়াহ্‌ইয়া অর্থাৎ ইব্‌ন সাঈদ সহ সকলেই উবায়দুল্লাহ (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন। উবায়দুল্লাহ সূত্রে ইয়াহ্‌ইয়ার হাদীসে বলেন যে, কাসিম আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

١٨- بَابُ مَايُسْتَحَبُّ اَنْ يَقُوْلَ عِنْدَ الْجِمَاعِ

১৮. পরিচ্ছেদ : মিলনের প্রাক্কালে যা পাঠ করা মুস্তাহাব

٣٤٠٢- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيٰى قَالاَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ اَنَّ اَحَدَهُمْ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَأْتِىَ اَهْلَهُ قَالَ بِاسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَاِنَّهُ اِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِىْ ذٰلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ اَبَدًا -

৩৪০২. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর সঙ্গে মিলতে চায়, সে যেন বলে (অর্থ :) "বিসমিল্লাহ হে আল্লাহ! আমাদের শয়তান থেকে রক্ষা করুন, আর আমাদের যা দান করবেন তাকেও শয়তান

থেকে দূরে রাখুন।" কেননা এ মিলনে তাদের ভাগ্যে যদি কোন সন্তান হয় তবে শয়তান কখনো তার ক্ষতি করতে পারবে না।

٣٤٠٣- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيْعًا عَنِ الثَّوْرِىِّ كِلاَهُمَا عَنْ مَنْصُوْرٍ بِمَعْنَى حَدِيْثِ جَرِيْرٍ غَيْرَ اَنَّ شُعْبَةَ لَيْسَ فِىْ حَدِيْثِهِ ذِكْرُ بِاسْمِ اللّٰهِ وَفِىْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِىِّ بِاسْمِ اللّٰهِ وَفِىْ رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ مَنْصُوْرٌ اُرَاهُ قَالَ بِاسْمِ اللّٰهِ -

৩৪০৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ..... শু'বা (র) থেকে ইব্‌ন নুমায়র তাঁর পিতা থেকে, আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র) আবদুর রায্‌যাক (র) থেকে, সকলেই সাওরী (র) থেকে রিওয়ায়াত করেন। তারা উভয়ে মানসূর থেকে জারীরের হাদীসের মর্মানুযায়ী, তবে শু'বা তার হাদীসে "বিসমিল্লাহ্"-এর উল্লেখ করেন নি এবং সাওরী সূত্রে আবদুর রায্‌যাক-এর রিওয়ায়াতে 'বিসমিল্লাহ' রয়েছে। আর ইব্‌ন নুমায়র-এর রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, মানসূর বলেছেন, আমি মনে করি তিনি বলেছেন, 'বিসমিল্লাহ'।

١٩- بَابُ جَوَازِ جِمَاعِ امْرَاَتِهِ فِىْ قُبُلِهَا مِنْ قُدَّامِهَا وَمِنْ وَرَائِهَا مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلدُّبُرِ

১৯. পরিচ্ছেদ : মলদ্বার ব্যতীত স্ত্রীর সম্মুখ বা পশ্চাদ দিক থেকে সঙ্গম করা জায়েয

٣٤٠٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لاَبِىْ بَكْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ كَانَتِ الْيَهُوْدُ تَقُوْلُ اِذَا اَتَى الرَّجُلُ امْرَاَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِىْ قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ اَحْوَلَ فَنَزَلَتْ «نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ».

৩৪০৪. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আমরুন নাকিদ (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ইয়াহূদীরা বলত, কোন লোকে স্ত্রীর পিছনদিক থেকে তার যোনিপথে সংগম করলে এতে সন্তান টেরা চক্ষুবিশিষ্ট হবে। এ প্রসঙ্গে নাযিল হয় : "স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতএব, তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছো গমন করতে পার।"

٣٤٠٥- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ يَهُوْدَ كَانَتْ تَقُوْلُ اِذَا اُتِيَتِ الْمَرْاَةُ مِنْ دُبُرِهَا فِىْ قُبُلِهَا ثُمَّ حَمَلَتْ كَانَ وَلَدُهَا اَحْوَلَ قَالَ فَاُنْزِلَتْ «نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ» -

৩৪০৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন রুমহ্ (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইয়াহূদীরা বলত যে, স্ত্রীর পিছনদিক থেকে যোনীপথে সঙ্গম করা হলে এতে সে যদি গর্ভবতী হয় তাহলে তার সন্তান হবে টেরা চক্ষু বিশিষ্ট। রাবী বলেন, এ প্রসঙ্গে নাযিল হয়: "স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র, অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার।"

٣٤٠٦- وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ عَنْ اَيُّوْبَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنِىْ وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ وَهٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَاَبُوْ مَعْنٍ الرَّقَاشِىُّ قَالُوْا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ يَحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِىِّ ح وَحَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ وَهُوَ ابْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ كُلُّ هٰؤُلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَزَادَ فِىْ حَدِيْثِ النُّعْمَانِ عَنِ الزُّهْرِىِّ اِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً وَاِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ غَيْرَ اَنَّ ذٰلِكَ فِىْ صِمَامٍ وَاحِدٍ -

৩৪০৬. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, আবদুল ওয়ারিস ইব্ন আবদুস সামাদ, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না, উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ, হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ, আবূ মা'আন রাকাশী ও সুলায়মান ইব্ন মা'বাদ (র)..... জাবির (রা) থেকে যুহরী সূত্রে বর্ণিত। নু'মান অতিরিক্ত বলেছেন, স্বামী ইচ্ছে করলে উপুড় করে, ইচ্ছা করলে উপুড় না করে তবে একই দ্বারে হতে হবে।

٢٠- بَابُ تَحْرِيْمِ اِمْتِنَاعِهَا مِنْ فِرَاشِ زَوْجِهَا

২০. পরিচ্ছেদ : স্বামীর বিছানা পরিহার করা স্ত্রীর জন্য নিষিদ্ধ

٣٤٠٧- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا بَاتَتِ الْمَرْاَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ -

৩৪০৭. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, স্বামীর বিছানা পরিহার করে কোন স্ত্রী রাত্রি যাপন করলে ফজর পর্যন্ত ফেরেশ্তাগণ তার প্রতি লা'নত করতে থাকে।

٣٤٠٨- وَحَدَّثَنِيْهِ يَحْيٰى بْنُ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِىْ ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الاِسْنَادِ وَقَالَ حَتّٰى تَرْجِعَ -

৩৪০৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব (র) ..... শু'বা (র) সূত্রে এই সনদের বর্ণনায় বলেছেন, 'ফিরে না আসা পর্যন্ত' কথার উল্লেখ আছে।

٣٤٠٩- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيْدَ يَعْنِى ابْنَ كَيْسَانَ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُوْ امْرَاَتَهُ اِلٰى فِرَاشِهَا فَتَاْبٰى عَلَيْهِ اِلاَّ كَانَ الَّذِىْ فِى السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتّٰى يَرْضٰى عَنْهَا -

৩৪০৯. ইব্‌ন আবূ উমর (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কসম সেই সত্তার যাঁর হাতে আমার জীবন। কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে যখন বিছানায় আহবান করে কিন্তু সে তা অস্বীকার করে, নিঃসন্দেহে যে পর্যন্ত সে তার স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্টি না হয়, ততক্ষণ আসমানবাসী তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে।

٣٤١٠- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنِى اَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى حَازِمٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ اِلٰى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ -

৩৪১০. আবূ বকর ইবন শায়বা, আবূ কুরায়ব, আবূ সাঈদ আশাজ্জ ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : স্বামী যখন স্ত্রীকে বিছানায় আহ্বান করে এবং সে না আসে, ফলে স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে রাত্রি যাপন করে, সে স্ত্রীর প্রতি ফেরেশ্‌তাগণ ভোর হওয়া পর্যন্ত লা'নত করতে থাকে।

٢١- بَابُ تَحْرِيْمِ اِفْشَاءِ سِرِّ الْمَرْأَةِ

২১. পরিচ্ছেদ : স্ত্রীর গোপনীতা প্রকাশ করা নিষিদ্ধ

٣٤١١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ الْعُمَرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِىَّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِىْ اِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِىْ اِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا -

৩৪১১. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি হবে আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম পর্যায়ের, যে তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় এবং স্ত্রীও তার সাথে মিলিত হয়, তারপর সে তার স্ত্রীর গোপনীয়তা ফাঁস করে দেয়।

٣٤١٢- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِىَّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اَعْظَمِ الْاَمَانَةِ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِىْ اِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِىْ اِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ اِنَّ اَعْظَمَ -

৩৪১২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র ও আবূ কুরায়ব (র)..... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাপেক্ষা বড় আমানত খিয়ানতকারী যে

তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় এবং স্ত্রীও তার সাথে মিলিত হয়। এরপর সে তার স্ত্রীর গোপনীয়তা ফাঁস করে দেয়। ইব্‌ন নুমায়র, ان من اعظم স্থলে ان اعظم বলেছেন।

٢٢- بَابُ حُكْمِ الْعَزْلِ

২২. পরিচ্ছেদ : আযলের হুকুম

٣٤١٣- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنِيْ رَبِيْعَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ اَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَاَبُوْ صِرْمَةَ عَلٰى اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ فَسَأَلَهُ اَبُوْ صِرْمَةَ فَقَالَ يَا اَبَا سَعِيْدٍ هَلْ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُ الْعَزْلَ فَقَالَ نَعَمْ غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غَزْوَةَ بَلْمُصْطَلِقِ فَسَبَيْنَا كَرَائِمَ الْعَرَبِ فَطَالَتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَرَغِبْنَا فِى الْفِدَاءِ فَاَرَدْنَا اَنْ نَسْتَمْتِعَ وَنَعْزِلَ فَقُلْنَا نَفْعَلُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ اَظْهُرِنَا لاَنَسْاَلُهُ فَسَاَلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لاَ عَلَيْكُمْ اَنْ لاَ تَفْعَلُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ خَلْقَ نَسَمَةٍ هِىَ كَائِنَةٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِلاَّ سَتَكُوْنُ -

৩৪১৩. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবূ আয়্যুব, কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র)..... ইব্‌ন মুহায়রীয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং আবূ সিরমাহ আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা)-এর নিকট গেলাম। আবূ সিরমাহ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবূ সাঈদ ! আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আযল সম্পর্কে কিছু বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হাঁ, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ করছি। সে যুদ্ধে আমরা আরবের অনেক উৎকৃষ্ট বাঁদী লাভ করি। এদিকে আমরা দীর্ঘকাল স্ত্রী সংস্পর্শ বর্জিত ছিলাম। অন্যদিকে আমরা ছিলাম সম্পদের প্রতি অনুরাগী। এমতাবস্থায় আমরা বাঁদীদের ভোগ করার এবং আযল করার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু আমরা এ কথাও আলোচনা করলাম যে, আমরা কি এ কাজ করতে যাব, অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন আর তাঁর নিকট আমরা এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করব না? তাই আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন : ঐ কাজ না করাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। কেনন আল্লাহ্ পাক কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ সৃষ্টি করার কথা লিখে রেখেছেন সে সব মানুষ সৃষ্টি হবেই।

٣٤١٤- حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ مَوْلٰى بَنِىْ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ بِهٰذَا الاِسْنَادِ فِىْ مَعْنٰى حَدِيْثِ رَبِيْعَةَ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَاِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

৩৪১৪. বনূ হাশিমের মুক্ত দাস মুহাম্মদ ইব্‌ন ফারাজ (র) ..... মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাব্বান (র) থেকে উক্ত সনদে রাবী'আর হাদীসের মর্মানুযায়ী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে সে হাদীসে উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : "কেননা আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যত মাখলূক সৃষ্টি করবেন তা লিখে দিয়েছেন।"

٣٤١٥ـ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ الضُّبَعِىُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةٌ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ قَالَ اَصَبْنَا سَبَايَا فَكُنَّا نَعْزِلُ ثُمَّ سَأَلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ لَنَا وَاِنَّكُمْ لَتَفْعَلُوْنَ وَاِنَّكُمْ لَتَفْعَلُوْنَ وَاِنَّكُمْ لَتَفْعَلُوْنَ مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِلاَّ هِىَ كَائِنَةٌ ـ

৩৪১৫. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আসমা যু'বাঈ (র)..... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কিছু সংখ্যক যুদ্ধবন্দিনী লাভ করেছিলাম। (তাদের সাথে) আমরা আযল করছিলাম। এরপর আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাদের বললেন, তোমরা এটা কর। তোমরা এটা কর! তোমরা এটা কর (বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন)! বস্তুত কিয়ামত পর্যন্ত যত প্রাণী সৃষ্টি হওয়ার তা সৃষ্টি হবেই।

٣٤١٦ـ وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِىُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْتُ لَهُ سَمِعْتَهُ مِنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ نَعَمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ عَلَيْكُمْ اَنْ لاَ تَفْعَلُوْا فَاِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ ـ

৩৪১৬. নাসর ইব্‌ন আলী জাহযামী (র)..... আনাস ইব্‌ন সীরীন (র) মা'বাদ ইব্‌ন সীরীন (র) সূত্রে আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (আনাস ইব্‌ন সীরীন) বলেন, আমি তাকে (মা'বাদ ইব্‌ন সীরীন) জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে এ হাদীসটি শুনেছেন? তিনি বললেন, হাঁ, নবী ﷺ থেকে। তিনি বলেন, এটা না করলে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। কেননা এটা হল তাক্‌দীরের অন্তর্ভুক্ত।

٣٤١٧ـ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَبَهْزٌ قَالُوْا جَمِيْعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّ فِىْ حَدِيْثِهِمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِى الْعَزْلِ لاَ عَلَيْكُمْ اَنْ لاَ تَفْعَلُوْا ذَاكُمْ فَاِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ وَفِىْ رِوَايَةِ بَهْزٍ قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ لَهُ سَمِعْتَهُ مِنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ نَعَمْ ـ

৩৪১৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না, ইব্‌ন বাশ্‌শার, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাবীব ও মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতীম (র) ..... শু'বা (র)-এর সূত্রে আনাস ইব্‌ন সীরীন (র) থেকে অনুরূপ সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তাদের হাদীসে রয়েছে, নবী ﷺ আযল সম্পর্কে বলেছেন : এ কাজ না করলে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। কেননা এটা তাক্‌দীরের অন্তর্গত। রাবী বাহযের বর্ণনায় রয়েছে যে, শু'বা (র) বলেছেন : আমি তাকে (আনাস ইব্‌ন সীরীন) জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে এ হাদীসটি শুনেছেন? তিনি বললেন, হাঁ।

٣٤١٨ـ وَحَدَّثَنِىْ اَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِىُّ وَاَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِىُّ وَاللَّفْظُ لِاَبِىْ كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ بِشْرِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَدَّهُ اِلٰى اَبِىْ سَعِيْدٍ

الْخُدْرِيِّ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ لاَ عَلَيْكُمْ اَنْ لاَ تَفْعَلُوْا ذَاكُمْ فَاِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَقَوْلُهُ لاَ عَلَيْكُمْ اَقْرَبُ اِلَى النَّهْيِ ـ

৩৪১৮. আবূর রাবী যাহরানী ও আবূ কামিল জাহদারী (র)..... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) বলেন, নবী ﷺ -কে আযল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন : তা না করলে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। কেননা এ হল তাক্‌দীরের অন্তর্ভুক্ত। মুহাম্মদ (র) বলেন, নবী ﷺ -এর উক্তি 'লা আলাইকুম' 'তোমাদের কোন ক্ষতি নেই'– নিষেধাজ্ঞারই নিকটবর্তী।

٣٤١٩ـ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ بِشْرٍ الاَنْصَارِيِّ قَالَ فَرَدَّ الْحَدِيْثَ حَتّٰى رَدَّهُ اِلَى اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ ذُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ وَمَاذَا كُمْ قَالُوْا الرَّجُلُ تَكُوْنُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ فَيُصِيْبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ اَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ وَالرَّجُلُ تَكُوْنُ لَهُ الاَمَةُ فَيُصِيْبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ اَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ قَالَ فَلاَ عَلَيْكُمْ اَنْ لاَ تَفْعَلُوْا ذَاكُمْ فَاِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَحَدَّثْتُ بِهِ الْحَسَنَ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَكَاَنَّ هٰذَا زَجْرٌ ـ

৩৪১৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ..... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর কাছে আযলের বিষয়টা উল্লেখ করা হল। তিনি বললেন, তোমরা তা কেন করতে চাও? তারা বলল, এমন লোক আছে যার স্ত্রী সন্তানকে দুধ পান করায় সে তার সঙ্গে সংগত হয়। অথচ এতে সে গর্ভবতী হোক তা সে পসন্দ করে না। আবার কোন লোকের দাসী আছে, সে তার সঙ্গে সংগত হয় কিন্তু এতে সে গর্ভবতী হোক তা সে অপসন্দ করে। তিনি বললেন, 'তা না করলে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। কেননা তা তাকদীরের উপর নির্ভরশীল'। ইব্‌ন আওন (র) বলেন, আমি এ হাদীস হাসান (র)-এর কাছে বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, এ হল সতর্কবাণী স্বরূপ।

٣٤٢٠ـ وَحَدَّثَنِيْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثْتُ مُحَمَّدًا عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بِحَدِيْثِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ بِشْرٍ يَعْنِيْ حَدِيْثَ الْعَزْلِ فَقَالَ اِيَّايَ حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ ـ

৩৪২০. হাজ্জাজ ইব্‌ন শায়ির (র) ..... ইব্‌ন আওন (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুহাম্মদ সূত্রে ইব্‌রাহীমের কাছে 'আবদুর রহমান ইবন বিশ্‌র বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করেছি অর্থাৎ আযল সম্পর্কে। তিনি বললেন, আবদুর রহমান ইব্‌ন বিশ্‌র (র) হাদীসটি আমার কাছেই বর্ণনা করেছেন।

٣٤٢١ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الاَعْلٰى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ قُلْنَا لاَبِيْ سَعِيْدٍ هَلْ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُ فِى الْعَزْلِ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ ابْنِ عَوْنٍ اِلٰى قَوْلِهِ الْقَدَرُ ـ

৩৪১২. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)..... মা'বাদ ইব্ন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম! আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আযল সম্পর্কে কিছু বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হাঁ, এ বলে তিনি বর্ণিত ইব্ন আওনের হাদীসের ন্যায় القدر। পর্যন্ত বর্ণনা করেন।

٣٤٢٢- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَاَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ اَخْبَرَنَا وَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ ذُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ وَلِمَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ اَحَدُكُمْ وَلَمْ يَقُلْ فَلاَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ اَحَدُكُمْ فَاِنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ اِلاَّ اللّٰهُ خَالِقُهَا -

৩৪২২. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমর কাওয়ারীরী ও আহমাদ ইব্ন আবদা (র) ..... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে 'আযলের উল্লেখ করা হল। তিনি বললেন, তোমাদের কেউ কেন এ কাজ করে? তিনি এ ব্যাপারে একথা বলেন নি যে, "তোমাদের কেউ যেন এ কাজ না করে।" যে প্রাণ সৃষ্টি হওয়ার আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করবেনই।

٣٤٢٣- حَدَّثَنِىْ هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الاَيْلِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ مُعَاوِيَةُ يَعْنِى بْنَ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَبِى الْوَدَّاكِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ سَمِعَهُ يَقُوْلُ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُوْنُ الْوَلَدُ وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ -

৩৪২৩. হারূন ইব্ন সাঈদ আয়লী (র) ..... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আযল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন : সব পানিতেই সন্তান পয়দা হয় না। মূলত আল্লাহ্ যখন কোন বস্তু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন তখন কোন কিছুই তাকে বাধা দিতে পারে না।

٣٤٢٤- حَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ اَخْبَرَنِىْ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَلْحَةَ الْهَاشِمِىُّ عَنْ اَبِى الْوَدَّاكِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍالْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৩৪২৪. আহ্‌মাদ ইব্ন মুনযির বাস্‌রী (র).....আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٣٤٢٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ اَخْبَرَنَا اَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَجُلاً اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ لِىْ جَارِيَةً هِىَ خَادِمُنَا وَسَانِيَتُنَا وَاَنَا اَطُوْفُ عَلَيْهَا وَاَنَا اَكْرَهُ اَنْ تَحْمِلَ فَقَالَ اَعْزِلْ عَنْهَا اِنْ شِئْتَ فَاِنَّهُ سَيَاْتِيْهَا مَا قُدِّرَ لَهَا فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ اَتَاهُ فَقَالَ اِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبِلَتْ فَقَالَ قَدْ اَخْبَرْتُكَ اَنَّهُ سَيَاْتِيْهَا مَا قُدِّرَ لَهَا -

৩৪২৫. আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউনুস (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বলল, আমার একটি দাসী আছে যে আমাদের খিদ্‌মত ও পানি সরবরাহের কাজে নিয়োজিত। আমি তার নিকট উপগত হই, কিন্তু সে গর্ভবতী হোক তা আমি পসন্দ করি না। তখন তিনি বললেন, তুমি ইচ্ছে করলে তার সাথে আযল করতে পার। তবে তার তাক্‌দীরে সন্তান থাকলে তা তার মাধ্যমে আসবেই। সে কিছু দিন অতিবাহিত করল। তারপর সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, দাসীটি গর্ভবতী হয়েছে। তিনি বললেন, আমি তোমাকে এ মর্মে জানিয়েছিলাম যে, তার তাক্‌দীরে যা আছে তা আসবেই।

٣٤٢٦- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْاَشْعَثِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَاَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ عِنْدِيْ جَارِيَةً لِيْ وَاَنَا اَعْزِلُ عَنْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ ذٰلِكَ لَنْ يَمْنَعَ شَيْئًا اَرَادَهُ اللّٰهُ قَالَ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْجَارِيَةَ الَّتِيْ كُنْتُ ذَكَرْتُهَا لَكَ حَمَلَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ -

৩৪২৬. সাঈদ ইব্‌ন আমর আশ'আসী (র)..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ -কে জিজ্ঞেস করল, আমার একটি দাসী আছে। আমি তার সাথে আযল করে থাকি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এ কাজ আল্লাহ যা চান তা কিছুতেই প্রতিহত করতে পারবে না। রাবী বলেন, এরপর সে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে দাসীটির কথা আপনার কাছে উল্লেখ করেছিলাম সে গর্ভবতী হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : "আমি আল্লাহর বান্দা ও আল্লাহর রাসূল।"

٣٤٢٧- وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ حَسَّانَ قَاصُّ اَهْلِ مَكَّةَ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ عِيَاضِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ النَّوْفَلِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ سُفْيَانَ -

৩৪২৭. হাজ্জাজ ইব্‌ন শায়ির (র)..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে আসল ..... সুফিয়ান বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

٣٤٢٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحَاقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْاٰنُ يَنْزِلُ زَادَ اِسْحَاقُ قَالَ سُفْيَانُ لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهٰى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْاٰنُ -

৩৪২৮. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আযল করতাম আর কুরআনও নাযিল হত। ইসহাক আরো বলেছেন যে, সুফিয়ান (র) বলেন, এতে যদি নিষেধ করার মতো কিছু থাকত, তবে কুরআন তা নিষেধ করে দিত।

٣٤٢٩- وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ لَقَدْ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

৩৪২৯. সালামা ইব্‌ন শাবীব (র)..... জাবির (রা) বলেছেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যমানায় আযল করতাম।"

٣٤٣٠- وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَنْهَنَا -

৩৪৩০. আবূ গাস্‌সান মিসমাঈ (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যমানায় আযল করতাম। এ সংবাদ নবী ﷺ-এর কাছে পৌঁছলে এ থেকে তিনি নিষেধ করেন নি।

٢٣- بَابُ تَحْرِيمِ وَطْءِ الْحَامِلِ الْمَسْبِيَّةِ

২৩. পরিচ্ছেদ : গর্ভবতী যুদ্ধবন্দিণী দাসীর সাথে সংগম করা হারাম

٣٤٣١- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَتَى بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ فَقَالَ لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ -

৩৪৩১. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ..... আবুদ্ দারদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা আসন্ন প্রসবা জনৈকা গর্ভবতী দাসীকে তাঁবুর দরজায় আনা হয়। তখন নবী ﷺ বললেন : সম্ভবত ঐ ব্যক্তি তার সাথে সংগম করতে চায়। লোকেরা বলল, হাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আমি মনে করেছি, তাকে এমন লা'নত দিই, যে লা'নতসহ সে কবরে প্রবেশ করে। কিভাবে সে তাকে দাসীর গর্ভস্থ সন্তানকে ওয়ারিস বানাবে অথচ তা তার জন্য বৈধ নয়? কেমন করে সে তাকে (সন্তানকে) খাদিম বানাবে অথচ সে তার জন্য বৈধ নয়?

٣٤٣٢- وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا الإِسْنَادِ -

৩৪৩২. আবূ বকর ইব্‌ন শায়বা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)..... শু'বা (র) সূত্রে এই সনদে বর্ণিত।

٢٤- بَابُ جَوَازِ الْغِيلَةِ وَهِيَ وَطْءُ الْمُرْضِعِ وَكَرَاهَةِ الْعَزْلِ

২৪. পরিচ্ছেদ : 'গীলা' অর্থাৎ স্তন্যদায়িনী স্ত্রীর সাথে সংগমের বৈধতা এবং আযল মাকরূহ হওয়া প্রসঙ্গে

٣٤٣٣- وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ ابْنُ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ

وَهَبِ الاَسَدِيَّةِ اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اَنْهٰى عَنِ الْغِيْلَةِ حَتّٰى ذُكِرْتُ اَنَّ الرُّوْمَ وَفَارِسَ يَصْنَعُوْنَ ذٰلِكَ فَلاَ يَضُرُّ اَوْلاَدَهُمْ قَالَ مُسْلِمٌ وَاَمَّا خَلَفٌ فَقَالَ عَنْ جُذَامَةَ الاَسَدِيَّةِ وَالصَّحِيْحُ مَا قَالَهُ يَحْيٰى بِالدَّالِ -

৩৪৩৩. খালফ্ ইব্‌ন হিশাম ও ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)..... জুদামা বিন্‌ত ওয়াহাব আসাদিয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, আমি গীলা (স্তন্যদায়িনী স্ত্রীর সাথে সংগম) নিষিদ্ধ ঘোষণা করার ইচ্ছে করলাম। এরপর আমার নিকট উল্লেখ করা হল যে, রোম ও পারস্যবাসী লোকেরাও তা করে থাকে, অথচ তাতে তাদের সন্তানদের কোন ক্ষতি হয় না। খালফ্ তার সনদ বর্ণনায় বলেছেন যে, জুযামা আসদিয়া থেকে বর্ণিত। ইমাম মুসলিম (র) বলেন, বিশুদ্ধ হল 'জুদামা'– যা ইয়াহ্ইয়া তার বর্ণনায় বলেছেন।

٣٤٣٤- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ اَيُّوْبَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ الاَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ اُخْتِ عُكَّاشَةَ قَالَتْ حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اُنَاسٍ وَهُوَ يَقُوْلُ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اَنْهٰى عَنِ الْغِيْلَةِ فَنَظَرْتُ فِى الرُّوْمِ وَفَارِسَ فَاِذَاهُمْ يُغِيْلُوْنَ اَوْلاَدَهُمْ فَلاَ يَضُرُّ اَوْلاَدَهُمْ ذٰلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَأَلُوْهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذٰلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِىُّ زَادَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فِىْ حَدِيْثِ عَنِ الْمُقْرِئِ وَهِىَ وَاِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ -

৩৪৩৪. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ উমর (র)..... সাঈদ ইবনে আবূ আয়্যুব (র) আসওয়াদ থেকে তিনি 'উরওয়া থেকে তিনি 'আয়েশা (রা) থেকে এবং তিনি উকাশার ভগ্নি জুদামা বিনত ওয়াহব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি একদিন কিছু সংখ্যক লোকের সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে হাযির হলাম। তিনি তখন বলছিলেন, আমি গীলা নিষেধ করার ইচ্ছা করলাম, এমতাবস্থায় আমি রোম ও পারস্যবাসী লোকদের অবস্থার কথা বিবেচনা করে অবগত হলাম যে, তারা গীলা করে থাকে, কিন্তু তা তাদের সন্তান সন্ততির কোনরূপ ক্ষতি করে না। তারপর লোকেরা তাকে আযল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তা হল গোপন হত্যা। রাবী উবায়দুল্লাহ তাঁর বর্ণনায় মুকরী সূত্রে আয়াতটুকুও উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ "যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে।" (৮১ : ৮–৯)।

٣٤٣٥- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلِ الْقُرَشِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبِ الاَسَدِيَّةِ اَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ اَيُّوْبَ فِى الْعَزْلِ وَالْغِيْلَةِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ الْغِيَالِ -

৩৪৩৫. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... জুদামা বিন্‌ত ওয়াহব আসাদিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। (এরপর) সাঈদ ইব্‌ন আবূ আয়্যুব (র) থেকে বর্ণিত আযল ও গিলা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে (গিলার পরিবর্তে) 'গিয়াল' উল্লেখ করেন।

٣٤٣٦- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمَقْبُرِىُّ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ حَدَّثَنِىْ عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ اَنَّ اَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ اَخْبَرَ وَالِدَهُ سَعْدَ ابْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ اَنَّ رَجُلاً جَاءَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ اَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِىْ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِمَ تَفْعَلُ ذٰلِكَ فَقَالَ الرَّجُلُ اُشْفِقُ عَلٰى وَلَدِهَا اَوْ عَلٰى اَوْلاَدِهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كَانَ ذٰلِكَ ضَارًّا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّوْمَ وَقَالَ زُهَيْرٌ فِىْ رِوَايَتِهِ اِنْ كَانَ لِذَالِكَ فَلاَ مَاضَارَّ ذٰلِكَ فَارِسَ وَلاَالرُّوْمَ -

৩৪৩৬. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) ..... সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আমি আমার স্ত্রীর সাথে আযল করে থাকি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তুমি এ কাজ কেন কর? লোকটি বলল, আমি তার সন্তানের ক্ষতির আশংকা করি। তখন রাসূলুল্লাহ্ﷺ বললেন : যদি এটা ক্ষতিকর হত তাহলে তা পারস্য ও রোমবাসীদেরকেও ক্ষতিসাধন করত। যুহায়র তাঁর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, এই (আযল) যদি এ উদ্দেশ্যেই হয়, তাহলে তা করা সঠিক নয়। কেননা তা পারস্য ও রোমবাসীদের কোন প্রকার ক্ষতি করে নি।

كِتَابُ الرَّضَاعَةِ

অধ্যায় : দুধপান

٣٤٢٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَاَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِىْ بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا رَجُلٌ يَسْتَاْذِنُ فِىْ بَيْتِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُرَاهُ فُلاَنًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ كَانَ فُلاَنًا حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَىَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ اِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلاَدَةُ -

৩৪৩৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আয়েশা (রা) সূত্রে আমরাহ (র) বর্ণনা করেন যে, একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট অবস্থান করছিলেন। তিনি তখন কোন এক ব্যক্তির আওয়াজ শুনতে পেলেন, যে হাফ্সা (রা)-এর ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছে। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তখন বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ লোক আপনার ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি চায়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আমি জানি, অমুক হাফ্সার রাযাঈ চাচা। আয়েশা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি অমুক ব্যক্তি জীবিত থাকতেন, তিনি তার (আয়েশার) রাযাঈ চাচা, তিনি আমার নিকট প্রবেশ করতে পারতেন? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হাঁ, নিশ্চয়ই দুগ্ধ সম্পর্ক সেই লোকদের হারাম করে দেয়, যাদের জন্মগত সম্পর্ক হারাম করে।

٣٤٢٨- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ مَعْمَرٍ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْهُذَلِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيْدِ جَمِيْعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ -

৩৪৩৮. আবূ কুরায়ব ও আবূ মা'মার ইসমাঈল ইব্ন ইব্রাহীম হুযালী (র) ..... হিশাম ইবন উরওয়া 'আবদুল্লাহ ইবন আবূ বাক্র থেকে, তিনি 'আমরা থেকে এবং তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : "দুগ্ধ সম্পর্ক সে লোকদের হারাম করে দেয়, যাদের জন্মগত সম্পর্ক হারাম করে।"

٣٤٢٩- وَحَدَّثَنِيْهِ اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيْثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ -

৩৪৩৯. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র)..... ইবন জুরায়জ বলেন, আমার কাছে আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ বকর (রা) বর্ণনা করেছেন। উপরোক্ত হিশাম ইব্ন উরওয়ার বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

٣٤٤٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَ الْحِجَابُ قَالَتْ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ -

৩৪৪০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)..... উরওয়া (র) আয়েশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, আবূ কু'আয়সের ভাই আফলাহ্ একবার তাঁর নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তিনি ছিলেন তাঁর রাযাঈ চাচা। এটা পর্দার হুকুম অবতীর্ণ হওয়ার পরবর্তী ঘটনা। তিনি বলেন, আমি তাঁকে অনুমতি দিতে অস্বীকার করলাম। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসলেন আমি যা করেছি সে সম্পর্কে আমি তাঁকে অবহিত করলাম। তখন তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, আমি যেন তাঁকে (রাযাঈ চাচাকে) আমার নিকট আসার অনুমতি দিই।

٣٤٤١- وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَتَانِي عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَفْلَحُ بْنُ أَبِي قُعَيْسٍ فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ وَزَادَ قُلْتُ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَ تَرِبَتْ يَدَاكِ أَوْ يَمِينُكِ -

৩৪৪১. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমার দুধ চাচা আফলাহ্ ইব্ন আবুল কুআয়স আমার কাছে এলেন। তারপর রাবী পূর্ববর্তী হাদীসের ন্যায় হাদীস বর্ণনা করেন। তবে রাবী তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্ত বলেছেন, আমি বললাম, আমাকে এক মহিলা দুধ পান করিয়েছেন, কোন পুরুষ তো করান নি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমার দু' হাত বা ডান হাত ধূলিমলিন হোক।

٣٤٤٢- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ مَا نَزَلَ الْحِجَابُ وَكَانَ أَبُو الْقُعَيْسِ أَبَا عَائِشَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لاَ آذَنُ لأَفْلَحَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَنِي يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ فَكَرِهْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ قَالَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ائْذَنِي لَهُ قَالَ عُرْوَةُ فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ -

৩৪৪২. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)..... উরওয়া (র) বলেন, আয়েশা (রা) তার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আবুল কু'আয়সের ভাই আফলাহ্ এসে তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। এ ছিল পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার

পরবর্তী ঘটনা। আবুল কু'আয়স ছিলেন আয়েশা (রা)-এর রাযাঈ পিতা। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম : আল্লাহ্‌র কসম! আমি আফলাহ্‌কে আমার কাছে আসার অনুমতি দিব না, যে পর্যন্ত না রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে থেকে অনুমতি নেই। কেননা আবুল কু'আয়স তো আমাকে দুধ পান করান নি, বরং আমাকে দুগ্ধপান করিয়েছে তার স্ত্রী। আয়েশা (রা) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবূ কুআয়সের ভাই আফলাহ আমার নিকট প্রবেশের অনুমতি চেয়েছেন, কিন্তু আমি আপনার অনুমতি না নিয়ে তাঁকে আমার কাছে আসতে দিতে অস্বীকার করলাম। রাবী বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, নবী ﷺ বললেন : তুমি তাকে অনুমতি দাও। উরওয়া বলেন, এ কারণেই আয়েশা (রা) বলতেন, "তোমরা দুধপানের সম্পর্ক দ্বারা ঐ লোকদের হারাম গণ্য করবে যাদের তোমরা বংশগত সম্পর্কের দ্বারা হারাম গণ্য কর।"

٣٤٤٣- وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ وَفِيهِ فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ وَكَانَ أَبُو الْقُعَيْسِ زَوْجَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ عَائِشَةَ ـ

৩৪৪৩. আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)..... যুহরী (র) থেকে এ সনদে বর্ণিত আছে যে, আবূল কুয়ায়সের ভাই আফলাহ্ আয়েশা (রা)-এর কাছে আসার অনুমতি চাইলেন। উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ, এতে আরো বর্ণিত আছে যে, সে তো তোমার চাচা। তোমার হাত ধূলিমলিন হোক। আর আবুল কু'আয়স ছিলেন আয়েশা (রা)-কে যে মহিলা স্তন্যদান করেছিলেন, তার স্বামী।

٣٤٤٤- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْمِرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ إِنَّ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ عَمُّكِ قُلْتُ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَ إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ ـ

৩৪৪৪. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমার দুধচাচা আমার সাথে সাক্ষাত করার জন্য আসলেন এবং আমার কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে পরামর্শ না করা পর্যন্ত আমি অনুমতি দিতে অস্বীকার করলাম। যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসলেন তখন আমি তাঁকে বললাম, আমার দুধচাচা আমার সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি অনুমতি দিতে অস্বীকার করি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন, তোমার চাচা তোমার নিকট প্রবেশ করতে পারে। আমি বললাম, আমাকে তো দুধপান করিয়েছে নারী, কোন পুরুষ তো আমাকে দুধপান করায় নি। তিনি বললেন, অবশ্যই সে তোমার চাচা। অতএব সে যেন তোমার সাথে সাক্ষা করতে পারে।

٣٤٤٥- وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ أَنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَذَكَرَ نَحْوَهُ ـ

৩৪৪৫. আবুর রাবী যাহরানী (র) ..... হিশাম (র) এই সনদে আবূ কু'আয়সের ভাই আয়েশা (রা)-এর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন—এর পর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٤٤٦- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا أَبُو الْقُعَيْسِ -

৩৪৪৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)..... হিশাম (র) থেকে এ সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। অবশ্য তিনি বলেছেন, আয়েশা (রা)-এর নিকট প্রবেশের অনুমতি চেয়েছিলেন আবুল কু'আয়স।

٣٤٤٧- وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَبُو الْجَعْدِ فَرَدَدْتُهُ قَالَ لِي هِشَامٌ إِنَّمَا هُوَ أَبُو الْقُعَيْسِ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ أَخْبَرْتُهُ بِذَالِكَ قَالَ فَهَلاَّ أَذِنْتِ لَهُ تَرِبَتْ يَمِيْنُكِ أَوْيَدُكِ -

৩৪৪৭. হাসান ইব্ন আলী হুলওয়ানী ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)..... ইবন জুরায়জ 'আতা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমার কাছে উরওয়া ইবনুয যুবায়র (র) বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা আমার দুধচাচা আবূল জা'দ আমার নিকট প্রবেশ করার জন্য অনুমতি চাইলেন। আমি তাকে ফিরিয়ে দিলাম। রাবী ইব্ন জুরায়জ বলেন, আমাকে হিশাম বলেছেন, ঐ ব্যক্তি তো আবূ কুআয়স। যখন নবী ﷺ এলেন তখন আয়েশা (রা) তাঁকে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি বললেন, কেন তুমি তাকে অনুমতি প্রদান করলে না? ধুলায় ধূসরিত হোক তোমার ডান হাত অথবা তিনি বলেছেন, ধূসরিত হোক তোমার হাত।

٣٤٤٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ يُسَمَّى أَفْلَحَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَحَجَبَتْهُ فَأَخْبَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا لاَ تَحْتَجِبِي مِنْهُ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ -

৩৪৪৮. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ্ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন যে, আফলাহ্ নামক তাঁর দুধচাচা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য অনুমতি চাইলেন। তিনি তাঁকে নিষেধ করে দেন। তারপর তিনি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে অবহিত করলেন। তিনি তাঁকে বললেন, তুমি তার থেকে পর্দা করবে না। কেননা দুধপানের সম্পর্ক দ্বারা ঐসব লোক হারাম হয়ে যায় যারা রক্ত সম্পর্ক দ্বারা হারাম হয়।

٣٤٤٩- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عِرَاكِ ابْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ بْنُ قُعَيْسٍ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ فَأَرْسَلَ إِنِّي

عَمُّكِ اَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ اَخِىْ فَاَبَيْتُ اَنْ اٰذَنَ لَهٗ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهٗ فَقَالَ لِيَدْخُلْ عَلَيْكِ فَاِنَّهٗ عَمُّكِ ـ

৩৪৪৯. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয আম্বারী (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আফলাহ্ ইব্ন কু'আয়স আমার সাথে সাক্ষাত করার অনুমতি চাইলেন। আমি তাকে অনুমতি দিতে অস্বীকার করলাম। তারপর তিনি লোক পাঠিয়ে আমাকে জানালেন যে, আমি তোমার চাচা। আমার ভাইয়ের স্ত্রী তোমাকে দুধপান করিয়েছেন। এরপরও আমি তাকে অনুমতি দিতে অস্বীকার করি। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসলেন এবং আমি তাঁর কাছে এ বিষয় উল্লেখ করি। তিনি বললেন, সে তোমার নিকট আসতে পারে। কেননা সে তোমার চাচা।

٣٤٥٠ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لِاَبِىْ بَكْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَالَكَ تَنَوَّقُ فِىْ قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا فَقَالَ وَعِنْدَكُمْ شَىْءٌ قُلْتُ نَعَمْ بِنْتُ حَمْزَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِىْ اِنَّهَا ابْنَةُ اَخِىْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ـ

৩৪৫০. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্ন হারব ও মুহাম্মদ ইবনুল আ'লা (র)..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কী ব্যাপার আপনি কুরায়শী মহিলাদের প্রতি আগ্রহী আর আমাদের প্রতি অমনোযোগী? তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে নাকি? আমি বললাম, হাঁ, হাম্যার কন্যা। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : সে আমার জন্য হালাল নয়। কেননা সে আমার দুধ ভাইয়ের কন্যা।

٣٤٥١ـ وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ جَرِيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ كُلُّهُمْ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهٗ ـ

৩৪৫১. উসমান ইব্ন আবূ শায়বা, ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম, ইব্ন নুমায়র, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর মুকাদ্দামী (র) ..... সবাই আ'মাশ (র) সূত্রে উপরোক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٤٥٢ـ وَحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اُرِيْدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ اِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِىْ اِنَّهَا ابْنَةُ اَخِىْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِمِ ـ

৩৪৫২. হাদ্দাব ইব্ন খালিদ (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর সঙ্গে হামযার কন্যার বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া হয়। তিনি বললেন, সে আমার জন্য হালাল নয়। কেননা সে আমার রাযাঈ ভাইয়ের কন্যা। আর দুধপান দ্বারা ঐ সব লোক হারাম হয়ে যায় যারা রক্ত সম্পর্কের দ্বারা হারাম হয়।

٣٤٥٣- وَحَدَّثَنَاهُ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَهُوَ الْقَطَّانُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى بْنُ مِهْرَانَ الْقُطَعِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ جَمِيْعًا عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عُرُوْبَةَ كِلاَهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِاسْنَادِ هَمَّامٍ سَوَاءً غَيْرَ اَنَّ حَدِيْثَ شُعْبَةَ انْتَهٰى عِنْدَ قَوْلِهِ ابْنَةُ اَخِىْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَفِىْ حَدِيْثِ سَعِيْدٍ وَانَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ وَفِىْ رِوَايَةِ بِشْرِ بْنِ عُمَرَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ -

৩৩৫৩. যুহায়র ইব্‌ন হারব, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া, শু'বা (র) সূত্রে এবং আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, সাঈদ ইব্‌ন আবূ আরুবা সূত্রে কাতাদা (র) থেকে উক্ত হাম্মাদের সনদে হাদীস বর্ণনা করেন। তবে শু'বার হাদীসে রাযাঈ ভাইয়ের কন্যা পর্যন্ত এবং সাঈদের হাদীসে এ–ও আছে যে, দুধ সম্পর্কে তারা হারাম হয়ে যায় যারা রক্ত সম্পর্কে হারাম হয়।

٣٤٥٤- وَحَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِىُّ وَاَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مُسْلِمٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ تَقُوْلُ قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَيْنَ اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَنِ ابْنَةِ حَمْزَةَ اَوْ قِيْلَ اَلاَ تَخْطُبُ بِنْتَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ اِنَّ حَمْزَةَ اَخِىْ مِنَ الرَّضَاعَةِ -

৩৪৫৪. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী ও আহমাদ ইব্‌ন ঈসা (র).....'নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি হামযার কন্যার সাথে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন থেকে দূরে কেন অথবা বলা হল আপনি কি হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের কন্যাকে বিবাহের প্রস্তাব দেবেন না? তিনি বললেন, হামযা আমার রাযাঈ ভাই।

٣٤٥٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ بِنْتِ اَبِىْ سُفْيَانَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ لَكَ فِىْ اُخْتِىْ بِنْتِ اَبِىْ سُفْيَانَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ لَكَ فِىْ اُخْتِىْ بِنْتِ اَبِىْ سُفْيَانَ فَقَالَ اَفْعَلُ مَاذَا قُلْتُ تَنْكِحُهَا قَالَ اَوْ تُحِبِّيْنَ ذٰلِكَ قُلْتُ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَاَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِىْ فِى الْخَيْرِ اُخْتِىْ قَالَ فَانَّهَا لاَ تَحِلُّ لِىْ قُلْتُ فَانِّىْ اُخْبِرْتُ اَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ بِنْتَ اُمِّ سَلَمَةَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَوْ اَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيْبَتِىْ فِىْ حِجْرِىْ مَا حَلَّتْ لِىْ اِنَّهَا ابْنَةُ اَخِىْ مِنَ الرَّضَاعَةِ اَرْضَعَتْنِىْ وَاَبَاهَا ثُوَيْبَةُ فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَىَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ اَخَوَاتِكُنَّ -

৩৪৫৫. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল আ'লা (র) ..... উম্মু হাবীবা বিন্‌ত আবূ সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার ঘরে আসলেন। আমি তাঁকে বললাম, আপনার কি আমার বোন বিন্‌ত আবূ সুফিয়ানের প্রতি আগ্রহ আছে? তিনি বললেন, আমি কি করব? আমি বললাম, আপনি তাকে বিবাহ করবেন। তিনি বললেন, তুমি কি তা পসন্দ কর? আমি বললাম, আমি তো আপনার একক স্ত্রী নই! (আপনার সান্নিধ্য) কল্যাণ লাভে আমার সঙ্গে কেউ শরীক থাকলে তা আমার বোন থাকুক, সেটাই আমি বেশি পসন্দ করি। তিনি বললেন, সে আমার জন্য হালাল নয়। আমি বললাম, আমি অবহিত হয়েছি যে, আপনি আবূ সালামার কন্যা দুরাহ্‌কে বিবাহ করার প্রস্তাব দিয়েছেন। তিনি বললেন, উম্মু সালামার কন্যা? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, যদি সে আমার কোলে রাবীবা তথা প্রতিপালিতা নাও হতো তাহলেও সে আমার জন্য হালাল হত না। যেহেতু সে হল আমার দুধ ভাইয়ের কন্যা। আমাকে এবং তার পিতা আবূ সালামাকে সুওয়ায়বা দুধপান করিয়েছেন। অতএব তোমরা আমার সাথে তোমাদের কন্যা ও ভগ্নিদের বিবাহের প্রস্তাব পেশ করবে না।

٢٤٥٦- وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ اَبِيْ زَائِدَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا الاَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ اَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ كِلاَهُمَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهٰذَا الاِسْنَادِ سَوَاءً -

৩৪৫৬. সুয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ ও আমরুন্ নাকিদ (র)..... হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (র) সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত।

٢٤٥٧- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيبٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ شِهَابٍ كَتَبَ يَذْكُرُ اَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ اَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ اَبِيْ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ اَنَّ اُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَتْهَا اَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْكِحْ اُخْتِيْ عَزَّةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتُحِبِّيْنَ ذٰلِكَ فَقَالَتْ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَاَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِيْ فِيْ خَيْرٍ اُخْتِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِنَّ ذٰلِكَ لاَ يَحِلُّ لِيْ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاِنَّا نَتَحَدَّثُ اَنَّكَ تُرِيْدُ اَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ اَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ بِنْتَ اَبِيْ سَلَمَةَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ اَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيْبَتِيْ فِيْ حِجْرِيْ مَا حَلَّتْ لِيْ اِنَّهَا ابْنَةُ اَخِيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ اَرْضَعَتْنِيْ وَاَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ اَخَوَاتِكُنَّ -

৩৪৫৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন রুমহ্ ইব্‌ন মুহাজির (র) ..... রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সহধর্মিণী উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমার বোন 'আয্‌যাহকে বিবাহ করুন। তিনি বললেন, তুমি কি তা পসন্দ কর? তিনি বললেন, হাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো আপনার একক স্ত্রী নই! আর কল্যাণে কেউ আমার শরীক হলে, তা সে আমার বোন হোক এটাই আমি বেশি পসন্দ করি। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাকে তো বিবাহ করা আমার জন্য হালাল নয়। তিনি বলেন, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে যে, আপনি আবূ সালামার কন্যা দুর্রাহ্‌কে বিবাহ করার ইচ্ছা রাখেন।

তিনি বললেন, আবূ সালামার কন্যাকে? উম্মু হাবীবা (রা) বললেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যদি সে আমার অভিভাবকত্বে প্রতিপালিতা নাও হতো তবু সে একারণে আমার জন্য হালাল হতো না যে, সে আমার দুধ ভাইয়ের কন্যা। আমাকে ও তার পিতা আবূ সালামাকে সুওয়ায়বা দুধপান করিয়েছেন। তাই তোমরা আমার কাছে তোমাদের কন্যা ও ভগ্নিদের বিবাহের প্রস্তাব পেশ করো না।

٣٤٥٨- وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْهُ نَحْوَ حَدِيثِهِ وَلَمْ يُسَمِّ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي حَدِيثِهِ عَزَّةَ غَيْرُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ -

৩৪৫৮. আবদুল মালিক ইব্ন শু'আয়ব ইব্ন লায়স এবং আবদ ইব্ন হুমায়দ (র) যুহরী (র) সূত্রে ইব্ন আবূ হাবীবের সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবীব (র) ব্যতীত তারা কেউ নিজে হাদীসে আয্যার নাম উল্লেখ করেন নি।

٣٤٥٩- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ح وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ كِلاَهُمَا عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ سُوَيْدٌ وَزُهَيْرٌ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ -

৩৪৫৯. যুহায়র ইব্ন হারব, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র ও সুয়ায়দ ইব্ন সাঈদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : সুয়ায়দ ও যুহায়রের বর্ণনায় 'নবী ﷺ বলেছেন, দু'এক চুমুক হারাম করে না।

٣٤٦٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كُلُّهُمْ عَنِ الْمُعْتَمِرِ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِي فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى فَزَعَمَتِ امْرَأَتِي الأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتِي الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ لاَ تُحَرِّمُ الإِمْلاَجَةُ وَالإِمْلاَجَتَانِ قَالَ عَمْرٌو فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ -

৩৪৬০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আমরুন নাকিদ ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ..... উম্মুল ফাযল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন নবী ﷺ-এর কাছে এল। সে বলল, ইয়া নাবিয়্যাল্লাহ্! আমার এক স্ত্রী ছিল

তার উপর আর একটি বিবাহ করলাম। এমতাবস্থায় প্রথমা স্ত্রী বলছে যে, সে আমার নবাগতা স্ত্রীকে এক চুমুক বা দু'চুমুক দুধপান করিয়েছে। নবী ﷺ বললেন, এক চুমুক বা দু'চুমুক হারাম করে না। আম্‌র (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন নাওফলের বর্ণনায় অনুরূপ আছে।

٣٤٦١- وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ اَبِيْ مَرْيَمَ اَبِي الْخَلِيْلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اُمِّ الْفَضْلِ اَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِيْ عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ قَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ هَلْ تُحَرِّمُ الرَّضَاعَةُ الْوَاحِدَةُ قَالَ لاَ -

৩৪৬১. আবূ গাস্‌সান মিসমাঈ, ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)..... উম্মুল ফাযল (রা) থেকে বর্ণিত যে, বনী আমির ইব্‌ন সা'সা'আর এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া নাবিয়্যাল্লাহ্! একবার মাত্র দুধপান কি হারাম সাব্যস্ত করে? তিনি বললেন, না।

٣٤٦٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِي الْخَلِيْلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ اُمَّ الْفَضْلِ حَدَّثَتْ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ اَوِ الرَّضْعَتَانِ اَوِ الْمَصَّةُ اَوِ الْمَصَّتَانِ -

৩৪৬২. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... উম্মুল ফাযল (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : একবার দু'বার দুধপান অথবা এক চুমুক, দু'চুমুক হারাম সাব্যস্ত করে না।

٣٤٦٣- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ اَبِيْ عَرُوْبَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ اَمَّا اِسْحَاقُ فَقَالَ كَرِوَايَةِ ابْنِ بِشْرٍ اَوِ الرَّضْعَتَانِ اَوِ الْمَصَّتَانِ وَاَمَّا ابْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ فَقَالَ وَالرَّضْعَتَانِ وَالْمَصَّتَانِ -

৩৪৬৩. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ..... ইব্‌ন আবূ 'আরূবা (র) সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত। ইসহাক ইব্‌ন বিশ্‌রের রিওয়ায়াতে বলেন, দু'বার দুধপান অথবা দু'চুমুক। ইব্‌ন আবূ শায়বা বলেন, দু'বার দুধপান অথবা দু'চুমুক।

٣٤٦٤- وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِي الْخَلِيْلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ اُمِّ الْفَضْلِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تُحَرِّمُ الْاِمْلاَجَةُ وَالْاِمْلاَجَتَانِ -

৩৪৬৪. ইব্ন আবূ উমর (র) ..... উম্মুল ফাযল (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, এক চুমুক কিংবা দু' চুমুক হারাম করে না।

٣٤٦٥ـ حَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِىُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَبِى الْخَلِيْلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اُمِّ الْفَضْلِ سَاَلَ رَجُلٌ النَّبِىَّ ﷺ اَتُحَرِّمُ الْمَصَّةُ فَقَالَ لاَ ـ

৩৪৬৫. আহমাদ ইব্ন সাঈদ দারিমী (র)..... উম্মুল ফাযল (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, এক চুমুক দুধপান কি হারাম করে? তিনি বললেন, না।

٣٤٦٦ـ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيْمَا اُنْزِلَ مِنَ الْقُرْاٰنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُوْمَاتٍ فَتُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُنَّ فِيْمَا يُقْرَاُ مِنَ الْقُرْاٰنِ ـ

৩৪৬৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরআনে এই আয়াতটি নাযিল হয়েছিল عشر وضعات معلومات "দশবার দুধপানে হারাম সাব্যস্ত হয়।" তারপর তা রহিত হয়ে যায় خمس معلومات (পাঁচবার পান দ্বারা হুরমত সাব্যস্ত হয়)– এর দ্বারা। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইন্তিকাল করেন অথচ ঐ আয়াতটি কুরআনের আয়াত হিসাবে তিলাওয়াত করা হত।

٣٤٦٧ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ يَحْىٰ وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ اَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُوْلُ وَهِىَ تَذْكُرُ الَّذِىْ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَتْ عَمْرَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ نَزَلَ فِى الْقُرْاٰنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ ثُمَّ نَزَلَ اَيْضًا خَمْسٌ مَعْلُوْمَاتٌ ـ

৩৪৬৭. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা কা'নাবী (র) ..... 'আমরাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, যখন তিনি দুধপানের ঐ পরিমাণ সম্পর্কে আলোচনা করলেন যদ্বারা হারাম সাব্যস্ত হয়। আমরাহ বললেন যে, আয়েশা (রা) বলেছিলেন, আল-কুরআনে নাযিল হয় عشر رضعات معلومات "নির্ধারিত দশবার দুধপানে" তারপর নাযিল হয় خمس معلومات "নির্ধারিত পাঁচবার দুধপানে।"

٣٤٦٨ـ وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيٰى بْنَ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَتْنِىْ عَمْرَةُ اَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُوْلُ بِمِثْلِهِ ـ

৩৪৬৮. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ..... আমরাহ (র) সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি আয়েশা (রা)-কে অনুরূপ বলতে শুনেছেন।

٣٤٦٩ـ حَدَّثَنَا عَمْرٌوْ النَّاقِدُ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

اِنِّىْ اَرٰى فِىْ وَجْهِ اَبِىْ حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُوْلِ سَالِمٍ وَهُوَ حَلِيْفُهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَرْضِعِيْهِ قَالَتْ وَكَيْفَ اُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيْرٌ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ اَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيْرٌ زَادَ عَمْرٌو فِىْ حَدِيْثِهِ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَفِىْ رِوَايَةِ ابْنِ اَبِىْ عُمَرَ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ـ

৩৪৬৯. আমরুন্ নাকিদ ও ইব্ন আবূ উমর (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুহায়লের কন্যা সাহ্লা নবী ﷺ-এর নিকট হাযির হয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার সাথে সালিমের দেখা সাক্ষাত করার কারণে আমি আবূ হুযায়ফার মুখমণ্ডলে অসন্তুষ্টির আলামত দেখতে পাচ্ছি অথচ সালিম হল তাঁর হালীফ (পোষ্য পুত্র)। নবী ﷺ বললেন : তুমি তাকে দুধপান করিয়ে দাও। তিনি বললেন, আমি কেমন করে তাকে দুধপান করাব, অথচ সে একজন বয়স্ক পুরুষ। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুচকি হাসি দিলেন এবং বললেন, আমি জানি যে, সে একজন বয়স্ক পুরুষ। আম্‌র (রাবী) তাঁর হাদীসে অতিরিক্ত বলেছেন, সালিম বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আর ইব্ন আবূ উমরের বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হেসে দিলেন।

٣٤٧٠ـ وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ عُمَرَ جَمِيْعًا عَنِ الثَّقَفِىِّ قَالَ ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ سَالِمًا مَوْلٰى اَبِىْ حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ اَبِىْ حُذَيْفَةَ وَاَهْلِهِ فِىْ بَيْتِهِمْ فَاَتَتْ تَعْنِىْ ابْنَةَ سُهَيْلٍ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَتْ اِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوْا وَاِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَاِنِّىْ اَظُنُّ اَنَّ فِىْ نَفْسِ اَبِىْ حُذَيْفَةَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ ﷺ اَرْضِعِيْهِ تَحْرُمِىْ عَلَيْهِ وَيَذْهَبِ الَّذِىْ فِىْ نَفْسِ اَبِىْ حُذَيْفَةَ فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ اِنِّىْ قَدْ اَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِىْ فِىْ نَفْسِ اَبِىْ حُذَيْفَةَ ـ

৩৪৭০. ইসহাক ইব্ন ইব্‌রাহীম হানযালী ও মুহাম্মদ ইব্ন আবূ উমর (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবূ হুযায়ফার মুক্তদাস সালিম (র) আবূ হুযায়ফা ও তাঁর পরিবারের সাথে একই ঘরে বসবাস করত। একদা সুহায়লের কন্যা (হুযায়ফার স্ত্রী) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট নিকট এসে বলল, সালিম বয়স্ক পুরুষের স্তরে পৌঁছে গেছে, সে বোঝে তারা যা বুঝতে পারে। অথচ সে আমাদের নিকট প্রবেশ করে থাকে। আমি ধারণা করি এই কারণে আবূ হুযায়ফার মনে আপত্তির ভাব সৃষ্টি হয়েছে। নবী ﷺ তাঁকে বললেন, তুমি তাঁকে দুধপান করিয়ে দাও, তুমি তাঁর জন্য হারাম হয়ে যাবে এবং আবূ হুযায়ফার মনের অভিযোগ দূরীভূত হবে। তারপর তিনি তার (আবূ হুযায়ফার) নিকট ফিরে এসে বললেন, আমি তাকে (সালিমকে) দুধপান করিয়েছি। তাতে আবূ হুযায়ফার মনের অসন্তোষ দূর হয়ে যায়।

٣٤٧١ـ وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِىْ مُلَيْكَةَ اَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو جَاءَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ سَالِمًا لِسَالِمٍ

مَوْلَى اَبِىْ حُذَيْفَةَ مَعَنَا فِىْ بَيْتِنَا وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ قَالَ اَرْضِعِيْهِ تَحْرُمِىْ عَلَيْهِ قَالَ فَمَكَثْتُ سَنَةً اَوْ قَرِيْبًا مِنْهَا لاَ اُحَدِّثُ بِهِ وَهِبْتُهُ ثُمَّ لَقِيْتُ الْقَاسِمَ فَقُلْتُ لَهُ لَقَدْ حَدَّثْتَنِىْ حَدِيْثًا مَا حَدَّثْتُهُ بَعْدُ قَالَ فَمَا هُوَ فَاَخْبَرْتُهُ قَالَ فَحَدِّثْهُ عَنِّى اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْنِيْهِ ـ

৩৪৭১. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, সুহায়ল ইব্‌ন আম্‌রের কন্যা সাহ্‌লা নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সালিম (আবূ হুযাফার মুক্তদাস) আমাদের সাথে একই ঘরে থাকে; অথচ সে বয়স্ক ও জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের স্তরে পৌঁছে গেছে। তিনি বললেন, তুমি তাকে দুধপান করিয়ে দাও, তাতে তুমি তার প্রতি হারাম হয়ে যাবে। রাবী (ইব্‌ন আবূ মুলায়কা) বলেন, অতঃপর আমি একবছর বা প্রায় একবছরকাল ভয়ে উক্ত হাদীস বর্ণনা করি নি। তারপর কাসিমের সাথে সাক্ষাত করে বললাম, আপনি আমার নিকট এতদিন এমনি এক হাদীস বর্ণনা করেছেন যা আমি অদ্যাবধি কারোর নিকট বর্ণনা করি নি। তিনি বললেন, তা কোন হাদীস? তখন আমি তাকে ঐ হাদীস খানার বিষয় অবহিত করলাম। তখন তিনি বললেন, তুমি তা আমা হতে এ সূত্রে বর্ণনা কর যে, আয়েশা (রা) আমাকে সে সম্পর্কে অবহিত করেছেন।

٣٤٧٢ـ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ لِعَائِشَةَ اِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكِ الْغُلاَمُ الاَيْفَعُ الَّذِىْ مَا اُحِبُّ اَنْ يَدْخُلَ عَلَىَّ قَالَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ اَمَالَكِ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اُسْوَةٌ قَالَتْ اِنَّ امْرَأَةَ اَبِىْ حُذَيْفَةَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ سَالِمًا يَدْخُلُ عَلَىَّ وَهُوَ رَجُلٌ وَفِىْ نَفْسِ اَبِىْ حُذَيْفَةَ مِنْهُ شَىْءٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْضِعِيْهِ حَتّٰى يَدْخُلَ عَلَيْكِ ـ

৩৪৭২. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ..... উম্মু সালমা (রা) আয়েশা-কে বললেন, তোমার নিকট বালিগ হওয়ার নিকটবর্তী ছেলে প্রবেশ করে থাকে, কিন্তু আমার নিকট ঐ ধরনের ছেলের প্রবেশ করাকে পছন্দ করি না। রাবী বলেন, আয়েশা (রা) বললেন, তোমার জন্য কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মধ্যে সুন্দর আদর্শ বিদ্যমান নেই? তিনি আরো বললেন, একদা আবূ হুযায়ফার স্ত্রী আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সালিম আমার নিকট প্রবেশ করে থাকে, অথচ সে একজন বয়স্ক পুরুষ এবং এজন্য আবূ হুযায়ফার অন্তরে কিছুটা অসন্তোষভাব বিদ্যমান। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি তাকে তোমার দুধ পান করিয়ে দাও যাতে সে তোমার নিকট প্রবেশ করতে পারে।

٣٤٧٣ـ وَحَدَّثَنِىْ اَبُو الطَّاهِرِ وَهٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الاَيْلِىُّ وَاللَّفْظُ لِهٰرُوْنَ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ نَافِعٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ اَبِىْ سَلَمَةَ تَقُوْلُ سَمِعْتُ اُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ تَقُوْلُ لِعَائِشَةَ وَاللّٰهِ مَا تَطِيْبُ نَفْسِىْ اَنْ يَرَانِىَ الْغُلاَمُ قَدِ اسْتَغْنٰى عَنِ الرَّضَاعَةِ فَقَالَتْ لِمَ قَدْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لاَرٰى فِىْ وَجْهِ اَبِىْ حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُوْلِ سَالِمٍ قَالَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

ﷺ اَرْضِعِيْهِ فَقَالَتْ اِنَّهُ ذُوْ لِحْيَةٍ فَقَالَ اَرْضِعِيْهِ يَذْهَبْ مَافِيْ وَجْهِ اَبِيْ حُذَيْفَةَ فَقَالَتْ وَاللّٰهِ مَا عَرَفْتُهُ فِيْ وَجْهِ اَبِيْ حُذَيْفَةَ ـ

৩৪৭৩. আবূ তাহির ও হারূন ইব্ন সাঈদ আয়লী (র) ..... রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সহধর্মিণী উম্মু সালামা (রা) একদিন আয়িশা (রা)-কে বললেন, আল্লাহর কসম আমি পছন্দ করি না যে, যে ছেলে দুধপানের বয়স পার হয়ে গেছে, সে আমাকে দেখুক। তিনি বললেন, কেন? একদা সুহায়লের কন্যা সাহ্‌লা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহর কসম! আমার নিকট সালিমের প্রবেশ করার কারণে আমি আবূ হুযায়ফার মুখমণ্ডলে অসন্তোষের লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। আয়েশা (রা) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তাকে তোমার দুধপান করিয়ে দাও। সাহ্‌লা বললেন, সে (সালিম) তো দাড়িবিশিষ্ট। তিনি বললেন, তুমি তাকে দুধ পান করিয়ে দাও, তাতে আবূ হুযায়ফার মুখমণ্ডলের মলিনতা দূর হয়ে যাবে। সাহ্‌লার বর্ণনা, আমি আল্লাহর কসম করে বলছি যে, তারপরে আমি আবূ হুযায়ফার চেহারায় আর মলিনতা দেখতে পাই নি।

٣٤٧٤ـ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ جَدِّيْ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّهُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَمْعَةَ اَنَّ اُمَّهُ زَيْنَبَ بِنْتَ اَبِيْ سَلَمَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ اُمَّهَا اُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تَقُوْلُ اَبٰى سَائِرُ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ اَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللّٰهِ مَا نَرٰى هٰذَا اِلَّا رُخْصَةً اَرْخَصَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِسَالِمٍ خَاصَّةً فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا اَحَدٌ بِهٰذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلَا رَائِيْنَا ـ

৩৪৭৪. আবদুল মালিক ইব্ন শু'আয়ব ইব্ন লায়স (র) ..... উম্মু সালামা (রা) বলতেন, নবী ﷺ-এর সকল সহধর্মিণী দুধপান সম্পর্কের দ্বারা কাউকে তাদের নিকট প্রবেশ করতে নিষেধ করেন এবং তারা আয়েশা (রা)-কে বলেন, আল্লাহর কসম! আমরা এটাকে (প্রাপ্ত বয়সে দুধপান দ্বারা হুরমত সাব্যস্ত হওয়াকে) একটি বিশেষ অনুমতি মনে করি যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কেবল সালিমের জন্য দিয়েছিলেন। অতএব এ ধরনের দুধপানের মাধ্যমে কেউ আমাদের নিকট প্রবেশ করতে পারবে না এবং আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাতও করতে পারবে না।

٣٤٧٥ـ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ اَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدِيْ رَجُلٌ قَاعِدٌ فَاشْتَدَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِ وَرَاَيْتُ الْغَضَبَ فِيْ وَجْهِهِ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ اَخِيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَتْ فَقَالَ اُنْظُرْنَ اِخْوَتَكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَاِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ ـ

৩৪৭৫.হান্নাদ ইব্ন সারী (র) ..... আয়েশা (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নিকট এলেন তখন আমার নিকট একজন পুরুষ উপবিষ্ট ছিলেন। তাতে তাঁর মন অতি ভারাক্রান্ত হয় এবং আমি তাঁর চেহারায় ক্রোধের আলামত দেখতে পেলাম। তিনি বলেন, আমি তখন বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ ব্যক্তি আমার দুধভাই। তিনি বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : কারা তোমাদের দুধ ভাই, তা তোমরা ভাল করে দেখে নিও। কেননা রাযা'আত সাব্যস্ত হয় যখন দুধপানের দ্বারা সন্তানের ক্ষুধা নিবারণের বয়স থাকে।

٣٤٧٦- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالاَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيّ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ كُلُّهُمْ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ اَبِي الشَّعْثَاءِ بِاسْنَادِ اَبِي الْاَحْوَصِ كَمَعْنٰى حَدِيْثِهِ غَيْرَ اَنَّهُمْ قَالُوْا مِنَ الْمَجَاعَةِ -

৩৪৭৬. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না, ইব্‌ন বাশ্‌শার, উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মু'আয, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ..... সকলেই আশ'আস ইব্‌ন শা'সা আবুল আহওয়াস (র) বর্ণিত হাদীসের মর্মানুযায়ী বর্ণনা করেন। তবে তাঁরা বলেন, "ক্ষুধার কারণ"।

١- بَابُ جَوَازِ وَطْئِ الْمَسْبِيَّةِ بَعْدَ الْاِسْتِبْرَاءِ وَاِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ اِنْفَسَخَ نِكَاحُهُ بِالسَّبْيِ

১. পরিচ্ছেদ : ইসতিবরার[১] পর যুদ্ধ বন্দিণীর সাথে সংগম করা জায়েয এবং তার স্বামী বর্তমান থাকলে সে বিবাহ বাতিল

٣٤٧٧- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَبْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحٍ اَبِي الْخَلِيْلِ عَنْ اَبِيْ عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعَثَ جَيْشًا اِلٰى اَوْطَاسٍ فَلَقُوْا عَدُوًّا فَقَاتَلُوْهُمْ فَظَهَرُوْا عَلَيْهِمْ وَاَصَابُوْا لَهُمْ سَبَايَا فَكَاَنَّ نَاسًا مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَحَرَّجُوْا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ اَجْلِ اَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْ ذٰلِكَ «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلاَّ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ» اَيْ فَهُنَّ لَكُمْ حَلاَلٌ اِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ -

৩৪৭৭. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মায়সারা কাওয়ারীরী (র) ..... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুনায়নের যুদ্ধের সময় আওতাসের দিকে একটি বাহিনী পাঠান। তারা শত্রুদলের মুখোমুখি হয় এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করে জয়লাভ করে। তাদের অনেক কয়েদী তাদের হস্তগত হয়। এদের মধ্য থেকে দাসীদের সাথে সহবাস করা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কয়েকজন সাহাবী যেন নাজায়েয মনে করলেন, তাদের মুশরিক স্বামী বর্তমান থাকার কারণে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ করেন : "এবং নারীর মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ" অর্থাৎ তারা তোমাদের জন্য হালাল, যখন তারা তাদের ইদ্দত পূর্ণ করে নিবে।

১. গর্ভবতী হলে প্রসব, অন্যথায় এক ঋতু অতিবাহিত হওয়াকে ইসতিব্‌রার বলে।

٣٤٧٨- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ الاَعْلٰى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الْخَلِيْلِ اَنَّ اَبَا عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِىَّ حَدَّثَ اَنَّ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِىَّ حَدَّثَهُمْ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ يَوْمَ حُنَيْنٍ سَرِيَّةً بِمَعْنٰى حَدِيْثِ يَزِيْدَبْنِ زُرَيْعٍ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ اِلاَّ مَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْهُنَّ فَحَلاَلٌ لَكُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ اِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ -

৩৪৭৮. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)..... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ হুনায়ন যুদ্ধের সময় একটি ছোট সেনাদল পাঠান– পরবর্তী অংশ ইয়াযীদ ইব্‌ন যুরাঈ-এর হাদীসের মর্মানুসারে। তবে এতে রয়েছে– "তাদের (সধবাদের) মধ্য থেকে যারা তোমাদের অধিকারভুক্ত তারা তোমাদের জন্য হালাল।" এই বর্ণনায় "যখন তারা তাদের ইদ্দত পূর্ণ করে নিবে"– অংশটুকুর উল্লেখ নেই।

٣٤٧٩- وَحَدَّثَنِيْهِ يَحْيٰى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِىُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الاِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৩৪৭৯. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাবীব হারিসী (র)..... কাতাদা (র) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত।

٣٤٨٠- وَحَدَّثَنِيْهِ يَحْيٰى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِىُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الْخَلِيْلِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ اَصَابُوْا سَبْيًا يَوْمَ اَوْطَاسٍ لَهُنَّ اَزْوَاجٌ فَتَخَوَّفُوْا فَاُنْزِلَتْ هٰذِهِ الاٰيَةُ «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلاَّ مَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ-»

৩৪৮০. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাবীব হারিসী (র) ..... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) বলেন, আওতাসের যুদ্ধে কিছু কয়েদী সাহাবাদের হস্তগত হয়, যাদের স্বামী ছিল। তারা (তাদের সাথে সংগমে) ভয় পেলেন। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয় : "এবং নারীর মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ।"

٣٤٨١- وَحَدَّثَنِىْ يَحْيٰى بْنُ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الاِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৩৪৮১. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাবীব (র) ..... কাতাদা (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত।

٢- بَابٌ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَتَوَقِّى الشُّبُهَاتِ

২. পরিচ্ছেদ : সন্তান বিছানার অধিপতির এবং সন্দেহ পরিহার

٣٤٨٢- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتِ اخْتَصَمَ سَعْدُبْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِىْ غُلاَمٍ فَقَالَ

سَعْدٌ هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ابْنُ اَخِيْ عُتْبَةَ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ عَهِدَ اِلَيَّ اَنَّهُ ابْنُهُ انْظُرْ اِلٰى شَبَهِهٖ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هٰذَا اَخِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وُلِدَ عَلٰى فِرَاشِ اَبِيْ مِنْ وَلِيْدَتِهٖ فَنَظَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى شَبَهِهٖ فَرَاٰى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ هُوَلَكَ يَا عَبْدُ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِيْ مِنْهُ يَاسَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ قَالَتْ فَلَمْ يَرَسَوْدَةَ قَطُّ وَلَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدُبْنُ رُمْحٍ قَوْلَهُ يَاعَبْدُ ـ

৩৪৮২. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ্ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস এবং আব্দ ইব্ন জাম'আ উভয়ে একটি সন্তানের ব্যাপারে ঝগড়া করেন। সা'দ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ আমার ভাই উতবা ইব্ন আবূ ওয়াক্কাসের সন্তান। তিনি আমাকে ওসিয়্যত করেছেন যে, এ সন্তান তারই পুত্র। আপনি তার সাথে এর সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য করুন। আর আবদ ইব্ন জাম'আ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ আমার ভাই। আমার পিতার ঔরসে তার দাসীর গর্ভে জন্ম হয়েছে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সন্তানটির গঠনাকৃতির দিকে লক্ষ্য করলেন। দেখতে পেলেন উতবার সাথে স্পষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। তখন তিনি বললেন, হে আব্দ (ইব্ন জাম'আ)! সন্তান তো বিছানার অধিপতির আর ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর (-এর শাস্তি)। হে সাওদা বিন্‌ত জাম'আ! তুমি এর থেকে পর্দা করবে। আয়েশা (রা) বলেন, তারপর সে কখনো সাওদা (রা)-কে দেখে নি। মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ্ 'হে আবদ' শব্দটি উল্লেখ করে নি।

٣٤٨٣ـ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ اَنَّ مَعْمَرًا وَابْنُ عُيَيْنَةَ فِيْ حَدِيْثِهِمَا اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلَمْ يَذْكُرَا وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ـ

৩৪৮৩. সাঈদ ইব্ন মানসূর ও আবূ বাক্‌র ইবন আবূ শায়বা, আমর আন-নাফিদ ও 'আবদ ইবন হুমায়দ (র) ..... সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না এবং মা'মার সূত্রে যুহরী (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে উভয়ে তাদের হাদীসে শুধু 'সন্তান তো বিছানার অধিপতির' কথাটুকু বর্ণনা করেছেন,– 'ব্যভিচারীর জন্য পাথর' অংশের উল্লেখ করেন নি।

٣٤٨٤ـ وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حَمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَاَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ـ

৩৪৮৪. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : বিছানা যার সন্তান তার আর ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর (-এর শাস্তি)।

٢٤٨٥- وَحَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ الْاَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَمَّا ابْنُ مَنْصُوْرٍ فَقَالَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَاَمَّا عَبْدُ الْاَعْلَى فَقَالَ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ اَوْ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَقَالَ زُهَيْرٌ عَنْ سَعِيْدٍ اَوْ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَقَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ مَرَّةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ وَاَبِيْ سَلَمَةَ وَمَرَّةً عَنْ سَعِيْدٍ اَوْ اَبِيْ سَلَمَةَ وَمَرَّةً عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مَعْمَرٍ -

৩৪৮৫. সাঈদ ইব্ন মানসূর, যুহায়র ইব্ন হারব, আবদুল আলা ইব্ন হাম্মাদ ও আমরুন নাকিদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে, নবী ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٣- بَابُ الْعَمَلِ بِاِلْحَاقِ الْقَائِفِ الْوَلَدَ

৩. পরিচ্ছেদ : কায়িফ[১] কর্তৃক পিতার সাথে সন্তানের সম্পর্ক নিরূপণ

٢٤٨٦- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُوْرًا تَبْرُقُ اَسَارِيْرُ وَجْهِهٖ فَقَالَ اَلَمْ تَرَيْ اَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ اٰنِفًا اِلٰى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَاُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ اِنَّ بَعْضَ هٰذِهِ الْاَقْدَامِ لَمِنْ بَعْضٍ -

৩৪৮৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ্ ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমনি আনন্দে আমার নিকট প্রবেশ করলেন যে, তাঁর চেহারার রেখাগুলো চমকাচ্ছিল। তিনি বললেন, হে আয়েশা! তুমি কি জান না যে, সবেমাত্র মুজায্যিয যায়দ ইব্ন হারিসা এবং উসামা ইব্ন যায়দের দিকে দৃষ্টিপাত করে বলে গেল যে, এদের উভয়ের পাগুলো পরস্পরের অঙ্গ।

٢٤٨٧- وَحَدَّثَنِيْ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُوْرًا فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اَلَمْ تَرَيْ اَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَرَاٰى اُسَامَةَ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيْفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُؤُسَهُمَا وَبَدَتْ اَقْدَامُهُمَا فَقَالَ اِنَّ هٰذِهِ الْاَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ -

৩৪৮৭. আমরুন নাকিদ, যুহায়র ইব্ন হারব ও আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার ঘরে প্রবেশ করলেন, খুব প্রফুল্ল চিত্তে। তিনি বললেন : হে

১. লক্ষণ ও সাদৃশ্য দেখে পিতৃ-পরিচয় নির্ণায়ককে 'কায়িফ' বলে।

আয়েশা তুমি কি জান না যে, এ মুজায্যিয মুদলিজী আমার কাছে প্রবেশ করে উসামা এবং যায়দকে দেখতে পেল। তারা একটি চাদর দ্বারা তাদের মাথা ঢেকে রেখেছিল এবং তাদের পা অনাবৃত। তখন সে বলল, এ পাগুলো পরস্পর পরস্পর থেকে আগত।

٣٤٨٨- وَحَدَّثَنَاهُ مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ قَائِفٌ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَاهِدٌ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ مُضْطَجِعَانِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ فَسُرَّ بِذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَعْجَبَهُ وَأَخْبَرَ بِهِ عَائِشَةَ -

৩৪৮৮. মানসূর ইব্ন আবূ মুযাহিম (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক কায়িফ এল এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছিলেন উপস্থিত। উসামা ইবন যায়দ এবং যায়দ ইব্ন হারিসা তখন শায়িত ছিলেন। কায়িফ তাদের দেখে বললেন, এদের উভয়ের পাগুলো পরস্পর পরস্পর থেকে আগত। এ মন্তব্যে নবী ﷺ খুশি হলেন, তাতে তা চমৎকৃত করল এবং আয়েশা (রা)-কে তা অবহিত করলো।

٣٤٨٩- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ وَزَادَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ وَكَانَ مُجَزِّزٌ قَائِفًا -

৩৪৮৯. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইবন ওয়াহ্ব থেকে ও তিনি ইউনুস থেকে, আবদ ইব্ন হুমায়দ ‘আবদুর রায্যাক থেকে, তিনি মা'মার ও ইবন জুরায়জ থেকে আর তারা সকলেই যুহরী (র) সূত্রে তাদের সনদে হাদীসের মর্মানুযায়ী বর্ণনা করেন। তবে ইউনুস বর্ণিত হাদীসে অতিরিক্ত আছে, মুজাযযিয ছিলেন একজন কায়িফ।

٤- بَابُ قَدْرِ مَا تَسْتَحِقُّهُ الْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ مِنْ إِقَامَةِ الزَّوْجِ عِنْدَهَا عَقِبَ الزِّفَافِ

৪. পরিচ্ছেদ : পূর্বে-অবিবাহিতা ও বিবাহিতা স্ত্রী বাসর ঘর উদ্যাপনের পর স্বামীর সাথে থাকার ব্যাপারে কি পরিমাণ সময় লাভের অধিকারিণী হবে

٣٤٩٠- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا وَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي -

৩৪৯০. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ও ইয়াকূব ইবন ইব্রাহীম (র) ..... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন উম্মু সালামাকে বিবাহ করেন, তখন তিনি তাঁর কাছে তিন দিন অবস্থান

করেন এবং তিনি বললেন, তোমার ব্যাপারে তোমার গৃহকর্তার কাছে কোন প্রকার অবজ্ঞা নেই। তুমি যদি চাও তাহলে আমি তোমার কাছে সাত দিন থাকব। যদি আমি তোমার কাছে সাতদিন থাকি, তবে আমার অন্যান্য স্ত্রীদের সঙ্গেও সাতদিন করে থাকব।

٣٤٩١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ تَزَوَّجَ اُمَّ سَلَمَةَ وَاَصْبَحَتْ عِنْدَهُ قَالَ لَهَا لَيْسَ بِكِ عَلَى اَهْلِكِ هَوَانٌ اِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ وَاِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ ثُمَّ دُرْتُ قَالَتْ ثَلِّثْ -

৩৪৯১. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... আবূ বকর ইব্‌ন আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন উম্মু সালামা (রা)-কে বিয়ে করলেন এবং তিনি (উম্মু সালামা) (বাসর রাত যাপনের পরে) নবী ﷺ -এর নিকট থাকা অবস্থায় যখন সকাল হল তখন নবী ﷺ তাঁকে বললেন, তোমার প্রতি তোমার স্বামীর কোন অনাদর অনাগ্রহ নেই। তুমি চাইলে তোমার কাছে সাতদিন (একাধারে) অবস্থান করব এবং তুমি চাইলে তিনদিন করব, এরপর (পালা করে) পরিক্রমা করব। উম্মু সালামা (রা) বললেন, তিন দিন (অবস্থান) করুন।

٣٤٩٢- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ بِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ تَزَوَّجَ اُمَّ سَلَمَةَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَاَرَادَ اَنْ يَخْرُجَ اَخَذَتْ بِثَوْبِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ وَحَاسَبْتُكِ بِهِ لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلاَثٌ -

৩৪৯২. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা কা'নাবী (র) ..... আবূ বকর ইব্‌ন আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন উম্মু সালামা (রা)-কে বিয়ে করলেন এবং তাঁর সংগে বাসর যাপনের পর বের হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন উম্মু সালামা (রা) তাঁর কাপড় টেনে ধরলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি চাইলে তোমার এখানে (অবস্থানের মেয়াদ) বাড়িয়ে দিব এবং তোমার নামে তা হিসাবে ধরব। (নিয়ম হল নব বিবাহিতা) কুমারীর জন্য সাত দিন ও বিধবার জন্য তিন দিন (প্রাথমিক অধিকার)।

٣٤٩٣- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا اَبُوْ ضَمْرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حُمَيْدٍ بِهٰذَا الاِسْنَادِ مِثْلَهُ

৩৪৯৩. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... আবদুর রহমান ইব্‌ন হুমায়দ (র) সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٤٩٤- حَدَّثَنِىْ اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِىْ ابْنَ غِيَاثٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ اَيْمَنَ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ ذَكَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَذَكَرَ اَشْيَاءَ هٰذَا فِيْهِ قَالَ اِنْ شِئْتِ اَنْ اُسَبِّعَ لَكِ وَاُسَبِّعَ لِنِسَائِىْ وَاِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِىْ -

৩৪৯৪. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল আ'লা (র) .....আবূ বকর ইব্ন আবদুর রহমান ইবনুল হারিস ইব্ন হিশাম (র) সূত্রে উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বিয়ে করলেন এবং তিনি কতিপয় বিষয় উল্লেখ করেছেন যার মাঝে এ কথাটিও রয়েছে যে, নবী ﷺ বলেছেন : তুমি যদি চাও তবে আমি তোমাকে সাতদিন সময় দিব এবং আমার অন্য স্ত্রীদেরও সাতদিন করে সময় দিব। তোমাকে সাতদিন সময় দিলে আমার অন্য স্ত্রীদেরও সাতদিন করে সময় দিতে হবে।

٣٤٩٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ اَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَاِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ اَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا قَالَ خَالِدٌ وَلَوْ قُلْتُ اِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ وَلٰكِنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ كَذٰلِكَ -

৩৪৯৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পূর্বে-বিবাহিতা স্ত্রী ঘরে থাকা অবস্থায় কুমারীকে বিয়ে করলে তার কাছে (প্রথমবারে লাগাতার) সাতদিন অবস্থান করবে এবং কুমারী স্ত্রী থাকা অবস্থায় পূর্ব-বিবাহিতাকে বিয়ে করলে তার কাছে তিনদিন অবস্থান করবে। (মধ্যবর্তী রাবী) খালিদ (র) বলেন, যদি আমি বলি যে, তিনি (ঊর্ধতন রাবী আনাস) হাদীসটির সনদ নবী ﷺ পর্যন্ত উন্নীত (মারফূ') করেছেন, তবে আমি তা সত্যই বলে জানব। তবে কিনা তিনি বলেছিলেন, সুন্নাতসম্মত পন্থা এটাই।

٣٤٩٦- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ وَخَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ اَنْ يُقِيْمَ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا قَالَ خَالِدٌ وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ رَفَعَهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ -

৩৪৯৬. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুন্নাত পদ্ধতি হল (নব বিবাহিতা) কুমারীর নিকট সাতদিন অবস্থান করা। খালিদ (র) বলেন, আমি চাইলে বলতে পারি যে, তিনি (আনাস রা) হাদীস টি নবী ﷺ পর্যন্ত উন্নীত করেছেন।

٥- بَابُ اَلْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ وَبَيَانِ اَنَّ السُّنَّةَ اَنْ تَكُوْنَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ لَيْلَةٌ مَعَ يَوْمِهَا

৫. পরিচ্ছেদ : রাত যাপনে স্ত্রীদের মাঝে পালাবন্টন এবং প্রত্যেকের কাছে একরাত পরের দিবাভাগ সহ অবস্থান করা সুন্নাত

٣٤٩٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ تِسْعُ نِسْوَةٍ فَكَانَ اِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لاَ يَنْتَهِيْ اِلَى الْمَرْأَةِ الْاُوْلَى اِلاَّ فِيْ تِسْعٍ فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِيْ بَيْتِ الَّتِيْ يَأْتِيْهَا فَكَانَ فِيْ بَيْتِ عَائِشَةَ فَجَاءَتْ زَيْنَبُ فَمَدَّ يَدَهُ اِلَيْهَا فَقَالَتْ هٰذِهِ زَيْنَبُ فَكَفَّ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ فَتَقَاوَلَتَا حَتّٰى اسْتَخَبَتَا وَاُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَمَرَّ اَبُوْ بَكْرٍ عَلٰى ذٰلِكَ فَسَمِعَ اَصْوَاتَهُمَا فَقَالَ اخْرُجْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِلَى الصَّلاَةِ وَاحْثُ فِيْ

اَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ فَخَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَتْ عَائِشَةُ الْاٰنَ يَقْضِى النَّبِىُّ ﷺ صَلاَتَهُ فَيَجِئُ اَبُوْ بَكْرٍ فَيَفْعَلُ بِىْ وَيَفْعَلُ فَلَمَّا قَضَى النَّبِىُّ ﷺ صَلاَتَهُ اَتَاهَا اَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ لَهَا قَوْلاً شَدِيْدًا وَقَالَ أَتَصْنَعِيْنَ هٰذَا ـ

৩৪৯৭. আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (শেষ পর্যায়ে) নবী ﷺ -এর নয়জন সহধর্মিণী ছিলেন। নবী ﷺ তাদের মাঝে পালাবন্টন কালে নয় দিনের আগে (পালার) প্রথমা স্ত্রীর কাছে পুনরায় পৌঁছতেন না। প্রতি রাতে নবী ﷺ যে ঘরে অবস্থান করতেন সেখানে তারা (নবী পত্নীগণ) সমবেত হতেন। একরাতে তিনি যখন আয়েশা (রা)-এর ঘরে ছিলেন, তখন যায়নাব (রা) সেখানে আগমন করলে নবী ﷺ তার দিকে নিজের হাত বাড়ালেন। আয়েশা (রা) বললেন, ও তো যায়নাব! ফলে নবী ﷺ তাঁর হাত গুটিয়ে নিলেন। তখন তারা দু'জন (আয়েশা ও যয়নাব) কথা কাটাকাটি করতে লাগলেন। এমনকি তাদের বচসার আওয়ায চড়ে গেল, ওদিকে সালাতের ইকামত (-এর সময় উপস্থিত) হল। ঐ অবস্থায় আবূ বকর (রা) সেখান দিয়ে (সালাতে) যাচ্ছিলেন। তিনি ঐ দু'জনের আওয়ায শুনতে পেয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি বের হয়ে আসুন এবং ওদের মুখে ধূলা–মাটি ছুঁড়ে (দিয়ে মুখ বন্ধ করে) দিন। তখন নবী ﷺ বের হয়ে এলেন। আয়েশা (রা) বললেন, এখন নবী ﷺ তাঁর সালাত আদায় করবেন, তার পরে তো আবূ বকর (রা) এসে আমাকে বকাবকি ও গালমন্দ করবেন (পরে তা-ই হল)। নবী ﷺ তাঁর সালাত সমাধা করলে আবূ বকর (রা) আয়েশা (রা)-এর নিকটে এসে তাকে কড়া কড়া কথা বললেন এবং বললেন, তুমি এমন কর?

٦ـ بَابُ جَوَازِ هِبَتِهَا نَوْبَتَهَا لِضَرَّتِهَا

৬. পরিচ্ছেদ : সতীনকে নিজের পালা হেবা করা বৈধ

٣٤٩٨ـ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً اَحَبَّ اِلَىَّ اَنْ اَكُوْنَ فِىْ مِسْلاَخِهَا مِنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ مِنْ امْرَأَةٍ فِيْهَا حِدَّةٌ قَالَتْ فَلَمَّا كَبِرَتْ جَعَلَتْ يَوْمَهَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِعَائِشَةَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ جَعَلْتُ يَوْمِىْ مِنْكَ لِعَائِشَةَ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ ـ

৩৪৯৮. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাওদা বিনত যাম্‌'আ (রা)-এর চেয়ে অধিক পসন্দনীয়া এমন কোন নারীকে আমি দেখি নি, যার 'খোলসে' আমি আমার অবস্থান পসন্দ করব– এমন এক নারী যার মাঝে ছিল (ব্যক্তিত্ব সুলভ) তেজস্বীতা। আয়েশা (রা) বলেন, তিনি বৃদ্ধা হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট তাঁর প্রাপ্য (পালার) দিনটি আয়েশা (রা)-কে হেবা করে দিলেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার কাছে আমার পালার দিনটি আয়েশার জন্য দিয়ে দিলাম। ফলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার জন্য দু'দিন পালা বন্টন করতেন, তার নিজের (এক) দিন এবং সাওদা (রা)-এর (এক) দিন।

٣٤٩٩ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا الْاَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ كُلُّهُمْ

عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الاِسْنَادِ اَنَّ سَوْدَةَ لَمَّا كَبِرَتْ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ جَرِيْرٍ وَزَادَ فِىْ حَدِيْثِ شَرِيْكٍ قَالَتْ وَكَانَتْ اَوَّلَ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا بَعْدِىْ ـ

৩৪৯৯. আবু বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র), আম্‌রুন নাকিদ, মুজাহিদ ইব্ন মূসা সকলে হিশাম (র) সূত্রে পূর্বোক্ত সনদে রিওয়ায়াত করেন যে, সাওদা (রা) যখন বৃদ্ধা হয়ে গেলেন ..... (পূর্বোক্ত যুহায়র সনদের উর্ধতন রাবী) জারীর (র)-এর হাদীসের অনুরূপ। তবে (মুজাহিদ সনদের উর্ধতন রাবী) শাকীক (র) তাঁর হাদীসে অধিক বলেছেন যে, 'আয়েশা (রা) বলেছেন, তিনি (সাওদা রা) ছিলেন প্রথম নারী, যাকে নবী ﷺ আমার পরে বিয়ে করেছিলেন।

٣٥٠٠ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغَارُ عَلَى اللاَّتِىْ وَهَبْنَ اَنْفُسَهُنَّ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَقُوْلُ وَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَلَمَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ « تُرْجِىْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِىْ اِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ » قَالَتْ قُلْتُ وَاللّٰهِ مَا اَرٰى رَبَّكَ اِلاَّ يُسَارِعُ لَكَ فِىْ هَوَاكَ ـ

৩৫০০. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল আলা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে নারীরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর (স্ত্রী হওয়ার জন্য) আত্মনিবেদিতা হত, আমি তাদের নির্লজ্জতায় বিস্ময় প্রকাশ করতাম এবং বলতাম, কোন নারী কি (এভাবে নির্লজ্জ হয়ে) আত্মনিবেদন করতে পারে? পরে যখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন : "তুমি তাদের (স্ত্রীগণের মধ্যে) যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট হতে দূরে সরিয়ে রাখতে পার এবং যাকে ইচ্ছা তোমার কাছে স্থান দিতে পার এবং যাকে তুমি দূরে রেখেছ তাকে (পুনরায়) কামনা করলে তাতে তোমার কোন অপরাধ হবে না।" (সূরা আহ্‌যাব : ৫১)। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তখন বললাম : আল্লাহ্‌র কসম! আমি তো দেখছি আপনার প্রতিপালক আপনার মনোবাঞ্ছা পূরণে দ্রুতই সাড়া দিয়ে থাকেন।

٣٥٠١ـ وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا كَانَتْ تَقُوْلُ اَمَا تَسْتَحْىِ امْرَأَةٌ تَهَبُ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ حَتّٰى اَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ « تُرْجِىْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِىْ اِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ » فَقُلْتُ اِنَّ رَبَّكَ لَيُسَارِعُ لَكَ فِىْ هَوَاكَ ـ

৩৪৫০১. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলতেন, কোন নারী কি কোন পুরুষের কাছে নিজেকে নিবেদন করতে লজ্জাবোধ করে না? অবশেষে আল্লাহ্ নাযিল করলেন : "তুমি তাদের যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট থেকে দূরে রাখতে পার এবং যাকে ইচ্ছা তোমার কাছে স্থান দিতে পার" তখন আমি বললাম, "অবশ্যই আপনার প্রতিপালক আপনার মনোবাঞ্ছা পূরণে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।"

٣٥٠٢ـ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ عَطَاءٌ قَالَ حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ

بِسَرِفَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هٰذِهِ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ فَاِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلاَ تُزَعْزِعُوْا وَلاَ تُزَلْزِلُوْا وَارْفُقُوْا فَاِنَّهٗ كَانَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تِسْعٌ فَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَلاَ يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ قَالَ عَطَاءٌ الَّتِيْ لاَ يَقْسِمُ لَهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ بْنِ اَخْطَبَ ـ

৩৫০২. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) ..... আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সারিফ নামক স্থানে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর সংগে নবী পত্নী মায়মূনা (রা)-এর জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। তখন ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, ইনি নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী। সুতরাং তোমরা যখন তাঁর কফিন (লাশ) তুলবে তখন তাকে খুব জোরে নাড়া দিবে না এবং কাঁপাবে না; নরম ও আলতোভাবে তাঁকে তুলবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে নয়জন স্ত্রী ছিলেন। তাঁদের আটজনের জন্য রাত যাপনের পালা নির্ধারণ করতেন এবং একজনের জন্য করতেন না। (মধ্যবর্তী) রাবী আতা (র) বলেন, যাঁর জন্য পালা নির্ধারণ করতেন না তিনি হলেন সাফিয়্যা বিন্‌ত হুয়াই ইব্‌ন আখতাব (রা)।[১]

٣٥٠٣ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الاِسْنَادِ وَزَادَ قَالَ عَطَاءٌ كَانَتْ اٰخِرَهُنَّ مَوْتًا مَاتَتْ بِالْمَدِيْنَةِ ـ

৩৫০৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি‘ ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ..... ইব্‌ন জুরায়জ (র) সূত্রে ঐ সনদে বর্ণিত। এতে তিনি অতিরিক্ত বলেছেন যে, আতা (র) বলেছেন, ইনি (সাফিয়্যা/মায়মূনা) ছিলেন তাঁদের মাঝে সব শেষে মৃত্যুবরণকারিণী, তিনি মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন।[২]

٧ـ بَابُ اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ ذَاتِ الدِّيْنِ

৭. পরিচ্ছেদ : দীনের মানদণ্ডে বিবাহের জন্য কন্যা পসন্দ করা মুস্তাহাব

٣٥٠٤ـ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْاَةُ لاَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ـ

৩৫০৪. যুহায়র ইব্‌ন হারব, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে (সাধারণত) মেয়েদের বিয়ে করা হয়– কন্যার ধন-সম্পদের কারণে, তার বংশীয় আভিজাত্যের কারণে, তার রূপের কারণে এবং তার দীনদারীর কারণে। তুমি ধার্মিকাকে পেয়ে ভাগ্যবান হও! তোমার দু'হাত ধুলিমাখা হোক![৩]

---

১. এতে রাবী বিস্মৃতির শিকার হয়েছেন। যথার্থ তথ্যমতে পালা বিহীন স্ত্রী ছিলেন সাওদা (রা) (পূর্বের হাদীস দ্র.) –অনুবাদক।

২. ইনি সর্বনামটির উদ্দেশ্য নিকট পূর্বে উল্লিখিত সাফিয়্যা (রা) হলে 'মদীনায় মৃত্যুবরণ' তথ্যটি যথার্থ। আর মূল আলোচিতা মায়মূনা (রা) হলে তথ্যটি ত্রুটিপূর্ণ। কেননা তাঁর মৃত্যু সর্বসম্মতভাবে সারিফে হয়েছিল –অনুবাদক।

৩. আরবী ভাষাবিদগণ বাক্যটি দু'আ, বিস্ময়, অনুপ্রেরণা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। এখানে বর্ণিত বিষয়ে অনুপ্রেরণাদানের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে।

٣٥٠٥- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ اَخْبَرَنِىْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَقِيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَا جَابِرُ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكْرٌ اَمْ ثَيِّبٌ قُلْتُ ثَيِّبٌ قَالَ فَهَلاَّ بِكْرًا تُلاَعِبُهَا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ اَخَوَاتٍ فَخَشِيْتُ اَنْ تَدْخُلَ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُنَّ قَالَ فَذَاكَ اِذَنْ اِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلٰى دِيْنِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ -

৩৫০৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র) ..... আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) আমাকে অবহিত করেছেন যে, তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময়কালে আমি একটি মহিলাকে বিয়ে করলাম। পরে আমি নবী ﷺ-এর সংগে সাক্ষাত করলে তিনি বললেন, হে জাবির ! তুমি বিয়ে করেছ? আমি বললাম, জি হাঁ। তিনি বললেন, কুমারী, না বিধবা? আমি বললাম, বিধবা। তিনি বললেন, তবে কুমারী নয় কেন? তুমি তার সঙ্গে সোহাগ স্ফুর্তি করতে (সেও তোমার সংগে হাস্য লাস্য করত)। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার কয়েকটি (অবিবাহিতা) বোন রয়েছে, তাই আমার আশংকা হল যে, বধূ (কুমারী হলে সে) আমার ও বোনদের মাঝে অনুপ্রবেশ করবে (অন্তরায় হবে)। নবী ﷺ বললেন : তবে তো তা-ই ঠিক। মহিলাকে বিয়ে করা হয় তার দীনদারীর কারণে, তার সম্পদের কারণে ও তার রূপ লাবণ্যের কারণে, তোমার কর্তব্য ধার্মিকাকে গ্রহণ করা, তোমার দু'হাত ধূলিমলিন হোক"।

٨- بَابُ اِسْتِحْبَابِ نِكَاحِ الْبِكْرِ

৮. পরিচ্ছেদ : কুমারী বিবাহ করা মুস্তাহাব

٣٥٠٦- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَبِكْرًا اَمْ ثَيِّبًا قُلْتُ ثَيِّبًا قَالَ فَاَيْنَ اَنْتَ مِنَ الْعَذَارٰى وَلِعَابِهَا قَالَ شُعْبَةُ فَذَكَرْتُهُ لِعَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ فَقَالَ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ جَابِرٍ وَاِنَّمَا قَالَ فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ -

৩৫০৬. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মু'আয (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জনৈকা মহিলাকে বিয়ে করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন, তুমি কি বিয়ে করেছ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, কুমারীকে, না বিধবাকে? আমি বললাম, এক বিধবাকে। তিনি বললেন, তবে কুমারী ও তাদের আমোদ-স্ফূর্তি হতে তুমি কোথায় (কুমারীর সঙ্গসুধা তুমি ত্যাগ করলে কেন)? (মধ্যবর্তী) রাবী শু'বা (র) বলেন, পরে আমি আমর ইব্‌ন দীনার (র)-এর নিকট এ হাদীস উল্লেখ করলে তিনি বললেন, আমিও তো জাবির (রা)-এর নিকট তা শুনেছি। তিনি তো বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন : তবে কোন কিশোরী (তরুণী) কে কেন নয়– যে তোমার সঙ্গে হাস্য-লাস্য করত, তুমিও তার সঙ্গে আমোদ-স্ফূর্তি করতে?

٣٥٠٧- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى وَاَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِىُّ قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ هَلَكَ وَتَرَكَ تِسْعَ بِنَاتٍ اَوْ قَالَ سَبْعَ فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ثَيِّبًا فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا جَابِرُ تَزَوَّجْتَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَبِكْرٌ اَمْ ثَيِّبٌ قَالَ قُلْتُ بَلْ ثَيِّبٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ اَوْ قَالَ تُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ قَالَ قُلْتُ لَهُ اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ هَلَكَ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ اَوْسَبْعَ وَاِنِّىْ كَرِهْتُ اَنْ اٰتِيَهُنَّ اَوْ اَجِيْئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ فَاَحْبَبْتُ اَنْ اَجِيْئَ بِامْرَأَةٍ تَقُوْمُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ قَالَ فَبَارَكَ اللّٰهُ لَكَ اَوْ قَالَ لِىْ خَيْرًا وَفِىْ رِوَايَةِ اَبِىْ الرَّبِيْعِ تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ -

৩৫০৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ও আবূর রাবী যাহরানী (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ (রা) মৃত্যু (শাহাদাত) বরণ করলেন এবং নয়টি (কিংবা তিনি বলেছেন, সাতটি) কন্যা রেখে গেলেন। পরে আমি (জাবির) এক বিধবা মহিলাকে বিয়ে করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন, হে জাবির! তুমি বিয়ে করেছ? জাবির (রা) বলেন, আমি বললাম : হ্যাঁ। তিনি বললেন, তা কুমারী কিংবা বিধবা? জাবির (রা) বলেন, আমি বললাম : বরং বিধবা ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, তবে তা কোন তরুণী (কুমারী) কেন নয় যে, (ইয়াহ্ইয়া রিওয়ায়াতে) তুমি তার সংগে আনন্দ-স্ফূর্তি করত সেও তোমার সাথে আনন্দ-স্ফূর্তি করত কিংবা তিনি বলেছিলেন, তুমি তার সঙ্গে হাস্য-রস করতে সেও তোমার সঙ্গে হাস্যরস করত? জাবির (রা) বলেন, আমি তাঁকে বললাম, (আমার পিতা) আবদুল্লাহ নয়টি (কিংবা সাতটি) মেয়ে রেখে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং আমি তাদের মাঝে তাদের মত একজনকে নিয়ে আসা অপসন্দ করলাম। তাই আমি এমন একটি মহিলাকে নিয়ে আসা পছন্দ করলাম যে তাদের দেখাশুনা করবে এবং তাদের শুধরে দিবে ও গড়ে তুলবে। নবী ﷺ বললেন, তবে আল্লাহ্ তোমাকে বরকত দান করুন। তিনি আমাকে (এ ধরনের) কোন উত্তম কথা বললেন। আবুর রাবী (র)-এর রিওয়ায়াতে রয়েছে, তুমি তার সংগে আনন্দ-স্ফূর্তি করতে এবং সেও তোমার সংগে আমোদ স্ফুর্তি করত, তুমি তার সংগে হাস্যরস করতে, সেও তোমার সংগে হাস্যরস করত।

٣٥٠٨- وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ نَكَحْتَ يَا جَابِرُ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ اِلٰى قَوْلِهِ امْرَأَةً تَقُوْمُ عَلَيْهِنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ قَالَ اَصَبْتَ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ -

৩৫০৮. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন : তুমি কি বিবাহ্ করেছ হে জাবির? তিনি হাদীসটির পূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন– যার শেষে রয়েছে : এমন একটি মহিলাকে যে তাদের তত্ত্বাবধান করবে এবং তাদের মাথা আঁচড়ে দিবে। নবী ﷺ বললেন : "তুমি সঠিক করেছ" ..... এর পরের অংশ তিনি (কুতায়বা) উল্লেখ করেন নি।

٣٥٠٩- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ غَزَاةٍ فَلَمَّا اَقْبَلْنَا تَعَجَّلْتُ عَلٰى بَعِيْرٍ لِيْ قَطُوْفٍ فَلَحِقَنِيْ رَاكِبٌ خَلْفِيْ فَنَخَسَ بَعِيْرِيْ بِعَنَزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ فَانْطَلَقَ بَعِيْرِيْ كَاَجْوَدِ مَا اَنْتَ رَاءٍ مِنَ الاِبِلِ فَالْتَفَتُّ فَاِذَا اَنَا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا يُعْجِلُكَ يَا جَابِرُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ فَقَالَ أَبِكْرًا تَزَوَّجْتَهَا اَمْ ثَيِّبًا قَالَ قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا قَالَ هَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ اَمْهِلُوْا حَتّٰى نَدْخُلَ لَيْلاً اَيْ عِشَاءً كَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيْبَةُ قَالَ وَقَالَ اِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ-

৩৫০৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক যুদ্ধে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সংগে ছিলাম। আমরা যখন প্রত্যাগমন করতে লাগলাম তখন আমি আমার একটি ধীরগামী উটে করে দ্রুত চলার চেষ্টা করলাম। আমার পিছন থেকে একজন আরোহী আমার সংগে মিলিত হল এবং সে তার হাতের একটি ছোট্ট বর্শা দিয়ে আমার উটকে খোঁচা দিল। ফলে আমার উটটি তোমার দেখা উটপালের শ্রেষ্ঠ উটের ন্যায় দ্রুতগতিতে চলতে লাগল। আমি তখন পিছনের দিকে তাকালাম– দেখি যে, আমি রয়েছি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পাশে। তিনি বললেন, হে জাবির! তোমার এ ব্যস্ততা কেন? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ঘরে নতুন স্ত্রী রেখে এসেছি। তিনি বললেন, তুমি কি কোন কুমারীকে বিয়ে করেছ, না কোন বিধবাকে? জাবির (রা) বলেন, আমি বললাম : বিধবাকে। নবী ﷺ বললেন, কোন তরুণী (কুমারী)-কে কেন বিয়ে করলে না– যার সংগে তুমি ক্রীড়া-কৌতুক করতে এবং সেও তোমার সংগে ক্রীড়া-কৌতুক করত। জাবির (রা) বললেন, আমরা যখন মদীনার সন্নিকটে উপনীত হয়ে সেখানে প্রবেশ করতে উদ্যত হলাম তখন নবী ﷺ বললেন, একটু অবকাশ দাও, আমরা রাতে অর্থাৎ ইশার সময় প্রবেশ করব- যাতে এলোকেশিণী তার কেশ বিন্যাস করে নিতে পারে এবং স্বামী প্রবাসিণী ক্ষৌরকর্ম করে নিতে পারে। জাবির (রা) বলেন, নবী ﷺ আরো বললেন, তুমি যখন পৌঁছে যাবে তখন সন্তান অন্বেষায় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিবে।

٣٥١٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِيْ ابْنَ عَبْدِ الْمَجِيْدِ الثَّقَفِيَّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ غَزَاةٍ فَاَبْطَأَبِيْ جَمَلِيْ فَاَتٰى عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لِيْ يَا جَابِرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا شَأْنُكَ قُلْتُ اَبْطَأَبِيْ جَمَلِيْ وَاَعْيَا فَتَخَلَّفْتُ فَنَزَلَ فَحَجَنَهُ بِمِحْجَنِهِ ثُمَّ قَالَ ارْكَبْ فَرَكِبْتُ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِيْ اَكُفُّهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ أَتَزَوَّجْتَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ أَبِكْرًا اَمْ ثَيِّبًا فَقُلْتُ بَلْ ثَيِّبٌ قَالَ فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ قُلْتُ اِنَّ لِيْ اَخَوَاتٍ فَاَحْبَبْتُ اَنْ اَتَزَوَّجَ اِمْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ وَتَقُوْمُ عَلَيْهِنَّ

قَالَ اَمَا اِنَّكَ قَادِمٌ فَاِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ ثُمَّ قَالَ أَتَبِيْعُ جَمَلَكَ قُلْتُ نَعَمْ فَاشْتَرَاهُ مِنِّىْ بِاُوْقِيَّةٍ ثُمَّ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ فَجِئْتُ الْمَسْجِدَ فَوَجَدْتُهٗ عَلٰى بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ اَلْاٰنَ حِيْنَ قَدِمْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَدَعْ جَمَلَكَ وَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَالَ فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَاَمَرَ بِلاَلاً اَنْ يَزِنَ لِىْ اُوْقِيَّةً فَوَزَنَ لِىْ بِلاَلٌ فَاَرْجَحَ فِى الْمِيْزَانِ قَالَ فَانْطَلَقْتُ فَلَمَّا وَلَّيْتُ قَالَ ادْعُ لِىْ جَابِرًا فَدُعِيْتُ فَقُلْتُ الْاٰنَ يَرُدُّ عَلَىَّ الْجَمَلَ وَلَمْ يَكُنْ شَىْءٌ اَبْغَضَ اِلَىَّ مِنْهُ فَقَالَ خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهٗ ـ

৩৫১০. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সংগে একটি গাযওয়ার উদ্দেশ্যে বের হলাম। আমার উটটি আমাকে নিয়ে ধীরে চলল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন আমার কাছে এসে আমাকে বললেন, হে জাবির! আমি বললাম, জ্বী! তিনি বললেন, তোমার ব্যাপার কি? আমি বললাম, আমার উট আমাকে নিয়ে ধীরে চলছে এবং পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে। ফলে আমি পিছনে পড়ে গিয়েছি। তখন নবী ﷺ নেমে পড়ে তার (বাঁকামাথা) লাঠি দিয়ে উটকে গুতো দিলেন। এরপর বললেন, অরোহণ কর, আমি তখন আরোহণ করলাম। অমি (উটটিকে তার অতি দ্রুতগামিতার কারণে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে অতিক্রম করে যেতে দেখে ঠেকাতে লাগলাম। তখন নবী ﷺ বললেন, তুমি কি বিয়ে করেছ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, কুমারী না বিধবা? আমি বললাম, বিধবা। তিনি বললেন, তবে কোন কুমারীকে কেন বিয়ে করলে না, যার সংগে তুমি ক্রীড়া-কৌতুক করতে, সেও তোমার সংগে ক্রীড়া-কৌতুক করত? আমি বললাম, আমার বেশ ক'টি বোন (অবিবাহিতা) রয়েছে। তাই আমি এমন নারীকে বিয়ে করা পসন্দ করলাম যে তাদের গুছিয়ে রাখবে, তাদের মাথা আঁচড়ে দিবে এবং তাদের দেখাশোনা করবে। নবী ﷺ বললেন, তুমি তো (মদীনায়) উপনীত হতে যাচ্ছ। যখন পৌঁছে যাবে তখন (সন্তান অন্বেষায়) বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেবে। পরে তিনি বললেন, তোমার উটটি বেচবে কি? আমি বললাম, জ্বী হাঁ। তিনি তখন আমার নিকট হতে এক উকিয়ার (চল্লিশ দিরহাম সমমূল্যের) বিনিময়ে কিনে নিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যথাসময়ে মদীনায় পৌঁছলেন। আমিও সকালে আগমন করে মসজিদে (নববীতে) পৌঁছলাম এবং তাঁকে মসজিদের দরজায় পেয়ে গেলাম। তিনি বলেন, এইমাত্র তুমি এলে কি? আমি বললাম, জ্বী হাঁ। তিনি বললেন, তবে তোমার উটটি রেখে দাও এবং (মসজিদে) প্রবেশ করে দু'রাক'আত সালাত আদায় করে নাও। জাবির বলেন, আমি প্রবেশ করে সালাত আদায় করলাম। পরে ফিরে এলে নবী ﷺ আমাকে এক উকিয়া ওযন করে দেওয়ার জন্য বিলাল (রা)-কে হুকুম করলেন। বিলাল (রা) তখন আমাকে ওযন করে দিলেন এবং ওযনে পাল্লা ঝুঁকিয়ে দিলেন। জাবির (রা) বলেন, তখন আমি চলে যেতে লাগলাম। আমি কিছু দূর চলে গেলে নবী ﷺ বললেন : জাবিরকে আমার কাছে ডেকে আন। তখন আমাকে ডাকা হল। আমি (মনে মনে) বললাম, এখন উটটি আমাকে ফিরিয়ে দেবেন অথচ আমার কছে ওর চেয়ে অধিক অপসন্দনীয় আর কিছু ছিল না। তিনি বললেন, "তোমার উট তুমি নিয়ে যাও আর তোমার মূল্য তোমারই রইল।"

٣٥١١ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ حَدَّثَنَا اَبُوْ نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا فِىْ مَسِيْرٍ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا عَلٰى نَاضِحٍ اِنَّمَا هُوَ فِىْ اُخْرَيَاتِ النَّاسِ

قَالَ فَضَرَبَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْ قَالَ نَخَسَهُ أُرَاهُ قَالَ بِشَيْءٍ كَانَ مَعَهُ قَالَ فَجَعَلَ بَعْدَ ذٰلِكَ يَتَقَدَّمُ النَّاسَ يُنَازِعُنِيْ حَتّٰى اِنِّيْ لَاَكُفُّهُ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَتَبِيْعُنِيْهِ بِكَذَا وَكَذَا وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَكَ قَالَ قُلْتُ هُوَ لَكَ يَانَبِيَّ اللّٰهِ قَالَ أَتَبِيْعُنِيْهِ بِكَذَا وَكَذَا وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَكَ قَالَ قُلْتُ هُوَ لَكَ يَانَبِيَّ اللّٰهِ قَالَ وَقَالَ لِيْ اَتَزَوَّجْتَ بَعْدَ اَبِيْكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ ثَيِّبًا اَمْ بِكْرًا قَالَ قُلْتُ ثَيِّبًا قَالَ فَهَلَّا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُضَاحِكُكَ تُضَاحِكُهَا وَتُلَاعِبُكَ وَتُلَاعِبُهَا قَالَ اَبُوْ نَضْرَةَ فَكَانَتْ كَلِمَةً يَقُوْلُهَا الْمُسْلِمُوْنَ افْعَلْ كَذَا وَكَذَا وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَكَ ـ

৩৫১১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) ..... আবূ নায্‌রা (র) জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমরা কোন এক সফরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সংগে ছিলাম। আমি ছিলাম আমার একটি (পানিবাহী) উটের পিঠে। ওটি ছিল কাফেলার পশ্চাদ্বর্তীদের মাঝে। জাবির (রা) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে পিটুনী দিলেন কিংবা (বর্ণনা দ্বিধা) তিনি বলেছেন যে, তাকে খোঁচা দিলেন– আমার (আবূ নাযর) ধারণা, তিনি (জাবির) বলেছেন যে, কোন কিছু দিয়ে যা তাঁর সঙ্গে ছিল। জাবির (রা) বলেন, এরপরে সে (উট) কাফেলার লোকদের আগে আগে চলে যেতে লাগল এবং আমাকে (আমার ধরে রাখা লাগামসহ) টেনে নিয়ে যেতে লাগল, এমন কি আমি তাকে ঠেকিয়ে রাখছিলাম। জাবির (রা) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এত এত-র বিনিময়ে এটি তুমি আমার কাছে বেচবে কি? এবং আল্লাহ্ তোমাকে মাফ করুন। জাবির (রা) বলেন, আমি বললাম ঃ এটি আপনার ইয়া নাবিয়্যাল্লাহ্! তিনি বললেন, এত এত-তে এটি তুমি আমার কাছে বেচবে কি? এবং আল্লাহ্ তোমাকে মাফ করুন। জাবির (রা) বলেন, আমি বললাম, এটি আপনার ইয়া নাবিয়্যাল্লাহ! জাবির (রা) বলেন, নবী ﷺ আমাকে আরও বললেন, তোমার পিতার (মৃত্যুর) পরে তুমি কি বিয়ে করেছ? আমি বললাম, জ্বি হাঁ। তিনি বললেন, বিধবাকে না কুমারীকে? জাবির (রা) বলেন, আমি বললাম, বিধবাকে। তিনি বললেন, তবে তুমি কোন কুমারীকে বিয়ে করলে না কেন– যে তোমার সাথে আমোদ করত, তুমিও তার সাথে আমোদ করতে; আর সে তোমার সাথে ক্রীড়া করত আর তুমিও তার সঙ্গে ক্রীড়া করতে। আবূ নাযরা (র) বলেন, এ কথাটি (অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমার মাগফিরাত করুন!) ছিল একটি বাক্যাংশ যা মুসলমানগণ তাদের কথাবার্তায় (বাচনভঙ্গীরূপে) উচ্চারণ করতেন, তারা বলতেন এরূপ ও এমন কর ..... আল্লাহ তোমার মাগফিরাত করুন।

٩ـ بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

৯. পরিচ্ছেদ : মহিলাদের সম্পর্কে ওসিয়ত

٣٥١٢ـ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ اَخْبَرَنِيْ شُرَحْبِيْلُ بْنُ شَرِيْكٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا اَلْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ ـ

৩৫১২. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র আল-হামদানী (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : দুনিয়া উপভোগের উপকরণ (ভোগ্যপণ্য) এবং দুনিয়ার উত্তম উপভোগ্য উপকরণ পুণ্যবতী নারী।

٣٥١٣- وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمَرْأَةَ كَالضِّلَعِ اِذَا ذَهَبْتَ تُقِيْمُهَا كَسَرْتَهَا وَاِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيْهَا عِوَجٌ -

وَحَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلاَهُمَا عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ اَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ سَوَاءً -

৩৫১৩. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : নারী পাঁজরের হাড়ের ন্যায় (বাঁকা)। যখন তুমি তাকে সোজা করতে যাবে, তখন তা ভেংগে ফেলবে আর তার মাঝে বক্রতা রেখে দিয়েই তা দিয়ে তুমি উপকার হাসিল করবে।

যুহায়র ইব্ন হারব ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ..... (যুহরীর ভ্রাতুষ্পুত্র – তার চাচা যুহরী সূত্রে) (উপরোক্ত সনদের ন্যায়) ইব্ন শিহাব যুহরী (র) সূত্রে অবিকল অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٥١٤- حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ اَبِيْ عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ اَبِيْ عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيْمَ لَكَ عَلٰى طَرِيْقَةٍ فَاِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ وَاِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهَا كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلاَقُهَا -

৩৫১৪. আমরুন্ নাকিদ ও ইব্ন আবূ উমর (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে পাঁজরের একটি হাড় দিয়ে। সে কখনো তোমার জন্য কোন নিয়মতান্ত্রিকতায় স্থির থাকবে না। সুতরাং তুমি যদি তাকে দিয়ে উপকৃত হতে চাও তবে তার বক্রতা অবশিষ্ট রেখেই তাকে দিয়ে উপকৃত হতে হবে। আর তাকে সোজা করতে গেলে তুমি তাকে ভেঙ্গে ফেলবে– আর তাকে ভেঙ্গে ফেলা অর্থ হল তাকে তালাক দেওয়া।

٣٥١٥- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَاِذَا شَهِدَ اَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ اَوْ لِيَسْكُتْ وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ فَاِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَاِنَّ اَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ اَعْلاَهُ اِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ وَاِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ اَعْوَجَ اسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا -

৩৫১৫. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যখন কোন বিষয় প্রত্যক্ষ করবে তখন যেন উত্তম কথা বলে অন্যথায় চুপ থাকে। আর নারীদের প্রতি কল্যাণের (ও সদাচরণের) উপদেশ গ্রহণ কর। কেননা পাঁজরের একটি হাড় দিয়ে নারী সৃজিত হয়েছে এবং পাঁজরের সবচেয়ে বেশি বাঁকা হল তার উপরের অংশ। তুমি তাকে সোজা করতে গেলে তা ভেঙ্গে ফেলবে। আর তাকে (যথাবস্থায়) ছেড়ে রাখলে তা সদা বাঁকা থেকে যাবে। নারীদের প্রতি কল্যাণের উপদেশ গ্রহণ কর।

٣٥١٦- وَحَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِىُّ حَدَّثَنَا عِيْسَى يَعْنِى ابْنَ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ اَبِىْ اَنَسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً اِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا اٰخَرَ اَوْ قَالَ غَيْرَهُ -

৩৫১৬. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা রাযী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন মু'মিন পুরুষ কোন মু'মিন নারীর প্রতি বিদ্বেষ–ঘৃণা পোষণ করবে না; (কেননা) তার একটি চরিত্র-অভ্যাসকে অপসন্দ করলে তার অন্য কোন (চরিত্র–অভ্যাস) টি সে পসন্দ করবে। ..... কিংবা (এ ধরনের) অন্য কিছু বলেছেন।

٣٥١٧- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ اَبِىْ اَنَسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৩৫১৭. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٥١٨- حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ اَبَا يُوْنُسَ مَوْلٰى اَبِىْ هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْ لاَ حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ اُنْثٰى زَوْجَهَا الدَّهْرَ -

৩৫১৮. হারুন ইব্‌ন মা'রূফ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যদি হাওয়া (আ) না হতেন তবে কোনকালে কোন নারী তার স্বামীর বিশ্বাস ভঙ্গ করত না।

٣٥١٩- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْلاَ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ لَمْ يَخْبُثِ الطَّعَامُ وَلَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ وَلَوْلاَ حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ اُنْثٰى زَوْجَهَا الدَّهْرَ -

৩৫১৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র).....হাম্মাদ ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ হল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে আমাদের কাছে আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণিত হাদীস। তিনি অনেক হাদীস উল্লেখ করেছেন। তার অন্যতম ..... রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরো বলেছেন : বনূ ইসরাঈলী না হলে খাদ্য নষ্ট হত না এবং গোশ্‌ত বিকৃত দুর্গন্ধযুক্ত হত না এবং হাওয়া (আ) না হলে কোন কালে কোন নারী তার স্বামীর বিশ্বাস ভঙ্গ করত না।

كِتَابُ الطَّلاَقِ

অধ্যায় ঃ তালাক

١- بَابُ تَحْرِيْمِ طَلاَقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ الطَّلاَقُ وَيُؤْمَرُ بِرَجْعَتِهَا

১. পরিচ্ছেদ ঃ সম্মতি ব্যতীত ঋতুমতীকে তালাক প্রদান হারাম, যদি তালাক দেয় তবে তালাক হয়ে যাবে এবং তালাক প্রদানকারীকে রাজ'আতের নির্দেশ দিতে হবে

٣٥٢٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ اِنْ شَاءَ اَمْسَكَ بَعْدُ وَاِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ اَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي اَمَرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ -

৩৫২০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া তামীমী (র) ..... নাফি' (র) সূত্রে ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময়কালে তিনি (ইব্ন উমর) তাঁর স্ত্রীকে হায়য অবস্থায় তালাক দিলেন। তখন উমর (রা)-এ বিষয় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন, তাকে (আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-কে আদেশ কর, যেন সে তাকে (স্ত্রীকে) রাজ'আত করে (পনুঃ স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে) নেয়। অতঃপর তার (হায়য হতে) পবিত্র হওয়ার পরে পুনঃ হায়য আসা এবং তার পরে পুনঃ পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তাকে স্থিতাবস্থায় রেখে দেয়। এরপর পরবর্তী সময় তার ইচ্ছা হলে তাকে (স্ত্রীরূপে) রেখে দিবে আর ইচ্ছা হলে সহবাসের পূর্বে তাকে তালাক দিবে। এটা হল সে ইদ্দত[১] যার প্রতি লক্ষ্য রেখে স্ত্রীদের তালাক দেওয়ার জন্য মহান আল্লাহ্ আদেশ করেছেন।

٣٥٢١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ وَقَالَ الْاٰخَرَانِ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيْقَةً

---

১. "হে নবী! তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দিতে ইচ্ছে কর, তখন তাদের তালাক দিও ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে" ..... (সূরা আত-তালাক : ১) এ আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত।

وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرٰى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتّٰى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللّٰهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ وَزَادَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَايَتِهِ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذٰلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أَمَرَنِي بِهٰذَا وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَعَصَيْتَ اللّٰهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ قَالَ مُسْلِمٌ جَوَّدَ اللَّيْثُ فِي قَوْلِهِ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ـ

৩৫২১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, কুতায়বা ও ইব্ন রুমহ্ (র) ..... নাফি' (র) সূত্রে আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তাঁর এক স্ত্রীকে হায়য অবস্থায় এক তালাক দিয়ে দেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে হুকুম দিলেন, যেন সে স্ত্রীকে রাজ'আত করে নেয়। অতঃপর পবিত্র হওয়ার পরে পুনঃ আর একটি হায়য হওয়া পর্যন্ত তাকে নিজের কাছে রেখে দিবে। এরপর তার (এ পরবর্তী) হায়য হতে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তাকে অবকাশ দিবে। তখন যদি তাকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা হয়, তবে পবিত্র হওয়ার সময় তার সংগে সহবাস করার আগে তাকে তালাক দিবে। এটাই হল সে ইদ্দত যার প্রতি লক্ষ্য রেখে স্ত্রীদের তালাক প্রদানের আদেশ আল্লাহ্ দিয়েছেন।

ইব্ন রুমহ্ (র) তার রিওয়ায়াতে অতিরিক্ত বলেছেন এবং এ প্রসংগে জিজ্ঞাসিত হলে আবদুল্লাহ্ (রা) তাদের (প্রশ্নকর্তাদের) যে কাউকে বলতেন : দেখ, তুমি যদি তোমার স্ত্রীকে (যতক্ষণ) একবার কিংবা দুইবার তালাক দিয়ে থাক, তবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তো আমাকে এরূপ (রাজ'আত) করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর তুমি তাকে তিন তালাক দিয়ে দিলে সে (স্ত্রী) তোমার জন্য হারাম হয়ে যাবে– যতক্ষণ না তুমি ব্যতীত অন্য কাউকে সে বিয়ে করে। আর তোমার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্ তোমাকে যে বিধান দিয়েছিলেন তাতে তুমি তাঁর প্রতি অবাধ্যতা দেখালে। ইমাম মুসলিম (র) বলেছেন : রাবী লায়স (র) (কুতায়বা প্রমুখের শায়খ) তার বর্ণনায় যে বলেছেন, 'একটি তালাক' তিনি এটা সঠিকই বর্ণনা করেছেন।[১]

٣٥ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلٰى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذٰلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَدَعْهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرٰى فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ يُمْسِكْهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللّٰهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا صَنَعَتِ التَّطْلِيقَةُ قَالَ وَاحِدَةٌ اعْتَدَّ بِهَا ـ

১. অর্থাৎ অন্যান্য বর্ণনাকারীদের মত তিনি এ ব্যাপারে কোনও রূপ অবহেলার পরিচয় দেন নি, বরং যা শুনেছেন অতি সতর্কতার সাথে তা হুবহু বর্ণনা করেছেন।

৩৫২২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র) ..... 'উবায়দুল্লাহ নাফি' (র) সূত্রে ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিলাম, তখন সে ঋতুমতী ছিল। উমর (রা) বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে উল্লেখ করলে তিনি বললেন, তাকে আদেশ কর সে যেন তাকে রাজ'আত (পুনঃ গ্রহণ) করে। তারপর পবিত্র হয়ে পুনরায় আরেক হায়য আসা পর্যন্ত তাকে স্থিতাবস্থায় রেখে দেয়। পরে যখন পবিত্র হবে তখন তার সঙ্গে সহবাস করার আগে (সহবাসমুক্ত তুহরকালে) তাকে তালাক দিবে কিংবা তাকে (স্ত্রীরূপে) রেখে দিবে। কেননা এটাই হল সে ইদ্দত যার প্রতি লক্ষ্য রেখে স্ত্রীদের তালাক দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছেন। উবায়দুল্লাহ (র) বলেন, আমি নাফি' (র)-কে বললাম, সেই এক তালাকের কী হল? তিনি বললেন, সেটিকে এক তালাক গণ্য করা হয়।

٣٤٢٣- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ عُبَيْدِ اللّٰهِ لِنَافِعٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى فِىْ رِوَايَتِهِ فَلْيَرْجِعْهَا وَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فَلْيُرَاجِعْهَا ـ

৩৫২৩. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন মুসান্না (র) ..... উবায়দুল্লাহ (র) সূত্রে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে নাফি' (র)-এর উদ্দেশ্যে উবায়দুল্লাহ (র)-এর বক্তব্যটি এতে উল্লিখিত হয়নি। এছাড়া ইব্‌ন মুসান্না (রা) তার রিওয়ায়াতে বলেছেন فَلْيَرْجِعْهَا এবং আবূ বকর (র) বলেছেন فَلْيُرَاجِعْهَا (শব্দদ্বয় প্রত্যাহার করা অর্থে সমার্থক)।

٣٥٢٤- وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِىَّ ﷺ فَاَمَرَهُ اَنْ يَرْجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتّٰى تَحِيْضَ حَيْضَةً اُخْرٰى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ اَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِىْ اَمَرَ اللّٰهُ اَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ يَقُوْلُ اَمَّا اَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً اَوِ اثْنَتَيْنِ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَهُ اَنْ يَرْجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتّٰى تَحِيْضَ حَيْضَةً اُخْرٰى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ اَنْ يَمَسَّهَا وَاَمَّا اَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاَثًا فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيْمَا اَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلاَقِ امْرَأَتِكَ وَبَانَتْ مِنْكَ ـ

৩৫২৪. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ..... নাফি' (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) তাঁর স্ত্রীকে তার ঋতুকালীন অবস্থায় তালাক দিলেন। তখন উমর (রা) নবী ﷺ-কে (এ বিষয়ে) জিজ্ঞেস করলে তিনি তাঁকে (ইব্‌ন উমরকে) হুকুম দিলেন স্ত্রীকে যেন রাজ'আত (পুনঃগ্রহণ) করে নেয়। এরপর তাকে অপর একটি ঋতুতে ঋতুমতী হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দেয়। অতঃপর (ঋতু হতে) পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেয়। পরে তার সঙ্গে সহবাস করার আগেই তাকে তালাক দেয়। এটাই হল সেই ইদ্দত যার প্রতি লক্ষ্য রেকে স্ত্রীদের তালাক দেওয়ার জন্য মহামহীয়ান আল্লাহ্ হুকুম করেছেন। রাবী (নাফি') বলেন, পরবর্তীতে স্ত্রীর হায়য অবস্থায় তালাক

প্রদানকারী পুরুষ (-এর মাস'আলা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে ইব্ন উমর (রা) বলতেন, যদি তুমি তাকে এক কিংবা দুই তালাক দিয়ে থাক, নিশ্চয়, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে হুকুম দিয়েছেন যে, সে তাকে রাজ'আত করে নিবে। তারপর আর একটি হায়যে ঋতুমতী হওয়া পর্যন্ত তাকে অবকাশ দিবে, এরপর পবিত্রতা (তুহর) পর্যন্ত তাকে অবকাশ দিবে। অতঃপর স্পর্শ (সহবাস) করার আগেই তালাক দিবে (যদি ইচ্ছা কর)। আর যদি তুমি তাকে তিন তালাক দিয়ে থাক তবে তুমি তোমার প্রতিপালকের অবাধ্য হয়েছ– তোমার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ব্যাপারে তিনি তোমাকে যে আদেশ প্রদান করেছেন সে ব্যাপারে এবং সে স্ত্রী তোমার সংগ হতে বিচ্ছিন্ন (বাইন) হয়ে গিয়েছে।

٣٥٢٥- حَدَّثَنِيْ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنِيْ يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ اَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ اَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِيْ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذٰلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَتَغَيَّظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتّٰى تَحِيْضَ حَيْضَةً اُخْرٰى مُسْتَقْبَلَةً سِوٰى حَيْضَتِهَا الَّتِيْ طَلَّقَهَا فِيْهَا فَاِنْ بَدَالَهُ اَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا قَبْلَ اَنْ يَمَسَّهَا فَذٰلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا اَمَرَ اللّٰهُ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيْقَةً وَاحِدَةً فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللّٰهِ كَمَا اَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

৩৫২৫. আব্‌দ ইব্ন হুমায়দ (র)..... সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) সূত্রে বর্ণিত যে, ইব্ন উমর (রা) বলেছেন, আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিলাম– তখন সে ঋতুমতী ছিল। উমর (রা) তা নবী ﷺ-এর নিকট উল্লেখ করলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাগান্বিত হলেন। পরে বললেন, তাকে আদেশ কর সে যেন তাকে রাজ'আত করে নেয়– যতক্ষণ না যে হায়যকালে তাকে তালাক দিয়েছে সেটি ব্যতীত আর একটি হায়য আসে। তখন যদি তাকে তালাক দেওয়া তার মনঃপুত হয় তবে যেন তার হায়য থেকে পবিত্র হওয়া অবস্থায় তার সঙ্গে সহবাস করার আগে তালাক দেয়। তিনি আরো বললেন, এটিই হল ইদ্দতের (সময় নির্ণয়ের) জন্য তালাক প্রদান যেমন আল্লাহ্ হুকুম করেছেন। (সালিম বলেন) আবদুল্লাহ (রা) তাকে এক তালাক দিয়েছিলেন। সেটি তার তালাক গণনা করা হল (অর্থাৎ এক তালাক ধরা হল) এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নির্দেশ অনুসারে আবদুল্লাহ (রা) তাকে (স্ত্রীকে) রাজ'আত করে নিয়েছিলেন।

٣٥٢٦- وَحَدَّثَنِيْهِ اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَرَاجَعْتُهَا وَحَسَبْتُ لَهَا التَّطْلِيْقَةَ الَّتِيْ طَلَّقْتُهَا -

৩৫২৬. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) ..... (পূর্বোক্ত সনদের ন্যায়) যুহরী (র) সূত্রে ঐ সনদে বর্ণিত। তবে এতে রাবী (সরাসরি ইব্ন উমরের উক্তি উদ্ধৃত করে) বলেছেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেছেন, পরে আমি তাকে রাজ'আত করে নিলাম এবং তাকে যে তালাকটি দিয়েছিলাম তা তার জন্য (একটি) তালাকরূপে গণ্য করলাম।

٣٥٢٧- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لِاَبِىْ بَكْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلَى اٰلِ طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذٰلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا اَوْ حَامِلاً -

৩৫২৭. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্ন হারব ও ইব্ন নুমায়র (র) ..... সালিম (র) সূত্রে ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নিজের স্ত্রীকে তার হায়য অবস্থায় তালাক দিলেন। তখন উমর (রা) বিষয়টি নবী ﷺ-এর সকাশে উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, তাকে আদেশ কর যেন সে তাকে রাজ'আত করে নেয়। পরে যেন তাকে তুহর (পবিত্র) অবস্থায় কিংবা গর্ভাবস্থায় (অবস্থা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে) তালাক দেয়।

٣٥٢٨- وَحَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ الْاَوْدِىُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ حَيْضَةً اُخْرٰى ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقُ بَعْدُ اَوْ يُمْسِكُ -

৩৫২৮. আহ্মাদ ইব্ন উসমান ইব্ন হাকীম আওদী (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন দীনার (র) সূত্রে ইব্ন উমর (রা) সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তিনি নিজের স্ত্রীকে যখন সে হায়য অবস্থায় ছিল – তালাক দিলেন। তখন উমর (রা) এ বিষয় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তাকে হুকুম কর যেন সে তাকে (স্ত্রীকে) রাজ'আত করে নেয়। তারপর যখন আর একটি হায়য দেখা দিবে তারপর আবার পবিত্র হবে, তখন তাকে তালাক দিবে কিংবা (স্ত্রীরূপে) রেখে দিবে।

٣٥٢٩- وَحَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ حَجْرٍ السَّعْدِىُّ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ مَكَثْتُ عِشْرِيْنَ سَنَةً يُحَدِّثُنِىْ مَنْ لَا اَتَّهِمُ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِىَ حَائِضٌ فَاُمِرَ اَنْ يُرَاجِعَهَا فَجَعَلْتُ لَا اَتَّهِمُهُمْ وَلَا اَعْرِفُ الْحَدِيْثَ حَتّٰى لَقِيْتُ اَبَا غَلَّابٍ يُوْنُسَ بْنَ جُبَيْرٍ الْبَاهِلِىَّ وَكَانَ ذَا ثَبَتٍ فَحَدَّثَنِىْ اَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَحَدَّثَهُ اَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيْقَةً وَهِىَ حَائِضٌ فَاُمِرَ اَنْ يَرْجِعَهَا قَالَ قُلْتُ اَفَحُسِبَتْ عَلَيْهِ قَالَ فَمَهْ اَوَ اِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ -

৩৫২৯. আলী ইব্ন হুজ্র সা'দী (র) ..... ইব্ন সীরীন (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বিশ বছর আমি এ অবস্থায় অবস্থান করলাম যে, আমি অবিশ্বস্ত মনে করি না এমন লোক আমাকে এ মর্মে হাদীস শোনাচ্ছিল যে, ইব্ন উমর (রা) তাঁর স্ত্রীকে হায়য অবস্থায় তিন তালাক দিয়েছিলেন। ফলে তাকে রাজ'আত করে নেওয়ার জন্য তিনি আদিষ্ট হয়েছিলেন। আমি এ বর্ণনাকারীদের প্রতি অনাস্থা ও সন্দেহপোষণ করছিলাম না অথচ আমি ছিলাম প্রকৃত হাদীসের পরিচয় লাভে বঞ্চিত। অবশেষে আমি আবূ গাল্লাব ইউনুস ইব্ন জুবায়র আল-বাহিলী (র)-এর সংগে সাক্ষাত করলাম। তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন। তিনি আমার কাছে বর্ণনা করলেন যে, তিনি (নিজে) ইব্ন

উমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি (ইব্ন উমর) বর্ণনা করলেন যে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে তার হায়য চলাকালে এক তালাক দিয়েছিলেন। তখন তাকে রাজ'আত করে নেওয়ার জন্য তিনি আদিষ্ট হলেন। আমি বললাম, তার সে তালাক কি গণ্য করা হয়েছিল? তিনি বললেন, তবে? (ইব্ন উমর) যদি অপারগ হয়ে থাকেন ও নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। (তাই বলে কি তা অগ্রাহ্য হবে)?

٣٥٣٠- وَحَدَّثَنَاهُ أَبُوْ الرَّبِيْعِ وَقُتَيْبَةُ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوْبَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ -

৩৫৩০. আবূর রাবী ও কুতায়বা (র) ..... (পূর্বোক্ত সনদের রাবী) আয়্যুব (র)-এর সূত্রে ঐ সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি বলেছেন ..... উমর (রা) নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে হুকুম করলেন।

٣٥٣١- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ جَدِّيْ عَنْ أَيُّوْبَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيْثِ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتّٰى يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَقَالَ يُطَلِّقُهَا فِيْ قُبُلِ عِدَّتِهَا -

৩৫৩১. আবদুল ওয়ারিস ইব্ন আবদুস সামাদ (র) ..... আয়্যুব (র)-এর সূত্রে এ সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। এ সনদের হাদীসে রাবী বলেছেন, পরে উমর (রা)-এ বিষয়ে নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে পুনঃগ্রহণ করে নেওয়ার জন্য তাঁর (ইব্ন উমরের) প্রতি আদেশ প্রদান করলেন। যাতে পরে তাকে (স্ত্রীকে) সহবাসবিহীন তুহর (পবিত্র) অবস্থায় তালাক দিতে পারেন। তিনি (নবী ﷺ) আরো বললেন, তার ইদ্দত (এর সময়)-এর পূর্ব ভাগে তাকে তালাক দিবে।

٣٥٣٢- وَحَدَّثَنِيْ يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ فَاِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتٰى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ثُمَّ تَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ اِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيْقَةِ فَقَالَ فَمَهْ أَوَ اِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ -

৩৫৩২. ইয়াকূব ইব্ন ইব্রাহীম আদ্-দাওরাকী (র) ..... (মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন সূত্রে) ইউনুস ইব্ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমর (রা)-কে বললাম : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে হায়য অবস্থায় তালাক দিল .....। তিনি বললেন, তুমি আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-কে জান? সে তার স্ত্রীকে হায়য অবস্থায় তালাক দিয়েছিল। তখন উমর (রা) নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে হুকুম করলেন যে, সে (ইব্ন উমর) তাকে (স্ত্রী) রাজ'আত করে নিবে। এরপর তার ইদ্দতের (নিশ্চয়তাযুক্ত সময়ের) প্রতীক্ষায় থাকবে। ইউনুস (র) বলেন, তখন আমি তাকে (ইব্ন উমরকে) বললাম, কোন পুরুষ যখন তার স্ত্রীকে হায়য অবস্থায় তালাক দিবে তখন ঐ তালাকটি

হিসাবে গণনা করা হবে কি? তিনি বললেন, তবে আর কি? যদি নাকি সে অক্ষম হয়ে গিয়ে থাকে কিংবা বোকামী করে থাকে (তাহলে কি তার একাজের পরিণতি দেখা দিবে না)?

٣٥٢٣ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ طَلَّقْتُ امْرَأَتِىْ وَهِىَ حَائِضٌ فَأَتٰى عُمَرُ النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ أَفَاحْتَسَبْتَ بِهَا قَالَ مَا يَمْنَعُهُ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ ـ

৩৫৩৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ..... ইউনুস ইবন জুবায়র (র) বলেন, আমি ইব্‌ন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি : আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিলাম– তখন সে হায়য অবস্থায় ছিল। তখন উমর (রা) নবী ﷺ-এর নিকট গিয়ে তাঁর কাছে বিষয়টি উল্লেখ করলেন। নবী ﷺ বললেন : সে যেন তাকে রাজ'আত করে নেয়। পরে যখন সে (হায়য হতে) পবিত্র হবে, তখন ইচ্ছা করলে তাকে তালাক দিবে। ইউনুস (র) বলেন, আমি ইব্‌ন উমর (রা)-কে বললাম, সে (তালাক) টি কি হিসাব করা হবে? তিনি বললেন, কোন বিষয় তাকে বাধা দিবে– বলত, যদি সে অপারগ হয়ে থাকে এবং আহ্‌মুকী করে থাকে (তবে কি তা গণ্য করা হবে না)?

٣٥٢٤ـ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِيْنَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ امْرَأَتِهِ الَّتِىْ طَلَّقَ فَقَالَ طَلَّقْتُهَا وَهِىَ حَائِضٌ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِعُمَرَ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا لِطُهْرِهَا قَالَ فَرَاجَعْتُهَا ثُمَّ طَلَّقْتُهَا لِطُهْرِهَا قُلْتُ فَاعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيْقَةِ الَّتِىْ طَلَّقْتَ وَهِىَ حَائِضٌ قَالَ مَالِىَ لَا أَعْتَدُّ بِهَا وَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ ـ

৩৫৩৪. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... আনাস ইব্‌ন সীরীন (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন উমর (রা)-কে তার সে স্ত্রী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যাকে তিনি তালাক দিয়েছিলেন। তিনি বললেন, তাকে আমি তালাক দিয়েছিলাম– যখন সে হায়য অবস্থায় ছিল। আমি বিষয়টি উমর (রা)-এর কাছে উল্লেখ করলে তিনি তা নবী ﷺ-কে জানালেন। তখন নবী ﷺ বললেন, তাকে আদেশ কর যেন তার স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ করে নেয়। পরে যখন সে পাক হবে তখন যেন সে (ইচ্ছা করলে) তার পাক অবস্থায় তাকে তালাক দেয়। ইব্‌ন সীরীন (র) বলেন, আমি তাকে বললাম, হায়য অবস্থায় প্রদত্ত তালাকটি কি আপনি হিসাবে ধরবেন? তিনি বললেন, আমি কেন সেটা গণনায় ধরবো না? যদি আমি অক্ষম হই অথবা নিবুর্দ্ধিতা প্রকাশ করি (তাহলে কি আমার এ কাজ গণনায় আসবে না)?

٣٥٢٥ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِيْنَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِىْ وَهِىَ حَائِضٌ فَأَتٰى عُمَرُ النَّبِىَّ

ﷺ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ اِذَا طَهَرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ أَفَاحْتَسَبْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيْقَةِ قَالَ فَمَهْ ـ

৩৫৩৫. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার স্ত্রীকে হায়য অবস্থায় তালাক দিই। উমর (রা) বিষয়টি নবী ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করলে তিনি বললেন, তাঁকে আদেশ কর সে যেন তার স্ত্রীকে রাজ'আত করে। পরে যখন সে পবিত্র হবে তখন যেন সে (ইচ্ছা করলে) তাকে পবিত্র অবস্থায় তালাক দেয়। আমি ইব্‌ন উমর (রা)-কে বললাম, হায়য অবস্থায় প্রদত্ত তালাকটি কি আপনি হিসাবে ধরবেন? তিনি বললেন, তবে?

٣٥٣٦ـ وَحَدَّثَنِيْهِ يَحْيٰى بْنُ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنِيْهِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّ فِىْ حَدِيْثِهِمَا لِيَرْجِعْهَا وَفِىْ حَدِيْثِهِمَا قَالَ قُلْتُ لَهُ أَتَحْتَسِبُ بِهَا قَالَ فَمَهْ ـ

৩৫৩৬. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাবীব ও আবদুর রহমান ইব্‌ন বিশ্‌র (র) ..... (পূর্বোক্ত সনদের ন্যায়) শু'বা (র) সূত্রে এ সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। তবে এ দু'জনের হাদীসে يراجعها স্থলে ليرجعها রয়েছে এবং এদের হাদীসে আরো রয়েছে যে, আনাস (র) বলেন, আমি বললাম, আপনি কি সেটি হিসাবে ধরবেন? তিনি বললেন, তবে?

٣٥٣٧ـ وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ طَاوٗسٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهٗ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهٗ حَائِضًا فَقَالَ أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاِنَّهٗ طَلَّقَ امْرَاَتَهٗ حَائِضًا فَذَهَبَ عُمَرُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَاَمَرَهٗ اَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ لَمْ اَسْمَعْهُ يَزِيْدُ عَلٰى ذٰلِكَ لاَبِيْهِ ـ

৩৫৩৭. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ..... ইব্‌ন তাঊস (র)-এর পিতা (তাঊস) সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি স্ত্রীকে হায়য অবস্থায় তালাক প্রদানকারী পুরুষ (-এর মাসআলা) সম্পর্কে ইব্‌ন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসিত হতে শুনলেন। তখন ইব্‌ন উমর (রা) বললেন, তুমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর কে জান কি? লোকটি বলল, হাঁ। ইব্‌ন উমর (রা) বললেন, সে তো তার স্ত্রীকে হায়য অবস্থায় তালাক দিয়েছিল। তখন উমর (রা) নবী ﷺ-এর নিকট গিয়ে তাঁকে বিষয়টা অবহিত করলে তিনি তাকে (স্ত্রীকে) পুনঃগ্রহণ করে নেওয়ার আদেশ করলেন। ইব্‌ন তাঊস (র) বলেন, আমি তাঁকে (অর্থাৎ তার পিতাকে) এর অধিক বলতে শুনি নি।

٣٥٣٨ـ وَحَدَّثَنِىْ هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهٗ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَيْمَنَ مَوْلٰى عَزَّةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَاَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ ذٰلِكَ كَيْفَ تَرٰى فِىْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهٗ حَائِضًا فَقَالَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ اِمْرَأَتَهٗ وَهِىَ حَائِضٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ

ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ لِيُرَاجِعْهَا فَرَدَّهَا وَقَالَ اِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ اَوْ لِيُمْسِكْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَقَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ «يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ» فِيْ قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ـ

৩৫৩৮. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ..... আবূ যুবায়র (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি আয্‌যার মাওলা (আযাদকৃত গোলাম) আবদুর রহমান ইব্‌ন আয়মান (র)-কে ইব্‌ন উমর (রা)-এর কাছে প্রশ্ন করতে শুনলেন, আবূ যুবায়র (র) তখন তা শুনছিলেন– "যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তার হায়য অবস্থায় তালাক দিল তার সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? ইব্‌ন উমর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে ইব্‌ন উমর (রা) তার স্ত্রীকে তালাক দিল যখন সে ঋতুমতী ছিল। উমর (রা) এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) তার স্ত্রীকে হায়য অবস্থায় তালাক দিয়েছে। নবী ﷺ তাকে বললেন, সে যেন তাকে পুনঃগ্রহণ করে নেয়। সুতরাং (এভাবে) তিনি তাকে (স্ত্রীকে) ফিরিয়ে নিলেন। তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) আরো বললেন, যখন (হায়য হতে) পবিত্র হয়ে যাবে তখন (ইচ্ছে করলে) যেন তালাক দেয় কিংবা রেখে দেয়। ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, এবং (এ সময়) নবী ﷺ তিলাওয়াত করলেন ঃ يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ فِيْ قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ "হে নবী! তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দিতে ইচ্ছা কর তখন তাদের তালাক দিও তাদের ইদ্দতের (সময় আগমনের) অগ্রভাগে" (সূরা আত-তালাক : ১)।[১]

٢٠٣٩ـ وَحَدَّثَنِيْ هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَ هٰذِهِ الْقِصَّةِ ـ

৩৫৩৯. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ..... আবূ যুবায়র (র) সূত্রে ইব্‌ন উমর (রা) থেকে পূর্বোক্ত বর্ণনায় ন্যায় রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٠٤٠ـ وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَيْمَنَ مَوْلٰى عُرْوَةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَاَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ بِمِثْلِ حَدِيْثِ حَجَّاجٍ وَفِيْهِ بَعْضُ الزِّيَادَةِ قَالَ مُسْلِمٌ اَخْطَأَ حَيْثُ قَالَ عُرْوَةَ اِنَّمَا هُوَ مَوْلٰى عَزَّةَ ـ

৩৫৪০. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) ...... আবূ যুবায়র (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি উরওয়া (র)-এর আযাদকৃত গোলাম আবদুর রহমান ইব্‌ন আয়মান (র)-কে ইব্‌ন উমর (রা)-এর নিকট জিজ্ঞেস করতে শুনেছেন– আবূ যুবায়র তখন তা শুনছিলেন– (পূর্বোক্ত হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ প্রথম সনদের উর্ধতন) রাবী হাজ্জাজ (র)-এর হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন এবং তাতে কিছু অধিক তথ্য রয়েছে। ইমাম মুসলিম (র) বলেন, উরওয়ার মাওলা বলে রাবী ভুল করেছেন। মূলত হবে আয্‌যার মাওলা।

٢- بَابُ طَلاَقِ الثَّلاَثِ

২. পরিচ্ছেদ : তিন তালাক প্রসঙ্গ

٣٥٤١- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ رَافِعٍ قَالَ اِسْحَاقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الطَّلاَقُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ طَلاَقُ الثَّلاَثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوْا فِىْ اَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيْهِ اَنَاةٌ فَلَوْ اَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَاَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ-

৩৫৪১. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে এবং আবূ বকর (রা)-এর যুগে ও উমর (রা)-এর খিলাফতের প্রথম দুই বছর পর্যন্ত তিন তালাক এক তালাক সাব্যস্ত হত। পরে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন, লোকেরা একটি বিষয়ে অতি ব্যস্ততা দেখিয়েছে যাতে তাদের জন্য ধৈর্যের (ও সুযোগ গ্রহণের) অবকাশ ছিল। এখন যদি বিষয়টি তাদের জন্য কার্যকর সাব্যস্ত করে দিই ..... (তবে তা-ই কল্যাণকর হবে)। সুতরাং তিনি তা তাদের জন্য কার্যকর সাব্যস্ত করলেন।[১]

٣٥٤٢- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ اَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ اَتَعْلَمُ اَنَّمَا كَانَتِ الثَّلاَثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَثَلاَثًا مِنْ اِمَارَةِ عُمَرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ-

---

১. فِىْ قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ এভাবে ইব্‌ন আব্বাস ও ইব্‌ন উমর (রা)-এর বিরল (শায) কিরা'আত রয়েছে। মাশহূর কিরা'আত হল– لِعِدَّتِهِنَّ ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে– অনুবাদক।

১. ইসলামের প্রথম যুগে আবূ বকর (রা)-এর যুগ মুসলমানগণ খুব অল্পই তালাক বিধি প্রয়োগ করতেন এবং একান্ত অপারগ হলে এক তালাক প্রদানেই তারা অভ্যস্ত ছিলেন। তবে কখনো বা কেউ তিনবার উচ্চারণ করতেন এবং এতেও তাদের উদ্দেশ্যে হত এক তালাক দেওয়া। পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করে তারা এক তালাক প্রদানের ইচ্ছাটিকেই সবল করতেন। তিন তালাক দেওয়া সাধারণত তাদের উদ্দেশ্য হত না। পরবর্তী সময় হযরত উমর (রা)-এর যুগে মানুষের এ নীতিতে বেশ পরিবর্তন সাধিত হয় এবং তালাকের হার বৃদ্ধি পেতে থাকে ও বহুল পরিমাণে তিন তালাক প্রদানের ঘটনা সংঘটিত হতে থাকে। ফলে উমর ফারূক (রা) প্রকৃত মাস'আলায় জনতার ভুল বুঝাবুঝির আশংকা করেন। যেহেতু তিনি স্বীয় পুত্র আবদুল্লাহ্ (রা)-এর তালাক প্রদানের ঘটনা হতে অবগত ছিলেন যে, তালাক প্রদানের পদ্ধতি অবৈধ হলেও তালাক সংঘটিত হয়ে যায়। সুতরাং তিন তালাক প্রদান করলে তা সর্বাবস্থায়ই তিন তালাক সাব্যস্ত হবে। অতএব, তিনি যথার্থ মাস'আলাটির প্রকাশ ঘটাতে এবং কার্যকররূপে বাস্তবায়িত করতে মনস্থ করলেন। এ সিদ্ধান্ত কোন নতুন বিষয় ছিল না। কেননা তেমন হলে সকল সাহাবী (রা) তা কখনো মেনে নিতেন না। (নব্বীকৃত ব্যাখ্যা গ্রন্থ অবলম্বনে, অনুবাদক)।

৩৫৪২. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ..... তাউস (র) বর্ণনা করেন যে, আবুস্‌ সাহবা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বললেন, আপনার সেই সব (বিরল ও অভিনব প্রকৃতির হাদীস) হতে কিছু উপস্থাপন করুন না! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং আবূ বকর (রা)-এর যুগে তিন তালাক কি এক (তালাক) ছিল না? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

٣٥٤٣- وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاؤُسٍ اَنَّ اَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ اَلَمْ يَكُنِ الطَّلاَقُ الثَّلاَثُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَاحِدَةً فَقَالَ قَدْ كَانَ ذٰلِكَ فَلَمَّا كَانَ فِىْ عَهْدِ عُمَرَ تَتَايَعَ النَّاسُ فِى الطَّلاَقِ فَاَجَازَهُ عَلَيْهِمْ -

৩৫৪৩. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ..... আবুস্‌ সাহবা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও আবূ বকর (রা)-এর সময়ে কি তিন তালাককে এক তালাক ধরা হত? তিনি বলেন, হ্যাঁ, এরূপই ছিল। তবে উমর (রা)-এর যমানায় লোকেরা উপর্যুপরি তালাক দিতে লাগল। ফলে তিনি সেটিকে যথার্থভাবে কার্যকর করেন (অর্থাৎ তিন তালাকে পরিণত করেন)।

٣- بَابُ وُجُوْبِ الْكَفَّارَةِ عَلٰى مَنْ حَرَّمَ اِمْرَاَتَهُ وَلَمْ يَنْوِ الطَّلاَقَ

৩. পরিচ্ছেদ : তালাকের নিয়্যত না করে স্ত্রীকে 'হারাম' সাব্যস্ত করলে তার উপর কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে

٣٥٤٤- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هِشَامٍ يَعْنِىْ الدَّسْتَوَائِىَّ قَالَ كَتَبَ اِلَىَّ يَحْيٰى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ فِى الْحَرَامِ يَمِيْنٌ يُكَفِّرُهَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ » -

৩৫৪৪. যুহায়র ইব্‌ন হারব্‌ (র) ..... হিশাম দাস্‌তাওয়াঈ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবূ কাসীর (র) ..... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে (লিখিতরূপে) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (সাঈদ) বলেছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) স্ত্রীকে নিজের জন্য হারাম করা সম্বন্ধে বলতেন যে, তা কসম (ইয়ামীন) সাব্যস্ত হবে, তার কাফ্‌ফারা আদায় করতে হবে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) (এ প্রসঙ্গে) আরো বলেছেন, (পবিত্র কুরআনের) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (আয়াত উদ্ধৃত করে–) "তোমাদের জন্য রাসুলুল্লাহ-এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।" (সূরা আহ্‌যাব : ২১)।

٣٥٤٥- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بِشْرٍ الْحَرِيْرِىُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِى ابْنَ سَلاَّمٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ اَنَّ يَعْلَى بْنَ حَكِيْمٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ اِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ اِمْرَاَتَهُ فَهِىَ يَمِيْنٌ يُكَفِّرُهَا وَقَالَ « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ » -

৩৫৪৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বিশ্র হারীরী (র) ..... সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে নিজের জন্য হারাম (ঘোষণা) করলে তা কসম সাব্যস্ত হবে, তার কাফ্ফারা আদায় করবে। তিনি আরো বলেছেন : « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ » 'তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।

٣٥٤٦ـ وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ اَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يُخْبِرُ اَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تُخْبِرُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً قَالَتْ فَتَوَاطَأْتُ اَنَا وَحَفْصَةُ اَنَّ اَيَّتَنَا مَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَلْتَقُلْ اِنِّيْ اَجِدُ مِنْكَ رِيْحَ مَغَافِيْرَ اَكَلْتَ مَغَافِيْرَ فَدَخَلَ عَلٰى اِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ اَعُوْدَ لَهُ فَنَزَلَ « لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ » اِلٰى قَوْلِهِ اِنْ تَتُوْبَا لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهِ حَدِيْثًا لِقَوْلِهِ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً ـ

৩৫৪৬. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) ..... উবায়দ ইব্ন উমায়র (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি 'আয়েশা (রা)-কে খবর প্রদান করতে শুনেছেন যে, নবী ﷺ (আসর পরবর্তী সময় হুজরাসমূহে আবর্তনকালে) যায়নাব বিনত জাহশ (রা) -এর গৃহে অবস্থান করে সেখানে মধু পান করেন। আয়েশা (রা) বললেন, আমি ও হাফ্সা মিলে এরূপ যুক্তি- পরামর্শ করলাম যে, আমাদের দু'জনের মাঝে যার কাছেই নবী ﷺ (প্রথমে) আগমন করবেন সে বলবে- "আমি আপনার মুখে 'মাগাফীর'[১]-এর দুর্গন্ধ পাচ্ছি। আপনি মাগাফীর খেয়েছেন।" পরে তিনি এদের কোন একজনের কাছে গেলে সে তাঁকে অনুরূপ বলল। নবী ﷺ বললেন, ... বরং আমি তো যায়নাব বিনত জাহশের ঘরে মধু পান করেছি এবং পুনরায় কখনো পান করব না। তখন নাযিল হল :

"হে নবী! আল্লাহ্ আপনার জন্য যা বৈধ করেছেন, আপনি তা হারাম করছেন কেন? আপনি আপনার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি কামনা করছেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আল্লাহ্ তোমাদের শপথ হতে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ্ তোমাদের সহায়; তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। স্মরণ কর-নবী তাঁর স্ত্রীদের একজনকে গোপনে কিছু বলেছিলেন। অতঃপর যখন সে তা অন্যকে বলে দিয়েছিল এবং আল্লাহ্ নবীকে তা জানিয়ে দিয়েছিলেন, তখন নবী-এ বিষয় কিছু ব্যক্ত করলেন; কিছু অব্যক্ত রাখলেন। যখন নবী তা তার সে স্ত্রীকে জানালেন তখন সে বলল, কে আপনাকে তা অবহিত করল? নবী বললেন, আমাকে অবহিত করেছেন তিনি, যিনি সর্বজ্ঞ, সম্যক অবগত। যদি তোমরা উভয়ে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যেহেতু তোমাদের হৃদয় ঝুঁকে পড়েছে- আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করবেন" (সূরা আত্-তাহ্রীম : ১-৪) এতে "যদি তোমরা উভয় তাওবা কর" (অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর) দ্বারা আয়েশা ও হাফসা (রা) উদ্দেশ্য। এবং "যখন নবী তাঁর স্ত্রীদের একজনকে গোপনে কিছু বলেছিলেন"- দ্বারা "বরং আমি মধুপান করেছি এবং আর কখনো পান করবো না" উদ্দেশ্য।

٣٥٤٧ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَهٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ فَكَانَ اِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دَارَ

---

১. উরফুত গাছের কষদ্বারা তৈরি শরবতবিশেষ।

عَلٰى نِسَائِهِ فَيَدْنُوْ مِنْهُنَّ فَدَخَلَ عَلٰى حَفْصَةَ فَاحْتَبَسَ عِنْدَهَا اَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ فَسَاَلْتُ عَنْ ذٰلِكَ فَقِيْلَ لِيْ اَهْدَتْ لَهَا امْرَاَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةً مِنْ عَسَلٍ فَسَقَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِنْهُ شَرْبَةً فَقُلْتُ اَمَا وَاللّٰهِ لَنَحْتَالَنَّ لَهُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِسَوْدَةَ قُلْتُ اِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ فَاِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكِ فَقُوْلِيْ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَكَلْتَ مَغَافِيْرَ فَاِنَّهُ سَيَقُوْلُ لَكِ لاَ فَقُوْلِيْ لَهُ مَا هٰذِهِ الرِّيْحُ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ اَنْ يُوْجَدَ مِنْهُ الرِّيْحُ فَاِنَّهُ سَيَقُوْلُ لَكِ سَقَتْنِيْ حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ فَقُوْلِيْ لَهُ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ وَسَاَقُوْلُ ذٰلِكَ لَهُ وَقُوْلِيْهِ اَنْتِ يَا صَفِيَّةُ فَلَمَّا دَخَلَ عَلٰى سَوْدَةَ قَالَتْ تَقُوْلُ سَوْدَةُ وَالَّذِيْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ لَقَدْ كِدْتُ اَنْ اُبَادِئَهُ بِالَّذِيْ قُلْتِ لِيْ وَاِنَّهُ لَعَلَى الْبَابِ فَرَقًا مِنْكِ فَلَمَّا دَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَكَلْتَ مَغَافِيْرَ قَالَ لاَ قَالَتْ فَمَا هٰذِهِ الرِّيْحُ قَالَ سَقَتْنِيْ حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ قَالَتْ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيَّ قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ دَخَلَ عَلٰى صَفِيَّةَ فَقَالَتْ بِمِثْلِ ذٰلِكَ فَلَمَّا دَخَلَ عَلٰى حَفْصَةَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ اَسْقِيْكَ مِنْهُ قَالَ لاَ حَاجَةَ لِيْ بِهِ قَالَتْ تَقُوْلُ سَوْدَةُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ قَالَتْ قُلْتُ لَهَا اسْكُتِيْ قَالَ اَبُوْ اِسْحَاقَ اِبْرَاهِيْمُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنِ بِشْرِ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ بِهٰذَا سَوَاءً وَحَدَّثَنِيْهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ ـ

৩৫৪৭. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল আ'লা ও হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) (আবূ উসামা সূত্রে) ..... হিশামের পিতা (উরওয়া) সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিষ্টদ্রব্য (হালুয়া) ও মধু পসন্দ করতেন। তাঁর নিয়ম ছিল– আসরের সালাত আদায়ের পরে স্ত্রীদের ঘরে ঘরে এক চক্কর ঘুরে আসতেন এবং তাদের সান্নিধ্যে গমন করতেন। এভাবে একদা তিনি হাফসা (রা)-এর কাছে গেলেন এবং তাঁর কাছে স্বাভাবিকভাবে আবদ্ধ থাকার সময়ের চেয়ে অধিক সময় আবদ্ধ রইলেন। আমি (আয়েশা) এ বিষয় জিজ্ঞেস করলে আমাকে বলা হল– তাকে (হাফসাকে) তাঁর গোত্রের কোন মহিলা একপাত্র মধু হাদিয়া দিয়েছিল। তাই সে তা থেকে কিছু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে পান করিয়েছিল। (আয়েশা বলেন,) আমি বললাম, ওহে! আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই তাঁর জন্য কৌশল অবলম্বন করব। আমি বিষয়টি সাওদা-এর সঙ্গে আলোচনা করলাম এবং তাকে বললাম, নবী ﷺ তোমার কাছে আগমন করলে তিনি তো তোমার সন্নিকটে আসবেন, তখন তুমি তাঁকে বলবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি মাগাফীর খেয়েছেন। তখন তিনি তো তোমাকে অবশ্যই বলবেন– 'না' তখন তুমি তাঁকে বলবে, (তবে) এ দুর্গন্ধ কিসের?– আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট হতে দুর্গন্ধ পাওয়া যাবে– এটা ছিল তাঁর কাছে অতি অসহনীয় বিষয়; তখন তিনি তোমাকে অবশ্যই বলবেন– হাফসা আমাকে মধুর শরবত পান করিয়েছে। তুমি তখন তাঁকে বলবে, ঐ মধুর মৌমাছি– উরফুত (গাছের কষ) চুষেছে। আর আমিও তাঁকে এভাবেই বলব। আর তুমিও হে সাফিয়্যা! তাই বলবে। পরে যখন নবী ﷺ সাওদা (রা)-এর কাছে গেলেন– আয়েশা (রা) বলেন,

সাওদা (রা)-এর বর্ণনা– "কসম সে সত্তার যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই! তুমি আমাকে যা কিছু বলেছিলে তা তাঁর কাছে প্রকাশ করেই দিচ্ছিলাম প্রায়– তিনি (নবী ﷺ) তখন দরজায়– তোমার ভয়ে তা আর করা হল না। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার নিকটবর্তী হলে সে বলল, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি মাগাফীর খেয়েছেন? তিনি বললেন, 'না'। সে (সাওদা) বলল, তবে এ ঘ্রাণ কিসের? নবী ﷺ বললেন, হাফসা আমাকে মধুর শরবত পান করিয়েছে। সাওদা বলল, (তবে– তাই) তার মৌমাছি উরফুত চুষেছে। পরে নবী ﷺ আমার নিকট আগমন করলে আমিও তাঁকে অনুরূপ বললাম। অতঃপর সাফিয়্যা (রা)-এর কাছে গেলে সেও অনুরূপ বলল। পরে (আবার) নবী ﷺ হাফ্সা–এর নিকট গেলে সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি আপনাকে তা পান করতে দিব না? নবী ﷺ বললেন, "তার প্রতি আমার কোন চাহিদা নেই।" আয়েশা বলেন, সাওদা (রা) বলতে লাগল, "আল্লাহ্র কসম! আমরা তো তাকে (একটি প্রিয় পানীয় হতে) বঞ্চিত করে দিয়েছি।" আয়েশা (রা) বলেন, চুপ থাক। (ইমাম মুসলিম-এর শাগরিদ) আবূ ইসহাক ইব্রাহীম (গ্রন্থকার হতে এ গ্রন্থের রিওয়ায়াতকারী) বলেন, হাসান ইব্ন বিশ্র (র) আবূ উসামা (র) সূত্রে আমাকে অবিকল এ হাদীস শুনিয়েছেন। সুওয়ায়দ ইব্ন সাঈদ (র)...... হিশাম ইব্ন উরওয়া (র) সূত্রে ঐ সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।[১]

٤ـ بَابُ بَيَانِ اَنْ تَخْيِيْرَهُ اِمْرَاَتَهُ لاَ يَكُوْنَ طَلاَقًا اِلاَّ بِالنِّيَّةِ

৪. পরিচ্ছেদ : ইখ্তিয়ার প্রদান করলে তালাকের নিয়্যাত ছাড়া তালাক হবে না

٣٥٤٨ـ وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ح وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْىَ التُّجِيْبِىُّ وَاللَّفْظُ لَهُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا اُمِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِتَخْيِيْرِ اَزْوَاجِهِ بَدَاَ بِىْ فَقَالَ اِنِّىْ ذَاكِرٌ لَكِ اَمْرًا فَلاَ عَلَيْكِ اَنْ لاَ تَعْجِلِىْ حَتّٰى تَسْتَاْمِرِىْ اَبَوَيْكِ قَالَتْ قَدْ عَلِمَ اَنَّ اَبَوَىَّ لَمْ يَكُوْنَا لِيَاْمُرَانِىْ بِفِرَاقِهِ قَالَتْ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ «يَاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلاً وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا» قَالَتْ فَقُلْتُ فِىْ اَىِّ هٰذَا اَسْتَاْمِرُ اَبَوَىَّ فَاِنِّىْ اُرِيْدُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ قَالَتْ ثُمَّ فَعَلَ اَزْوَاجُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ ـ

৩৫৪৮. আবূ তাহির ও হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া তুজীবী (র) ..... আবু সালামা ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের ইখ্তিয়ার প্রদানে আদিষ্ট হলে বিষয়টি আমাকে দিয়ে সূচনা করলেন। তিনি বললেন, "আমি তোমার কাছে একটি বিষয় উপস্থাপন করছি, তোমার

১. অর্থাৎ ইমাম মুসলিম (র) একজন রাবীর মাধ্যমে আবূ উসামা (র) হতে এ হাদীস আহরণ করেছেন। আর আবূ ইসহাক ইব্রাহীম– যিনি ইমাম মুসলিমের বিশিষ্ট শাগরিদ– তিনিও অন্য একটি সনদে একজন রাবী– হাসান ইব্ন বিশ্রের মাধ্যমে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। ফলে এ হাদীসে তার সনদ উন্নীত হয়ে তার শায়খ ইমাম মুসলিমের সমপর্যায়ে পৌঁছেছে –অনুবাদক।

পিতামাতার সঙ্গে পরামর্শ না করা পর্যন্ত তুমি তাতে তাড়াহুড়া না করলে তোমার কোন লোকসান হবে না।" আয়েশা (রা) বলেন, নবী ﷺ নিশ্চিত অবগত ছিলেন যে, আমার মা-বাপ আমাকে তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটাবার পরামর্শ দিতে প্রস্তুত হবেন না। আয়েশা (রা) বলেন, অতঃপর নবী ﷺ (ইখতিয়ারের বিষয়ের বিবরণ প্রদানে) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : "হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদের বলে দিন! তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার ভূষণ কামনা কর, তবে এসো আমি তোমাদের ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিই এবং সৌজন্যের সঙ্গে তোমাদের বিদায় দিই। আর যদি তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও আখিরাত কামনা কর তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল আল্লাহ্ তাদের জন্য মহা প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।" (সূরা আহ্যাব : ২৮-২৯)। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম : এ ব্যাপারে আবার আমার মা-বাপের সঙ্গে পরামর্শ করব? আমি তো আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ও আখিরাতকেই ইখ্তিয়ার করছি। তিনি বলেন, পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অন্যান্য স্ত্রীগণ তেমনই করেন যেমন আমি করেছিলাম।

٢٠٤٩- حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَأْذِنُنَا إِذَا كَانَ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ مَا نَزَلَتْ « تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ » فَقَالَتْ لَهَا مُعَاذَةُ فَمَا كُنْتِ تَقُولِينَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنَكِ قَالَتْ كُنْتُ أَقُولُ إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَيَّ لَمْ أُوثِرْ أَحَدًا عَلَى نَفْسِي -

৩৫৪৯. সুরায়জ ইব্ন ইউনুস (র) ..... মু'আযা আদাবিয়্যা (র) সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আপনি তাদের (স্ত্রীদের) মধ্যে যাকে ইচ্ছা দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা আপনার নিকট স্থান দিতে পারেন" (সূরা আহযাব : ৫১) আয়াত নাযিল হওয়ার পরে (ও) আমাদের কোন এক স্ত্রীর পালার দিনে (অন্যদের জন্য) আমাদের নিকট হতে অনুমতি চাইতেন। তখন মু'আযা (র) তাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আপনার নিকট অনুমতি চাইলে আপনি তাঁকে কি বলতেন? তিনি বললেন, আমি বলতাম : এ বিষয়টি যদি আমার ইচ্ছাধীন হয়, তবে আমি কাউকে আমার উপর অগ্রাধিকার দেব না।

٢٠٥٠- وَحَدَّثَنَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৩৫৫০. হাসান ইব্ন ঈসা (র) ..... আসিম (র) সূত্রে পূর্বোক্ত সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٠٥١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ نَعُدَّهُ طَلاَقًا -

৩৫৫১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া তামীমী (র) ...... মাসরূক (রা) থেকে বর্ণিত, আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদিগকে ইখ্তিয়ার দিয়েছিলেন কিন্তু আমরা তাকে তালাক গণ্য করি নি।

٢٠٥٢- وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ مَا أُبَالِي خَيَّرْتُ امْرَأَتِي وَاحِدَةً أَوْ مِائَةً أَوْ أَلْفًا بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي وَلَقَدْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقَالَتْ قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفَكَانَ طَلاَقًا -

contents

৩৫৫২. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে আমার কোনও পরওয়া নেই যে, স্ত্রীকে একবার ইখ্‌তিয়ার দিলাম না শতবার, যদি সে আমাকে পসন্দ করে নেয়। আর আমি আয়েশা (র)-কে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে ইখ্‌তিয়ার প্রদান করেছিলেন। এতে কি তালাক হয়ে গিয়েছে? (না এতে তালাক হয় নি)।

٣٥٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَيَّرَ نِسَاءَهٗ فَلَمْ يَكُنْ طَلَاقًا -

৩৫৫৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ..... মাসরূক (রা) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সহধর্মিণীগণকে ইখ্‌তিয়ার প্রদান করেছিলেন। কিন্তু তা (ইখ্‌তিয়ার প্রদান করা) তালাক বলে গণ্য হয় নি।

٣٥٥٤- وَحَدَّثَنِيْ اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ وَاِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَيَّرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدَّهٗ طَلَاقًا -

৩৫৫৪. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (রা) ..... মাসরূক (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদিগকে ইখ্‌তিয়ার প্রদান করেছিলেন। এরপর আমরা তাঁকে গ্রহণ করলাম। এটা আমাদের উপর তালাক বলে গণ্য হয় নি।

٣٥٥٥- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَيَّرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعْدُدْهَا عَلَيْنَا شَيْئًا -

৩৫৫৫. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) ..... মাসরূক (রা) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে ইখ্‌তিয়ার প্রদান করেছিলেন। এরপর আমরা তাঁকে গ্রহণ করলাম। এটা আমাদের উপর তালাক বলে গণ্য হয় নি।

٣٥٥٦- وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهٖ -

৩৫৫৬. আবূর রাবী যাহরানী (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে আসওয়াদ (র)-এর সূত্রে মাসরূক (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٣٥٥٧- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ دَخَلَ اَبُوْ بَكْرٍ يَسْتَاْذِنُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَوَجَدَ النَّاسَ

جُلُوْسًا بِبَابِهِ لَمْ يُؤْذَنْ لأَحَدٍ مِنْهُمْ قَالَ فَأُذِنَ لأَبِىْ بَكْرٍ فَدَخَلَ ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ فَاسْتَأْذَنَ فَأُذِنَ لَهُ فَوَجَدَ النَّبِىَّ ﷺ جَالِسًا حَوْلَهُ نِسَاؤُهُ وَاجِمًا سَاكِتًا قَالَ فَقَالَ لأَ قُوْلَنَّ شَيْئًا أُضْحِكُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ رَأَيْتَ بِنْتَ خَارِجَةَ سَأَلَتْنِىْ النَّفَقَةَ فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَوَجَأْتُ عُنُقَهَا فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ هُنَّ حَوْلِىْ كَمَا تَرٰى يَسْأَلْنَنِىْ النَّفَقَةَ فَقَامَ أَبُوْ بَكْرٍ إِلٰى عَائِشَةَ يَجَأُ عُنُقَهَا فَقَامَ عُمَرُ إِلٰى حَفْصَةَ يَجَأُ عُنُقَهَا كِلاَهُمَا يَقُوْلُ تَسْأَلْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ ﷺ فَقُلْنَ وَاللّٰهِ لاَنَسْأَلُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا أَبَدًا لَيْسَ عِنْدَهُ ثُمَّ اعْتَزَلَهُنَّ شَهْرًا أَوْ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ ثُمَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِ هٰذِهِ الْاٰيَةُ «يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ حَتّٰى بَلَغَ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيْمًا» قَالَ فَبَدَأَ بِعَائِشَةَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنِّىْ أُرِيْدُ أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكِ أَمْرًا أُحِبُّ أَنْ لاَ تَعْجَلِىْ فِيْهِ حَتّٰى تَسْتَشِيْرِىْ أَبَوَيْكِ قَالَتْ وَمَا هُوَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَتَلاَ عَلَيْهَا الْاٰيَةَ قَالَتْ أَفِيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَسْتَشِيْرُ أَبَوَىَّ بَلْ أَخْتَارُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَأَسْأَلُكَ أَنْ لاَ تُخْبِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِكَ بِالَّذِىْ قُلْتُ قَالَ لاَ تَسْأَلُنِىْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ إِلاَّ أَخْبَرْتُهَا إِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَبْعَثْنِىْ مُعَنِّتًا وَلاَ مُتَعَنِّتًا وَلٰكِنْ بَعَثَنِىْ مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا ـ

৩৫৫৭. যুহায়র ইব্ন হারব (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বকর (রা) এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকটে উপস্থিতির অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তিনি তাঁর দরজায় অনেক লোককে উপবিষ্ট দেখতে পেলেন। তাদের কাউকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় নি। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, এরপর আবূ বকর (রা)-কে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হলে তিনি প্রবেশ করলেন। এরপর উমর (রা) এলেন এবং তিনি অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তাঁকেও প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা হল। তিনি নবী ﷺ-কে চিন্তাযুক্ত ও নীরব বসে থাকতে দেখলেন। আর তাঁর চতুষ্পার্শ্বে তাঁর সহধর্মিণীগণ উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি (বর্ণনাকারী জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ রা) বলেন, উমর (রা) বললেন : নিশ্চয়ই আমি নবী ﷺ-কে এমন কথা বলব যা তাঁকে হাসাবে। এরপর তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি যদি দেখতেন খারিজার কন্যা (উমর রা-এর স্ত্রী) আমার কাছে খোরপোষ তলব করেছিল। আমি তার দিকে উঠে গেলাম এবং তার ঘাড়ে ঘুষি মারলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হেসে উঠলেন এবং বললেন, আমার চতুষ্পার্শ্বে তোমরা যাদের দেখতে পাচ্ছ তারা আমার কাছে খোরপোষ দাবি করছে। অমনি আবূ বকর (রা) আয়েশা (রা)-এর দিকে ছুটলেন এবং তাঁর গর্দানে ঘুষি মারলেন। উমর (রা)-ও দাঁড়িয়ে গেলেন এবং হাফ্সা (রা)-এর দিকে অগ্রসর হয়ে তাঁর ঘাড়ে ঘুষি মারলেন। তাঁরা উভয়ে বললেন, তোমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এমন জিনিস দাবি করছ যা তাঁর কাছে নেই? তখন তাঁরা (নবী ﷺ-এর সহধর্মিণীগণ) বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমরা আর কখনো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এমন জিনিস চাইব না যা তাঁর কাছে নেই। এরপর তিনি তাঁদের (তাঁর সহধর্মিণীগণের) থেকে একমাস কিংবা ঊনত্রিশ দিন পৃথক রইলেন। অতঃপর তাঁর প্রতি এই আয়াত নাযিল হল : (অর্থ) "হে নবী! আপনি আপনার সহধর্মিণীদের বলে দিন, তোমরা যদি পার্থিব জীবনের ভোগ ও এর বিলাসিতা কামনা কর, তাহলে এসো আমি তোমাদের ভোগ-বিলাসের ব্যবস্থা

করে দিই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদের বিদায় করে দিই। আর যদি তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও পরকালকে কামনা কর তাহলে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণা, আল্লাহ তাদের জন্য মহাপ্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।" (সূরা আহযাব : ২৮– ২৯)। তিনি (জাবির রা) বলেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) আয়েশা (রা)-কে দিয়ে (আয়াতের নির্দেশ তামীল করতে) শুরু করলেন। তিনি বললেন, হে আয়েশা! আমি তোমার কাছে একটি (গুরুত্বপূর্ণ) বিষয়ে আলাপ করতে চাই। তবে সে বিষয়ে তোমার পিতামাতার সঙ্গে পরামর্শ না করে তোমার ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করাই আমি পসন্দ করি। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে বিষয়টা কি (আমি জানতে পারি)? তখন তিনি তার সামনে এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার ব্যাপারে আমি কি আমার পিতামাতার কাছে পরামর্শ নিতে যাব? (এর কোন প্রয়োজন নেই)। না, বরং আমি আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও আখিরাতকেই বেছে নিয়েছি। তবে আপনার সকাশে আমার একান্ত নিবেদন, আমি যা বলেছি তা আপনি আপনার অন্যান্য সহধর্মিণীগণের কারো কাছে ব্যক্ত করবেন না। তিনি বললেন, তাঁদের যে কেউ সে বিষয় আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি অবশ্যই তাকে তা বলে দিব। কারণ আল্লাহ্ আমাকে কঠোরতা আরোপকারী ও হঠকারীরূপে নয়, বরং সহজ পন্থায় (শিক্ষাদানকারী) হিসাবে প্রেরণ করেছেন।

٣٥٥٨ـ حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ سِمَاكٍ اَبِيْ زُمَيْلٍ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِيْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا اعْتَزَلَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ نِسَاءَهُ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَاِذَا النَّاسُ يَنْكُتُوْنَ بِالْحَصٰى وَيَقُوْلُوْنَ طَلَّقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نِسَاءَهُ وَذٰلِكَ قَبْلَ اَنْ يُؤْمَرْنَ بِالْحِجَابِ فَقَالَ عُمَرُ فَقُلْتُ لَاَعْلَمَنَّ ذٰلِكَ الْيَوْمَ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَقُلْتُ يَا بِنْتَ اَبِيْ بَكْرٍ أَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكِ اَنْ تُؤْذِيَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ مَالِيْ وَمَالَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ عَلَيْكَ بِعَيْبَتِكَ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلٰى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ فَقُلْتُ لَهَا يَا حَفْصَةُ أَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكِ اَنْ تُؤْذِيَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَا يُحِبُّكِ وَلَوْ لَا اَنَا لَطَلَّقَكِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَبَكَتْ اَشَدَّ الْبُكَاءِ فَقُلْتُ لَهَا اَيْنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ هُوَ فِيْ خِزَانَتِهِ فِي الْمَشْرُبَةِ فَدَخَلْتُ فَاِذَا اَنَا بِرَبَاحٍ غُلَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَاعِدًا عَلٰى اُسْكُفَّةِ الْمَشْرُبَةِ مُدَلٍّ رِجْلَيْهِ عَلٰى نَقِيْرٍ مِنْ خَشَبٍ وَهُوَ جِذْعٌ يَرْقٰى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَيَنْحَدِرُ فَنَادَيْتُ يَا رَبَاحُ اسْتَأْذِنْ لِيْ عِنْدَكَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنَظَرَ رَبَاحٌ اِلَى الْغُرْفَةِ ثُمَّ نَظَرَ اِلَيَّ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ثُمَّ قُلْتُ يَا رَبَاحُ اسْتَأْذِنْ لِيْ عِنْدَكَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنَظَرَ رَبَاحٌ اِلَى الْغُرْفَةِ ثُمَّ نَظَرَ اِلَيَّ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ثُمَّ رَفَعْتُ صَوْتِيْ فَقُلْتُ يَا رَبَاحُ اسْتَأْذِنْ لِيْ عِنْدَكَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِنِّيْ اَظُنُّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ظَنَّ اَنِّيْ جِئْتُ مِنْ اَجْلِ حَفْصَةَ وَاللّٰهِ لَئِنْ اَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِضَرْبِ عُنُقِهَا لَاَضْرِبَنَّ عُنُقَهَا وَرَفَعْتُ صَوْتِيْ فَاَوْمَأَ اِلَيَّ اَنِ ارْقَهْ فَدَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلٰى

حَصِيْرٍ فَجَلَسْتُ فَاَدْنٰى عَلَيْهِ اِزَارَهٗ وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهٗ وَاِذَا الْحَصِيْرُ قَدْ اَثَّرَ فِىْ جَنْبِهٖ فَنَظَرْتُ بِبَصَرِىْ خِزَانَةِ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا اَنَا بِقَبْضَةٍ مِنْ شَعِيْرٍ نَحْوِ الصَّاعِ وَمِثْلِهَا قَرَظًا فِىْ نَاحِيَةِ الْغُرْفَةِ وَاِذَا اَفِيْقٌ مُعَلَّقٌ قَالَ فَابْتَدَرَتْ عَيْنَاىَ قَالَ مَا يُبْكِيْكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ قُلْتُ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ وَمَا لِىَ لاَ اَبْكِىْ وَهٰذَا الْحَصِيْرُ قَدْ اَثَّرَ فِىْ جَنْبِكَ وَهٰذِهٖ خِزَانَتُكَ لاَ اَرٰى فِيْهَا اِلاَّ مَا اَرٰى وَذَاكَ قَيْصَرُ وَكِسْرٰى فِى الثِّمَارِ وَالْاَنْهَا وَاَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَصِفْوَتُهٗ وَهٰذِهٖ خِزَانَتُكَ فَقَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اَلاَ تَرْضٰى اَنْ تَكُوْنَ لَنَا الْاٰخِرَةُ وَلَهُمُ الدُّنْيَا قُلْتُ بَلٰى قَالَ وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ حِيْنَ دَخَلْتُ وَاَنَا اَرٰى فِىْ وَجْهِهِ الْغَضَبَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا يَشُقُّ عَلَيْكَ مِنْ شَأْنِ النِّسَاءِ فَاِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهُنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مَعَكَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاَنَا وَاَبُوْ بَكْرٍ وَالْمُؤْمِنُوْنَ مَعَكَ وَقَلَّمَا تَكَلَّمْتُ وَاَحْمَدُ اللّٰهَ بِكَلاَمٍ اِلاَّ رَجَوْتُ اَنْ يَكُوْنَ اللّٰهُ يُصَدِّقُ قَوْلِى الَّذِىْ اَقُوْلُ وَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ اٰيَةُ التَّخْيِيْرِ عَسٰى رَبُّهٗ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُبْدِلَهٗ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ وَاِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلاَهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلاَئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ بِنْتُ اَبِىْ بَكْرٍ وَحَفْصَةُ تَظَاهَرَانِ عَلٰى سَائِرِ نِسَاءِ النَّبِىِّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَطَلَّقْتَهُنَّ قَالَ لاَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالْمُسْلِمُوْنَ يَنْكُتُوْنَ بِالْحَصٰى يَقُوْلُوْنَ طَلَّقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نِسَاءَهٗ أَفَاَنْزِلُ فَأُخْبِرَهُمْ اَنَّكَ لَمْ تُطَلِّقْهُنَّ قَالَ نَعَمْ اِنْ شِئْتَ فَلَمْ اَزَلْ اُحَدِّثُهٗ حَتّٰى تَحَسَّرَ الْغَضَبُ عَنْ وَجْهِهٖ وَحَتّٰى كَشَرَ فَضَحِكَ وَكَانَ مِنْ اَحْسَنِ النَّاسِ ثَغْرًا ثُمَّ نَزَلَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ وَنَزَلْتُ فَنَزَلْتُ اَتَشَبَّثُ بِالْجِذْعِ وَنَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَاَنَّمَا يَمْشِىْ عَلَى الْاَرْضِ مَا يَمَسُّهٗ بِيَدِهٖ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا كُنْتَ فِى الْغُرْفَةِ تِسْعَةً وَعِشْرِيْنَ قَالَ اِنَّ الشَّهْرَ يَكُوْنُ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ فَقُمْتُ عَلٰى بَابِ الْمَسْجِدِ فَنَادَيْتُ بِاَعْلٰى صَوْتِىْ لَمْ يُطَلِّقْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نِسَاءَهٗ وَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ « وَاِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ مِنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوْا بِهٖ وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلٰى اُوْلِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ » فَكُنْتُ اَنَا اسْتَنْبَطْتُ ذٰلِكَ الْاَمْرَ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اٰيَةَ التَّخْيِيْرِ ـ

৩৫৫৮. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ..... উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ তাঁর সহধর্মিণীগণ থেকে সাময়িকভাবে পৃথক হয়ে গেলেন, তখন আমি মসজিদে নব্বীতে প্রবেশ করলাম। আমি দেখতে পেলাম লোকেরা হাতে কংকর নিয়ে নাড়াচাড়া করছে (যা দুশ্চিন্তার সময় স্বাভাবিকভাবে ঘটে থাকে)।

তাঁরা বলাবলি করছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সহধর্মিণীগণকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন। এই ঘটনা ছিল তাঁদের উপর পর্দার নির্দেশ আসার পূর্বেকার। উমর (রা) বললেন, আমি আজই প্রকৃত ঘটনা জেনে নিব। তাই আমি আয়েশা (রা)-এর নিকটে গেলাম। আমি তাঁকে বললাম, হে আবূ বকর তনয়া! তোমার অবস্থা কি এই পর্যায়ে নেমে গিয়েছে যে, তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কষ্ট দিচ্ছ? তিনি বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র! আমার ব্যাপার নিয়ে আপনি মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? আগে নিজের ঘরের খবর নিন। তিনি বলেন, তখনই আমি হাফসা বিনত উমর (রা)-এর কাছে এলাম। আমি তাকে বললাম, হে হাফসা! তোমার অবস্থা এই পর্যায়ে গড়িয়েছে যে, তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে কষ্ট দিচ্ছ? আল্লাহ্‌র কসম! আমি জানতে পেরেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাকে ভালবাসেন না। আর আমি না হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অবশ্যই তোমাকে তালাক দিয়ে দিতেন। একথা শুনে তিনি অঝোরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। তখন আমি তাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোথায় আছেন? সে (হাফ্সা রা) বলল, তিনি ঐ টঙের কোষাগারে অবস্থান করছেন। আমি সেখানে প্রবেশ করতে চাইলাম। দেখলাম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর গোলাম রাবাহ টঙের চৌকাঠে বসে আছে এবং তার পা দুটি একটি খেজুরগাছের কাণ্ডের উপরে ঝুলিয়ে দিয়েছে। যা দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উঠানামা করতেন। আমি রাবাহ্‌কে ডাকলাম এবং বললাম, হে রাবাহ্! আমার জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট থেকে প্রবেশের অনুমতি নিয়ে এসো। তখন রাবাহ্ কামরার দিকে দৃষ্টিপাত করল। এরপর আমার দিকে ফিরে তাকাল কিন্তু সে কিছুই বলল না। তখন আমি আবার বললাম, হে রাবাহ্! তুমি আমার জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে এসো। এরপর রাবাহ কামরার দিকে দৃষ্টিপাত করল এবং আমার দিকে ফিরে তাকাল কিন্তু সে এবারও কিছুই বলল না। আমি উচ্চস্বরে বললাম, হে রাবাহ্! তুমি আমার জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে এসো। সে সময় আমি ভেবেছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হয়ত ধারণা করছেন আমি আমার কন্যা হাফ্সার কারণেই এখানে এসেছি। আল্লাহ্ কসম! যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার গর্দান উড়িয়ে দিবার নির্দেশ দিতেন তাহলে আমি অবশ্যিই তার গর্দান উড়িয়ে দিতাম। এ সব কথা আমি উচ্চস্বরেই বলছিলাম। তখন সে (রাবাহ্) আমাকে ইশারায় উপরে উঠতে বলল। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে প্রবেশ করলাম। সে সময় তিনি খেজুর পত্র নির্মিত একটি চাটাইয়ের উপর কাত হয়ে শোয়া ছিলেন। আমি সেখানে বসে পড়লাম। তিনি তাঁর চাদরখানি তাঁর শরীরের উপরে টেনে দিলেন। তখন এটি ছাড়া তাঁর পরনে অন্য কোন কাপড় ছিল না আর বাহুতে চাটাইয়ের দাগ বসে গিয়েছিল। এরপর আমি স্বচক্ষে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামানাদির দিকে তাকালাম। আমি সেখানে একটি পাত্রে এক সা' (সাড়ে তিন কেজি পরিমাণ)-এর কাছাকাছি কয়েক মুঠো যব দেখতে পেলাম। আর সলমের কিছু পাতা (এক প্রকার গাছের পাতা যা দিয়ে চামড়ায় রং করা হয়) কামরার এক কোণায় পড়ে আছে। আরও দেখতে পেলাম ঝুলন্ত একখানি কাঁচা চামড়া, এ সব দেখে আমার দুই চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র! কিসে তোমার কান্না পেয়েছে? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র নবী! কেন আমি কাঁদব না। এই যে চাটাই আপনার শরীরের পার্শ্বদেশে দাগ বসিয়ে দিয়েছে। আর এই হচ্ছে আপনার কোষাগার। এখানে সামান্য কিছু যা দেখলাম তা ছাড়া তো আর কিছুই নেই। পক্ষান্তরে ঐ যে রোমক বাদশাহ ও পারস্য সম্রাট, কত বিলাস ব্যসনে ফলমূল ও ঝরণায় পরিবেষ্টিত হয়ে আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন করছে। আর আপনি হলেন আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর মনোনীত ব্যক্তি। আর আপনার কোষাগার হচ্ছে এই! তখন তিনি বললেন, হে খাত্তাব তনয়! তুমি কি এতে পরিতুষ্ট নও যে, আমাদের জন্য রয়েছে আখিরাত আর তাদের জন্য দুনিয়া (পার্থিব ভোগ-বিলাস)? আমি বললাম, নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট। এরপর উমর (রা)

বলেন, যখন আমি তাঁর সকাশে উপস্থিত হই তখন থেকেই আমি তাঁর চেহারায় গোস্বার ছাপ দেখতে পাচ্ছিলাম। এরপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার সহধর্মিণীগণের কোন আচরণ আপনার মনোকষ্টের কারণ হয়েছে কি? আপনি যদি তাঁদের তালাক প্রদান করে থাকেন (তাতে আপনার কিছু আসে যায় না) সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ আপনার সঙ্গে আছেন। তাঁর সকল ফেরেশ্তা, জিব্রীল, মীকাঈল, আমি, আবূ বকর (রা) সহ সকল ঈমানদার আপনার সঙ্গে আছেন। তিনি (উমর রা) বলেন, আলহামদু লিল্লাহ, আমি যখনই কোন কথা বলি তাতে প্রায়ই আমি আশাবাদী যে, আল্লাহ্ আমার কথা সত্য প্রমাণিত করবেন। তখন ইখ্তিয়ার সম্পর্কিত এই আয়াত নাযিল হল : "যদি নবী তোমাদের সকলকে তালাক দিয়ে দেয় তাহলে তার প্রতিপালক তোমাদের পরিবর্তে তাকে তোমাদের চাইতে উৎকৃষ্টতর সহধর্মিণী দিবেন।" (সূরা আত-তাহরীম : ৫)।

"আর তোমরা দুইজন যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরের পোষকতা কর তবে জেনে রাখ, আল্লাহ্, জিব্রীল, সৎকর্মপরায়ণ ঈমানদারগণ তার সাহায্যকারী। অধিকন্তু ফেরেশতারাও তার সাহায্যের জন্য সদা তৎপর। (সূরা তাহরীম : ৪)।

আয়েশা বিনত আবূ বকর (রা) ও হাফসা (বিনত উমর) (রা) এই দু'জন নবী ﷺ-এর অন্যান্য সহধর্মিণীগণের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে আসছিল। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি তাদের তালাক দিয়েছেন? তিনি বললেন, না। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি মসজিদে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম মুসলমানরা (চিন্তাযুক্ত হয়ে) কংকর মারছে এবং বলছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সহধর্মিণীগণকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন। এখন আমি কি তাদের কাছে গিয়ে জানিয়ে দিব যে, আপনি আপনার সহধর্মিণীদের তালাক দেন নি? তিনি বললেন, হাঁ, তোমার মনে চাইলে। এভাবে আমি তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে লাগলাম। পরিশেষে দেখলাম তাঁর চেহারা থেকে গোস্বার ছাপ একেবারে মুছে গেছে এবং তিনি এমনভাবে হাসি দিলেন যে, তাঁর দাঁত দেখা গেল। তাঁর দাঁত ছিল সকলের চাইতে সুন্দর। এরপর নবী ﷺ সেখান থেকে নিচে নেমে এলেন এবং আমিও খেজুর গাছের কাণ্ড নির্মিত (সিঁড়ির) কাষ্ঠ ধরে নিচে নেমে এলাম। তবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমনভাবে নিচে নামলেন যেন তিনি সমতল যমীনে হাঁটছেন। তিনি তাঁর হাত দিয়ে কাণ্ডটি স্পর্শ করেন নি। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি তো এই বালাখানায় উনত্রিশ দিন অবস্থান করছেন। তিনি বললেন, মাস উনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে। এরপর আমি মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে ঘোষণা করলাম, তিনি তাঁর সহধর্মিণীগণকে তালাক দেননি। তখন এই আয়াত নাযিল হল : "যখন শান্তি কিংবা ভয়ের কোন সংবাদ তাদের কাছে আসে তখন তারা তা প্রচার করে দেয়। যদি তারা বিষয়টি আল্লাহর রাসূল এবং নেতৃত্ব স্থানীয় ব্যক্তিদের নিকট উপস্থাপন করত তাহলে তাদের মধ্যে যারা তথ্য অনুসন্ধানী তারা এর যথার্থতা নিরূপণ করতে সক্ষম হত।" মোটকথা আমি (উমর রা) এই বিষয়টির সঠিক তথ্য নির্ণয়ে সক্ষম হয়েছিলাম। তখন আল্লাহ তা'আলা ইখ্তিয়ার দান সম্পর্কিত আয়াত নাযিল করেন।

٣٥٥٥- حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ بِلَالٍ اَخْبَرَنِىْ يَحْيٰى اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ قَالَ مَكَثْتُ سَنَةً وَاَنَا اُرِيْدُ اَنْ اَسْاَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ اٰيَةٍ فَمَا اَسْتَطِيْعُ اَنْ اَسْاَلَهُ هَيْبَةً لَهُ حَتّٰى خَرَجَ حَاجًّا فَخَرَجْتُ مَعَهُ فَلَمَّا رَجَعَ فَكُنَّ بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ عَدَلَ اِلَى الْاَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ فَوَقَفْتُ لَهُ حَتّٰى فَرَغَ ثُمَّ

سِرْتُ مَعَهُ فَقُلْتُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَزْوَاجِهٖ فَقَالَ
تِلْكَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ قَالَ فَقُلْتُ لَهٗ وَاللّٰهِ اِنْ كُنْتُ لَاُرِيْدُ اَنْ اَسْاَلَكَ عَنْ هٰذَا مُنْذُ سَنَةٍ فَمَا اَسْتَطِيْعُ
هَيْبَةً لَكَ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ مَا ظَنَنْتَ اَنَّ عِنْدِيْ مِنْ عِلْمٍ فَسَلْنِيْ عَنْهُ فَاِنْ كُنْتُ اَعْلَمُهٗ اَخْبَرْتُكَ قَالَ
وَقَالَ عُمَرُ وَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا فِى الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ اَمْرًا حَتّٰى اَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْهِنَّ مَا اَنْزَلَ
وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ قَالَ فَبَيْنَمَا اَنَا فِىْ اَمْرٍ اَئْتَمِرُهٗ اِذْ قَالَتْ لِىْ امْرَاَتِىْ لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا
فَقُلْتُ لَهَا وَمَالَكِ اَنْتِ وَلِمَا هٰهُنَا وَمَا تَكَلُّفُكِ فِىْ اَمْرٍ اُرِيْدُهٗ فَقَالَتْ لِىْ عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ
مَا تُرِيْدُ اَنْ تُرَاجَعَ اَنْتَ وَاِنَّ ابْنَتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى يَظَلَّ يَوْمَهٗ غَضْبَانَ قَالَ عُمَرُ
فَاٰخُذُ رِدَائِىْ ثُمَّ اَخْرُجُ مَكَانِىْ حَتّٰى اَدْخُلَ عَلٰى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا يَا بُنَيَّةُ اِنَّكِ لَتُرَاجِعِيْنَ رَسُوْلَ
اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى يَظَلَّ يَوْمَهٗ غَضْبَانَ فَقَالَتْ حَفْصَةُ وَاللّٰهِ اِنَّا لَنُرَاجِعُهٗ فَقُلْتُ تَعْلَمِيْنَ اَنِّىْ اُحَذِّرُكِ
عُقُوْبَةَ اللّٰهِ وَغَضَبَ رَسُوْلِهٖ يَا بُنَيَّةُ لَا تَغُرَّنَّكِ هٰذِهِ الَّتِىْ قَدْ اَعْجَبَهَا حُسْنُهَا وَحُبُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ
اِيَّاهَا ثُمَّ خَرَجْتُ حَتّٰى اَدْخُلَ عَلٰى اُمِّ سَلَمَةَ لِقَرَابَتِىْ مِنْهَا فَكَلَّمْتُهَا فَقَالَتْ لِىْ اُمُّ سَلَمَةَ عَجَبًا لَكَ يَا
ابْنَ الْخَطَّابِ قَدْ دَخَلْتَ فِىْ كُلِّ شَىْءٍ حَتّٰى تَبْتَغِىْ اَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَزْوَاجِهٖ قَالَ
فَاَخَذَتْنِىْ اَخْذًا كَسَرَتْنِىْ عَنْ بَعْضِ مَا كُنْتُ اَجِدُ فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا وَكَانَ لِىْ صَاحِبٌ مِنَ
الْاَنْصَارِ اِذَا غِبْتُ اَتَانِىْ بِالْخَبَرِ وَاِذَا غَابَ كُنْتُ اَنَا اٰتِيْهِ بِالْخَبَرِ وَنَحْنُ حِيْنَئِذٍ نَتَخَوَّفُ مَلِكًا مِنْ
مُلُوْكِ غَسَّانَ ذُكِرَ لَنَا اَنَّهٗ يُرِيْدُ اَنْ يَسِيْرَ اِلَيْنَا فَقَدِ امْتَلَاَتْ صُدُوْرُنَا مِنْهُ فَاَتٰى صَاحِبِى
الْاَنْصَارِىُّ يَدُقُّ الْبَابَ وَقَالَ افْتَحْ افْتَحْ فَقُلْتُ جَاءَ الْغَسَّانِىُّ فَقَالَ اَشَدُّ مِنْ ذٰلِكَ اعْتَزَلَ رَسُوْلُ
اللّٰهِ ﷺ اَزْوَاجَهٗ فَقُلْتُ رَغِمَ اَنْفُ حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ ثُمَّ اٰخُذُ ثَوْبِىْ فَاَخْرُجُ حَتّٰى جِئْتُ فَاِذَا رَسُوْلُ
اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَشْرُبَةٍ لَهٗ يُرْتَقٰى اِلَيْهَا بِعَجَلَةٍ وَغُلَامٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَسْوَدُ عَلٰى رَأْسِ الدَّرَجَةِ
فَقُلْتُ هٰذَا عُمَرُ فَاُذِنَ لِىْ قَالَ عُمَرُ فَقَصَصْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا الْحَدِيْثَ فَلَمَّا بَلَغْتُ حَدِيْثَ
اُمِّ سَلَمَةَ تَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاِنَّهٗ لَعَلٰى حَصِيْرٍ مَا بَيْنَهٗ وَبَيْنَهٗ شَىْءٌ وَتَحْتَ رَأْسِهٖ وِسَادَةٌ مِنْ
اَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ وَاِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَرَظًا مَضْبُوْرًا وَعِنْدَ رَأْسِهٖ اُهُبًا مُعَلَّقَةً فَرَاَيْتُ اَثَرَ الْحَصِيْرِ
فِىْ جَنْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَبَكَيْتُ فَقَالَ مَا يُبْكِيْكَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ كِسْرٰى وَقَيْصَرَ فِيْمَا
هُمَا فِيْهِ وَاَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَا تَرْضٰى اَنْ تَكُوْنَ لَهُمَا الدُّنْيَا وَلَكَ الْاٰخِرَةُ -

৩৫৫৫. হারূন ইব্ন সাঈদ আয়লী (র) ..... সুলায়মান ইবন বিলাল ইয়াহইয়া থেকে এবং তিনি 'উবায়দ ইবন হুনায়ন থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, আমি দীর্ঘ এক বছর যাবত ইচ্ছা পোষণ করে আসছিলাম যে, একটি আয়াত সম্পর্কে উমর উবনুল খাত্তাব (রা)-কে জিজ্ঞেস করব। কিন্তু আমি তাঁর গাম্ভীর্যের কারণে তাঁকে জিজ্ঞেস করতে সাহস পাইনি। একবার তিনি হজ্জ পালনের জন্য রওনা হলেন, আমিও তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। যখন আমরা কোন এক রাস্তা দিয়ে চলছিলাম এই সময় তিনি (প্রকৃতির) প্রয়োজনে পিলুগাছের ঝোঁপের দিকে গেলেন। আমি তাঁর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি তাঁর প্রয়োজন পূরণ করে ফিরে এলেন। আমি তাঁর সঙ্গে রওনা করলাম। (এক মওকা পেয়ে) আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সহধর্মিণীগণের মধ্যে থেকে কোন দু'জন তাঁর অপ্রিয় কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করেছিল? তিনি বললেন, তারা ছিল হাফসা (রা) ও আয়েশা (রা)। তিনি (আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস রা) বলেন, আমি তাঁকে (উমর রা-কে) বললাম : আল্লাহ্র কসম! দীর্ঘ এক বছর যাবত এই বিষয়টি সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করব বলে মনে মনে ইচ্ছা পোষণ করে আসছিলাম, কিন্তু আপনার ভয়ের কারণে সাহস পাইনি। তিনি (উমর রা) বললেন, কখনো এরূপ করবে না; বরং আমার কাছে কোন বিষয়ের জ্ঞান আছে বলে তোমার ধারণা হলে তুমি অবশ্যই সে সম্পর্কে আমার কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে নিবে। যদি তা আমার জানা থাকে, তাহলে তোমাকে অবশ্যই অবহিত করব। রাবী (আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস রা) বলেন, তখন উমর (রা) বললেন, আল্লাহ্র কসম! জাহিলী যুগে আমরা নারী জাতির জন্য কোন অধিকার স্বীকার করতাম না। এরপর আল্লাহ্ তাদের অধিকার সম্পর্কে যা অবতীর্ণ করার অবতীর্ণ করলেন এবং তাদের জন্য যা বন্টন করার ছিল তা বন্টন করে দিলেন। তিনি বলেন, আমি কোন একদিন এক বিষয়ে চিন্তা করছিলাম। এমন সময় আমার স্ত্রী আমার কাছে এসে বলল, আপনি যদি এরূপ এরূপ করতেন তাহলে বেশ ভাল হত। আমি তাকে বললাম, তোমার কি হয়েছে? তুমি এখানে এলে কেন? আমি যে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করছি তাতে তুমি নাক গলাচ্ছ কেন? তখন সে বলল, হে খাত্তাবের পুত্র! আপনি তো আমাকে মুখ খুলতেই দিচ্ছেন না, কী আশ্চর্য! অথচ আপনার (স্নেহের) কন্যাটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে প্রতিউত্তর করে, যার ফলে তিনি সারা দিন রাগান্বিত অবস্থায় অতিবাহিত করেন। উমর (রা) বলেন, এরপর আমি (তড়িঘড়ি) আমার চাদর গুটিয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম এবং সোজা হাফ্সার কাছে পৌঁছলাম। আমি তাকে বললাম, হে আমার কন্যা! তুমি নাকি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কথার প্রতিউত্তর করে থাক, যাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সারা দিন রাগান্বিত থাকেন? হাফ্সা (রা) বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমরা সত্যিই তাঁর কথার প্রতিউত্তর দিয়ে থাকি। তখন আমি বললাম, জেনে রাখ! আমি তোমাকে আল্লাহ্র শাস্তি ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অসন্তুষ্টির ব্যাপারে সতর্ক করছি। হে আমার কন্যা! ঐ মেয়েটি যেন তোমাকে ধোকায় ফেলতে না পারে যাকে তার সৌন্দর্য ও তার প্রতি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অনুরাগ গর্বিতা করে ফেলেছে (এরদ্বারা তিনি আয়েশা রা.-কে বুঝাতে চাইছেন)। এরপর আমি সেখান থেকে বেরিয়ে উম্মু সালামা (রা)-এর কাছে গেলাম। তাঁর সাথে আমার আত্মীয়তা ছিল। আমি তাঁর সঙ্গে কথা বললাম। তখন উম্মু সালামা (রা) আমাকে বললেন, কী আশ্চর্য! হে খাত্তাবের পুত্র! তুমি সব কিছুতেই দখল নিতে চাচ্ছ? এমনকি তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং তাঁর সহধর্মিণীগণের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে চাচ্ছ? তিনি বলেন, এই বিষয়ে উম্মু সালামা (রা)-এর কথা আমাকে এমনভাবে জব্দ করল যে, আমি হতোদ্যম হয়ে পড়লাম। তাই আমি তার নিকট হতে কেটে পড়লাম। এদিকে আমার একজন আনসারী বন্ধু ছিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মজলিসে অনুপস্থিত থাকলে তিনি আমাকে

জানাতেন এবং তিনি তাঁর মজলিসে অনুপস্থিত থাকলে আমি তার কাছে এসে তাকে (আলোচ্য বিষয়ে) জানাতাম। সে সময়ে আমরা জনৈক গাস্সানী বাদশাহর আক্রমণের আশংকা করছিলাম। কারণ তখন আমাদের মাঝে সংবাদ (গুজব) ছড়িয়ে পড়েছিল যে, সে আমাদের উপর হামলার পাঁয়তারা করছে। তাই ভয়-ভীতি ও দুশ্চিন্তায় আমাদের অন্তর ছিল আচ্ছন্ন। ইত্যবসরে আমার আনসারী বন্ধুটি এসে দরজা খটখটাতে লাগলেন এবং বললেন, খুলে দিন, খুলে দিন! আমি বললাম, তাহলে গাস্সানীরা কি এসেই পড়ল? তিনি (আমার আনসারী বন্ধুটি) বললেন, (না, গাস্সানীরা আসে নি) তবে তার চাইতে ও সাংঘাতিক কিছু। রাসূলুল্লাহ্ তাঁর সহধর্মিণীগণকে তালাক দিয়েছেন। উমর (রা) বললেন, তখন আমি বললাম, হাফসা ও আয়েশার নাক ধূলোয় মলিন হোক। এরপর আমি আমার কাপড় চোপড় পরিধান করলাম এবং ঘর থেকে বেরিয়ে সরাসরি রাসূলুল্লাহ্-এর কাছে এলাম। তখন তিনি তাঁর টঙের ভেতর ছিলেন। সেখানে খেজুর কাণ্ডের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হত। রাসূলুল্লাহ্ -এর এক কৃষ্ণকায় ভৃত্য সে সিঁড়ির গোড়ায় বসা ছিল। তখন আমি তাকে বললাম, আমি উমর। আমাকে অনুমতি এনে দাও। সে অনুমতি নিয়ে এলে আমি ভিতরে প্রবেশ করে এই ঘটনা বিশদভাবে রাসূলুল্লাহ্-এর কাছে খুলে বললাম। আমি যখন উম্মু সালামা (রা)-এর ঘটনা পর্যন্ত পৌঁছলাম, তখন তিনি মুচকি হাসি দিলেন। তিনি তখন একটি চাটাইয়ের উপর (কাত হয়ে শায়িত) ছিলেন, তাঁর ও চাটাইয়ের মাঝখানে অন্য কিছুই ছিল না। তাঁর মাথার নিচে ছিল চামড়ার তৈরি একটি বালিশ যার মধ্যে খেজুরগাছের ছাল ভর্তি ছিল। তাঁর পায়ের কাছে ছিল স্তূপকৃত সলম গাছের কিছু পাতা এবং শিয়রের কাছে ঝুলন্ত ছিল একটি কাঁচা চামড়া। আমি রাসূলুল্লাহ্-এর শরীরের পার্শ্বদেশে চাটাই-এর দাগ দেখতে পেলাম, এতে আমি কাঁদলাম। তিনি বললেন, (হে খাত্তাব তনয়) তুমি কাঁদছ কেন? তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! পারস্য সম্রাট ও রোমক সম্রাট কত বিলাস ব্যসনে কাটাচ্ছে আর আপনি হলেন, আল্লাহ্র রাসূল, (আপনার অবস্থা এই)। তখন রাসূলুল্লাহ্ বললেন, (হে উমর) তুমি কি এতে পরিতুষ্ট নও যে, তাদের জন্য কেবল দুনিয়া (পার্থিব ভোগ–বিলাস) আর তোমার জন্য রয়েছে আখিরাত (চিরস্থায়ী সুখ-শান্তি)।

٣٥٦٠- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ اَخْبَرَنِىْ يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَقْبَلْتُ مَعَ عُمَرَ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ كَنَحْوِ حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ قُلْتُ شَأْنُ الْمَرْأَتَيْنِ قَالَ حَفْصَةُ وَاُمُّ سَلَمَةَ وَزَادَ فِيْهِ وَاَتَيْتُ الْحُجَرَ فَاِذَا فِىْ كُلِّ بَيْتٍ بُكَاءٌ وَزَادَ اَيْضًا وَكَانَ اٰلٰى مِنْهُنَّ شَهْرًا فَلَمَّا كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ نَزَلَ اِلَيْهِنَّ -

৩৫৬০. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর (রা)-এর সঙ্গে রওনা হয়ে যখন 'মাররুয্ যাহ্রান' নামক স্থানে পৌঁছলাম, তখন তিনি বিস্তারিতভাবে হাদীস বর্ণনা করেন। সুলায়মান ইব্ন বিলাল বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। অবশ্য তিনি (ইব্ন আব্বাস রা) বলেন : আমি (উমর রা)-কে বললাম, সেই দু'জন মহিলার ঘটনা আমাকে বলবেন কি? তিনি বললেন, তারা ছিল হাফ্সা ও উম্মু সালামা (রা)। তিনি তাঁর বর্ণনায় আরও উল্লেখ করেন যে, 'এরপর আমি (রাসূলুল্লাহ্-এর) হুজরার দিকে এলাম। তখন সব ঘরেই কান্নাকাটি অব্যাহত ছিল। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ তাঁর স্ত্রীগণের সঙ্গে একমাস ঈলা করেছিলেন। যখন ঊনত্রিশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। তখন তিনি তাদের কাছে নেমে আসলেন।

٢٥٦١- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لاَبِيْ بَكْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنٍ وَهُوَ مَوْلَى الْعَبَّاسِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ كُنْتُ اُرِيْدُ اَنْ اَسْاَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرْاَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَبِثْتُ سَنَةً مَا اَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا حَتّٰى صَحِبْتُهُ اِلَى مَكَّةَ فَلَمَّا كَانَ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ ذَهَبَ يَقْضِيْ حَاجَتَهُ فَقَالَ اَدْرِكْنِيْ بِاِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ فَاَتَيْتُهُ بِهَا فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ وَرَجَعَ ذَهَبْتُ اَصُبُّ عَلَيْهِ وَذَكَرْتُ فَقُلْتُ لَهُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنِ الْمَرْاَتَانِ فَمَا قَضَيْتُ كَلاَمِيْ حَتّٰى قَالَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ -

৩৫৬১. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (দীর্ঘদিন যাবত) চাচ্ছিলাম যে, ঐ দু'জন মহিলা সম্পর্কে উমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করব যারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তাঁর অপ্রিয় কাজে একে অপরকে সহযোগিতা দান করেছিল। আমি দীর্ঘ একটি বছর অপেক্ষা করলাম কিন্তু আমি তাকে জিজ্ঞেস করার মওকা পেলাম না। শেষ পর্যন্ত মক্কায় রওনা হওয়ার পথে আমি তার সফর সঙ্গী হলাম। পদযাত্রায় তিনি যখন 'মাররুয্ যাহ্রান' নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন তিনি তার প্রয়োজন পূরণের জন্য গেলেন আর আমাকে বললেন, আমার কাছে এক বদনা পানি নিয়ে এসো। আমি এক বদনা পানিসহ তার কাছে উপস্থিত হলাম। যখন তিনি হাজত সমাধা করে ফিরে এলেন আমি (উযূর) পানি ঢালতে শুরু করলাম। তখন আমি সেই প্রশ্নের কথা স্মরণে আনলাম। আমি তাকে বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! সেই মহিলা দু'জন কারা ছিল? তখন আমার কথা শেষ না হতেই তিনি বললেন, সে দু'জন ছিল আয়েশা (রা) ও হাফ্সা (রা)।

٢٥٦٢- وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ عُمَرَ وَتَقَارَبَا فِيْ لَفْظِ الْحَدِيْثِ قَالَ بْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا وَقَالَ اِسْحَاقُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ ثَوْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ اَزَلْ حَرِيْصًا اَنْ اَسْاَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرْاَتَيْنِ مِنْ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّتَيْنِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى « اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللّٰهِ » فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا حَتّٰى حَجَّ عُمَرُ وَحَجَجْتُ مَعَهُ فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ عَدَلَ عُمَرُ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالاِدَاوَةِ فَتَبَرَّزَ ثُمَّ اَتَانِيْ فَسَكَبْتُ عَلٰى يَدَيْهِ فَتَوَضَّا فَقُلْتُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنِ الْمَرْاَتَانِ مِنْ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّتَانِ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمَا « اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللّٰهِ » فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا قَالَ عُمَرُ وَعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ الزُّهْرِيُّ كَرِهَ وَاللّٰهِ مَاسَاَلَهُ عَنْهُ وَلَمْ يَكْتُمْهُ قَالَ هِيَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ ثُمَّ اَخَذَ يَسُوْقُ الْحَدِيْثَ قَالَ كُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ قَوْمًا نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ قَالَ وَكَانَ مَنْزِلِيْ فِيْ بَنِيْ اُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ بِالْعَوَالِيْ فَتَغَضَّبْتُ يَوْمًا

عَلَى امْرَأَتِي فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي فَقَالَتْ مَا تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ لَيُرَاجِعْنَهُ وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ فَانْطَلَقْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ أَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ نَعَمْ فَقُلْتُ أَتَهْجُرُهُ إِحْدَاكُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ قَالَتْ نَعَمْ قُلْتُ قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْكُنَّ وَخَسِرَ أَفَتَأْمَنُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِهِ ﷺ فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ لاَ تُرَاجِعِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَلاَ تَسْأَلِيهِ شَيْئًا وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكِ وَلاَ يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمَ وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْكِ يُرِيدُ عَائِشَةَ قَالَ وَكَانَ لِي جَارٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا فَيَأْتِينِي بِخَبَرِ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ وَآتِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الْخَيْلَ لِتَغْزُوَنَا فَنَزَلَ صَاحِبِي ثُمَّ أَتَانِي عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِي ثُمَّ نَادَانِي فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ قُلْتُ مَاذَا أَجَاءَتْ غَسَّانُ قَالَ لاَ بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَطْوَلُ طَلَّقَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءَهُ فَقُلْتُ قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هَذَا كَائِنًا حَتَّى إِذَا صَلَّيْتُ الصُّبْحَ شَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي ثُمَّ نَزَلْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ وَهِيَ تَبْكِي فَقُلْتُ أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ لاَ أَدْرِي هَا هُوَ ذَا مُعْتَزِلٌ فِي هَذِهِ الْمَشْرُبَةِ فَأَتَيْتُ غُلاَمًا لَهُ أَسْوَدَ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ فَجَلَسْتُ فَإِذَا عِنْدَهُ رَهْطٌ جُلُوسٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ فَجَلَسْتُ قَلِيلاً ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ ثُمَّ أَتَيْتُ الْغُلاَمَ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا فَإِذَا الْغُلاَمُ يَدْعُونِي فَقَالَ ادْخُلْ فَقَدْ أَذِنَ لَكَ فَدَخَلْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى رَمْلِ حَصِيرٍ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ فَقُلْتُ أَطَلَّقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نِسَائَكَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَقَالَ لاَ فَقُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَوْ رَأَيْتَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ قَوْمًا نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَائُهُمْ فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ فَتَغَضَّبْتُ عَلَى امْرَأَتِي يَوْمًا فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي فَقَالَتْ مَا تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ لَيُرَاجِعْنَهُ وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ فَقُلْتُ قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ وَخَسِرَ أَفَتَأْمَنُ إِحْدَاهُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِهِ ﷺ فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ دَخَلْتُ عَلَى

حَفْصَةَ فَقُلْتُ لاَ يَغُرَّنَّكِ اِنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ اَوْ سَمَ مِنْكِ وَاَحَبَّ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْكِ فَتَبَسَّمَ أُخْرٰى فَقُلْتُ اَسْتَأْنِسُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ فَجَلَسْتُ فَرَفَعْتُ رَأْسِيْ فِي الْبَيْتِ فَوَ اللّٰهِ مَا رَأَيْتُ فِيْهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ اِلاَّ اُهُبًا ثَلاَثَةً فَقُلْتُ ادْعُ اللّٰهَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْ يُوَسِّعَ عَلٰى اُمَّتِكَ فَقَدْ وَسَّعَ عَلٰى فَارِسَ وَالرُّوْمِ وَهُمْ لاَ يَعْبُدُوْنَ اللّٰهَ فَاسْتَوٰى جَالِسًا ثُمَّ قَالَ أَفِيْ شَكٍّ اَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اُوْلٰئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرْلِيْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَانَ اَقْسَمَ اَنْ لاَ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حَتّٰى عَاتَبَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ الزُّهْرِيُّ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا مَضٰى تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ لَيْلَةً دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَدَأَبِيْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ اَقْسَمْتَ اَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَاِنَّكَ دَخَلْتَ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِيْنَ اَعُدُّهُنَّ فَقَالَ اِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ اِنِّيْ ذَاكِرٌ لَكِ اَمْرًا فَلاَ عَلَيْكِ اَنْ لاَ تَعْجَلِيْ فِيْهِ حَتّٰى تَسْتَأْمِرِيْ اَبَوَيْكِ ثُمَّ قَرَأَ عَلَيَّ الْاٰيَةَ « يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ حَتّٰى بَلَغَ اَجْرًا عَظِيْمًا » قَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ عَلِمَ وَاللّٰهِ اَنَّ اَبَوَيَّ لَمْ يَكُوْنَا لِيَأْمُرَانِيْ بِفِرَاقِهِ قَالَتْ فَقُلْتُ أَوَفِيْ هٰذَا اَسْتَأْمِرُ اَبَوَيَّ فَاِنِّيْ أُرِيْدُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ قَالَ مَعْمَرٌ فَاَخْبَرَنِيْ اَيُّوْبُ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لاَ تُخْبِرْ نِسَائَكَ اَنِّي اخْتَرْتُكَ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ اَرْسَلَنِيْ مُبَلِّغًا وَلَمْ يُرْسِلْنِيْ مُتَعَنِّتًا قَالَ قَتَادَةُ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا مَالَتْ قُلُوْبُكُمَا ـ

৩৫৬২. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম হানযালী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ উমর (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর স্ত্রীগণের মধ্যে থেকে সেই দু'জন মহিলা সম্পর্কে উমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করার জন্য বহুদিন যাবত লালায়িত ছিলাম যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন : "তোমাদের দু'জনের হৃদয় অন্যায় প্রবণ হয়েছে মনে করে তোমরা যদি অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্র দিকে ফিরে আস তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করবেন।" (সূরা আত-তাহ্রীম : ৪)। পরিশেষে উমর (রা) হজ্জ পালনের জন্য বেরিয়ে পড়লেন এবং আমিও হজ্জ পালনের জন্য তাঁর সফরসঙ্গী হলাম। এরপর (হজ্জ সমাপন করে ফেরার পথে) আমরা কোন এক রাস্তা দিয়ে চলার সময় উমর (রা) একপার্শ্বে মোড় নিলেন। আমিও পানির বদনাসহ তাঁর সঙ্গে রাস্তার পার্শ্বে গেলাম। তিনি তাঁর হাজত পূরণ করলেন এবং আমার কাছে এলেন। আমি তাঁর উভয় হাতে পানি ঢাললাম, তিনি উযূ করে নিলেন। তখন আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! নবী ﷺ-এর স্ত্রীগণের সে দু'জন মহিলা কারা ছিল যাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেছেন :

"তোমাদের দু'জনের হৃদয় অন্যায় প্রবণ হয়েছে মনে করে তোমরা যদি অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন কর তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করবেন।" (সূরা তাহরীম ঃ ৪)

উমর (রা) বললেন, হে ইব্‌ন আব্বাস! তোমার প্রতি বিস্ময়বোধ করছি! যুহরী (র) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! তিনি সে বিষয়ে জিজ্ঞাসাকে অপসন্দ করলেও তা বর্ণনা করতে কিছুই গোপন করলেন না। তিনি বললেন, তাঁরা দু'জন ছিল হাফ্‌সা ও আয়েশা (রা)। এরপর তিনি ঘটনার বিবরণ দিতে লাগলেন। তিনি বললেন, আমরা কুরায়শ বংশের পুরুষেরা (জাহিলী যুগে) আমাদের স্ত্রীদের উপর প্রভাব খাটাত। যখন আমরা মদীনায় এলাম তখন এমন লোকদের দেখতে পেলাম যাদের উপর তাদের স্ত্রীরা প্রভাব খাটায়। এমনি পরিবেশে আমাদের নারীরা তাদের (মদীনাবাসীদের) নারীদের থেকে তা শিখতে শুরু করে দেয়। তিনি বলেন, সে সময় মদীনার উচ্চভূমির অধিবাসী বনূ উমায়্যা ইব্‌ন যায়দের বংশধরদের মধ্যে আমার বসতবাটি ছিল। একদিন আমি আমার স্ত্রীর উপর রাগান্বিত হলাম। সে আমার কথার প্রতিউত্তর করতে লাগল। আমি আমার সঙ্গে তার প্রতিউত্তর করাকে খুবই অপ্রিয় মনে করলাম। সে বলল, আপনার সঙ্গে আমার কথার প্রতিউত্তর করাকে অপছন্দ করছেন কেন? আল্লাহ্‌র কসম! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীগণও তো তাঁর সঙ্গে কথার প্রতিউত্তর করে থাকে। এমনকি তাঁদের কেউ কেউ সারা দিন রাত তার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। তখনই আমি রওনা করে (আমার মেয়ে) হাফ্‌সার কাছে চলে এলাম। আমি তাকে বললাম, তুমি কি রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে প্রতিউত্তর কর? সে বলল, হাঁ। আমি বললাম, তোমাদের মধ্যে কি কেউ তাঁকে সারা দিন রাত শেষ করে আলাদা থাকে? সে বলল, হাঁ। আমি বললাম, তোমাদের যে কেউ এরূপ আচরণ করে, সে আসলেই দুর্ভাগা ও ক্ষতিগ্রস্ত। তোমাদের মধ্যে কি কেউ এ ব্যাপারে নিশ্চিন্তবোধ করে যে, আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের ক্রোধের কারণে তার প্রতি ক্ষুব্ধ হবেন না? এরূপ হলে তো তার ধ্বংস অনিবার্য। তুমি কখনো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে তাঁর কথার প্রতিউত্তরে লিপ্ত হয়ো না এবং তাঁর কাছে কোন কিছু দাবি করবে না। তোমার মনে যা চায়, তা আমার কাছে চাইবে। তোমার সতীন তোমার চাইতে অধিকতর সুন্দরী এবং রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট তোমার তুলনায় অধিকতর প্রিয়পাত্রী। এ বিষয়টা যেন তোমাকে ধোঁকায় পতিত না করে। এরদ্বারা তিনি আয়েশা (রা)-কে বুঝাতে চাইছেন। তিনি বলেন, আমার একজন আনসারী প্রতিবেশী ছিলেন। আমরা দুই বন্ধু পালাক্রমে রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে (তাঁর মজলিসে) যেতাম। একদিন তিনি উপস্থিত থাকতেন, অপরদিন আমি উপস্থিত হতাম। এভাবে তিনি আমাকে ওহী ইত্যাদির খবর দিতেন, আমিও অনুরূপ খবর তাকে পৌঁছাতাম। সে সময় আমরা আলোচনা করছিলাম যে, গাস্‌সানী বাদশাহ নাকি আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য ঘোড়ার খুরে নাল লাগাচ্ছে। একদিন আমার বন্ধু রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে গেলেন এবং ইশার সময় (রাত্রিকালে) আমার কাছে (ফিরে) এলেন। তিনি এসে আমার ঘরের দরজা খটখটালেন এবং আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর ডাক শুনে তাঁর কাছে ছুটে এলাম। তিনি বললেন, একটা বিরাট কাণ্ড ঘটে গেছে। আমি বললাম, সে কি? গাস্‌সানীরা তাহলে এসে গেছে নাকি? তিনি বললেন : না, তারা আসেনি, বরং ব্যাপার তার চাইতেও সাংঘাতিক ও দীর্ঘতর। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সহধর্মিণীদের তালাক দিয়েছেন। তখন আমি বললাম, হাফ্‌সার সর্বনাশ হয়েছে ও সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমি পূর্ব থেকেই ধারণা পোষণ করে আসছিলাম যে, এমন একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। এরপর আমি ফজরের সালাত আদায় করে কাপড় চোপড় পরিধান করলাম। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে সরাসরি হাফসার কাছে উপস্থিত হলাম। তখন সে কাঁদছিল। আমি বললাম, রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তোমাদেরকে তালাক দিয়েছেন? সে বলল, আমি জানি না। তবে তিনি তাঁর ঐ টঙে নির্জনবাস করছেন। আমি তাঁর কৃষ্ণকায় গোলামের কাছে এলাম। তাকে বললাম, উমরের জন্য অনুমতি চাও। সে ভিতরে প্রবেশ করল এবং বেরিয়ে এসে আমার দিকে তাকাল। এরপর সে বলল, আমি তাঁর (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাছে আপনার কথা উত্থাপন করেছি কিন্তু তিনি নীরব থেকেছেন। তারপর আমি

চলে এলাম এবং মিম্বারের কাছে এসে বসে পড়লাম। তখন আমি দেখতে পেলাম সেখানে একদল লোক বসা আছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। আমি খানিকটা বসলাম। এরপর আমার মনের প্রবল আকঙ্ক্ষা আমার উপর প্রভাব বিস্তার করল। তখন আমি সেই গোলামের কাছে চলে এলাম এবং তাকে বললাম, উমরের জন্য ভিতরে প্রবেশের অনুমতি নিয়ে এসো। সে ভেতরে প্রবেশ করল এবং বেরিয়ে এসে আমাকে বলল, আমি আপনার বিষয়টি তাঁর সামনে উত্থাপন করেছি কিন্তু তিনি নীরব থেকেছেন। আমি তখন পিছনে ফিরে চললাম, অমনি সে গোলাম আমাকে ডাক দিয়ে বলল, আপনি প্রবেশ করুন; তিনি আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন। আমি ভিতরে প্রবেশ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাম দিলাম। আমি দেখতে পেলাম, তিনি খেজুর পাতার তৈরি একটি চাটাই-এর উপর হেলান দিয়ে আছেন, যা তাঁর পার্শ্বদেশে দাগ বসিয়ে দিয়েছে। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি আপনার সহধর্মিণীগণকে তালাক দিয়েছেন? আমার দিকে তাকিয়ে মাথা তুললেন এবং বললেন, না। আমি বললাম, আল্লাহু আকবার। (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ)। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি বিষয়টি ভেবে দেখুন: আমরা কুরায়শ সম্প্রদায় এমন ছিলাম যে, আমাদের স্ত্রীদের উপরে প্রভাব খাটাতাম। তারপর আমরা যখন মদীনায় এলাম তখন দেখতে পেলাম, এখানকার পুরুষ লোকদের উপর তাদের স্ত্রীরা প্রভাব বিস্তার করে আসছে। তাদের থেকে আমাদের স্ত্রীরাও এটা শিখতে শুরু করে দিয়েছে। একদিন আমি আমার স্ত্রীর প্রতি রাগান্বিত হলাম। অমনি সে আমার কথার প্রতিউত্তর শুরু করে দিল। আমি তার প্রতিউত্তর করাকে খুবই খারাপ মনে করলাম। সে বলে ফেলল, আপনার সঙ্গে প্রতিউত্তর করাকে আপনি এত খারাপ মনে করছেন কেন? আল্লাহ্‌র কসম! নবী ﷺ -এর স্ত্রীগণও তো তাঁর কথার প্রতিউত্তর করে থাকে; এমনকি তাঁদের কেউ কেউ তাঁকে সারা দিন রাত ত্যাগ করে থাকে। আমি বললাম, তাদের মধ্যে কেউ এমন আচরণ করলে সে হতভাগ্য ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে থেকে কারো উপর রাসূলাল্লাহ ﷺ রাগান্বিত হওয়ার কারণে যদি আল্লাহ্ ক্রুদ্ধ হয়ে যান তাহ্‌লে তার পতন ও ধ্বংস অনিবার্য। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মৃদুস্বরে হেসে উঠলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি হাফসার কাছে গিয়ে তাকে বলে দিয়েছি যে, তোমার সতীন সৌন্দর্যে তোমার তুলনায় অগ্রগামিণী এবং রাসূলাল্লাহ ﷺ-এর কাছে তোমার চাইতে অধিকতর আদরিণী– এ বিষয়টা যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে। এতে আবার তিনি মুচকি হাসি দিলেন। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার সঙ্গে একান্তে আলাপ করতে চাই। তিনি বললেন : হাঁ, করতে পার। তারপর আমি বসলাম এবং মাথা উঠিয়ে তাঁর কোঠার (এদিক ওদিক) তাকিয়ে দেখলাম। আল্লাহ্‌র কসম! আমি সেখানে তিনখানি চামড়া ব্যতীত দৃষ্টি ফেরানোর মত কিছু দেখতে পাইনি। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করুন যেন তিনি আপনার উম্মাতকে প্রাচুর্য দান করেন। পারসিক ও রোমাকদের তো বৈষয়িক সুখ-সমৃদ্ধি দান করা হয়েছে অথচ তারা আল্লাহর ইবাদত (আনুগত্য) করে না। তখন তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র! তুমি কি সন্দেহের জালে আবদ্ধ আছ? আসলে তারা তো এমন সম্প্রদায় যাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পার্থিব জীবনে নগদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি তাঁর সহধর্মিণীগণের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে কসম করেছিলেন যে, দীর্ঘ একমাস তাদের সঙ্গে একত্রে অতিবাহিত করবেন না। শেষাবধি আল্লাহ্ তাঁকে এই আচরণের জন্য তিরস্কার করেন। যুহরী (র) বলেন, উরওয়া (র) আয়েশা (রা)-এর সূত্রে আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন : যখন উনত্রিশ দিন অতিবাহিত হল তখন প্রথমে রাসূলাল্লাহ ﷺ আমার নিকট আসলেন। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো কসম করেছিলেন একমাস পর্যন্ত আমাদের কাছে আসবেন না অথচ উনত্রিশ

দিন পরই আপনি আমাদের কাছে ফিরে এলেন! আমি এই দিনগুলো হিসেব করে রেখেছিলাম। তিনি বললেন, মাস ঊনত্রিশ দিনেও হয়। এরপর তিনি বললেন, হে আয়েশা! আমি একটি বিষয় তোমার কাছে পেশ করতে চাই। সে সম্পর্কে তোমার পিতামাতার সঙ্গে পরামর্শ না করে তাড়াতাড়ি উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তখন তিনি আমাকে এই আয়াত তিলাওয়াত করে শোনালেন : "হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদের বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও এর ভূষণ কামনা কর, তাহলে এসো আমি তোমাদের ভোগ বিলাসের উপকরণের ব্যবস্থা করে দিই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদের বিদায় করে দিই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও পরকাল কামনা কর, তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণা আল্লাহ্ তাদের জন্য মহাপ্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।" (সূরা আহযাব : ২৮ - ২৯)। আয়েশা (রা) বলেন, এটা নির্ঘাত সত্য যে, আমার পিতামাতা কস্মিনকালেও আমাকে তাঁর (রাসূলাল্লাহ ﷺ) থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরামর্শ দিবেন না। তিনি বলেন, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ বিষয়ে কি আমি আমার পিতামাতার সাথে পরামর্শ করতে যাব? নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও পরকাল কামনা করি। মা'মার (র) বলেন, আয়্যুব আমাকে জানিয়েছেন যে, আয়েশা (রা) বলেছেন, (ইয়া রাসূলাল্লাহ!) আপনি আপনার অন্যান্য সহধর্মিণীগণের কাছে বলবেন না যে, আমি আপনাকেই ইখ্‌তিয়ার করে নিয়েছি। তখন নবী ﷺ তাকে বললেন, আল্লাহ্ আমাকে মুবাল্লিগ (সত্যপ্রচারক)-রূপে প্রেরণ করেছেন, বিপদে নিক্ষেপকারীরূপে পাঠান নি। কাতাদা (র) বলেন, صغت قلوبكما এর অর্থ مالت قلوبكما "তোমাদের হৃদয় (অন্যায় প্রবণতার দিকে) ঝুঁকে পড়েছিল।"

٥- بَابُ الْمُطَلَّقَةِ الْبَائِنِ لاَ نَفَقَةَ لَهَا

৫. পরিচ্ছেদ : বায়িন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর জন্য খোরপোষ নেই

٣٥٦٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ مَوْلَى الأَسْوَدِ ابْنِ سُفْيَانَ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ اَنَّ اَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَارْسَلَ اِلَيْهَا وَكِيْلُهُ بِشَعِيْرٍ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ وَاللّٰهِ مَالَكَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ فَاَمَرَهَا اَنْ تَعْتَدَّ فِيْ بَيْتِ اُمِّ شَرِيْكٍ ثُمَّ قَالَ تِلْكِ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا اَصْحَابِيْ اِعْتَدِّيْ عِنْدَ ابْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ فَاِنَّهُ رَجُلٌ اَعْمٰى تَضَعِيْنَ ثِيَابَكِ فَاِذَا حَلَلْتِ فَاٰذِنِيْنِيْ قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ اَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ اَبِيْ سُفْيَانَ وَاَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا اَبُوْ جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَاَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوْكٌ لاَ مَالَ لَهُ انْكِحِيْ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ انْكِحِيْ اُسَامَةَ فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ بِهِ -

৩৫৬৩. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... ফাতিমা বিনত কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ আমর ইব্‌ন হাফস (রা) (তার স্বামী) অনুপস্থিত অবস্থায় তাকে বায়েন তালাক দেন। এরপর সামান্য পরিমাণ যবসহ

উকীলকে তার কাছে পাঠিয়ে দেন। এতে তিনি (ফাতিমা রা) তাঁর উপর ভীষণভাবে অসন্তুষ্ট হন। সে (উকীল) বলল, আল্লাহ্‌র কসম! তোমাকে (খোরপোষরূপে) কোন কিছু দেওয়া আমাদের দায়িত্ব নয়। তখন তিনি (ফাতিমা বিনত কায়স রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট সব খুলে বললেন। (তার কথা শুনে) তিনি বললেন, তোমার জন্য তার (তোমার স্বামী আবূ আমর ইব্‌ন হাফস রা-এর) দায়িত্বে কোন খোরপোষ নেই। এরপর তিনি তাকে উম্মু শারীকের ঘরে গিয়ে ইদ্দত পালনের নির্দেশ দিলেন। তারপর তিনি বললেন, সে মহিলা (উম্মু শারীক) এমন একজন স্ত্রীলোক যার কাছে আমার সাহবীগণ ভীড় করে থাকেন। তুমি বরং ইব্‌ন উম্মু মাকতূম (রা)-এর বাড়িতে গিয়ে ইদ্দত পালন করতে থাক। কেননা সে একজন অন্ধ মানুষ। সেখানে তুমি তোমার কাপড় খুলতে পারবে। ইদ্দত পূর্ণ হলে তুমি আমাকে জানাবে। তিনি বলেন, যখন আমার ইদ্দত পূর্ণ হল তখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জানালাম যে, মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা) ও আবূ জাহম (রা) আমাকে বিবাহের পায়গাম পাঠিয়েছেন। রাসূলাল্লাহ ﷺ বললেন : আবূ জাহম এমন লোক যে তার কাঁধ থেকে লাঠি নামিয়ে রাখে না। আর মু'আবিয়া তো কপর্দকহীন গরীব মানুষ। তুমি উসামা ইব্‌ন যায়দকে বিবাহ কর। কিন্তু আমি তাঁকে পসন্দ করলাম না। এরপর তিনি আবার বললেন, তুমি উসামাকে বিয়ে কর। তখন আমি তাঁকে বিবাহ করলাম। আল্লাহ্ এতে আমাকে বিরাট কল্যাণ দান করলেন। আর আমি ঈর্ষার পাত্রে পরিণত হলাম।

٣٥٦٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِيْ ابْنَ اَبِيْ حَازِمٍ وَقَالَ قُتَيْبَةُ اَيْضًا حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيَّ كِلاَهُمَا عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ اَنَّهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِيْ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ اَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةً دُوْنٍ فَلَمَّا رَاَتْ ذٰلِكَ قَالَتْ وَاللّٰهِ لَاُعْلِمَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاِنْ كَانَ لِيْ نَفَقَةٌ اَخَذْتُ الَّذِيْ يُصْلِحُنِيْ وَاِنْ لَمْ تَكُنْ لِيْ نَفَقَةٌ لَمْ اٰخُذْ مِنْهُ شَيْئًا قَالَتْ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لاَ نَفَقَةَ لَكِ وَلاَ سُكْنٰى -

৩৫৬৪. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... ফাতিমা বিনত কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর জীবদ্দশায় তার স্বামী তাকে তালাক দেন। এরপর তার স্বামী তার জন্য সামান্য পরিমাণ খোরপোষ দিয়েছিলেন। তিনি তা দেখে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি অবশ্যিই (এই বিষয়টি) রাসূলাল্লাহ্ ﷺ-এর গোচরে আনব। যদি খোরপোষ আমার প্রাপ্য হয় তবে তা আমি এই পরিমাণ উসূল করব যাতে আমার প্রয়োজন পূরণ হয়। আর যদি খোরপোষ আমার প্রাপ্য না-ই হয় তাহলে আমি তার নিকট থেকে কিছুই গ্রহণ করব না। তিনি বলেন, এরপর আমি বিষয়টি রাসূলাল্লাহ ﷺ-এর নিকটে উত্থাপন করলাম। তিনি আমাকে বললেন, তোমার জন্য কোন খোরপোষ নেই, বাসস্থানও নেই।

٣٥٦٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ اَبِيْ اَنَسٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ اَنَّهُ قَالَ سَاَلْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ فَاَخْبَرَتْنِيْ اَنَّ زَوْجَهَا الْمَخْزُوْمِيَّ طَلَّقَهَا فَاَبٰى اَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرَتْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ نَفَقَةَ لَكِ فَانْتَقِلِيْ فَاذْهَبِيْ اِلَى ابْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ فَكُوْنِيْ عِنْدَهُ فَاِنَّهُ رَجُلٌ اَعْمٰى تَضَعِيْنَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ -

৩৫৬৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... আবূ সালমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ফাতিমা বিনত কায়স (রা)-কে (তার স্বামীর তালাক সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাকে জানালেন যে, তার মাখযূমী স্বামী তাকে তালাক দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তাকে খোরপোষ প্রদানে অনীহা প্রকাশ করলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে বিষয়টি তাঁকে জানালেন। রাসূলাল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার জন্য কোন খোরপোষ নেই। তুমি সেখান থেকে সরে পড় এবং ইব্‌ন উম্মু মাকতূমের ঘরে গিয়ে তার কাছে অবস্থান কর। কারণ সে একজন অন্ধ মানুষ। সেখানে তুমি তোমার কাপড় খুলতে পারবে।

٣٥٦٦- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى وَهُوَ ابْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ اُخْتَ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ اَخْبَرَتْهُ اَنْ اَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيْرَةِ الْمَخْزُوْمِيَّ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ انْطَلَقَ اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهَا اَهْلُهُ لَيْسَ لَكِ عَلَيْنَا نَفَقَةٌ فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ فِيْ نَفَرٍ فَاَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَيْتِ مَيْمُوْنَةَ فَقَالُوْا اِنَّ اَبَا حَفْصٍ طَلَّقَ امْرَاَتَهُ ثَلاَثًا فَهَلْ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَاَرْسَلَ اِلَيْهَا اَنْ لاَ تَسْبِقِيْنِيْ بِنَفْسِكِ وَاَمَرَهَا اَنْ تَنْتَقِلَ اِلٰى اُمِّ شَرِيْكٍ ثُمَّ اَرْسَلَ اِلَيْهَا اَنَّ اُمَّ شَرِيْكٍ يَأْتِيْهَا الْمُهَاجِرُوْنَ الاَوَّلُوْنَ فَانْطَلِقِيْ اِلَى ابْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ الاَعْمٰى فَاِنَّكِ اِذَا وَضَعْتِ خِمَارَكِ لَمْ يَرَكِ فَانْطَلَقَتْ اِلَيْهِ فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا اَنْكَحَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ -

৩৫৬৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) ..... ইয়াহইয়া ইবন আবূ 'কাসীর আবূ সালামা হতে এবং তিনি দাহ্‌হাক ইব্‌ন কায়সের ভগ্নী ফাতিমা বিনত কায়স (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তার স্বামী আবূ হাফস ইব্‌ন মুগীরা (রা) তাকে একত্রে তিন তালাক প্রদান করেন। এরপর তিনি ইয়ামন চলে যান। তখন তার (আবূ আমরের) পরিবারের লোকজন তাকে (ফাতিমাকে) বলল, তোমার জন্য আমাদের দায়িত্বে কোন খোরপোষ নেই। এরপর খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) একদল লোকসহ রাসূলাল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এলেন। তখন তিনি মায়মূনা (রা)-এর ঘরে অবস্থান করছিলেন। তারা বললেন, (ইয়া রাসূলাল্লাহ!) আবূ হাফস তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছেন। এখন তার স্ত্রী কি খোরপোষ পাবে? রাসূলাল্লাহ্ ﷺ বললেন : না, তার জন্য কোন খোরপোষ নেই ; তার উপর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব। তিনি তাকে বলে পাঠালেন যে, তুমি আমাকে না জানিয়ে বিবাহের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না। তিনি তাকে ইদ্দত পালনের জন্য উম্মু শারীকের ঘরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি তাকে লোক মারফত জানিয়ে দিলেন যে, উম্মু শারীক এমন একজন মহিলা যার কাছে প্রাথমিক হিজরতকারী সাহাবীগণ আসা যাওয়া করে থাকেন। সুতরাং তুমি অন্ধ ইব্‌ন উম্মু মাকতূমের ঘরে চলে যাও। কারণ সেখানে তুমি তোমার দোপাট্টা (ওড়না) নামিয়ে রাখলে সে তোমাকে দেখতে পাবে না। যখন তার ইদ্দত পূর্ণ হল, তখন রাসূলাল্লাহ্ ﷺ উসামা ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হারিসা (রা)-এর সঙ্গে তাঁকে বিয়ে দিয়ে দিলেন।

٣٥٦٧- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنُوْنَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ح وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ

شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَ كَتَبْتُ ذٰلِكَ مِنْ فِيْهَا كِتَابًا قَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِىْ مَخْزُوْمٍ فَطَلَّقَنِى الْبَتَّةَ فَاَرْسَلْتُ اِلٰى اَهْلِهِ اَبْتَغِىْ النَّفَقَةَ وَاقْتَصُّوا الْحَدِيْثَ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ غَيْرَ اَنَّ فِىْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو لاَ تَفُوْتِيْنَا بِنَفْسِكِ ـ

৩৫৬৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আয়্যূব, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, ইব্ন হুজ্‌র ও আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... মুহাম্মদ ইবন 'আমর আবূ সালামা হতে এবং তিনি ফাতিমা বিনত কায়স (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি বনূ মাখযূমের জনৈক ব্যক্তির স্ত্রী ছিলাম। তিনি আমাকে বায়িন তালাক দিলেন। তখন আমি তার পরিবার-পরিজনের কাছে লোক পাঠিয়ে খোরপোষের দাবি জানালাম। এরপর তারা (বর্ণনাকারীত্রয়) আবূ সালামার সূত্রে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন কাসীরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে মুহাম্মদ ইব্ন আমর বর্ণিত হাদীসে আছে, "আমাকে বাদ দিয়ে তুমি তোমার সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নিও না।"

٣٥٦٨ـ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِىُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ اَبِىْ عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ فَطَلَّقَهَا اٰخِرَ ثَلاَثِ تَطْلِيْقَاتٍ فَزَعَمَتْ اَنَّهَا جَاءَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَسْتَفْتِيْهِ فِىْ خُرُوْجِهَا مِنْ بَيْتِهَا فَاَمَرَهَا اَنْ تَنْتَقِلَ اِلَى ابْنِ مَكْتُوْمٍ الْاَعْمٰى فَاَبٰى مَرْوَانُ اَنْ يُصَدِّقَهُ فِىْ خُرُوْجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا وَقَالَ عُرْوَةُ اِنَّ عَائِشَةَ اَنْكَرَتْ ذٰلِكَ عَلٰى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ـ

৩৫৬৮. হাসান ইব্ন আলী হুলওয়ানী ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ..... আবূ সালামা ফাতিমা বিনত কায়স (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবূ আমর ইব্ন হাফস ইব্ন মুগীরা (রা)-এর স্ত্রী ছিলেন। তিনি তাকে চূড়ান্ত তিন তালাক দিলেন। তিনি (ফাতিমা বিনত কায়স রা) বলেন যে, তিনি রাসূলাল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে তার স্বামীর ঘর থেকে বের হওয়া সম্পর্কে তাঁর কাছে জানতে চাইলেন। তিনি (তাকে) নির্দেশ দিলেন যে, তুমি অন্ধ ইব্ন উম্মু মাকতূমের ঘরে চলে যাও। মারওয়ান (উমায়্যা গভর্নর) তালাকপ্রাপ্তা মহিলার (স্বামীর) ঘর থেকে বের হওয়ার ব্যাপারে তার (আবূ সালামার) বর্ণনার সত্যতা অস্বীকার করেন। উরওয়া (র) বলেন, আয়েশা (রা)-ও ফাতিমা বিনত কায়সের বিষয়টি (স্বামীর ঘর ছেড়ে অন্যত্র অবস্থান করা) প্রত্যাখ্যান করেছেন।

٣٥٦٩ـ وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ مَعَ قَوْلِ عُرْوَةَ اِنَّ عَائِشَةَ اَنْكَرَتْ ذٰلِكَ عَلٰى فَاطِمَةَ ـ

৩৫৬৯. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) ..... ইব্ন শিহাব (র) এই সনদে উরওয়ার উক্তিসহ বর্ণনা করেছেন যে, আয়িশা (রা) ফাতিমার উক্ত ঘটনা অস্বীকার করেছেন।

٢٥٧. حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ ابْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ اَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ خَرَجَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ اِلَى الْيَمَنِ فَارْسَلَ اِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيْقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلاَقِهَا وَاَمَرَ لَهَا الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ اَبِيْ رَبِيْعَةَ بِنَفَقَةٍ فَقَالاَ لَهَا وَاللّٰهِ مَالَكِ نَفَقَةٌ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنِيْ حَامِلاً فَاَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ لَهُ قَوْلَهُمَا فَقَالَ لاَ نَفَقَةَ لَكِ فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الْاِنْتِقَالِ فَاَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ اَيْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اِلَى ابْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ وَكَانَ اَعْمٰى تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلاَ يَرَاهَا فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا اَنْكَحَهَا النَّبِيُّ ﷺ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَارْسَلَ اِلَيْهَا مَرْوَانُ قَبِيْصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ يَسْأَلُهَا عَنِ الْحَدِيْثِ فَحَدَّثَتْهُ بِهِ فَقَالَ مَرْوَانُ لَمْ نَسْمَعْ هٰذَا الْحَدِيْثَ اِلاَّ مِنِ امْرَأَةٍ سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِيْ وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِيْنَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ فَبَيْنِيْ وَبَيْنَكُمُ الْقُرْاٰنُ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ « لاَ تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ الْاٰيَةَ » قَالَتْ هٰذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةٌ فَاَيُّ اَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلاَثِ فَكَيْفَ تَقُوْلُوْنَ لاَ نَفَقَةَ لَهَا اِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلاً فَعَلاَمَ تَحْبِسُوْنَهَا ـ

৩৫৭০. ইসহ্হাক ইব্ন ইব্রাহীম ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ..... উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উতবা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আবূ আমর ইব্ন হাফস ইব্ন মুগীরা (রা) আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-এর সঙ্গে ইয়ামানে গমন করেন। এরপর তিনি তার স্ত্রী ফাতিমা বিনত কায়সকে অবশিষ্ট এক তালাকের কথা বলে পাঠালেন (দুই তালাক আগেই দিয়েছিলেন) এবং হারিস ইব্ন হিশাম ও আবূ রাবী'আকে তার খোরপোষ দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। তারা দু'জন তাকে (ফাতিমাকে) বললেন,আল্লাহর কসম! তোমার জন্য কোন খোরপোষ নেই। তবে তুমি গর্ভবতী হলে ভিন্ন কথা। এরপর তিনি নবী ﷺ-এর কাছে এলেন এবং তাদের দু'জনের উক্তি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলেন। তিনি তাকে বললেন, তোমার জন্য কোন খোরপোষ নেই। এরপর তিনি নবী ﷺ-এর কাছে স্বামীর ঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কোথায় যাব? তিনি বললেন, ইব্ন উম্মু মাকতূমের কাছে চলে যাও। সে অন্ধ মানুষ। তুমি তার নিকট কাপড় খুলতে পারবে এবং সে তোমাকে দেখতে পাবে না। এরপর যখন তার ইদ্দত পূর্ণ হল, তখন নবী ﷺ তাঁকে উসামা ইব্ন যায়দের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন। পরবর্তীকালে (উমায়্যা গভর্নর) মারওয়ান এই হাদীসের সত্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার উদ্দেশ্যে কাবীসা ইব্ন যুওয়াবকে তার কাছে পাঠান। তিনি তার (কাবীসার) কাছে এই হাদীস বর্ণনা করেন। (এই খবর শুনে) মারওয়ান বললেন, একজন মহিলা ছাড়া অন্য কারো কাছে আমরা এই হাদীস শুনি নি। আমরা (এই বিষয়ে) নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ মত গ্রহণ করব যার উপর আমরা মুসলিম জনসাধারণকে পেয়েছি। ফাতিমা বিনত কায়স (রা)-এর নিকট মারওয়ানের মন্তব্য পৌঁছলে তিনি বলেন, আমার ও তোমাদের মধ্য কুরআনই চূড়ান্ত মীমাংসাকারী। আল্লাহ্ বলেছেন : "তোমরা তাদেরকে তাদের ঘর

থেকে বের করে দিয়ো না।" তিনি বলেন, এই আয়াত সে সব মহিলার জন্য প্রযোজ্য যাদের জন্য রাজ'আতের অধিকার আছে। তিন তালাকের পর নতুন করে আর কি থাকতে পারে? এরপর তোমরা কী করে বলতে পার যে, যে মহিলা গর্ভবতী নয়, তার জন্য কোন খোরপোষ নেই? তাহলে তোমরা তাকে কিসের ভিত্তিতে তোমাদের ঘরে আটক করে রাখবে?

٣٥٧١- حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ وَحُصَيْنٌ وَمُغِيْرَةُ وَأَشْعَثُ وَمُجَالِدٌ وَإِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِيْ خَالِدٍ وَدَاوُدُ كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْهَا فَقَالَتْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَقَالَتْ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ قَالَتْ فَلَمْ يَجْعَلْ لِيْ سُكْنَى وَلاَنَفَقَةَ وَأَمَرَنِيْ أَنْ أَعْتَدَّ فِيْ بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ -

৩৫৭১. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ..... শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তার (ফাতিমা বিনত কায়স) কাছে গেলাম এবং তার ব্যাপারে রাসূলাল্লাহ্ ﷺ-এর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, তার স্বামী তাকে বায়েন তালাক দিয়ে দিলেন। তিনি বলেন, এরপর আমি বাসস্থান ও খোরপোষের জন্য তার বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে বিচারপ্রার্থী হলাম। কিন্তু তিনি আমার পক্ষে বাসস্থান ও খোরপোষের রায় দেননি। উপরন্তু তিনি আমাকে ইব্‌ন উম্মু মাকতূমের ঘরে ইদ্দত পালনের নির্দেশ দিলেন।

٣٥٧٢- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ وَدَاوُدَ وَمُغِيْرَةَ وَإِسْمَاعِيْلَ وَأَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِمِثْلِ حَدِيْثِ زُهَيْرٍ عَنْ هُشَيْمٍ -

৩৫৭২. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ফাতিমা বিনত কায়স (রা)-এর কাছে গেলাম। এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٣٥٧٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ الْهُجَيْمِيُّ حَدَّثَنَا قُرَّةُ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَأَتْحَفَتْنَا بِرُطَبِ ابْنِ طَابٍ وَسَقَتْنَا سَوِيْقَ سُلْتٍ فَسَأَلْتُهَا عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا أَيْنَ تَعْتَدُّ قَالَتْ طَلَّقَنِيْ بَعْلِيْ ثَلاَثًا فَأَذِنَ لِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَعْتَدَّ فِيْ أَهْلِيْ -

৩৫৭৩. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাবীব (র) ..... শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ফাতিমা বিন্‌ত কায়সের কাছে গেলাম। তখন তিনি আমাদেরকে ইব্‌ন তাবা নামক টাটকা খেজুর দ্বারা আপ্যায়ণ করলেন এবং গম ও সূলত ছাতুর শরবত পান করালেন। এরপর আমি তাকে তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে, সে ইদ্দত পালন করবে কোথায়? তিনি বলেন, আমার স্বামী আমাকে তিন তালাক দিয়েছিলেন। তখন নবী ﷺ আমাকে আমার পরিবারবর্গের সঙ্গে ইদ্দত পালনের অনুমতি দিলেন।

٣٥٧٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا قَالَ لَيْسَ لَهَا سُكْنٰى وَلاَ نَفَقَةٌ -

৩৫৭৪. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) ..... ফাতিমা বিনত কায়স (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা সম্পর্কে বর্ণিত। তিনি (নবী ﷺ) বলেন, তার জন্য বাসস্থান নেই এবং খোরপোষও নয়।

٣٥٧٥- وَحَدَّثَنِيْ اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ طَلَّقَنِيْ زَوْجِيْ ثَلاَثًا فَارَدْتُ النُّقْلَةَ فَاَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ انْتَقِلِيْ اِلٰى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو بْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ فَاعْتَدِّيْ عِنْدَهُ -

৩৫৭৫. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম হানযালী (র) ..... ফাতিমা বিনত কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার স্বামী আমাকে তিন তালাক দিলেন। এতে আমি তার ঘর থেকে অন্যত্র চলে যাওয়ার ইচ্ছা করলাম। (এই পর্যায়ে) আমি নবী ﷺ-এর কাছে গেলাম। তিনি বললেন, তুমি তোমার চাচাত ভাই আমর ইব্ন উম্মু মাকতূমের বাড়িতে চলে যাও এবং তার ঘরেই ইদ্দত পালন করতে থাক।

٣٥٧٦- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ قَالَ كُنْتُ مَعَ الاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ الاَعْظَمِ وَمَعَنَا الشَّعْبِيُّ فَحَدَّثَ الشَّعْبِيُّ بِحَدِيْثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَجْعَلْ لَّهَا سُكْنٰى وَلاَ نَفَقَةً ثُمَّ اَخَذَ الاَسْوَدُ كَفًّا مِنْ حَصًى فَحَصَبَهُ بِهِ فَقَالَ وَيْلَكَ تُحَدِّثُ بِمِثْلِ هٰذَا قَالَ عُمَرُ لاَ نَتْرُكُ كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لاَ نَدْرِيْ لَعَلَّهَا حَفِظَتْ اَوْ نَسِيَتْ لَهَا السُّكْنٰى وَالنَّفَقَةُ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ « لاَ تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ اِلاَّ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ » -

৩৫৭৬. মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন জাবালা (র) আবূ আহমাদ থেকে তিনি 'আম্মার ইবন রুযায়ক থেকে এবং তিনি ..... আবূ ইসহাক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি আসওয়াদ ইব্ন ইয়াযীদের সঙ্গে সেখানকার বড় মসজিদে বসা ছিলাম। শা'বীও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি ফাতিমা বিনত কায়স (রা) বর্ণিত হাদীস প্রসঙ্গে বলেন যে, রাসুলুল্লাহ্ ﷺ তার জন্য বাসস্থান ও খোরপোষের সিদ্ধান্ত দেন নি। তখন আসওয়াদ তার হাতে এক মুঠো কংকর নিয়ে শা'বীর দিকে নিক্ষেপ করলেন। এরপর বললেন, সর্বনাশ! তুমি এমন ধরনের হাদীস বর্ণনা করছ? (অথচ) উমর (রা) বলেছেন, আমরা আল্লাহ্র কিতাব এবং আমাদের নবীর সুন্নাত এমন একজন মহিলার উক্তির কারণে ছেড়ে দিতে পারি না, যার সম্পর্কে আমরা জানি না, সে স্মরণ রাখতে পেরেছে না ভুলে গেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : "তোমরা তাদেরকে তাদের বাসগৃহ থেকে বহিষ্কার করে দিয়ো না এবং তারাও যেন ঘর থেকে বের না হয়। তবে তারা স্পষ্ট কোন অশ্লীলতায় লিপ্ত হলে ভিন্ন কথা।" (সূরা তালাক : ১)।

٣٥٧٧- وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ اَبِىْ اَحْمَدَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ بِقِصَّتِهِ -

৩৫৭৭. আহ্মাদ ইব্ন আবদা যাব্বি (রা) ..... আবূ ইসহাক (র) থেকে উক্ত সনদে আবূ আহ্মাদ আম্মার ইব্ন রুযায়ক সূত্রে বর্ণিত হাদীসের সে ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

٣٥٧٨- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ اَبِى الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُوْلُ اِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سُكْنٰى وَلاَ نَفَقَةً قَالَتْ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا حَلَلْتِ فَاٰذِنِيْنِى فَاٰذَنْتُهُ فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ وَاَبُوْ جَهْمٍ وَاُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ لاَمَالَ لَهُ وَاَمَّا اَبُوْ جَهْمٍ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ وَلٰكِنْ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَتْ بِيَدِهَا هٰكَذَا اُسَامَةُ اُسَامَةُ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَاعَةُ اللّٰهِ وَطَاعَةُ رَسُوْلِهِ خَيْرٌ لَكِ قَالَتْ فَتَزَوَّجْتُهُ فَاغْتَبَطْتُ -

৩৫৭৮. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... আবূ বকর ইব্ন আবূ জাহম ইব্ন সুখায়র আদাবী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ফাতিমা বিনত কায়স (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, তার স্বামী তাকে তিন তালাক দেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার জন্য বাসস্থান ও খোরপোষের অধিকার দেন নি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেছেন, তোমার ইদ্দত পূর্ণ হলে তুমি আমাকে জানাবে। এরপর আমি তাঁকে ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার কথা জানালাম। তখন মু'আবিয়া (রা), আবূ জাহম (রা) ও উসামা (রা) তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব পাঠান। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : মু'আবিয়া তো একজন গরীব মানুষ, তার কোন ধনসম্পদ নেই। আর আবূ জাহম–সে তো স্ত্রীদের প্রহারকারী। তবে উসামা– তাকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে পার। তখন তিনি তার হাতের ইশারায় বললেন, উসামা তো এরূপ এরূপ। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করাই তোমার জন্য কল্যাণকর। তিনি বলেন, তখন আমি তাকে বিবাহ করলাম। ফলে আমি ঈর্ষার কেন্দ্রে পরিণত হলাম।

٣٥٧٩- وَحَدَّثَنِىْ اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ أَبِى الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُوْلُ اَرْسَلَ اِلَىَّ زَوْجِىْ اَبُوْ عَمْرِو بْنُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَيَّاسَ بْنَ اَبِىْ رَبِيْعَةَ بِطَلاَقِىْ وَاَرْسَلَ مَعَهُ بِخَمْسَةِ اٰصُعِ تَمْرٍ وَخَمْسَةِ اٰصُعِ شَعِيْرٍ فَقُلْتُ اَمَالِىْ نَفَقَةٌ اِلاَّ هٰذَا وَلاَ اَعْتَدُّ فِىْ مَنْزِلِكُمْ قَالَ لاَ قَالَتْ فَشَدَدْتُ عَلَىَّ ثِيَابِىْ وَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ كَمْ طَلَّقَكَ قُلْتُ ثَلاَثًا قَالَ صَدَقَ لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ اِعْتَدِّىْ فِىْ بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ ابْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ فَاِنَّهُ ضَرِيْرُ الْبَصَرِ تُلْقِىْ ثَوْبَكِ عِنْدَهُ فَاِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَاٰذِنِيْنِىْ قَالَتْ فَخَطَبَنِىْ خُطَّابٌ مِنْهُمْ مُعَاوِيَةُ وَاَبُو الْجَهْمِ

فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ مُعَاوِيَةَ تَرِبٌ خَفِيْفُ الْحَالِ وَاَبُو الْجَهْمِ مِنْهُ شِدَّةٌ عَلَى النِّسَاءِ اَوَيَضْرِبُ النِّسَاءَ اَوْ نَحْوَ هٰذَا وَلٰكِنْ عَلَيْكِ بِاُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ -

৩৫৭৯. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর 'আবদুর-রাহমান (ইবন মাহ্‌দী) হতে, তিনি সুফিয়ান হতে এবং আবূ বকর ইব্‌ন আবূ জাহম (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি ফাতিমা বিনত কায়সকে বলতে শুনেছি যে, আমার স্বামী আবূ আমর হাফস ইব্‌ন মুগীরা (রা) আয়্যান ইব্‌ন আবূ রাবী'আকে আমার নিকটে আমাকে তালাক দেওয়ার সংবাদ দিয়ে পাঠান। তিনি তার সাথে আমার খোরপোষের জন্য পাঁচ সা' (এক ছা সাড়ে তিন কেজির সমান) খেজুর এবং পাঁচ সা' যব পাঠিয়ে দেন। তখন আমি তাকে বললাম, আমার জন্য কি খোরপোষ এই পরিমাণ? এবং আমি তোমাদের ঘরে ইদ্দত পালন করব না? তিনি (আয়্যাশ) বললেন, না। তিনি (ফাতিমা) বললেন, আমি তখন কাপড় চোপড় পরিধান করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে বললেন, সে তোমাকে কত তালাক দিয়েছে? আমি বললাম, তিন তালাক। তিনি বললেন, সে (আয়্যাশ) ঠিকই বলেছে। তোমার জন্য কোন খোরপোষ নেই। তুমি তোমার চাচাতো ভাই ইব্‌ন উম্মু মাকতূমের ঘরে গিয়ে ইদ্দত পালন কর। সে একজন অন্ধ মানুষ। তুমি তার কাছে কাপড় চোপড় খুলতে পারবে। এরপর তোমার ইদ্দত পূর্ণ হলে তুমি আমাকে জানাবে। তিনি (ফাতিম বিনত কায়স রা) বলেন, আমার ইদ্দতকাল অতিবাহিত হলে বেশ কয়েকজন লোক আমার কাছে বিয়ের পায়গাম পাঠালেন। তার মধ্যে মু'আবিয়া ও আবূ জাহমও ছিলেন। তখন নবী ﷺ বললেন : মু'আবিয়া তো একজন গরীব মানুষ, নগণ্য সম্পদের অধিকারী, আর আবূ জাহম তো নারীদের প্রতি কঠোর (অথবা বলেন) সে স্ত্রীদের পেটায় অথবা এরূপ কিছু বললেন। উসামা ইব্‌ন যায়দকেই গ্রহণ করা তোমার জন্য উচিত হবে।

٣٥٨٠- وَحَدَّثَنِىْ اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى الْجَهْمِ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَاَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَاَلْنَاهَا فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ اَبِىْ عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ فَخَرَجَ فِىْ غَزْوَةِ نَجْرَانَ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِنَحْوِ حَدِيْثِ ابْنِ مَهْدِىٍّ وَزَادَ قَالَتْ فَتَزَوَّجْتُهُ فَشَرَّفَنِىْ اللّٰهُ بِابْنِ زَيْدٍ وَكَرَّمَنِىْ اللّٰهُ بِابْنِ زَيْدٍ -

৩৫৮০. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর আবূ 'আসিফ হতে, তিনি সুফ্‌য়ান সাওরী (র) হতে এবং তিনি আবূ বকর ইব্‌ন আবূ জাহম (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি এবং আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান ফাতিমা বিনত কায়সের কাছে গেলাম। এরপর আমরা তকে (তার তালাক সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমি আবূ আমর হাফস ইব্‌ন মুগীরার স্ত্রী ছিলাম। তিনি নাজরানের যুদ্ধে রওনা হয়ে গেলেন। এরপর আবূ 'আসিম (রা) ইব্‌ন মাহদী বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি তার বর্ণনায় এতটুকু বেশি উল্লেখ করেছেন যে, তিনি (ফাতিমা বিনত কায়স) বলেন, আর আমি তাকে বিয়ে করলাম। এরপর আল্লাহ ইব্‌ন যায়দের দ্বারা আমাকে সম্মানিত করলেন এবং আমাকে তার মাধ্যমে উচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করলেন।

٣٥٨١- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرٍ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَاَبُوْ سَلَمَةَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ زَمَنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَحَدَّثَتْنَا اَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَاتًّا بِنَحْوِ حَدِيْثِ سُفْيَانَ -

৩৫৮১. উবয়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয আম্বারী (র) .....শু'বা আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আবদুল্লহ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর শাসনামলে আমি এবং আবূ সালামা (রা) ফাতিমা বিনত কায়স (রা)-এর কাছে গেলাম। তখন তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করেন যে, তার স্বামী তাকে বায়িন তালাক দিলেন। সুফিয়ান বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

٣٥٨٢- حَدَّثَنِيْ حَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ السُّدِّيِّ عَنِ الْبَهِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ طَلَّقَنِيْ زَوْجِيْ ثَلاَثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سُكْنٰى وَلاَنَفَقَةً -

৩৫৮২. হাসান ইব্ন আলী হুলওয়ানী (র) ..... ফাতিমা বিনতে কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার স্বামী আমাকে তিন তালাক দিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার জন্য বাসস্থান এবং খোরপোষের ফয়সালা দেন নি।

٣٥٨٣- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ قَالَ تَزَوَّجَ يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَكَمِ فَطَلَّقَهَا فَاَخْرَجَهَا مِنْ عِنْدِهِ فَعَابَ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ عُرْوَةُ فَقَالُوْا اِنَّ فَطِمَةَ قَدْ خَرَجَتْ قَالَ عُرْوَةُ فَاَتَيْتُ عَائِشَةَ فَاَخْبَرْتُهَا بِذٰلِكَ فَقَالَتْ مَالِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ خَيْرٌ فِيْ اَنْ تَذْكُرَ هٰذَا الْحَدِيْثَ -

৩৫৮৩. আবূ কুরায়ব (র) ..... হিশাম (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ ইবনুল আ'স (রা) আবদুর রহমান ইব্ন হাকামের কন্যাকে বিয়ে করেন। এরপর তিনি তাকে তিন তালাক দেন এবং তাকে তার নিকট থেকে বের করে দেন। উরওয়া (র) এতে তাদের ভর্ৎসনা করেন। তারা বললেন, ফাতিমা বিনত কায়স (রা)–ও তো ঘর থেকে বের হয়েছিলেন। উরওয়া বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর কাছে এলাম এবং তাঁর কাছে এই ঘটনা উপস্থাপন করলাম। তিনি বললেন, ফাতিমা বিনত কায়সের জন্য কোন কল্যাণ নেই যে, সে এই হাদীস বর্ণনা করবে।

٣٥٨٤- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ زَوْجِيْ طَلَّقَنِيْ ثَلاَثًا وَاَخَافُ اَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ قَالَ فَاَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ -

৩৫৮৪. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ..... ফাতিমা বিনত কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার স্বামী আমাকে তিন তালাক দিয়েছেন, আমার আশংকা হয় যে, তিনি আমার উপর চড়াও হবেন। তখন তিনি তাকে অন্যত্র চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং তিনি চলে গেলেন।

٣٥٨٥- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ مَالِفَاطِمَةَ خَيْرٌ اَنْ تَذْكُرَ هٰذَا قَالَ تَعْنِيْ قَوْلَهَا لاَسُكْنٰى وَلاَنَفَقَةَ -

৩৫৮৫. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা বিনত কায়সের জন্য একথা বলায় কোন কল্যাণ নেই যে, তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলার জন্য বাসস্থান ও খোরপোষ নেই।

٣٥٨٦ـ وَحَدَّثَنِىْ اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ لِعَائِشَةَ أَلَمْ تَرَىْ اِلٰى فُلاَنَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَخَرَجَتْ فَقَالَتْ بِئْسَمَا صَنَعَتْ فَقَالَ اَلَمْ تَسْمَعِىْ اِلٰى قَوْلِ فَاطِمَةَ فَقَالَتْ اَمَا اِنَّهُ لاَخَيْرَ لَهَا فِىْ ذِكْرِ ذٰلِكَ ـ

৩৫৮৬. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) ..... আবদুর রহমান ইব্‌ন কাসিম (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (র) আয়েশা (রা)-কে বললেন, হাকামের অমুক মেয়েটির সম্পর্কে আপনি কি অবহিত নন যে, তার স্বামী তাকে বায়িন তালাক দিয়েছেন? তারপর সে ঘর থেকে বের হয়েছে? তিনি বললেন, আপনি কি ফাতিমার উক্তি শুনেন নি? তখন তিনি বললেন, তা বর্ণনার মধ্যে তার জন্য কোন কল্যাণ নেই।

٦ـ بَابُ جَوَازِ خُرُوْجِ الْمُعْتَدَّةِ الْبَائِنِ وَالْمُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا فِى النَّهَارِ لِحَاجَتِهَا

৬. অনুচ্ছেদ : বায়িন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা এবং বিধবার জন্য ইদ্দত পালনকালে প্রয়োজনে দিনের বেলায় ঘরের বাইর যাওয়া জায়েয

٣٥٨٧ـ وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُبْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُوْنٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِىْ هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ طُلِّقَتْ خَالَتِىْ فَاَرَادَتْ اَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ اَنْ تَخْرُجَ فَاَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ بَلٰى فَجُدِّىْ نَخْلَكِ فَاِنَّكِ عَسٰى اَنْ تَصَدَّقِىْ اَوْ تَفْعَلِىْ مَعْرُوْفًا ـ

৩৫৮৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম ইব্‌ন মায়মুন, মুহাম্মদ ইবন রাফি' ও হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালা তালাকপ্রাপ্তা হন। এরপর তিনি তাঁর (খেজুর বাগানের) খেজুর পাড়ার ইচ্ছা করলেন। জনৈক ব্যক্তি তাকে বাইরে যেতে বাধা দিলেন। তখন তিনি নবী ﷺ -এর কাছে এলেন। নবী ﷺ বললেন, হাঁ, তুমি তোমার বাগানের খেজুর পাড়ার জন্য বাইরে যেতে পার। কারণ সম্ভবত তা থেকে অন্যদের সদকা করবে অথবা অন্য কোন ভাল কাজ করবে।

٧ـ بَابُ اِنْقِضَاءِ الْعِدَّةِ الْمُتَوَفّٰى عَنْهَا وَغَيْرُهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ

৭. পরিচ্ছেদ ; বিধবা ও অন্যান্য তালাপ্রাপ্তা মহিলার সন্তান প্রসবের সাথেসাথে ইদ্দতপূর্ণ হওয়া

٣٥٨٨ـ وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى وَتَقَارَبَا فِى اللَّفْظِ قَالَ حَرْمَلَةُ حَدَّثَنَا وَقَالَ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِىْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ

بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ اَبَاهُ كَتَبَ اِلٰى عُمَرَبْنِ عَبْدِ اللّٰه بْنِ الاَرْقَمِ الزُّهْرِى يَأْمُرُهُ اَنْ يَدْخُلَ عَلٰى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الاَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيْثِهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ حِيْنَ اَسْتَفْتَتْهُ فَكَتَبَ عُمَرُبْنُ عَبْدِ اللّٰه اِلٰى عَبْدِ اللّٰه بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ اَنَّ سُبَيْعَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْيِدِ بْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ فِىْ بَنِىْ عَامِرِبْنِ لُؤَىٍّ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوُفِّىَ عَنْهَا فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِىَ حَامِلٌ فَلَمْ تَنْشَبْ اَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا اَبُوْ السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ عَبْدِ الدَّارِ فَقَالَ لَهَا مَالِىْ اَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً لَعَلَّكِ تَرْجِيْنَ النِّكَاحَ اِنَّكِ وَاللّٰه مَا اَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتّٰى تَمُرَّ عَلَيْكِ اَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ وَعَشْرٌ قَالَتْ سُبَيْعَةُ فَلَمَّا قَالَ لِىْ ذٰلِكَ جَمَعْتُ عَلَىَّ ثِيَابِىْ حِيْنَ اَمْسَيْتُ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَاَفْتَانِىْ بِاَنِّىْ قَدْ حَلَلْتُ حِيْنَ وَضَعْتُ حَمْلِىْ وَاَمَرَنِىْ بِالتَّزَوُّجِ اِنْ بَدَالِىْ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَلاَ اَرٰى بَأْسًا اَنْ تَتَزَوَّجَ حِيْنَ وَضَعَتْ وَاِنْ كَانَ فِىْ دَمِهَا غَيْرَ اَنَّهُ لاَيَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ـ

৩৫৮৮. আবূ তাহির ও হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উত্‌বা ইবন মাসঊদ বর্ণনা করেন যে, তার পিতা 'উমর ইবন 'আবদুল্লাহ ইবন আরকাম যুহরীকে নির্দেশ দিয়ে লিখলেন যে, তিনি যেন সুবায়'আ বিনত হারিস আসলামীর কাছে চলে যান। তারপর তাকে তার হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। যখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে ফাত্‌ওয়া চেয়েছিলেন এবং তিনি তাকে যা বলেছিলেন। উমর ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (র) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উতবাকে লিখে পাঠালেন যে, সুবায়'আ তাকে জানিয়েছেন– তিনি বনূ আমির ইব্‌ন লুআঈ গোত্রের সা'দ ইব্‌ন খাওলার স্ত্রী ছিলেন। তিনি ছিলেন বাদ্‌রী সাহাবী এবং বিদায় হজ্জের সময় ওফাত পান। সে সময়ে তিনি গর্ভবতী ছিলেন। তার স্বামীর ইন্তিকালের অব্যবহিত পরেই তিনি সন্তান প্রসব করেন। এরপর যখন তিনি নিফাস থেকে পবিত্র হলেন, তখন বিবাহের পয়গামদাতাদের জন্য সাজসজ্জা করতে লাগলেন। তখন বনূ আবদুদ্ দার গোত্রের আবূ সানাবিল ইব্‌ন বা'কাক নামক জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে এলেন এবং তাঁকে বললেন, মতলব কি? আমি তোমাকে সাজসজ্জা করতে দেখতে পাচ্ছি! সম্ভবত তুমি বিবাহ প্রত্যাশী? আল্লাহ্‌র কসম! চার মাস দশদিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি বিয়ে করতে পারবে না। সুবায়'আ বললেন, যখন সে লোকটি আমাকে একথা বলল, তখন কাপড় চোপড় পরিধান করে সন্ধ্যাবেলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে চলে এলাম। আমি তাঁকে সে বিষয়ে জানালাম। তিনি আমাকে বললেন যে, সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সাথে সাথেই আমার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। তিনি আমাকে আরও নির্দেশ দিলেন যে, আমি ইচ্ছা করলে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারি। ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন, সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পরপরই প্রসূতির জন্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে আমি দূষণীয় মনে করি না, যদিও সে তখন নিফাসের ইদ্দত পালনরত থাকে। তবে নিফাস থেকে পবিত্র হওয়ার পূর্বে স্বামী তার সাথে সহবাস করবে না।

٣٥٨٩ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى الْعَنَزِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْىَ بْنَ سَعِيْدٍ اَخْبَرَنِىْ

سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَابْنَ عَبَّاسٍ اجْتَمَعَا عِنْدَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَهُمَا يَذْكُرَانِ الْمَرْاَةَ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِدَّتُهَا اٰخِرُ الْاَجَلَيْنِ وَقَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ قَدْ حَلَّتْ فَجَعَلاَ يَتَنَازَعَانِ ذٰلِكَ قَالَ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَنَا مَعَ ابْنِ اَخِىْ يَعْنِىْ اَبَا سَلَمَةَ فَبَعَثُوْا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اِلٰى اُمِّ سَلَمَةَ يَسْاَلُهَا عَنْ ذٰلِكَ فَجَاءَهُمْ فَاَخْبَرَهُمْ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ اِنَّ سُبَيْعَةَ الْاَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ وَاَنَّهَا ذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَهَا اَنْ تَتَزَوَّجَ ـ

৩৫৮৯. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না আনাযী (র) ..... সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান (রা) ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) আবূ হুরায়রা (রা)-এর কাছে সমবেত হলেন। তাঁরা এমন একজন মহিলা সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন যিনি তাঁর স্বামীর ইনতিকালের কয়েক দিন পরেই সন্তান প্রসব করেছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, তার ইদ্দত হবে দু'টির মধ্যে দীর্ঘতরটি। আবূ সালামা (রা) বললেন,তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেছে। বিষয়টি নিয়ে তাঁরা দু'জনে বিতর্ক শুরু করে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, আমি আমার ভাতিজা আবূ সালামার পক্ষে। এরপর তারা সবাই ইব্‌ন আব্বাসের মুক্তদাস কুরায়বকে উম্মু সালামা (রা)-এর কাছে উক্ত বিষয়ে জিজ্ঞেস করার জন্য পাঠালেন। সে তাদের কাছে এসে বললো যে, উম্মু সালামা (রা) বলেছেন, সুবায়'আ আসলামিয়া তার স্বামীর ইনতিকালের কয়েক রাত পরই সন্তান প্রসব করেন এবং তিনি সে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থাপন করেন। তখন তিনি তাকে বিবাহ করার অনুমতি দেন।

٣٥٩٠ـ وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ كِلاَهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّ اللَّيْثَ قَالَ فِىْ حَدِيْثِهِ فَاَرْسَلُوْا اِلٰى اُمِّ سَلَمَةَ وَلَمْ يُسَمِّ كُرَيْبًا ـ

৩৫৯০. মুহাম্মদ ইব্‌ন রুমহ্, আবূ বকর ইব্‌ন শায়বা ও আমরুন্ নাকিদ (র) ..... ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে লায়স (র) বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে, "তারা সবাই উম্মু সালামা (রা)-এর কাছে সংবাদ পাঠালেন" এবং তিনি (লায়স) কুরায়বের নাম উল্লেখ করেন নি।

٨ـ بَابُ وُجُوْبِ الْاِحْدَادِ فِىْ عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَتَحْرِيْمِهِ فِىْ غَيْرِ ذٰلِكَ اِلاَّ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ

৮. পরিচ্ছেদ : স্বামীর মৃত্যুকালীন ইদ্দতে বিধবা স্ত্রীর শোক পালন করা ওয়াজিব এবং অন্যান্যদের মৃত্যুতে তিন দিনের বেশি শোক পালন করা হারাম

٣٥٩١ـ وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَاْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِىْ سَلَمَةَ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ هٰذِهِ الْاَحَادِيْثَ الثَّلاَثَةَ قَالَ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلٰى

أُمِّ حَبِيْبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّيَ اَبُوْهَا اَبُوْ سُفْيَانَ فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيْبَةَ بِطِيْبٍ فِيْهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ اَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللّٰهِ مَالِيْ بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ اَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ لاَيَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ تُحِدُّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ اِلاَّ عَلٰى زَوْجٍ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ زَيْنَبُ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلٰى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِيْنَ تُوُفِّيَ اَخُوْهَا فَدَعَتْ بِطِيْبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ وَاللّٰهِ مَالِيْ بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ اَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ لاَيَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ تُحِدُّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ اِلاَّ عَلٰى زَوْجٍ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ زَيْنَبُ سَمِعْتُ اُمِّيْ اُمَّ سَلَمَةَ تَقُوْلُ جَاءَتِ امْرَأَةٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ ابْنَتِيْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا أَفَنَكْحُلُهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَمَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا كُلَّ ذٰلِكَ يَقُوْلُ لاَ ثُمَّ قَالَ اِنَّمَا هِيَ اَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ اِحْدَاكُنَّ فِيْ الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِيْ بِالْبَعَرَةِ عَلٰى رَأْسِ الْحَوْلِ قَالَ حُمَيْدٌ قُلْتُ لِزَيْنَبَ وَمَا تَرْمِيْ بِالْبَعَرَةِ عَلٰى رَأْسِ الْحَوْلِ فَقَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتِ الْمَرْأَةُ اِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيْبًا وَلاَشَيْئًا حَتّٰى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُؤْتٰى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ اَوْشَاةٍ اَوْطَيْرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ اِلاَّ مَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطٰى بَعَرَةً فَتَرْمِيْ بِهَا ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَاشَاءَتْ مِنْ طِيْبٍ اَوْ غَيْرِهِ -

৩৫৯১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... হুমায়দ ইব্ন নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়নাব বিনত আবূ সালামা (রা) তার কাছে এই তিনটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি (হুমায়দ ইব্ন নাফি') বলেন–

১. যায়নাব (রা) বলেছেন, যখন নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী উম্মু হাবীবা (রা)-এর পিতা আবূ সুফিয়ান ইন্তিকাল করেন তখন আমি তাঁর কাছে গেলাম। আমি দেখতে পেলাম যে, উম্মু হাবীবা (রা) হলদে বর্ণের সুগন্ধি আনালেন অথবা অন্য কোন প্রসাধনী চেয়ে পাঠালেন। তা থেকে একটি বালিকাকে নিজ হাতে লাগিয়ে দিলেন। এরপর তিনি তার দুই গালে হাত মুছে নিলেন। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমার সুগন্ধি ব্যবহারের কোন প্রয়োজন ছিল না। তবে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি যে, যে মহিলা আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান রাখে, সে মহিলার জন্য তার কোন আত্মীয়ের মৃত্যুতে তিন দিনের বেশি শোক পালন করা হালাল নয়। তবে বিধবা তার স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশদিন শোক পালন করবে।

২. যায়নাব (রা) বলেন, এরপর আমি (নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী) যায়নাব বিনত জাহাশ (রা)-এর কাছে গেলাম। সে সময় তার ভাই ইনতিকাল করেছিলেন। আমি দেখলাম, তিনি সুগন্ধি চেয়ে পাঠালেন এবং তা ব্যবহার করলেন। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমার সুগন্ধি ব্যবহারের কোন প্রয়োজন ছিল না। তবে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি যে, যে মহিলা আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান রাখে, তার জন্য মৃত

ব্যক্তির জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন করা হালাল নয়। তবে স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশদিন শোক পালন করবে।

৩. যায়নাব (রা) বলেন, আমি আমার মা উম্মু সালামা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, একবার এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার কন্যাকে রেখে তার স্বামী ইন্তিকাল করেছে। তার (শোক পালন করতে গিয়ে) চোখে অসুখ হয়েছে। এ অবস্থায় আমরা কি তার চোখে সুরমা ব্যাবহার করতে পারি? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : 'না'। সে দুই কি তিনবার একই প্রশ্ন করল। প্রতিবারই তিনি বললেন, 'না'। এরপর তিনি বললেন, তার ইদ্দত তো মাত্র চার মাস দশদিন। অথচ জাহিলী যুগে তোমাদের একেকজন মহিলা বছরান্তে উটের বিষ্ঠা নিক্ষেপ করত। হুমায়দ (রা) বলেন, আমি যায়নাবকে বললাম, বছরান্তে উটের বিষ্ঠা নিক্ষেপ করার তাৎপর্য কি? যায়নাব (রা) বললেন, সেকালে কোন স্বামী ইন্তিকাল করলে স্ত্রীকে একটি সংকীর্ণ কক্ষে প্রবেশ করতে হত এবং ছিঁড়ে-ফাড়া কাপড় চোপড় পরিধান করতে হত। সে কোন প্রসাধনী দ্রব্য স্পর্শ করতে পারত না কিংবা অন্য কোন সুগন্ধি ইত্যাদি ব্যবহার করত না। এমনিভাবে দীর্ঘ একটি বছর কেটে যেত। এরপর তার সামনে আনা হত গাধা, বকরী কিংবা পাখি জাতীয় কোন প্রাণী এবং সে ঐ প্রাণীকে স্পর্শ করে ইদ্দত পূর্ণ করত। সে যে প্রাণীকে স্পর্শ করত তা খুব কমই বাঁচত। এরপর সে ঐ সংকীর্ণ কুঠুরী থেকে বের হয়ে আসত। তখন তার হাতে উটের বিষ্ঠা দেওয়া হত এবং সে তা ছুঁড়ে মারত। এরপর সে যা ইচ্ছা সুগন্ধি ইত্যাদি ব্যবহারের প্রতি মনোযোগী হত।

٣٥٩٢- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ تُوُفِّيَ حَمِيمٌ لأُمِّ حَبِيبَةَ فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْهُ بِذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا لأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَحَدَّثَتْهُ زَيْنَبُ عَنْ أُمِّهَا وَعَنْ زَيْنَبَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ -

৩৫৯২. মুহাম্মদ ইব্নুল মুসান্না মুহাম্মদ ইব্নে জা'ফর থেকে ..... হুমায়দ ইব্ন নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যায়নাব বিনত উম্মু সালামাকে বলতে শুনেছি যে, উম্মু হাবীবা (রা)-এর একজন নিকটাত্মীয় ইনতিকাল করেন। এরপর তিনি হলুদ বর্ণের সুগন্ধি চেয়ে পাঠান এবং তার তার দুই বাহুতে মেখে নিলেন। এরপর তিনি বললেন, আমি তা এ জন্য করলাম যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে মহিলা আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, তার পক্ষে কারো মৃত্যুতে তিনদিনের বেশী শোক পালন করা হালাল নয়। তবে স্বামীর মৃত্যুতে চারমাস দশদিন শোক পালন করবে। আর যায়নাব (রা) এই হাদীসখানা তার মা (উম্মু সালামা রা) এবং নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী যায়নাব (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٣٥٩٣- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّهَا أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَخَافُوا عَلَى عَيْنِهَا فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَكُونُ فِي شَرِّ بَيْتِهَا

فِىْ اَحْلاَسِهَا اَوْ فِىْ شَرِّ اَحْلاَسِهَا فِىْ بَيْتِهَا حَوْلاً فَاِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعَرَةٍ فَخَرَجَتْ أَفَلاَ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا ـ

৩৫৯৩. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ..... হুমায়দ ইব্ন নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যায়নাব বিনত উম্মু সালামাকে তাঁর মায়ের সূত্রে বলতে শুনেছি যে, এক মহিলার স্বামী মারা গেল। লোকেরা তার চোখের ব্যাপারে আশংকাবোধ করল। তখন তারা নবী ﷺ-এর কাছে আসল। তারা তাঁর কাছে মহিলার চোখে সুরমা ব্যবহারের অনুমতি চাইল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : জাহিলী যুগে স্বামীর মৃত্যুতে তোমাদের কেউ কেউ সাদা-মাটা কাপড় চোপড় কিংবা ছিঁড়ে-ফাড়া বস্ত্র পরিধান করে একটি সংকীর্ণ কক্ষে পূরো এক বছর (ইদ্দত পালনের জন্য) অতিবাহিত করত। এরপর কোন কুকুর তার নিকট দিয়ে অতিক্রম করলে সে উটের বিষ্ঠা নিক্ষেপ করত, তারপর সেখান থেকে বের হত। এখন চার মাস দশদিনও প্রতীক্ষা করতে পারবে না?

٣٥٩٤ـ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ بِالْحَدِيْثَيْنِ جَمِيْعًا حَدِيْثِ اُمِّ سَلَمَةَ فِى الْكُحْلِ وَحَدِيْثِ اُمِّ سَلَمَةَ وَاُخْرٰى مِنْ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ تُسَمِّهَا زَيْنَبَ نَحْوَ حَدِيْثِ مُحَمَّدِبْنِ جَعْفَرٍ ـ

৩৫৯৪. উবায়দুল্লাহ ইব্ন মু'আয নিজ পিতা থেকে ..... হুমায়দ ইব্ন নাফি' (র) থেকে উভয় হাদীস বর্ণিত; চোখে সুরমা ব্যবহার সংক্রান্ত উম্মু সালামা (রা) বর্ণিত হাদীস এবং উম্মু সালামা (রা) ও নবী ﷺ-এর সহধর্মিণীগণের মধ্য থেকে কোন একজনের বর্ণিত হাদীস। তবে তিনি তার বর্ণনায় মুহাম্মদ ইবন জা'ফারের বর্ণনার মত তার নাম 'যায়নাব' বলে উল্লেখ করেন নি।"

٣٥٩٥ـ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ اَخْبَرَنَا يَحْىٰ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ حُمَيْدِبْنِ نَافِعٍ اَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ بِنْتَ اَبِىْ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ وَاُمِّ حَبِيْبَةَ تَذْكُرَانِ اَنَّ امْرَأَةً اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَتْ لَهُ اَنَّ بِنْتًا لَهَا تُوُفِّىَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَيْنُهَا فَهِىَ تُرِيْدُ اَنْ تَكْحُلَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ كَانَتْ اِحْدَاكُنَّ تَرْمِىْ بِالْبَعَرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ وَاِنَّمَا هِىَ اَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ـ

৩৫৯৫. আবূ বাকর ইব্ন শায়বা ও আমরুন্ নাকিদ (র) ..... হুমায়দ ইব্ন নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি যায়নাব বিনত আবূ সালমাকে উম্মু সালামা ও উম্মু হাবীবা (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা শুনেছেন। তাঁরা উল্লেখ করেন যে, জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺএর কাছে এলেন। তিনি তাঁর (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর) কাছে উত্থাপন করলেন যে, আমরা মেয়ের স্বামী মারা গিয়েছে। তার চোখে অসুখ হয়েছে। সে এখন তার চোখে সুরমা ব্যবহার করতে চায়। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : (জাহিলী যুগে স্বামীর মৃত্যুতে) তোমাদের কেউ এক বছরের মাথায় উটের বিষ্টা নিক্ষেপ করত। আর এখন তো মাত্র চার মাস দশ দিন।

٣٥٩٦- وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَتْ اَمَّا اَتٰى اُمَّ حَبِيْبَةَ نَعْىُ اَبِىْ سُفْيَانَ دَعَتْ فِى الْيَوْمِ الثَّالِثِ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْ بِهِ ذِرَاعَيْهَا وَعَارِضَيْهَا وَقَالَتْ كُنْتُ عَنْ هٰذَا غَنِيَّةً سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَيَحِلُّ لاِمْرَاَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ اِلاَّ عَلٰى زَوْجٍ فَاِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا -

৩৫৯৬. আমরুন নাকিদ ও ইব্‌ন আবূ উমর (র) ..... যায়নাব বিনত আবূ সালমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী উম্মু হাবীবা (রা)-এর কাছে তার পিতা আবূ সুফিয়ানের ইনতিকালের খবর পৌঁছল। তৃতীয় দিনে তিনি হলুদ বর্ণের সুগন্ধি চেয়ে পাঠালেন এবং তা তার দুই হাত ও দুই গালে মেখে নিলেন। আর বললেন, আমার এর কোন প্রয়োজন ছিল না। তবে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যে মহিলা আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে, তার পক্ষে কারো মৃত্যুতে তিন দিনের বেশি শোক পালন করা হালাল নয়। তবে স্বামীর মৃত্যুর ব্যাপারটি স্বতন্ত্র। কেননা সে তার স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে।

٣٥٩٧- وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ اَبِىْ عُبَيْدٍ حَدَّثَتْهُ عَنْ حَفْصَةَ اَوْ عَنْ عَائِشَةَ اَوْ عَنْ كِلْتَيْهِمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَحِلُّ لاِمْرَاَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَوْ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ اَنْ تُحِدَّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ اِلاَّ عَلٰى زَوْجِهَا -

৩৫৯৭. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া, কুতায়বা ও ইব্‌ন রুমহ্ (র) লায়স ইবন সা'দ থেকে ..... হাফসা (রা) কিংবা আয়েশা (রা) থেকে পৃথকভাবে অথবা তাদের দু'জন থেকে যৌথভাবে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে মহিলা আল্লাহ্ ও শেষবিচার দিবসের প্রতি ঈমান রাখে কিংবা যে মহিলা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখে, তার পক্ষে কোন মৃতের জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন করা হালাল নয়। তবে তার স্বামীর বিষয়টা স্বতন্ত্র।

٣٥٩٨- وَحَدَّثَنَاهُ شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ نَافِعٍ بِاِسْنَادِ حَدِيْثِ اللَّيْثِ مِثْلَ رِوَايَتِهِ -

৩৫৯৮. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র) ..... 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন দীনার নাফি' (র) থেকে লায়স বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٥٩٩- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِىُّ وَمُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيٰى بْنَ سَعِيْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ اَبِىْ عُبَيْدٍ اَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ تُحَدِّثُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اللَّيْثِ وَابْنِ دِيْنَارٍ وَزَادَ فَاِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا -

৩৫৯৯. আবূ গাস্‌সান মিসমাঈ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ..... সাফিয়্যা বিনত আবূ উবায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী উমরের কন্যা হাফ্‌সা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। রাবী কর্তৃক বর্ণিত এ বর্ণনাটি লায়স ও ইব্‌ন দীনার বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তবে তার বর্ণনায় এতটুকু বেশি উল্লেখ আছে, " কারণ সে তার (স্বামীর) জন্য চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে।"

٣٦٠٠- وَحَدَّثَنَا أَبُوْ الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوْبَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ جَمِيْعًا عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِيْ عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنٰى حَدِيْثِهِمْ -

৩৬০০. আবূর রাবী (র) ..... সাফিয়্যা বিনত আবূ উবায়দ (র) নবী ﷺ-এর জনৈক সহধর্মিণী সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তাদের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

٣٦٠١- وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى وَأَبُوْ بَكْرِبْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيٰى قَالَ يَحْيٰى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَايَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلٰى زَوْجِهَا -

৩৬০১. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আমরুন্ নাকিদ ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ..... আয়েশা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে মহিলা আল্লাহ্ ও শেষবিচার দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার কোন মৃতের জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন না করে। তবে তার স্বামীর বিষয়টা স্বতন্ত্র।

٣٦٠٢- وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَاتُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلٰى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَاتَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَاتَكْتَحِلُ وَلَاتَمَسُّ طِيْبًا إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ -

৩৬০২. হাসান ইব্‌ন রাবী (র) ...... উম্মু আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন মহিলা তার কোন মৃতের জন্য তিন দিনের বেশি শোক পালন করবে না। তবে তার স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত শোক পালন করবে। এই সময়সীমায় (ইদ্দতের মেয়াদকালে) সে রঙীন কাপড় চোপড় পরিধান করবে না। তবে কালো রঙে রঞ্জিত চাদর পরিধান করতে পারবে। সে চোখে সুরমা লাগাবে না এবং কোন সুগন্ধি ব্যবহার করবে না এবং সে হায়য থেকে পবিত্র হলে কুস্‌ত ও আয্‌ফার নামক সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে।

٣٦٠٣- وَحَدَّثَنَاهُ أَبُوْ بَكْرِبْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُبْنُ هٰرُوْنَ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَا عِنْدَ أَدْنٰى طُهْرِهَا نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ -

৩৬০৩. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... এ সনদে হিশাম (র) থেকে বর্ণিত। আমরুন্ নাকিদ ও ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূন (র) বলেন, সে তার হায়য থেকে পবিত্র হওয়ার পর কুস্‌ত ও আয্‌ফার নামক সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে।

٣٦٠٤- وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُنْهٰى اَنْ نُحِدَّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ اِلاَّ عَلٰى زَوْجٍ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ نَكْتَحِلُ وَلاَنَتَطَيَّبُ وَلاَنَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا وَقَدْ رُخِّصَ لِلْمَرْاَةِ فِيْ طُهْرِهَا اِذَا اغْتَسَلَتْ اِحْدَانَا مِنْ مَحِيْضِهَا فِيْ نُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَاَظْفَارٍ -

৩৬০৪. আবূর রাবী যাহ্‌রানী (র) ..... উম্মু আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে কোন মৃতের জন্য তিন দিনের বেশি শোক পালন করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত শোক পালনের বিষয়টা ব্যতিক্রম। আমরা চোখে (ইদ্দতকালীন সময়ে) সুরমা লাগাতাম না, কোন প্রকার সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করতাম না এবং রঙীন কাপড়-চোপড় পরতাম না। তবে আমাদের মধ্য থেকে কোন মহিলা যখন হায়য থেকে পবিত্র হয়ে গোসল করত, তখন তাকে কুস্‌ত ও আয্‌ফার নামক সুগন্ধি ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হত।

كِتَابُ اللِّعَانِ

অধ্যায় : লি'আন

٣٦٠٥- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلاَنِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ أَرَأَيْتَ يَا عَاصِمُ لَوْ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَسَلْ لِي عَنْ ذَلِكَ يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا قَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللَّهِ لاَ أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ نَزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا قَالَ سَهْلٌ فَتَلاَعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ ‐

৩৬০৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) মালিক থেকে, তিনি ইবন শিহাব থেকে এবং তিনি সাহল ইব্ন সা'দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উয়ায়মির আজলানী (রা) আসিম ইব্ন আদী আনসারী (রা)-এর কাছে এসে তাকে বললেন, হে আসিম! যদি কেউ তার স্ত্রীর সাথে অন্য কোন পুরুষকে (সঙ্গম করতে) পায়; তবে তোমার অভিমত কি? সে কি তাকে হত্যা করবে? ফলে তোমরা কি তাকে (কিসাসের বিনিময়ে) হত্যা করবে? যদি তা না হয় তবে সে কী করবে? হে আসিম! তুমি আমার পক্ষে এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞেস কর। তখন আসিম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ রকম প্রশ্ন করা অপসন্দ করলেন এবং এটি দূষণীয় মনে করলেন। ফলে আসিম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট থেকে যা শুনলেন এতে বড়ই দুঃখিত হলেন। আসিম ফিরে আসলে, তখন 'উয়ায়মির তার কাছে আসলেন এবং বললেন, হে আসিম! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাকে কী বলেছেন? আসিম উয়ায়মিরকে বললেন, তুমি আমার কাছে ভাল কাজ নিয়ে আস নি। তুমি যে বিষয়ে জিজ্ঞেস

করতে বলেছ তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুবই অপসন্দ করেছেন। উয়ায়মির (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি এই বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস না করে ক্ষান্ত হব না। তখন উয়ায়মির গেলেন এবং লোক সমাবেশে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে গিয়ে তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সঙ্গে অন্য কোন পুরুষকে (সঙ্গম করতে) দেখতে পায় তাহলে সে কি তাকে কতল করে ফেলবে? আর তখন কি (কিসাস হিসাবে) আপনারা তাকে কতল করে ফেলবেন? অথবা সে কী করবে? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে (আল্লাহর) হুকুম নাযিল হয়েছে। তুমি যাও, তোমার স্ত্রীকে নিয়ে এসো। সাহ্ল বলেন, এরপর তারা উভয়ে (স্বামী -স্ত্রী) লি'আন করলেন। আমি তখন লোকজনদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। যখন তারা লি'আন সমাধা করলেন তখন উয়ায়মির বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! যদি আমি তাকে আমার স্ত্রীত্বে বহাল রাখি তাহলে তো আমি তার উপর মিথ্যারোপকারী সাব্যস্ত হবো। একথা বলেই তিনি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিলেন– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে নির্দেশ দেওয়ার আগেই। ইব্ন শিহাব (র) বলেন, তখন থেকে লি'আনকারীদের জন্য এটাই সুন্নাত সাব্যস্ত হল।

٣٦٠٦- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ الأَنْصَارِيُّ أَنَّ عُوَيْمِرًا الأَنْصَارِيَّ مِنْ بَنِي الْعَجْلاَنِ أَتَى عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَأَدْرَجَ فِي الْحَدِيثِ قَوْلَهُ وَكَانَ فِرَاقُهُ إِيَّاهَا بَعْدُ سُنَّةً فِي الْمُتَلاَعِنَيْنِ وَزَادَ فِيهِ قَالَ سَهْلٌ فَكَانَتْ حَامِلاً فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَى أُمِّهِ ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُ يَرِثُهَا وَتَرِثُ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا -

৩৬০৬. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, 'আজলান গোত্রের 'উয়ায়মির আনাসারী 'আসিম ইব্ন 'আদীর কাছে এলেন ..... পরবর্তী অংশ মালিক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তিনি তার হাদীসে একথাও বলেছেন, "উয়ায়ামির তার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করলে পরবর্তীতে লি'আনকারীদ্বয়ের জন্য তা সুন্নাত রূপে পরিগণিত হল।"। তিনি তার বর্ণনায় আরও উল্লেখ করেছেন, সাহল বলেছেন– "সে মহিলাটি ছিল গর্ভবতী। সে গর্ভজাত সন্তানটি পরবর্তীতে তারই পুত্র হিসেবে পরিচিত হয়।" এরপর এই বিধান প্রবর্তিত হল যে, সে তার মায়ের উত্তরাধিকারী হবে এবং তার মা আল্লাহর নির্ধারিত হিস্যা হিসেবে তার থেকে মীরাসের অধিকারী হবে।

٣٦٠٧- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ وَعَنِ السُّنَّةِ فِيهِمَا عَنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَزَادَ فِيهِ فَتَلاَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَفَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاكُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ كُلِّ مُتَلاَعِنَيْنِ -

৩৬০৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন রা'ফি (র) ..... ইব্‌ন জুরায়জ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে ইব্‌ন শিহাব (র) বনূ সাঈদা গোত্রের সাহল ইব্‌ন সা'দ বর্ণিত দুই লি'আনকারী ও তার বিধান সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তিনি (সাহল) বলেন, জনৈক আনসারী নবী ﷺ-এর কাছে এলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি কোন লোক তার স্ত্রীর সঙ্গে অন্য কোন পুরুষকে দেখতে পায় তাহলে সে সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? এরপর পুরো ঘটনাসহ হাদীস বর্ণনা করেন। এতে অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, উভয়ে (স্বামী-স্ত্রী) মসজিদের ভেতরে লি'আন করলেন আর আমি উপস্থিত ছিলাম। আর তিনি এ হাদীসে বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে কোন নির্দেশ দেওয়ার পূর্বেই তিনি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে নবী ﷺ-এর সম্মুখেই পৃথক করে দেন। তখন নবী ﷺ বললেন : এটাই উভয় লি'আনকারীর মধ্যকার বিচ্ছেদ।

٣٦٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِىْ ح وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنِ أَبِىْ شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فِىْ إِمْرَأَةِ مُصْعَبٍ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قَالَ فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُوْلُ فَمَضَيْتُ إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ عُمَرَ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ لِلْغُلَامِ اسْتَأْذِنْ لِىْ قَالَ إِنَّهُ قَائِلٌ فَسَمِعَ صَوْتِىْ قَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ ادْخُلْ فَوَ اللّٰهِ مَاجَاءَبِكَ هٰذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا حَاجَةٌ فَدَخَلْتُ فَإِذَا هُوَ مُفْتَرِشٌ بَرْذَعَةً مُتَوَسِّدٌ وِسَادَةً حَشْوُهَا لِيْفٌ قُلْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُتَلَاعِنَانِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ نَعَمْ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذٰلِكَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيْمٍ وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذٰلِكَ قَالَ فَسَكَتَ النَّبِىُّ ﷺ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الَّذِىْ سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيْتُ بِهِ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ هٰؤُلَاءِ الْأٰيَاتِ فِىْ سُوْرَةِ النُّوْرِ « وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ أَزْوَاجَهُمْ » فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْاٰخِرَةِ قَالَ لَاوَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا ثُمَّ دَعَاهَا فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْاٰخِرَةِ قَالَتْ لَا وَلَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ أَكَاذِبٌ فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِقِيْنَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ ثُمَّ ثَنّٰى بِالْمَرْأَةِ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِيْنَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا -

৩৬০৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র ও আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুস'আবের স্ত্রীর ব্যাপারে আমাকে দুই লি'আনকারীর মাস'আলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, তাদের বিচ্ছিন্ন করা হবে কি না। তিনি বলেন, তখন আমি কী বলব তা আমার জানা ছিল না। এরপর

আমি মক্কায় ইব্ন উমর (রা)-এর বাসভবনে গেলাম। আমি তাঁর গোলামকে বললাম, আমার জন্য অনুমতি নিয়ে এসো। সে বলল, তিনি এখন বিশ্রাম নিচ্ছেন। কিন্তু তিনি আমার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। তিনি বললেন, ইব্ন জুবায়র? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, ভিতরে এসো। আল্লাহ্র কসম! এই সময় তোমার বিশেষ প্রয়োজনই নিয়ে এসেছে। আমি ভিতরে গিয়ে দেখতে পেলাম তিনি একটি কম্বল বিছিয়ে একটি বালিশের উপর হেলান দিয়ে আছেন। বালিশটি খেজুর ছোবড়ায় ভর্তি ছিল। আমি বললাম, হে আবূ আবদুর রহমান! দু'জন লি'আনকারী– এদের কি পৃথক করা হবে? তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ্! হাঁ। সর্বপ্রথম এই বিষয়ে অমুকের পুত্র অমুক জিজ্ঞেস করেছিল। সে বলেছিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কী বলেন, যদি আমাদের মধ্যে কেউ তার স্ত্রীকে অশ্লীল কাজে লিপ্ত দেখতে পায় তাহলে সে কী করবে? যদি সে বলাবলি করে, তাহলে তো গুরুতর আকার ধারণ করবে। যদি সে নীরব থাকে, তাহলে এমন সাংঘাতিক বিষয়ে কি করে নীরব থাকবে? তিনি বলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ রইলেন; কোন উত্তর দিলেন না। সে ব্যক্তি আবার তাঁর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যে বিষয়টি সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আমার নিজের উপরই তা ঘটেছে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা সূরা নূরের এই আয়াতগুলো নাযিল করেন : "আর যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ তারা নিজেরা ব্যতীত তাদের কোন সাক্ষী নেই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্যের ধরন হবে এই যে, সে চারবার আল্লাহর নামে কসম করে বলবে, সে অবশ্যি সত্যবাদী এবং পঞ্চমবার বলবে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হবে। আর স্ত্রীর শাস্তি রহিত করা হবে যদি সে চারবার আল্লাহর নামে কসম করে সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামীই মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চমবারে বলবে, তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের উপর নেমে আসবে আল্লাহর গযব" (সূরা নূর : ৬-৯)।

তিনি তাকে এই আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে শোনালেন। এরপর তাকে নসীহত করলেন এবং স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, দুনিয়ার শাস্তি আখিরাতের শাস্তির তুলনায় সহজতর। সে বলল, 'না'। সেই মহান সত্তার কসম– যিনি আপনাকে নবী হিসেবে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, আমি তার (আমার স্ত্রীর) উপর কোন মিথ্যা আরোপ করি নি। এরপর তিনি মহিলাকে ডেকে পাঠালেন এবং এবং তাকে নসীহত করলেন, তাকে পরকালের ভয় দেখালেন, সর্বোপরি তাকে জানিয়ে দিলেন যে, দুনিয়ার শাস্তি আখিরাতের শাস্তির তুলনায় সহজতর। সে বলল, না সেই মহান সত্তার কসম– যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, নিশ্চয়ই সে মিথ্যাবাদী। এরপর তিনি পুরুষ লোকটির দ্বারা লি'আন বাক্য পাঠ করাতে শুরু করলেন। সে চারবার আল্লাহর নামে কসম করে সাক্ষ্য দিল যে, সে তার কথায় সত্যবাদী। পঞ্চমবারে সে বলল, যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তা হলে তার উপর আল্লাহর অভিশাপ নেমে আসুক। এরপর তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্ত্রীলোকটিকে নির্দেশ দিলেন। সেও আল্লাহর নামে কসম করে চারবার সাক্ষ্য দিল যে, সে মিথ্যাবাদী। পঞ্চমবারে সে বলল, যদি সে (তার স্বামী) সত্যবাদী হয় তাহলে তার (মহিলার) উপর আল্লাহর গযব পতিত হোক। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন।

٣٦٠٩- وَحَدَّثَنِيْهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِىْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَبْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلاَعِنَيْنَ زَمَنَ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَلَمْ اَدْرِ مَا اَقُولُ فَاَتَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَقُلْتُ اَرَاَيْتَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ اَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنَ نُمَيْرٍ -

৩৬০৯. আলী ইব্‌ন হুজর সা'দী (র) ..... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) বললেন, মুস'আব ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর শাসনামলে দুই লি'আনকারী সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করা হলে আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না কি উত্তর দেব। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর কাছে এসে বললাম, দুই লি'আনকারী সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? তাদের মধ্যে কি বিচ্ছেদ সাধন করা হবে? এরপর তিনি ইব্‌ন নুমায়র (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٣٦١٠- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ حِسَابُكُمَا عَلَى اللّٰهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَاسَبِيْلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَالِيْ؟ قَالَ لَامَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا قَالَ زُهَيْرٌ فِيْ رِوَايَتِهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ سَعِيْدَبْنَ جُبَيْرٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

৩৬১০. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ বকর ইব্‌ন শায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : লি'আনকারীদ্বয়ের (লি'আন বাক্য পাঠের ব্যাপারে) হিসাব গ্রহণ আল্লাহর দায়িত্ব। তোমাদের দু'জনের একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। তার (তোমার স্ত্রীর) উপর তোমার কোন অধিকার নেই। লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মালের (প্রদত্ত মাহর) কি হবে? তিনি বললেন, তুমি তোমার মাল পাবে না। যদি তুমি তার ব্যাপারে সত্যবাদী হও তাহলে তোমার দেওয়া সম্পদ ঐ বস্তুর বিনিময় বলে গণ্য হবে যা দ্বারা তুমি তার লজ্জাস্থান হালাল করেছ। আর যদি তুমি তার উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাক তাহলে তার থেকে মাল ফেরত পাওয়া তো আরো দূরের কথা। যুহায়র (র) তার বর্ণনায় বলেছেন যে, সুফিয়ান (র) সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র)-এর সূত্রে ইব্‌ন উমর (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বলতে শুনেছেন।

٣٦١١- وَحَدَّثَنِيْ أَبُوْ الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ سَعِيْدِبْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَّقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ وَقَالَ اللّٰهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ -

৩৬১১. আবুর রাবী যাহরানী (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনূ আজলান গোত্রের দুই জনকে (স্বামী-স্ত্রী) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ্ ভালভাবেই জানেন যে, নিশ্চয়ই তোমাদের দু'জনের একজন মিথ্যাবাদী। এরপর তোমাদের কেউ কি তাওবার জন্য প্রস্তুত আছ?

٣٦١١/١- وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوْبَ سَمِعَ سَعِيْدَبْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ اللِّعَانِ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৩৬১১/১. ইব্‌ন আবূ উমর (র) ..... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) বলেন, আমি লি'আন সম্পর্কে ইব্‌ন উমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করলেন।

٣٦١٢- وَحَدَّثَنَا أَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِلْمِسْمَعِيِّ وَابْنِ الْمُثَنَّى قَالُوْا حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ لَمْ يُفَرِّقِ الْمُصْعَبُ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ قَالَ سَعِيْدٌ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ فَرَّقَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ -

৩৬১২. আবূ গাস্সান মিসমাঈ, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) ..... সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুস'আব (ইব্ন যুবায়র) (রা) তার শাসনামলে লি'আনকারীদের বিচ্ছিন্ন করেন নি। সাঈদ বলেন, এরপর বিষয়টি আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর কাছে উত্থাপন করলাম। তিনি বললেন, নবী ﷺ বনূ আজলান গোত্রের দু'জনকে (স্বামী-স্ত্রীকে) বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন।

٣٦١٣- وَحَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَفَرَّقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ قَالَ نَعَمْ -

৩৬১৩. সাঈদ ইব্ন মানসূর, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... এস্থলে হাদীসটি ইয়াহইয়ার বর্ণনা অনুসারে উদ্ধৃত হল। তিনি বলেন, আমি মালিককে জিজ্ঞেস করলাম, নাফি' কী আপনার কাছে ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জীবদ্দশায় তার স্ত্রীর উপর লি'আন করেছিল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের দু'জনকে বিচ্ছিন্ন করে দেন এবং সন্তানের বংশ পরিচয় তার মায়ের সাথে যুক্ত করেন? তিনি (মালিক) বলেন, হাঁ।

٣٦١٤- وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَاعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَامْرَأَتِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا -

৩৬১৪. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও ইব্ন নুমায়র (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একজন আনসারী পুরুষ ও তার স্ত্রীর মধ্যে লি'আন করান এবং তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেন।

٣٦١٤/١- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ -

৩৬১৪/১. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র)..... উবায়দুল্লাহ্ (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٦١٥- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ

اِنَّا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فِى الْمَسْجِدِ اِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الاَنْصَارِ فَقَالَ لَوْ اَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ اِمْرَاَتِهِ رَجُلاً فَتَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوْهُ اَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوْهُ وَاِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلٰى غَيْظٍ وَاللّٰهِ لاَسْاَلَنَّ عَنْهُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلَهُ فَقَالَ لَوْ اَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ اِمْرَاَتِهِ رَجُلاً فَتَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوْهُ اَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوْهُ اَوْ سَكَتَ سَكَتَ عَلٰى غَيْظٍ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ وَجَعَلَ يَدْعُوْ فَنَزَلَتْ اٰيَةُ اللِّعَانِ « وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ اِلاَّ اَنْفُسُهُمْ » هٰذِهِ الاٰيَاتُ فَابْتُلِىَ بِهِ ذَالِكَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ فَجَاءَ هُوَ وَامْرَاَتُهُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَلاَعَنَا فَشَهِدَ الرَّجُلُ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ ثُمَّ لَعَنَ الْخَامِسَةَ اَنَّ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ فَذَهَبَتْ لِتَلْعَنَ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَهْ فَاَبَتْ فَلَعَنَتْ فَلَمَّا اَدْبَرَا قَالَ لَعَلَّهَا اَنْ تَجِيْءَ بِهِ اَسْوَدَ جَعْدًا فَجَاءَتْ بِهِ اَسْوَدَ جَعْدًا ـ

৩৬১৫. যুহায়র ইব্‌ন হারব, উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি একবার জুমু'আর রাতে মসজিদে ছিলাম। তখন জনৈক আনসারী সেখানে উপস্থিত হল। সে বলল, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সঙ্গে অন্য কোন পুরুষকে দেখতে পায়, সে যদি এ নিয়ে কথা বলে, তাহলে আপনারা তো তাকে কোড়া লাগাবেন? অথবা সে যদি তাকে হত্যা করে ফেলে তাহলে তো আপনারা তাকে কতল করবেন। যদি সে নীরব থাকে তাহলে তো তাকে সংঘাতিক গোস্বাসহ নীরব থাকতে হবে। আল্লাহর কসম! আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করবই। পরদিন সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে প্রশ্ন করল। সে বলল, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সঙ্গে অন্য কোন পুরুষকে (সঙ্গম করতে) দেখতে পায় এবং সেই এ নিয়ে কথা বলে, তবে আপনারা তাকে কোড়া লাাগবেন। যদি তাকে হত্যা করে তবে আপনারা তাকে হত্যা করে ফেলবেন। আর যদি নীরব থাকে তবে তো তাকে ক্রোধ নিয়ে নীরব থাকতে হবে। (সুতরাং তার উপায় কি?) তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'আ করলেন : ইয়া আল্লাহ্! তুমি এর ফয়সালা দাও এবং তিনি দু'আ করতে লাগলেন। অনন্তর লি'আনের আয়াত অবতীর্ণ হল :

"আর যারা তাদের স্ত্রীদের উপর অভিযোগ তোলে অথচ তারা নিজেরা ব্যতীত তাদের কোন সাক্ষী নেই"... এই আয়াতগুলো। (সূরা : নূর ৬-৯)।

এরপর সে ব্যক্তি লোকজনের সামনে লি'আনের পরীক্ষার সম্মুখীন হল। তারপর সে তার স্ত্রীসহ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এল এবং তারা উভয়ে লি'আন করল। লোকটি আল্লাহ্‌র নামে কসম করে চারবার সাক্ষ্য দিল যে, সে সত্যবাদী। পঞ্চমবারে বলল, সে যদি মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার উপরে আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক। এরপর মহিলাটি লি'আনের জন্য অগ্রসর হল। নবী ﷺ তাকে বললেন : থাম (যদি তোমার স্বামীর উক্তি সত্য হয়ে থাকে তাহলে তুমি তা স্বীকার করে নাও)। কিন্তু সে অস্বীকার করল এবং লি'আন করে ফেলল। যখন তারা দু'জন ফিরে চলল, তখন তিনি (নবী ﷺ) বললেন, সম্ভবত এই মহিলা কৃষ্ণকায় কুঞ্চিত কেশধারী সন্তান প্রসব করবে। অবশেষে সে একটি কৃষ্ণকায় কুঞ্চিত কেশধারী সন্তানই জন্ম দিয়েছিল।

٣٦١٥/١- وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانُ جَمِيْعًا عَنِ الاَعْمَشِ بِهٰذَا الاِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৩৫১৫/১. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... আমাশ (র) থেকে এই একই সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٣٦١٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الاَعْلٰى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَاَنَا اُرٰى اَنَّ عِنْدَهُ مِنْهُ عِلْمًا فَقَالَ اِنَّ هِلاَلَ بْنَ اُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَاَتَهُ بِشَرِيْكِ بْنِ سَحْمَاءَ وَكَانَ اَخَا الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ لاُمِّهِ وَكَانَ اَوَّلَ رَجُلٍ لاَعَنَ فِى الاِسْلاَمِ قَالَ فَلاَ عَنْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبْصِرُوْهَا فَاِنْ جَاءَتْ بِهِ اَبْيَضَ سَبِطًا قَضِيْءَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلاَلِ بْنِ اُمَيَّةَ وَاِنْ جَاءَتْ بِهِ اَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيْكِ بْنِ سَحْمَاءَ قَالَ فَاُنْبِئْتُ اَنَّهَا جَاءَتْ بِهِ اَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ -

৩৫১৬. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ..... মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি একটি বিষয়ে আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম। আমার ধারণা ছিল যে, আমার জিজ্ঞাসিত বিষয়ের জ্ঞান তার কাছে আছে। আনাস (রা) বলেন, হিলাল ইব্‌ন উমায়্যা (রা) শরীক ইব্‌ন সাহমার সাথে তার স্ত্রীর সম্পর্কে ব্যভিচারের অভিযোগ আনলেন। তিনি ছিলেন বারা ইব্‌ন মালিকের বৈপিত্রেয় ভাই। ইসলামে ইনিই সর্বপ্রথম লি'আন করেন। রাবী বলেন, তিনি তার স্ত্রীর সঙ্গে লি'আন সম্পন্ন করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমরা ঐ মহিলার প্রতি নযর রাখবে। যদি সে সরল কেশধারী গৌর বর্ণের লালচোখ বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে তাহলে সে হিলাল ইব্‌ন উমায়্যার ঔরষজাত। আর যদি সে (মহিলা) সুরমা চোখবিশিষ্ট কুঞ্চিত কেশ, সরু নলাবিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে তাহলে সে শরীক ইব্‌ন সাহমার সন্তান। রাবী আনাস (রা) বলেন, আমি জানতে পারলাম যে, ঐ মহিলাটি সুরমা চোখবিশিষ্ট কুঞ্চিত কেশধারী সরু নলাবিশিষ্ট সন্তান প্রসব করেছে।

٣٦١٧- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ وَعِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيَّانِ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ رُمْحٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ ذُكِرَ التَّلاَعُنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِىْ ذٰلِكَ قَوْلاً ثُمَّ انْصَرَفَ فَاَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو اِلَيْهِ اَنَّهُ وَجَدَ مَعَ اَهْلِهِ رَجُلاً فَقَالَ عَاصِمٌ مَا ابْتُلِيْتُ بِهٰذَا اِلاَّ لِقَوْلِىْ فَذَهَبَ بِهِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرَهُ بِالَّذِىْ وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَاَتَهُ وَكَانَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيْلَ اللَّحْمِ سَبِطَ الشَّعَرِ وَكَانَ الَّذِىْ ادَّعٰى عَلَيْهِ اَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَ اَهْلِهِ خَدْلاً اٰدَمَ كَثِيْرَ اللَّحْمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ فَوَضَعَتْ شَبِيْهًا بِالرَّجُلِ الَّذِىْ ذَكَرَ زَوْجُهَا اَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا فَلاَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

ﷺ بَيْنَهُمَا فَقَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِى الْمَجْلِسِ اَهِىَ الَّتِىْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ رَجَمْتُ اَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هٰذِهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِى الاِسْلاَمِ السُّوْءَ ـ

৩৬১৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন রুমহ্ ইব্‌ন মুহাজির মিসরী ও ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ মিসরী (র) লায়স (র) থেকে ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট লি'আনের উল্লেখ করা হয়। তখন আসিম ইব্‌ন আদী (রা) ঐ বিষয়ে কিছু কথা বলে ফিরে গেলেন। অতঃপর তার গোত্রের একজন লোক তার কাছে এসে অভিযোগ করল যে, সে তার স্ত্রীর সঙ্গে এক লোককে দেখতে পেয়েছে। তখন আসিম (রা) বললেন, আমি আমার উক্তির (বক্তেব্যের) কারণে এই মুসীবতে পতিত হলাম। তখন তিনি তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এলেন। সে তাঁকে (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে) সেই ব্যক্তি সম্পর্কে অবহিত করল, যাকে সে তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখতে পেয়েছিল, এ লোকটি ছিল হরিৎ বর্ণবিশিষ্ট কৃশকায় ও সরল কেশধারী। আর সে যাকে তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখতে পেয়েছিল সে ছিল সুঠাম দেহী, ছোটা নলা ও বাদামী রং বিশিষ্ট। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : ইয়া আল্লাহ! তুমি বিষয়টি সমাধা করে দাও। সে মহিলা এমন একটি সন্তান প্রসব করল, যে ছিল ঐ লোকটির মত যাকে স্বামী তার সঙ্গে দেখতে পেয়েছে বলে উল্লেখ করেছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের উভয়ের মধ্যে লি'আন করালেন। জনৈক ব্যক্তি সে মজলিসেই ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলল, এই কি সেই মহিলা যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন, "যদি আমি বিনা প্রমাণে কাউকে 'রজম' করতাম তবে একেই রজম করতাম।" তখন ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, না– সে ছিল অপর এক মহিলা যে মুসলমানদের মাঝে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা করত।

٣٦١٨ـ وَحَدَّثَنِيْهِ اَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ الاَزْدِىُّ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِىْ اُوَيْسٍ حَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ بِلاَلٍ عَنْ يَحْيٰى حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ ذُكِرَ الْمُتَلاَعِنَانِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اللَّيْثِ وَزَادَ فِيْهِ بَعْدَ قَوْلِهِ كَثِيْرَ اللَّحْمِ قَالَ جَعْدًا قَطَطًا ـ

৩৬১৮. আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইউসুফ আযদী (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে দু'জন লি'আনকারীর প্রসঙ্গে উত্থাপন করা হল। পরবর্তী অংশ লায়সের হাদীসের অনুরূপ। অবশ্য এতে সুঠাম দেহী উল্লেখ করার পর তিনি অতিরিক্ত বলেছেন, "সে ছিল কুঞ্চিত কেশধারী।"

٣٦١٩ـ وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ شَدَّادٍ وَذُكِرَ الْمُتَلاَعِنَانِ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ ابْنُ شَدَّادٍ أَهُمَا اللَّذَانِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا اَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَتِلْكَ امْرَأَةٌ اَعْلَنَتْ قَالَ ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ فِىْ رِوَايَتِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ـ

৩৬১৯. আমরুন নাকিদ ও ইব্‌ন আবূ উমর (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শাদ্দাদ (র) থেকে বর্ণিত। যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকটে দুই লি'আনকারীর বিষয় উত্থাপন করা হল। তখন ইব্‌ন শাদ্দাদ (র) বললেন, এরা কি ঐ

দু'জন যাদের সম্পর্কে নবী ﷺ বলেছিলেন, আমি যদি কাউকে বিনা প্রমাণে 'রজম' করতাম তবে ঐ মহিলাকে 'রজম' করতাম? তখন ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, 'না' এ সে মহিলা নয়। সে ছিল অপর এক মহিলা যার ব্যাপার প্রকাশ্য ছিল। ইব্ন আবূ উমর (র) তার বর্ণনায় কাসিম ইব্ন মুহাম্মদের সূত্রে বলেন যে, আমি এ হাদীস ইব্ন আব্বাসের কাছে শুনেছি।

٣٦٢٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى الدَّارَوَرْدِىَّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الاَنْصَارِىَّ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَاَيْتَ الرَّجُلَ يَجِدُ مَعَ امْرَاَتِهٖ رَجُلاً اَيَقْتُلُهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَقَالَ سَعْدٌ بَلٰى وَالَّذِىْ اَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اسْمَعُوْا اِلٰى مَايَقُوْلُ سَيِّدُكُمْ -

৩৬২০. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ ইব্ন উবাদা আনসারী (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে লোকটি সম্পর্কে আপনার অভিমত কি যে তার স্ত্রীর সাথে অপর পুরুষকে পায়? সে কি তাকে কতল করে ফেলবে? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : না। সা'দ (রা) বললেন, নিশ্চয়ই (সে তাকে কতল করবে), সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য দ্বারা সম্মানিত করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমরা শোন; তোমাদের সরদার কী বলছেন।

٣٦٢١- وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِىْ اِسْحَاقُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ سَعْدَبْنَ عُبَادَةَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَاَتِىْ رَجُلاً اُمْهِلُهُ حَتّٰى اٰتِىَ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ قَالَ نَعَمْ -

৩৬২১. যুহায়র ইব্ন হারব (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি যদি আমার স্ত্রীর সঙ্গে কাউকে দেখতে পাই তাহলে চারজন সাক্ষী হাযির করা পর্যন্ত আমি কি তাকে অবকাশ দেব? তিনি বললেন, হাঁ।

٣٦٢٢- حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُبْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بَلاَلٍ حَدَّثَنِىْ سُهَيْلٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ وَجَدْتُ مَعَ اَهْلِىْ رَجُلاً لَمْ اَمَسَّهُ حَتّٰى اٰتِىَ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ قَالَ كَلاَّ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ اِنْ كُنْتُ لاُعَاجِلُهُ بِالسَّيْفِ قَبْلَ ذٰلِكَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اسْمَعُوْا اِلٰى مَايَقُوْلُ سَيِّدُكُمْ اِنَّهُ لَغَيُوْرٌ وَاَنَا اَغْيَرُ مِنْهُ وَاللّٰهُ اَغْيَرُ مِنِّىْ -

৩৬২২. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে কোন পুরুষকে দেখতে পাই তবে চারজন সাক্ষী হাযির

না করা পর্যন্ত আমি কি তাকে স্পর্শ করব না? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হাঁ। তিনি (সা'দ) বললেন, কখনও নয়, সেই মহান সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, অবশ্যি আমি তার (চারজন সাক্ষী হাযির করার) আগেই দ্রুত তার প্রতি তলোয়ার ব্যবহার করব। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা মনযোগ দিয়ে শোন, তোমাদের সরদার কী বলছেন। নিশ্চয়ই তিনি অতিশয় আত্মমর্যাদার অধিকারী। আর আমি তার চাইতেও অধিকতর আত্মমর্যাদাশীল এবং আল্লাহ্ আমার চাইতেও অধিক আত্মমর্যাদাবান।

٣٦٢٣- حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِىُّ وَاَبُوْ كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِىُّ وَاللَّفْظُ لِاَبِىْ كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيْرَةِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رَاَيْتُ رَجُلاً مَعَ امْرَاَتِىْ لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرُ مُصْفِحٍ عَنْهُ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَتَعْجَبُوْنَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ فَوَ اللّٰهِ لاَنَا اَغْيَرُ مِنْهُ وَاللّٰهُ اَغْيَرُ مِنِّىْ مِنْ اَجْلِ غَيْرَةِ اللّٰهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ وَلاَشَخْصَ اَغْيَرُ مِنَ اللّٰهِ وَلاَشَخْصَ اَحَبُّ اِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللّٰهِ مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ بَعَثَ اللّٰهُ الْمُرْسَلِيْنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ وَلاَ شَخْصَ اَحَبُّ اِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللّٰهِ مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ وَعَدَ اللّٰهُ الْجَنَّةَ -

৩৬২৩. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমর কাওয়ারীরী ও আবূ কামিল ফুযায়ল ইব্ন হুসায়ন জাহদারী (র) ..... মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) বললেন, যদি আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে অপর কোন পুরুষকে দেখতে পাই তবে নিশ্চয়ই আমি আমার তরবারির ধার দিয়ে তার উপর আঘাত হানব– তার পার্শ্ব দিয়ে নয়। একথা নবী ﷺ-এর কাছে পৌঁছল। তিনি বললেন, তোমরা কি সা'দের আত্মমর্যাদাবোধ সম্পর্কে আশ্চর্য হয়েছে? আল্লাহ্র কসম! আমি তার চাইতে অধিকতর আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন। আর আল্লাহ্ আমার তুলনায় অধিকতর মর্যাদাবান। আল্লাহ্ তাঁর আত্মমর্যাদার কারণে প্রকাশ্য ও গোপন যাবতীয় অশ্লীল কর্ম হারাম করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ্র তুলনায় অধিক আত্মমর্যাদাসম্পন্ন কেউ নেই এবং আল্লাহ্র চাইতে অধিকতর ওযর পসন্দকারী কেউ নেই। এ কারণেই আল্লাহ্ তাঁর নবী-রাসূলদের সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ্র চাইতে অধিকতর প্রশংসা পসন্দকারী কেউ নেই। এই কারণে তিনি জান্নাতের অঙ্গীকার করেছেন।

٣٦٢٤- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ بِهٰذَا الاِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ غَيْرَ مُصْفِحٍ وَلَمْ يَقُلْ عَنْهُ -

৩৬২৪. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... আবদুল মালিক ইব্ন উমায়র (র) সূত্রে এই সনদে অনরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি তার বর্ণনার অনুরূপ 'পার্শ্ব দিয়ে নয়' শব্দটির উল্লেখ করেছেন এবং তিনি 'তা عنه (তার) শব্দটি উল্লেখ করেন নি।

٣٦٢٥- وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ

جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ فَزَارَةَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ امْرَاَتِىْ وَلَدَتْ غُلاَمًا اَسْوَدَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ هَلْ لَّكَ مِنْ اِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا اَلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ هَلْ فِيْهَا مِنْ اَوْرَقَ قَالَ اِنَّ فِيْهَا لَوُرْقًا قَالَ فَاَنّٰى اَتَاهَا ذٰلِكَ قَالَ عَسٰى اَنْ يَكُوْنَ نَزَعَهُ عِرْقٌ قَالَ وَهٰذَا عَسٰى اَنْ يَكُوْنَ نَزَعَهُ عِرْقٌ ـ

৩৬২৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আমরুন নাকিদ ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনূ ফাযারা গোত্রের এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এল। সে বলল, আমার স্ত্রী একটি কালো সন্তান প্রসব করেছে। তখন নবী ﷺ তাকে বললেন, তোমার নিকট কি উট আছে? সে বলল, হাঁ, আমার উট আছে। তিনি বললেন, সেগুলোর রং কি রকম? সে বলল, লাল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তার মধ্যে কি মেটে রংয়ের কোন উট আছে? সে বলল, হাঁ, তার মধ্যে মেটে রংয়ের উটও আছে। তিনি বললেন, এই মেটে রং কোত্থেকে এল? সে বলল, সম্ভবত তা তার বংশধারা টেনে নিয়ে এসেছে। তখন তিনি বললেন, তোমার এই সন্তানের রংও হয়ত তা বংশধারা টেনে নিয়ে এসেছে।

٣٦٢٦ـ وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ جَمِيْعًا عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ غَيْرَ اَنَّ فِىْ حَدِيْثِ مَعْمَرٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَدَتْ امْرَاَتِىْ غُلاَمًا اَسْوَدَ وَهُوَ حِيْنَئِذٍ يُعَرِّضُ بِاَنْ يَنْفِيَهُ وَزَادَ فِىْ اٰخِرِ الْحَدِيْثِ وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِى الْاِنْتِفَاءِ مِنْهُ ـ

৩৬২৬. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম, মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' ও আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ..... মা'মার ও ইব্‌ন আবূ যি'ব (র) যুহরী (র) সূত্রে ইব্‌ন উয়ায়না (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে মা'মার (র) বর্ণিত হাদীসে এতটুকু পার্থক্য রয়েছে যে, "সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার স্ত্রী একটি কালো সন্তান প্রসব করেছে। "এই উক্তি দ্বারা সে ঐ সময় তার পিতৃত্ব প্রত্যাখ্যানের দিকে ইঙ্গিত করেছিল। আর হাদীসের শেষভাগে অতিরিক্ত বলেছেন, "তিনি তাকে ঐ সন্তানের পিতৃত্ব প্রত্যাখ্যানের অনুমতি দেন নি।"

٣٦٢٧ـ وَحَدَّثَنِىْ اَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ اَعْرَابِيًّا اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ امْرَاَتِىْ وَلَدَتْ غُلاَمًا اَسْوَدَ وَاِنِّىْ اَنْكَرْتُهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ هَلْ لَكَ مِنْ اِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا اَلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ فَهَلْ فِيْهَا مِنْ اَوْرَقَ قَالَ نَعَمْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَنّٰى هُوَ قَالَ لَعَلَّهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَكُوْنُ نَزَعَهُ عِرْقٌ لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ وَهٰذَا لَعَلَّهُ يَكُوْنُ نَزَعَهُ عِرْقٌ لَهُ ـ

৩৬২৭. আবু তাহির ও হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (রা) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার স্ত্রী একটি কালো সন্তান প্রসব করেছে এবং তাকে আমার অন্তর গ্রহণ করে না। তখন নবী ﷺ তাকে বললেন, তোমার কাছে উট আছে কি? সে বলল, আছে। তিনি বললেন, সেগুলোর রং কী? সে বলল, লাল। তিনি বললেন, সেগুলো মধ্যে কি মেটে (কালো) রং-এরও আছে? সে বলল, হাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এই রং কোথেকে এল? সে বলল, সম্ভবত তার বংশধারা টেনে নিয়ে এসেছে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন, তোমার এই কালো সন্তানের রংও হয়ত তার বংশধারা টেনে নিয়ে এসেছে।[১]

٣٦٢٨- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُبْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّهُ قَالَ بَلَغَنَا اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيْثِهِمْ -

৩৬২৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি‘ (র) ... ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের নিকট এ বিবরণ পৌঁছেছে যে, আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তীদের অনুরূপ।

كِتَابُ الْعِتْقِ

অধ্যায় : দাসমুক্তি

٣٦٢٩ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِيْ عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيْمَةَ الْعَدْلِ فَاُعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَاِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ـ

৩৬২৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন, আমি মালিককে বললাম, আপনার কাছে নাফি' (র) হযরত ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি শরীকী (যৌথ মালিকানাধীন) ক্রীতদাস থেকে তার নিজ অংশ মুক্ত করে দেয় এবং তার (মুক্তিদাতার) কাছে এই পরিমাণ ধন-সম্পদ থাকে যা উক্ত ক্রীতদাসের মূল্য পরিমাণ পৌঁছে যায়– তবে ন্যায়সংগতভাবে মূল্য নিরূপণ করতে হবে। অতঃপর অন্যান্য অংশীদারদের হিস্যার মূল্য পরিশোধ করতে হবে। অতঃপর ক্রীতদাসটি পুরোপুরিভাবে তার পক্ষ থেকেই মুক্ত হয়ে যাবে। তবে যদি সে (পুরো অংশের মূল্য পরিশোধে) সক্ষম না হয় তাহলে সে যতটুকু অংশ মুক্ত করেছে, ততটুকু মুক্ত হয়ে যাবে।

٣٦٣٠ـ وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ جَمِيْعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيْعِ وَاَبُوْكَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ ح وَحَدَّثَنِيْ اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اُمَيَّةَ ح وَحَدَّثَنَا هرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الاَيْلِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ اُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ فُدَيْكٍ عَنِ ابْنِ اَبِيْ ذِئْبٍ كُلُّ هٰؤُلاَءِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ـ

৩৬৩০. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ্, শায়বান ইব্ন ফাররূখ, আবুর রাবী, আবূ কামিল, ইব্ন নুমায়র, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না, ইসহাক ইব্ন মানসূর, হারুন ইব্ন সাঈদ আয়লী ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নাফি' (র) থেকে মালিক (র) বর্ণিত হাদীসের মর্মানুযায়ী।

৩/৬১_

٣٦٢١- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ بَشِيْرِبْنِ نَهِيْكٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِى الْمَمْلُوْكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ اَحَدُهُمَا قَالَ يَضْمَنُ -

৩৬৩১. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন দু'জনের যৌথ মালিকানাধীন গোলাম থেকে একজন নিজের অংশ মুক্ত করে দিলে অপরজনের হিস্যারও সে যিম্মাদার হবে (যদি সে বিত্তবান হয়)।

٣٦٢٢- وَحَدَّثَنِىْ عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ اَبِى عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِىْ عَبْدٍ فَخَلاَصُهُ فِىْ مَالِهِ اِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِىَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ -

৩৬৩২. আমরুন্‌ নাকিদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি যৌথ মালিকানাধীন গোলামকে নিজের হিস্যা মুক্ত করে দিবে, তার বাকী অংশ তার সম্পদদ্বারাই মুক্ত করতে হবে যদি সে ধনবান হয়। আর যদি সে বিত্তশালী না হয় তাহলে সে গোলামকে উপার্জনের মাধ্যমে আযাদী লাভের চেষ্টায় নিযুক্ত করতে হবে। তবে তার উপর তার সামর্থ্যের বাইরে বোঝা চাপানো যাবে না।

٣٦٢٣- وَحَدَّثَنَاهُ عَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ اَخْبَرَنَا عِيْسَى يَعْنِى ابْنَ يُوْنُسَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَزَادَ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيْمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يُسْتَسْعٰى فِىْ نَصِيْبِ الَّذِىْ لَمْ يُعْتَقْ غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ -

৩৬৩৩. আলী ইব্‌ন খাশরাম (র) ..... সাঈদ ইব্‌ন আবূ আরূবা (র) থেকে এ সনদে বর্ণিত। তবে তিনি তার বর্ণনায় এতটুকু বেশি উল্লেখ করেছেন যে, "সে মুক্তিদাতা বিত্তবান না হলে ঐ দাসের প্রচলিত মূল্য নিরূপণ করতে হবে। এরপর তার অবশিষ্ট অংশ মুক্ত করার লক্ষ্যে তাকে উপার্জনে নিয়োজিত করতে হবে। তবে এই ব্যাপারে তাকে সাধ্যাতীত কষ্টে ফেলা যাবে না।"

٣٦٢٤- حَدَّثَنِىْ هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ ابْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ وَذَكَرَ فِى الْحَدِيْثِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيْمَةَ عَدْلٍ -

৩৬৩৪. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ..... ওয়াহব ইব্‌ন জারীর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কাতাদা (র)-কে এ সনদে ইব্‌ন আবূ আরূবা এর হাদীসের মর্মানুযায়ী হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি তার বর্ণনায় উল্লেখ করেন, "দাসের উপযুক্ত মূল্য নিরূপণ করতে হবে।"

١ـ بَابُ بَيَانِ الْوَلاَءِ لِمَنْ اَعْتَقَ

১. পরিচ্ছেদ : মুক্তদাসে অভিভাবকত্ব হবে মুক্তিদাতার

٣٦٣٥ـ وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا اَرَادَتْ اَنْ تَشْتَرِىَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا فَقَالَ اَهْلُهَا نَبِيْعُكِهَا عَلٰى اَنَّ وَلاَءَهَا لَنَا فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لاَيَمْنَعُكِ ذٰلِكِ فَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ ـ

৩৬৩৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একবার একটি দাসী খরিদ করে তাকে মুক্ত করে দিবেন বলে ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। তখন সে দাসীর মনিবেরা তাকে জানালেন যে, আমরা আপনার কাছ থেকে এই শর্তে দাসীটি বিক্রয় করতে পারি যে, তার ওয়ালা'র[১] অধিকারী আমরাই থাকব। তিনি বলেন, বিষয়টি আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে উপস্থাপন করলাম। তিনি বললেন, এই শর্ত তোমাকে 'ওয়ালা' থেকে বঞ্চিত করবে না। কেননা মুক্তিদাতার জন্যই 'ওয়ালার হক' নির্ধারিত।

٣٦٣٦ـ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ بَرِيْرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِيْنُهَا فِىْ كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ اَرْجِعِىْ اِلٰى اَهْلِكِ فَاِنْ اَحَبُّوا اَنْ اَقْضِىَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُوْنَ وَلاَؤُكِ لِىْ فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ بَرِيْرَةُ لاَهْلِهَا فَاَبَوْا وَقَالُوْا اِنْ شَاءَتْ اَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُوْنَ لَنَا وَلاَؤُكِ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِبْتَاعِىْ فَاَعْتِقِىْ فَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَابَالُ اُنَاسٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَيْسَ لَهُ وَاِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ شَرْطُ اللّٰهِ اَحَقُّ وَاَوْثَقُ ـ

৩৬৩৬. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) লায়স (রা) থেকে ..... 'উরওয়া (র) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, বারীরা (রা) তাঁর লিখিত মুক্তি চুক্তির বিনিময় পরিশোধের ব্যাপারে সাহায্যের জন্য আয়েশা (রা)-এর কাছে এল। সে তার মুক্তিপণের কিছুই আদায় করে নি। তখন আয়েশা (রা) তাকে বললেন, তুমি তোমার মুনিবের কাছে ফিরে যাও। যদি তারা এ শর্তে সম্মতি জ্ঞাপন করে যে, আমি তোমার মুক্তিপণের যাবতীয় পাওনা পরিশোধ করলে তোমার ওয়ালা আমার প্রাপ্য হবে, তবে তা আমি করতে পারি। বারীরা তার মুনিবদের কাছে বিষয়টি উত্থাপন করল। কিন্তু তারা সে প্রস্তাব গ্রাহ্য করল না এবং বলে পাঠাল, যদি তিনি সাওয়াবের আশায় তোমার মুক্তিপণ আদায়ের দায়িত্ব নেন তাহলে নিতে পারেন, তবে তোমার 'ওয়ালা' আমাদের জন্যই

---

১. الولاء আরবী শব্দ। এর অর্থ অধিকারী হওয়া, স্বত্ববান হওয়া ইত্যাদি। ইসলামী বিধানের পরিভাষায় দাস–দাসীর অর্জিত সম্পদ ইত্যাদির অভিভাবকত্বকে 'ওয়ালা' বলা হয়। দাস-দাসীর মৃত্যুর পর তার মুনিব তার 'ওয়ালা'-এর উত্তরাধিকারী। আর আযাদকৃত দাসের 'ওয়ালা'-এর অধিকারী হয় মুক্তিদাতা।

থাকবে। এরপর তিনি (আয়েশা রা) বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে উপস্থাপন করলেন। তখন তিনি তাকে বললেন, তাঁকে খরিদ করে মুক্ত করে দিতে পার। কেননা 'ওয়ালা' মুক্তিদাতার জন্যই নির্ধারিত। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন : লোকদের কী হয়েছে তারা এমন কতক শর্তারোপ করে যা আল্লাহর কিতাবে নেই। যে ব্যক্তি এমন শর্তারোপ করবে যা আল্লাহর কিতাবে নেই– সে শর্তের কোন মূল্য নেই যদিও সে একশো বার শর্তারোপ করে। আল্লাহর শর্তই কেবল যথার্থ ও নির্ভরযোগ্য।

٣٦٣٧- حَدَّثَنِيْ اَبُو الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَت جَاءَتْ بَرِيْرَةُ اِلَىَّ فَقَالَتْ يَا عَائِشَةُ اِنِّي كَاتَبْتُ اَهْلِيْ عَلٰى تِسْعِ اَوَاقٍ فِيْ كُلِّ عَامٍ اُوْقِيَّةٌ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ اللَّيْثِ وَزَادَ فَقَالَ لاَيَمْنَعُكِ ذٰلِكَ مِنْهَا ابْتَاعِيْ وَاَعْتِقِيْ وَقَالَ فِي الْحَدِيْثِ ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ -

৩৬৩৭. আবূ তাহির (র) ..... 'উরওয়া ইবনুয-যুবায়র (র) নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, বারীরা (রা) আমার কাছে এল। সে বলল, হে আয়েশা! আমি আমার মুনিবের কাছে মুক্তিপণের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছি যে, বছরে এক উকিয়া (চল্লিশ দিরহামে এক উকিয়া) করে নয় বছরে সর্বমোট নয় উকিয়া পরিশোধ করব। এরপর লায়স (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তবে এই বর্ণনায় এতটুকু বেশি আছে ঃ "তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন, তাদের এ শর্ত করা তোমাকে 'ওয়ালা' প্রাপ্তি হতে বাধা দিবে না। তুমি তাকে খরিদ করে মুক্ত করে দিতে পার।" উরওয়া ইব্ন যুবায়র (র) এই হাদীসে উল্লেখ করেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে যান এবং আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর মহিমা বর্ণনা করেন।

٣٦٣٨- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُبْنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَىَّ بَرِيْرَةُ فَقَالَتْ اِنَّ اَهْلِيْ كَاتَبُوْنِيْ عَلٰى تِسْعِ اَوَاقٍ فِيْ تِسْعِ سِنِيْنَ فِيْ كُلِّ سَنَةٍ اُوْقِيَّةٌ فَاَعِيْنِيْنِيْ فَقُلْتُ لَهَا اِنْ شَاءَ اَهْلُكِ اَنْ اَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَاُعْتِقَكِ وَيَكُوْنَ الْوَلاَءُ لِيْ فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لاَهْلِهَا فَاَبَوْا اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ الْوَلاَءُ لَهُمْ فَاَتَتْنِيْ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ قَالَتْ فَانْتَهَرْتُهَا فَقَالَتْ لاَهَا اللّٰهِ اِذَا قَالَتْ فَسَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلَنِيْ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اشْتَرِيْهَا وَاَعْتِقِيْهَا وَاشْتَرِطِيْ لَهُمُ الْوَلاَءَ فَاِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ اَعْتَقَ فَفَعَلْتُ قَالَتْ ثُمَّ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَشِيَّةً فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ اَقْوَامٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ مَاكَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ وَاِنْ كَانَ مِاَةَ شَرْطٍ كِتَابُ اللّٰهِ اَحَقُّ وَشَرْطُ اللّٰهِ اَوْثَقُ مَابَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُوْلُ اَحَدُهُمْ اَعْتِقْ فُلاَنًا وَالْوَلاَءُ لِيْ اِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ -

৩৬৩৮. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্‌ন আলা হামদানী (র) আবূ উসামা হতে, তিনি হিশাম ইব্‌ন 'উরওয়া (র) হতে, তিনি নিজ পিতা হতে এবং তিনি হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, একদিন বারীরা (রা) আমার কাছে এল। সে বলল, আমার মুনিব আমাকে প্রতি বছর এক উকিয়া করে নয় বছরে নয় উকিয়া (চল্লিশ দিরহামে এক উকিয়া) আদায় করার শর্তে আমাকে মুক্তিদানের চুক্তি করেছে। আপনি আমাকে সাহায্য করুন। আমি (আয়েশা রা) তাকে বললাম, তোমার মুনিব যদি এই শর্তে রাযী হয় যে, তোমার মুক্তিপণ একসঙ্গে আদায় করে দিলে তোমার 'ওয়ালা' আমার প্রাপ্য হবে তাহলে আমি তোমাকে মুক্তির ব্যাপারে সাহায্য করতে পারি। তখন বারীরা (রা) এই বিষয়টি তার মুনিবের কাছে উত্থাপন করলে তাদের জন্য 'ওয়ালা' ব্যাতিরেকে তারা তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। এরপর সে আমার (আয়েশা রা-এর) কাছে এসে তাদের কথা বলল। তিনি বলেন, আমি তাকে ধমক দিয়ে বললাম, তাহলে আল্লাহ্‌র কসম! আমি রাযী নই। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিষয়টি শুনলেন এবং আমাকে জিজ্ঞেস করলেন। তাঁর কাছে সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। তিনি বললেন, হে আয়েশা! তুমি তাকে খরিদ করে মুক্ত করে দাও এবং তাদের জন্য ওয়ালা'র শর্তে রাযী হয়ে যাও। প্রকৃতপক্ষে 'ওয়ালা' সেই পাবে যে মুক্তিদান করে। আমি (আয়েশা) তাই করলাম। রাবী বলেন, এরপর সন্ধ্যাবেলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ভাষণ দিলেন। তিনি আল্লাহর যথাযথ প্রশংসা ও তাঁর মহিমা ঘোষণা করলেন। এরপর বললেন : লোকের অবস্থা এই পর্যায়ে নেমে গিয়েছে যে, তারা এমন সব শর্তারোপ করে যা আল্লাহ্‌র কিতাবে নেই। স্মরণ রাখ, যে শর্ত আল্লাহ্‌র কিতাবে নেই তা বাতিল বলে গণ্য, যদিও শতবার শর্তারোপ করা হয়। আল্লাহ্‌র কিতাবের শর্তই যথার্থ, আল্লাহ্‌র শর্তই নির্ভরযোগ্য। তোমাদের মধ্যে কতক লোকের কী হয়েছে যে, তারা অপরকে বলে অমুককে মুক্ত করে দাও আর 'ওয়ালা' গ্রহণ করব আমরা? অথচ 'ওয়ালা' তো তারই, যে আযাদ করে।

٣٦٣٩- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ جَرِيْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهٰذَا الاِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ اَبِىْ اُسَامَةَ غَيْرَ اَنَّ فِىْ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ قَالَ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا فَخَيَّرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا وَلَيْسَ فِىْ حَدِيْثِهِمْ اَمَّا بَعْدُ ـ

৩৬৩৯. আবূ বকর ইব্‌ন শায়বা ও আবু কুরায়ব ইব্‌ন নুমায়র হতে, আবূ কুরায়ব ওয়াকী (র) হতে, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম জারীর হতে, আর তারা সকলে হিশাম ইব্‌ন 'উরওয়া হতে আবূ উসামা .....হিশাম বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ একই সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে জারীর বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে : "তিনি বলেন, তার (বারীরার) স্বামী ছিল দাস। সে কারণে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে ইখ্‌তিয়ার দান করেছিলেন (যখন সে মুক্ত হবে তখন দাস স্বামীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক বহাল রাখতে কিংবা তা নাকচ করে দিতে পারবে– এই ইখ্‌তিয়ার তাকে দেওয়া হয়েছিল)। সে নিজেকেই বেছে নিল (দাস স্বামীকে পসন্দ করল না)। যদি সে স্বাধীন হত তাহলে তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) তাকে (বারীরাকে) ইখ্‌তিয়ার প্রদান করতেন না।" আর তাদের বর্ণিত হাদীসে اَمَّا بَعْدُ (অতঃপর) শব্দটির উল্লেখ নেই।

٣٦٤٠- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فِىْ بَرِيْرَةَ ثَلاَثُ

قَضِيَّاتٍ اَرَادَ اَهْلُهَا اَنْ يَبِيْعُوْهَا وَيَشْتَرِطُوْا وَلاَئَهَا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اَشْتَرِيْهَا وَاَعْتِقِيْهَا فَاِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ اَعْتَقَ قَالَتْ وَعَتَقَتْ فَخَيَّرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَالَتْ وَكَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُوْنَ عَلَيْهَا وَتُهْدِيْ لَنَا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَ صَدَقَةٌ وَهُوَ لَكُمْ هَدِيَّةٌ فَكُلُوْهُ ـ

৩৬৪০. যুহায়র ইব্ন হারব ও মুহাম্মদ ইবনুল আলা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরার কল্যাণে তিনটি শরী'আতী বিধান লাভ হয়েছিল :

১. তার মুনিবেরা তাকে বিক্রি করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল এবং তার 'ওয়ালা'র উপর তাদের অধিকার লাভের শর্তারোপ করেছিল। আমি নবী ﷺ-এর কাছে বিষয়টি উত্থাপন করলাম। তিনি আমাকে বললেন, তাকে খরিদ করে মুক্ত করে দাও। কেননা 'ওয়ালা' তারই প্রাপ্য যে আযাদ করে।

২. যখন তাকে (বারীরাকে) মুক্ত করে দেওয়া হল তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে (তার দাস স্বামীকে রাখা, না রাখার) ইখ্তিয়ার প্রদান করেছিলেন। এরপর সে নিজকে বেছে নিল। (তার দাস স্বামীকে প্রত্যাখ্যান করল)।

৩. তিনি (আয়েশা রা) বলেন, লোকেরা বারীরাকে সদকা-খয়রাত করত এবং সে তা (সদকাকৃত জিনিস) থেকে আমাদের কাছে হাদিয়া পাঠাত। আমি নবী ﷺ -এর কাছে বিষয়টি উপস্থাপন করলাম। তিনি বললেন, "তা তার জন্য সদকা এবং তোমাদের জন্য হাদিয়া। সুতরাং তোমরা তা খেতে পার।"

٣٦٤١ـ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا اَشْتَرَتْ بَرِيْرَةَ مِنْ اُنَاسٍ مِنَ الاَنْصَارِ وَاشْتَرَطُوْا الْوَلاَءَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْوَلاَءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ وَخَيَّرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا وَاَهْدَتْ لِعَائِشَةَ لَحْمًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ صَنَعْتُمْ لَنَا مِنْ هٰذَا اللَّحْمِ قَالَتْ عَائِشَةُ تُصُدِّقَ بِهِ عَلٰى بَرِيْرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ ـ

৩৬৪১. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কতিপয় আনসার মুনিবের কাছ থেকে বারীরাকে খরিদ করলেন। তবে তারা (সে সময়) 'ওয়ালা'র শর্তারোপ করেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : 'ওয়ালা' তারই প্রাপ্য যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করে (মুক্তিদাতা)। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে ইখ্তিয়ার প্রদান করেছিলেন। তার স্বামী ছিল ক্রীতদাস। একবার সে আয়েশা (রা)-এর কাছে কিছু পরিমাণ গোশ্ত হাদিয়া পাঠাল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমরা যদি এই গোশ্ত থেকে আমার জন্য কিছুটা রান্না করে আনতে.....। তখন আয়েশা (রা) বললেন, এতো বারীরা সদকা হিসেবে পেয়েছে (আর আপনার জন্য সদকা হারাম)। তিনি বললেন, তা তার জন্য সদকা এবং আমাদের জন্য হাদিয়া।

٣٦٤٢ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا اَرَادَتْ اَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيْرَةَ لِلْعِتْقِ

فَاشْتَرَطُوْا وَلاَئَهَا فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اشْتَرِيْهَا وَاَعْتِقِيْهَا فَاِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ اَعْتَقَ وَاُهْدِىَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَحْمٌ فَقَالُوْا لِلنَّبِىِّ ﷺ هٰذَا تُصُدِّقَ بِهٖ عَلٰى بَرِيْرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ وَخُيِّرَتْ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ زَوْجِهَا فَقَالَ لاَ اَدْرِىْ -

৩৬৪২. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মুক্ত করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বারীরাকে খরিদ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু তারা (বারীরার মুনিবেরা) তার 'ওয়ালা'র অধিকার লাভের শর্তারোপ করে বসল। তখন তিনি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে উত্থাপন করলেন। তিনি বললেন, তুমি তাকে খরিদ করে মুক্ত করে দাও। আসলে 'ওয়ালা' সেই পাবে যে মুক্তিদান করে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য কিছু গোশ্ত হাদিয়ারূপে পেশ করা হল। তখন তারা নবী ﷺ-কে বললেন, এই গোশ্ত বারীরাকে সদকা হিসেবে দেওয়া হয়েছিল। তিনি বললেন, এতো তার জন্য সদকা এবং আমাদের জন্য হাদিয়া। তাকে (বারীরাকে) এ অবস্থায় ইখতিয়ার দেওয়া হল যে, তার স্বামী ছিল স্বাধীন। শু'বা (র) বলেন, আমি পুনরায় তাকে (আবদুর রহমানকে) তার (বারীরার) স্বামী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমি জানি না।

٣٦٤٢- وَحَدَّثَنَاهُ اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الاِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৩৬৪২/১. আহমদ ইব্ন উসমান নাওফালী (র) ..... শু'বা (র)-এর সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٦٤٣- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيْعًا عَنْ اَبِىْ هِشَامٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُغِيْرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُوْمِىُّ وَاَبُوْ هِشَامٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ زَوْجُ بَرِيْرَةَ عَبْدًا -

৩৬৪৩. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, বারীরার স্বামী ছিল দাস।

٣٦٤٤- وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِىْ بَرِيْرَةَ ثَلاَثُ سُنَنٍ خُيِّرَتْ عَلٰى زَوْجِهَا حِيْنَ عَتَقَتْ وَاُهْدِىَ لَهَا لَحْمٌ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ فَدَعَا بِطَعَامٍ فَاُتِىَ بِخُبْزٍ وَاُدْمٍ مِنْ اُدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ اَلَمْ اَرَ بُرْمَةً عَلَى النَّارِ فِيْهَا لَحْمٌ فَقَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذٰلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهٖ عَلٰى بَرِيْرَةَ فَكَرِهْنَا اَنْ نُطْعِمَكَ مِنْهُ فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَدِيَّةٌ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ فِيْهَا اِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ -

৩৬৪৪. আবূ তাহির (র) ..... নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরার ঘটনায় তিনটি বিধান লাভ হয়েছে :

১. যখন সে মুক্তি লাভ করেছিল তখন স্বামীর (বৈবাহিক সূত্র বহাল রাখা, না রাখার) ব্যাপারে তাকে ইখ্তিয়ার প্রদান করা হয়েছিল।

২. তাকে গোশ্ত সদকা করা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার (আয়েশার) কাছে এলেন। তখন গোশ্তের হাঁড়ি উনুনের উপর টগবগ করছিল। তিনি খাবার চাইলেন। তখন তাঁর সামনে রুটি এবং ঘর থেকে তরকারি পরিবেশন করা হল। তিনি বললেন, আমি কি লক্ষ্য করি নি যে, উনুনের উপর হাঁড়ি আছে যার মধ্যে গোশ্ত রয়েছে। তারা বললেন : জ্বি হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ওটা তো এমন গোশ্ত যা বারীরাকে সদকা করা হয়েছে। আমরা তা থেকে আপনাকে খাওয়ানো পসন্দ করি না। তখন তিনি বললেন, এতো তার জন্য সদকা এবং তার পক্ষ থেকে তা আমাদের জন্য হাদিয়া।

৩. নবী ﷺ তার (বারীরার) মুক্তির ব্যাপারে বললেন, 'ওয়ালা' তারই প্রাপ্য যে আযাদ করে।

٣٦٤٥- وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ حَدَّثَنِيْ سُهَيْلُ بْنُ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا فَأَبَى أَهْلُهَا إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْوَلاَءُ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لاَ يَمْنَعُكِ ذٰلِكِ فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ -

৩৬৪৫. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আয়িশা (রা) একটি দাসী খরিদ করে মুক্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তার মুনিবেরা তার ব্যতিরেকে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। তবে 'ওয়ালা' তাদের থাকলে ভিন্ন কথা। তিনি এই বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে উত্থাপন করলেন। তখন তিনি বললেম, তুমি তাকে খরিদ করে মুক্তি দিয়ে দাও। তা (মুক্তি দেওয়া) তোমাকে 'ওয়ালা' থেকে বাধাপ্রাপ্ত করবে না। কেননা 'ওয়ালা' তারই প্রাপ্য যে মুক্তিদান করে।

٢- بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَهِبَتِهِ

২. পরিচ্ছেদ ঃ ওয়ালা বিক্রি কিংবা হেবা করা নিষিদ্ধ

٣٦٤٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ قَالَ مُسْلِمٌ النَّاسُ كُلُّهُمْ عِيَالٌ عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ -

৩৬৪৬. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া তামীমী (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'ওয়ালা' বিক্রি করা এবং তা হেবা (দান বা উইল) করা নিষিদ্ধ করেছেন। মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র) বলেন, সকল মানুষ এই হাদীসের ব্যাপারে 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন দীনারের কৃপাধন্য [অর্থাৎ হযরত ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে এ হাদীসটি কেবল তার সূত্রেই পাওয়া গেছে]।"

٣٦٤٧- وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ اَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِى ابْنَ عُثْمَانَ كُلُّ هٰؤُلاَءِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ اَنَّ الثَّقَفِىَّ لَيْسَ فِىْ حَدِيْثِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ الاَّ الْبَيْعُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْهِبَةَ -

৩৬৪৭. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্‌ন হারব, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আয়্যুব, কুতায়বা ইব্‌ন হুজ্‌র, ইব্‌ন নুমায়র, ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন রাফি' ..... আবদুল্লাহ ইবন দীনার হযরত ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে এবং তিনি নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে [আবদুল ওয়াহ্‌হাব] সাকাফীর বর্ণনায় 'উবায়দুল্লাহর সূত্রে কেবল বিক্রির কথা বলা হয়েছে। তিনি হেবার কথা উল্লেখ করেন নি।

٣- بَابُ تَحْرِيْمِ تَوَلّٰى الْعَتِيْقِ غَيْرَ مَوَالِيْهِ

৩. পরিচ্ছেদ : মুক্তদাসের জন্য তার মুক্তিদাতা ব্যতীত অন্য কাউকে মাওলা বানানো হারাম

٣٦٤٨- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ كَتَبَ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى كُلِّ بَطْنٍ عُقُوْلَهُ ثُمَّ كَتَبَ اَنَّهُ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَتَوَالٰى مَوْلٰى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِ ثُمَّ اُخْبِرْتُ اَنَّهُ لَعَنَ فِىْ صَحِيْفَتِهِ مَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ -

৩৬৪৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, নবী ﷺ ফরমান জারি করলেন যে, প্রত্যেক গোত্রের উপর তৎকর্তৃক হত্যাকাণ্ডের ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। এরপর তিনি লিখলেন, কোন মুসলিম ব্যক্তির পক্ষে অপর মুসলিম ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া তার মুক্তি দওয়া গোলামের অলি (অভিভাবক) হওয়া হালাল নয়। এরপর আমি জানতে পারলাম যে, যে ব্যক্তি এরূপ কাজ করবে তিনি তার লিখিত ফরমানে তাকে লা'নত করেছেন।

٣٦٤٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِىَّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ تَوَلّٰى قَوْمًا بِغَيْرِ اِذْنِ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ -

৩৬৪৯. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি (ক্রীতদাস) তার মুনিবের অনুমতি ছাড়া অন্য কাউকে মুনিব বানাবে, তার উপর আল্লাহ্‌র লা'নত এবং তাঁর ফেরেশ্‌তাদেরও লা'নত। তার ফরয কিংবা নফল কিছুই (আল্লাহর কাছে) কবূল হবে না।

٣٦٥٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ الْجُعْفِىُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَوَلّٰى قَوْمًا بِغَيْرِ اِذْنِ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَلاَصَرْفٌ -

৩৬৫০. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তার মুনিবের অনুমতি ছাড়া অন্য কাউকে মাওলা বানাবে তার উপর আল্লাহ্, ফেরেশ্তা ও সমগ্র মানব জাতির লা'নত বর্ষিত হবে। কিয়ামত দিবসে তার কোন ফরয কিংবা নফল আল্লাহ্র নিকট গৃহীত হবে না।

٣٦٥١- وَحَدَّثَنِيْهِ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ دِيْنَارٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ وَمَنْ وَالٰى غَيْرَ مَوَالِيْهِ بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ -

৩৬৫১. ইব্রাহীম ইব্ন দীনার (র) ..... আমাশ (র) থেকে এই সনদে বর্ণিত– তবে তিনি এতে বলেছেন : "যে ব্যক্তি তার মুনীবের অনুমতি ছাড়া অন্যকে মাওলা বানাবে .....।"

٣٦٥٢- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ خَطَبَنَا عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ فَقَالَ مَنْ زَعَمَ اَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَأُهُ اِلاَّ كِتَابَ اللّٰهِ وَهٰذِهِ الصَّحِيْفَةُ قَالَ وَصَحِيْفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فِيْ قِرَابِ سَيْفِهِ فَقَدْ كَذَبَ فِيْهَا اَسْنَانُ الْاِبِلِ وَاَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ وَفِيْهَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ اِلٰى ثَوْرٍ فَمَنْ اَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا اَوْ اٰوٰى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ يَسْعٰى بِهَا اَدْنَاهُمْ وَمَنِ ادَّعٰى اِلٰى غَيْرِ اَبِيْهِ اَوِنْتَمٰى اِلٰى غَيْرِ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً -

৩৬৫২. আবূ কুরায়ব (র) ..... ইব্রাহীম তায়মী (রা) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) আমাদের সামনে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, যে ব্যক্তি মনে করে যে, এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা ও আল্লাহর কিতাব ব্যতীত আমাদের কাছে এমন কিছু আছে যা আমরা পাঠ করি, সে নিশ্চিত মিথ্যা বলছে। বর্ণনাকারী বলেন, সে সময় তার (আলীর) তরবারির খাপের মধ্যে একখানি পুস্তিকা ঝুলানো ছিল। এই পুস্তিকায় উটের দাঁতের বিবরণ এবং যখমের দিয়াত (ক্ষতিপূরণ) সম্পর্কে বিধান ছিল। এতে আরও উল্লেখ ছিল যে, নবী ﷺ বলেছেন : মদীনার 'আয়র' থেকে 'সাওর' পর্বত পর্যন্ত এলাকা হারাম (সংরক্ষিত স্থান)। যে ব্যক্তি এই এলাকায় বিদ্'আত করবে অথবা কোন বিদ্'আতীকে আশ্রয় দিবে, তার উপর আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা ও সমগ্র মানব জাতির লা'নত বর্ষিত হবে। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তার কোন ফরয কিংবা নফল কবূল করবেন না। সকল মুসলমানের যিম্মা অভিন্ন।[১] একজন আদনা (সাধারণ) মুসলমানও তা প্রদান করতে পারবে। যে ব্যক্তি তার পিতাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে পিতা বলে দাবি করবে অথবা যে কোন দাস তার মুনিবকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে মুনিব বানাবে, তার উপর আল্লাহর, ফেরেশতা ও সমগ্র মানব জাতির লা'নত বর্ষিত হবে। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তার কোন ফরয কিংবা নফল (ইবাদত) কবূল করবেন না।

---

১. যিম্মা : অমুসলিম ব্যক্তিকে নিরাপত্তা প্রদান বা নিরাপত্তা প্রদানের ক্ষমতা।

٤- بَابُ فَضْلِ الْعِتْقِ

৪. পরিচ্ছেদ : দাসমুক্তির ফযীলত

٣٦٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ إِرْبٍ مِنْهَا إِرْبًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ -

৩৬৫৩. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না আনাযী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলিম দাসকে মুক্ত করে দিবে, আল্লাহ্ তার প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যেঙ্গের বিনিময়ে মুক্তিদাতার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন।

٣٦٥٤- وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ أَبِي غَسَّانَ الْمَدَنِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ مِنَ النَّارِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ -

৩৬৫৪. দাঊদ ইব্‌ন রুশায়দ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কোন ঈমানদার দাসকে মুক্ত করে দিবে, আল্লাহ্ তার প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিনিময়ে মুক্তিদাতার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন–এমন কি তার লজ্জাস্থানের বিনিময়ে তার লজ্জা স্থানও।

٣٦٥٥- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ حَتَّى يُعْتِقَ فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ -

৩৬৫৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন ঈমানদার দাস মুক্ত করবে আল্লাহ্ তার (শরীরের) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিনিময়ে তার (শরীরের) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন– এমনকি তিনি তার (মুক্তদাসের) গুপ্তস্থানের পরিবর্তে তার (মুক্তিকারীর) গুপ্তস্থানও রক্ষা করবেন।

٣٦٥٦- وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ حَدَّثَنَا وَاقِدٌ يَعْنِي أَخَاهُ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ مَرْجَانَةَ صَاحِبُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ

عَضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ قَالَ فَانْطَلَقْتُ حِيْنَ سَمِعْتُ الْحَدِيْثَ مِنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فَذَكَرْتُهُ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فَاَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ قَدْ اَعْطَاهُ بِهِ ابْنُ جَعْفَرٍ عَشْرَةَ اٰلاَفِ دِرْهَمٍ اَوْ اَلْفَ دِيْنَارٍ ـ

৩৬৫৬. হুমায়দ ইব্ন মাস'আদা (র) ..... হযরত 'আলী ইব্ন হুসায়ন (র)-এর সহচর সা'ঈদ ইবন মারজানা (র) বলেন, আমি হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কোন মুসলিম অপর কোন মুসলিম দাসকে মুক্ত করলে আল্লাহ্ তার (মুক্ত দাসের) প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিনিময়ে তার (মুক্তিদাতার) প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাবেন। সাঈদ ইব্ন মারজানা (র) বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে এই হাদীস শোনার পর আলী ইব্ন হুসায়ন (রা)-এর কাছে গেলাম এবং তাঁর কাছে হাদীসখানি উপস্থাপন করলাম। তখনই তিনি তাঁর একটি গোলাম (ক্রীতদাস) মুক্ত করে দিলেন যার মূল্য হিসেবে ইব্ন জাফর তাকে দশ হাজার দিরহাম অথবা এক হাজার দীনার দেওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন।

٥- بَابُ فَضْلِ عِتْقِ الْوَالِدِ

৫. পরিচ্ছেদ : পিতাকে মুক্ত করার ফযীলত

٣٦٥٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَجْزِىْ وَلَدٌ وَالِدًا اِلاَّ اَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوْكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ وَفِىْ رِوَايَةِ ابْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ وَلَدٌ وَالِدَهُ ـ

৩৬৫৭. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন সন্তান তার পিতার ঋণ পরিশোধ করতে পারে না। তবে হাঁ, সে যদি তার পিতাকে ক্রীতদাস হিসেবে দেখতে পায় এবং তখনি তাকে খরিদ করে মুক্ত করে দেয় (তাহলে ভিন্ন কথা)।

ইব্ন আবূ শায়বা (রা)-এর বর্ণনায় আছে ولد والده 'সন্তান তার পিতার'।

٣٦٥٨- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ ح وَحَدَّثَنِىْ عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالُوْا وَلَدٌ وَالِدَهُ ـ

৩৬৫৮. আবূ কুরায়ব, ইব্ন নুমায়র ও আমরুন নাকিদ (র) ..... সুহায়ল (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তারা তাদের বর্ণনায় বলেছেন ولد والده 'সন্তান তার পিতার'।

ইফা-২০০৯-২০১০/অস/উ-৩২৫০